তাহারই অনুশীলন করেন। গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, গিরি, তরু
প্রভৃতি জগতের যাবতীয় পদার্থে কবি মানবহৃদয়ের ছায়া
অলৌকিক কল্পনাবলে সেই ছায়াবৃন্দ স্বীয় বিচিত্র চিত্রফলকে
নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও ভাবরাজ্যের সীমাবিস্তার করে।

বৈজ্ঞানিক ও কবির প্রণালীগত প্রভেদ দুই একটী উদা...
আকাশে একখানি মেঘ দেখিয়া কিরূপে জলবিন্দু সূর্য্যের...
পরিণত হইয়া উপরে উঠে ও কিরূপেই বা পুনরায় বৃষ্টি...
পড়ে, বৈজ্ঞানিক তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বি...
ঐ দৃশ্য হইতে একটি সুন্দর উপমা সংগ্রহ করিয়া গাহিলেন—

"মনের মিলনে মনে থাকবো দুজনা।
তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবেনা॥
ঘন চাতকিনী প্রায়।
প্রেম সমানে থাকবে দুজনায়॥
মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি সখা,
লুকায়ে থেকো॥"

একটী উজ্জল নক্ষত্র দেখিয়া তাহার দূরত্ব নিরূপণ কর...
নিক তাহার "লম্বন" (parallax) গণনায় যত্নবান্ হইলে...
অবসরে নিশ্চল তারকারাজি কত সহস্র যুগ ধরিয়া পর...
চিরবিষাদময়ী প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে যে ম...
কহিতেছে মহাকবি হাইন্ প্রণয়িনীর চন্দ্রানন-ব্যাকরণের...
প্রেমের ভাষা শিখিতে বসিলেন।

যে দিক্ হইতেই দেখ, এইটী স্থির সিদ্ধান্ত যে মানু...
মূলধন ও উহার উচ্চতর ভাবসমূহের পরিতুষ্টি, পা...
সাধনই কবির লক্ষ্য ও করণীয়। এক হিসাবে মনুষ্য...
আধার। যাহার হৃদয়ে ভাবের ঘাত প্রতিঘাত হইয়...
তাহার কি জানিতে বাকী? কিন্তু ভারতীর বরপুত্র ভিন্ন...
কাব্যের বিকাশ সাধনে সমর্থ? চিন্তাশীল এমার্সন্...
অধিকাংশ লোক অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অর্ব্বাচীন, এই জন...

"প্রেমসুধাপানে যে করে তারো নাহি থাকে খেদ।
স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ॥"

কিন্তু প্রেমরূপ স্পর্শমণি কি সকলেই পায়?

"মনের সহিত, যে করে পিরীত,
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
দরশন পায়॥"

ভা...

সর্ব্বত্যাগী না হইলে প্রেমনিধি লাভ করা যায় না।

"লভিতে প্রেমরতন, অনেকেরি আকিঞ্চন,
না হইলে অকিঞ্চন, বাসনা নাহিক পূরে।"

"পিরীতি সমান নিধি কো...
এ ধন যে পাইয়াছে কি দুঃখ তাহা...
লাজভয় কুলশীল, তাহার সকলি গেল,
মান অপমান সমভাব হে যাহার॥"

যদি প্রেম চাও, দুঃখের ভয় করিলে চলিবে না।

"কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি।
সুখদুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুঃখ যায় তার ঠাঁই॥"

"পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হবে কখন॥
দুঃখেরে করিয়া কোলে, ভাসয়ে সুখসলিলে,
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥"

"নহে সুখী নহে দুঃখী, প্রেম নাহি জানে।

বাস্তবিক প্রেমের পুটপাকে হৃদয় যেমন নির্ম্মল হয় তেমন আর কিছুতেই নয়। তাই চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল।
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ॥"

বিদ্যাপতির মুখেও সেই কথা—

সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥"

নিধু বাবুও তাই বলেন—

"অন্য অন্য চিন্তা যত আমার [illegible] না
তব হুতাশনে তার [illegible] ছিল,
[illegible] শবদাহ হ'ল॥"

প্রেমের মূলমন্ত্র আত্মলোপ।

"প্রেম করি দুই জ্ঞান থাকে যতদিন,
কখন সমূহ সুখী, কখন সুদিন,
এক জ্ঞান হ'লে চিত, দুঃখ হয় কদাচিত, সুখ অতিশয়।"

"পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে॥"

শ্রীরাধা তাই সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"আমি আমি কি সই শ্যাম আমি, আমি বুঝিতে নারি।
তুমি তুমি তাই বলি, বলহ বিচারি॥
শ্যামাকার অবয়ব, দেখি এ শরীরে সব,
তুমি আমাকে কি দেখ, পুরুষ কি নারী?"

ফুল যেমন কিরূপে ফুটে নিরীক্ষণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, প্রেমের প্রকাশও সেইরূপ।

" নিতুই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।"

প্রেমের আতিশয্যে হৃদয়ের যে কি ভাব হয় প্রেমিক নিজেই বুঝিতে পারেন না—

"তুমি কি জানিবে আমার মন?
মন আপনারে আপনি জানে না।"

তখন—

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে যে সুখের ঘরে রূপের বাসা। এই প্রবাদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রেমের চক্ষে রূপের বাসা বলিলে নিতান্ত অসংলগ্ন হয় না। অনেক সময় রূপদর্শনেই প্রথম প্রেমের সঞ্চার হয় বটে ও এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ের একটি নাম "তারামৈত্রক"। সত্য বটে বৈজ্ঞানিকপ্রবর ডারুইন্ যৌন নির্ব্বাচনে (sexual selection) রূপের আবশ্যকতা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সত্য বটে মানুষ স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও এইজন্য কবিগণ প্রেমের আদর্শচিত্র আঁকিতে হইলে হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের সহিত দৈহিক সৌন্দর্য্যের মণিকাঞ্চনযোগ ঘটাইয়া থাকেন। কিন্তু রূপই কি সর্ব্বস্ব? রূপ অনেকটা রুচির উপর নির্ভর করে। তুমি যে রূপ দেখিয়া মোহিত হইলে হয়ত আমার চক্ষে তাহা লাগিল না। যে সুবর্ণকেশী পিঙ্গলাক্ষী ইউরোপে সুন্দরী বলিয়া গণ্য এ দেশের লোকে হয়ত তাঁহাকে কুৎসিত মনে করিবেন। ভল্‌টেয়ার্ বলেন যে একটা ভেকের চক্ষে তাহার প্রিয়ার পঙ্কিল চক্ষু যেমন সুন্দর দেখায় এমন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ রূপ যেমন প্রেম আকর্ষণ করে প্রেমও তেমনি রূপ সৃজন করে। প্রেমিক যে কুমারীতে উষার মোহিনী মাধুরী ও ইন্দ্রধনুর বিচিত্র জ্যোতিঃ দেখিতে পান তাহার প্রতিবেশীগণ তাহাতে সে সব কিছুই দেখিতে পান না। ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন, ভূধর কি জানিবেন? মহাকবি সেক্ষপীর বলেন যে প্রেমিকের দৃষ্টি ঈগল পক্ষীর দৃষ্টি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ—

এ কথা অমূলক নহে। তুমি আমি যে মুখে রূপের লেশমাত্র দেখি[illegible] পাই না প্রেমিকের চক্ষু সেই মুখে কত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। লয়[illegible] রূপ মজ্‌নুন্‌ই দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সত্য সত্যই প্রেমের চক্ষে রূপের বাস।—

"যেবা যার প্রাণপ্রেয়সী,
নয়ন চকোর পিয়ে সুধাসার,
সেই জন তার শরদশশী।"

"হেরোনিশতাহারে নিয়ে আমার নয়ন।
অন্য যদি থাকে ভাল, যার ভাল তারি ভাল,
আমার হৃদয় আলো, সে বিধুবদন।"

কোনও গ্রীক কবি বলিয়াছেন যে লাবণ্যের বড়িশ না থাকিলে শুধু রূপে[illegible] টোপ কি করিতে পারে? এ কথা গুণের পক্ষে আরো খাটে। প্রেম রূপে[illegible] ফাঁদে ধরা পড়ে বটে কিন্তু গুণের পিঞ্জরেই বদ্ধ থাকে। নিধুবাবু ঠিক[illegible] বলিয়াছেন—

"নয়ন রূপেতে ভুলে মন ভুলে গুণে।"

এই জন্যে—

"নয়ন মনে না হেরিলে ভালবাসা নাহি হয়।"

বস্তুতঃ রূপ কয় দিনের জন্য? সুকবি লাউয়েল্ বলেন যে শিশু যেমন হাত ধরিয়া হাঁটিতে শিখে সেইরূপ প্রেম প্রথমে রূপের সাহায্য গ্রহণ করে কিন্তু ত্বরায় সে অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া আন্তরিক সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী হয়। [illegible]নবহৃদয়জ্ঞ রোষ্‌ফুকো বলেন যে ভালবাসিতে যত সুখ ভাল বাসাইতে [illegible]ত নয়। প্রেমের কবিরা এ কথা ভালরূপ বুঝেন বলিয়াই এত নিরপেক্ষ [illegible]মের গীন গাহিতে ভাল বাসেন—

"সে যদি আমারে নাহি চাহে, তাহে কি রহিবে?
আমি তো তাহারে চাহি, ওলো সই তারে কহিবে॥
সে তাহার অগোচরে, আমার অন্তরে চরে,

"হায়রে হায় প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাসা ?
দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেমপিপাসা ॥
প্রেমে কয় ভালবাসি, পরাব না পব্‌বো ফাঁসি,
চায়না প্রেম কেনাবেচা, ভালবেসে পূরায় আশা ॥"

"সে ভালবাসে কি না ভালবাসে সেই জানে।
আমিত সুখসাগরে ভাসি, তার দরশনে ॥
শ্রবণে কর্ণ জুড়ায়, হেরে আঁখি সুখী হয়,
পরশে লোমাঞ্চ হয়, কত সাধ উঠে মনে ॥"

প্রেম হৃদয়ে একবার বদ্ধমূল হইলে কিছুতেই বিনষ্ট হয় না—

"একবার তারে দেখেছি যেখানে,
সেখানে না চাহি ফিরাব কেমনে, তৃষিত নয়ন ?
না থাকে না থাকিবে সে, আমিত তথাপি এসে,
নয়নজলেতে ভেসে, জুড়াব পরাণ ॥"

"দুঃখ হ'লো বলে কি প্রেম ত্যজিব ?
দুঃখে সুখবোধ করে, সদা তারে তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন বিরলেতে হেরিব ॥"

প্রেম অনন্যগতি। শত অনাদরেও প্রণয় কখন পাত্রান্তর অন্বেষণ করে না—

"সকলে বলে আমারে, সে ভুলিল ভুল তারে,
তারে ভুলে, ল'য়ে কারে, থাকিব মহী-ভুবনে ?
জানত দেহ আমার, সাগরে ডুবি একবার,
কেমনে সে দেহ আর, ভাসাব কূপজীবনে ?"

"সে যদি যাতনা দেয় সই, ভালবাসি যারে।
সে যাতনা যায় না বিনা তারি সমাদরে ॥"

বাস্তবিক যে জন একবার হৃদয়ের সহিত জড়িত হয় তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে গেলে মর্ম্মগ্রন্থি পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়—

"কেমনে ভুলিব তায় ?
হৃদয়েরি অধিকারী আপনি করেছি যায় ॥
আপনি প্রাণ হাতে ক'রে, দিয়েছি যার করে ধ'বে,
তারে কিগো প্রাণ ধ'রে, প্রাণের বাহির করা যায় ?"

"যদি একবার মন বলে সে জনে ভাবিব না।
সেই স্থলে প্রাণ বলে এ দেহে থাকিব না ॥"

প্রেমে মান অপমান বোধ হয় না—

"যত কর অপমান, তিলার্দ্ধ ভাবিনে প্রাণ,
হেরিলে বিধু বয়ান, কি সুখ কহিব কারে ?
বুঝেছি কারণ তার, প্রাণধন যে যাহার,
মান অপমান তার, ভিন্ন কি হইতে পারে ?"

প্রেমে লজ্জাভয় থাকে না—

"যাব সই আন্‌তে বারি কোরো না মানা ;
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে তা কি জান না ?
বলে সই কলঙ্কিনী, নহিলো তাতে বিষাদিনী ;
কৃষ্ণ প্রেমে রাই আমোদিনী ;
আমার ধরাসনে গুণমণি, লাজে কি বাধে বল না ?"

"রমণী সুলভ লাজে দিব বিসর্জ্জন,
সাধিয়ে কহিব কথা না ভাবিব অপমান।
তবু সে না সম্ভাষিলে, ধর্‌বো তার করযুগলে,
তথাপি নিদয় হ'লে কাঁদ্‌বো ধ'রে শ্রীচরণ ॥"

প্রেম দোষগুণ বিচার করে না—

প্রাণ যারে চাহে সদা, দোষেতে তারো কি করে ?
সতত অস্থির প্রাণ না হেরিয়ে হয় যারে।"

প্রেম পাইলে কোনও কষ্টই কষ্ট বলিয়া মনে হয় না—

"সলিলে ডুবাও যদি সলিলেতে র'ব,
তুমি যদি ভালবাস সব প্রাণে স'ব

তুমি যদি সুখে থাক পুড়িতে পারি আগুনে।"

প্রকৃত প্রেমিক নিজের দুঃখ জানাইয়া প্রিয়জনের মনে ব্যথা দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক—

"আমার মনোবেদনা কভু জানাইও না তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়॥
সে বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল।
শুনিলে তার মঙ্গল, তবুত প্রাণ জুড়ায়॥"

"যেন সে না দুঃখ পায়।
যতনে জীবন মন সঁপিয়াছি যায়॥
মজিয়া পরের ভাবে, সেই যেন পর ভাবে,
আমিত স্বীয় স্বভাবে, ভালবাসি তায়॥"

প্রাণ ভরিয়া প্রিয়জনকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রেমের একটী প্রধান লক্ষণ ও আনুসঙ্গিক ফল—

"হেরিলে কি সুখী হই না যায় কথন।
আপনারে ভুলে আমি থাকিহে তখন॥"

"যবে তারে দেখি, অনিমিখে আঁখি, হয়লো তখনি।
সুখে অচেতন, হয় মোর মন, শুনলো সজনি॥"

এ আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই মিটে না—

"সবে মম দুই আঁখি দেখিব তায় কত"

প্রিয়জনের গুণ গাহিয়াও আশ মিটে না—

"কহিতে তাহার কথা উপজে সুখ অপার।
তখন অন্য ভাবনা থাকে না আমার॥
কহিবারে তার গুণ, একমনো হয় মন,
রসনা অবশ নহে, কহি যতবার॥"

প্রিয়নিন্দা নিতান্ত অসহ্য। সতী পিতার মুখেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারেন নাই। প্রিয়তমের নিষ্ঠুরতা সহ্য হয়, কিন্তু প্রিয়তমকে কেহ নিষ্ঠুর বলিলে তাহা প্রাণে সয় না—

"তুমি দুঃখ দেহ তাহে, দুঃখ নহে নিয়ত।
তোমাকে নিদয় বলে সকলে, শ্যাম হে, এ দুঃখ অবিরত॥"

এত টান না থাকিলে কি প্রেম থাকে? বস্তুতঃ সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সহৃদয়তাই প্রেমের জীবন।

প্রেমের বীণা অতি সন্তর্পণে—অতি কোমল হস্তে—বাজাইতে হয়—

"আমার এ সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধ্‌লে জুরি, তারে শত ধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার।"

প্রেম অযত্নের ধন নয়—

"তারে রেখ যতন ক'রে।
বাঁধ বিনোদিনি! প্রেম ডোরে॥
নয়নে নয়নে রেখ, সদত নিকটে থেক,
ওলো ধনি! থেক রেখ, হারাইওনা মনচোরে॥"

প্রেমতরুকে অনেক যত্নে সজীব ও সরস রাখিতে হয়—

"তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখো দেখো যত্নে রেখো, ফল্‌বে না মূল শুখালে।"
"যদি থাকে ফলের বাসনা, বেশি জল দিয়ে জালিও না,
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে।"

বিচ্ছেদ প্রেমের চিরশত্রু বলিয়া পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত প্রণয় বিচ্ছেদে বাড়ে বই কমে না—

প্রেম বিচ্ছেদে কি যায়?
বিরহ না হ'লে স্নেহে নহে সুখোদয়॥
মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে না কেহ কাহারে,
পড়িলে বিচ্ছেদনীরে, অঙ্কুর বাড়ায়॥"

"বিচ্ছেদের এই ভাল সদাই রাখে চেতন।"

বিভাগই প্রেমের প্রকৃত বৈরী। প্রেমে ভাগ বসিলেই সর্ব্বনাশ—

"প্রেমের এই মানা, না হোলে প্রেম তো র'বে না,
পিয়া বিনে কারু পানে চাইতে পাবে না।
প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ, সয় না কথার টান,
প্রেম সরু সুতায় বাঁধাবাঁধি, বাতাসের তো ভর স'বে না॥"

সুজনের প্রেম ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না—

"টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত॥"

কিন্তু প্রেম একবার ভাঙ্গিলে যেমনটি ছিল তেমনটি আর হয় না—

"ভাঙ্গিলে কি আর প্রেম হয়?
বিষম সে মর্ম্মব্যথা আজন্ম তা যাবার নয়॥
পুনরায় সঁপিয়ে মন, ভালবাসি বাসে যেমন,
অথচ অন্তরের দুঃখ কি জানি কেমন,
দুর্দ্দিনের দুর্ভিক্ষ যেমন চিরদিন স্মরণ রয়॥"

আহা! সেই দম্পতীর কি সৌভাগ্য যাহাদের কখনও প্রণয়ভঙ্গ বা বিচ্ছেদ ঘটে নাই—

"আশ্চর্য্য মিলনো হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদো কাহারো নাম না শুনে কাণে॥
জীয়ন্তে মিলনো আবার মিলনো মোলে।"

প্রেম এত উচ্চ, এত মহৎ, এত স্বর্গীয় হইলেও কেবল দূর হইতে ভাবিবার ও পূজা করিবার বস্তু নহে। কবির রচিত আদর্শে ইহার যেমন অস্তিত্ব, সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনেও ইহার তেমনি অস্তিত্ব। প্রেম পোষাকী জিনিস নহে, নিত্য ঘর সরিবার জিনিস। প্রেমের আলো কেবল বেলোয়ারী ঝাড়ে জলে না, মাটির প্রদীপেও জলে। প্রেম কেবল সোণার থালে ভাত খায় না, কলাপাতেও খায়। প্রেম প্রকৃত পক্ষে জীবন-সংগ্রামের প্রধান সহায়, কল্পনার দুর্গে সংরক্ষিত হইবার বস্তু নয়। অতি দীন দুঃখীর কুটীরেও প্রেমের সিংহাসন স্থাপিত হয়। জীবনের সুখদুঃখবিমিশ্রিত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া প্রেমের ফল্গু নদী নীরবে বহিয়া যায়। সংসার-সংগ্রামে প্রেমিক দম্পতী বড় একটা সাজগোজের সময় পান না। হৃদয়ের

আবরণ আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। পরস্পরের মলিনতা ও দুর্ব্বলতা পরস্পরের জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু প্রেমের উদার চক্ষু দোষ দেখিয়াও দোষ ধরে না। দম্পতী পরস্পরের হাত ধরিয়া জীবনের কুসুমকণ্টকময় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথ অনেক স্থলে অতি দুর্গম বলিয়া বোধ হয়। শোকের ঝড় বহিতে থাকে, রোগ ও দারিদ্র্যের মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিন্তু সেই ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া প্রেমের তড়িন্ময়ী হাসি প্রেমিকযুগলের পরস্পরের উপর অটল নির্ভরশীলতার পরিচয় দেয়। জীবনের মধুতিক্তঘটনাচক্রে প্রেমের এই দীপ্তিময়ী হাসি আমাদিগের চক্ষে যত মিষ্ট লাগে এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কবির কল্পিত প্রেমের আদর্শ নিরর্থক বা অনাবশ্যক নহে। কর্ম্মক্ষেত্রেও আদর্শের প্রয়োজন। আদর্শ সম্মুখে না ধরিলে মানুষ কোনও কার্য্য পটুতা ও উৎসাহের সহিত করিতে পারে না। মানুষের নিজের বল অতি অকিঞ্চিৎকর, দশের বলেই বল। কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রেম কালে হীনপ্রভ ও নিস্তেজ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহাতে সমগ্র মানবজাতির প্রেম আসিয়া যোগ দেয়, তাহা হইলে সেই নিস্তেজ প্রেমে নব শক্তির সঞ্চার হয়। কবির কল্পিত আদর্শ এই সমগ্র মানবজাতির সান্দ্রীভূত প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কবি তোমার, আমার, সকলকার প্রেমের উৎকৃষ্টতর অংশ তিল তিল করিয়া বাছিয়া লইয়া এক অপূর্ব্ব তিলোত্তমার সৃজন করেন, যাহার রূপে জগৎ মুগ্ধ হইয়া প্রেমের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত প্রেম এই সমষ্টিগত প্রেমের আদর্শ হইতে পুষ্টি লাভ করে। তুমি কি মনে কর তোমার একটিমাত্র প্রণয়িনী ?' তুমি যেখানে যে যে নায়িকাদিগের বিষয় পড়িয়াছ তাহাদের সকলের রূপগুণ তোমার প্রিয়তমায় আরোপ কর না কি ? সীতার প্রতি রামের প্রেম, উর্ব্বশীর প্রতি পুরুরবার প্রেম, জুলিয়েটের প্রতি রোমিওর প্রেম তোমার ক্ষুদ্র প্রেমের সহিত মিশাইয়া তোমার প্রেমের মূলধন বাড়াইয়া লওনা কি ? এই জন্যই কাব্যানুশীলনের আবশ্যকতা, এই নিমিত্তই প্রীতি-গীতির এত আদর।

জাতীয় সঙ্গীতে জাতীয় চরিত্র প্রতিফলিত হয়। স্পেন্ দেশের গ্রাম্য গীতিতে উৎকট প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অদম্য গর্ব্ব ও ভীষণ সমরপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের প্রেমসঙ্গীতে সেইরূপ বাঙ্গালী চরিত্রের

মজ্জাগত কোমলতা, প্রণয়প্রবণতা, ভাবুকতা ও স্থিতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের গন্ধপুষ্পে প্রায় বিলাতী ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। অনেকগুলি বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ, অনেকগুলি রজনীতে ফুটে, সকল-গুলিরই হৃদয় মধুতে ভরা। এ দেশের ললনাদিগের মধ্যেও সেইরূপ পাশ্চাত্য চরিত্র-বৈচিত্র লক্ষিত হয় না। স্ত্রীস্বভাবসুলভ সরলতা ও লজ্জাই ইহাদিগের ভূষণ এবং ইঁহাদিগের হৃদয় দয়াদাক্ষিণ্যাদির প্রাচুর্য্যে চির-মধুময়। এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির প্রকৃতিপটও উগ্রতা-বর্জ্জিত। তাই এ দেশের প্রীতি-গীতি বংশীর সুরে বাঁধা। এ সঙ্গীতও শরচ্চন্দ্রিকার ন্যায়, বসন্তসমীরণের ন্যায়, গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় অতি স্নিগ্ধ ভাবে হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্লাবিত করে।

সংস্কৃত সাহিত্যে আদর্শ প্রেমের ছবির অপ্রতুল নাই। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী এখনও পাতিব্রত্যের আদর্শ বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পুজিত। রামায়ণ মহাভারত ছাড়িয়া দিলেও, কালিদাসের শকুন্তলা, উমা ও উর্ব্বশী, ভবভূতির সীতা, বাণভট্টের মহাশ্বেতা ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। একা অমরুশতকে যে প্রেমের চিত্র আছে তাহার তুলনা অপর কোনও দেশের সাহিত্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। অমরুশতক অতি প্রাচীন রচনা তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা অদ্যাপি এ দেশের মেয়েদের পক্ষে খাটে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে চারিটি *শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্ব্বান্যঙ্গানি মে যান্তি শ্রোত্রতাং কিমু নেত্রতাং ॥"

*উদ্ধৃত শ্লোকচতুষ্টয়ের তৃতীয়টির অনুবাদ এই সংগ্রহের ১৮১৩ ও ১৮২৬ সংখ্যক গানে দ্রষ্টব্য। অবশিষ্ট তিনটি শ্লোকের সরল অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রথম শ্লোক।

আসিয়া সম্মুখে প্রিয় সুধামুখে
সম্ভাষে যখন।

"লগ্না নাংশুকপল্লবে ভুজলতা ন দ্বারদেশেঽর্পিতা।
নো বা পাদতলে তয়া নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ॥
কালে কেবলমম্বুদাতিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
তন্ব্যা বাষ্পজলৌঘকল্পিতনদীপূরেণ বদ্ধঃ প্রিয়ঃ॥"

"ভ্রূভেদে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্ব্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে॥"

"দৃষ্টঃ কাতরনেত্রয়া চিরতরং বদ্ধাঞ্জলিং যাচিতঃ
পশ্চাদংশুকপল্লবেন বিধৃতো নির্ব্যাজমালিঙ্গিতঃ।
ইত্যাক্ষিপ্য যদা সমস্তমঘৃণো গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
পূর্ব্বং প্রাণপরিগ্রহো দয়িতয়া মুক্তস্ততো বল্লভঃ॥"

আহা! এত মাধুর্য্য আর কোথায় পাইব?

সজনি! না জানি, হয় তনুখানি,
শ্রুতি কি নয়ন॥

দ্বিতীয় শ্লোক।

মেঘাচ্ছন্ন নীলাম্বর, পতি যান দেশান্তর,
কেমনে রোধিবে বালা তারে।
না বাঁধিল ভুজপাশে, পতির পিন্ধন বাসে,
বাহুলতা না রোপিল দ্বারে॥
না পড়িল পদমূলে, "থাক" কথাটিও ভুলে,
না করিল মুখে উচ্চারণ।
কেবল নয়ননীরে, নিরমিয়া তটিনীরে,
পতি-গতি করিল বারণ॥

বঙ্গদেশের প্রথম গীতিকাব্যরচয়িতা জয়দেব গোস্বামী বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী কেন্দুবিল্ব গ্রামে সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি যদিও গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন, উহার ভাষা এত সরল ও সুললিত ও উহাতে এত নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত যে জয়দেব গীত-গোবিন্দ প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উৎকর্ষসাধন ও বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের এক প্রকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ কথা স্বীকার না করিলেও বাঙ্গালার আদি কবি বিদ্যা-পতি ঠাকুর যে জয়দেবের নিকট বিশেষ ঋণী তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলা যায় না। তাঁহার বিচিত্র পদাবলী যে প্রথমে মৈথিলী হিন্দী ভাষায় বিরচিত হয় তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ ভাষায় রচিত তাঁহার অনেকগুলি পদ অদ্যাপি তাঁহার জন্মভূমি মিথিলায় প্রচলিত আছে। সেই সকল পদের সহিত এ অঞ্চলে প্রচলিত পদের তুলনা করিলে অনেক রূপান্তর লক্ষিত হয়। মূল মৈথিল পদগুলি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয় তাহা নির্ণয়

চতুর্থ শ্লোক।

কাতর নয়নে, দয়িত বদনে,
চাহিয়া রহিল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে কত অনুনয়ে,
ফিরাতে নারিল॥
নাথের বসন, টানিয়া তখন,
ধরিয়া রাখিল।
লাজ তেয়াগিয়া, ছলনা ছাড়িয়া,
শেষে আলিঙ্গিল॥
তবুও যখন, নিঠুর রমণ,
যাইতে চাহিল।
করি পরিহার, প্রাণ আপনার,
নাগরে ছাড়িল॥

করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় বিদ্যাপতির গানগুলি বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণাভাব। বাঙ্গালা ভাষার সহিত মৈথিলী হিন্দীর এত সাদৃশ্য যে সম্ভবতঃ উল্লিখিত সময়ের অনেক পূর্ব্বেই ঐ পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ সংসাধিত হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় যে মহাপ্রভু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ গাহিতে ও শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গান শুনে পরম আনন্দ॥"

চৈতন্যদেব খৃষ্টীয় ১৪৮৪ সালে জন্মগ্রহণ ও ১৫৩২ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বোধ হয় তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বিদ্যাপতির পদাবলী অনেকটা বাঙ্গালাভাষানুগত আকার ধারণ করিয়াছিল। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার গ্রিয়ার্সন বলেন যে কর্ম্মনাশা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যত প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে বিদ্যাপতির পদাবলী তাহার অনেকগুলিতে ভাষান্তরিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী কবিগণ তাঁহার পদগুলির অনুকরণ করিয়া এত বহুসংখ্যক পদ রচনা করেন ও তাহার অনেকগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা দেন যে আসল হইতে নকল বাছিয়া লওয়া এখন নিতান্ত অসাধ্য। এইরূপে খাটি বাঙ্গালায় রচিত অনেকগুলি পদে বিদ্যাপতির ভণিতা দেখা যায়। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহার সুমধুর পদগুলি বাঙ্গালার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে তাঁহাকে বাঙ্গালার আদি কবি না বলিলে চলে না। তাঁহার সম্বন্ধে অনেকবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সে সকল ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জীবনীর এই অংশটুকু পাওয়া যায়। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুরুষানুক্রমে মিথিলার অন্তঃপাতী বীসপী গ্রামে বাস করিতেন এবং ১৪০০ খৃষ্টাব্দে সুগাওনার যুবরাজ শিবসিংহ ঐ গ্রাম কবিকে নিষ্কর দান করেন। দানপত্র এখনও বর্ত্তমান এবং কবির উত্তরাধিকারীরা এখনও ঐ গ্রাম ভোগ দখল

করিতেছেন। উহার আধুনিক নাম বিসৃফি এবং উহা মধুবেণী মহকুমার অন্তর্গত। শিবসিংহের "রূপনারায়ণ" উপাধি ছিল এবং তাঁহার এক মহিষীর নাম লখিমা দেবী। বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং উভয়ের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাপতি স্বহস্তে ভাগবত পুরাণের একখানি প্রতিলিপি করেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান। তাঁহার যে সকল পদে শিবসিংহের নামোল্লেখ আছে তাহা ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার শেষ গ্রন্থ—দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী—১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বিদ্যাপতি নব্বই বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন। যে সময়ে চিতোরের রাণা কুম্ভকর্ণের প্রতিভাশালিনী মহিষী মীরা বাই পশ্চিম ভারতকে কৃষ্ণ-প্রেমগীতি শুনাইয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতির মধুনিস্যন্দিনী পদাবলী পূর্ব্বভারতকে কৃষ্ণপ্রেমরসে প্লাবিত করিয়াছিল এবং বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনঃসংস্কারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। চারি শতাব্দী অতীত হইয়া গেল এখনও এদেশে বিদ্যাপতির আধিপত্য অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এখনও বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের গীতে বিদ্যাপতির বীণার ঝঙ্কার শুনা যায়। বাস্তবিক বিদ্যাপতির ন্যায় প্রতিভাশালী কবি এদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। কি স্বভাববর্ণনে, কি পদলালিত্যে, কি ভাবের গাঢ়তায়, কি ছন্দের পারিপাট্যে, তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। দূরশ্রুত নিশীথবংশীধ্বনির ন্যায় তাঁহার স্বর যেন কাণে ও প্রাণে লাগিয়া থাকে।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী সিউড়ি হইতে ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন। বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় নাই। এরূপ প্রবাদ আছে যে তিনি পূর্ব্বে বামাচারী শাক্ত ছিলেন, পরে তাঁহার ইষ্টদেবতা "বাশুলী" বা "বিশালাক্ষী"

কালীর আদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ঐ দেবীর মন্দির নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে ছিল—

"নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী বসয়ে যথা।"

চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—"বড়ু [অর্থাৎ বটু] চণ্ডীদাসে কয়।" তাঁহার এক রজককন্যা নায়িকা ছিল—"রজকীসঙ্গতি"। বোধ হয় এই কারণে তিনি জাতিভ্রষ্ট হন ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি বিদ্যাপতির ন্যায় সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু এই স্বভাবকবি ভাবুকতায় মিথিলার রাজ-কবি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না। শব্দবিন্যাস ও ছন্দবৈচিত্রে ইনি বিদ্যাপতি অপেক্ষা অনেক গুণে নিকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমা-দিগের কাণে ইঁহার কথাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগে। খাটি বাঙ্গালা ইঁহার মুখে প্রথম শুনিতে পাই—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশের ভাষা মিটে কি তৃষা?"

চণ্ডীদাসের বাঙ্গালা অতি সরল, কিন্তু কবির প্রতিভা অতি সরল ভাষায়ও কেমন প্রকাশ পায় তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।"

বিদ্যাপতির উপমা উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার প্রায় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। চণ্ডীদাসের উপমা তাঁহার নিজের দেখা বস্তু হইতে আহৃত। তিনি ব্যাধবর্ত্তুলাহত পারাবতের যন্ত্রণার সহিত নববিরহযাতনার তুলনা করিয়াছেন—

"কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।

প্রেমসরোবরবর্ণনোপলক্ষে তিনি একটী পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীর কি জীবন্ত ছবি তুলিয়াছেন।

গুরুজন জালা, জলের শিহালা,
পড়সী জীয়ল মাছে

কুল পানীফল, কাঁটায় সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পালায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইনু যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট কুট করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥"

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা কবি-কঙ্কণের রসময়ী লেখনীর গুণে জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল জানিবার কোনও উপায় নাই। ভাগ্য-ক্রমে চণ্ডীদাস কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের এই কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছেন। গীতিকাব্যে বর্ণনার সুযোগ অতি অল্পই ঘটে; কিন্তু চণ্ডীদাস যেমন সুগায়ক তেমনি নিপুণ চিত্রকর, তিনি যখনি সুবিধা পাইয়াছেন তখনি বাঙ্গালী জীবনের একটু না একটু আভাস তাঁহার চিত্রফলকে দেখাইয়াছেন। তিনি শাশুড়ীননদের সহিত বৌয়ের অকৌশল, স্ত্রীলোকের কলহ ও অভিসম্পাত-প্রিয়তা, ভূত ডাইনে বিশ্বাস, ব্রতোপবাসাদিপালন ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মেয়েরা নদীর তীরে জলে বসিয়া, অঙ্গের বসন আসন করিয়া ও পায়ের উপর পা দিয়া, কেমন করিয়া গা মাজিত তাহাও তিনি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। তখনকার মেয়েরা কেমন করিয়া চুল বাঁধিত শুন—

"কানড়া ছাঁদে, কবরী বাঁধে,
নব-মল্লিকার ফুলে।"

তখন এদেশে সিন্দূর, কাজল ও নথের খুব চলন ছিল—

"সিঁথায় সিন্দূর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে।"

নিধুবাবুর সময়েও কাজল পরার রীতি প্রচলিত ছিল, তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

"কাজল নয়নে আর দিওনা কখন।
শরে কেবা নাহি মরে, বিষযোগ তাহে কেন॥

এখন কাজল একবারে উঠিয়া গিয়াছে, নথ যায় যায় হইয়াছে, সভ্যতার প্রতাপে সিঁথির সিন্দূরও বুঝি মুছিয়া যায়!

সেকালের "নাপিতিনী' কে কবি কি পরিপাটীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—

"হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নথ-রঞ্জনী,
বলে বৈস দেই কামাই॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
আনিয়া জলের ঝটী, খুলিল কনক বাটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥
করে নথ-রঞ্জনী, চাঁচয়ে নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলী ঝামা,
বুলাইছে মনের আনন্দে॥
ঘসিয়া ঘসিয়া তায়, আলতা লাগায় পায়,
নিরখি নিরখি অবিরাম।"

সেকালে "দেয়াসিনী" (উদাসিনী) বাটীতে আসিলে পুরন্ধ্রীবর্গ বর লইবার জন্য কতই ব্যস্ত হইতেন!—

"আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি।"

"দেযাসিনী"র চিত্রটি কি জীবন্ত!—

"সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে।"

"পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে।"

তখনকার "বণিকিনী" মেয়ে মহলে কি কি জিনিস বেচিতে আনিত কবি তাহারও তালিকা দিয়াছেন—

"চুয়া যে চন্দন, আমলকি বর্ত্তন,
যতন করিয়া আনে॥

কেশর যাবক, কস্তুরি দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা কুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথা শিকড় ॥
থালেতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।"

তখন এত পয়সা ছিল না—কড়িদ্বারাই দ্রব্য খরিদ হইত। "বণিকিনী"র দাম চুকাইয়া দিবার জন্য ক্রেত্রী—

"বট আনিবারে কহিল সখীরে"।

সেকালের চিকিৎসক কি বলেন শুন—

"ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।"

চিকিৎসকের—

"মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর,
যতন করিয়া বাঁধে॥"

চিকিৎসক রোগিনীর—

"বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।"

কবি বাঁশবাজির যে ছবি দিয়াছেন তাহা এখনও ঠিক মিলে।

বাজিকর—

"দুইটি গুটিয়া, ফেলাঞা লুকিয়া,
বুকের উপরে ধরে।"

"ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়ি যে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥"

জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পাযেতে ছাঁদিয়া,
বাঁশের উপব চড়ে।"

বাজি শেষ হইলে বাজিকর পুবস্কাব চাহিল—

"বেতনেব কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয ॥
সই বাজিকবে নিবে যে কি ?"

বাঙ্গালীব মেযেব গালে হাত দেওযা বোগটা তবে তখনও ছিল ! কবি "সাপুড়িযা বাদিয়া"র পর্য্যন্ত ছবি তুলিতে ভুলেন নাই।

সাপুড়িযা—

"খুলি হাঁড়ী ঢাকনি, বাহির কবযে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে।"

"সাপিনীরে দেয থোব, সাপিনী বাড়যে কোপ,
দন্ত কবি উঠে ধবি ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িযা যায়, সাপিনী ফিরিযা চায়,
ছুঁযে যায় বাদিয়াব দাপনা ॥"

আজিও সাপুড়িযা খেলা শেষ হইলে কাপড চায—

"ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব।"

চণ্ডীদাসেব পদাবলী হইতে কতকগুলি প্রবাদ সংগ্রহ কবা যায।

একটি প্রবাদ এখনও প্রচলিত—

"চোরেব মা যেন, পোয়েব লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নাবে।"

কবির সময়ে ইক্ষুবসে জ্বাল দিয়া ঘবে গুড় প্রস্তুত হইত, মোদকেবও ঘরে ভিযান হইত। সে সময় আর কি কি মিষ্টান্ন ছিল জানি না, কিন্তু চণ্ডীদাসেব কবিতাব ন্যায় সবস ও মধুর আর কিছুই ছিল না।

জাতীয় জীবন জাতীয় সাহিত্যের প্রাণ। জাতীয জীবন নিশ্চেষ্ট ও স্ফূর্ত্তিহীন হইলে জাতীয সাহিত্যও নিস্তেজ ও স্বাদুহীন হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে জাতীয় জীবনে নব শোণিতের সঞ্চার হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়

সাহিত্যও নূতন বলে বলীয়ান্ হয়। ধর্মসংস্কার সমাজের যেরূপ বিপ্লব ঘটায় এমন আর কিছুই নহে। এই বিপ্লবে সামাজিক চিন্তাস্রোত চিরপরিচিত বর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্তর্জগতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়। এই ক্ষীরোদ-মন্থনে যে সুধা উঠে তাহাতে জাতীয় সাহিত্য সজীব ও স্ফূর্ত্তিশালী হয়।

যে সময়ে লুথর্ ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের পুনঃসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে চৈতন্যদেব এদেশে নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। লুথর্-কৃত ধর্ম্ম-সংস্কারের অব্যবহিত পরেই ইউরোপীয় সাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সাহিত্যেও সেইরূপ নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী বঙ্গীয় গীতি-কাব্যের পূর্ণযৌবনকাল বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম গীতিকাব্যের যেরূপ অনুকূল এমন আর কোনও ধর্ম্ম নহে; কারণ, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম এবং প্রেমই গীতিকাব্যের প্রাণ।

কোনও কবিকল্পিত নায়কনায়িকার প্রেমের সহিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনা হয় না। চণ্ডীদাস ঠিক বলিয়াছেন—

"——ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়?
এমন পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয়॥"

অন্য নায়কনায়িকার প্রেম যতই প্রগাঢ় হউক না কেন উহা তাহাদিগের জীবনের অংশমাত্র। প্রেম ছাড়া তাহাদিগের জীবনে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম তাহাদিগের সমস্ত জীবনব্যাপী। বাস্তবিক তাহাদিগের প্রেমের কথা ভাবিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ প্রেম যুগল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লীলা দেখাইয়া গিয়াছে—

"কিবা রূপ অপরূপ, [illegible],
ধরিল যুগল [illegible]।"

তাহাদের জীবনের সকল কার্য্যেই প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব,
তা বিনু সকলি পর॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আশক সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব,
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব,
দুলিবে নয়নকোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥"

অন্য নায়ক নায়িকার প্রেমের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম কেবল দুইটি হৃদয়ে আবদ্ধ ছিল না। এই প্রেমের বন্যায় সমস্ত গোকুল ভাসিয়া গিয়াছিল—

"শ্যামঘন বরিখয়ে প্রেমসুধাধার।
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
দিগ্‌ বিদিগ্‌ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল অনন্তদাস না জানে সাঁতার॥"

শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলী কেবল রাধা বলিয়া বাজিত বটে, কিন্তু ঐ রবে ব্রজের সকল গোপীই আকৃষ্ট হইত—

"কি শুনি সুধা মুরলী রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়োপানে শিশু সেও গোপী যায়॥
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেই তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সে রাগা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥"

কেবল ব্রজগোপী নয়, ব্রজবালকেরাও সকলে শ্রীকৃষ্ণের বেণু অনুসরণ করিত। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে গোচারণ একটা উপলক্ষমাত্র। এই উপলক্ষে ছোট বড় সকল ব্রজবালক তাহার অমানুষী সখ্যতা উপভোগ করিতে পাইত। গাভী ও গোবৎসগণও তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ। তাহার বংশীরবে পশু-পক্ষী তরুলতা পর্যন্ত স্তব্ধ হইত, যমুনার কালো জলও উজান বহিত। বৈষ্ণব কবিগণের স্বর্ণবীণা অক্ষয় হউক, তাঁহারা এই লোকোত্তর প্রেমের কি মধুময় ছবি তুলিয়াছেন!

শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষা দূর হয় না—

"যবে দেখা দেখি হয়ে, হেন মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে পীয়ে।"

কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও কতবার আসিয়া দেখিয়া যান—

"রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।"

হারানিধিকে বুকের ভিতর রাখিয়াও বিশ্বাস হয় না—

"হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥"

কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধাও—

"নিয়ড়ে বঁধুয়া তবু বিচ্ছেদে বাউরি।"

শ্রীকৃষ্ণ কালো, শ্রীরাধা গৌরাঙ্গী ; কিন্তু গৌরাঙ্গী কি বলেন শুন—

"বন্ধু তোমারে গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে।"

"বন্ধু সে পরশমণি।

সে অঙ্গপরশে এ অঙ্গ আমার সোণার বরণ খানি॥"

শ্রীকৃষ্ণের কালোরূপ অর্দ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াই শ্রীরাধা ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন, না জানি দুই চক্ষে দেখিলে কি হইত—

"আধ আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে,
যব ধরি পেখনু কান।
কতশত কোটি, কুসুমশরে জর জর,
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলু বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই,
তছু পায় মঝু পরণাম॥"

কৃষ্ণপ্রাণা রাধার চক্ষে কৃষ্ণরূপ অহর্নিশি বিরাজমান—

"দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥"

প্রেম এত উচ্চে উঠিলে কি আর কুলের ভয় থাকে? শ্রীরাধা কুলকলঙ্কে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই—

"হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমায়ল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি॥"

"সখিহে ফিরিয়ে আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপন খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও?
নয়ন পুতলি করি, লেয়াছি মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।

পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলি পোড়াএ আছি,
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাএ আছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে ?"

শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রীরাধার মান কেবল প্রেম বাড়াইবার জন্য। মানান্তে কি সুধাবর্ষণ হইত !—

"না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল, গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু" ॥

শ্রীরাধার প্রেম প্রথম যৌবনের প্রেমের ন্যায় তীব্র, জ্বালাময়, আকাঙ্ক্ষাময়, অতৃপ্ত, অবিরাম, অপরিমেয়। অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ বা অন্য কোনওরূপ স্নেহ ইহাতে ভাগ বসায় নাই। কিন্তু এ প্রেম ইন্দ্রিয়মূলক নহে; তাহা হইলে ইহা কখনই চিরবিচ্ছেদে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত না। আহা! সে বিচ্ছেদের দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক! শ্যাম যে দিন প্রাতে অক্রূরের সহিত মথুরায় যাইবেন তাহার পূর্ব্ব দিন ভাবীবিরহব্যাকুলা রাধা শ্যামকে তাহার মথুরা-গমনের জনরব সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্যাম এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ?—

"পুছইতে কহ গদগদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহুঁ মেলি।
আনহি ভাতি বতন রস কেলি।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া রাজা হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধার সহিত আর তাঁহার এ পৃথিবীতে মিলন হইল না। একবারমাত্র উদ্ধব ব্রজে আসিয়া কৃষ্ণ-বিরহকাতরা মৃতকল্পা ব্রজবাসিনীদিগকে আশ্বাস দিয়া যান। একবারমাত্র তাঁহারা প্রভাসতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান। যে রাধিকা কৃষ্ণকে নিমিষে

হারাইতেন তিনি কেমন করিয়া এই দীর্ঘবিরহযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা কল্পনার অতীত—

"উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি ?
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি ॥"

শ্রীরাধা বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন—

"হাসিয়া হাসিয়া পিরীতি করিয়া জনম পুড়িতে গেল।"

আর শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই কি মথুরার সিংহাসনে বসিয়া সুখে ছিলেন ? তিনি উদ্ধবকে কি বলিয়াছিলেন কবি হরু ঠাকুরের মুখে শুন—

"ওহে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরে না।
মনো সে প্রেম পাসরে না।
যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা।
আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
তাতো তুমি বুঝ না।
আমার এ মনোমন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা।"

যদি রাধাকৃষ্ণের প্রেমও বিয়োগান্ত হইল তবে তুমি আমি কে যে প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন সুখ খুঁজিব ? হৃদয় অশ্রুসিক্ত না হইলে নির্ম্মল হয় না এ অখণ্ড্য নিয়ম কে অতিক্রম করিতে পারে ?

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অসংখ্য বৈষ্ণব পদ রচিত হয়। উহাদিগের রচয়িতারা অনেকেই সুকবি ছিলেন, তন্মধ্যে রায় বসন্ত, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর ও বলরাম দাস বিশেষ পরিচিত। রায় বসন্ত সম্ভবতঃ যশোহরাধীশ্বর সুবিখ্যাত মহারাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের খুল্লতাত মহারাজা বসন্ত রায়। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দদাসনামধারী কতিপয় ব্যক্তি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে এক জন ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুধুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞানদাস, রায়শেখর ও

বলরাম দাস ইঁহার পরবর্ত্তী লোক। রায় শেখরের প্রকৃত নাম শশিশেখর রায়। ইনি নিত্যানন্দবংশসম্ভূত এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পড়ান গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়।

বৈষ্ণব পদ এখনও সাদরে গীত হয়, কিন্তু বৈষ্ণব পদ হইতে উৎপন্ন কীর্ত্তনের—বিশেষত মধুসূদন কিন্নরের প্রবর্ত্তিত "ঢপের" কীর্ত্তনের—চলন বেশি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কবিগীতির সৃষ্টি হয় তাহাতেও বৈষ্ণব পদের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। রাসুনৃসিংহ, লালু নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, ও গোঁজলা গুই কবিগীতির প্রথম প্রবর্ত্তক। রাসুনৃসিংহ দুই সহোদর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং ফরাসডাঙ্গার নিকটে বাস করিতেন। ইঁহাদের রচিত গানের যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিশেষ গুণপনা লক্ষিত হয়। রাধার রূপের সহিত কুব্জার রূপের তুলনাটি কি সুন্দর!

"শ্যাম রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর,
মজেছ যাহারো কারণে।
ওহে, লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে॥"

রঘুনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগীতিরচয়িতা হরু ঠাকুরের গুরু। হরু ঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। ইনি কলিকাতা সিমুলিয়ায় আনুমানিক ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন। ইনি সুগায়ক ছিলেন। অতি কিশোর বয়সে হরু সখের দলে জিল দিতেন, পরে নিজের একটি সখের দল করিয়া শোভাবাজার রাজবাটীতে গান করেন। কথিত আছে যে রাজা নবকৃষ্ণ হরুর গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া সাল পারিতোষিক দেন, কিন্তু হরু উহা তৎক্ষণাৎ একজন ঢুলীকে দেন। রাজা বাহাদুর এই ব্যাপারে অপমান বোধ করাতে হরু যে পেসাদার নহেন তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। অতঃপর হরু ঠাকুর রাজার বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন এবং রাজার আদেশে পেসাদার দল করিয়াছিলেন। হরু অতিশয় কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রথমরচিত গানগুলি রঘুনাথ দাস সংশোধন করিয়া দিতেন বলিয়া হরু স্বরচিত সকল গানেই রঘনাথের ভণিতা

দিতেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতেন বলিয়া তিনি রাজার মৃত্যুর পর কবির দল পরিত্যাগ করেন। হরু ঠাকুরের রচনায় কি এক মাধুর্য্য আছে যাহা অন্য কোনও কবিগীতিতে নাই। উদাহরণ স্বরূপ দুই তিনটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"তুমি কার প্রাণ, করি দেহ শূন্য এলে,
হেরে যে রূপো, বাসনা করে।
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ, সেই খানে রাখি তোমারে॥"

"হায় কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণমাধবো,
কিরূপে মিলিবো তারো চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,
সেই মনোহরো নাগরো বিনে॥"

"আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি করে সবিনয়।
যেমন্ আছিস্ তেমনি আয় গো, আর বিলম্ব নাহি সয়॥
মুক্তকেশী হোয়ে আসি গৃহবাহিরে,
সজল নয়নে সাধে সবারে।
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার, এসগো এ সময়॥"

ভবানী বণিক, নীলু ঠাকুর, ভোলা ময়রা প্রভৃতি প্রথমে হরু ঠাকুরের দলে ছিলেন, পরে নিজ নিজ নামে দল বাঁধেন। তখন হরু সকলকেই গীত ও সুর দিতেন। কিন্তু ভবানী বণিক তৎবাধ রামজির নিকট ও সর্ব্বশেষে রাম বসুর নিকট গীত লইতে আরম্ভ করিলেন। ভবানী কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় বাস করিতেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়স ৭০,৭৫ বৎসর হইয়াছিল। ভোলানাথ ময়রাকে হরু আন্তরিক ভালবাসিতেন ও তাঁহাকেই ভাল ভাল সুর ও গান দিতেন। এই জন্য হরু ঠাকুরের সহিত নীলু ঠাকুরের মনান্তর উপস্থিত হয় ও নীলু কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, গৌর কবিরাজ ও রামসুন্দর রায়ের নিকট গীত লইয়া গুরুর সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হ'ন। নীলু রামপ্রসাদের দল ওস্তাদী দল বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

নীলু ও রামপ্রসাদ দুই সহোদরের উপাধি চক্রবর্ত্তী ও ইঁহাদের বাসস্থান কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট ছিল। নীলুই সুগায়ক ছিলেন, রামপ্রসাদ দলের টাকা কড়ির ভার লইয়াই থাকিতেন। এই জন্য ভোলা ময়রা পরিহাস করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজেনাক একটি দিন।
তেম্নি নীলুর দলে রামপ্রসাদ এ. ষ্টিন্॥"

প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে নীলু ঠাকুরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ দল রাখিয়াছিলেন। ইনি ৮০।৮২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই পুস্তকে কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য ও গদাধর মুখোপাধ্যায়ের রচিত যে সকল গান সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই নীলুরামপ্রসাদের দলে গীত হইয়াছিল।

ভবানী বণিকের সহিত নিত্যানন্দ বৈরাগীর প্রায়ই সঙ্গীতসমর হইত। তখন "নিতে ভবানের লড়াই" একটা চলিত কথা হইয়া উঠিয়াছিল। নিত্যানন্দ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসডাঙ্গায় জন্ম গ্রহণ করেন ও ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পূজার সময় কাসিমবাজারের রাজবাটীতে কবি গাহিয়া ফিরিয়া আসিয়া জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি অতি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সেই জন্য কবি গাহিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার গান রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না। নবাই ঠাকুর ও কলিকাতাসিমুলিয়ানিবাসী গৌর কবিরাজ ইঁহার দলের গান বাঁধিয়া দিতেন। নবাই ঠাকুর সকল প্রকার গান রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সখীসম্বাদ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইত। গৌর কবিরাজ উৎকৃষ্ট বিরহ রচনা করিতে পারিতেন। নিত্যানন্দের দলের একটি গীতের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"হায় কাননে অনলো লাগিলে যেমন,
কীট পতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন।
তোমারো পিরীতে দিবস শর্ব্বরী,
ততোধিক আমি হতেছি দাহন্॥
ওলো এ দায়ে যেজনো, করে পলায়নো,
পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে।

আমি লো সুন্দরি, পলাতে না পারি,
কেবলি তোমারি ঐ মমতাগুণে ॥"

কবিযুদ্ধের প্রধান আমোদ দুই দলের পরস্পরকে সঙ্গীতে উত্তরপ্রত্যুত্তর-প্রদান। পূর্ব্বে প্রতিপক্ষের গান জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর আসরে নামিবার অগ্রেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইত। আসরেই উত্তর রচনার প্রথা রাম বসু প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। রাম বসুর প্রকৃত নাম রামমোহন বসু। ইনি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে শালিখা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। রাম বসু বাল্যকালে কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় তাঁহার পিতৃবস্থপতির বাটীতে থাকিয়া লেখা পড়া শিখেন। পঠদ্দশাতেই তিনি তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন। তিনি কিঞ্চিৎ ইংরাজী ভাষা শিখিয়া প্রথমে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু ত্বরায় ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল গানরচনায় প্রবৃত্ত হন। রাম বসু প্রথম প্রথম স্বরচিত গানগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ভবানী বণিককে, পরে নীলু ঠাকুরকে, তৎপরে মোহন সরকারকে এবং সর্ব্বশেষে ঠাকুরদাস সিংহকে গান দিতেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং দল করিয়াছিলেন। কবিগীতিরচনায় রাম বসুর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি এই সংগ্রহের ১৮৭০ ও ১৮৭১ সংখ্যক গান দুইটি রচনা করিয়াছিলেন। রাম বসু সকল প্রকার গান রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু নায়কের নিষ্ঠুরতা ও কপটতায় মর্ম্মাহতা নায়িকার তীব্র ব্যঙ্গোক্তি ও জ্বালাময় হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্লেষ ও ব্যঙ্গ সর্ব্বোচ্চ প্রেমের আনুসঙ্গিক না হইলেও অস্বাভাবিক নহে। যিনি প্রেমে সর্ব্বস্ব দিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র প্রতি-দানের প্রত্যাশা রাখেন না, আমরা তাঁহার অমানুষী স্বার্থহীনতায় মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া যাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে হতভাগিনী প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াও ভালবাসা পাইল না, সে যদি হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় পাইলাম না বলিয়া ব্যঙ্গ-চ্ছলে কাতর আর্ত্তনাদ করে তাহা হইলে তাহার সেই ব্যঙ্গপ্রচ্ছন্ন করুণ ক্রন্দন আমাদের প্রাণে লাগে না কি? রাম বসুর ব্যঙ্গ পদদলিত হৃদয়ের অভিমানসম্ভূত মর্ম্মভেদী রোদন ভিন্ন আর কিছুই নহে—

"তোমার প্রেম হ'তে প্রাণ, বিচ্ছেদ আমায় ভাল বেসেছে।

প্রেম হ'ল আর ফুরাল, চখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,
জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।"

"প্রাণ বেঁধেছে গো সই, পিরীত গেছে--পাপ গেছে।
হয়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যা হ'ক বেনে, এত দিনে, গায় বাতাস লেগেছে।
সুখের চেয়ে সস্তি ভাল, স্বাস দে জ্বর ছেড়েছে॥"

প্রেমের শুভ্র আলোক অভিমানের স্ফাটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া আসিলে কত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয় তাহা কবিই জানেন। কবি কেবল অচ্ছোদ সরোবরের স্বচ্ছ মুকুরের ছবি তুলিযাই সন্তুষ্ট হ'ন না; বিসুবিয়সের ধূমজ্যোতির্ম্ময় অগ্ন্যুৎপাতও তাঁহার আলেখ্যে স্থান পায়। রাম বসুর প্রখরা লেখনী যে কোমলতারও পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিরহগীতই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ—

"মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হ'লোনা।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেলনা।
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বোলে হাসিত লোকে।
সখি ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারীজনম আর যেন করে না॥"

"তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,
মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইওনা!
তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদলাম সজনি।
অনা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমনি॥"

মুগ্ধার মান রাম বসু তিনটি ছত্রে কি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন—

"তোমার মানেতে নাই কৌশল,

না দেখি কোন ছল,
শতদল ভেসে যায় নয়নজলে।"

"হিন্দু পেট্রিয়ট্" নামক সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুবিখ্যাত হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাম বসুর গান বড় ভাল বাসিতেন। আমরা বালীনিবাসী বাবু ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপ্তাহের যে বারে উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত তাহার পূর্ব্বরাত্রে কাগজ ছাপাইবার অনুমতি দিয়া গৃহে ফিরিবার সময় রাম বসু প্রণীত নিম্নলিখিত গানটি গাহিতেন।

মহড়া।

"বুঝি শ্যাম এল গোকুলে সখি,
সুধাও দেখি কোকিলে কি বলে।
এত দিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হ'ল,
পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে।

চিতেন।

বৃন্দাবন আছে, বসন্ত আছে, কোকিল আছে চিরকাল,
ও সখি, তোমরা বল দেখি, হ'লো একি,
অকালে সকাল।
এমনি জ্ঞান হয়, রাধার ভাগ্যোদয়,
গেল দুঃখের নিশি, সুখের নিশি হ'লো,
গোকুলে উদয়।
সারী শুন শুন স্বরে কৃষ্ণগুণ গায়।
ভ্রমর গুঞ্জরে কমলদলে॥"

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অত্যন্ত কবিগীতিপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা সেই পিতৃপৈতামহিক সম্পত্তির অতি অল্পমাত্রায় উত্তরাধিকারী হইয়াছি। অনেক গান একেবারেই লোপ পাইয়াছে, যৎসামান্য যাহা আছে তাহাও প্রায় ভগ্নপাদ। হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতি ছাড়া আরও অনেক কবিগীতিপ্রণেতা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের বিষয় কিছুই বলিতে পারিলাম না, কেবল

নীলমণি পাটনীর দলের একটী গীতের মহড়ামাত্র তুলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

"মান ক'রে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই,
সজলআঁখি জলদবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণের প্রেমডোরে (প্রাণসই) প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালো রূপ সদা,
হৃদয়মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা দুনয়নে॥"

বঙ্গীয় কবিকুলতিলক ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ১৭১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইঁহার রচিত অন্নদামঙ্গল ও রসমঞ্জরীতে যে কয়েকটি প্রীতি-গীতি অথবা প্রীতি-গীতির উপযোগী কবিতা পাওয়া যায় তাহা এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বকালীন বঙ্গীয় সাহিত্যে একটিও প্রীতি-গীতি পাওয়া ভার। ভারতচন্দ্রের পরে নিধু বাবুই সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ প্রণয়-সঙ্গীত রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। এই মহাপুরুষের প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত। ইনি ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১১৪৮ সালে) ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাঁপ্‌তাগ্রামে স্বীয় পিতৃমাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে (বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র) কলিকাতা কুমারটুলীস্থ পৈত্রিক বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ঐ বাটী মদনরাম সেনের গলির ভিতর অবস্থিত। নিধু বাবুর উত্তরাধিকারীরা এখনও উহাতে বাস করিতেছেন। নিধুবাবুর পিতা ও পিতৃব্য বর্গীর উপদ্রবে চাঁপ্‌তাগ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে কুমারটুলীর বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। সুতরাং এই মহানগরেই নিধু বাবু বিদ্যাভ্যাস করেন। লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে নিধু বাবু ছাপরার কালেক্টারের দেওয়ান কুমারটুলীনিবাসী রামতনু পালিত মহাশয়ের আনুকূল্যে ঐ কালেক্টারীতে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন। ঐ কর্ম্ম কিছুদিন করিলে পর, পালিত মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন

জনাইগ্রামবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হ'ন এবং নিধু বাবু তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি এক মুসলমান গায়কের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যখন ঐ শাস্ত্রে নিধুবাবুর কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল তখন তিনি শিক্ষকের শিক্ষাদানে কার্পণ্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন আমি যাবনিক গীত আর গান করিব না, নিজেই বঙ্গভাষায় হিন্দী গীত অনুবাদ করিয়া রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া গাহিব। যে সকল সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি বঙ্গের "সোরি মিঞা" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এই সময়েই তাহার সূত্রপাত হয়। কিয়ৎকাল পরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কুমারটুলীর বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে একখানি বড় আটচালা ছিল, সহরের যাবতীয় সৌখীন লোক নিধু বাবুর সুধাময় গান শুনিবার জন্য প্রতিদিন রাত্রে ঐখানে আসিয়া একত্রিত হইতেন। বটতলার আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে বাগবাজারনিবাসী দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে বাগবাজারস্থ রসিকচাঁদ গোস্বামীর বাটীতে কিছুদিন নিধু বাবুর বৈঠক হয়। তিনি সেখানে বসিয়া মধ্যে মধ্যে যে সকল গীত রচনা করিতেন তাহার ভাব ও রাগ অতি চমৎকার হইত। বাঙ্গালা ১২১২ কিম্বা ১৩ সালে নিধু বাবুর যত্নে তুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়। নিধু বাবু তিনবার দারপরিগ্রহ করেন। শেষপক্ষে চারিটি পুত্র ও তুইটি কন্যা জন্মে।

আমরা নিধু বাবুর জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম উহা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়গোপাল গুপ্তের রচিত জীবনী হইতে সঙ্কলিত। ঐ জীবনী পাঠে জানা যায় যে নিধু বাবু সদানন্দ, সন্তোষপরায়ণ ও পরোপকারী ছিলেন। যদিও তিনি নিজগুণে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া ছিলেন তিনি কখন কোনও বড় লোকের তোষামোদ করেন নাই, নিজের মান বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত গম্ভীর ছিল যে কেহ তাঁহার মুখপানে চাহিয়া তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। তিনি শারীরিক নিয়ম এত যত্নের সহিত পালন করিতেন যে আমরণ সুস্থ শরীরে কাটাইয়া ছিলেন। যদিও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসরের অধিক হইয়াছিল, তাঁহার মনের ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কোনও

বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; কেবল মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও অবশিষ্ট সময় নানাবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক পাঠে কাটাইতেন। তাঁহার রচিত গীতে তাঁহার সঙ্গীতকুশলতা ও অধ্যয়নশীলতা উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক, কোন কোনটিতে পারস্য কাব্যেরও ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি ছত্র হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

"ওষ্ঠাগত প্রাণ, নাথ, না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাইবে কি বাহির হইবে বলনা আমারে॥"

নিধু বাবুর গান তাঁহার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইয়াছিল যে এখনও তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অতি জঘন্য গীত "নিধুর টপ্পা" বলিয়া বিক্রীত হয়। বাস্তবিক নিধু বাবুর রচিত টপ্পার ন্যায় সুমধুর ও হৃদয়-গ্রাহী টপ্পা বাঙ্গালা ভাষায় আর কখন রচিত হয় নাই। উহাতে স্বরলয়ের যেমন পারিপাট্য, তেমনি ভাষার লালিত্য, ততোধিক ভাবের কোমলতা ও গভীরতা। নিম্নোদ্ধৃত দুইটি গানের ভাষা কি সুললিত।

"বদন শরদশশী পাষাণ হৃদয়।
অমিয়সমান ভাসি মৃদু হাসি তায়॥
লইয়ে কুন্তল ফাঁসি, আঁখিচোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়া প্রাণ হ'রে লয়॥"

"অনিমিখে যারে নিরখে মৃগ নয়নী।
নিশ্চিত এ জান, তাহার পরাণ, হরযে তখনি॥
নীরদনিন্দিতকেশী, নিরমল মুখশশী,
সুধাসম ভাসি, মৃদু মৃদু হাসি, মদনমোহিনী॥"

নিধু বাবুর ভাষার চেয়ে ভাব আরো মনোহর—এ কথা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে গেলে তাঁহার প্রায় সকল গান উদ্ধৃত করিতে হয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পাঁচটিমাত্র গান উদ্ধৃত করিলাম। ভাবগুলি নিজের মুখেই কথা কহুক, ভাবুকের কাছে আমাদের ওকালতীর প্রয়োজন নাই।

"আমারে সই বলে মোহিনী, আপনারে বলে না মোহন।
যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত, কহে কত মত, সাবধান মোর মন॥
হরিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন, কেবল আপন।
তার সুখে সুখী আমি দুঃখে দুঃখী, তাহা কখন কি শুনিতে পায় শ্রবণ?'

"আর কিহে প্রাণনাথ যাইতে পারে লো সখি?
বান্ধিয়াছি প্রেমডোরে, রক্ষক তায় আঁখি॥
হৃদিসরোজ ভিতরে, লুকায়ে রেখেছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি॥"

"তোমাকে কে জানে? যে জানে প্রাণ সেই সে সুখী।
তোমারে জানিতে, সাধ যার চিত্তে, কদাচিত নহে সে দুঃখী॥
তোমারে যে নাহি জানে, তারে কেহ নাহি জানে.
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন, সে কি পারে? নাহিক দেখি॥"

"যে দিকে চাই, সেই দিকে পাই, দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে, না দেখি কাহারে॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুন জাগরণে, নয়নে নয়নে, থাকি সেই মনে, কি হ'লো আমারে॥"

"তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মনঃ?
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন, শুনিতে বচনসুধা শ্রবণ তেমন॥
দেখিলাম কতমত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে, জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন॥'

প্রেমের বিষয় যাহা কিছু বলিবার আছে নিধু বাবু প্রায় তাহা বলিতে বাকী রাখেন নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রেমের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রেমের দর্শনলালসার কথায় তাঁহার দুইটি গান পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে আর দুইটি উদ্ধৃত করিব—

"ওরে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন।
এই বোধ হয় মোর জান কি গুণ॥

যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি কি দুঃখী প্রাণ ॥"

"কত ভালবাসি তারে সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত, মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব ॥"

পূর্ব্বরাগের একটি সুধাময় গীত নিধু বাবুর মুখে শুন—

"তুমি তার তরে হ'লে সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণগান, দিবস রজনী ॥
অন্য অন্য বিষয়েতে, থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হ'লে নানা রঙ্গ কুরঙ্গনয়নী ॥"

অন্যান্য প্রকৃত প্রেমের কবির ন্যায় নিধু বাবু মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদের গান গাহিতে বেশি ভাল বাসেন। এই বিচ্ছেদের গানটি কি হৃদয়গ্রাহী।

"এখন কোথা তারা নাথ বিহনে।
নিদ্রা রিপু হয়ে, মারিত জ্বালায়ে, এবে না আইসে যতনে ॥
কোথা সেই হাসি গেল, কোথা গেল মান।
এবে সে এই হইল, লাভ হে রোদন,
অঙ্গে আভরণ, না সহে এখন, দহিছে কেবল মদন ॥"

নিধু বাবু মিলন গাইতেও কম পটু নন। একটি নমুনা দিতেছি—

"মঙ্গলাচরণ, কর সখিগণ, আইল মনোরঞ্জন, গাও এমন কল্যাণ।
নয়নকলস মোর, আনন্দসলিল পুর, ভুরু আম্রশাখা তাহে রাখান ॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পুর শ্বাস, হয়ত বিধান।
কেহবা বরণ কর, কেহ শুভধ্বনি কর, যৌতুকস্বরূপ মোরে দেহ দান ॥"

এই গানটি সংস্কৃতমূলক। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদাবলীতেও এই ভাবের গান আছে। কিন্তু "যৌতুকস্বরূপ মোরে দেহ দান" এই অমূল্য রত্নটি নিধু বাবুর নিজস্ব—ইহার জুড়ি আর কোথাও মিলে না।

বিচ্ছেদ হইল, মিলন হইল, এখন দুইটি মানের গান শুন—

"সাধিলে করিব মান কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ তখনি পাসরি॥
মম মানে কহে আঁখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুনঃ অধীন তাহারি॥"

"ভুলে যদি করি ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর হয়হে সাধিতে।
খেদ উপজিলে মনে, হেরিব না হে নয়নে,
দেখিলে নয়ন মন ভাসয়ে সুখেতে॥"

সোহাগই প্রেমের সার্থকতা। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে সোহাগের কি সুন্দর অভিব্যক্তি।—

"আমি হে তোমার প্রাণ অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে, পাও কত মণি॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহশর,
বলে মোর কাণে কাণে সুখে থাক ধনি॥
তোমার প্রিয়বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি॥"

সোহাগিনীর উক্তির পরই কপট প্রেমে মর্ম্মাহতা হতভাগিনীর উক্তি শুন—

"ঐখানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ এত শঠতা কেন।
লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে এ জীবন॥
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন।
না বুঝি ক'রে যতন, ফল পেলেম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন॥"

নিধু বাবুর দুই ছত্রের গানে যে ভাব থাকে অন্য কবির বড় বড় গানেও তা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি গান উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার আমার মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে॥"

"নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়।
দরশন দিতে প্রাণ কেন হে এত নিদয়॥"

কবির একটি লক্ষণ এই যে তিনি কল্পনাবলে মানসিক বৃত্তি প্রভৃতি অশরীরী পদার্থকেও শরীরী করিয়া আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেন। এই লক্ষণ নিধু বাবুর গানে আছে—

"হেরি মোর দুঃখানল, লাজ ভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না।"

"নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে।"

"মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হ'ল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল॥"

গীতিকাব্যে স্বভাববর্ণনের অবসর মিলা ভার, কিন্তু নিধুবাবু চারিটি ছত্রে বর্ষাকালের কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন!—

"কি সুখ দেখনা ঘন গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর পরশে পরশে॥
ভেকে বাজাইছে ভেরী, সমীরণ বীণধারী,
চাতকী আলাপে পিউ মনের হরিষে॥"

নিধুবাবুর অনেকগুলি গান তাঁহার চিত্রকুশলতার পরিচয় দেয়। এই গানটিকে একটি গান বলিব না এক খানি জীবন্ত ছবি বলিব ঠিক করিতে পারিতেছি না—

"আনন্দে ভর করি, দাঁড়াইয়ে সুন্দরী, হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়ন মন সংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন খঞ্জনে॥"

নিধু বাবুর সময়ে লোকে পার্থিব প্রেমের গানেও পারমার্থিক ভাব খুঁজিত। নিধু বাবুর গানে পারমার্থিক ভাবের অপ্রতুল নাই। নিম্নোদ্ধৃত দুইটি গান ঠিক যেন বেদি হইতে গীত হইতেছে—

"যদি সুখে থাকিবে হে শুন মন রাজন্।
অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ॥

প্রেমেরে প্রিয় জানিবে, মোহ নিকটে না যাবে,
বিরহে যত জ্বলিবে, তত সুখ জান॥"

"বিলাসে অলস রস কি হ'বে?
যামিনী কাহার বশ, বিনয়ে কি র'বে?
নিদ্রাবশে গেল কালো, সুখ তো করিলে ভালো,
এখন চেতন হও, আর কে কহিবে?"

আমরা কৃষ্ণপ্রেমের দুইটি গান তুলিয়া এই খানেই নিধু বাবুর গানের সমালোচনায় বিরত হইলাম।—

"ঘন ঘন ঘনবরণ ধ্যানে মম মনের তম রহিল দূরেতে।
আর অন্য রূপে, মজিব কিরূপে, মজেছি স্বরূপে, সেই রূপেতে॥
দেখিতে বরণ কালো, অন্তরং করয়ে আলো,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে, মজে তার প্রেমে, পারে বুঝিতে॥"

"চল সখি যাই যমুনাতীরে ঘনবরণ ঘন উদয় মনেতে।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন, কি করে এখন, লোকলাজেতে॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোককলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে॥"

নিধুবাবুর গানগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মুখেই ব্যক্ত ছিল। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার গানগুলি তাঁহার অজ্ঞাতসারে ক্রমেই অশুদ্ধ ও বিকৃতভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন তিনি অগত্যা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১২৪৪ সালে) স্বরচিত গীতগুলিকে "গীতরত্ন" নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলেন। তিনি ঐ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে "বঙ্গভাষায় এতাদৃশ গানের পুস্তক যদ্যপি সম্পূর্ণরূপে অভিনব নহে তথাপি এ ভাষায় এমত গ্রন্থ অন্যের দৃষ্টান্তগত কহা যাইতে পারে না।" "গীতরত্ন" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কি কি গানের বহি ছাপা হইয়াছিল নিধু বাবু তাহা লেখেন নাই, কিন্তু আমরা জানি যে নিধু বাবুর পুস্তক বাহির হইবার আট দশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতাকাঁসারীপাড়ানিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রাধামোহন সেন "সঙ্গীততরঙ্গ" নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন।

তিনি ঐ পুস্তকে পয়ারাদি ছন্দে সকল রাগ রাগিণী, যন্ত্র ও তালাদির বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছিলেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি স্বরচিত গানও সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী স্বরচিত "সঙ্গীত-সার" গ্রন্থের অনেক স্থলে রাধামোহন সেনের মত প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সঙ্গীততরঙ্গ" পাঠে জানা যায় যে রাধামোহন যেমন সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তেমনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। রাগ রাগিনীর রূপ বর্ণনা করিবার অবসরে তিনি বিলক্ষণ কবিত্ব দেখাইয়াছেন। আমরা তাঁহার রচিত দেশী রাগিণীর রূপ বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"শশধর দিয়া তার মুখ খানি গড়িলা।
কলঙ্কের ভাগে তার শিরোরুহ রুপিলা॥
আগে ভাগে সুধাভাগে বাক্যভাণ্ডে পূরিলা।
সমুদায় হালাহল কটাক্ষেতে সারিলা॥
চারিখণ্ড করি করীবরকর কাটিলা।
অগ্রভাগে ভুজযুগ অন্তে উরু ঘটিলা॥
পারিজাতপল্লবেতে কর পদ সৃজিলা।
করীকুম্ভযুগ যুগ পযোধর সাজিলা॥
মৃদু মৃদু সুহাস্যেতে চঞ্চলাকে রাখিলা।
পালাশ বসন দিয়া লজ্জা অঙ্গ ঢাকিলা॥"

রাধামোহন সেনের অনেকগুলি গান সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকমূলক এবং উহাতে সাদৃশ্য কল্পনার (fancy) সমধিক প্রাবল্য লক্ষিত হয়। দুইটি নমুনা দিতেছি—

"সদাই আমার বসন্ত, তব দরশনে।
নাহি কালাকাল তাহে, দিবানিশি মনে॥
মলয় গিরি মন্দির, চন্দন তব শরীর,
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে, নাসিকা পবনে।
ভ্রমর ভূষণ ছলে, গুঞ্জরে অঙ্গকমলে,
কোকিল স্বর নিঃসরে, বাক্য চন্দ্রাননে॥

লাবণ্য আশ্রয় করি, লুকায়ে শম্বর অরি,
যোজনা কটাক্ষ শর, ভুরু শরাসনে॥"

"নারী হ'য়ে বিনোদিনি হরগুণ ধর।
ইথে অনঙ্গের পুনঃ হ'লো কলেবর॥
মুখ চাঁদে সুধাপুট, আঁখি ছাঁদে কালকূট,
বাক্যদৃষ্টে সুধাবিষে সমগুণ কর॥"

প্রথম নমুনাটি "রসসার সঙ্গীত" হইতে এবং দ্বিতীয় নমুনাটি "সঙ্গীত-তরঙ্গ" হইতে গৃহীত হইল। "রসসার সঙ্গীত" ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল। রাধামোহন সেন অপর কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না আমরা অবগত নহি, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক গ্রন্থ পাঠে জানিয়াছি যে তিনি তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে নিধু বাবু ও রাধামোহন সেন ছাড়া আরও অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় টপ্পা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে উহা প্রায় লোপ পাইয়াছে। কেবল কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব কৃত "রাগ সাগরোদ্ভব সঙ্গীত-রাগকল্পদ্রুমে" কালী মির্জা, আশুতোষ দেব, কালিদাস গাঙ্গুলি, শিবচন্দ্র সরকার ও শিবচন্দ্র রায়ের কতকগুলি গান পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তখন উহা এক শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। এখন উহা অতীব দুষ্প্রাপ্য, আমরা বহু কষ্টে একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি। কালী মির্জার জীবনী সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিতে পারি না। কালী মির্জা মুখোপাধ্যায়বংশীয় ছিলেন, বোধ হয় সুগায়ক ছিলেন বলিয়া "মির্জা" উপাধি পাইয়াছিলেন; অতি সম্ভ্রান্ত লোককে পারস্যভাষায় "মির্জা" বলে। ইঁহার রচিত গান বিশেষ প্রীতিপ্রদ। আমরা দুইটি নমুনা দিতেছি—

"এতে কি সাজে এত মান।
ভালবাস বলে করেছিলাম অভিমান॥
হ'লে অনুগত, দোষ করে কত,
তারে অনুচিত অপমান॥"

"ক'ব কারে কত ভেবেছিলাম অন্তরে।
সকলি ভুলিয়ে গেলাম দেখিয়ে তোমারে॥
মুখে না সরে বচন, নয়নে পলকহীন,
আমি যে আমার নই॥"

এত ছোট ছোট কথায় এত ভাব প্রকাশ করা কবির সাধারণ গুণপনা নহে।

আশুতোষ দেবের পরিচয় কি দিব? এই বঙ্গদেশে "ছাতুবাবুর" নাম কে না জানে? ইনি সেতারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ইঁহার রচিত গান সাদরে গীত হয়। দুইটি গান উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রেম যে পরশমণি-সে মণি কি সবে চেনে?
অরসিকে বলে এত ভাবনা কি প্রেম বিনে॥
যার আছে রসবোধ, বুঝে পর অনুরোধ,
প্রেমে বিচ্ছেদ হইলে কত দুঃখ সেই জানে॥"

"স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
না করি বিচ্ছেদভয়ে আঁখি উন্মীলন॥
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হ'লে না র'বে জীবন॥"

কালিদাস গাঙ্গুলি, শিবচন্দ্র সরকার ও শিবচন্দ্র রায়ের বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। শিবচন্দ্র সরকারের বাটী কলিকাতা গরাণহাটায় (নিমতলা ষ্ট্রীটে) ছিল।

বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে আন্দুলগ্রামের সুপণ্ডিত জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক, বাঁশবেড়িয়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর কথক, কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী "সায়ের" নামক ইংরাজী কাব্য ও বাঙ্গালা "গীতাবলী" প্রণেতা, সুবিখ্যাত কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বর্দ্ধমানাধিরাজ মহতাবচন্দ্র, "নন্দবিদায়" গীতাভিনয় প্রণেতা কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী কবিবর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় "সঙ্গীত মনোরঞ্জন" প্রণেতা বেলুড়গ্রাম নিবাসী যদুনাথ ঘোষ, আশুতোষ

দেবের ভাগিনেয় কলিকাতা রামবাগান নিবাসী দয়ালচাঁদ মিত্র ও বর্দ্ধমান নিবাসী "মূলসঙ্গীতাদর্শ" প্রণেতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সুকবি দেশীয় সঙ্গীত ভাণ্ডার পরিবর্দ্ধিত করেন। গোপালে উড়ে ও গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাত্রাওয়ালার ও প্রসিদ্ধ পাঁচালী প্রণেতা দাশরথী রায়ের নামও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিকের রচিত গান বিশেষ প্রশংসনীয়, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় শ্রীধরের ন্যায় সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী গান রচনা করিতে ইদানীং আর কেহই পারেন নাই। আমরা শ্রীধরের দুইটি গান নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ওগো আমি সাধে কি ভালবাসি তারে?
মন প্রাণ নয়ন জলে তিলেক না হেরে যারে॥
ছলে ক'রে অভিমান, করে কত অপমান,
তথাচ আকুল প্রাণ, কাঁদি যে চরণ ধ'রে॥"

"ঐ কালরূপ সদা পড়ে মনে।
ভুলিতে যতন করি, যাতনাতে মরি প্রাণে॥
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতীবাদী প্রতিবেশী,
তবু কাল ভালবাসি, অভিলাষী নিশিদিনে॥
ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহকাজে মন রাখি,
কিছুতেত হইনে সুখী, উপায় দেখিনে॥
যার লাগি এত জ্বালা, তারি রূপ জপ মালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা হ'লো কুলমানে॥"

মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্রের রচিত সুমধুর গানগুলি এখনও খুব প্রচলিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কাশীপ্রসাদ ঘোষের সুমিষ্ট গীতাবলী সাধারণের যত পরিচিত হওয়া উচিত তত পরিচিত নহে। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় আখড়াই সঙ্গীতের একজন প্রধান বাঁধনদার ছিলেন। যে সকল প্রাচীনেরা তাঁহার রচিত "নন্দবিদায়" গীতাভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে সেরূপ যাত্রা এই মহানগরীতে আর কখন হয় নাই। যদুনাথ ঘোষকে আমরা সাবেক গীতরচয়িতাদিগের শেষাবশেষ বলিয়া মনে করি। আমা-

দিগের বেশ স্মরণ হয় বাল্যকালে ইঁহাকে একবার দেখিয়াছিলাম। তখন উনি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং গৈরিক বসন পরিধান করিতেন, কিন্তু তখনও ইঁহার শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। যৌবনে ইনি দাঁড়া কবির এক জন সুন্দর দোহার (গায়ক) ছিলেন, তখন ইঁহার স্বর যেমন গগনভেদী তেমনি মিষ্ট ছিল। ইঁহার রচনাও সেইরূপ প্রভূতশক্তিশালিনী ও মনোহারিণী। আশুতোষ দেবের এক ভাগিনেয়—শ্যামচাঁদ মিত্র—মাতুলের সেতারের হাত পাইয়াছিলেন, আর এক ভাগিনেয়—দয়ালচাঁদ মিত্র—মাতুলের গীতরচনা-শক্তি পাইয়াছিলেন। উভয়েই লোকান্তর গমন করিয়াছেন। এই বঙ্গদেশ কোনও কালে প্রীতি-গীতির ঊষরভূমি ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও আমাদিগের সঙ্গীতস্রোতে ভাঁটা পড়ে নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া এই মর জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের রচিত প্রীতি-গীতি সংখ্যায় অল্প হইলেও আমাদিগের বড় আদরের ধন। মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিমোহন রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেক কলকণ্ঠ প্রেমের গায়ক এখনও বঙ্গের কাব্যোদ্যান অলঙ্কৃত করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া এই স্থানেই বঙ্গীয় প্রীতি-গীতির ইতিবৃত্তের উপসংহার করিলাম।

কি উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান ব্রতে ব্রতী হইয়াছি এবং কি প্রণালীতেই বা তৎসমাপনে প্রয়াস পাইয়াছি তদ্বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। আমরা অনেক দিন হইতে প্রীতি-গীতির বিশেষ পক্ষপাতী। এই অনুরাগ-বশতঃ আমরা কেবল নিজের মনস্তুষ্টির জন্য প্রীতি-গীতি সঙ্কলনে প্রথম প্রবৃত্ত হই। তখন সঙ্কলিত গানগুলি ছাপাইবার কোনও অভিপ্রায় ছিল না। পরে যখন দেখিলাম যে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল কিন্তু বিগত পাঁচ শত বৎসরে এদেশে যত উৎকৃষ্ট প্রেমসঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক সংগ্রহ এ পর্যান্ত কেহই প্রকাশ করিলেন না, তখন এরূপ সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যের একটি প্রকৃত অভাব দূর হইবে ভাবিয়া সংগৃহীত গান ছাপাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। বাস্তবিক এদেশের প্রেমসঙ্গীত অন্য কোনও দেশের প্রেমসঙ্গীত হইতে নিকৃষ্ট নহে, অথচ অন্যান্য সভ্য দেশে

প্রেমসঙ্গীতের যেরূপ সুচারু সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে সেরূপ সংগ্রহ অদ্যাপি এদেশে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী কৃতবিদ্য ব্যক্তি দেশীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টায় উল্লিখিত অভাব মোচন হয় নাই। প্রথমতঃ প্রায় সকল সংগ্রহগুলিতেই প্রেমসঙ্গীত ছাড়া অন্য সঙ্গীতও সন্নিবেশিত হইয়াছে, সুতরাং প্রেমসঙ্গীত তাদৃশ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা কেবল প্রেমসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহারাও হয় বৈষ্ণব পদাবলী, নয় কবিগীতি, নয় টপ্পা ইত্যাদি প্রেমসঙ্গীতের আংশিক সংগ্রহমাত্র প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দুই এক জন সকল প্রকার প্রেমসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংগ্রহ এত স্বল্পায়তন যে তাহাতে সকল প্রকার প্রেমসঙ্গীতের নমুনামাত্র পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সংগ্রহে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করা গিয়াছে। প্রথমতঃ ইহাতে কেবল প্রেমসঙ্গীত মাত্র স্থান পাইয়াছে; সখা ও সখীর প্রেম এবং ভগবৎপ্রেমও প্রেম বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি ও বাৎসল্যের গান একেবারেই বাদ দেওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে বিদ্যাপতির সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত উৎকৃষ্ট প্রেমের গান রচিত হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিই সন্নিবেশিত হইয়াছে, তবে আধুনিক সঙ্গীত সংগ্রহাপেক্ষা পুরাতন লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে; উৎকৃষ্ট গান ভিন্ন একটি গানও ইহাতে স্থান পায় নাই। তৃতীয়তঃ এক ভাবের গান যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে সকলগুলিকে একটি স্বতন্ত্র শীর্ষকের নিম্নে যত দূর সম্ভব রচনাকালানুসারে সাজান হইয়াছে। এইরূপে প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র গান ন্যূনাধিক দ্বিশত শীর্ষকে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রণালী অবলম্বন করাতে একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন কবিগণ কত বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অশ্লীলতা একেবারেই বর্জ্জন করা গিয়াছে; তবে এবিষয়ে আমাদিগের এই একটি কথা বক্তব্য যে চুম্বন, আলিঙ্গন, স্তন, নিতম্ব, কটাক্ষ প্রভৃতি শব্দবিশেষ গ্রহণ করিলেই যে অশ্লীলতা আসিয়া পড়ে তাহা আমরা মনে করি না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-

বন্ধে বলিয়াছেন যে "যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের ৮ ত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয় তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিলেও অশ্লীল।" আমরা এই কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি এবং এই সূত্র ধরিয়া শ্লীলাশ্লীলের বিচার করিয়াছি। আর এক কথা—যে গানে কলঙ্ক বা কুলত্যাগের কথা আছে তাহা আমরা সমাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বর্জ্জন করি নাই। যাঁহারা এ দেশের প্রীতিগীতির ইতিবৃত্ত জানেন তাঁহাদিগের নিকট এই কলঙ্কের প্রকৃত মর্ম্ম অবিদিত নাই। কীর্ত্তনই বল, কবির গানই বল, টপ্পাই বল, সকলেই সেই বৈষ্ণব পদ হইতে উদ্ভূত। বৈষ্ণব পদে যে কলঙ্কের উল্লেখ আছে তাহা ভাগবতী লীলার অন্তর্ভূত। যদি ভগবান্‌কে চাও তবে লোকাপবাদের ভয় করিলে চলিবে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ভাবিলে চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, কুল কোন ছার? কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে এই মর্ম্ম নিধু বাবু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন—

"অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে॥"

কৃষ্ণপ্রেমে কলঙ্কের যে অর্থ সামান্য নায়ক নায়িকার প্রেমের গানেও কলঙ্কের সেই অর্থ—প্রেমের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ। শত অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যে প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার কি ঐকান্তিকতা। এই ঐকান্তিকতা দেখাইবার জন্যই কবি প্রেমের উপর কলঙ্ক আরোপ করেন। কবির এই উদ্দেশ্য না বুঝিয়া আমরা যেন কাব্যের জগতে সমাজনীতির বিতণ্ডা উপস্থিত না করি, তাহা হইলে আমরা কোনও কালে কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব না।

সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক এখন প্রায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মুখেই শুনা যায়, কিন্তু পূর্ব্বে কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই উদ্ভট শ্লোক মুখস্থ করিতেন। এই জন্য বহুসংখ্যক সাবেক গান উদ্ভট শ্লোক ভাঙ্গা। কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক, আমাদিগের যতদূর জানা আছে, এখনও গানে পরিণত হয় নাই, অথচ প্রীতি-গীতির বিশেষ উপযোগী। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিরচিত "রসতরঙ্গিণী" ও পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন বিরচিত

"কবিবচন সুধা" হইতে আমরা এইরূপ কতকগুলি শ্লোকোদ্ধরূপ সংগ্রহ অদ্যাপি বাদ এই সংগ্রহে ন্যস্ত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। উহা সহজেই গীত হইতে পারে। যে যে গানের সুর ও লয় আমাদিগের জানা নাই সে সকল গানে নূতন সুর ও লয় বসাইবার চেষ্টা করি নাই, গায়ক স্বেচ্ছামত বসাইয়া লইবেন।

প্রত্যেক গানের নীচে উহার রচয়িতার নাম দিতে ত্রুটি করি নাই। যদি আমাদিগের অজ্ঞাত কোনও গীতিরচয়িতার নাম পাঠকবর্গের কাহারও জানা থাকে তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত বোধ করিব।

যে সকল গীত প্রণেতারা স্বয়ং মুদ্রিত করিয়াছেন তাহাদিগের পাঠ ঠিক করা অনায়াসসাধ্য; কিন্তু যে সকল গীত মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে তাহাদিগের অভ্রান্ত পাঠ নির্ণয় এক প্রকার অসম্ভব, কারণ, এ দেশের গায়কেরা অপরের রচিত গীতের চরণ পরিবর্ত্তিত করিতে, বাড়াইতে কি কমাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। পাঠকবর্গের যেন এ কথাটি স্মরণ থাকে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রেমাস্পদ বন্ধুর সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে আমরা এই বৃহৎ ব্যাপার কোনও ক্রমে সমাধা করিতে পারিতাম না। রাধামোহন সেনের গান সংগ্রহে তাঁহার প্রপৌত্র বাবু শরৎকুমার সেন আশুতোষ দেবের গান সংগ্রহে তাঁহার দৌহিত্র বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, দয়ালচাঁদ মিত্রের গান সংগ্রহে তাঁহার সহোদর বাবু অনুপচাঁদ মিত্র, শ্রীধর কথকের গান সংগ্রহে বাঁশবেড়িয়া (অধুনা কলিকাতা) নিবাসী হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, কাশীপ্রসাদ ঘোষের গান সংগ্রহে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, এবং প্রাচীন কবিগীতি সংগ্রহে বালী নিবাসী বাবু ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য কালেক্টার বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, তেলিনীপাড়া নিবাসী বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাইকপাড়া নিবাসী বাবু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বড়ই আক্ষে-

ংগ্রহ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই চারু বাবু ও অনুপ বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। এই গীতি-সঙ্কলনে তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল।

প্রীতি-গীতি সংগ্রহে আমাদিগের কোন গুণপনা থাকুক বা না থাকুক ইহাতে যে সকল অমূল্য রত্ন গ্রথিত হইয়াছে তাহাদের অনাদর আশঙ্কা করি না। এই চিরপরাধীন বঙ্গদেশ শত অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও একমাত্র প্রেমের মুখ চাহিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া আছে। বাস্তবিক বঙ্গের প্রত্যেক গৃহস্বামী ঘরে আসিয়া প্রেমপ্রতিমা গৃহিণীর মুখখানি দেখিলেই বাহিরের সকল জ্বালা ভুলিয়া যান এবং আনন্দে গান করেন—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার॥"

যদি আমাদিগের কোন জাতীয় সঙ্গীত থাকে তবে তাহা এই।

সূচী পত্র ।

সূচী পত্র।

সূচী পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রীতি-গীতি।

প্রীতি-প্রশংসা।

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূরে নয়॥
ক্ষিতি তলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিব সিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ১॥

বিদ্যাপতি।

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥

সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুথ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥ ২॥
বিদ্যাপতি।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পাইল, সেই সে মজিল,
কি তার কুল ভয় লাজে?
বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানিবে আনে?
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥
দুহুঁক অধর, সুধাবস বাণী,
তাহে উপজিল "পি।"
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি?
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি!
পিরীতে রসিয়া ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে মারিবে,
আপনি হইবে চোর॥ ৩॥
চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
এ তিন ভুবন সার।

এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বৈ নাহি আর।
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সায়র, মন্থন করিতে,
তাতে উপজিল "রী"॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাতে ভিয়াইল " তি "।
সকল সুখের, এ তিন আঁখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম, শরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার?
এহেন পিরীতি, না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৪॥

চণ্ডীদাস।

মহড়া।

হায়রে পিরীতি তোর গুণের বালাই নে মরি।
যখন যারে পাও, তার কি সুখো দুঃখ সব ঘুচাও,
তুলে সিংহাসনে কর পথের ভিখারী॥
তোমার তরে সদা ঝোরে হে কি পুরুষ কি নারী—
একবার যার সঙ্গে যার পিরীত হয়।
সে তার নয়নতারা আর কিছুই কিছু নয়॥
ভাবি জন্মে যারো, মুখ না দেখিব আরো,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধরি॥

চিতেন।

কি ক্ষণে এ প্রেম লাগ্‌লো, প্রেম আমি জন্মে ভুল্‌তে পারিনে॥
দুঃখ ভোগ অনুযোগ, তবু না দেখ্‌লে তো বাঁচিনে॥
কেমন কোরে রেখেছিস্‌ আমায়।
তারে না দেখ্‌লে প্রাণ আর কোথাও না জুড়ায়॥
মন স্বর্গ পথে যেতে বর্গ মানে না।
আমি চতুর্ব্বর্গ ফল পাই সেই চাঁদ বদন হেরি॥

অন্তরা।

হায় প্রেমের প্রেম মনে উদয় হলে,
সাধ্য কি বাধ্য রাখি।
তিলেক না হেরে বিরহ বিকার,
পলকে পলকে প্রলয় দেখি॥

চিতেন।

প্রেম সুধা পানো যে করে তারো নাহি থাকে খেদ।
স্বপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ॥
নাই উঠ্‌তে বস্‌তে শক্তি যার।
শুনে প্রেমের কথা যায় সাত সমুদ্র পার॥
প্রেমে বোবার কথা শুনে, কাণায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে লঙ্ঘায় গিরি॥ ৫॥

রাম বসু।

ঝিঁঝিট—জলদ্‌ তেতালা।

পিরীতি না জানে সখি সে জন সুখী বল কেমনে।
যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে॥
প্রেম রস সুধাপান, নাহি করিল যে জন,
বৃথায় তার জীবন, পশু সম গণনে॥ ৬॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

পিরীতি সমান নিধি কোথা আছে আর ?
এধন যে পাইয়াছে কি দুঃখ তাহার ?
লাজ ভয় কুলশীল, তাহার সকলি গেল,
মান অপমান সমভাব হে যাহার॥ ৭ ॥

নিধু বাবু।

সুরট—জলদ্ তেতালা।

প্রেম মোর অতি প্রিয় হে তুমি আমারে তেজোনা।
যদি রাত্রি দিন, কর জ্বালাতন, ভাল সে যাতনা॥
সমূহ যাহার গুণ, কিঞ্চিৎ অগুণ,
কি দোষ বলিব তার, কিবা অপগুণ,
তব গুণ কথা, কহিতে সর্ব্বথা, হতেছে বাসনা॥
অন্য অন্য চিন্তা যত আমার আছিল,
তব হুতাশনে তারা শবদাহ হল।
ইহার অধিক, আর কিবা সুখ, মনেতে বুঝনা॥ ৮॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম কি অমূল্য ধন,
প্রেম গুণে বাঁধা এই অখিল ভুবন।
হৃদয়ে পশিল খনি, পূর্ণ তাহে প্রেম মণি,
পয়োধর মাঝে যথা ননী হয় দরশন।
বিষম বিচ্ছেদ ঝড়ে, প্রেম তরু নাহি নড়ে,
পতঙ্গ প্রদীপে পড়ে, প্রেমের কারণ।
মথি হৃদি-জলনিধি, নিরমিল প্রেমনিধি,
নির্জ্জনে বসিয়া বিধি, করিল সৃজন॥ ৯ ॥

সিন্ধু কাফি—যৎ।

প্রেম বিনে অবলার, সখিরে,
কি ধন আছে আর, ভুবন মাঝে তাব।
জুড়ায় তার জীবন, বৃথা ধন জন, যৌবন রতন,
এ সুখ অভাব যার।
যে জন সঁপেছে প্রেমিকে প্রাণ,
সে জানে প্রেমেরি গুণ,
লোক লাজ ভয়, কুল শীল মান,
ভাবে না সে একবার।
যে করে বারেক এ সুধা পান॥ ১০॥

সর্ব্বস্ব ধন দিতে পারি মন যদি মিলে।
প্রেমেতে সকলি হয, বিবাদে কি মিলে?
অপ্রেমে কি ফল ফলে?
বলির প্রেমে হরি দ্বারী,—রাধার প্রেমে হন ভিখারী,
তারার প্রেমে ত্রিপুরারি, পড়ে আছেন চরণতলে॥ ১১॥

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কে চিনিবে রে! প্রেমধনে।
প্রকৃতিপুরুষ-ভাবে বিহরে ভুবনে॥
কিবা রূপ অপরূপ, বুঝিবা আপনি রূপ,
ধরিল যুগলরূপ, লীলার কারণে।
কি কব তাহার শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
অনুরূপ কোথা পাবে ভেবে দেখ মনে॥
নিশীথিনী সুধাকর, সৌদামিনী জলধর,
কিছু তুলা হতে পারে থাকিয়ে গগনে।
যে ভাব যাহার সার, অভাব কি তার আর,
সেই নিধি থাকে যার হৃদয় ভবনে॥ ১২॥

দ্বারকানাথ রায়।

প্রণয় পরম নিধি বিধি যদি না স্বজিত।
অসার সংসারে তবে কি স্থখ থাকিত?
সুজন কুজন মনে, পরস্পর সম্মিলনে,
স্বরপুর স্থখ হয় ভবে অনুভূত॥
রমণী হৃদয়ধন, মন তাহে সমর্পণ,—
জীবন মরণ, তাহে সব প্রেমগত॥ ১৩॥

সইলো পরম পিরীতি রতন।
যে রতন পেলে, দুইজনে মিলে, হয় সুখ সাগরে মগন॥
হয় সুখ জ্ঞান, পরলাগি প্রাণ, অকাতরে বিসর্জ্জন।
পরগুণে গুণী, পর কানে শুনি, দেখি দিয়ে পরেরি নয়ন॥১৪॥

কামিনীকুমার দত্ত।

মিশ্র—জলদ্ তেতালা।

প্রেম অসাধ্য সাধন।
যে সিদ্ধ হয়েছে দুঃখ জানে সেই জন।
এ সাধনে কত শত, বিভীষিকা নানামত,
সাধক হইলে সেত না মানে বারণ॥
ব্যক্ত আছে প্রেম তন্ত্রে, দীক্ষা হইলে পিরীত মন্ত্রে,
খঞ্জেরি চরণ হয় অন্ধেরি নয়ন।
বোবা যদি প্রেম করে, তার মুখে বাক্য সরে,
বধিরে শ্রবণ করে, সুমৃদু বচন॥ ১৫॥

নবকুমার মিত্র।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

পিরীতি রতন।
যতনেরি ধন॥
মতে হইলে মিলন, হয় শীতল প্রাণ,
নীরে থাকে নলিনী, গগনে তপন।
প্রেম সাধনে কি গুণ প্রেমিক জানে,
প্রেম ভাবে ভবানীর শ্মশানে ভ্রমণ॥ ১৬॥

প্রেম-নিন্দা।

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই সব কোই।
যো প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত?
অব সব বিষময় লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি নাকর জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
পানি পিয়ে কাহে জাতি বিচারি॥ ১৭॥

বিদ্যাপতি।

ভৈরবী—আড়া।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল?
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে, প্রেমরত্ন তবে মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল॥
বিদ্যুৎ-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম,
দরশন অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল॥
জীবন কাননে হায়, প্রেম মৃগতৃষ্ণিকায়,
যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল॥
আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবিয়ে হেম,
বিচ্ছেদ অনলে ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল॥ ১৮॥

নবীন চন্দ্র সেন।

ভীম পলশ্রী—দাদ্‌রা।

ওলো সই জগৎ জনে প্রেম যেন কেউ শেখেনা,
সরল প্রাণে গরল ঢেলে কেউ যেন সই মজেনা।
প্রেমের মত জ্বালা দিতে, কি আছে আর অবনীতে,
সাধে পড়েও প্রেমের ফাঁদে, কেউ তবতো ঠেকেনা॥ ১৯॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

পোড়া প্রেম কেউ যেন না করে।
যার প্রেমে বাসনা হবে সে যেন লো ডুবে মরে॥
পোড়া প্রেম যে করেছে, জীবন্মৃত হয়ে আছে,
একুল ওকুল দুকুল গেছে, সদা সে অন্তরে জ্বরে॥
প্রেম-ভুজঙ্গ দংশে যাবে, ধন্বন্তরি ছাড়ে তারে,
বিষম জ্বালায় জ্বরে, তবু না বাঁচে না মরে॥ ২০॥

প্রেমের সুখ দুঃখ।

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের, সাযর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুঃখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা,
পড়সী জীয়ল মাছে।
কুল পানীফল, কাঁটায় সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইনু যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট্‌ কুট্‌ করে,
সুখে দুখ দিল বিধি॥

কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি!
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই॥ ২১॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই মালী কেন হেন হৈল?
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়,
ঐছন কানুর লেহ॥ ২২॥

চণ্ডীদাস।

মহড়া।

তোমার প্রেম হতে, প্রাণ, বিচ্ছেদ আমায় ভালবেসেছে।
প্রেম হ'ল আর ফুরাল, চখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল,

জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।
কলহ নির্ব্বাহ হয়ে সন্দেহ মিটেছে।
তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ'ল অপমান,
সুখ হবে কি বল দেখি সাধ্‌তে গেল প্রাণ।
এ সব সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে,
সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে।

চিতেন।

পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ,
কোন সুখ দেখিনা শঠের প্রেমে দুঃখ বারমাস।
কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জ্বলায়,
আজ সে তোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।
পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর,
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে ॥ ২৩ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

পিরীতের কি ধার ধারো তুমি, সে তো নবীনা নারীরো কাজ নয়।
কখনো রাজা কখনো প্রজা, কখনো বা যোগী হতে হয় ॥
সখি আঁখি মনো প্রাণো, সদা সাবধান,
ধ্যানো শব সাধনেরো প্রায়।

চিতেন।

আগে মাথায় করিযে কলঙ্কের ডালি,
কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়।
মান অপমানো সইরে নাহি থাকে কুলো লাজ ভয় ॥
দীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন, দাহন করয়ে নিজ কায়।

অন্তরা।

সখি পিরীতেরো অনন্ত আকার, অন্ত নাহি তার, অন্তরে থাকে।

চিতেন।

আগে অতি অন্তরঙ্গতা জানাবে তোমারে,
অথচ অন্তরে তাহা নয়।

অপরূপ অসম্ভব অবিরত হইবে উদয়॥
সখি আঁখির নিমিকে, কতো বিভীষিকে,
সুখে দুঃখে হাসায় কাঁদায়॥ ২৪॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

আমার মনো নাহি সরে তায়।
তুমি প্রেম করিবারে বলিছ আমায়॥
শুন সজনি বলি তোমায়।
ইহা জেনে শুনে, ফণীর বদনে, কর দেয় কে কোথায়?

চিতেন।

বারে বারে পিরীতে সই, বিধিমতে পেয়েছি পুরস্কার।
ইহাতে যত সুখ সম্পদো, নাই অবিদিতো আমার॥
সুধারো কারণে, বল কোনো খানে, কে কোথা গরল খায়?॥২৫॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

জয় জয়ন্তী—জলদ্ তেতালা।

শয়নে শীতল থাকি শুন ওলো সখি।
চেতনে সলিলে ভাসি ঝোরে ওলো আঁখি॥
পিরীতি করিলে লাভ হয় লো এই কি?
সদা দুঃখে দহে মন কদাচিত সুখী॥ ২৬॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হবে কখন॥
দুঃখেরে করিয়ে কোলে, ভাসয়ে সুখ সলিলে
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥ ২৭॥

নিধু বাবু।

দেওগিরি—তেতালা।

দেখ সই পিরীতের দুই গুণ।
দিবাকর নিশাকর দুয়ের গুণ যেমন॥
প্রচণ্ড তপনবত বিরহ করে দাহন।
মিলন শশী-স্বরূপ সুধা করে বরিষণ॥ ২৮॥

নিধু বাবু।

মল্লারমূলা—জলদ্ তেতালা।

মিলন অমিয় পান করিতে বাসনা মনে।
এ হেতু বিচ্ছেদ বিষে, হয় জ্বালাতন॥
নহে সুখী নহে দুঃখী, প্রেম নাহি জানে।
সুখী দুখী সেই সখি এ রস যে জানে॥ ২৯॥

নিধু বাবু।

জয় জয়ন্তী—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি সুখের লোভে মজেছে যে জন। (প্রাণ)
সে হয় কেবল দেখ দুঃখের ভাজন॥
বিচ্ছেদে মিলন আশে থাকয়ে জীবন।
মিলনে ভাবনা পুনঃ বিচ্ছেদ কারণ॥ ৩০॥

নিধু বাবু।

ললিত—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি পরম সুখ, সেই সে জানে।
বিরহে না বহে নীর, যাহার নয়নে॥
থাকিতে বাসনা যার চন্দন বনে।
ভুজঙ্গের ভয় সেই করে কি কখন?॥ ৩১॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

পিরীতের গুণাগুণ যদি জান সই কারেও বোলোনা।
ত্যজিতে না পারি যাহা, তাহার কি শোচনা?

ক্ষণেক সুধা সাগর, ক্ষণে হলাহল শর,
যত দুঃখ তত সুখ, মনে কেন বুঝনা?
দেখ পিরীতি রতন, পাইয়াছে যেই জন,
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণী মণি দেখনা॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোঁহেতে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে, তথাপি ত্যজেনা॥ ৩২॥

নিধু বাবু।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

পিরীতের দুঃখ ভ্রম, জ্ঞান সুখময়।
যাহার যেমন মন, তাহার ফল তেমন, হয়েছে উদয়॥
প্রেম করি দুই জ্ঞান থাকে যত দিন,
কখন সমূহ সুখী কখন সুদিন,
এক জ্ঞান হলে চিত, দুঃখ হয় কদাচিত, সুখ অতিশয়॥ ৩৩॥

নিধু বাবু।

গারা কাফি—আড়াঠেকা।

প্রাণ সেই সে রসিক যে সুখ সাগরে সদা বিহরে।
দুঃখ অভিমানী দেখ যার অনাদরে॥
পিরীতি পরম সুখ তাহার বিচারে,
সদা সুধারস পান যেই জন করে।
বিরস কখন নহে হরিষ অন্তরে॥ ৩৪॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

যদি সুখে থাকিবে হে শুন মন রাজন্।
অহঙ্কার দূর কর ক্রোধ নিবারণ॥
প্রেমেরে প্রিয় জানিবে, মোহ নিকটে না যাবে,
বিরহে যত জ্বলিবে, তত সুখ জান॥ ৩৫॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

যোগ বিয়োগ দুই রবি শশী রূপে চরে।
পিরীতি সুমেরু গিরি, বেড়ি প্রদক্ষিণ করে॥
যোগ রবির উদয়ে, সুখ দিবা প্রকাশয়ে,
বিয়োগ শশীর বারে, দুঃখ রজনী সঞ্চরে।
এরূপ কাল যাপনা, ইথে কি দুঃখ শোচনা?
দিবা নিশি পুনঃ পুনঃ, হয় যার পরে পরে॥ ৩৬॥

রাধা মোহন সেন।

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

ভালবাসা হলে কি হয় প্রেমে সুখোদয়?
সদা সশঙ্কিত, স্থির নহে চিত, উভয়েরি ভয়॥
কে কোথা আছে সুখে, সদাই দুঃখিত দুঃখে, তাপিত হৃদয়।
যার হয়েছে গিয়েছে, মনে কালী হয়ে আছে, জানিহ নিশ্চয়॥৩৭॥

কালী মির্জা।

আর কি আবার, বার বার কি কাজ পিরীতে সখি?
সরল সুধার ক্ষুধায় মরিবো গরল ভখি॥
আমি তারো অধিকার, কি বলিব অধিক আর,
যা হয়েছে একবার, সে সুখেতে থাকি॥ ৩৮॥

কালী মির্জা।

কানাড়া—ঢিমাতেতালা।

ওলো সখি কে বলে পিরীতে দুঃখ হয়?
উভয়ে মিলন হলে তবে দুঃখ কোথা রয়?
উভয়ে উভয়ে হেরি, স্বর্গ সুখ ভোগ্ করি,
আহ্লাদে উভয়ে পূরি, অভিষিক্ত হয়॥ ৩৯॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

পিরীতি কি রীতি সখি বিচ্ছেদ হয় যে পরে,
পরস্পর করে, পরে, দেখি কিছু দিন পরে॥

প্রেম অমিয় যেমন, বিচ্ছেদ বিষ তেমন,
জানিয়ে উভয় গুণ, সুখ সহ পান করে ॥ ৪০ ॥
আশুতোষ দেব।

পরজ—টিমাতেতালা।

আলো সখি কে বলে পিরীতে সুখ হয়?
সদত আছয়ে ইথে বিচ্ছেদ যাতনা ভয় ॥
সদা মন যারে চায়, দেখিবারে নাহি পায়।
দিবা নিশি ঝোরে আঁখি, দহে মন অতিশয় ॥ ৪১ ॥
আশুতোষ দেব।

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

পিরীতি সুখের রে প্রাণ, কেমনে হয়?
প্রেম রসে অবশেষে, অপযশ দেশময় ॥
দেখ তার নিদর্শন, শশীতে শশ অর্পণ,
হয় প্রণয় কারণ, একথা অন্যথা নয় ॥
আর বুঝো বিচারিয়ে, কে সুখী প্রেম করিয়ে?
তিল-আধ না হেরিয়ে, তাপে বিদীর্ণ হৃদয় ॥
যদি হয় দরশন, ঘরে পরেরি গঞ্জন,
নিয়ত করে দাহন, দুকুল ভাসে নিশ্চয় ॥ ৪২ ॥
জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক।

সিন্ধু—ঠেকা।

বড় চতুর হয় যদি কোন জন।
পিরীতি করিলে তার দিবা নিশি জ্বলে মন ॥
পাইলে প্রেমেরি রস, সদা সে থাকে অবশ,
দূরে রেখে অপযশ, প্রেম করে আভরণ ॥ ৪৩ ॥
শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রেম ভালবাসি বলে কত লোকে কত বলে।
এখন এমন হ'ল আরো কি আছে কপালে ॥

শুন গো সখি সম্প্রতি, নূতন হয়েছি ব্রতী,
এই কি প্রণযের রীতি, যন্ত্রণা দেয় মিলন কালে ? ৪৪ ॥

শ্রীধর কথক।

ইমনকল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি অমূল্য নিধি বিধি করিয়ে স্বজন।
কলঙ্ক কুপিত ফণী শিরে কবিল স্থাপন ॥
যদি কেহ কোন মতে, পায় ফণী শিব হ'তে,
গঞ্জনা গরল তাতে, রহিত করে চেতন ॥
দ্রব্য গুণ সহকারে, সে বিষে যে নাহি মরে,
বিষম বিচ্ছেদ শরে, সংশয় করে জীবন ॥
আশা মহৌষধি বলে, শরে নিবারে কৌশলে,
শেষেতে বিরহানলে, সমূলে করে নিধন ॥
মূল্যবান্ যত বস্তু বিদ্যমান্ ভূমণ্ডলে,
ভয়ঙ্করাকরে জন্মে, দুষ্প্রাপ্য সে সর্ব্বকালে।
কান্তারে গিরি সাগরে, ভুজঙ্গ মাতঙ্গ শিরে,
থাকয়ে অতি দুস্তরে, অমূল্য রত্ন সকলে ॥
লোভেতে আসক্ত যারা ধনের আশে প্রাণে সারা,
মৃত্যুভয় কি করে তারা, জলে অনলে গরলে ?
প্রাণের আশা না ত্যজিলে, কারো কোথা রত্ন মিলে ?
ভয় কি বিরহানলে, নিভাব মিলন জলে ॥ ৪৫ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

বিভাস—জলদ্ তেতালা।

শশীর কি শোভা ছিল প্রভাকর না থাকিলে ?
আলোকে লোকে কি চাহে অন্ধকার না থাকিলে ?
হলাহল না থাকিত, সুধা মান্য কে করিত,
সুখ ভোগ কে মানিত, দুঃখ ভোগ না থাকিলে ?
আছে ব'লে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাইতে লোকে মানে ধর্ম্ম,
কে করিত পুণ্যকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম না থাকিলে ?

ভাল মন্দ সম গতি, মিলিত হয় সৃষ্টি স্থিতি,
কেবা করিত পিরীতি, বিচ্ছেদ রীতি না থাকিলে? ৪৬ ॥
যদুনাথ ঘোষ।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কি হ'ল আমার ভালবেসে তোমারে?
ব'লে কি জানাব প্রাণ, প্রাণ যে কেমন করে॥
করেছি প্রাণ পিরীতি, না জানিয়া প্রেমরীতি,
ভালবাসার এই কি নীতি, সদা আঁখি ঝোরে? ৪৭ ॥
মহারাজা মহাতাব চন্দ্র।

সুর—যৎ।

আর কি কব তোমারে?
যেজন পিরীতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত, পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধীনী, অতিসুখী চকোরিণী,
কভু হয় বিষাদিনী বিরহ-শরে।
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয় রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ নীরে।
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে,
কভু বিরহ দহে নয়ন ঝরে॥ ৪৮ ॥
মাইকেল।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

পিরীতি পরম রতন্।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন?
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন?
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন॥ ৪৯ ॥
মাইকেল।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেমটা।

ওলো সই তুইতো একা নয়।
পড়্‌লে ফেরে আপন হারা অমনি সবাই হয়॥

ধরা ধরি মনের ফাঁদে, ধরা দিলে কাঁদায় কাঁদে,
বাঁধা পড়ে বাঁধে, এ বাঁধে,
ব্যথা দিয়ে, ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, ব্যথা কত সয় ॥ ৫০ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খট্ মিশ্র- ভর্তঙ্গা।

বিরহ বরং ভাল, এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা, কখন হাসায় কখন কাঁদায় ॥
এই পায়ে ধরি, এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জ্ব'লে,
কাছে থেকে সরি—আবার না দেখে তায় তখনি মরি,
হায়রে হায় বলিহারি, নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায় ॥ ৫১ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পাহাড়ী পিলু—খেম্টা।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে রয়েছে ?
সাধে বাদ আপনি সেধে, কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে।
যেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে ?
দিন গিয়েছে প্রাণ রয়েছে, সাধের খেলা কাল হয়েছে ॥ ৫২ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পিলু—যৎ।

জানা নাহি যায় কভু কত সুখ মিলনে।
মাঝে মাঝে না দহিলে বিচ্ছেদেরি দহনে ॥
নিশিতে বিরহ স'য়ে চক্রবাক মিথুনে।
প্রভাতে জুড়ায় আঁখি সম্মিলন রতনে ॥
মর মর চাতকিনী নবঘন বিহনে,
তখনি জীবন পায় নিরখিয়ে নয়নে ॥ ৫৩ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

চ্ছেদ হেরিয়ে প্রাণ কেন হে এত কাতর ?
থাকিলে কোথা বসন্তের সমাদর ?

বিরহের দুঃখ চয়, মিলনেতে নাহি রয়,
দুঃখ অন্তে সুখ হয়, অন্তরেতে নিরন্তর।
দুঃখ না হইলে পরে, সুখ কে জানিতে পা[রে],
বল কোথা নিশি বিনে, শশী শোভা মনোহ[র],
৫৪ ॥

পিলু বারোঁয়া—তেতালা।

প্রেমের জেনেছি সুখ, প্রেম আর করিব না।
যে করিবে প্রেম তারে করিতে করিব মানা ॥
এ কি প্রেমের যাতনা, ভুলেও মন তারে ভু[লে না],
ভুলিবারে করি মনে, কিন্তু মন যে মানে না ॥
জানি না সে কোন্ জন, যে সৃজিল প্রেম হে[ন],
সুখ আশে করি যাহা তাহে কেন এ যাতনা [...]
তারক[...] ৫৫ ॥
[...]নাথ বিশ্বাস।

পিলু—যৎ।

মিলনে যে কত সুখ, সে জানিবে কেমনে,
যে জন না জ্বলিয়াছে, বিচ্ছেদেরি জ্বলনে?
অমানিশি না থাকিলে শশাঙ্কেরি শোভনে,
পূর্ণিমাতে যত শোভা হয়ে থাকে গগনে,
উল্লাসিত হ'ত কেবা হেরে তাহা নয়নে?
সুশীতল জল বল কে চাহিত যতনে,
যদি না তাপিত তনু তপনেরি কিরণে?
পরশে হরিষে কেবা হেমন্তেরি জীবনে? ৫৬ ॥
গিরি[...]
[...]চন্দ্র কুণ্ডু।

বিরহিনী—কাওয়ালি।

কি কারণে প্রাণ সখি বিষাদিনী বল বল?
কেন লো সজনি তব মুখ শশী ম্লান হ'ল?
পরেরে সঁপিয়ে প্রাণ, হইতেছ জ্বালাতন,
এ জ্বালা সকল জ্বালা এই ত প্রেম সকল[...]
[...]বাই হয় ॥

জান না
প্রণয়ের

লো তুমি সখি, তাইতে হও অসুখী,
না হ'লে এই রীতি, কেন হও বল বিহ্বল ? ৫৭ ॥

সোহা

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

শুন ওলো বিচ্ছেদ দুঃখ পিরীতে কি সুখোদয় ?
পিরীতে সোহাগা সংযোগে যেন সুবর্ণ উজ্জ্বল হয় ॥
লো গুণবতি ! দুঃখিত হইওনা অতি,
সময় গতি, সুখ দুঃখ সবে কয় ॥ ৫৮ ॥

কুসুমে মধু
না আসিলে ভ্রমর
কিছার চকোর চাঁদ

—◇◇◇◇◇—

র উপকরণ ।

ত্রিভুবনে হেন

ঝিট—মধ্যমান।

আমার, হবে উদ্‌যাপন।
লে সখি, আহুতি দিব এ প্রাণ ॥
যে পদ্ধতি, সকলিত জান দূতি,
তোমার এই মিনতি, কর ব্রতের আয়োজন।
ব্রতফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত,
আমি তারি দক্ষিণান্ত, ক্ষান্ত হওরে পাপ মন ॥ ৫৯ ॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

হোম করিব প্রেম প্রতিমা করি নির্ম্মাণ।
মদনে আহুতি দিব, বিচ্ছেদেরে বলিদান ॥
রিপুছয় কাষ্ঠ করিব, মন পুষ্পাঞ্জলি দিব,
দক্ষিণান্তে বর লব, যেন না ঝোরে নয়ন ॥ ৬০ ॥

দেখ
অস

গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কে

পূজিব পিরীতি প্রেম প্রতিমা করি নির্ম্মাণ।
অলঙ্কার দিব তাহে যত আছে অপমান ॥
গঞ্জনার করি ডালি, কলঙ্কে পূরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব প্রাণ ॥ ৬১ ॥

নি
তিবে,

প্রীতি-গীতি।

ঠাকুর নাহি দত্ত বাহার—আড়া।
পরিণামে নাহি তিমা যদি হইল নির্ম্মাণ।
সখি হে অদভুত পূজা দিয়ে কুলমান॥
এত দিন ঠাকুর, অ হাতে লয়ে ম তুলসী
ইথে কি করিল হেম দক্ষিণা প্রাণ
উপমার গণ, সব কৈল ˎ ,ন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, তুহুঁ সম নহে,
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত? ৬৬॥

চং

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুরে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মূরছিল নাগর মূরছিল রাই।
বিরহে বিয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত পুতলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দ দাসক চিত সচকিত॥ ৬৭॥

গোবিন্দ

মহড়া।

থিবে। বসেবো অলসে।
ত দিবসেবো বজনী শেষে ॥
অচেতনো হোয়ে সুখো আবেশে।
শ্যামেব অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে,
কেঁদেছিলাম কত হুতাশে ॥

চিতেন।

যে বিচ্ছেদো তবে পরাণো শিহরে
তাই ঘটেছিলো সই।
অমনি কম্পান্বিত হৃদি, হেরে শ্যাম নিধি,
হোরে নিল বিধি কি দোষে?

অন্তরা।

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্।
তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো,
তার প্রতি কেন হোলে বাম্?

চিতেন।

কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বন অতি দুর্গম।
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী,
বদনে দিতেছে হুতাশে ॥ ৬৮ ॥

হরুঠাকুর।

রামকেলী—আড়া তেতালা।

দেখ সখিগণ, পিরীতি রীতি, সুনীতি কেমন।
অসম্ভব সম্ভব পেয়েছে সজনি, কমল কানন ॥
কে রবির তেজো সহে, চরাচর আদি দহে,
প্রফুল্ল রহে, সে তপনের পাইয়া কিরণ।

কঠিন প্রভৃতি করি, ছেদন করযে করী।
তবে কেন সেই করী, কমল দল না করে

র।

সর্ফর্দা—আড়া।

বাসনাব কি বাসনা, তবু তাবে ভাল বাসে
ভানু লক্ষান্তবে থাকে, কমল সলিলে ভাসে ॥
চক্রবাক চক্রবাকী, কি সুখে তাহারা সুখী?
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, কেহ নাহি কারো প

কালাংড়া—ঠুংরি।

একি অপরূপ হেবিলাম, বিধুমুখি প্রাণ।
বল দেখি কোথা আছে, তাহার প্রমাণ?
জীবনহারিণী আর, সঞ্জীবনী সহ তাব,
বিপরীত দুই গুণ, শোভে এক স্থান ॥ ৭১ ॥

কা

ধন্যরে চরণে এই বন্ধন-বেদনা,
ধন্য এই নিদারুণ ক্ষুধার যাতনা,
ধন্য আজি মৃত্যু মোব প্রিয়তম সনে,
কিবা শুভ দিন আজি বলিব কেমনে?
রাত্রিকালে চকাচকি দুটিতে মিলন,
স্বপনেও কেবা কোথা করেছে শ্রবণ?
ধন্য ধন্য ব্যাধ! তুমি পরম সুজন
মোদের অদৃষ্ট লিপি করেছ খণ্ডন ॥ ৭২ ॥

তাবাকুমা

ঝংলা—কাওয়ালি।

কে জানে প্রেম কি রতন?
কেন দে'খে শশী, উথলে সরসী, কুমুদিনী হাসে

তপন সন্তাপে ধরণী তাপিত, পদ্মিনী সে তাপে হয় প্রফুল্লিত,
জলন্ত দহনে পতঙ্গ পড়িছে, কে জানে কি ভাব, সে কেমন ? ॥ ১৩॥

রামচন্দ্র চক্রবর্তী।
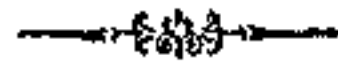
প্রণয়ের তিন গুণ।

বাঙ্গালী—তেওট।

তিন গুণময় এই প্রণয়।
সাধ, রাগ, ক্রোধ, তিন গুণ উদয় ॥
সাধ করয়ে স্বজন, উভয়ের সুমিলন,
রাগ করয়ে পালন, বিলাস চয়।
ক্রোধের লয় প্রভাবে, বিচ্ছেদ ঘটয়ে ভাবে,
সুখরূপ মোক্ষ-ফল, ভজনে হয় ॥ ১৪

রাধামোহন সেন।

প্রেম বহুরূপ।

মহড়া।

কহ সখি, কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা ॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেম ধনো উপজে কোথা ?
আমি এসেছি বিরাগে, মনের বিরাগে,
পিরীতি প্রয়াগে, মুড়াব মাথা ॥

চিতেন।

আমি, রসিকের স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো, প্রেম বারতা।

কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা ॥

অন্তরা।

হায় কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী, কেমন প্রেমে ?
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারত ভূমে ?

চিতেন।

কোন্ প্রেমে হরি, বেঁধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, করে অন্যথা ?
কোন্ প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণ পদ পেলে, মাধবী লতা ? ১৫ ॥

রামনৃসিংহ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

একরূপ প্রেমধন নয়।
বহুরূপ প্রেমধন আছে, যেরূপ যে বেছে লয় ॥
যৌবন পূর্ণিমা শশী, ক্ষয় কলা লোকে কয়,
কুসুম ফুটিলে পর, বাসি হলে বাসক্ষয়,
নিশিতে সৌরভ যত, প্রভাতে কি তত রয় ?
ঠিকে প্রেমের মুখে আগুন, দ্বিগুণ জ্বালা বাড়ে তায় ॥
আর এক পিরীতে দেখ, শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়,
সুখ ত্যজি শুকদেব, গৃহবাসী কভু নয় ॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ জ্ঞান হত, হয়ে প্রেমে মত্ত,
শরণে চরণ পেলেন, পরম পদার্থ ॥ ১৬ ॥

গোপালে উড়ে।

প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

অমর করেছ আগে প্রেম সুধাদানে।
এখন কি বধিতে পার বিচ্ছেদের বাণে ?
পান করে যে প্রেমামৃত তার কি আছয়ে মৃত,
রাহুকেতু ছিন্নাকৃত, বেঁচে আছ প্রাণে প্রাণে॥ ৭৭॥

বাহার—ঠেকা।

প্রেমেরি শরীর যার, তার কি মরণে ভয় ?
যার থাকে এই ভয় তার প্রেম করা নয়॥
জ্বলন্ত অনল বেড়ি, পতঙ্গ বেড়ায় উড়ি,
পড়িলে মরিবে জানে, তবে কেন পড়ে তায় ? ৭৮॥

—◇◎◇—

প্রেম অনন্যগতি।

মহড়া।

প্রাণ আমি তোমারি।
নিতান্ত জেনো সুন্দরি।
তুমি যত কর অপমান, অঙ্গেতে ভূষণো করি॥

চিতেন।

*　　*　　*　　*　　*

অন্তরা।

প্রাণ, তুমি কাদম্বিনী, মনেতে মানি, আমি তো চাতকী।
অন্য মত মোরো, নাহিক মনেতে, বিচারিয়ে দেখ দেখি॥

চিতেন।

পিপাসাতে—পীড়িতো হোয়ে, যদি তেজি এ জীবন,
তথাপি অন্য নীরো, না করি ভক্ষণ॥
ঊর্দ্ধ কণ্ঠ হোয়ে ডাকি, কাদম্বিনি! দেহ বারি॥ ৭৯॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কামোদ খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশের ভাষা, পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জলে বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা? ৮০॥

নিধু বাবু।

বেহাগ ঝিঁঝিট—তাল হরি।

সকল রতন অধিক যে মন, সই, যতনে আমি দিলাম যাহারে।
বিহনে সে জন, আর প্রিয়জন, বলিব বল কাহারে?
ইহার অধিক হিত, হইথার যার মত, অবুঝ বুঝিবে তাহারে।
যাহার কারণ, তৃষিত নয়ন, অন্তর দহে অন্তরে॥ ৮১॥

নিধু বাবু।

পরজ—আড়াঠেকা।

শুন সই, মোর মন মজিল, এখন কি করি?
পশ্চিমে অরুণোদয় হ'লে পাসরিতে নারি॥
কুল শীল অভিমান, ত্যজিয়ে হ'লেম অধীন,
লোকের কথাতে, পারি কি ত্যজিতে?
ত্যজিলে তখনি মরি॥ ৮২॥

নিধু বাবু।

আড়ানা—আড়াঠেকা।

আমি কি তারে ত্যজিতে পারি?
দিবা নিশি সেই ধ্যান, সেই ধন, সেই জ্ঞান,
মন, প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করি॥
রোমাঞ্চিত কদাচিত যদি তারে হেরি।
লোকের গঞ্জন ভয়, সে কি ভয় অতিশয়?
তারে ভয়ে ভয়ে ভয়ে ভয়ে মরি॥ ৮৩॥

নিধু বাবু।

কাফি কোকভ—টিমা তেতালা।

তুমি কি আমারে ত্যজি পার হেশ্বরহিতে ?
ওষ্ঠাগত প্রাণ হয় যাহারে দেখিতে,
না দেখিয়ে তার মুখ বাঁচিবে কেমতে ?
তব মন ধন প্রাণ আমার হাতেতে,
আমারে বিরস করি রবে কি সুখেতে ? ৮৪ ॥

নিধু বাবু।

মূলতান—আড়াঠেকা।

নয়ন নীরে কি নিভে মনের অনল ?
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল ॥
তৃষায় চাতক মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার সকলি বিফল ॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিভে জানি, অনল প্রবল ॥ ৮৫ ॥

নিধু বাবু।

আড়ানা—জলদ্ তেতালা।

চাতকীর তৃষা ঘন ঘন ঘন।
উচিত যে হয়, হইয়ে সদয়, কর বরিষণ ॥
আছয়ে কত জীবন, তাহাতে মম জীবন,
তোমার জীবন, বিহনে জীবন, সুখী কি কখন ? ৮৬ ॥

নিধু বাবু।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

সাদরেতে প্রাণ সঁপেছি যারে,
জিতে কি ত্যজিতে পারি তাহারে ?
যদি বা কচিৎ, হয় অনুচিত, নাহিকো ফেরে ॥
উপজয়ে মান, হয় অন্য মন,
অন্বেষণ নাহিকো করে।
কদাচ নয়নে, নাহি হেরি আনে,
কি জানি কিক্ষণে হেরেছি তারে ॥ ৮৭ ॥

কালী মির্জা।

দেশ মল্লার—আড়াঠেকা।

হে উদিত প্রেমঘন ঘন, হও দয়াময় !
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে, দেখ অবসান প্রাণ।
আছে বহু জলাশয়, তাতে নাহি পেয় প্রিয়,
তুমি হে মম আশ্রয়, যা হয় কর বিধান ॥
বজ্রশিলা বরিষণ, সঘন কর গর্জ্জন,
বিদ্যুতের দ্যুতি অতি ভয় দরশন।
তথাপি তোমাতে মন, হবে না অন্য ভাজন,
অনন্যগতিকে আশু তোষ' করি কণা দান ॥ ৮৮ ॥

আশুতোষ দেব।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আমি কি তাহারে ভাবি পর ?
সেযে কত গুণাকর, তা'হলে পিরীতি কোথা ঘটে পরস্পর ?
কথান্তরে মতান্তরে, কিম্বা থাকে দেশান্তরে,
সে কেবল নয়নান্তরে, নহে অন্তরে অন্তর ॥
যা'রে দিলাম কুলমান, তা'র কাছে কি অপমান ?
বিনাশে চাতকীর প্রাণ, কোথা নব জলধর ?
সে ত রাজা আমি প্রজা, সদা তারি করি পূজা,
অবিচারী হ'লে রাজা, তবু দিতে হবে কর ॥ ৮৯ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

কানাড়া মিশ্র—কাওয়ালি।

কেমনে বল সজনি ! আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি বলে সে গিয়েছে আশায় আছে এ জীবন ॥
আমা বিনে সে কি জানে, ভুলেছে সে প্রাণ কি মানে ?
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে কৃষ্ণ ধন।
সে যদি সই নয়লো আমার, কে আর বল আছে রাধার ?
স'পেছি তায় প্রাণ মন ॥ ৯০ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বলয় আকারে যথা শোভে হংস মালা।
রাঙা রাঙা পদ্ম শোভে যেন কানবালা॥
হেন রম্য সরোবর কত শত আছে।
তথাপি চাতক নাহি যায় তার কাছে॥
কি ফলে সে ধায় নব মেঘ বারি পানে?
শিলাপাত বজ্রাঘাত কিছু নাহি মানে॥ ৯১॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

মন যার পিরীতে মজেছে সেকি স্বভাবেতে আছে?
লাজ ভয় কুল মান সকল তুচ্ছ তা'রি কাছে॥
যে মজেছে যা'রি মনে, সে বিনে কি অন্যে জানে?
না দেখিলে মরে প্রাণে, দেখিলে যে বাঁচে॥ ৯২॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

সরলতা চতুরতা সকলি বুঝিতে পারি।
বুঝিলে কি হবে বল, উচিত করিতে নারি॥
বিনা দোষে কর দোষী, তবু ত প্রাণপণে তুষি,
এই ভয় দিবা নিশি, পাছে কর মন ভারি॥ ৯৩॥

সরোবরে বাস হলে কি হয়।
তাতে কি চাতকীর তৃষা যায়?
পিপাসায় যদি মরি,
না পিযির অন্য বারি,
পাছে কালী রয় কুলে—
ঘন ঘন আকর্ষণ, যদি হয় বরিষণ,
কুতূহলে পান করে তৃষ্ণা যায়॥ ৯৪॥

মল্লার—তেওট।

তারে হেরিলে নয়ন জুড়ায় রে।
এত যে যাতনা দিত সে আমায় রে॥

গগনে গরজে ঘন, যদি না হয় বরিষণ,
তথাপি চাতকীর মন, তার প্রতি ধায় রে ॥ ৯৫ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে যদি যাতনা দেয় সই, ভালবাসি যারে।
সে যাতনা যায় না বিনা তারই সমাদরে ॥
কি সাধ্য অন্য জনার, সে দুঃখে করে নিস্তার,
অপরে কি ধারে ধার, মূঢ়ে কি বুঝিতে পারে? ৯৬ ॥

প্রেমে মান অপমান নাই।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মান্য অপমান কিছু কোরোনা মনে।
সকলি সহিতে হয় সময়ের গুণে ॥
পিরীতি এমন ধন, করিতে হয় যতন,
ধৈরয ধরিতে হয়, উচিত এখানে ॥ ৯৭ ॥

নিধু বাবু।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

সাধে কি সাধি তোরে ওরে প্রাণ রে?
না দেখিলে মন যে কেমন করে ॥
মানে কর অপমান, শীতল উষ্ণ সমান,
জলেতে নিভায় অনলেরে ॥ ৯৮ ॥

কালী মির্জা।

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

এত যে যন্ত্রণা রে প্রাণ, তবু তোমারে
হেরে জুড়ায় জীবন, কি জানি কি হলো আমারে ॥
যত কর অপমান, তিলার্দ্ধ ভাবিনে প্রাণ,
হেরিলে বিধু বয়ান, কি সুখ কহিব কারে?

বুঝেছি কারণ তার, প্রাণ ধন যে যাহার,
মান অপমান তার, ভিন্ন কি হইতে পাবে ?
অনাদব কিবা মান, উভয় সমান জ্ঞান,
স্নিগ্ধ উষ্ণ বারি দান, যেমন অনল সংহারে ॥ ৯৯ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

প্রেমে লজ্জা ভয় থাকে না।

ঝুম কাফি—ঢিমা তেতালা।

হউক হে হউক, প্রাণ যায় যাউক আমার,
খেদ নাহি তাহাতে।
তোমারে পাইলাম যদি কি করে লাজেতে ?
লোকে বলে কলঙ্কিনী হইল কুলেতে।
আমি বলি এত দিনে আইলাম কুলেতে ॥ ১০০ ॥

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

কেমনে রহিব ঘরে মন মানে না।
হেরি মোর দুঃখানল, লাজ ভয় পলাইল,
কলঙ্ক বারণ করে না ॥
লোকের কথায় আর, কেমনে হইব স্থির,
ঘুচিবে অস্থির যাতনা।
বিনে তাব দরশন, অশেষ মত যতন,
উপায় করিতে পারে না ॥ ১০১ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—আড়া।

লোক লাজ কুল ভয় কি করে মনো মজিলে ?
যারে সদাক্ষণ প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করে, বাঁচে কি তারে ত্যজিলে ?

দেখিবারে যার মুখ, নয়ন পাগল দেখ, বচন শ্রবণে ভুলালে।
পরশ পরশে, নাসিকা স্থবাসে, রসে রসনা শেষ শুনিলে ॥ ১০২ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—একতালা।

যায় যাবে কুল তায়, ভয় কি আছে আমায়?
যখন পেয়েছি প্রাণ, দরশন হে তোমার ॥
সবে বলে কলঙ্কিনী, কুল চাঁদের হরিণী,
আমি কিন্তু মনে জানি, কলঙ্ক সে অলঙ্কার ॥
লোকে কয় গেল কুল, মূলেতে হলো নির্ম্মূল,
আমি ভাবি এল কূল, ছিল অকূল পাথার ॥ ১০৩ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

খাম্বাজ——খেমটা।

প্রেম যাহার অন্তরে বিরাজ করে।
লোক লাজ অপবাদ কি ভয় তারে?
প্রেম ভিন্ন ধ্যান জ্ঞান, অন্য নহে কদাচন,
সে জনে কি অপমান, করিতে পারে? ১০৪ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

যদি তারে আমি পাই।
লোক লাজ মান ভয়, কিছু নাহি চাই ॥
নয়ন পরাণ মনঃ, চাহে যারে প্রতিক্ষণ,
এমন সুখের ধন, সম কিছু নাই ॥ ১০৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমি যে শ্যামেরি।
যেখানে সেখানে যাই, বলে এল শ্যামের রাই,
কলঙ্কিনী বলে সবাই, আঁখি ভাঙ্গি বারি।
বলে বল্‌বে কলঙ্কিনী, শ্যাম পরিবাদিনী,
সকলই সহিব আমি শ্যাম মুখ হেরি ॥ ১০৬ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রেম রসে মজিলে এমন।
বল কে করিতে পারে ধৈরয ধারণ?
গুরু জন তিরস্কার, ভাবি মণিময় হার,
অনুরাগ ভরে করে, হৃদয় ভূষণ।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা চয়ে, যতনে স্বকরে লয়ে,
চন্দন ভাবিয়ে করে, অঙ্গেবি লেপন ॥ ১০৭ ॥

হরিমোহন রায়।

সিন্ধু—খেমটা।

যাব সই আন্‌তে বারি কোরোনা মানা;
লজ্জা পেলে ডুব্‌বো জলে তাকি জান না?
বলে সই কলঙ্কিনী, নহিলো তাতে বিষাদিনী;
কৃষ্ণ প্রেমে রাই আমোদিনী;
আমার ধরাসনে গুণমণি, লাজে কি বাধে বল না? ১০৮ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

রমণী সুলভ লাজে দিব বিসর্জ্জন,
সাধিয়ে কহিব কথা না ভাবিব অপমান।
তবু সে না সম্ভাষিলে, ধর্‌বো তার কর যুগলে,
তথাপি নিদয় হলে, কাঁদবো ধরে শ্রীচরণ ॥ ১০৯ ॥

প্রেমে দোষ গুণ বিচার করেনা।

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

হয়েছি অক্ষম তার দোষ গুণ বিচারিতে,
ভাল মন্দ যাহা ভাবে, ভাবি তা' সমভাবেতে।
যখনি যেরূপে দেখি, ভুলে যায় দুটি আঁখি,
সদত হৃদয়ে রাখি, বাসনা হয় মনেতে ॥

জানি সে ভাল বাসে না, তথাপি মন বুঝে না,
সহি যে কত যাতনা, থাকিয়া তার বশেতে।
করে কত অপমান, তবু নাহি ম্রিয়মাণ,
যদি করে অভিমান, সাধি ধরে চরণেতে ॥ ১১০ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

পিলু—জলদ্ তেতালা।

প্রাণ যারে চাহে সদা, দোষেতে তারো কি করে ?
সতত অস্থির প্রাণ না হেরিয়া হয় যারে।
নীচ কিম্বা উচ্চ জাতি, কুৎসিত কি রূপবতী,
মন হয় যার প্রতি, এ সব নাহি বিচারে ॥ ১১১ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

প্রেমিক দেখে শুনে মনে।

ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেমিক যে, দেখেনা নয়নে রে,
শ্রবণত করে না শ্রবণে।
প্রেমিক দেখে শুনে মনে,
প্রেমিকের ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে ॥ ১১২ ॥

হরলাল রায়।
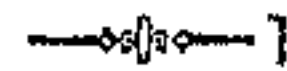
প্রেম সিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ।

ভৈরবোঁ—তেওট।

প্রেম পারাবার, প্রাণ, রমণী কেমনে হইবে পার?
শুনি প্রবেশিলে তাহে, নাহি পায় পার।

বিরহ পবন সঙ্গ, প্রচার বারির অঙ্গ, প্রাণ,
তাহে কলঙ্ক তরঙ্গ, না মানে সাঁতার।
আমি কুলবতী নারী, অপারে কেমনে পারি,
দেখাইতে তনুতরী, অকূল সে সার ॥ ১১৩ ॥

রাধামোহন সেন।

বেহাগ—আড়াতেতালা।

পিরীতি সাগর বল কিসে হব পার?
অবলা অবলা আমি, সবলা নহি ত প্রাণ,
সে যে ঘোর পারাবার।
বিরহ জীবন তায়, হেরিতে জীবন যায়,
তাহে পুনর্ব্বার।
হলে ব্যক্ত বায়ু সঙ্গে, কলঙ্ক তরঙ্গ রঙ্গে,
দেহতরী বাঁচা ভার।
অমনি নিমগ্ন হবে, লাঞ্ছনা কুম্ভীর তবে,
করিবে আহার।
তবে পারি হতে পার, ভরসা তোমার তার,
যদি হও কর্ণধার ॥ ১১৪ ॥

জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেমসিন্ধুনীরে বহে নানা তরঙ্গ।
রসিকে পার হ'তে পারে, অরসিকে আতঙ্ক ॥
চাতুরী তরী তাহে, আর মান ভুজঙ্গ।
প্রবল বিচ্ছেদ বায়, কখন ঘটায় কি রঙ্গ ॥ ১১৫ ॥

প্রেম কি পায় সকলে?

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

প্রেম যে পরম ধন ঘটয়ে কি যারে তারে?
বিধি নিধি দেয় যদি তবে সে পাইতে পারে।

লভিতে প্রেম রতন, অনেকেরি আকিঞ্চন,
না হইলে অকিঞ্চন, বাসনা নাহিক পূরে ॥ ১১৬ ॥

আশুতোষ দেব।

প্রেম কি পায় সকলে, জগাইরে প্রেম কি পায় সকলে ?
সে যে সাধনেরি ধন, সাধন বিনে সে ধন কি অমনি মিলে ?
যত যুবতী শিশু লয়ে কোলে, ডাকে বাহু তুলে আয় চাঁদ বলে,
চাঁদ তাই ভুলে গগন ছেড়ে উদয় হয় কি ভূতলে ? ১১৭ ॥

মুলতান—খয়রা।

সেই প্রেম কি চাইলে মিলে ?
সেই প্রেম আপনি উদয় হয় শুভযোগ হ'লে।
হয় ভাবেরি উদয়, সেই ভাবে ডুবে রইতে হয়,
তবে দয়া হয় সময় হলে।
নইলে পাওয়া ভার, দৌড়াদৌড়ি সার,
কনকধারী গোঁসাই বাউলে বলে।
ভুলার আশ্বিন মাসে, তিথি অমাবস্যে,
স্বাতি নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে,
হয় বাঁশে বংশ লোচন, গজে গজমতি,
না হয় কেন অন্য মেঘের জলে ? ১১৮ ॥

প্রেম অরসিকে কি বুঝিবে ?

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া একটী কমল,
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম পরিমলে লুবধ ভ্রমরা,
ধায়ল আপন কাজে ॥

ভ্রমরা জানয়ে কমল মাধুরী—
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ ॥
সোই! এ কথা বুঝিবে কে ?
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে' ?
ধরম করম লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে,
সেই সে বলিতে পারে ॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন লো সুন্দরি!
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার ॥ ১১৯ ॥

চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার, সাধ্য নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,

রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ?
মনের সহিত, যে করে পিরীত,
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিত করিয়া পিরীত,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১২০।

চণ্ডীদাস।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

পিরীতি কি রীতি প্রাণ যে করেছে সে জানে।
অরসিকে রসবোধ করিবে কি গুণে ?
পরম সুখের নিধি, পিরীতি সৃজিল বিধি,
এ রসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে ? ১২১।

নিধু বাবু।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

প্রেম যে পরশমণি সে মণি কি সবে চেনে ?
অরসিকে বলে এত ভাবনা কি প্রেম বিনে॥
যার আছে রসবোধ, বুঝে পর অনুরোধ,
প্রেমে বিচ্ছেদ হইলে কত দুঃখ সেই জানে॥ ১২২॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু কাফি—টিমা তেতালা।

প্রেমে কি গুণ আছে সে জন জেনেছে।
ঠেকেছে মজেছে যেই, প্রেম বান্ধা তারি কাছে॥
যে নহে প্রেমের ব্রতী, সে কি জানে প্রেম রীতি ?
বিনতি প্রণয় পদ্ধতি, অপরে অজ্ঞাত নীতি,
যে করেছে সে ভুলেছে॥ ১২৩॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

পিলু—যৎ।

প্রণয় কি ধন সখি প্রেমিক বিহনে,
অরসিক জনে তাহা জানিবে কেমনে ?
দেখ ভেক সরোবরে, বারমাস বাস করে,
সে কি জানে কিবা সুখ নলিনীর মধু পানে ?
হ'লে শশীর উদয়, চকোর প্রফুল্ল হয়,
তাহে কি আনন্দ কভু হয় পেচকের মনে ? ১২৪ ॥

প্রণয় পরমধন সুজন বিনা কেবা জানে ?
যে মজেছে সে মরেছে, রেখেছে প্রেম সমানে ॥
নদীতে থাকিতে জল, যতেক চাতক দল,
পিপাসা করে শীতল, জলদের জল পানে ॥ ১২৫ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

রসিক জন বিনে প্রাণ !
অরসিকে কি জানিবে পিরীতি কেমন ধন ?
বসন্তেরি আগমনে, উল্লসিত পিকগণে,
বায়সেরি ভাবান্তর তাহে কি হয় কখন ?
কমলিনী মধুভরে, প্রফুল্লিত হলে পরে,
মধুকর বিনে তারে, কে করে বল যতন ? ১২৬।

গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

সকলে কি পারে প্রেম করিতে প্রাণ ?
সে পারে যে পারে হেসে গরল করিতে পান ॥
অরসিক প্রেমিক যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা,
প্রকৃত প্রেমিক সহে, নীরবে বিরহ বাণ ॥
দেখ তার নিদর্শন, প্রেমিক পতঙ্গগণ,
প্রেমে প্রমত্ত এমন, অনলেতে ত্যজে প্রাণ ॥ ১২৭ ॥

ইমনকল্যাণ—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি যে জানে সে কেন করে না?
সে বিনে আমারি মনে আর ধরে না।॥
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি মনে মন দিতে সদাই আকিঞ্চন,
যতন করিয়ে তারে পাই যাতনা॥ ১২৮॥

ভৈরবী—আড়া।

প্রণয় পরম নিধি তার মর্ম্ম কে জানে?
অন্ধ কি জানিতে পারে কি গুণ আছে দর্পণে?
যার আছে রসবোধ, সে জানে প্রেমের আস্বাদ,
অরসিকে সাধে বাদ, সয় না আমার জীবনে॥ ১২৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রেমরস সুধাপানে, মোহিত সুজনে,
রসহীন জনে, রস নাহি পায়।
সুজনে সুজন, যদি হয় মিলন,
থাকে চিরদিন, বিচ্ছেদ না হয়। (প্রেমে)
যদি প্রাণ অন্তে, বিচ্ছেদ হয় একান্তে,
সেই প্রাণকান্তে, পায় পুনরায়। (পুনঃ)
যা ভেবেছিলাম মনে, তারি মুখ পানে,
চাহিব না চাহিব না, যদি প্রাণ যায়॥ (ফিরে) ॥ ১৩০॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সে কেন সই করে লো প্রণয়?
রাখিতে যে নারে প্রেম এমন যে দুরাশয়॥
প্রেম যে কেমন ধন, কি জানিবে সে দুর্জ্জন?
বানরে মুক্তা কখন, যত্ন করি নাহি লয়॥ ১৩১॥

প্রেম কি ভোলা যায় ?

মধ্যফর্দা—জলদ্ তেতালা।

কেমনে বল তারে ভুলিতে ?
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে অতি যতনেতে ॥
ইথে যদি দুঃখ হয়, হইবে সহিতে।
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে হয় কি মতেতে ? ১৩২ ॥

নিধু বাবু।

হাম্বির—আড়াঠেকা।

তাহারে কি ভুলিতে পারি যাহারে আমি সঁপিলাম মন ?
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন-সুধা শ্রবণ তেমন ॥
দেখিলাম কত মত, নাহি দেখি তার মত, সে জন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্ব্বাণ কখন ॥ ১৩৩ ॥

নিধু বাবু।

মালকোষ—আড়া তেতালা।

সদা কি তাহারে আমি করি মনন ?
একে তো বিচ্ছেদ তাতে, সে যে সেই জন ॥
যদি কদাচ কখন, হয় তাহার স্মরণ,
ভাবি তার গুণাগুণ, হই অচেতন।
এত যে বিরাগ চিতে, তবু কি পারি ভুলিতে ?
মনে হয় প্রেম রীতে, কখন কখন ॥ ১৩৪ ॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

অনেকেরে মনে করে মনে না ধরে।
যাহারে নিয়েছে মনে, কদাচ তারে কখন নাহি পাসরে ॥
যেই জন প্রিয়জন, কহে অপ্রিয় বচন,
তবু তারে কখন, ভুলিতে না পারে ॥ ১৩৫ ॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট— মধ্যমান।

অন্তরে অন্তর তারে করিব কেমনে সই ?
মনে নাহি মনে করে তাহার মন্তর বই॥
যদি হয় কথান্তর, নাহি হয় মতান্তর,
আঁখি ঝুরে নিরন্তর, যদি দূরন্তর রই॥ ১৩৬॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট — মধ্যমান।

সই যে যার মরমে লাগে সে কি তারে ত্যজিতে পারে ?
না ঘুচে আঁখির আশা ও মুখ হেরে॥
যার যাতে মজে মন, সে তার পরম ধন,
সতত সে প্রাণপণ, করে তাহারে॥ ১৩৭॥

কালী মির্জা।

কানাড়া—ঠুংরি।

কেমনে ভুলিব রূপ তাহার ?
বিদীর্ণ হয় যে প্রাণ লাগিযে যাহার॥
অনেক যতন করি, ভুলিতে যে নাহি পারি.
দিবা নিশি রূপ হেরি, স্বপনেতে আরো॥ ১৩৮॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

মনে ভাবি না ভাবি সে রূপ তার,
অন্তরে উদয় কেন হয় আসি নিরন্তর ?
ভাবিয়ে তাহার ভাব, ভাবনা হ'ল স্বভাব,
বুঝিতে নারি কি ভাব, কেন সেই ভাবে পর॥ ১৩৯॥

আশুতোষ দেব।

কালাংড়া—একতালা।

ভোলা যায় কি কথার কথা, মন যে মনে গাঁথা,
শুকাইলে তরুবর ছাড়ে কি জড়িত লতা ?
হলে পরে বারি হীন, থাকিতে কি পারে মীন,
ছেড়ে কভু নবঘন, থাকে কি বিজলি-লতা ? ১৪০॥

গোপালে উড়ে।

ঝিঁঝিট—আড়া।।

জীবন থাকিতে তারে ভুলিব কেমনে?
সদত বাসনা যারে রাখিতে নয়নে ॥
শশাঙ্ক কলঙ্ক ত্যজে, তার বদনে বিরাজে,
অমিয় বরিষে ঘন মধুর বচনে ॥ ১৪১ ।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

সিন্ধুভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

এ অন্তরে নিয়ত রয়ে,
মজালে আমারে সে জন, আপন হয়ে।
যারে আঁখি নাহি চায়, অন্তর তাহারে চায়,
অন্তরে রাখিতে তায়, ব্যাকুল দুকুল লয়ে।
দেখ বিষম কারণ, নাহি হেরি সে বদন,
তবে কেন সেই জন, সদা উদয় হৃদয়ে? ১৪২ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

আড়ানা—জলদ তেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যেরূপ জাগিছে মনে?
মনেরে বুঝাতে পারি, না পারি পাপ নয়নে।
সকলে বলে আমারে, সে ভুলিল, ভুল তারে,
তারে ভুলে, লয়ে কারে, থাকিব মহী-ভুবনে?
জানত দেহ আমার, সাগরে ডুবি একবার,
কেমনে সে দেহ আর, ভাসাব কূপ জীবনে?
যত দিন বেঁচে থাকিব, তত দিন মনে রাখিব,
সে দিন তারে ভুলিব, যে দিন লবে শমনে ॥ ১৪৩ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

সিন্ধুড়া—ঢিমা তেতালা।

সে জনে কেমনে মনে কি মনে ভুলিতে পারি?
নিরবধি আছে যেই হৃদয়ে আবাস করি।

মনের মন, প্রাণের প্রাণ, সেই নয়নের নয়ন,
মম প্রিয় প্রাণধন, যে এ দেহ অধিকারী ॥ ১৪৪ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

সিন্ধু খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

একবার যারে ভাল বেসেছি তারে কি পারি ভুলিতে ?
মন গেছে তারি কাছে নাহি পারি নিবারিতে ॥
মম আঁখি, মম মন, নিয়ে দেখ সে কেমন,
বলিবে তখন, তবে পারিব ত্যজিতে ॥ ১৪৫ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

সিন্ধুভৈরবী—জলদ তেতালা।

কিরূপে সে কাল রূপ বল পাসরি ?
নয়ন মন উভয়ে হয়েছে বৈরী ॥
নিরখিলে জলধরে, মনে পড়ে বংশীধরে,
প্রকাশিলে লোকে ধরে, মরমে গুমুরে মরি ॥ ১৪৬ ॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

সখি ভুল্‌বো কি আঁখি মোর নিষেধ না মানে,
নিষেধ না মানে গো সই, বারণ না মনে।
আমার ইচ্ছা হয় জনমের মত বিকাই তার চরণে।
একা গৃহে ব'সে থাকি, যেন শ্যাম নয়নে দেখি,
শয়নে স্বপনে তারে সদা পড়ে মনে ॥ ১৪৭ ॥

বেহাগ—একতালা।

হ'লো কেন এমন ?
ভুলিলে সকল যাতনা ত ঘুচে,
তবু কেন হেরি সে সুখ স্বপন ?
জীবন মরুতে সুখ সরোবর,
দেখে দুঃখ ভুলে যাইনু সত্বর,
কে জানে মরীচি ছলনা কেবল,
বিফল হইবে সকল যতন।

এক দিন হায়, কি কাজ স্মরণে,
সৌদামিনী যথা ঝলসে নয়নে—
মনোহর এক মাধুরী প্রতিমা নিরখি মোহিত মন—
ফিরি কতবার চাহিনু তাহায়,
তবু ত নয়ন পুলকিত নয় ;
কে জানে সে দেখা দুখের কারণ,
দারুণ দহনে দহিবে জীবন ?
কালের প্রবাহে কে জানিত হায়,
সংসারেরই সার কোথা ভেসে যায়,
কোথা সে মোহিনী হেরিব না তায়
দেবী সম ভাবি যায়,
কিন্তু যে প্রতিমা অঙ্কিত অন্তরে,
কি সাধ্য কালের মুছিতে তারে ?
তারেত পাব না, বৃথা বিড়ম্বনা,
তবু পারিব না ভুলিতে কখন ॥ ১৪৮ ॥

সেই মধুমাখা মুখ সদা দেখি নয়নে ,
চাহিয়ে আছি তোমার আশাপথ পানে ।
বিধাতা বিমুখ মোরে, দেখিতে না পাই তোরে,
ভালবাসা ভুলে গেছি, তবু তুমি জাগ মনে ॥ ১৪৯ ॥

মল্লার—রূপক ।

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান ।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ ।
যতই দেখি তারে, ততই দহি,
আপন মন জ্বালা নীরবে সহি,
তবুও পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লই গো বুক পেতে অনল বাণ ।

যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম অমৃত ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান ॥ ১৫০ ॥

রবীন্দ্র।

কেন মন বুঝে না আমার? (এত অযতনে তার)
সে তো নাহি দেয় আশা, তবু কাঁদে অনিবার।
এত যে কঠোর বলে, এত ভাসি আঁখি জলে,
তবু কি ভুলিতে কভু পারি আশা তার? ১৫১ ॥

লুম বেহাগ—যৎ।

অন্তরে জাগিছে সতত সে আমার,
আমি কেমন করে ও তার ভালবাসা পাসরিব?
আমি তার সে আমার, কেমনে ভুলিব?
সেই সুধামাখা কথা, অন্তরে রয়েছে গাঁথা,
সে কথা না মনে হলে, কেমনে প্রাণ্ ধরিব? ১৫২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

তারে ভুলিব কেমনে?
দিবানিশি সেইরূপ জাগিতেছে মনে।
ছার লোক লাজ ভয়ে,
কিম্বা গুরু গঞ্জনায়,
কেমনে ছাড়িব হায়! আমার সেই প্রাণধনে?
সেই মোহন সুধাহাসি,
আমি বড়ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, নিবারণ কেবা শুনে? ১৫৩ ॥

এ জনমের মত সুখ ফুরা'য়ে গিয়েছে, সখি!
এখন তবুও হৃদে জলিছে দুরাশা এ কি

জানি এ অভাগি ভালে. সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি।
এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি।
(জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা,
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখি জল ফুরালো না) ॥ ১৫৪ ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী।

বেহাগ—কাওয়ালি।

কি কুক্ষণে তারি সনে হ'ল প্রেম আলাপন।
প্রেম গেছে, সে ভুলেছে, ভুলে না তো পোড়া মন ॥
ঘুমাযে দেখি স্বপন, যেন সেই চন্দ্রানন,
আসি সহাস্য বদনে, বলে উঠ প্রাণধন ॥ ১৫৫ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভোলা হল দায়, সখি তায় পড়ে মনে।
কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি ছি ছি ছি নয়নে ॥
লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে গুরু গঞ্জনা,
সই কারে কই, তারে বই, দুখ রইল মনে মনে ॥ ১৫৬ ॥

ভুলেছি তাহারে, তার ভালবাসা ভুলিনে।
তাহারি যে ভালবাসা পাসরিতে পারিনে ॥
যে দিকে নয়ন ধায়, হেরি ভালবাসাময়,
এতে যদি ভোলা হয়, তবে ভুলেছি সে ধনে।
সে মুখ তার মনে হলে, ভাসে হৃদি আঁখি জলে,
ভুলেছি তারে কে বলে, সে রয়েছে প্রাণে প্রাণে ॥ ১৫৭ ॥

বাহার—কাওয়ালি।

তাঁহার প্রণয় কভু ভুলিতে কি পারি আর?
অন্তরের স্তরে স্তরে গাঁথা আছে নিরন্তর ॥

মম সে প্রেম রতন, হয় অপার্থিব ধন,
আলো করে ছিল মম আঁধার হৃদয়াগার।
মম যে শোণিত বয়, তাও তার প্রেমময়,
একেবারে মন প্রাণ সঁপেছি আমার ॥ ১৫৮ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে কি নিবিবার আগুণ?
নিবাইতে গেলে পরে, বাড়ে যে দ্বিগুণ ॥
নির্ব্বাণ হইবে তবে, এ হৃদি পিঞ্জর যবে,
প্রবল চিতা অনলে, পুড়ে হবে চুর্ণ? ১৫৯ ॥

দীননাথ ধর।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেমনে ভুলিব তায়?
হৃদয়েরি অধিকারী আপনি করেছি যায় ॥
আপনি প্রাণ হাতে করে, দিয়েছি যার করে ধরে,
তারে কি গো প্রাণ ধরে (আবার)
প্রাণের বাহির করা যায়? ১৬০ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভুলে হৃদয় ধনে?
শূন্য হৃদয় লয়ে কি সুখে বাঁচিব প্রাণে?
আশাতে নিরাশা বলে, তোমারে কি যাব ভুলে,
সেত নয় রে ভালবাসা, সুখ আশা সংগোপনে।
রাখিব না সুখ আশা, চাহিব না ভালবাসা,
ভাল বেসেই ভাল রব মনে মনে।
প্রেমের প্রতিমা খানি, দলিত হৃদয়ে আনি,
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পুজিব অতি যতনে ॥ ১৬১ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন?
এখনো হেরিলে তারে, কেনরে উথলে মন?

বিরক্তি ভ্রুকুটি রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে, নারিনু কেন এখনো?
চখের দেখা দেখতে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন ॥
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্ম-ভেদী-নীরে,
মুহূর্ত্তেক দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন ॥
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক্ কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য কোন ॥ ১৬২ ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

তারে ভুলিব কেমনে?
মন প্রাণ সঁপিয়াছি যার চরণে।
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম তুলি করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখি অতি যতনে ॥ ১৬৩ ॥

হরিমোহন রায়।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

আমি ত ভুলিতে চাই সই ভোলে না মোর পাপ মনে।
শয়নে স্বপনে সদা জাগিছে নয়ন কোণে ॥
জাগিলে দ্বিগুণ জ্বালা, কাল্য হলো জপমালা,
কেমনে করিব হেলা, অনুগত ঐ ধনে ॥ ১৬৪ ॥

মনের মিল না হইলে কি প্রেম হয়?

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—তেতালা।

রীতে রীতে চিতে চিতে মিলিলে সে সুখ হয়।
সুরীতে কুরীতে মিত্র হয়েছে কোথায়?
স্বভাবে অভাব ভাব, ভাব দেখি সে কি ভাব,
ছাগে বাঘে সত্তাসর্তে কিসের প্রণয়? ১৬৫ ॥

নিধু বাবু।

যোগিয়া—খৎ।

ভালবাসিলে ভালবাসা কি হয় ?
চাঁদ হইলে উদয়, চাঁদ ধরা দেবার নয়॥
দেখ চাঁদের ভালবাসা আছে,
ধরা দেয় চকোরের কাছে,
সুধাদানে সুখে রাখে মন,—
মনে যদি ঐক্য থাকে,
প্রেম ঘটে চোকে চোকে,
নয়নের কোণে প্রেম লুকাইয়ে রয়॥ ১৬৬॥

ব্যভিচারে কি প্রেম মিলে ?

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বলে লোকে ব্যভিচার সদা করে।
প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে ?
দূরে থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়,
নিকটে যাইলে পরে সংশয় হইবে প্রাণ।
ঢল ঢল হয়ে গেল, নয়নে লহরী খেলা,
অধরে হটাৎ হাসি, গলে যায় মন—
অত কি গলিতে হয়, যা ভেবেছ তাতো নয়,
ভুলাযে ভুজঙ্গ যে নাচিতেছে ফণা ধরে॥ ১৬৭॥

বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী।

প্রেম উভয়ের যত্ন-সাপেক্ষ।

মহড়া

নৈলে কিছুই নয়।
বটে সুখো নিধি, প্রেম যদি, সুজনে হয়।

সুজনে কুজনে প্রেমে, নাহি সুখোদয় ॥
উভয়ে উত্তম, পরিশ্রম, যদি করে।
তবে যতনে, এ ধনে রাখিতে পারে ॥
সুখের সুখি, দুখের দুখি, দোঁহে দোঁহার হোয়ে রয় ॥ ১৬৮ ॥
রাম বসু।

আশা ভৈরবী—জলদ্‌তেতালা।

যতনে রতন লাভ শুন মনোমোহিনি !
অযতনে প্রেমধন কোথা হয় ধনি ?
যে ভাবে ভুলায়ে মন, হরিয়ে লইলে প্রাণ,
সে ভাবে অভাব লাভ ভাব বিনোদিনি ॥ ১৬৯ ॥
নিধু বাবু।

আশা ভৈরবী—জলদ্‌তেতালা।

উভয় মিলনে সুখ পিরীতি রতন।
একের যতনে দুঃখ না যায় কখন ॥
মনো মনেতে মিলন, হ'লে সুখী হয় প্রাণ,
ইহাতে অন্যথা হলে, ভাব হে কেমন ॥ ১৭০ ॥
নিধু বাবু।

বাগেশ্বরী টোড়ী—জলদ্‌তেতালা।

বিনাদরে অনাদরে কে কার বশ ?
করিলে আদর হয় হৃদয় কমল প্রকাশ ॥
রাখিতে একের মন, করে যদি এক মন, হইয়ে উল্লাস।
দুই মন দুই মন এক কি হয় কোন ভায ? ১৭১ ॥
নিধু বাবু।

মুলতান—জলদ্ তেতালা।

আমিত তাহারই সই, যে জানে আমার মন।
অযতনে কে কোথায় কারে সঁপে প্রাণ ?
মন রাখিবারে মন, করে এক মন,
মনেতে মনেতে তবে হয় লো মিলন ॥ ১৭২ ॥
নিধু বাবু।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানতো যতো যতনে হয় যে পিরীত।
তবে তারে অযতন কেন বা এত?
প্রথমে মিলন হয়, আকিঞ্চন অতিশয়,
এখন কেন বা নয়, তোমারো মত? ১৭৩॥

কালী মির্জা।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

একাকী কি প্রেম রাখা যায়?
যতনে যোগাতে বিন্দু সিন্ধু শুকায়॥
যত করি সমাদর, সে ভাবে তায় ভাবান্তর,
তাই ভাবি নিরন্তর, কি করি উপায়॥ ১৭৪॥

আশুতোষ দেব।

কালাংড়া—একতালা।

না দিলে আপনার মন, পরের মন কি পাওয়া যায়?
মনে মনে মিশাইলে উভয়েরি সুখোদয়॥
রসিকের এই রীত, আছে জগতে বিদিত,
পাইতে মনেরি মত, সঞ্চিত ধনে বিলায়॥ ১৭৫॥

গোপালে উড়ে।

লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভালবাসা ভাল, যদি সে ভালবাসে তেমন।
নহে মিছা আশানীরে ভাসা কেবল অকারণ।
উভয়ে করি যতন, রাখে যদি প্রেম ধন,
তবে হয় সুখ তাহে, নহে জীবন্তে মরণ॥
বল না একি উচিত, সাধে সাধি বিপরীত,
সতত রব দুঃখিত, করে অতি প্রাণপণ? ১৭৬॥

জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক।

কালাংড়া—একতালা।

একেরি যতনে কভু মনেতে না সুখ হয়।
মন না ঐক্য হইলে প্রণয়ে কি সুখোদয়?
উভয়ের সমান ধ্যান, নাহি করে ভেদ জ্ঞান,
এমন হইলে মন, সেই প্রেম সুখাশ্রয়॥ ১৭৭॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

তারে বেশ যতন করে।
বাঁধ বিনোদিনি! প্রেম ডোরে।
নয়নে নয়নে রেখ, সদত নিকটে থেক,
ওলো ধনি! থেক রেখ, হারাইওনা মনোচোরে॥ ১৭৮।

যতনে না রহে প্রেমধন।
যতনে যাতনা বাড়ে, সুখ সাধারণ॥
প্রথম মিলন কালে, আকাশের চাঁদ হাতে দিলে,
সে সব কথা মনে হলে, নিশির স্বপন॥ ১৭৯॥

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

বুঝি আমার এ যতন করা বৃথা হয়।
তার এখন হয়েছে বুঝি কলঙ্ক যন্ত্রণা ভয়॥
আমি যেমন, সে জন তেমন নয়।
দুজনা দুই মত, এতে কি পিরীতি রয়? ১৮০॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

প্রেম করে যে যাতনা, কতই বা সব বল না?
তখনিত বলেছিলাম, তুমিত রাখ্‌তে পারবে না॥
প্রথম মিলনে যার, সুখের নাহি পারাপার,
শোধিতে বিচ্ছেদ ধার, এবার প্রাণে বাঁচিব না॥
শুন প্রাণ তোমারে বলি, এক হাতে বাজে না তালি,
দু'হাতে বাজালে বাজে, তাও তুমি বাজালে না॥ ১৮১

প্রেম ভাঙ্গিলে আর কি হয়?

মহড়া।

বাঁচ্‌লাম্ প্রাণ্।
বিচ্ছেদ কোরে ঘুচালে বিচ্ছেদের ভয়॥
আগে ভেবেছিলাম পিরীত্ ভাঙ্গ্‌লে যাবে প্রাণ,
এখন বাঞ্ছা করি, যেন নিত্তি এম্‌নি হয়।
একবার পোড়ে যে পতঙ্গ হে, আর আতঙ্গ কি রয়?
যখন আখণ্ড ছিল পিরীত্।
ও আতঙ্ক হোতো, ভঙ্গ হোলে হব ও সুখে বঞ্চিত্।
দেখ ভাঙ্গা শঙ্কা যার, ভেঙ্গে গ্যাছে তার,
আমি এক আঁচড়ে পেলেম্ প্রেমের পরিচয়।

চিতেন।

যে অনলে আমায় পোড়ালে তুমি কি তায় পুড়্‌বে না?
যার দোষে প্রেমো যাক্ ভেঙ্গে, তাতো গড়ে না॥
প্রেমের ধাঁধাঁ থাকে যত দিন।
বাঁধা থাকৃতে হবে, সমভাবে হোয়ে অধীনের অধীন॥
সখা নাই কোন সন্দ, কি আছে দ্বন্দ্ব?
আমার কোমল প্রাণে এখন সকল জ্বালা সয়॥

অন্তরা।

আমি দেখেছি, শিখেছি, সতর্কে আছি,
আর্‌তো ভোগায় ভুল্‌ব না।
না এলে তুমি, এখন আর আমি, পায়ে ধোরে সাধ্‌বো না।

চিতেন

আভাঙ্গা পিরীতের যত ভয়, ভাঙ্গ্‌লে তত থাকি না॥ ১৮২॥

* * *

রাম বসু।

আলেয়া—জলদ তেতালা।

মন ভঙ্গ হলে পরে প্রেম কখন না রহে।
যতনে সাধিলে পুন দ্বিগুণ অন্তর দহে॥
যত দিন থাকে মন, না হয় প্রেম খণ্ডন,
অন্যথা হইলে মন, প্রণয় সুস্থির নহে॥ ১৮৩॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

বাগেশ্রী—মধ্যমান।

ভাঙ্গিলে কি আর প্রেম হয়?
বিষম সে মর্ম্ম ব্যথা আজন্ম তা' যাবার নয়॥
পুনরায় সঁপিয়ে মন, ভালবাসি বাস যেমন,
অথচ অন্তরের দুঃখ কি জানি কেমন,
দুর্দিনের দুর্ভিক্ষ যেমন চিরদিন স্মরণ রয়॥ ১৮৪॥
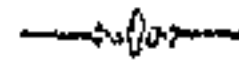
পিরীতি লুকাইলে নাহি রয়।

মহড়া।

রহিল না প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়॥
কুল কলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পিরীতে মজিয়ে,
বশেষে দেখো প্রাণ যায়॥

চিতেন।

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমারে সেই ভয়।
গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে,
নগরেরো লোকো গঞ্জনায়॥

অন্তরা।

হায়! কত জনে কত বলিছে নাথো,
মোরে থাকি মরমে।
বদন তুলিয়া কথা নাহি কই শরমে।

চিতেন।

হায়! কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মোরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায়।

অন্তরা।

হায় হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে,
সদা রাখি প্রেমো রতনে।
কি জানি কেমনে সখা তথাপি লোকে জানে॥

চিতেন।

হায়! পিরীতেরো কিবা সৌরভো আছে,
সে সৌরভো মম অঙ্গে বয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাসো,
ব্যাপিলো জগতোময় ॥১৮৫॥

হরু ঠাকুর॥

মহড়া।

পিরীতি নাহি গোপনে থাকে।
শুন লো সজনি, বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো,
বসনে বন্ধনো রাখে?

চিতেন।

প্রতিপদের চাঁদ, হবিবে বিষাদ, নয়নে না দেখে, উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিৎ প্রকাশ।
তৃতীয়ের চাঁদ, জগতে দেখে॥ ১৮৬॥

হরু ঠাকুর।

ভৈরবী—যৎ।

পিরীতি লুকাইলে নাহি রয়, যে জানে সে তাবে কয়।
দেখিলে আকুল, না হেবে ব্যাকুল, কুলে কালী দিতে হয়॥
যতনেব ধনে, রাখিব গোপনে, কেমনে তা মনে সয়?
প্রকাশের ভয়, না হয় উভয়, মনে মনে পরিচয়॥ ১৮৭॥

কালী মির্জা।

যাহার উপবে যাব মনের প্রণয়।
সে ভাব কিছুতে তার ঢাকা নাহি রয়॥
মৃগনাভি শত বস্ত্রে কর আচ্ছাদন।
গন্ধ তার কিছুতেই না রবে গোপন॥ ১৮৮॥

তারা কুমার কবিরত্ন।

ভালবাসা জনমিলে কিন্তু রবে না।

জঙ্গলা—কাওয়ালি।

ভালবাসার আশাই ভাল, ভাল বেস না।
ভালবাসা জনমিলে কিন্তু রবে না॥
অলি ভালবাসে ফুল, যত দিন পরিমল,
শুকাইতে তাহে ফিরে চাহে না॥ ১৮৯॥

পরের কথায় কে কোথায় প্রেম ত্যাগ করে?

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা
তোমরা আমারে, যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা॥
সই ছাড়িতে যদি বল তাবে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে?

যে দিন যেখানে, যে সব পিরীতি—
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হৈয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এতরূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥ ১৯০॥

চণ্ডীদাস।

কামোদ খাম্বাজ—তেতালা।

ছাড়িলে তো ছাড়া নাহি যায়।
ছাড়া হেন রব হলে প্রাণ বাহিরায়॥
অতএব এই বিধি, যাহা করিয়াছে বিধি,
ইহা কি অন্যথা হয় লোকের কথায়? ১৯১॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি কি হয় যায় কাহার কথায়?
উভয় মন সংযোগ নয়ন কারণ তায়॥
পিরীতের গুণাগুণ, করে যে, জানে সে জন,
অন্য জন বৃথা কেন তাহারে বুঝাতে চায়? ১৯২॥

নিধু বাবু।

সরফর্দা—তেওট।

একি কথার কথা প্রেম হয় যায়?
ক্ষণেকে যারে দেখা যায়, তাহা কি ক্ষণেকে যায়,
লোকের কথায়?
যে জন থাকে প্রমাণ, কত কয় অপ্রমাণ,
দোঁহারি বাড়ায় মান, থাকে না কথা।

ভুজন হয় উত্তম, প্রিয়তম সম সম,
দূরে যায় মন তম, হইলে কথা ॥ ১৯৩ ॥

কালী মির্জা।

ধানী ভৈরবী—অলদ্ তেতালা।

কি করে লোক গঞ্জনায়, যাহার দর্শনে প্রাণে সদা স্পৃহা হয় ?
সেরূপ অন্তরে আসি, জাগিতেছে দিবানিশি,
প্রজ্জ্বলিত দীপ্ত শশী, শরতেরি প্রায় ॥ ১৯৪ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যদি একবার মন বলে সে জনে ভাবিব না।
সেই স্থলে প্রাণ বলে এ দেহে থাকিব না ॥
কি করি প্রাণেরি দায়, মন সেই পথে ধায়,
সেধে ডেকে এনে তায়, পূরাই বাসনা।
যে বলে বলুক লোকে কারো কথা শুনিব না ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ ঠেকা।

মন কেমনে সুখে রবে মানিলে পরের কথা ?
পোড়া লোকে তাই করে লাগে যাতে প্রাণে ব্যথা।
মজেছি দিয়েছি প্রাণ, ক'রেছি প্রেম বিধান,
যায় জাতি কুল মান, সে ভাবনা ভাবি বৃথা ॥ ১৯৬ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি করে লোকেরি কথায় ?
সে যে আমার প্রাণধন, মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেম নিধি, না মানে নিষেধ বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ গায় ॥ ১৯৭ ॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু—মধ্যমান।

পরেরি কথায় কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে ?
যে জন মজেছে, দুঃখ পেয়েছে, সুখ জেনেছে ॥
সকলেতে রত তাতে, অন্যের হ'লে সবাই তাতে,
দেখনা কেন যাতে তাতে, কে না প্রেমে কেনা আছে ? ১৯৮।

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সাধে কি ভাল বাসি তারে,
তাহা কি জানিবে পরে ?
বারেক না হেরিলে তারে,
থাকি যে মরমে মরে।
লোক ভয় ভাবিনে মনে,
ভাবিলে কি হবে পরে ? ১৯৯ ॥

সাহানা-বাহার।

তোদের কাজ কি সে শ্যামের কথা ক'য়ে ?
আপনি করেছি প্রেম আপনি বুঝিয়ে।
শ্যামের প্রেমে কলঙ্কিনী,
হোক্ না হয় আছি আপনি,
তোদের কথায় কি থাকুবো আমি
শ্যামেরে ভুলিয়ে ? ২০০ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

. . রীতি কি হয় সখি পরের কথায় ভয় করিলে ?
মণি কোথা পাওয়া যায় সই, ফণী শিরে হাত না দিলে ?
লাক লাজে যারি ভয়, পিরীত করা তার উচিত নয়,
প্রেম সুখে হয় সে সুখী, কলঙ্ক ভূষণ করিলে ॥ ২০১ ॥

যত্নে উপার্জ্জিত ধন কে কোথায় দুঃখেতে ত্যজে ?

পুরবী—জলদ্ তেতালা।

যতনে যে ধন সদা করে উপার্জ্জন,
কে কোথা দুঃখেতে ত্যজে, না দেখি কখন।
অনেক যতনে ফণী মণিরে পাইয়ে,
শিরেতে ধারণ করে মনে নিরখিয়ে,
বিহনে এমন ধন বাঁচে কি জীবন ? ২০২ ॥

নিধু বাবু।

—◇◇—

না বুঝিয়ে পরে করে অভেদে প্রভেদ।

গুণকেলী— আড়া তেতালা।

কেউ বুঝেনা সই প্রেম পরিচ্ছেদ।
সবে বলে শ্যাম সনে করিতে বিচ্ছেদ ॥
শ্যাম প্রেমে বাঁধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
তবু পাপ লোকে করে অভেদে প্রভেদ ॥ ২০৩ ॥

রাধামোহন সেন।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

যে করে সেই জানে পিরীতেরি পরিচ্ছেদ।
অপরের আকিঞ্চন সদা করিতে বিচ্ছেদ ॥
সে আমার আমি তার ইথে নাহিক প্রভেদ।
কি রূপে বুঝাব পরে হয় মনে এই খেদ ॥ ২০৪ ॥

আশুতোষ দেব।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পোড়া লোকে তারে বলে পর কেন না বুঝিয়ে গো!
দিবা নিশি রয়েছে যে প্রাণের উপর।

যার আশয়ে প্রাণ রাখি, দেখিলে দ্বিগুণ সুখী,
মানসে মিশায়ে থাকি, প্রেমে মাখা পরস্পর ॥ ২০৫ ॥

শ্রীধর কথক।

সে যদি পর তবে আর বল কে আপন?
জীবন বাঁধা যার কাছে, সে যে প্রাণাধিক ধন ॥
এত যে তাহারই তরে, ঘরে পরে লাঞ্ছনা করে,
সকলই ভুলে যাই পরে, পরস্পরে হ'লে মিলন ॥
লোকে যত নিন্দা করে, মনের নাহি মনে ধরে,
কি রূপে হেরিব তারে, তাই করি আকিঞ্চন ॥ ২০৬ ॥
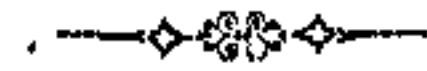
প্রিয়জনের সহিত বনবাসেও সুখ।

সুরট মল্লার—ঢিমা তেতালা।

সতী পতি সুখে সুখী সদা জীবনে।
লয়ে প্রাণপতি, যদি থাকে সতী,
অসুখী ভূপতি, নহে যে বনে।
(ওহে) পতির প্রেমহার, সতীর অলঙ্কার,
মণিময় মন্দির জ্ঞান হয় কাননে।
যার প্রাণনাথ, তোষে অবিরত,
সে নারীর সুখ কত, বর্ণিব কেমনে?
(ওহে) বিনে রাজ্যধনে, অসুখী নই মনে,
পতির চন্দ্রাননে, হেরিয়ে নয়নে,
পাসরি সব দুঃখ, হয় পরম সুখ,
দুঃখিনী এ অধীনী হবে কি কারণে?
(নাথ) হ'লে পতিব্রতা, পতিই সুখদাতা,
পতির সুখেতে সুখ জানত হে মনে।

সে পতি নিয়ত, যার অনুগত,
কি দুঃখ তার নাথ, বল এ ত্রিভুবনে? (ওহে) ॥ ২০৭ ॥
গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কত নেচেছি লো ময়ূরী সনে।
ফুল্ল প্রাণে মরি মধুর তানে, কত গাইত শাখীশিরে পাখিগণে ॥
ফুলে ফুলে সখি ছলে, হাসি হাসি সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি হাসি আঁখি নীরে ভাসি, কিশোর কথা কত জাগিত মনে।
নাথ সনে সখি গহন বনে ॥ ২০৮ ॥
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

ললিত—

পতি সনে যেতে বনে সতীর কি দুখ হে?
ত্যজি কায়া কভু ছায়া যেতে কি বিমুখ হে?
স্বামী সহ অহরহ সতীরই সুখ হে!
কমলিনী হরষিণী হেরে রবি মুখ হে। ২০৯ ॥
রাজকৃষ্ণ রায়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

প্রিয়ে! চকোর পাইলে শশী,
পারে কি তাহারে দুঃখ দিতে তামসী?
তেমতি এ ঘোর বনে, মুখ তব দরশনে,
আমার নয়ন মন, সুখী প্রেয়সী ॥ ২১০ ॥

গৃহত্যাগী বনবাসী সন্ন্যাসিনী হবো।
পাতার কুটীরে থেকে আনন্দে কাটাব ॥
পতি সহ সম্মিলনে, বেড়াইব বনে বনে,
হীরা মণি আভরণ ভাল বেশ ত্যজিব ॥ ২১১ ॥

পাহাড়ী—একতালা।

বিষয় পিপাসা, সুখ লালসা, নাহি হে মনোমোহন!
বিজন বিপিনে, গিরি গহনে, কি দুঃখ প্রাণরতন?

কোমল কুসুম, সুখ শয়ন, বেশ ভুষা নাহি চাহি,
না চাহি প্রাসাদ, রাজত্ব নাহি চাহি, (শুধু)
চাহি ও চারু চরণ ॥ ২১২ ॥

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের বালাই ল'য়ে মরিতে কি সুখ হয়!

প্রেমের বালাই ল'য়ে মরিতে কি সুখ হয়!
শতবার মরি যদি সাধ নাহি মিটে তায় ॥
এই মাত্র খেদ রয়, মরণে বিচ্ছেদ হয়,
নহিলে স্বরগ সুখ, প্রেমে যদি প্রাণ যায় ॥
এ বিরহে যদি মরি, এই ভিক্ষা প্রাণেশ্বরি,
মৃতদেহ কোলে করি, আলিঙ্গন দিও তায় ॥
প্রণয় পরশে পুনঃ, দেহে সঞ্চারিবে প্রাণ,
সঞ্জীবনী সুধাপ্রেম, ভুবনে স্বরগ হায় ॥ ২১৩ ॥

যার যেরূপ ভাব তার সেইরূপ লাভ।

ইমন কল্যাণ—তেতালা।

তুমি কি জানিবে আমার মন?
মন আপনারে আপনি জানে না।
জানই যেমন, করহ যতন, ইহাতে হে প্রাণ,
আন কোরো না ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
পিরীতের পথ, সুগম যে মত,
বুঝেছ তুমিত, কারে ও বোলো না ॥ ২১৪ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

স্বজন সহিত প্রেম কি পরমাধিক সুখ যে করেছে সে জানে।
চকোরের প্রীতি, চাঁদের সহিত, শশীও তেমতি তারে
তোষে সুধাদানে॥
শীতল হইবে ব'লে, পতঙ্গ অনলে জলে, ত্যজয়ে জীবন।
যার যে বা ভাব, সেই রূপ লাভ, শঠের স্বভাব,
ভাল না হয় কথন॥ ২১৫॥
নিধু বাবু।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

সবে বলে যারে যে ভাবে যেমন,
তারে সে ভাবে তেমন।
তবে কেন আমা প্রতি এমন সই, বিরত তাহার মন?
নয়ন চকোর মম, নাথ সুধাকর সম,
রাহু কেতু জ্ঞানে ভীত হয় সে, ভাবে বা করে গ্রহণ॥ ২১৬॥
রাধামোহন সেন।

যারে যে ভাবে সে হয় তার অনুরূপ।

বাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা।

এত দিন পরে নিবিল আমার মনের অনল সখি!
দেখ যত দিন, ছিল দুই জ্ঞান, সতত ঝুরিত আঁখি॥
ভাবিয়ে তাহার রূপ, আমি হ'লেম সেইরূপ,
কুমীরকে আরশুল, ভেবে এই হ'লো,
সে ভয়ে—এ সুখে দেখি॥ ২১৭॥
নিধু বাবু।

জয়েৎশ্রী—আড়া তেতালা।

হইলাম না শ্যাম কেন আমি, তোমার স্বরূপ।
যারে যে ভাবে সে হয় তার অনুরূপ॥

নিদর্শন বিদ্যমান, নিশি করে শশী ধ্যান,
প্রকাশিয়া নিশাপতি, দেন নিজ রূপ ॥
বুঝি তোমার সাধনে, করেছিলাম দ্বিধা মনে,
কিম্বা তুমি অধীনীরে ভাবিলে বিরূপ ॥ ২১৮ ॥

রাধামোহন সেন ।

ভীমপলাশী—আড়া তেতালা ।

আমি আমি কি সই শ্যাম আমি, আমি বুঝিতে নারি ।
তুমি তুমি তাই বলি, বলহ বিচারি ॥
শ্যামাকার অবয়ব দেখি, এ শরীরে সব,
তুমি আমাকে কি দেখ; পুরুষ কি নারী ? ২১৯ ॥

রাধামোহন সেন ।

—◇◇◎◇◇—

যে যার প্রিয় সেই তার ভাল ।

মহড়া ।

যে কোরেছে যাহারো সহ পিরীতি ব্যাভার ।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার ।
পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার ?
প্রণয় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার ।

চিতেন ।

কামিনী পুরুষ মাঝে সই আছে যত জন ।
যে যাহার মন করেছে হরণ ॥
মান অপমান দেখ না দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার ।

অন্তরা ।

ওরে প্রাণ রে ! গরিমা নাহিক প্রেমিক দেহে,
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে ।

চিতেন।

গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় সুখী।
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি।
দিনান্তরে দেখা না হোলে, মন প্রাণ
দহে দোঁহাকার ॥ ২২০ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

আমার মন চাহে যারে,
তাহার রূপ নিরখিতে ভাল বাসি।
যেবা যার প্রাণ প্রেয়সী।
নয়ন চকোর পিয়ে সুধাসার,
সেই জন তার শরদ শশী।

চিতেন।

তব বিধুমুখো হেরিয়ে
আমার ঘুচিল মনের তিমির রাশি।
যে হয়ো অন্তরে, কহিব কাহারে,
সুখসিন্ধু নীরে অমনি ভাসি ॥
হায় কাল কলেবরো, দেখিতে ভ্রমরো,
তাহে ষটপদো কুৎসিত অতি।
এ তিন ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীরো মন তাহার প্রতি ॥ ২২১ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

ভেঙ্গনারে আমার সুখের স্বপন।
হেরোনি তাহারে নিয়ে আমার নয়ন ॥
অন্য যদি থাকে ভাল, যার ভাল তারি ভাল,
আমার হৃদয় আলো, সে বিধুবদন।

সে রূপ জলধি জলে, ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে,
জুড়াব সকল জ্বালা হয়ে নিমগন ॥ ২২২ ॥

কিছু যদি নাহি করে শুধু কাছে রয়।
তথাপি আনন্দে সব দুঃখ দূর হয় ॥
এ জগতে যার প্রতি ভালবাসা যার।
বলিতে পারি না সে যে কি ধন তাহার ॥ ২২৩ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন লয়ে হেরে যদি তারে।
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে ॥
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল
সে মুখ দেখিলে দুঃখ যায় দূরে ॥ ২২৪ ॥

যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে তোষে।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

মনের যে আশা যদি তাহা না পূরিত।
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত ?
দেখ না চাতকী ঘন, দিবানিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে, না রাখে তৃষিত ॥
তার সাক্ষী প্রদীপ পতঙ্গ আশ্রিত।
হইয়ে আগেতে দেখ হয় প্রজ্জ্বলিত ॥
তার আশা পুরাইতে, পতঙ্গ পুলক চিতে,
আপনি জ্বালায় তাতে, রাখিতে পিরীত ॥ ২২৫ ॥

নিধু বাবু।

দরবারী কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

যে যারে ভালবাসে সে তারে ভালবাসে না কে বলে ?
তার সাক্ষী চাতকিনী তৃষ্ণায় ব্যাকুল,
নীরদ তেমনি তারে তোষে ধারা জলে ॥ ২২৬ ॥

নিধুবাবু।

সর্‌ফর্‌দা—আড়া।

তুমি বল ভালবাসি, এ কেমন ভালবাসা ?
আশার আশ্রিত জন, না পূরালে তার আশা ॥
দেখ কত দূরে ঘন, চাতক হয় অধীন,
ক'রে বারি বরিষণ, ঘুচায় তারো পিপাসা ॥ ২২৭ ॥

কালী মির্জা।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

আমার আমার আর বোলো না।
তুমি তার সে তোমার সেতো তাও ভাবে না ॥
সে যদি তোমার হ'তো, আসিয়ে তুষিত কত,
বিচ্ছেদ যাতনা সহিত না সহিত না ॥ ২২৮ ॥

শ্রীধর কথক।

ভালবাসি যারে তার লাগি সব সয়।

সুরট—মধ্যমান।

জলদেরে জল দেরে ব'লে ডাকে চাতকিনী।
কভু নীর পায়, কভু নিরুপায়, রয় অমনি ॥
সদত না পূরে আশা, এমনি সে ভালবাসা,
সময়ে বঞ্চিত নয় এই গুণ মনে মানি ॥
যারে যার প্রয়োজন, সেই তার প্রিয়জন,
তারি ধ্যান ধারণায় অতি ধনে সেই ধনী।
থাকে দুঃখে সুখ বোধে, আপনি মনে প্রবোধে,
নবঘন অনুরোধে, সদত নিরভিমানী ॥ ২২৯ ॥

শিবচন্দ্র সরকার।

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভালবাসি যারে প্রাণে তার লাগি সব সয়।
হেরিলে বদন তার যায় দূরে দুঃখ ভয় ॥

সে যদি অপ্রিয় বলে, তাহে মন নাহি টলে,
মনে হয় বুঝি বা ছলে, নয় প্রেম পরিচয়॥
ডাকিলে যদি না আসে, রহি তার আসার আশে,
বিরহে নয়ন ভাসে, তবু তারে না করি সংশয়॥
জানি মনে এই সার, সে আমার আমি তার,
নব মিলনেরি তরে, সে বুঝি লুকায়ে রয়॥ ২৩০॥

তুমি হে আমার, আমি বাঁধা আছি তোমার গুণে।
কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ নহি পরের কটু কথা শুনে॥
সলিলে ডুবাও যদি সলিলেতে রব,
তুমি যদি ভালবাস সব প্রাণে সব,
তুমি যদি সুখে থাক পুড়িতে পারি আগুনে॥ ২৩১॥

কোথা হ'তে এল প্রেম কোথাই বা যায়?

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

কোথা হ'তে এলো প্রেম কোথাই বা যায়।
কি তার আকার কেহ দেখিতে না পায়॥
যেমন জলের বিম্ব জলেতে লুকায়।
নয়ানেতে বহে জল, জ্বালাতন কায়॥ ২৩২॥

কালী মির্জা।

প্রেমাঙ্কুর বাড়ে কিসে?

মহড়া।

প্রেম তরুতে সখি চারটী ফল ফলে;
শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম,

সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে।
গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে ;
চিনে মূল যে দিতে পারে জল,
ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেম তরুতে হাতে হাতে ফল,
তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখো দেখো, যত্নে রেখো, ফল্‌বে না মূল শুখালে।

চিতেন।

প্রেম বৃক্ষ দিয়ে আশানীর, কর্‌তেছ সিঞ্চন ;
দেখো লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন।
বেড়া দাও সই প্রবৃত্তি কণ্টক,
প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এম্‌নি পোড়া লোক।
যদি থাকে ফলের বাসনা, বেশি জল দিয়ে জ্বালিও না,
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে॥ ২৩৩ ॥

রাম বসু।

আলেয়া—জলদ্‌ তেতালা।

প্রেম বিচ্ছেদে কি যায় ?
বিরহ না হলে স্নেহে নহে সুখোদয়॥
মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে না কেহ কাহারে,
পড়িলে বিচ্ছেদ নীরে, অঙ্কুর বাড়ায়॥ ২৩৪ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

সিন্ধু কাফি—জলদ্‌ তেতালা।

প্রেমাঙ্কুর যার যদি হয় উদ্দীপন।
লোক লাজ ভয়চয় জীবন সিঞ্চন॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহে, সমীরণ সম বহে,
প্রেমাঙ্কুর নাহি দহে, বরঞ্চ করে বর্দ্ধন॥ ২৩৫ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

প্রেম রহে কিসে ?

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান্ সে॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন; বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক সঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ॥ ২৩৬॥

চণ্ডীদাস।

মহড়া।

কোর্‌বো উত্তম পিরীত্ প্রাণ্‌রে, সে প্রেম্ কি সামান্যেতে হয় ?
তুমি নবীনা যুবতী, পিরীতে নূতন ব্রতী,
পিরীত্ হবে কি মন্ তোমার তেমন নয়॥
যাতে দ্বিধা হয়, সে কর্ম্ম করা উচিত নয়।
দেখো ভগীরথ্ মোক্ষ প্রেমের আশাতে।
কোরে মন্ত্র সাধন, কিম্বা শরীর পতন,
আনিলেন গঙ্গা ভারতে॥

দেখো প্রহ্লাদের যন্ত্রণা, হরি নাম তবু ছাড়্লে না,
তার্ তাইতো হোলো শেষে সুখোদয় ॥

চিতেন।

শ্রীহরি প্রেমেতে, মোক্ষ আশাতে, ধ্রুব প্রহ্লাদ বৈরাগী।
দুর্গার ভাবেতে, মুখ্য প্রেমেতে, সদাশিব্ হোয়েছেন যোগী ॥
তোমার্ মনেতে তেমন্ নিষ্ঠা আছে কই ?
একবার চাও পিরীত্কে, আবার চাও বিচ্ছেদ্কে,
দ্বিধা মন্ কর রসময়ি ॥
যে জন পিরীতে রত হয়, প্রেম ধর্ম্মের ধর্ম্ম এতো নয়,
দেখো প্রেমের দায়ে—শ্মশান্বাসী মৃত্যুঞ্জয় ॥ ২৩৭ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

যা ভাবো তা নয়।
মনের সাধ গেলে কি, বল দেখি, অনুরোধে প্রেম কি রয় ?
মিছে আর কোরো না বিনয়।
বিনে ঐক্য, বিনয় বাক্যে প্রাণ্, বল পর কি আপনার হয় ?

চিতেন।

মিছে কেন আকিঞ্চন, কর ওরে প্রাণ।
মন ভুল্বে না আর, খুল্বে না সেই বিচ্ছেদের বাণ ॥
দাগা পেয়ে ভোগায়্ ভুলে আর বা নিত্তি কে যাতনা সয় ?

অন্তরা।

জাগা ঘরে যায় চুরি, এমন্ তো ভেব না প্রাণ।
ঠেকে ঠেকে, দেখে দেখে, হোয়েছি সাবধান ॥

চিতেন।

কুতর্কে লওয়াবে কি আর্, সতর্কে আছি।
হব খলের বশ, এখন্ নাই সে রস,
নিজ মনকে বেঁধেছি ॥
জলে ফেলে অঞ্চলের নিধি, এখন্ তত্ত্ব কর নগরময় ॥ ২৩৮ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে ?
যার ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ্
যারে লোকে প্রেমিক বলে ॥
জীবনেরো সাথী, হয়ো যে পিরীতি,
জীবনে মবে পীরিতি গেলে ॥

চিতেন।

প্রেম রসে যেই জনো হয়ো রসিকো।
নিরবধি ধরে সে যে মিলনো সুখো ॥
স্বপনে না জানে কারে বিচ্ছেদো বলে ॥

অন্তরা।

প্রাণ, সতীরো পিরীতি দেখো পতির সহিতে।
চির দিনো সমভাবে যায়ো সুখেতে ॥

চিতেন।

আশ্চর্য্য মিলনো হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদো কাহরো নাম না শুনে কাণে ॥
জীয়ন্তে মিলনো আবার মিলনো মোলে ॥ ২৩৯ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

সেই সে পিরীতি প্রাণ পারেলো রাখিতে।
দুঃখে সুখ অনুভব যাহার মনেতে ॥
প্রেম করা নহে দায়, রাখিতে কঠিন হয়,
মান অপমান ভয়, নাহি যার চিতে ॥ ২৪০ ॥

নিধু বাবু।

পিলু—জলদ্ তেতালা।

মনের মিলন হলে বিচ্ছেদ নাহিক হবে।
উভয়েরি সমভাবে যন্ত্রণা কি কভু রবে ?

যত দিন দেহে প্রাণ, বিচ্ছেদ নহে কখন,
তবে আছে এক দিন, যে দিনে এ প্রাণ যাবে ॥ ২৪১ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র ।

আলেয়া—জলদ্ তেতালা ।

নয়ন মনে না হেরিলে,, ভাল বাসা নাহি হয় ।
সেই প্রেম থাকে যারে হেরিয়ে অন্তর রয় ॥
আগে আঁখি পরে মন, প্রেমের এই নিরূপণ,
যার এরূপ ঘটন, সেই প্রণয় অক্ষয় ॥
মনভঙ্গ হলে পরে, প্রেম তখন অন্তরে দয় ।
যত দিন থাকে মন, না হয় প্রেম খণ্ডন,
অন্যথা হইলে মন, প্রণয় সুস্থির নয় ॥ ২৪২ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র ।

সুরট—জলদ্ তেতালা ।

অন্তরেরি ভালবাসা থাকে সদা ভালবাসা ।
নয়নেরি ভালবাসা কেবল সলিলে ভাসা ॥
নয়নে তায় না হেরিলে, নয়ন তায় যায় ভুলে,
অন্তরে তারে রাখিলে, থকে না হেরিবার আশা ॥ ২৪৩ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র ।

খাম্বাজ—মধ্যমান ।

সুখের প্রণয় কেবল মুখের কথা নয় ।
কথায় কথায় যে প্রণয় সে প্রণয় কদিন রয় ?
প্রেমের এই বিধান দোঁহে দোঁহার তুল্য জ্ঞান,
একমন একপ্রাণ, (কেবল) দেহে ভিন্ন পরিচয় ॥
প্রকৃত প্রেমিকে কোথায়, প্রণয় প্রকাশে কথায় ?
উভয়ে উভয়ে জানায়, ব্যবহারে সমুদয় ॥
উভয়ে উভয়ের পানে, চাহিলে স্থির নয়নে,
উভয়ে অমনি জানে, কার্ মনে কি ভাব উদয় ॥ ২৪৪ ॥

হরিশ চন্দ্র মিত্র ।

কেদারা— ঢিমা তেতালা।

প্রণয়-বারিধি মাঝে, সুখ-নিধি যদি চাহ;
এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ।
একান্তে যে একে মজে, কভু না দ্বিতীয়ে ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে, বিরাজে সে অহরহ।
নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ তার ঘটে সোহাগে, যাতনা সহে দুঃসহ। ২৪৫॥

মনোমোহন বসু।

সিন্ধু—খেমটা।

প্রেমের এই মানা, না হোলে প্রেমতো রবে না,
পিয়াবিনে কারু পানে চাইতে পাবে না।
প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ, সয়না কথার টান,
প্রেম সরু সুতোয় বাঁধাবাঁধি, বাতাসের তো ভর সবে না॥ ২৪৬।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

প্রেম যদি রয় একভাবে। (প্রাণ নাথ হে)
তবে বিচ্ছেদের কি ভাবনা ভাবে?
সুজনে সুজনে হ'লে, মোলেও কি সে প্রেম ভোলে?
ভাসে সদা প্রেম সলিলে,
ওযে নিত্যই নূতন রস সরবে॥ ২৪৭॥

—❧—

প্রেমের বিকাশ।

পিরীতি এমন পোড়া আগে কি লো জানি সই?
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরিনে সে রূপ বই॥
প্রথম দর্শনে সখি! ভয়ে মেলি নাই আঁখি,
প্রিয়তমে হেরি যম সম।
দুই তিন মাস পরে, সে ভয় গেল অন্তরে,
হেরি তাঁরে সুজন পরম॥

মমতা জন্মিল ক্রমে, জানিলাম প্রিয়তমে,
তিনিই আমার—আমি তাঁর।
শেষে কি লো! এই হয়, সকলই সে রূপময়,
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সার ॥ ২৪৮ ॥

কালী কুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রেমের বন্ধন।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

কেশ ফাঁসি গলে দিলে প্রাণ হাসিতে হাসিতে।
তোমার বদন শশী হেরিতে হেরিতে ॥
ভুরু শক্র-শরাসন, অনঙ্গ হয়েছে গুণ,
অস্থির তব নয়ন বাণেতে বাণেতে ? ২৪৯ ॥

নিধু বাবু।

মুলতানী—জলদ্ তেতালা।

পিরীতের গুণ কি কহিব তোমারে ?
শুনিলে বিস্ময় হয় শরীর শিহরে ॥
প্রেম ডোরে বদ্ধ জন ভ্রময়ে অন্তরে।
এ গুণে যে বান্ধা নহে নহে সে অন্তরে ॥ ২৫০ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

ও কেরে লুকায়ে মোরে যাইছ দ্রুত গমনে ?
মনো নয়ন প্রহরী, তুমি তার কাছে চুরি
করিবে বল কেমনে ?
আশা সহ মোর মনঃ, রক্ষক তব কারণ, অন্য ভাব কেন ?
যেখানে থাক যখন, আমি সেখানে তখন,
বুঝে দেখ মনে মনে ॥ ২৫১ ॥

নিধু বাবু।

গুর্জ্জরী টোড়ী—জলদ তেতালা।

তোমার নয়ন রক্ষক আমার ও মৃগনয়নি!
মৃগের গমন দ্রুত, আমি পলাইব কত, পথ না
পাই ধনি!
তাহার সহিত হাসি, দেখ আর কেশ ফাঁসি,
শ্রবণেরে তব আঁখি কহে কি না জানি।
আমি হইয়াছি ভীত, ভরসা বচনামৃত,
বাঁচিবার হেতু জানি॥ ২৫২॥

নিধু বাবু।

গৌরী—জলদ তেতালা।

অনেক সাধের তুমি প্রাণনাথ!
এই সে কারণ, রক্ষক নয়ন, করিয়াছি জান,
মন সহিত॥
অন্তর হইতে প্রাণ, পারিবেনা কদাচন,
তুমি মোর মনোমত।
অমূল্য রতন, পেলে কোন জন, ত্যজয়ে কথন,
নহেত এমত॥ ২৫৩॥

নিধু বাবু।

বাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা।

তুমি বুঝি জান না হে প্রাণ বেঁধেছি প্রেমের ডোরে?
কেমনে ছাড়াবে তুমি, আশা আশা ধরে আপন জোরে?
হৃদয় মন্দিরে রাখি, রক্ষক করেছি আঁখি,
সেখানে প্রবেশ কার, তোমা বিনে আর রাখিব কারে? ২৫৪।

নিধু বাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

আর কি হে প্রাণনাথ যাইতে পারে লো সখি?
বান্ধিয়াছি প্রেম ডোরে, রক্ষক তায় আঁখি॥

হৃদি সরোজ ভিতরে, লুকায়ে রেখেছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি ॥ ২৫৫ ॥

নিধু বাবু।

পরজ—আড়াঠেকা।

পড়িলাম আমি তার নয়ন জালেতে।
কেশ শেষ ফাঁসি তাহে দিয়েছি গলেতে ॥
যদি প্রাণ পণ করি চাহি পলাইতে।
যাইতে না দেয় তার ঈষৎ হাসিতে ॥ ২৫৬ ॥

নিধু বাবু।

পরজ—জলদ্ তেতালা।

বেঁধেছো আমায় প্রেমডোরে প্রাণ এজনমের মত।
সাধে কি সদত থাকি হয়ে পদানত ?
মান আর অপমানে, রাখিয়াছি একস্থানে,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞানে, আছি চোরের মত ॥
কত লোকে কত কয়, সকলি সহিতে হয়,
পাছে তোর কলঙ্ক হয়, ভাবি অবিরত ॥
থাক যখন যে ভাবেতে, রয়েছি তার পশ্চাতে,
তব মঙ্গল চাহিতে, সবার অনুগত ॥ ২৫৭ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

যোগিয়া—যৎ।

গুণমণি কি গুণে বেঁধেছ আমায় ?
কি দোষে নিগ্রহ এত ভেবে বুঝা দায় ॥
অন্য গুণের বন্ধন, চিহ্ন হয় দরশন,
ইথে নাহি নিদর্শন, দেখাইব কায় ॥
কত গুণের গুণমণি, গুণিগণের শিরোমণি,
আমি নিগুর্ণা রমণী, কব কি কথায় ?
বন্ধনে যাতনা কত, কেবা নহে অবগত,
এ বন্ধনে সুখ এত, না দেখি কোথায় ॥ ২৫৮ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

আমার সাধ হয় সদা যাইগো ভেসে, কূলে আগায় কে আনে ?
প্রাণের কথা প্রাণই জানে ॥
প্রাণের কথা প্রাণে সুধালে, সেত কিছু না বলে,
আঁখি ভেসে যায় জলে ;
আমি ফির্‌বনা আর মনে করি, ডুরি ধরে কে টানে ?
আমি প্রেম বিরাগে হলেম উদাসী, কে পরালে ফাঁসি,
ফাঁসি ভালতো বাসি, আমি প্রাণের টানে দেখ্‌তে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে ? ২৫৯ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

হৃদি কারাগারে ঘোরে বেঁধেছি জীবন ডোরে।
প্রহরী রেখেছি প্রাণ যদ্যপি হারাই চোরে ॥
তুমি তা নাহিক জান, দেহে প্রাণ অবস্থান,
যেমন তেমনে প্রাণ, বদ্ধ কোরেছি তোরে ॥ ২৬০ ॥

যতনে চাঁদ ধর্‌বো ফাঁদে, বাঁধি তারে প্রেম শিকলে।
খেল্‌বো ল'যে সোণার চাঁদে, দেখ্‌বো লো চাঁদ কেমন খেলে ॥
চাঁদের আলো ভাল বাসি, চাঁদ ধর্‌তে তাই তো আসি,
যদি ধরা না দেয় চাঁদে, বাঁধবো তারে আঁখি জলে ॥ ২৬১ ॥

খট—যৎ।

নবীনে প্রবীণে হেরি হবি মন চোরা।
সুধার আধারে আসি প্রেম ফাঁসে পড়েছে ধরা ॥
হৃদয়ে দিইয়ে স্থান, প্রহরী রাখ নয়ন,
লয়ে প্রাণ যায় না যেন, ধরিতে না পড়িস্ ধরা ॥ ২৬২ ॥

প্রেমের পরাধীনতা।

মহড়া।

প্রাণ বেঁধেছে গো সই, পিরীতি গেছে —পাপ গেছে।
হয়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যাহ'ক বেনে, এত দিনে, গায় বাতাস লেগেছে।
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, ঘাম দে জ্বর ছেড়েছে।
এখন নইগো সই কাহার আমি অধীনী, স্বয়ং স্বাধীনী।
ধারি না পরের ধার, আপনি সই আপনার,
আপ্ত মানে মানিনী।
পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা ;
সে জ্বালার দায়েত প্রাণ এড়িয়েছে।

চিতেন।

বলিস্‌নে সই প্রেমে মজ্‌তে আর,
ও সুখে নাহি প্রয়োজন।
শঠের প্রণয় হ'তে বিচ্ছেদ ভাল সই,
জুড়াল প্রেমে কই জীবন।
প্রাণে জ্বলিলাম চিরদিনই সখি লো ক'রে পিরীতি।
ঘট্‌লোনা তার সুখ, চির দিনই ভুগ্‌লাম দুখ,
হ'ল লাভ কেবল অখ্যাতি।
তাতেই পিরীতের সাধ ক'রে বিসর্জ্জন,
বৈরাগ্য ধর্ম্মে মন মজেছে ॥ ২৬৩ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওরে পিরীত তোর জ্বালা তবে ঘুচাতে পারি।
তেজে সুখ সাধ, লোক পরিবাদ,
যদি পরের মরণে আপনি না মরি ॥

তেজে খল, এ সব ছল চাতুরী,
তোরে ভেবে পরের মত পর।
সোয়ে দুখ, বেঁধে বুক, একবার দেখ্‌ব হোয়ে স্বতন্তর ॥
হোয়ে আত্ম সুখে সুখী, আত্ম কুশল দেখি,
পর উপকারো জন্মে না করি ॥

চিতেন।

তব অদর্শনে প্রাণ যদি, তব ধ্যানে না থাকে।
পথে দেখা হোলে যদি আর, সখা বোলে না ডাকে ॥
যদি ভুলি পর দত্ত সুখ্‌।
নয়নে, হেরিনে, কোন লম্পট শঠের মুখ্‌ ॥
যদি পরের করে মনো, না দিয়ে কখনো,
আপনার যৌবনো, আপনি সম্বরি ॥

অন্তরা।

না হই পরাধীন, যদি চিরদিন, আপনারে ভেবে আপনা।
মনে প্রাণে এক ঐক্যতা কোরে,
দূরে তেজি পরের ভাবনা ॥

চিতেন।

পর কাতরা কেমন কুস্বভাব, পরের দায়ে বাঁধা যাই।
জানি মিছে কথায় যে ভুলায়, তার পিছু পিছু ধাই ॥
জানি প্রাণের ঐরি তুইরে প্রাণ।
দুখে দই, তবু সই, কথা কই, রেখে সম্মান ॥
তুইতো পলাস্‌ আমায় ফেলে, আমি তোরে ভুলে,
উল্‌টে গিয়ে যদি পায়ে না ধরি ॥ ২৬৪ ॥

রাম বসু।

সোহিনী—জলদ্‌ তেতালা।

সখি দেখলো আমারে কি হলো।
পরেরে পরাণ সঁপে পরাণ যে গেল॥
দিবানিশি সেইরূপ সদা পড়ে মনে,

পরাণ সঁপিয়াছি যারে পাসরি কেমনে?
প্রাণের অধিক তারে ভাবিতে হইল ॥ ২৬৫ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—টিমা তেতালা।

আমি কিলো তাহারে সাধিতে যতন করি?
সব ধনাধিক মন করেছে চুরি॥
মিছে অনুযোগ কর, সকলি বুঝিতে পার,
আপনার বশ নহি ইথে কি করি? ২৬৬ ॥

নিধু বাবু।

মালোয়া—একতালা।

তবে কে আপন হইবে? আপনারি যে সেই পরের।
মনো ত্যজিল মমতা সই, এ কলেবরেব॥
শ্যাম অঙ্গেরি সুগন্ধ, নাসিকা রাখে সম্বন্ধ,
রসনা অমৃত-আশী, শ্যাম অধরের।
সে বাক্য বিনা শ্রবণ, না করে অন্য শ্রবণ,
আধেয় শ্যাম রূপ, অক্ষি আধারের॥ ২৬৭ ॥

রাধামোহন সেন।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওগো আমি সাধে কি ভাল বাসি তারে?
মন প্রাণ নয়ন জলে তিলেক না হেরে যারে॥
ছলে ক'রে অভিমান, করে কত অপমান,
তথাচ আকুল প্রাণ, কাঁদি যে চরণে ধরে॥ ২৬৮ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

আমি আপনারে নহি আপন।
পরের হইল আমার মন নয়ন॥
আপনার মন হৈয়া, পরে ভাবে কি লাগিয়া?
গেল আমারে ভুলিয়া, তাহারই কারণ॥ ২৬৯ ॥

মহারাজা মহতাব চন্দ্র।

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

আরে পরবশ মন !
পরে জানিবে পর যে কেমন ॥
ছিছি মন পরেরি তবে, কি হবে যতন করে ?
পরস্পর হবে পরে, সদা জ্বালাতন।
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়া কি ফল তার ?
বিনা দাহে অনিবার, দহে সেই জন ॥
কেন মন পরেরি লাগি, হও সদা অনুরাগী ?
হতে হবে দুঃখ ভাগী, যাবত জীবন ॥ ২১০ ॥

মাইকেল।

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

না জানি সাধের প্রাণে কোন্ প্রাণে প্রাণ পরাও ফাঁসি।
আমি ত প্রাণ দেবনা, প্রাণ নেবনা, আপন প্রাণে ভাল বাসি ॥
চপলা করে খেলা, ধরে গলা, বেড়াই সদা অভিলাষী।
তারা তুলে পর্‌বো চুলে, কর্‌বো চুরি চাঁদের হাসি ॥ ২১১ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

ওলো রেখেদে, সখি, রেখেদে,
মিছে কথা ভালবাসা !
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা,
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
"লহ' "লহ" বলে' পরে আরাধন,
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া;
অশ্রু সাগরে ভাসা।

জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া,
জীবনের সুখ নাশ। ॥ ২৭২।

রবীন্দ্র।

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

প্রাণ জলে যে দুখে বোল্‌বো কারে?
সে বিনে কেমনে সখি নিবারিবরে?
থাকি আমি পরবশে, দুঃখ দেখে লোকে হাসে,
বাঁধা যারি প্রেম ফাঁসে, কেমনে ভুলিব তারে? ২৭৩ ॥

সুরট মল্লার—আড্ডা।

পরে আকিঞ্চন সদা কেনরে আমার মন?
পরপ্রেমে জান নাকি, হবে শেষে জ্বালাতন?
হয়ে তুমি মমধন, পরে কর আকিঞ্চন,
তোমারে কি সে কখন, ভাবেছে আপন?
হেরি তুমি সে তাপসে, বরিলে মন মানসে,
কি হবেছে অবশেষে, না হলে মিলন? ২৭৪ ॥

সরফরদা—তেতালা।

কেমন আছ বলেরে প্রাণ আর আমারে সুধাইওনা।
সুখী কিম্বা দুঃখী আছি মনে ভেবে দেখনা ॥
দেহ মাত্র আমার কাছে, মন বাঁধা তোমার কাছে,
তবে কেন সুধাও মিছে, মনেতে ভেবে দেখনা ॥ ২৭৫ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন মজে কামিনী? (পর প্রেমে সখিরে!)
আপনার প্রাণ দিয়ে পরে,
হয়ে থাকে পরের পরাধীনী ॥
পরে যেমন কথায় নাচায়, পরেতে ফিরিয়া না চায়,
এমন পরে যে নারী চায়, ও সে প্রেম দায়ে পাগলিনী ॥ ২৭৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তবে তায় কে করে যতন ?
বশীভূত হ'ত যদি আপনার মন ॥
প্রথম মিলন কালে, হাকে শশী এনে দিলে,
প্রেম ফাঁসি গলে দিয়ে, পলা'ল সে জন ॥ ২৭৭ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মন অভিলাষ যদি মনে নিবারিত।
অন্য পরের উপাসনা বল তবে কে করিত ?
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হ'ল প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত ॥ ২৭৮ ॥

প্রেমের সার্থকতা।

কালাংড়া—তাল হরি।

আমি যে তোমার তুমি তো বুঝিয়াছ।
ভাবনা ইহাতে মোর দূরে রেখেছ ॥
আমি হে তোমার প্রাণ, জানাইতে প্রাণপণ,
করেছিলাম যেমন, তুমি জেনেছ ॥ ২৭৯ ॥

নিধু বাবু।

ইমন ভূপালী—একতালা।

বুঝিলাম এত দিনে প্রাণ বুঝেছ আমার মন।
কি পরমাধিক সুখ হইল এখন ॥
জানাইতে মোর মনঃ করেছিলাম প্রাণপণ।
তুমি তা বুঝিলে এবে পূরিল সাধন ॥ ২৮০ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ একতালা।

আমি লো তাহার তাহার মনে, সে আমার আমার মনে।
দেখ দেখি কত সুখ উভয় প্রেম দুজনে ॥ ২৮১ ॥

নিধু বাবু।

প্রাণ যারে চায়, প্রেম পিপাসায়,
সে যদি আমায় আপনি চায়।
অখিল সংসার, সুখের ভাণ্ডার,
প্রেম পারাবারে ভাসিয়া যায়॥ ২৮২॥

দীনবন্ধু।

প্রণয়ের জয়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আর কি হবে মিছে রণ সাজে?
বিপক্ষ সেনাপতি, রতিপতি নিজে;
ফুল শর হানে হৃদি মাঝে!
(সে যে) বর বেশে আসিছে, ধনুঃশর ত্যেজে;
বিনা এই নিধুবন, এ রণ কি সাজে?
(ওলো) হৃদয় দুর্গে প্রণয় রাজার্ বিজয় বাদ্য বাজে।
হারাইলে আজ্ বুঝি আমার্ সেনাপতি "লাজে"॥ ২৮৩॥

মনোমোহন বসু।

মহড়া।

হেরি প্রাণরে তব মুখোকমলে নয়নো খঞ্জন্।
ওলো হবে দুখো নিবারণ॥
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ যুবতি, বুঝি ভূপতি হব এখন্॥

চিতেন।

কমলোপরেতে খঞ্জন যদি দেখে কোন জন।
অবশ্য তাহারো হয় রাজ্য লাভ ওলো এইতো বেদের
বচন্॥

অন্তরা।

হায় ইহার কারণে যাত্রাকালেতে, শুন ওলো সুন্দরি।
বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি॥

চিতেন।

তারি ফল বুঝি আমার আসি ফলিলো এখন।
ছত্রধারী হবো তোমারো হৃদয়ে পাব যদি সিংহাসন ॥ ২৮৪ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।
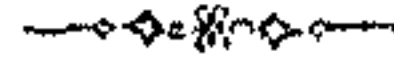
প্রণয়ের রাজত্ব।

কালাংড়া—তাল হরি।

প্রবল প্রতাপে বুঝি প্রাণ তুমি কি ভূপতি হৈলে ?
আমার আশারে তুমি অনা'সে বান্ধিলে ॥
আশা উদ্ধারিতে মন, গেল হে তব সদন,
সেই পথ হৈল সেও, তারে কি করিলে ?
লাজ ভয় শান্তমতি, বিরহ প্রবল অতি,
ইহারে দমন কর, রাজা যে বলালে ॥ ২৮৫॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—তেওট।

বাসনাপুরে বাস না হইল প্রেমরাজ অবিচারে।
যদি করি সাধ, নাহি পুরে সাধ,
লাঞ্ছনা বিবিধ হয় পরে।
হইবে কি ফল, বিফল এ অধিকারে ?
এ রাজ্য এমন, থাকিয়ে কি গুণ,
কুলশীল মান সকলি হরে।
রাখে বন্দী ক'রে, মায়ারূপ কারাগারে ॥
হবিষে বিষাদ, মন্ত্রী সাধে বাদ,
বিচ্ছেদ নিষাদ বধ করে।
চল ধৈর্য্যদ্বীপে অধৈর্য্য সাগর পারে ॥ ২৮৬ ॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা হয়ে তুমি প্রাণধন।
নির্দয় হলে কি বাঁচে প্রজার জীবন ?
মনের বাসনা যত, সব তব অনুগত,
পূরাইয়ে মনোমত, রাজ্যের কর পালন ॥ ২৮৭ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

বঁধু তোমায় কর্‌বো রাজা তরুতলে।
বন ফুলের বিনোদ মালা দিব গলে।
সিংহাসনে বসাইতে, হৃদয়খানি দিব পেতে,
অভিষেক কর্‌বো তোমায় আঁখি জলে ॥ ২৮৮ ॥

রবীন্দ্র।

প্রেম-বাণ।

কেদারা—জলদ্‌ তেতালা।

প্রেম-বাণ প্রাণ আমার প্রাণে হানিলে।
চিহ্ন নাহি তার, বেদনা অপার, বল কি করিলে ?
বিস্মিত হলেম নাথ, কথায় তা কব কত,
বিনে শরাসন, অপরূপ বাণ, নিক্ষেপ করিলে ॥
একথা কাহারে কব, কেমনে তারে বুঝাব,
বিনে নিদর্শনে, কেহ নাহি মানে, কামিনী মজালে ॥
কেমনে হব স্থির, উপায় না দেখি আর ;
এই হয় মনে, মুখ দরশনে, দুঃখ না দেখিলে ॥ ২৮৯ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

মরি প্রাণ, প্রেম-বাণ, করিলে সন্ধান।
হইলেহে রণজিৎ, ইন্দ্রজিতের সমান ॥

নাহি গুণ তূণ ধনু, দেখা নাহি যায় তনু,
অতনু সদৃশ হয়ে, এতনু দহিলে প্রাণ ॥
নহি কোন অপরাধী, হানিলে বাণ শব্দভেদী,
বিদীর্ণ করিলে হৃদি, তব হৃদি কি পাষাণ ॥
আশ্চর্য্য তোমার শিক্ষে, দেখা নাহি চারি চক্ষে,
রহিলে প্রাণ অন্তরীক্ষে, এ দুঃখের নাই সমাধান ॥ ২৯০ ॥

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভৈরবী—আড়া।

শুন রতি পতি করিহে তোমারে এই মিনতি।
এরীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি ?
অনঙ্গ হইয়ে কত, রঙ্গ কর মনোমত, বধিতে যুবতী।
হর কোপানলে জলে গেল না কুমতি ॥
তব শরে নিরন্তর, জর জর চরাচর, অমর প্রভৃতি।
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি ? ২৯১ ॥

অবলা বধিতে বিধি প্রণয় বাণ সৃজিল।
আঁখিতে জনম লভি, সুখে হৃদি প্রবেশিল ॥
কে বলে শিরীষ ফুল, প্রণয়ের সমতুল,
কোমলে নির্ম্মিত হ'য়ে হৃদয়ে গরল হ'ল ॥ ২৯২ ॥

প্রেম-ঋণ।

মহড়া।

তুমি হও মহাজন অবলার।
বাঁধা রে'খ মন, ল'ব প্রেমধন, আমার যৌবন,
হবে জামিন্‌দার।
পিরীতেরি খাতক আমি হবোহে তোমার ॥

পরিশোধ না হবে প্রণয়।
মন বাঁধা থাক্‌বে আমার, প্রাণ যত দিন রয় ॥
স্থদে স্থখো ভুঞ্জ চিরদিন্, মোলে এধারে হবে উদ্ধার।

চিত্তেন।

এসেছি পিরীতের দেশে প্রাণ, প্রেমিক না পাই।
হেন স্থানো নাহি প্রাণো, সঁপে প্রাণ জুড়াই ॥
পেয়েছি হে প্রেমিক তোমায়।
বঞ্চিত কোরোনা বঁধু, কিঞ্চিতো আমায় ॥
আপনার কোরে, লও আমারে, প্রেমনিধি দিয়ে ধার ॥ ২৯৩ ॥

রামবসু।

মহড়া।

প্রেয়সি তোমার প্রেমধার আমি শুধিলে কি তাহা
শুধিতে পারি ?
এমতি মনেতে কেন ভাবো স্থন্দরি ?
তুমি যে ধনো খাতকে, দিয়েছ করজো,
পরিশোধে তাহা পরাণে মরি।

চিতেন।

মন বাঁধা রেখে, তোমারো স্থানে,
লইলাম প্রেম করজো করি।
সে ধারে উদ্ধারো হইবো কেমনে ?
লাভে মূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি ॥ ২৯৪ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

আমি কি কথন তারে অন্তরে রাখিতে পারি ?
তিলেক অন্তরে যার ধৈরয ধরিতে নারি ॥
লয়েছি যে প্রেম ধার, কেমনে শুধিব আর,
সে আমারি আমি তার, প্রাণান্তে হবো তাহারি ॥ ২৯৫ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ঝিঁঝিট -ঢিমা তেতালা।

কি ধন আমার আছে আর ওরে প্রাণ আমার ?
বলনা কি দিয়ে আবার শুধিবো তোর গুণের ধার ?
প্রথমে দিয়ে শ্রবণ, দ্বিতীয়ে গেল নয়ন,
তৃতীয়ে মজেছে মন, চতুর্থে প্রাণ বাধা ভার ॥
কুল মান লজ্জা ভয়, ছিল যত সুখাশয়,
সকলি করিয়ে ক্ষয়, গঞ্জনা করেছি সার।
ক্ষণে না দেখে নয়নে, থাকি ভুমে কি বিমানে,
নিশ্চয় করেছি মনে, মরিলেও নাহি নিস্তার ॥ ২৯৬ ॥

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

অনুগত আশ্রিত তোমার।
কি দিয়ে বলনা শোধিব এ প্রেম ধার ?
অন্য ঋণ হ'লে, বাঁচিতাম পলালে,
এঋণে না ম'লে, পরিশোধ নাই।
অতএব ইহার ভার তোমার, দেখো যেন কোনো
না হে অবিচার ॥ ২৯৭ ॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—মিশ্র একতালা।

রাধে। যাই বিকা'য়ে প্রেমের দায়।
প্রেমময়ি রাধে বাধ বাঙ্গা পায় ॥
তোমার প্রেম তরঙ্গে ডুবে মরি, এসেছি তাই দেহ ধরি,
হরি ব'লে ঘরে ঘরে ফিরি কিশোরি ;
আমি খত লিখেছি আপন হাতে, অষ্ট সখী সাক্ষী তায়।
আমার কি ধন আছে আর, শুধ্‌বো তোমার ধার ;
তোমার প্রেমের ঋণে, চন্দ্রাননে, দিই হে নয়ন ধার ;
আমার দাসখতে পার কর এবার,

নাও প্রাণ মন কায়।
কৃপা করে রাখ ঋণের দায়॥ ২৯৮॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কীর্ত্তন।

প্রেম নগরে বাই মহাজন, তস্য খাতক শ্রীহরি।
কস্য কর্জ্জ পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশীধারী॥
খৎ দেখালে হবে বা কি, ওয়াশীল শূন্য বাকীর বাকী,
সম্ভাবনা তার আছে বা কি, কেবল বাঁশের বাঁশরী॥
পরিশোধের কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে,
তস্য খতে লেখা আছে, ইসাদী অষ্ট মঞ্জরী॥ ২৯৯॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

বিধুমুখি তুমি নাকি প্রেমের মহাজন?
প্রেম কর্জ্জ দেও আমারে, বাঁধা রাখি মন।
পিরীতের এই লিখন, ধন মন সব সমর্পণ,
সুখেতে যোগাব মনরে, যাবত জীবন॥ ৩০০॥

—⋄◇⋄❈⋄◇⋄—

প্রেম-তরী।

মহড়া।

কত দিন তুমি কাণ্ডারী, শ্যাম, যমুনার জলে?
ওহে ত্রিভঙ্গ, নাহি যমুনাতে তরঙ্গ,
কেন বিনি বাতাসে তরণী টলে?

*   *   *   *

চিতেন।

পার হবে ব'লে, শ্যাম, যদি কেহ ধরে তোমার পায়,
সেকি পারে যেতে পারে নাকি অকূলে কূল হারায়?

তুমি নূতন নেয়ে যমুনায়,
কত ক'রে নেবে কড়ি প্রতি পসরায় ?
আমরা কুলবতী নারী, তাইতে ভয় করি,
পাছে কূলে হ'তে নিয়ে ডুবাও অকূলে ॥ ৩০১ ॥

রাম বসু।

ভৈরবী—আড়া।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে ?
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে ?
ভাস্‌লো তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলেম কেন, মরিতে আতঙ্কে ?
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু দিল না পদ, তরণীর অঙ্গে ॥ ৩০২ ॥

বঙ্কিম।

কীর্ত্তন—তুক্কু সুর।

সিন্ধু কূলে রই, নূতন তরী বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো ?
নূতন ডিঙ্গায়, নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাইবি গো ?
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাইবি গো ?
ঐ দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো ?
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
দুখের পারে কে যাইবি গো ?

যদি পথিক পাই, কূল ত্যজি যাই,
অকূল মাঝে কে যাইবি গো ?
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো ? ৩০৩ ॥

বঙ্কিম।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এই সাধের তরী, প্রেমিক বিনে নিইনি কারে।
যে প্রেম জানে না চড়্‌তে মানা, ডোবে তরী একটু ভারে ॥
হ'লে মন বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
যে ধর প্রেম পসরা, এস ত্বরা, নেযাই পারে।
প্রেমের তুফানে তরী ভাসে, দেখ্‌লে প্রেমিক কূলে আসে,
ঢেউ দেখে ভয় পাবে না, অকূল পাবে নেযাই তারে ॥ ৩০৪ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥

লগনী—দাদ্‌রা।

ধীরে ধীরে মোরা তীরে খেলি, তরী দোলে।
ঢেউয়ে টানে যত, ফিরি তত, না জেনে অকূলে যাইনে চলে ॥
লহরে লহরে মন ভুলে, তবু ফিরি কূলে,
কেঁদে কেঁদে ফিরি, প্রাণ টলে (তরী দোলে)
কূলে চল্‌তে নারি, তাই পড়ি ঢ'লে ॥ ৩০৫॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধু—মধ্যমান।

প্রেম পারাবারে তরী নাহি পারে যায়।
এখানে পার হোতে হোলে জীবন পণ দিতে হয় ॥
স্বদেহ উৎসর্গ করি, আশার আশা পরিহরি,
সে জনে করি কাণ্ডারী পার তরে রইতে হয় ॥ ৩০৬ ॥

পিরীতি-বারণ।

ভরোঁই—আড়া তেতালা।

পিরীতি বারণ করিছে দলন।
অঙ্কুশ তোমার করে, প্রাণ নাথ কর নিবারণ ॥
সরোবর মম কায়, যৌবন সলিল তায়,
মান যশো লাজ ভয়, কমল কানন।
মনো নাল প্রাণ মূল, বুঝি তা হলো নির্ম্মূল,
কি দিয়া তুষিব আর অহে তব মন? ৩০৭ ॥

রাধামোহন সেন।

পরজ—ঠেকা।

অনঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ মনবন ভঙ্গ করে।
বিধির অসাধ্য সেই কার সাধ্য বাঁধে তারে ॥
সতর্কে কর্ম্মকরণ, হেলনে করে দলন,
বিবেক বজ্র আঁটন, ভঙ্গ ক'রে ফেলে দূরে ॥
উপদেশ তরুগণ, শিক্ষা শাখায় সুশোভন,
সমূলে করে ভঞ্জন, মদেরি আমোদে ফেরে ॥
প্রবোধ বৃক্ষ মিলিতা, বিবেচনা ক্ষমালতা,
ধৈর্য্য পুষ্প বিকশিতা, ক্রমে সকলি সংহরে ॥
মান মৃগ উচাটন, দূরে করে পলায়ন,
লজ্জা ভয় পক্ষীগণ, উড়ে যায় দেশান্তরে ॥ ৩০৮ ॥

শ্রীধর কথক।

প্রেম-পুরী।

গৌরী—আড়া তেতালা।

প্রেম নামে আছে এক পুরী মনোহর, প্রাণ, সে অতি সুখকর।
দ্বার মূল শঙ্কাময়, ফুল শরে আবর্ত্তন, দ্বারী তার পঞ্চশর ॥

কোকিল ভ্রমর শিখী চকোর চাতক,
নীরদ কুসুম শশী, এ পরিচারক, প্রাণ,
বিচ্ছেদ বিষাদ বাদ, মান মৌন সুবিবাদ,
এ সকল শোভাকর ॥
মনের নিকটাবধি আর সে পুরীতে,
মিলনে মিলন পথ পাইবে দেখিতে, প্রাণ,
হেন পুরী মনোলোভা, তবে হয় তার শোভা,
তুমি যদি বাস কর ॥ ৩০৯ ॥
রাধামোহন সেন।

প্রেমের বন্যা।

শ্রীরাগ।

আজু বসে বাদর নিশি।
ভাবে নিমগন ভেল বৃন্দাবন বাসী ॥
প্রেমে পিছল পথ, গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার।
কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥
দিগ্‌ বিদিগ্‌ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল অনন্ত দাস না জানে সাঁতার ॥ ৩১০ ॥
অনন্তদাস।

প্রেম-সিন্ধু-মন্থন।

গৌরী—আড়া তেতালা।

প্রেম সিন্ধু মথনেতে এই উপার্জ্জন, প্রাণ, কি কেবলি যাতন ?
মন্দর মনো আমার, অনন্ত গুণ তোমার
মদনের আকর্ষণ ॥

উঠিল কলঙ্ক শশী গঞ্জনা মাতঙ্গ,
উঠে লোক-লাজৌষধি চমক ভুবঙ্গ, প্রাণ ॥
চিন্তারূপ পারিজাত, উঠে দুঃখ শাখা সাথ,
কোথা করিব রোপণ ?
উঠিলা কমলাসনা চঞ্চলতা বেশে,
উপজিল সুখ-বিন্দু সুধার আবেশে, প্রাণ ॥
উঠিল বিচ্ছেদ শেষে, বিষম বিষ বিশেষে,
দহে শরীর-ভুবন ॥ ৩১১ ॥

রাধামোহন সেন।

সাধের বীণা।

বেহাগ—যৎ।

আমার এ সাধের বীণে যত্নে গাথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার ॥
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি, তবে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজেনা আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার।
সাধের বীণার মরম যে জানে, সেতো তার বাঁধেনা টেনে,
বীণের কথা মধুর গাথা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর করে তার বাঁধ্‌বে টেনে, বীণে নীরব রবে তার ॥ ৩১২ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাঁজের রবি প্রেমের ছবি।

গৌরী—দাদরা।

প্রেম যদি, সই, শিখ্‌তে হয়,
মানুষের কাছে নয়।
সাঁজের রবি, প্রেমের ছবি,
প্রেমের আলো আকাশময় ॥

ঐ রবি, সই, প্রেমের খেলা,
খেল্‌চে কেমন সাঁজের বেলা,
আধেক আঁধার আধেক আলা,
কমল বালা চেয়ে রয়।
দূরে দুজনে, তবু ও কেমন,
প্রাণে প্রেমের তুফান বয়॥ ৩১৩॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

অনুদ্দিষ্ট প্রেম।

পুরবী মিশ্র—একতালা।

বনে বনে ফিরি, বনে বনে ঢুঁরি,
কার যেন অভাব পাই।
কি যেন হ'লনা, কি যেন এলোনা,
বনে বনে তাই কেঁদে বেড়াই॥
নিরালায় ভাবি, আপন মনে,
প্রাণে প্রাণে কত কথা সুধাই।
চন্দ্র কিরণে, চন্দ্র বদনে,
কভু কভু যেন আভাস পাই॥
নিঝুম হইযে, যবে যাই চলে,
পদধ্বনি পিছে উঠে নানা তালে,
অমনি তখনি, পিছনে চাই,
কই কই হায়—কেউ যে নাই॥ ৩১৪॥

নিরপেক্ষ প্রেম।

মহড়া।

আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই।
লোকে দত্তহারী কবে সই॥

চিতেন।

ভাল বোলে ভাল বাসি যায়, প্রাণো স'পি তায়।
সে কি মন্দ হোলে, তারে মন্দ বলা যায়?
এত তারো শঠতা ব্যাভার।
তবু সে অত্যজ্য আমার॥
সখ্যতা কোরেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই? ৩১৫॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

সে যদি আমারে নাহি চাহে, তাহে কি বহিবে?
আমি তো তাহারে চাহি, ওলো সই তারে কহিবে॥
সে তাহার অগোচরে, আমার অন্তরে চরে,
মনতো সে রূপ পেযে স্থির রহিবে।
তবে কিনা এ নয়নে, বাহ্য বিচ্ছেদ কারণে,
সঘনে ঘনের মত বারি বহিবে॥ ৩১৬॥

রাধামোহন সেন।

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে বোলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই জানিনে॥
বিধু মুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভাল বাসি,
তাই তোমায় দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥ ৩১৭॥

কেদারা—জলদ্ তেতাল।

অন্তরে অন্তর দহে তাই নিরন্তর আসি।
নতুবা নহিতো প্রাণ, অন্য সুখ অভিলাষী॥
কি তব বিশেষ গুণ, কহিতে নহি নিপুণ,
বিধুমুখে মৃদু হাসি, হেরে সুখ সাধে ভাসি॥ ৩১৮॥

জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক।

খাম্বাজ ভৈরবী—আড়া তেতালা।

কি ফল হইবে তব, আমারে হইলে বাম ?
যত কর অযতন, তত জপি তব নাম ॥
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মান তুমি প্রাণ
তুমি সুখ তুমি দুঃখ, তুমি আদি পরিণাম ॥ ৩১৯ ॥

জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক।

লুম ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

যেন সে না দুঃখ পায়।
যতনে জীবন মন সঁপিয়াছি যায় ॥
মজিয়া পরেরি ভাবে, সেই যেন পর ভাবে,
আমিত স্বীয় স্বভাবে, ভাল বাসি তায় ॥ ৩২০ ॥

দয়ালচাঁদ মিত্র।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

তুমি ভাল বাসনা, এ কি ভাল বাসনা।
সাধ না পূরিল তবু করি সাধনা ॥
যত তুমি কর রাগ, তত বাড়ে অনুরাগ,
তাই বলি ত্যজ রাগ, ইথে বিরাগ হবে না ॥ ৩২১ ॥

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে কেন প্রাণ না দিয়ে প্রেমের কথা কয়লো ?
মরমে দিয়ে ব্যথা কেঁদে কাঁদায় লো ॥
দিতে প্রাণ যে জানে পরে, বিচ্ছেদে সে কি ডরে ?
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে সুখে কাটায় লো ॥
আপন প্রাণ পরকে দিয়ে, সাধের ফাঁসি গলায় লয়ে,
প্রেম ভরে প্রেমের কথা হৃদয় চাঁদে কয় লো ॥
আঁখি ঝরে যাহার তরে, না পেলে তার প্রাণেরে,
জীবনে প্রাণের ব্যথা প্রাণে প্রাণে সয়লো ॥ ৩২২ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাহানা —আড়খেমটা।

প্রাণের মত পেলে পরে প্রাণ কি কারো মানে মানা?
না পেলে প্রাণ দিবনা ভালবাসা সে জানে না॥
চাইনে তো ভালবাসা, দেখ্‌বো কেবল করি আশা,
পিয়াসা ভালবাসা, ভালবাসা যায় কি কেনা? ৩২৩॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে যার সয়না ব্যথা, সে কেন কয় প্রেমের কথা?
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে, প্রেমিক যে জন সেত জানে॥
প্রাণ দিতে যে জানে পরে, বিচ্ছেদ ভয় সে কি করে?
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে হৃদয় চাঁদে হেরে ধ্যানে॥
যে আপনা হারে, চায় সে কারে? সাধের ফাঁসি খুল্‌তে নারে,
প্রাণ মজে, প্রাণ দিয়ে পূজে, ব্যথা কি তার থাকে প্রাণে? ৩২৪

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বেহাগ বাহার—একতালা।

হায় রে হায় প্রেমিক যে জন সে কেন চায় ভালবাসা?
দিলে নিলে বদল পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেমপিপাসা॥
প্রেমে কয় ভালবাসি, পরাব না পর্‌বো ফাঁসি,
চায়না প্রেম কেনা বেচা, ভালবেসে পূরায় আশা॥ ৩২৫॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখোরে লক্ষ্মণ তাঁরে, রেখো অতি সযতনে।
আমার লাগিয়ে যেন, ব্যাকুল না হন মনে॥
দুখিনীর কথা রেখো, নিকটে নিকটে থেকো,
নিতান্ত ব্যাকুল হলে, তুষো অন্য আলাপনে॥ ৩২৬॥

হরিমোহন রায়।

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

বনবাস শুনে যখন যায় নাই প্রাণরে,
তখনি জেনেছি দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ রে।
দুখিনীর মাথা খাও, অযোধ্যায় ফিরে যাও,
তিনি মম তরে যেন, যাতনা না পান রে॥
মৃণালে কণ্টক ভার, সৃজিত যে বিধাতার,
তিনি করেছেন মম, কানন বিধান রে॥ ৩২৭॥

হরিমোহন রায়।

প্রণয় মোর সাগর তুল,
সে কি অনাদরে শুকাবার ?
বর্ষয়ে ভানু অনল যদি,
না তাতয়ে সাগর মাঝার॥
সখি কত দূরে ভানু রয়,
সাগর তাহে কাতর নয়;
পসারি সে অগাধ হৃদয়,
তবু তারে দেয় উপহার॥ ৩২৮॥

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গৌরী—কাওয়ালি।

আমি নিশি দিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশি দিন হেথায় বসে আছি
তোমার, যখন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখ পানে চেয়ে হাসিয়ো!
তুমি চির দিন মধু পবনে

চির বিকসিত বন-ভবনে
যেযো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিযো!
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি ?
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো। ৩২৯॥

রবীন্দ্র।

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি।

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাইগো!
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী—
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভাল বাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও
আমি যত দুঃখ পাইগো! ৩৩০॥

আর কি আমি ছাড়্‌ব তোরে ?
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম,

জোর ক'রে রাখিব ধোরে।
শূন্য ক'রে হৃদয় পুরী,
প্রাণ যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায়,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ কোরে ॥ ৩৩১ ॥

রবীন্দ্র।

সরফর্দা।

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখ্‌তে এলেম আপনি।
দেখ বা না দেখ আমায় দেখিব ও মুখ খানি ॥
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, কেন যে তা নাহি জানি ॥
এসেছি দিবনা ব্যথা, তুলিবনা কোন কথা,
সাধিবনা কাঁদিবনা—যাব এখনি ॥
যেথায় আছ সেথায় থাক, আর কাছে যাবনাক,
চোকের দেখা দেখ্‌ব শুধু—দেখেই যাব অমনি ॥ ৩৩২ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাণ কাঁদে তাই আসি, তা'তে কেন অসন্তোষী?
চখের দেখা দেখ্‌তে আসি, নহি প্রেম অভিলাষী ॥
দূরে থেকে সুখী হই, কথা কও তাই কথা কই,
এত অপমান সই, তবু তোমায় ভালবাসি ॥ ৩৩৩ ॥

যদি নাহি ভালবাস, দুখ নাহি ভাবি তাহে।
সেই মম তুষ্টিকর, তুমি তুষ্ট থাক যাহে ॥
তুমি যে অপরে তুষ্ট, সে আমার দুরদৃষ্ট,
তথাপি আমি সন্তুষ্ট, দেখা মাত্র যদি রহে ॥ ৩৩৪ ॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

হোস্‌নে কঠিনা এই বলে, তোরা সকলে।
কি জানি বেদনা হবে শ্রীঅঙ্গ কমলে ॥

প্রাণ মোর নেছে নেছে, তাহে শ্যাম তো ভাল আছে,
মনদুঃখ পান পাছে, অভাগিনীর কপালে ॥ ৩৩৫ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

দাসী বলে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে?
তাহার যে আশাধীনী আশা নীরে ভাসিতেছে ॥
বাসে বা না বাসে ভাল, সে ভাল থাকিলে ভাল,
দেখা হলে সুধাস্‌লো সই সেত আমার ভাল আছে ॥ ৩৩৬ ॥

চাহিনা তার ভালবাসা ভাল থাকে এই চাই।
ভাল বাসে আরও ভাল, না বাসিলে ক্ষতি নাই ॥
আমার দিবার যাহা,দিয়েছি তাহারে তাহা,
প্রতিদান তার তরে, অন্য কিছু নাহি চাই ॥
সঁপেছি হৃদয় তাহে, পাব তার বলে নহে,
হ'তে পারে আরও সুখ, না চাহিলে যদি পাই ॥
তার সুখে আমি সুখী, তার দুঃখেতে দুঃখী,
বিনা মূলে কেনা রব, অন্য কোন সাধ নাই ॥ ৩৩৭ ॥

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

আর কেন বিলম্ব যাও ত্বরায় তাঁর কাছে।
আমারে ত্যজিয়ে তাঁর কি চিত সুস্থির আছে?
তিনি শুনি প্রজার তরে, ত্যজিয়াছেন অভাগীরে,
বোলো লক্ষ্মণ তাঁরে, মন দিতে আপন কাজে।
যত দিন মোর রবে প্রাণ, কোর্‌বো সদা তাঁর ধ্যান,
করেন যেন প্রজা জ্ঞান, বোলো মহারাজে ॥ ৩৩৮ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানি না যে কেন ভালবাসি।
যতনে যাতনা বাড়ে, কেন মন অভিলাষী ॥

বাসে বা না বাসে ভাল, ভাল বেসে থাকি ভাল,
কি হ'লো বিফল আশা, আমি বাসনা সাগরে ভাসি ॥ ৩৩৯ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

সে ভালবাসে কি না ভালবাসে সেই জানে।
আমি ত সুখ সাগরে ভাসি, তার দরশনে ॥
শ্রবণে কর্ণ জুড়ায়, হেরে আঁখি সুখী হয়,
পরশে লোমাঞ্চ হয়, কত সাধ উঠে মনে ॥ ৩৪০ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভাল বাস না বাস।
আমি ত বাসিব ভাল, যাবত জীবন আশ ॥
যথায় তথায় থাকি, তোমা বিনে নহি সুখী,
বধিলে বধিতে পার, রাখিলে তোমার যশ ॥ ৩৪১ ॥

একবার তারে দেখেছি যেখানে,
সেখানে না চাহি ফিরাব কেমনে, তৃষিত নয়ন?
না থাকে না থাকিবে সে, আমিত তথাপি এসে,
নয়ন জলেতে ভেসে, জুড়াব পরাণ ॥ ৩৪২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

দুঃখ হ'লো বলে কি প্রেম ত্যজিব?
দুঃখে সুখ বোধ করে, সদা তারে তুষিব ॥
না থাকে তাহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন বিরলেতে হেরিব ॥ ৩৪৩ ॥

—◇◇◎◇◇—

ভালবাসার প্রতিদান।

মহড়া।

আমি তো সজনি জানি এই।
যে ভাল বাসে ভাল বাসি তায়।

পরেরি সনে করে প্রণয়,
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয় ।

অন্তরা ।

আমারে যে জন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতে সই ।
আমারি কেমন স্বভাব গো সই,
বিনা মূলে তার দাসী হই ॥ ৩৪৪ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী ।

মালকোষ বাহার—কাওয়ালি ।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি যারে ।
কোথা রবে, দেখা দেবে, ভাল বাসে সে আমারে ॥
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সেত তা বুঝে অন্তরে,
জেনে শুনে কোমল প্রাণে বেদনা সে দিতে নারে ॥ ৩৪৫ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ।

মনের মুকুর মন ।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান ।

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে ?
তুমি কি যতনাধিক করহে আমারে ?
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখ অন্তরে ॥ ৩৪৬ ॥

নিধুবাবু ।

উভয়ের সমবেদনা।

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই আর কি বলিব তোরে!
বহু পুণ্য ফলে, সোহেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরু জন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুঃখের দুখী।
চণ্ডীদাসে কয়, বঁধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগত সুখী॥ ৩৪৭॥

চণ্ডীদাস।

সোহিনী কানাড়া—তেতালা।

পিরীতের রীত যে থাকিলে অন্তরে, দোঁহে দোঁহার অন্তরে।
চক্রবাক চক্রবাকী, তার সাক্ষী দেখ সখি, বুঝাবো কি তোমারে?

বিচ্ছেদ দুখেতে দুঃখী হয় দুই জন,
কেহ সুখী কেহ দুঃখী না হয় কখন,
মিলনে দেখ অধিক, হৃদয়ে দোঁহে পুলকে, ভাসে সুখ সাগরে ॥৩৪৮॥

নিধুবাবু।

ইমন ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

তুমি মোর মত প্রাণ হইতেছ কেন ?
বিচ্ছেদে কাতর আমি তুমি ও তেমন ॥
বুঝিয়ে তোমার দুঃখ, দুখের উপরে দুঃখ,
এরূপ হতেছে বোধ সংশয় জীবন ॥ ৩৪৯॥

নিধুবাবু।

বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

সে অভাগী দুখের ভাগী যার লাগি এ যাতনা।
শয়নে স্বপনে মনে আমা বই আর যে জানে না ॥
তিলেক দর্শনাভাবে, মনে মনে কতই ভাবে,
মজিয়ে আমার ভাবে, অন্য ভাব আর যে ভাবে না ॥ ৩৫০ ॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

নিদারুণ বিধাতা কেনরে এত নিদয় ?
অবলা বালার মনে কেন হ'ল প্রেমোদয় ?
আমার কারণ, বাসনা বিসর্জ্জন,
সুখ সাধ পরিহরি সদা বিষাদিতা রয় ॥
যৌবনে চঞ্চলা, কেন এত অবলা ?
বিজলী বারিদ হৃদে কবেরে সুস্থিরা রয় ? ৩৫১ ॥

প্রমথনাথ মিত্র।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

উভয়ের আঁখির মিলনে, উভয়েতে মরি প্রাণে।
উভয়ের অন্তরের দুঃখ রহিল উভয়ের মনে ॥
উভয়ের যন্ত্রণা যত, উভয়ে জানাব কত,
উভয়েতে জ্ঞান হত, উভয়ে মরি মনাগুনে॥

উভয়ে প্রকাশিতে নারি, উভয়ে গুমুরে মরি,
সাধ কিন্তু আছে উভয়েরি, মিলন উভয় মনে ॥ ৩৫২ ॥

মুলতান—আড়াঠেকা।

ভাবে বুঝি আমা হ'তে সে অধিক জ্বালাতন।
নৈলে কেন থাকে সদা হয়ে বিরস বদন ॥
তাহার বদন দেখি, প্রাণ কাঁদে ওগো সখি,
যদি হয় আঁখি আঁখি, উভয়ে করি রোদন ॥ ৩৫৩ ॥

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা।

অহং কানাড়া—পোস্তা।

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা, বশে গেল সোণার পাখী।
প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা, চোখে চোখে রইল বাকী।
নয়ন কোণে চাইবি যত, বাণ খাবি বাণ হান্‌বি তত,
নীরবে মনের কথা আঁখির সনে কবে আঁখি ॥ ৩৫৪ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।

পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও।
পরম দয়াল পরব্রহ্ম, পরের তুমি নিজের নও।
সৃষ্টি তোমার পরের তরে,
দৃষ্টি তোমার পরের পরে;
পরের তরে হরি আকার ধ'রে সগুণ হও
পরের তরে কার্য্য কর, পরের তরে কেবল ঘোর,
পরের চোখে চেয়ে দেখ, পরের কথায় কথা কও ॥
পরকে দিয়ে নিজের বিষয়, পরের তরেই চেয়ে লও। ৩৫৫ ॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখোনা ঢাকি।

দু'জনে হল দেখা মধুর যামিনী রে।
কেহ কথা কহিল না, চলে গেল ধীরে ধীরে।
দু'জনের আঁখি বারি, হৃদয়েতে পড়ে ঝরি,
দুজনেরি প্রাণের কথা প্রাণে গেল মরে।
আরত হবেনা দেখা, এজগতে দোঁহে একা,
চির দিনের ছাড়াছাড়ি যমুনারি তীরে ॥ ৩৫৬ ॥

রবীন্দ্র।

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝেনা কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়!
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায়!
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।
এ রজনী রহিবেনা, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ে হায় হায়! ৩৫৭ ॥

রবীন্দ্র।

না হলে আঁখির মিলন, মরম কথা কেউ পাবেনা।

সিন্ধু—খেমটা।

চাও চাও মুখ ঢেকোনা শরম সবেনা।
চখে নাও মুখের ছবি, ভাঙ্গ্‌লে যুগল ভাব রবে না ॥

যে ভাব যার উঠ্‌ছে মনে, দেখ সে ভাব চাঁদবদনে,
চোখে চোখে চাও না দুজনে,—
না হলে আঁখির মিলন, মরম কথা কেউ পাবে না ॥ ৩৫৮ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দেখিবে আপন মত আপন জনে।

বাহোঁয়া—ঠুংরি।

আপনার মত বিনে সুখী কে কোথায় ?
মত মত হ'লে চিত, সুখ হয় কত মত, বলা নাহি যায় ॥
যে যার আপন হয় সে হয় তাহার,
ভিন্ন ভাবে ভাব কোথা হয়েছে কাহার ?
স্বভাবে স্বভাব, সকলের এই রব, সন্দেহ কি তায় ? ৩৫৯ ॥

নিধুবাবু।

পরজ—জলদ্ তেতালা।

দেখিবে আপন মত আপন জনে ! (প্রাণ)
না বুঝিলে তব মত মতাধীন হবে কেনে ?
দৈবের ঘটনা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
কমলে কণ্টক আছে মধুকর তাকি মানে॥ ৩৬০ ॥

নিধুবাবু।

নিষেধ।

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুলশীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে ॥

সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিয় তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডী দাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥ ৩৬১॥

চণ্ডীদাস॥

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু, মুরলী রব মাধুরী,
শ্রবণে নিবারিনু তোর।
হেরইতে রূপ, নয়ান যুগ ঝাঁপনু,
তব মোহে রো'খলি ভোর॥
সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে, লেহ বাঢ়ায়লি,
জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনি গুণ পরখি, পরক রূপলালসে,
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি, ইহ রূপ লাবণি,
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥

যো তুহুঁ হৃদয়ে, প্রেম তরু রোপলি,
শ্যাম জলদ রস আশে।
সো অব নয়ন নীরে, ঘন সিঞ্চহ,
কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥ ৩৬২ ॥

গোবিন্দদাস।

বরাড়ী।

সজনি ও বড় বিষম প্রেম জালা।
তা সনে না কহিও কথা যার বরণ চিকণ কালা ॥
যদি বা কহিবে কথা পাষাণে বান্ধ হিয়া।
তিলে তিলে দণ্ডে দণ্ডে মরিবে ঝুরিয়া ॥
যে জন না জানে কানুর পিরীতি সে জন আছে ভাল।
হাসিয়া হাসিয়া পিরীতি করিয়া জনম পুড়িতে গেল ॥
যদুনাথ দাসে কহে এই বোল বটে।
কানুর পিরীতি বদরী-অনল ছুঁইতে জ্বলিয়া উঠে ॥ ৩৬৩ ॥

যদুনাথদাস।

মহড়া।

সখি শ্যাম চাঁদে করলো মানা।
কোন ছলে, যেন এসেনা কদম্ব তলে ;
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপো, হেরে প্রাণো যে বাঁচে না ॥ ৩৬৪ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

ও যে কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। হেরোনা ও বয়ান।
রেখ সখি, দুটি আঁখি, কোরে সাবধান।
ও পুরুষো, করে নাশো, নারীর কুলোমান।

চিতেন।

নব ঘন শ্যামরূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান।
মোজোনা রূপসী, কাল শশী দেখে রূপবান্ ॥ ৩৬৫ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

পর নয় আপনার, জান্‌লেত এবার।
অনেক দুঃখ পরের প্রেমেতে।
পরে তরুপরে তোলে ছল বাক্যেতে;
পরের প্রাণ গেলেও আসেনা শেষ নামাতে।
মজ্‌তে হয় মোজো সখিগো পরম পুরুষের প্রেমেতে।
শঠের পিরীতে সুখের লেশ কিছুই নাই সজনি;
দুঃখ অতিশয়, কেবল জ্বলিতে হয়,
নারীকে দিবস রজনী।
তার সাক্ষী দেখ কমল রবির প্রেমেতে,
সারা দিবা দহে কোমল প্রাণেতে।

চিতেন।

জান না সখি পুরুষ শঠের শেষ হৃদে বিষ মুখে মধুময়,
ছল করে হরে আগে পরের মন, মন পেলে সে যেন সে নয়।
আগে আকাশের চন্দ্র এনে দেয় করে কথাতে;
এম্‌নি ভাব জানায়, চল্‌লে ব্যথা পায়;
পাওয়া দায় প্রাণ পেলে হাতে।
তুমি নূতন ব্রতী প্রেমের রীতি সই জান না;
পরের মন লয়ে পরে মন হয় দিতে॥ ৩৬৬॥

দর্পনারায়ণ কবিরাজ।

ইমন—জলদ্‌ তেতালা।

ছাড় মোর হাত নাথ লোকে দেখে পাছে।
আমার কি আছে লাজ, তোমার কাছে?
সময়ে ধরিলে পায়, তাহা প্রাণ শোভা পায়,
অসময়ে হাতে ধরা, কি সুখ আছে? ৩৬৭॥

নিধুবাবু।

যোগিয়া বেহাগ—একতালা।

আগে বলেছি রাধে প্রেম কোরোনা।
শুনিলে সে হিত কথা, এত দুঃখ হোতোনা॥
ব্রজে আছে প্রকাশিত, তাহার যে রীত, বুঝে বুঝ্‌লে না।
সে যে এমন কঠিন, দয়ামায়াহীন, বধেছে পূতনা॥
তুমি সহজে অবলা, হইয়ে প্রবলা, কারু সুধালে না।
তার না ভাবিলে দোষ, হ'লে আশুতোষ, রহিল ঘোষণা॥ ৩৬৮॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

যেওনা রাজনন্দিনি সে নিকুঞ্জ বনে।
কামিনী যামিনী শেষে যাইবে কেমনে?
সুসজ্জিত হলে রাধে, হেরিতে গো কালাচাঁদে,
ডুবিবে গো পরিবাদে, গুরু গঞ্জনে।
শুনগো রাধে রূপসী, যদি হবে গৃহবাসী,
হেরোনা সে কাল শশী, আঁখি খঞ্জনে।
প্রাণ সঁপে কালাচাঁদে, সুখী কোন্ দিনে? ৩৬৯॥

আশুতোষ দেব।

খাম্বাজ—কাওয়ালি ঠেকা।

সখি প্রাণ গেলে পরে মন দিওনা।
পর-প্রেমে মোজনা, কথাতে ভুলো না॥
যেন সুখে থাক্‌তে সাধে সাধে ভূতের কিল খেওনা,
আগে একটু সুখ পাবে, চিরদিন দুঃখ সহিবে,
মজিবে দুকূল হারাবে, কারো হাতে যাইওনা॥
আকাশের চাঁদ হাতে দিবে, পরে পথে বসাইবে,
দিনে অন্ধকার দেখাইবে, যেচে শাল লইওনা।
কত লোক রত করে, কত রঙ্গ দেখাইবে,
চক্ষু মুদে চলে যাবে, কোন দিকে চাইওনা॥ ৩৭০॥

যদুনাথ ঘোষ।

ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিওনা।
ছিছি সই শেল মেরে শেল বুকে নিওনা।
কেনলো করে যতন, এক মরণে মর্‌বে দুজন,
না জানি হায় কেমন তোমারি মন, মজিয়েছ আপনি মজে
আপনি ভেসে তায় ভাসিওনা। ৩৭১।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সিন্ধু—মধ্যমান।

যারে তারে ও কেউ ভালবাসা দিসনে।
যদিও সর্ব্বস্ব দিস্, তবু ভালবাসা দিস্‌নে॥
ভালবাসা অমূল্যধন,
এর যোগ্য বিশ্বাসী জন,
অবিশ্বাসীর করে দিয়ে, এর অপমান করিস্‌নে॥
যে কেউ ভালবাসে তোরে,
পরখ কর্ তায় নিক্তি ধ'রে,
তবে ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে ভুলিস্‌নে॥
আগু পিছু না ভাবিলে,
আমার মত পলে পলে,
ভাস্‌তে হবে নয়ন জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে॥ ৩৭২॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

আগে তারে দিওনারে মন, পরে জানিবে পর যে কেমন।
আমি তারে ভাল জানি, সে শঠের শিরোমণি,
শঠের পিরীতি যেমন, জলেরি লিখন॥ ৩৭৩॥

বেহাগ—আড়া।

থেকনারে মন অলি কামিনীর সুধা আশে।
মোহিত হইবে কভু যেওনা তাহার পাশে॥
নারীর প্রেম রতন, আশে যদি সঁপ মন,
বিষম বিরহ দাহে জ্বলিবে সতত শেষে॥

নিজ মন সঁপি তারে, হারাইবে প্রেম ক'রে,
না পাইবে তার মন, নিজ মন দিবে বশে ॥
যার সুখ স্থিরতর, প্রণয় তাহার কর,
কথন প্রণয় যার বিরহেতে নাহি নাশে ॥ ৩৭৪ ॥

মন বশ না হইলে বশ কে হইবে ?

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

মনঃ চঞ্চল হলে সাধিলে কি হবে ?
দিনে ছায়া বাজী কেন দেখিতে পাইবে ?
মনঃ আপনার, তারে বশ কর,
মনো বশ না হইলে বশ কে হইবে ? ৩৭৫।

নিধুবাবু।

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালি।

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে ?
তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে ?
যদি মন পেতে চাও, মন রাখ গোপনে।
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে ?
কাছে আসিলেত কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলেত কেহ কথা কহেনা।
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে। ৩৭৬ ॥

রবীন্দ্র।

সংযম।

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ? হরে মুরারে। হরে মুরারে। —
জলেতে তুফান হয়েছে, আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে, হরে মুরারে। হরে মুরারে।

ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রাখিবে কে ?
হরে মুরারে! হরে মুরারে। ৩৭৭।

বঙ্কিম।

প্রলোভন।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে ?
না জানি কোন অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে ॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুলধনু,
কটাক্ষ কুসুম শরে, কেবা স্থির ভুবনে ?
অধরে সুধার রাশি, রেখেছে কে গোপনে ?
অমর নগর বাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চলহে হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে,
নন্দন কানন মাঝে, সুরগণ সদনে ॥ ৩৭৮ ॥

কেন নিরজনে নবীন তাপস বিপিনে ?
কামের কটাক্ষ কেন যোগীবর নয়নে ?
সুধার আধার মুখে, মরিহে বিভূতি দেখে,
মলিন কনক কান্তি তপনের কিরণে।
প্রাণ চায় দাসী হতে, এস মম ভবনে ॥
মন তব যোগী নয়, বুঝেছি হে পরিচয়,
প্রেমের প্রবাহ হৃদে বহিতেছে গোপনে।
পাইলে প্রাণের নিধি পরাইবে যতনে ॥ ৩৭৯ ॥

প্রিয় প্রশংসা।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

গুণের সাগর হে তুমি গুণনিধি।
তোমার যতেক গুণ, কহিতে আমি নির্গুণ, জানে কি বিধি?
কি কব তোমার গুণ, যে গুণে মোহিত মন, মোর নিরবধি।
তব গুণে যত সুখ, কুলের কপালে ধিক্, করেছে বিধি ॥ ৩৮০ ॥

নিধুবাবু।

সোহরাই বাহার—জলদ্ তেতালা।

তোমার গুণের কথা কি কব? কহিতে প্রফুল্ল বদন।
উদয় যাহা মনেতে, শুনি তোমার মুখেতে,
আর ইহা হতে আশ্চর্য্য কেমন?
অতএব প্রিয়জন, তোমা বিনা আর কোন্ আছে মোর প্রিয়জন?
জনরবে কিবা ভয়, তুমি থাকহ সদয়,
হ'য়ো না নিদয়, এই নিবেদন ॥ ৩৮১ ॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কহনে না যায় সখি তার কতগুণ।
রাত্রি দিন প্রাণ প্রাণ, করে যারে মন,
হরিষ বিষাদ দুই, বিচ্ছেদ মিলন,
দুয়ের বাহিরে রাখে, সেজন এমন ॥ ৩৮২ ॥

নিধুবাবু।

সর্‌ফর্দা কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

অধরে না ধরে ধরেনা কহিবারে তব গুণ।
যে গুণে বদ্ধ হইল এমন চঞ্চল মনঃ ॥
এক মুখে কি কহিব হলে শতানন।
তথাপি নাহি পারিব কহিতে আমি কখন ॥ ৩৮৩ ॥

নিধুবাবু।

পরজ কালাংড়া—জলদ তেতালা।

কহিতে তাহার কথা উপজে সুখ অপার।
তখন অন্য ভাবনা থাকেনা আমার॥
কহিবারে তার গুণ, এক মনো হয় মনঃ,
রসনা অবশ নহে, কহি যত বার॥ ৩৮৪॥

নিধুবাবু।

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

তোমারে কে জানে? যে জানে প্রাণ সেই সে সুখী।
তোমারে জানিতে, সাধ যার চিতে, কদাচিতে নহে সে দুঃখী॥
তোমারে যে নাহি জানে, তারে কেহ নাহি জানে,
জেনেছে যে জন, ভুলিতে কখন, সেকি পারে নাহি দেখি॥৩৮৫॥

নিধুবাবু।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

বারেক হেরিয়া প্রাণ ধৈরয না ধরে।
সতত হেরে প্রাণ, না জানি কি করে॥
যে তোমারে না দেখিল, সে কেন আঁখি ধরিল,
হেন রূপ না রাখিল, নয়ন গোচরে॥
যার প্রতি তব মন, কেমন হবে সেজন,
তারে সেবিতে বাসনা, হয় যে অন্তরে॥ ৩৮৬॥

রাধামোহন সেন।

সুরট জয়জয়ন্তী—একতালা।

তাই তো কালার লাগি প্রাণ কান্দে গো সই।
তার গুণ হলে মনে মনে ধীর নাহি বান্ধে গো।
এক দিন সই ব্রজে, গিয়াছিলাম পদব্রজে,
আহা আহা বাজে বোলে করে ছিলো কান্ধে গো॥ ৩৮৭॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা তুমি, কেবা তব সম।
একাধারে সবরূপ শোভা অনুপম॥
শশধর বদনেতে, সুখতারা নয়নেতে,
সুধা মাখা বচনেতে, অতি মনোহর॥ ৩৮৮॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সে কি আমার অযতনের ধন?
মন প্রাণ সুশীতল, করে যেই জন॥
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তাহার সকলি, গুণেরি কারণ॥ ৩৮৯॥

প্রণয়িনীর তুলনা নাই।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারি তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
গগনে শরদ শশী জিনেছ কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে আর গৌরবে, কে তব সদৃশ হবে?
অন্যেরে কি সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গা জলে॥ ৩৯০॥

নিধুবাবু।

বিভাস—আড়া তেতালা।

চাঁদে সে বিপরীত, যা তোমার সুললিত।
তাহার তুলনা কেন ওলো বিনোদিনি, দিব তোমার সহিত?
তাতে যে কুরঙ্গ অঙ্ক, সেতো কেবলি কলঙ্ক,
তব নয়ন হিল্লোলে মৃগ চিহ্ন শোভিত॥
হইলে তার উদয়, কমল মুদিত হয়,
তোমার উদয়ে হৃদয় কমল বিকসিত॥

যামিনীতে জ্যোতি তার, তাহে হ্রাস বৃদ্ধি সার,
তব জ্যোতি এক সম, দিবা নিশি স্থগিত ॥ ৩৯১ ॥

রাধামোহন সেন।

সোহিনী—আড়া।

চাহিয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় মনে।
তুল না হইলে দোঁহে তুলনা হবে কেমনে?
যদি সমতুল করি নয়ানে মৃগাঙ্ক হইয়ে শশী
লুকায় তব বদনে ॥ ৩৯২ ॥

কালী মির্জা।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

ইথে কি গৌরব তব শুনরে কলঙ্কী শশী।
অকলঙ্ক শশীমুখী আমার প্রাণ প্রেয়সী ॥
কলাহীন ক্ষীণ ভাবে, দিবসে থাক অভাবে,
মুখশশী পূর্ণভাবে, প্রকাশিত দিবা নিশি ॥
বিমানে তব নিবাস, রাহুতে করয়ে গ্রাস,
মেঘেতে করয়ে হ্রাস, হেন উজ্জ্বল কিরণ।
কত রাহু ঘন আসি, হয়েছে মস্তকবাসী,
প্রকাশে কিরণ রাশি, হৃদি বিমাননিবাসী ॥ ৩৯৩।

যদুনাথ ঘোষ।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

কে বলে শরদশশী প্রেয়সীশশী সমান?
সে শশাঙ্ক সকলঙ্ক, এ যে নিষ্কলঙ্ক প্রাণ,
পক্ষান্তরে পূর্ণশশী, এ যে উদয় দিবানিশি,
মম হৃদ্ চকোরে বসি করিতেছে সুধাদান ॥ ৩৯৪ ॥

এখনি আপনি ল'বে আপন প্রেম আশ্রয়।

বেহাগ—তেওট।

যদি স্ববিষয়, প্রাণ, জানিতে পারিতে,
পরেরে মজাইতে না।
প্রেম-জনন সম্পদ, ও বিধুবদনি,
তব শরীরে উদয়।
সুশীলতা সুধীরতা, স্নেহ করুণা মমতা,
যেরূপ কিরূপে কব, দেখিলে বোধ সে হয়॥
লহ মম আঁখি মনঃ, লোকন বোধ কারণ,
এখনি আপনি ল'বে, আপন প্রেম আশ্রয়॥ ৩৯৫

রাধামোহন সেন।

প্রিয়-নিন্দা অসহ।

ত্রিবর্ণ—ঢিমা তেতালা।

তুমি দুঃখ দেহ তাহে, দুঃখ নহে নিয়ত।
তোমাকে নিদয় বলে সকলে, শ্যামহে, এ দুঃখ অবিরত॥
হয়েছে গোপীগণের জিহ্বা শরাসন,
তাতে শরসম তব কুযশোবচন।
সতত সন্ধান করে শ্রবণে প্রাণে তা সবে কত? ৩৯৬॥

রাধামোহন সেন।

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

দেহ যে যাতনারে প্রাণ নহে দুঃখের কারণ।
তোমারে নিদয় বলে এই তাপে দহে মন॥
তব বিরহেতে মরি, তাহে খেদ নাহি করি,
এ জ্বালা কিসে সম্বরি, কলঙ্ক তোমায় অর্পণ॥

অধিকন্তু এই দুঃখ, কেমনে দেখাব মুখ,
তব সুখে মম সুখ, জানে সব প্রিয়জন ॥
পাছে লোকে ইহা বলে, অভাগীর কর্ম্ম ফলে,
ফলেছে বিয়োগ ফল, তা হতে ভাল মরণ ॥ ৩৯৭ ॥
জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

এই উপকার কর নারদ সতীরে সংবাদ দিওনা।
দক্ষযজ্ঞে না যাই যদি তাতে আমার মান যাবেনা ॥
সে যদি একথা শুনে, যাবে বিনি আবাহনে,
পতিনিন্দা শুনে কাণে, প্রাণ তেজিবে ত্রিলোচনা।
সিদ্ধি খাই আর ভস্ম মাখি, তাতেও আমি নই যে দুঃখি,
সতী আছে সম্ভাবনা ॥ ৩৯৮ ॥

তারে মর্‌তে বল, পিতা, সে হরের কি মৃত্যু আছে?
মৃত্যুকে জয় করে শিব, মৃত্যুঞ্জয় তার নাম হয়েছে ॥
মহাকাল নাম ধরে, জীব সংহারিতে পারে।
কালের ভয় কি দেখাও তারে?
দেখনা ভাবিয়া মনে, ব্যস্ত আছে দেবগণে,
বিষপান ক'রে প্রাণে, বল কে কোথা বেঁচেছে?
শিব নিন্দা আর কোরো না, তোমার সর্ব্বনাশ হবে,
মহাদেবের মান যাবে না।
শুন্‌তে পাই শিব ভিখারি, কুবের নামে তার ভাণ্ডারী,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী, আজ্ঞাকারী জগজ্জনা ॥ ৩৯৯ ॥

বেহাগ—একতালা।

হে পিতা আমি আপনি এলেম যজ্ঞ দেখ্‌তে,
এতে শিবের দোষ নাই।
নিন্দ কেন সদানন্দে, সেতো যজ্ঞে এসে নাই॥

সংসারে নয় মনোযোগী, যোগেশ্বর পরমযোগী,
যোগে আছেন সর্ব্বদাই।
সদাশিব সর্ব্বত্যাগী, সংসার বৈরাগী,
তত্ত্বজ্ঞান অনুরাগী, যজ্ঞ ভাগে ইচ্ছা নাই।
শঙ্কর শ্মশানবাসী, ত্যজ্য করে সোণার কাশী,
কাশীনাথ মাখেন ছাই॥ ৪০০॥
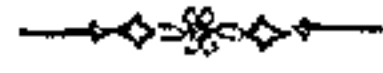
নারী-প্রশংসা।

রমণী তোমার গুণে, সুখময় এ সংসার।
জগত মোহিনী তুমি, জগতের অলঙ্কার॥
তুমি যদি এজগতে, বিধু মুখে না হাসিতে,
শশী শূন্য নিশি সম হ'ত সব অন্ধকার॥
তুমি ধনি যেই নরে, নাহি হের প্রেম ভরে,
নরপতি হয় যদি, বৃথাই জনম তার॥ ৪০১॥

গঙ্গাচরণ সরকার।

গারা ভৈরবী—মধ্যমান।

রোগশোকভরা ধরাতে কি দুঃখ কভু ধরিত ?
রমণী মহৌষধি যদি না থাকিত॥
কি করে রোগযাতনা, আপদ বিপদ নানা ?
প্রেমময়ী নারী যদি বামে হয় বিরাজিত॥
সে কি শোকানলে ডরে ? যেবা সদা হৃদে ধরে,
মমতাগঠিত নারী স্নেহপূরিত॥
দীনতা কি করে তার ? আঁধার কুটীরে যার,
লক্ষ্মীরূপা নারীরত্ন অযত্নেতে শোভিত॥
এই জীবন ঘোর মরু, বিনে এই সুখতরু,
জানিনা এই দগ্ধ চিত কোথা আর জুড়াইত॥

ভবের উদ্বেগ এত, না জানি কোথায় রহিত,
নারী বিধুমুখ যদি নাহি তাহে উদিত ॥ ৪০২ ॥

দীননাথ ধর।

বেহাগ—ঢিমা তেতালা।

সার নিধি ভুবনে রমণী রতন।
ছার জীবন বিনে সে ধন।
শবম মাখান, হেরিলে সরল নয়ন,
নাহি আর সম্পদে থাকে আকিঞ্চন, জগজ্জন শিরোভূষণ।
হইলে মলিন, কে সন্তোষ করে যতন?
কেবা তোষে আদরে সে তাপিত প্রাণ?
নারী সব সুখ নিদান। ৪০৩ ॥

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—•◇◇•—

নারী-নিন্দা।

মহড়া।

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম ভয় ॥
* * * * *

চিতেন।

* * * * *

অন্তরা।

নারী মিল্‌তে যেমন্, ভুল্‌তে তেমন্,
দুই দিকে তৎপর্।
মজ্যে পরে, চায়না ফিরে, আপ্‌নি হয় অন্তর ॥

চিতেন।

উত্তমেরে ত্যজ্য কোরে অধমে যতন্।
নারী, বারি, দুই অনারি, নীচ পথে গমন্ ॥

তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী তপনে তেজিয়ে,
বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরয়্॥ ৪০৪ ॥

রাম বসু।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

বলনা ললনা কেন কর এত ছলনা লো।
পরের কথা বল্‌তে পার আপনার কথা বল না লো॥
চতুরে ভুলাতে পার, পাথরে গলাতে পার,
মুনির মন টলাতে পার, কিন্তু তুমি টলনা লো॥
চড়িয়ে চাতুরী রথে, কুরঙ্গ তুরঙ্গ যুথে,
বেড়াও প্রেমের বাঁকা পথে, সোজা পথে চলনা লো॥
ভুরু ধনুর যোগেতে, কটাক্ষ অগ্নিবাণেতে,
শিখেছ প্রাণ! প্রাণ জ্বালাতে, আপনিত জ্বলনা লো॥ ৪০৫ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

গুণ কি আছে বল রমণী ডাকিনী কুলে?
অনুকূলের অবাধ্য হন, পরিণত প্রতিকূলে॥
বিবাদের মূলাধার, কিছু নাহি সুবিচার,
পদানত হ'লে তার, মনের কথা কয়না খুলে॥
পড়িয়ে বস্তুবিচার, জানিয়ে সর্ব্ব অসার,
ছাড়িয়ে সাধু সংসার, গিয়েছে পর্ব্বতের মূলে॥
হৃদে গরলযোজনা, অধরে অমৃতকণা,
যারা করে উপাসনা, নিতান্ত ভ্রমেতে ভুলে॥ ৪০৬ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে বলে সরল নারী? চাতুরী তার সমুদয়।
মর্ম্মভেদী কর্ম্ম করে, ধর্ম্ম পথ নাহি চায়॥
মায়াতে মায়াবী কত, হয় না কারো বশীভূত,
নারীর গুণ আর কব কত, আত্ম সুখ সদাই চায়॥ ৪০৭ ॥

বেহাগ—খেমটা।

রমণীর মুখের হাসি, গরল রাশি সুধা ক্ষরে ;
সে হাসি প্রেমের ফাঁসি, সাধ ক'রে প্রাণ গলায় পরে ॥
যে বলে মন মজেনা, আপন মনত বোঝে না,
দেখিলে যে তুচ্ছ করে।
নারী কে চিন্‌তে পারে, যে বলে পারি, চিন্‌তে নারে ॥
দেখেছে যে নারীর আঁখি, জান্‌তে কি তার আছে বাকী,
সুধা গরল একাধারে।
জেনে শুনে প্রাণ না মানে, তবু গরল হৃদে ধরে ॥ ৪০৮ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কে জানে রমণী মন, তার প্রণয় কেমন ?
অপরূপ রূপ হেরি হই বিস্মিত বদন ॥
হাসি মুখে স্বর্গবাস, না হেরিলে সর্ব্বনাশ,
ক্ষণে রৌদ্র, ক্ষণে মেঘ, কিবা বিধির সৃজন ॥
এমন প্রণয় ক'রে, কেন মরমেতে মরে,
হৃদয়ের ধন অহে করি বিসর্জ্জন ॥
বলি আমি শুন তাই, প্রণয়ের মুখে ছাই,
হরি হরি বল মন ॥ ৪০৯ ॥

কানাড়া বাগেশ্রী—একতালা।

কঠিন নারীর মন।
পাষাণের গঠন্, সরলতা ব্যবহার জানে নাহে কেমন ॥
নাহি জানে প্রেমরীত, নাহি মানে হিতাহিত,
বিধিমতে বিপরীত, করে আচরণ।
নলিনী ভানুর করে, দেখ ফুটে সুখভরে
কিন্তু মধু মধুকরে, করে বিতরণ ॥ ৪১০ ॥
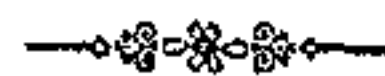
নবীনা ও প্রবীণা।

মহড়া।

যৌবন কালে যদি নারী বুঝিতো পিরীত্।
তমোগুণে না হইত পূরিত্॥
পুরুষেরো হইত বাধিত্।
তবেত হইত প্রেমে, সুখ সমুচিত্॥

চিতেন।

সময়ে প্রেমেরো নাহি, করে আকিঞ্চন।
করয়ে কখন্—যায় যৌবনো যখন॥
সে প্রণয়ে হয়ো কিনা—নানা বিঘটিত্॥ ৪১১॥

হরু ঠাকুর।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোমার্ এদোষ নয়রে, তোমার বয়সের দোষ বুঝ্লেম মনে।
অকারণে, মিছে মানে, অভিরোষ তাই ক্ষণে ক্ষণে।
কলিকা ঝরিবে যবে, প্রণয় শিখিবে তবে,
অনুরাগে বশে রবে—মিশিবে তুষিবে প্রাণে।
তরুণ কালে তরুলতা, তরুতে কি হয় সঙ্গতা?
বাড়িলে এত জড়িতা, ছাড়েনা তারে জীবনে। ৪১২॥

মনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হইলে রসিকে, বয়োধিকে, প্রেম জানে না।
এ রস প্রবীণে বিনে, নবীনে সম্ভবেনা॥
নবীনের অহঙ্কার, প্রবীণের প্রেমাধার,
যেমন ভুজঙ্গশিশু মন্ত্রৌষধি মানে না॥ ৪১৩॥

গৃহ-লক্ষ্মী।

নয়ন অমৃতনদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায়না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হ'লে মৌনভাব কেহ টের পায় না॥ ৪১৪॥

ভারতচন্দ্র।

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরি।

কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার।
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার॥
সদা যেন ঘরে ঘরে, কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব বীণা বাজে সারদার॥
ধাইয়ে হরষ ভরে, কলকোলাহল ক'রে,
হাসে খেলে চারি দিকে কুমারী কুমার॥
হয়ে কত জ্বালাতন, করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার॥
মরুময় ধরাতল, তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল, সম্মুখে আমার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার॥ (তোমায় দেখি অনিবার)
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্‌গে এ বসুমতী, যার খুসি তার॥ ৪১৫॥

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

পুরুষ যেমন নারী কি তেমন ?

মহড়া।

এই খেদ হয়। তবু বল পুরুষ ভাল নয়।
যখন দক্ষযজ্ঞে সতী, তেজেছিলেন প্রাণ,
তখন মৃতদেহ গলায় গেঁথে রাখ্‌লেন মৃত্যুঞ্জয়।
*   *   *   *   ॥ ৪১৬ ॥

রায় বসু।

পুরিয়া ধনাশ্রী—আড়া তেতালা।

পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন ?
সদা এক সনে নহে, প্রাণ, প্রেম আলাপন ॥
নিদর্শন অলি কুলে, নাহি বসে এক ফুলে,
নবপ্রেম নিতি নিতি, নূতন যতন ॥ ৪১৭ ॥

রাধামোহন সেন।

ভাল বাসা হ'লে কি আর ভোলা যায় লো প্রাণ সজনি ?
পুরুষে ভুলিতে পারে ভুলেনা রমণী ॥
অবলা সরলা অতি, পুরুষ পাষাণ মতি,
গোপনে ক'রে পিরীতি, মজায় কুলের কামিনী ॥
লক্ষান্তরে দিবাকর, প্রকাশে প্রখর কর,
থাকিয়ে সলিলোপর, সুখে ভাসে কমলিনী ॥
দ্বিলক্ষযোজনপরে, শশধর বাস করে,
তবু তারে নাহি হেরে, প্রাণে মরে কুমুদিনী ॥
রমণী কত যতনে, হৃদয়ে রাখে রমণে,
পুরুষে তা নাহি মানে, কঠিন কেমনি ॥
সে ভুলনা যদুপতি, মথুরায় হল ভূপতি,
ব্রজেশ্বরীর কি দুর্গতি, হ'ল কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী ॥ ৪১৮ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

রূপ ও গুণ।

সুরট—জলদ্ তেতালা।

নয়ন রূপেতে ভুলে মনো ভুলে গুণে।
ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে?
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ রতন কাঞ্চনে॥ ৪১৯॥

নিধুবাবু।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

চিত্রকাব্য।

ভু   লালে প্রথমে রূপে এ দুই নয়নে।
ব   ন্ধন করিল গুণে, ক্রমে ক্রমে মনে॥
ন   হিলে মোহিত কেন, থাকিবে সদাই হেন?
করিল মোহন যোগে, আবৃত চেতন॥ ৪২০॥

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সুন্দর হইলে কি হয়? বলি প্রাণ তোমায়।
রসবোধ না থাকিলে রসবতী কেবা কয়?
তার সাক্ষী দেখ দেখি, কোকিল কুৎসিত পাখি,
রূপেতে কি করে তার? স্বরেতে মন ভুলায়॥
চম্পক পুষ্পেরি গন্ধে, সবে মত্ত প্রেমানন্দে,
তবে কেন সে ফুলেতে ভ্রমর সঞ্চার নয়? ৪২১॥

রূপ।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

শশধর ধরে, আপন উপরে, রবিসখী কমলিনী,
ভুরুভৃঙ্গ মধুপান, করে কর দরশন, মোহিত দিবা রজনী॥

কেশ ঘন ঘনরূপ, কিবা শোভা অপরূপ,
শিখি-সখা অনুমানি ॥ ৪২২ ॥

নিধুবাবু ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান ।

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ান ।
ভুরু-ভৃঙ্গ ভঙ্গী করি করে মধু পান ॥
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মন-শিখী তাহা দেখি হয়িযে অজ্ঞান ॥
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ আলোক তার, দামিনী সমান ॥ ৪২৩ ॥

নিধুবাবু ।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা ।

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী ।
সুধা ক্ষরিতেছে মুখে মৃদু মৃদু হাসি ॥
শশধর শোভা করে নিশিতে প্রকাশি ।
ইহার কিরণ দেখ সম দিবা নিশি ॥ ৪২৪ ॥

নিধুবাবু ।

বাগেশ্রী—আড়া ।

বিমল কমল অমূল্য তোমার বদন ।
নয়ান তুলনা, কিছুতে হোলোনা, চপলা খঞ্জন মীন ॥
মধু পানে আসি যত, শিরেতে আছে আবৃত,
কালী অলি বলি যেন ।
বিধির একি রঙ্গ, আছে সঙ্গ, কুরঙ্গ আর কামান ॥ ৪২৫ ॥

কালী মির্জা ॥

কাফি সিন্ধু—আড়া ।

একি অপরূপ মুখ শশধর ।
তাহে শোভে বিম্বাধর সুধার আধার ॥

দশনে লেখা মঞ্জন, আঁখি খঞ্জনে অঞ্জন,
শিরে যেন শোভে হেন কেশ জলধর ॥ ৪২৬ ॥

কালী মির্জা।

বাহার—আড়া।

সরস বসন্তে, হিমান্তে, প্রফুল্ল মুখ কমল।
নয়নে অঞ্জন, যেমন খঞ্জন, করিতেছে টলমল ॥
দন্ত কিম্বা বিম্বাধর, কুন্দ ইন্দু শোভাকর,
মঞ্জনেরো রেখা কালো ॥
সুধা হাসি ঘন কেশ, বুঝি আসি হৃষীকেশ,
পাছু পানেতে লুকালো ॥
তোমার নয়ন বাণ, তাহাব শরসন্ধান,
কটাক্ষে হরিয়ে নিলো ৪২৭॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রফুল্লসরোজপরে, ভালে শশধর।
তদুপরে নবঘন অতিমনোহর ॥
অধরে বিম্বের শোভা, খঞ্জনের মনোলোভা,
সুধার কারণে দেখ চকোর কাতর।
এ কি অপরূপ হেরি, সম দিবা বিভাবরী,
কমল মিলিত চাঁদে কোথা দিবাকর ॥ ৪২৮ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—যৎ।

শশী বুঝি ভূমে উদিল,
হেরি সখি মন মোহিল।
এ মোহন রূপ, কোটি সুধা কূপ
নারী হয়ে নারীর মন হরিল।

ও বদন চাঁদ, মৃগ ধরা ফাঁদ,
মম মন-মৃগ ধরিল। ৪২৯ ॥

হরিমোহন রায়।

মিশ্র—জলদ্ তেতালা।

তোমার বিধুবদন, কি শোভা নয়নাঞ্জন।
নিশি শোভা শশী যেমন, শশী কলঙ্কভূষণ ॥
তাহে মৃদু মৃদু হাসি, চঞ্চলা চপলা রাশি,
ত্রাসিত হইয়ে শশী, ভ্রমিছে গগন ॥
কুটিল কুন্তল জাল, মিলিত কর্ণ কুণ্ডল,
ফণী শোভা মণি যেন, ফণী মণি আভরণ ॥ ৪৩০ ॥

নবকুমার মিত্র।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

রূপ হেরে আঁখি নাহি ফেরে।
এরূপ স্বরূপ বুঝি নাহি ভুবন মাঝারে ॥
তিল তিল করে বিধি, ল'য়ে রূপ নিরবধি,
গঠেছে রমনী নিধি, অতুলনা করে।
হেরে প্রিয়ার বদন শোভা, মুনিজনমনলোভা,
শশী হয় হীনপ্রভা, সে শোভা হেরে ॥
নীলোৎপল জিনি আঁখি, প্রফুল্লসরোজমুখী,
রূপ হেরে মন-পাখি না রহে হৃদি-পিঞ্জরে।
অধর ওষ্ঠ সুবিমল, জিনি পক্ক বিম্বফল,
দশন মুকুতাফল, সম শোভা পায়—
নবনিতম্বিনী ধনী, মরালগমন জিনি,
গতি দেখি মাতঙ্গিনী, গিয়াছে কান্তারে।
বচনে অমিয় রাশি, ঝরিতেছে দিবা নিশি,
ভাবুক মন উদাসী, করেরে কটাক্ষ শরে ॥ ৪৩১ ॥

রাখাল দাস চক্রবর্ত্তী।

বসন্ত বাহার—আড়া ঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী, তোমায় এত ভাল বাসি ?
কে কোথা দেখেছে হেন, নিরুপম রূপরাশি ?
অনিল-তাড়িত কেশ, বিমল কপোলদেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশি ॥
কিবা রূপ মনোহর শরতের শশধর,
অধর অমিয়ময়, মরি কি মধুর হাসি ॥
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্ম যেন,
ভ্রমিছে ভ্রমর বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী ॥ ৪৩২ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

সোহিনী বাহার—খেমটা।

আঁখিতে কি ফল তার বল, যে না দেখে তায়।
রূপেতে বিরূপ রতি যার তুলনায় ॥
ঘন জিনি কেশ ধরে, এলায়িত হ'লে পরে,
চিকণ চিকুর তার চরণে লোটায় ॥
তার মাঝে মুখ ছাঁদ, জিনিয়ে শারদ চাঁদ,
দিবা নিশি সম শোভে, বিমল শোভায় ॥
সে অঙ্গের নাহি তুল, নহে কৃশ নহে স্থূল,
হেরিয়ে কনক লতা লাজেতে লুকায় ॥ ৪৩৩ ॥

* * *

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

রূপের গতি।

কাফি।

নয়ন সদাই ডাকে রূপেরে ইঙ্গিত বিধানে।
কে বলে পলক সই, পালটি প্রমাণে ॥

যে দিকে যখন চায়, সে রূপ দেখিতে পায়;
ইহাতে রূপের গতি স্থচঞ্চল মানে।
তাতে এই করে ভয়, পাছে রূপান্তর হয়,
তেজে তেজো মিলিয়াছে তাতো নাহি জানে॥ ৪৩৪।

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

তোমার এ রূপলাবণ্য, প্রাণ, রাখ দমনে।
সদা মোর সনে সনে, ওরে প্রাণ, ফিরে কি কারণে?
যখন থাকি যেখানে, তখন দেখি সেখানে,
নয়ন মুদিলে হয়, উদয় মননে॥ ৪৩৫॥

রাধামোহন সেন।

বয়ঃ সন্ধি।

ধানশী—ধ্রুব তাল।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটা ছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥ ৪৩৬॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোমারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে॥ ৪৩৭॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা—ধানশী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহুঁ ঝাঁপয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥
থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥ ৪৩৮॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ-চপল-গতি লোচন নেল॥
করু দুঁহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥
অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।
সগর বচন কহু নত করু মাথ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥
হাম অবধারনু শুন বরকান।
শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৪৩৯॥

বিদ্যাপতি।

সদ্যঃস্নাতা সুন্দরী।

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥
অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥

ও তুকি করতহি দেহা।
অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥ ৪৪০॥

বিদ্যাপতি।

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

কি আশ্চর্য্য দরশন সংশয় হতেছে মনে।
কে কোথায় দেখেছে বল, সুধাংশু প্রকাশে দিনে॥
কুমুদী মুদিত রয়, নলিনী প্রফুল্ল হয়,
সঘনে মৃণালদ্বয়, আঘাত করে নবঘনে॥
বহে মন্দ সমীরণ, তাহে বিন্দু বরিষণ,
রোদন করে বসন, ত্যজিবে বলে এই ক্ষণে॥
চঞ্চলা চমকে তাতে, মোহিত পিকরবেতে,
যে জন দেখে চক্ষেতে, পীড়িত করে মদনে॥ ৪৪১॥

যদুনাথ ঘোষ।

সাগরতীরে সুন্দরী।

কেদারা—তেতালা।

কাঁদায়ে কারে, বল কার তরে, এলে অকূল পারে?
বসি বেলাপরে, বল নেহার কারে, কিবা রত্ন তুমি রত্নাকরে?
মোহিনি! নিরখ কিবা শূন্যপারে?
ঘোর তিমির মাঝে, কিবা তার বাজে,
তব হৃদি মাঝারে? ৪৪২॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

কেরে বনবাসিনী বালা।
যেন ভূপতিত নক্ষত্রেরি মত, রূপে বন রাজি করেছে আলা॥
বিম্বাধরে কি বিষাদ হাসি, নিতম্বে ঝুলিছে চিকুর রাশি,
আভরণ হীনা, সোনার প্রতিমা, হরিৎ সাগরে সোনার ভেলা॥
কে আনিল হেথা এহেন রতন?
কি ভাবনা মেঘে ঢাকা ও বদন?
হেরে কি লাগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে,
অনন্ত সাগর লহরী লীলা॥ ৪৪৩॥

দীনেশচরণ বসু।

অনুপম সরোবর।

ললিত—ঢিমা তেতালা।

অনুপম সরোবর তুমি হে তরুণি।
সৃজিল কোথায় বসি বিধিকে বাথানি।
কণ্টকময় মৃণাল, তব বাহু সুকোমল,
জলজে কিঞ্চিৎ মধু, প্রচুর ও বদনে ধনি॥
অমল লাবণ্য নীর, সোপান নিতম্ববর,
চঞ্চল আঁখি সফর, কুন্তল শৈবাল জিনি॥ ৪৪৪॥

* * * *

আশুতোষ দেব॥

তোমাকে কে দেখে নাই।

বাহার—আড়া তেতালা।

তুমি ভাব তোমারে দরশন, ও প্রাণ করে নাহি পুরুষে কখন।
মোরে দেখি এ কারণ, ঝাঁপিয়া বসন,
আপনি হইতেছ গোপন॥

তড়িৎ মেঘের কাছে, বারেক যে দেখিয়াছে,
সে তব রূপ কেশ করিয়াছে লোকন।
কেবা নাহি শশধর, হেরে নিরন্তর ?
তথাপি লুকাইলা বদন ॥ ৪৪৫ ॥

রাধামোহন সেন।

নারী হয়ে বিনোদিনি হরগুণ ধর।

ইমন—আড়া।

নারী হয়ে বিনোদিনি হর গুণ ধর।
ইথে অনঙ্গের পুনঃ হলো কলেবর॥
মুখ চাঁদে সুধাপুট, আঁখি ছাঁদে কালকূট,
বাক্যদৃষ্টে সুধাবিষে সমগুণ কর।
* * * * ॥ ৪৪৬ ॥

রাধামোহন সেন।

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ মৃগনয়নি।

আড়ানা—আড়াঠেকা।

অনেকেরে আশ্রয় দিয়াছ মৃগনয়নি।
রাহু ভয়ে মুখে শশী ভালে দিনমণি॥
খগবর ভয়ে ভীত হয়ে ফণী কেশে এসে হ'ল বেণী ॥ ৪৪৭ ॥

নিধুবাবু।

তোমার বিনোদ দেহে উভয় ভাব বিধান।

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

তোমার বিনোদ দেহে উভয় ভাব বিধান।
কেবল বধিতে পরে করেছ মন পাষাণ॥
কভু পীন পয়োধর, কভু যুগ্ম ধরাধর,
কভু বেণী ভুজঙ্গিনী, কভু মৃণাল সমান॥
কভু নেত্র বিষময়, কভু চক্ষে সুধা বয়,
কভু হাসে কভু ভাসে, না জানি কিবা সন্ধান॥
স্বভাবত চন্দ্রানন, মানে মলিন বদন,
মিলনে কত না সুখ, বিরহে বিদরে প্রাণ॥ ৪৪৮॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

রাত্রি দিন একত্র প্রকাশ।

বাগেশ্রী—কাওয়ালি।

রাত্রি দিন একত্র প্রকাশ দেখ রাত্রি দিন।
কেশেরে বুঝহ নিশি, বদন অরুণ॥
তপন মুখ বলিতে, সন্দেহ নাহিক ইথে,
হেরিলে হৃদি কমল, প্রকাশে তখন॥
কামিনীর মনোসুখ, নিশিতে হয় অধিক,
কেশেরে তাই অধিক, করয়ে যতন॥ ৪৪৯॥

নিধুবাবু।

দর্শন-লালসা ।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা ।

অনিবার দহে মন না হেরে তব ও বিধুবদন ।
হেরিলে কি সুখী হই না যায় কথন ॥
আপনারে ভুলে আমি থাকিহে তখন ॥ ৪৫০ ॥

নিধুবাবু ।

সরবারী টোড়ী—আড়া ।

যবে তারে দেখি, অনিমিখ আঁখি, হয় লো তখনি ।
সুখে অচেতন, হয় মোর মনঃ, শুনলো সজনি ॥
তৃষিত চাতক যেন, নিরখিয়ে নব ঘন,
বিনে বারি পানে, কত সুখী মনে, কি জানি না জানি ॥ ৪৫১ ॥

নিধুবাবু ।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা ।

হেরিলে হরিষ চিত না হেরিলে মরি ।
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি ?
মনঃ তার মনে মিলে, প্রাণ ল'যে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী ॥ ৪৫২ ॥

নিধুবাবু ।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা ।

নয়নে নয়নে রাখি, প্রাণ, অনিমিখ হয় আঁখি,
বাসনা মনেতে ।
পলক পড়িলে আমি হই অতি দুঃখি ।
কি জানি অন্তর হও এই ভয় দেখি ॥ ৪৫৩ ॥

নিধুবাবু ।

বাগেশ্রী কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

রতন পাইয়ে কেবা যতন না করে ?
হেরিলে যাহারে, হরিষ অন্তরে, মনের তিমির হরে ॥
তিলেক অদর্শন, হ'লে কাতর প্রাণ,
ভুজঙ্গ যেমন, মণির কারণ, আমিও তাহারি তরে ॥ ৪৫৪ ॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কত ভাল বাসি তারে সই কেমনে বুঝাব।
দরশনে পুলকিত, মম অঙ্গ সব ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি, রোদন করয়ে আঁখি,
দেখিলে কি নিধি পাই, কোথায় রাখিব ॥ ৪৫৫ ॥

নিধুবাবু।

ললিত—আড়া ঠেকা।

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল ওলো সখি।
আঁখি পালটিতে পুন তারে আর নাহি দেখি ॥
ক্ষণে দরশনে আঁখি কদাচিত হয় সুখী।
তৃষা অতিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি ॥ ৪৫৬।

নিধুবাবু।

সিন্ধুকাফি—ঢিমে তেতালা।

প্রবোধ কি মানে আঁখি না দেখি তাহারে।
বুঝালে বুঝিবে কেন, তার মত দেখে কারে ?
মন নয়ন সংযোগে তারে দেখিবারে।
নিবৃত্তিরে নাহি দেখে থাকে প্রবৃত্তির ঘরে ॥ ৪৫৭ ॥

নিধুবাবু ॥

পরজ—জলদ্ তেতালা।

দেখিতে দেখিতে তোরে অনিমিখ হয় আঁখি।
বুঝাতে না পারি দেখ হই আমি কত সুখী ॥

ভাবনারহিত মন, আমার হয় তখন,
মন পুরে মহানন্দ আর কিছু নাহি দেখি ॥ ৪৫৮ ॥

নিধুবাবু।

কালাংড়া—একতালা।

ওহে তোরে দেখিতে নয়ন পাগল কেন?
এই বোধ হয় মোর, জান কি গুণ ॥
যদি নিরন্তর দেখি, তৃষাহীন নহে আঁখি,
না দেখিলে দেখ দেখি, কি দুঃখী প্রাণ ॥ ৪৫৯ ॥

দেশকার—জলদ্ তেতালা।

আনন্দে ভর করি দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মন সংযোগ নাহিক ভয় গঞ্জনে ॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন খঞ্জনে ॥ ৪৬০ ॥

নিধুবাবু।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

সাধে সাধ করি এত, তোমারে দেখিতে?
মানস প্রবোধে বোধ নাহি লয় চিতে ॥
ওরূপ লাবণ্য তব, মনোহর সুখার্ণব,
মাধুর্য্য মাদক রূপে আবৃত আঁখিতে ॥
যদি কভু করি মনে, তোমারে না করি মনে,
তাহাতে রোদনে প্রাণ, যায় দুঃখাতীতে ॥ ৪৬১ ॥

রাধামোহন সেন।

দেশী—আড়া তেতালা।

দেখ প্রাণনাথ পলক বাদ সাধে।
নহিলে নয়ন ভরি দেখিতাম, মনের সাধে ॥
একে তব রূপদানে, তুষিতে নারি নয়নে,
তাহাতে ব্যাঘাত আর, না জানি কি অপরাধে ॥ ৪৬২ ॥

রাধামোহন সেন।

বিরারী—আড়া তেতালা।

মনের বাসনা যত, দেখিতে না পূরে তত,
অথচ এ নিনিমেষে নিরখি নিয়ত।
দেখিতে দেখিতে আর, হয় আশার অনুসার,
সবে মম দুই আঁখি দেখিব তায় কত ॥ ৪৬৩ ॥

রাধামোহন সেন।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

নয়নে আমার বিধি কেন পলক দিয়াছে?
দরশন সুখে আমায় বিমুখ করেছে ॥
মন যারে সদা চায়, নয়ন বিবাদী তায়,
সুখ সাধে এ কি দায়, প্রমাদ ঘটেছে ॥ ৪৬৪ ॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট—আড়া।

আশার নিবৃত্তি প্রাণ হয় কি কখন?
শত বার হেরে তবু বুঝে কি নয়ন?
বিশেষে ও বিধুমুখ, হেরিলে সতত সুখ,
তাহারে ভুলিতে পারে, কে আছে এমন? ৪৬৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

মিশ্র।

না জানি কি গুণ ধরে মুখ খানি তোমার।
যত দেখি তত সাধ দেখিতে আবার ॥
এক দৃষ্টে চেয়ে রই, মনে মনে হারা হই,
তবু ও পলক নাহি নয়নে আমার ॥ ৪৬৬ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নয়নের দোষগুণ।

মূলতান—আড়াঠেকা।

নয়নেরে দোষ কেন? মনেরে বুঝায়ে বল,
নয়নেরে দোষ কেন?

আঁখি কি মজাতে পারে না হ'লে মনমিলন ?
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে ?
সেই যাকে মনে ধরে, সে তার মনোরঞ্জন ॥ ৪৬৭ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

নয়ন আপন যদি তবে আর কে ভিন ?
না দেখিলে তার মুখ নিজ জীবনে দহিতেছে মম জীবন ॥
তার সময় অসময়, বুঝিতে উচিত হয়,
মন বুঝাইলে বুঝে, আঁখি মরেন,
তিলে না হ'লে লোকন ॥ ৪৬৮ ॥

নিধু বাবু।

কামোদ গৌড়—একতালা।

দুঃখেতে কহিতে আঁখি আর না হেরিব সখি,
এখন নয়ন তার অধীন হইল।
অঙ্গের অঙ্গ অবশ, কার বলে করি রোষ ?
সময় পাইয়ে দিব সমুচিত ফল ॥ ৪৬৯ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

নয়ন কাতর কেন তাহারে না দেখিলে ?
চতুর্ভুজ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে ?
নয়ন আপন মতে মনেরে আনিলে।
বিনা দরশনে দুঃখ যায় কি করিলে ?
কেমন নয়ন মোর না ভুলে ভুলালে।
কহ আর সুখ কিবা, সে নিধি নহিলে ॥ ৪৭০ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—একতালা।

সুধামুখি তোমার নয়ন অমিয় বরিষে।
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ বিষে ॥

কেমন কুরঙ্গ আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি,
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে ॥ ৪৭১ ॥

নিধু বাবু।

দরবারী টোড়ী—তেতালা।

নয়নে না দেখে কারে বিনে তারে যাবে প্রাণ সঁপিলাম।
প্রবোধ না মানে, করয়ে রোদন, এতেক বুঝিলাম ॥
মন নয়নের বশ, প্রাণ আছে তার পাশ,
ইহাতে সদয়, যদি সেই হয়, উপায় দেখিলাম ॥ ৪৭২ ॥

নিধু বাবু।

খট—জলদ্ তেতালা।

বিষম হইল সখি কি করি ইহাতে।
না দেখিলে ঝুরে আঁখি না হেরে মানেতে ॥
প্রবল মন অনল, নয়ন সদা সজল,
দ্বিগুণ দহিছে প্রাণ, দোঁহার রীতেতে ॥ ৪৭৩ ॥

নিধু বাবু।

হামির খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

কুরঙ্গ নয়ন কি রঙ্গ করিল।
সে রঙ্গ প্রসঙ্গে কত রঙ্গ উপজিল ॥
কখন খঞ্জন, করি দরশন, বদন কমল।
হেরিতে হৃদি পুলক, কহিতে অধিক সুখ,
কখন চকোর, সহ শশধর, কমলে কমল ॥ ৪৭৪ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

নয়ন পাগল সই করিল আমারে।
যত দেখি তথাপি আশা নাহি পূরে ॥
যদি বিনয়েতে মন, স্থির হয় কদাচন,
নয়ন মন্ত্রণা দিয়া ভুলায় তাহারে ॥

পলকে প্রলয় হয়, প্রাণ মোর সংশয়,
বল ইহার উপায়, বাঁচি কি প্রকারে? ৪৭৫ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

কাজল নয়নে আর দিওনা কখন।
শরে কেবা নাহি মরে, বিষযোগ তাহে কেন?
তোমার কটাক্ষে কেহ না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু আছে তাহা শুন ॥
সুধা হলাহল সুরা নয়নের তিন গুণ ॥ ৪৭৬ ॥

নিধু বাবু

মালকোষ—আড়াঠেকা।

নয়ন মনঃ ডুবিল প্রাণ নয়নে তোমার।
ত্রিবেণী নয়ন, বেগ অতি ঘন, বহে তিন ধার ॥
পলক পবন বয়, যমুনা প্রবল হয়,
প্রলয় যেমন, তরঙ্গ তেমন, অপার পাথার ॥ ৪৭৭ ॥

নিধু বাবু।

কাফি।

তব কটাক্ষ বিষধর।
নয়নের মণি মণি, নয়ন বিবর ॥
বিবরে মণি রাখিয়া, নিমেষ ফণা ধরিয়া,
দংশিল নয়নে মোর সবারি গোচর।
দংশনে উপায় আছে, জীবন বাঁচয়ে পাছে,
তবে মরিতাম যদি গ্রাসিত নিকর ॥ ৪৭৮ ॥

রাধামোহন সেন।

পুরবী—আড়া তেতালা।

কটাক্ষে মরি এলো কটাক্ষে তরি, আমি তোমার।
এ আঁখি যেমন, না দেখি এমন, কখন কা'র ॥

বিষদৃষ্টে একবার জীবন কর সংহার।
আর বার চাও, সুধায় বাঁচাও, সে অনিবার ॥
মরণ জীবনাসার, বশ তব বাসনার।
যেন প্রাণ থাকে, কি কব তোমাকে, অধিক আর ॥ ৪৭৯ ॥

রাধামোহন সেন।

ভূপালী—আড়া তেতালা।

তিন সিন্ধু মিলিয়াছে নয়নে তোমার প্রিয়ে।
সুরাসিন্ধু বিষসিন্ধু সুধাসিন্ধু আদি, বাড়বানল সঞ্চার ॥
তাতে মম আঁখি তরী, মন আরোহণ করি,
হতেছিল পার।
এমন সময়ে এলো পলক পবন, ডুবিল দুই আমার ॥
মত্ত করে সুরাধারে, বিষ বিনাশিতে নারে,
কারণ সুধার।
আশা মন অনুরোধে বিবিধ বিধান,
করিতেছে বাঁচাবার ॥ ৪৮০ ॥

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—ধামার।

হরিষে বরিষে আঁখি এ আর কেমন?
বিচ্ছেদ বেদনায় এক করিতে রোদন ॥
যদি বহুদিনান্তরে, পাইলাম পীতাম্বরে,
তাহাতে সজল হ'লে দৃষ্টি আচ্ছাদন ॥
তৃষিত চাতক মন, ধ্যায় শ্যাম নব ঘন।
তুষিত তা নহ, কেন কর বরিষণ? ৪৮১ ॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা।
আমারে মজালে আমার নয়নেরি তারা ॥

বাসনা করি যে মনে, চাবনা তাহার পানে,
আঁখি নিষেধ না মানে, বহে বারিধারা ॥ ৪৮২ ॥

কালী মির্জ্জা।

সিন্ধুভৈরবী—আড়ঠেকা।

এমন কামবাণ কে তোমায় করেছে দান ?
হের না দর্পণে মুখ, আপনি হবে সন্ধান ॥
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
যদি বিধি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥ ৪৮৩ ॥

কালী মির্জ্জা।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

আমারে হইল একি দায়, নয়ন আপনার বশ নয়।
মনেরে বুঝাতে পারি, কাল আঁখি তাহে অরি,
আপনারি ধন হয়ে বশ নয় ॥ ৪৮৩ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

লাজ ভরে নয়নেতে কি শোভা হয়েছে প্রাণ,
হেরিয়ে মনঃ ভুলিল।
চঞ্চলা চপলা, জিনি চমকি চঞ্চলা,
কটাক্ষের খর ফলা হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৮৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি দোষ আমার আছে ?
নয়ন ভুলিয়ে মনঃ দিলে তার কাছে ॥
হেরেছি তারে কি ক্ষণে, সদা সশঙ্কিত মনে,
দারুণ বিরহাগুণে, প্রাণ দহে পাছে ॥ ৪৮৬ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

কালাংড়া—একতালা।

নয়নে যারে, লেগেছে সখিরে।
কেমনে পরাণ ধরে, প্রাণ ধনে নাহি হেরে,
রহিতে পারিরে ?
যদি তাতে থাকে দোষ, বল কি আমার দোষ ?
আঁখি ক'রে মনোবশ, ভুলালে আমারে ॥ ৪৮৭ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সই, আপন হইলে পর পরে কি যতন করে ?
নয়ন বিবাদী হয়ে, প্রকাশিল ঘরে পরে ॥
যত রাখি সম্বরিয়ে, তত উঠে উথলিয়ে,
মনানল তাপে ঘনরূপে বরিষণ করে ॥ ৪৮৮ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক।

কটাক্ষ সন্ধানে, আপনার পানে,
ওলো সুলোচনে চেওনা চেওনা চেওনা।
উহার বেদনা, তুমিত জাননা,
অনর্থ বেদনা পেওনা পেওনা ॥
ও যে খরতর, নয়নের শর,
কেবা আত্মপর, জানেনা জানেনা জানেনা।
পড়িলে রূপসি, খরধার অসি,
কাহার বলিধা মানেনা মানেনা মানেনা ॥ ৪৮৯ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ওলো ধনি পুন আর একটি বাব চাও লো।
বাঁচি কিনা বাঁচি ইথে বুঝে যাই তাই লো ॥
কিন্তু শুনিয়াছি পুরাতন লোক কয় লো।
বিষের ঔষধ বিষ বিষে বিষ ক্ষয় লো ॥ ৪৯০ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা।

কত গুণ জানে তব বিধু-বদন।
ভাবনা করিয়া মনে না পাইলাম সন্ধান॥
নয়নের গুণ কব কত, কটাক্ষে হরয়ে চিত,
সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত, বধিতে পরেরি প্রাণ॥ ৪৯১॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

নাহি পারি বুঝাতে আঁখিরে।
নিবারণ নাহি মানে চাহে তারে দেখিবারে॥
কত বলি তারে কেন, হের আঁখি অকারণ।
অন্যে কর নিরীক্ষণ, ক্ষণ নাহি ফিরে॥ ৪৯২॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

বাহার—আড়া।

ছি ছি আঁখি বল দেখি একি তব আচরণ?
মম কাছে থাকি তোর এ ব্যবহার কেমন?
একবার হেরি তারে, ভুলে গেলে একেবারে,
একা ফেলিয়ে আমারে হইলি তার অধীন।
যাহার দর্শনে হ'ল, যন্ত্রণা সার কেবল,
পুন বা বাসনা কেন, হয় তার দরশন? ৪৯৩॥

রাজা মহেন্দ্রলাল খান।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখিরে।
ফিরে ফিরে চেয়োনা, ফিরে যাও,
কি আর রেখেছ বাকিরে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ,
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে। ৪৯৪॥

রবীন্দ্র।

খাম্বাজ—যৎ।

কেন যারে তারে মন দিতে চায়রে নয়ন আমার?
কি কব নয়নের গুণ, সে যে অতি নিদারুণ,
আমারি অন্তরে থেকে আমারে মজায়রে।
মন নয় মনেরি মত, নয়নেরি অনুগত,
সদা করে জ্ঞানহত, শতদিকে ধায়রে॥ ৪৯৫ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

মন ভুলান ছলনা রমণী কত জানে।
কি গুণ আছে ওদের নয়নের কোণে॥
আঁখি ওদের অক্ষয় তূণ, ভুরু তাহে শরাসন,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিত অনেক জনে॥ ৪৯৬ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি একি হইল আমার।
আমারি নয়ন মন আমারে মজাতে চায়॥
আঁখি অনুগত মন, করে তার অন্বেষণ,
অনুমাত্র অদর্শন, যুগমাত্র প্রায়॥
মনে করি ভুলিবারে, আঁখি মজালে আমারে,
সেরূপ হৃদি মাঝারে, সতত দেখায়॥ ৪৯৭ ॥

আঁখিতে মজালে আঁখি।
পোড়া আঁখি লো সখি॥
ধন দিলাম, মন দিলাম, প্রাণ দিতে বাকী।
জল বিনে মৎস্য যেমন, অনলে পতঙ্গ যেমন,
সাতনলাতে বেঁধে যেমন,
গাছে মারে পাখি॥ ৪৯৮ ॥

ভৈরবী।

সুন্দরি! তব নয়ন গুণ জানে।
বধ পুরুষেরি প্রাণ কটাক্ষ শরসন্ধানে॥

হেরিলে রমণী মুখ, হরে যার সবদুঃখ,
চেয়ে মুখ চন্দ্র পানে।
এমন গুণ জানে ॥ ৪৯৯ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন আমায় মজালে, একি হ'লো দায়।
কখন জানিনে যাবে, নয়ন চিনালে তায় ॥
শুনরে নয়নের গুণ, আগে করায় দরশন,
পরেবে মজাতে নয়ন, আপনি মজিয়ে যায় ॥ ৫০০ ॥

শঙ্করাভরণ—আড়া।

হায় কি লাগি হলে মন নয়নের অধীন, এ কেমন ব্যবহার ?
জানত কেমন আঁখির গুণ, আমার হইয়ে নহে আমার ॥
হ'য়ে মম ধন, কেনরে মন ভুলিলে, তুমিও কুহকে তার ?
নয়ন কারণে, ভাব যে ধনে, সে কি এ ভাবের ভাবী তোমার ?
আঁখির মন্ত্রণা, বুঝে বোঝনা, দিওনা যাতনা, সহেনা আর ॥ ৫০১ ॥

আঁখির বিপদ্।

মুলতান—আড়া তেতালা।

পড়িয়াছ রূপ ফাঁদে পিরীতি কাননে,
বধিবে কি বিহঙ্গম কপট নিষাদ ?
হায়রে আমার আঁখি, নর্ত্তক খঞ্জন পাখী,
বন্ধনে পড়িয়া আজি, গণিছে প্রমাদ ॥ ৫০২ ॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

রূপেরি সাগরে ডুবিল। (আঁখি আমার)
না জানে সাঁতার আঁখি কেমনে পার হবে বল ॥
আঁখিরে তুলিব বলে, মন পুনঃ ঝাঁপ দিলে,
কিন্তু তার মায়া জালে, বন্দী হয়ে রহিল।

ছিঁড়িল ধৈরজ গুণ, অস্থির হতেছে প্রাণ,
বাড়িল বিচ্ছেদ তুফান, দেহতরী ভাঙ্গিল ॥ ৫০৩ ॥

শ্রীধর কথক।

নয়নে নয়ন দিয়ে নয়ন তুলিতে নারি।
তোমার নয়ন বাণে প্রাণে মরি লো সুন্দরি ॥
তোমার নয়ন ফাঁদে, চকোর বিনয়ে কাঁদে,
আমি মরি মন খেদে, চাতক যেমন বিনা বারি ॥ ৫০৪ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ওরূপ সাগর মাঝে ডুবিল আঁখি তরণী।
আশা প্রবল তুফানে মজিল কুল কামিনী ॥
মন মাঝি ছেড়েছে হাল, ছিঁড়ে গেছে লজ্জাপাল,
হ'ল তরী বানচাল, কি করি বল সজনি।
কূল পাওয়া হ'ল ভার, উপায় না দেখি আর,
কেমনে হইব পার, আইল কাল রজনী ॥ ৫০৫ ॥

মনের আচরণ।

দেওগিরি—জলদ্ তেতালা।

আমি কি করিব সই শুন, আমার মন বারণ, শুনেনা বারণ।
এত যে জলয় তবু, না বুঝে বুঝালে নীত, বিপরীত করে জ্ঞান ॥ ৫০৬ ॥

নিধু বাবু।

হিন্দোল—আড়াঠেকা।

মিছে অনুযোগ সইলো করিছ কি কারণে ?
কি করিতে পারে মন, মত্ত বারণে বারণে ?
আমার বশ এখন, নহে সে দুরন্ত মন,
বুঝালে সে নাহি বুঝে, তারে পারিবে কেমনে ?

মিলেছে সুখে থাকুক্, না শুনে সেথা মরুক্,
দুঃখ বোধ হলে কেহ, কোথা থাকয়ে কখন ? ৫০৭ ॥

নিধুবাবু।

বেহাগ—তেওট।

তোমার বাসনা মনঃ আমি পূরাব কেমনে ?
তুমি যে বশের নহ, অরে নিদারুণ মনঃ,
আছ পর আরাধনে ॥
নয়ন শ্রবণ আদি, ইন্দ্রিয়গণ বিবাদি,
তাহারা সকলে চলে তব মতাবলম্বনে ॥৫০৮॥

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

মনের নয়নে, ও সই, মজালে আমারে।
দেখিতে না চাহি যারে, সে দেখে তাহারে ॥
না হেরি যার বয়ান, না করি যাহার ধ্যান,
সে জন উদয় সদা মানস আগারে ॥ ৫০৯ ॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধু—মধ্যমান।

চিত তোর এ অনুচিত।
তুমি কারে ভালবাস ? সে যে প্রেমেতে বঞ্চিত।
বিরহ যাতনা, সে জন জানেনা, হও তারি অনুগত ॥
আমি যারে ভাবি প্রাণ, সে হয় পরের প্রাণ।
হেন প্রাণে সঁপে প্রাণ, প্রাণের হাতে যাবে প্রাণ ॥ ৫১০ ॥

কালী মির্জা।

ভীমপলাশী—জলদ্ তেতালা।

এ কি অনুচিত চিত ? উচিত নহে তোমার।
যাহাতে বঞ্চিত হলে, তাহাতে বাঞ্ছিত আবার ?
অকিঞ্চিৎ আকিঞ্চন, ওরে মন কর কেন ?
সে নহে তোমার, তুমি আশ্রিত হতেছ যার ॥ ৫১১ ॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

ভালবাসা এ কি দায়, এ কি দায় রে।
দেখিলে কত হয় মনে, অদর্শনে প্রাণ যায়॥
মন নয় মনেরি মত ভালবাসার অনুগত,
সদা তারি কথায় রত, এদুঃখ কহিব কায়? ৫১২॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুরট—জলদ্ তেতালা।

মন তোরে কে ভুলালে হায়।
না জানিয়া পরমন মজ একি দায়॥
কি দেখিলে কি জানিলে, দৃষ্টি মাত্রে মগ্ন হলে,
প্রেম হ্রদে ডুবাইলে, শেষেতে আমায়।
নয়নেরি অনুরাগে, মন তোমার সংযোগে,
এবিপদ অভিযোগে, বুঝি প্রাণ যায়॥ ৫১৩॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

ভুলিব তারে কেমনে?
রয়েছে বিম্বিত হয়ে যে জন দর্পণে॥
আমি ভাবি আর তারে, ভাবিবনা বারে বারে,
তবু মন অনুক্ষণ, ভাবে শুধু সেই জনে।
মন নয় মনের মত, সে হোলো পরানুগত,
বুঝাই যত অবিরত, মন তাহা নাহি মানে॥ ৫১৪॥

হরিশচন্দ্র মিত্র।

খাম্বাজ—যৎ।

মনের কথা মন কি জানে সই?
সুধাই তারে বারে বারে বল্‌তে পারে কই?
কি ভাবে মগ্ন থাকে, কারে সে যত্নে রাখে,
কে জানে কখন কাকে চায়, কভু খেলে মলয় বায়,

কভু চাঁদের আলোয় ফুল মালা দোলায়;
আড় নয়নে তারার পানে চায়;
হয়ত মাতে ঝঞ্ঝা বাতে, মেঘের সনে গায়,
বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে, মন নিয়ে সই সারা হই॥ ৫১৫॥
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সুরট মল্লার—কাওয়ালি।

মন! তুমি কেন বল হতেছ কাতর?
তুমিত তাহার কাছে আছ নিরন্তর॥
আঁখি যে ঝরিছে এত, তবু তারে দূষিনেত,
হেরিতে না পায় সেই রূপ মনোহর।
দেহ যে এতেক ক্ষীণ, হইতেছে দিন দিন,
আলিঙ্গিতে পায় না সে প্রিয় কলেবর॥
কর্ণ যে বিশীর্ণ! কিবা দোষ দিব তায়,
শুনিতে না পায় সেই সুমধুর স্বর।
মন! তুমি কেন বল হতেছ কাতর? ৫১৬॥
কালীকুমার চক্রবর্ত্তী।

পরজ—ঝাঁপতাল।

কার দোষ দিব বল, দোষী কব কায়?
আমার মন, আমার নয়ন, আমারে মজাতে চায়॥
মন যদি হ'ত মনের মতন,
তবে কি দুঃখ পেতাম এখন?
আমি মনেরে বুঝাব কত, সতত কুপথে ধায়? ৫১৭॥

সিন্ধু—খেমটা।

ঘরে আর মন সরেনা, বোঝালেত বোঝে না মন।
কে যেন নে যায় টেনে জ্বালা এ কি যেমন তেমন?
মনে করি মনকে ধরি, পারিনে কেঁদে মরি,
কি ছলে মজালে হায়—উপায় কি করি,
অবশে যাইগো ভেসে, মন ত নয় মনেরি মতন॥ ৫১৮॥

বিবাদ বাদিল সখি মন নয়নে।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

বিবাদ বাদিল সখি মন নয়নে।
নব ঘন বিনিন্দিত শ্যামরূপ দরশনে॥
নেত্র হয় হয় গতি, রজ্জু দিয়ে নিবৃত্তি,
বাঁধিয়ে মন সারথি, রেখেছে তায় প্রাণ পণে।
সে মন ভুলালে হরি, বল এখন কি করি,
গৃহে না রহিতে পারি, হেরে সেই চন্দ্রাননে॥ ৫১৯॥

—০—
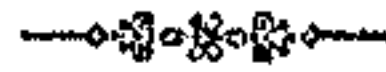
পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী,
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নত মুখী,
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখিহে অপরূপ—চাতুরী গোরী।
সবজন তেজিয়া আগু সরি ফুকরই,
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল,
কহত হার টুটি গেল।
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু,
শ্যাম দরশন ধনি কেল॥
নয়ন চকোর কানু মুখ শশীবর,
করল অমিয়া রস পান।

তুহুঁ তুহুঁ দরশনে রসহুঁ পসারল,
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥ ৫২০ ॥
বিদ্যাপতি।

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সে ধনী রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই ॥
একলি চললি ধনি হ্যে আগুয়ান।
উমতি কহই সখি করহ পয়ান ॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি ॥
কিয়ে ধনি রাগী বিরাগিনী হোয় ?
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয় ॥
কৈছে মিলব হামে সো ধনি অবলা।
চিত নয়ন মঝু তুহুঁ তাহে রহলা ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারী ॥ ৫২১ ॥
বিদ্যাপতি।

তিরোতা—ধানশী।

রামা অধিক চন্দ্রিমা তুহুঁ ভেল।
কতহুঁ যতনে কত অদভুত বিহি নিহি তোহে দেল ॥
সুন্দর ললাটে সিন্দূর বিন্দু সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আঁধিয়ার ॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারসি অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবন ঠেলল অলি ভরে উলটায় ॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপয়সি থোর থোর দরশায়।
কতেক যতনে কতহুঁ গোপসি হেম গিরি না লুকায় ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি এরূপে এ রস জানে।
রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণে ॥ ৫২২ ॥
বিদ্যাপতি।

ধানশী।

করে কর ধরি, যো কিছু কহল, বদন বিহসি থোর।
জনু হিমকর, মৃগ পরিহরি, কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা শপতি করহুঁ তোর।
সেই গুণবতী, গুণ গুণি গুণি, না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন, ললিত ভূষণ, ফুয়ল কবরী ভার।
তাহা উহু করি, যো কিছু কহল, তাহা কি বিছুরি আর॥
নিভৃতকেতনে, হরল চেতনে, হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি, ভালে সে উমতি, বিপতি পড়ল বাধা॥ ৫২৩॥

বিদ্যাপতি।

কামোদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন,
পাশ পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাতি, অধর মিলায়তি,
মৃদু মৃদু কহত হি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ,
হেরি হেরি না পূরল আশা॥ ৫২৪॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা—ধানশী।

নহুঙা বদনী ধনী বচন কহসি হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিমা শশী॥
অপরূপ রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজ গমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী তনু অতি কোমলিনী।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর॥ ৫২৫॥

বিদ্যাপতি।

বালা ধানশী।

এ সখি কি পেখলু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেঢ়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্ব ফল যুগল বিকাস।
তা পব কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন জোড়।
তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিশান।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভালে জান॥ ৫২৬॥

বিদ্যাপতি॥

বালা ধানশী।

কানু হেরব করি ছিল বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি অবোধি মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই ন পারি॥
শ্যাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছুরিয়ে তত বিছুর ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ৫২৭॥

বিদ্যাপতি॥

তিরোতা॥

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কইতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি, এ কর্ম্ম করিলি কি?
বেলি অবসান বেলে।
গিয়াছিলি নাকি জলে?
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে॥

দেখায়ে বদন চাঁদে।
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
তুঁহু তুরিত আওল, লখিতে নারিল, ঐ ঐ করি কাঁদে॥
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ, শুনহ সুন্দরি, কানু জিয়াবে কি করি॥ ৫২৮॥
বিদ্যাপতি।

ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শত বার, তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো?
গুরু দুরু জন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেবে পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়, ঠেকেচে কালিয়া ফাঁদে॥ ৫২৯॥
চণ্ডীদাস।

কামোদ।

জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, সুধা পিতে উতরোল,
নিমিখ নিবখি নাহি হয়॥
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী, হৈয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন ভোলানি,
দোলনি গলে বনমাল।

মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে, বেড়িয়া তহি বসাল॥
নয়নের বাণ, দুইটি লোচন, দেখিতে পরাণে হানে।
পশিঞা মরমে, ঘুচাঞা ধরমে, পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয়, এমন যে রূপ আর।
যে জন দেখিল, সেই সে ভুলিল, কি তার কুল বিচার॥ ৫৩০॥
চণ্ডীদাস।

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম? কেবা যাবে পরতীত?
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জলে, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥ ৫৩১॥
চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা?
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেন যোগিনীর পারা॥
আলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে
কি চাহে দুহাত তুলি?

এক দিঠি করি, মউরা মউরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয়, নব পরিচয,
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ৫৩২ ॥

চণ্ডীদাস।

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখলু আপনি,
আভরণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরিময়,
ধৈরযের ধৈরয যায় ॥
সই চাহনী মোহিনী থোরি।
মরমে লাগিল, হেরিয়া বুঝিল,
রূপের নাহিক ওরি ॥
বদন চান্দ, কামের ফান্দ,
বুঝিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাঁগ,
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কড়ছে কড়ছি থুঞা।
দেখিয়া শোভায়, মদন লোভায়,
কেমনে ধরিব হিয়া ॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগল মোই।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপুনি,
এমন সাপিনী থোই ?
দশন কাঁতি, মুকুতা পাতি,
হাসিতে উগারে শশী।

পরাণ পুতলি, হইল পাগলি,
মনেতে লাগল পশি ॥
শুধু যে হিয়া, রহিল পড়িয়া,
বস্তু যে চলিয়া যায়।
চণ্ডীদাস কয়, ফিরি দেখা হয়,
তবে সে পরাণ পায় ॥ ৫৩৩ ॥

চণ্ডীদাস।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম !
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ?
নাম পরতাপে যার, অবশ করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয় ? ৫৩৪ ॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

সখাহে ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরি, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
শুনহে পরাণ স্থবল সাঙ্গাতি,
কোথা ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপর পা ॥

অঙ্গের বসন, করেছে আসন,
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে,
সুমেরু শিখর জিনি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে,
পড়েছে চিকুর রাশি।
কান্দিয়া আঁধার, কনক চান্দার,
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে হুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশী কলা।
মাজিতে উদয়, শুধু সুধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, চিত বেয়াকুল,
মনমথজরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলি আদেশে,
শুনহে নাগর চন্দা।
সে যে বৃকভানু রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ৫৩৫॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবণী সায়র,
অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ।
দশন কিরণ কত, দামিনী ঝলকত,
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ॥

সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী ভবমহি চঞ্চল,
চকিত চমকি চলি যাই॥
পদ দুই চারি, চল বর-নায়রী,
রহিল নিমিখ শর জোরি।
কুটিল কটাক্ষ, কুসুম শর বরিখণে,
সরবস লেখল মোরি॥
মঝু মনো যশোগুণ, সুধী মতি ধাধস,
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব,
জপর্ত্তহি তুয়া গুণ মালা॥ ৫৩৬॥

গোবিন্দদাস।

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে?
নয়ানের বাণ হানল মরমে॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান॥
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি।
যাচিঞা যৌবন দিব শ্যাম রূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥ ৫৩৭॥

গোবিন্দদাস।

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী,
অবনী বহিয়া যায়।

ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে,
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কিখেনে দেখিনু,
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল,
কেনে বা সদাই ঝুরে?
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষ বিষম বিশিখে,
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতি ফুলের মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা,
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বান্ধল,
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম,
দাস গোবিন্দ কয়॥ ৫৩৮॥

গোবিন্দদাস।

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ, কামিনী মোহন ফান্দ,
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥

সই কিবা সেই নয়ন নাচনি।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট, দশনখ চান্দ নাট,
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ,
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুলশীল যত ছিল, মনে লাগে সব গেল,
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে, ঐছন লাগয়ে গো,
নব অনুরাগের স্বরূপ॥৫৩৯॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

যঁহি যঁহি নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তঁহি তঁহি বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল থলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যঁহি যঁহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তঁহি তঁহি উথলই কালিন্দী হিল্লোল॥
যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই।
তঁহি তঁহি নীল উৎপল বন ভরই॥
যঁহি যঁহি হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তঁহি তঁহি কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনল নাহি জান॥ ৫৪০ ॥

গোবিন্দদাস।

বিভাস ।

চলিতে না পারে রসের ভরে ।
অলস নয়ানে অলস ঝরে ॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও ।
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥
না জানি এ কিবা অন্তর সুখে ।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে ॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ ॥
কালর বদন চমকি চাও ।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও ॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি ।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাথি ॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায় ।
রসের বেভার লুকা না যায় ॥ ৫৪১ ॥

জ্ঞানদাস ।

সুহই ।

রাই কেনে বা এমন হৈলা ?
কি রূপ দেখিয়া আইলা ?
মরম কহনা মোয় ।
বেয়াধিযুচাঙ তোয় ॥
না পারি বুঝিতে রীত ।
সব দেখি বিপরীত ॥
সোনার বরণ তনু ।
কাজর হৈভ গেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা ।
কহিতে বচন হারা ॥

জ্ঞানদাস মনে জপে।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥ ৫৪২ ॥

জ্ঞানদাস।

ইমন।

কি মোহন নন্দকিশোর।
হেরইতে রূপ মদন মন ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ পটল বরিখত রসধার ॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রসিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥
গলে গজমোতিম মাল।
করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
কুলবতী পরশন পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই ॥
শুনিতে বচন সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সোই বাণী ॥ ৫৪৩ ॥

জ্ঞানদাস।

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥
সোই কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতের সার ॥

গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ ৫৪৪॥

জ্ঞানদাস।

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপ খানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥
কি রূপ দেখিনু সোই নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চূর॥
আর তাহে কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন মুগধী?
দেখিতে সে চাঁদ মুখ জগমন হরে।
আধ মুচ্‌কি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥ ৫৪৫॥

বলরামদাস।

ভাটিয়ারি।

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে,
কে তাহে পরাণ ধরে?
ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥

সোই কি জানি কদম্বতলে।
ওরূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি,
দিনু যমুনার জলে॥
বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনি,
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি, নিশ্চয় জানিনু,
মজিল কুলের নারী॥
চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাচনি,
সাজনি ময়ূর পাঁখে।
বলরাম বলে, কোন্ বা দারুণী,
কুলের ধরম রাখে॥ ৫৪৬॥

বলরাম দাস।

কামোদ।

কপালে চন্দন চাঁদ, নাগরী মোহন ফান্দ,
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে,
মো পুনি ঠেকিলুঁ ওনা ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে?
জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি নিয়া,
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ, কাঁদে পূর্ণিমক চান্দ,
লাজ ঘরে ভেজেঞা আগুনি।
নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে,
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মন্নু কি রূপ দেখিয়া আনু,
কাঁলা অঙ্গে পড়েছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইনু এ রূপ যৌবন সনে,
আপনি সাজাঞা দিব ডালি॥

কি খেনে দেখিনু তারে, না জানি কি কৈল মোরে,
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে, ও রূপ দেখিয়া গো,
কোন্ বা পামরী রবে ঘরে? ৫৪৭॥

বলরামদাস।

ভাটিয়ারি।

অঙ্গে অঙ্গে মণি, মুকুতা খেচনি,
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা,
মদন মুরুছা পায়॥
মরো মরো সোই ও রূপ নিছিয়া লইয়া।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল?
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥
ঢুলি ঢুলি ছুটি, নয়ান নাচনি,
চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধনে, বিষম সন্ধানে,
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া,
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে, লোটাএগ্রা লোটাএগ্রা,
কাতরে পরাণ কাঁদে॥
আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া, ভাল সে বুঝিয়া,
মরে বলরামদাস॥ ৫৪৮॥

বলরামদাস।

শুনইতে আনহি, আনহি শুনত,
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদগদ, উত্তর নাহিক সই,
কহইতে সজল নয়ান ॥
সখিহে কি ভেল এ বর নারী।
করহুঁ কপোল, থাকিতে বহু ঝামরি,
জনু ধনহরী জুয়ারি ॥
বিহুবল হাস, রভস-রস-চাতুরী,
বাউরি জনু ভেল গোরি।
ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ, নিশসিত তনু মোড়ই,
সঘনে ভরম ভোরি ॥
কাতর কাতর, নয়নে নেহারই,
কাতর কাতর বাণী।
না জানিয়ে কোন দুঃখে, দারুণ বেদন,
বার বার এ দুই নয়ানি ॥
ঘন ঘন নয়নে, নীর ভরি আওত,
ঘন ঘন অধরহি কাঁপে।
বলরামদাস কহে, জানলু জগমহে,
প্রেমক বিষম সন্তাপ ॥ ৫৪৯ ॥

বলরামদাস।

কিশোর বয়সে কত বৈদগধি ঠাম।
কাম রতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে ?
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
ম'লু ম'লু কত রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥

অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গি॥
মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ কেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাস কহে অবশ পরশে॥ ৫৫০॥

বলরামদাস।

সুহই।

সুন্দরি! বুঝিনু তোমার ভাব।
প্রেম রতন, গোপতে পাইয়া,
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ?
আন ছলে কহ আনের কথা,
বেকত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে, অঙ্গ ঢল ঢল,
ইঙ্গিতে প্রেম তরঙ্গ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পার,
চরণ হইল হারা।
কানুর সনে, নিকুঞ্জ বনে,
রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা॥
পুছিলে না কহ, মনের মরম,
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে, কি আর বলিবে,
ভাবেতে মজিল চিত॥ ৫৫১॥

বলরামদাস।

তুড়ি।

আলো সই কি হইল মোরে প্রেম জ্বালা!
মো মেনে আপনা খাইনু, কেনে বা যমুনা গেনু,
শয়নে স্বপনে দেখি কালা॥

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা আভরণ অঙ্গে,
গেলাঙ জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে, যেখানে ভুলিনু বাটে,
কালা মেঘে ঝাঁপ্যা ছিল মোরে॥
যমুনা যাইতে পথে, দোসারি কদম্ব আছে,
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে,
সেই হইতে মরমে হইল বেথা॥
সে কাল কালিয়া শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম,
কালিন্দী কদম্বতলে থানা।
বংশীবদনে কয়, যুবতী জীবার নয়,
দেখিলে মরমে দেয় হানা॥ ৫৫২॥

বংশীবদন।

বরাড়ী।

বড়ি যাই কানুরে পরাণ গোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে, দেখিযাছি রাখাল সনে,
খেলা রসে হইয়াছিল ভোর॥
বংশীবটের তল, ছায়া অতি সুশীতল,
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ, মুখানি ঘামিয়া ছিল,
ভোকে আঁখি অরুণ বরণ।
পীতধড়া অঞ্চল, ঘামে তিতিয়াছিল,
ধুলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন হয়, যদি নহে লোক ভয়,
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া॥
কি করিব কোথায় যাব, এ দুখ কাহারে কব,
না কহিলে মনে ব্যথা লাগে।

বংশীবদনে কয়, কিকরিবে লোক ভয়,
কহো যাঞা যশোদার আগে॥ ৫৫৩॥
বংশীবদন।

ধানশী।

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই,
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গে যেন,
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে, ডুবিলাম রসের কূপে,
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
বিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা,
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া, দোমুতি মুকুতা বেড়া,
মত্ত ময়ূর পুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্ব মালা, জিনিয়া মদন কলা,
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুরি,
বলিহারি যাও বংশীদাস॥ ৫৫৪॥
বংশীদাস।

শ্রীরাগ।

কি হেরিনু কদম্ব তলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর, পরাণ কেমন করে,
জিতে কি পারিযে পাসরিতে?
কপালে চন্দন চাঁদ, কামিনী মোহন ফাঁদ,
আন্ধারে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপরে চান্দ সদাই উদয় করে,
নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥

কিশোর বয়স বেশ, আর তাহে রসাবেশ,
আর তাহে ভাতিয়া চাহনী।
হাসির হিল্লোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে,
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥
যে দেখয়ে একবার, সে কি পাসরয়ে আর,
শুধুই সুধার তনু খানি।
দাস অনন্ত বলে, রূপ হেরি কে না ভুলে?
জগতে নাহিক হেন প্রাণী॥ ৫৫৫॥

অনন্তদাস।

সিন্ধুড়া।

কি পেখলু বরজ, রাজ কুল নন্দন, রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি,
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥
একে সে চিকণ তনু, কাঞ্চন আভরণ,
কিরণ হি ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে, আগোরল লোচন,
না চিহ্নিনু কাল কি গোর॥
গ ্জে দৃগঞ্চল, অরুণ কঞ্জ দল,
তাহে কত ফুল শর সাজে।
ও রূপ বিলাস হাস, নাহি পেখলু,
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল, দোলত মণি-কুণ্ডল,
ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ লাবণি, দিঠি না পেখলু,
দুখিয়া অনন্তদাস॥ ৫৫৬॥

অনন্তদাস।

সুহই।

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি?
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে,
সেই সে পরাণ তার সাখি॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো,
চান্দে যেমন ভ্রমরার ভাঁতি॥
রতন কড়িয়া কেবা যতন করিয়া গো,
কে না গড়াইয়া দিল কানে?
মনের সহিত মোর এ পাঁচ পরাণ গো,
যোগী হইল ওহারি ধেযানে॥
নাসিকার আগে শোভে এ গজমুকুতা গো,
সোণায় মঢ়িত তার পাশে।
বিজুরি সহিত যেন চান্দের কলিকা গো,
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুলে মঢ়িত তার আগে।
যৌবন বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো,
উহারি পরশ রস মাগে॥
মদন ফান্দ ও না চূড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়াছে কোথা?
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো,
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥
মধুর মধুর ও না বোল খানি খানি গো,
হাতের উপরে লাগি পাই।

এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই॥
নাটুয়া ঠমকে যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
যেন গজরাজ মদমত্ত।
শ্রীনিবাস কয়, ও রূপ লখিল নয়,
রূপ সিন্ধু গড়ল বিধাতা॥ ৫৫৭॥

শ্রীনিবাস দাস।

তুড়ি।

কি দেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো, বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই, কি খেনে দেখিনু আজ তারে॥
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥ ৫৫৮॥

যদুনাথ দাস।

বরাড়ী।

কি তুহুঁ ভাবসি রহসি একান্ত?
ঝর ঝর লোচনে নেহারসি পন্থ॥
কহ কহ চম্পক গোরি।
কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোড়ি?
ঘাম কিরণ বিনু ঝাপই অঙ্গ।
না জানি এ কানুক প্রেম তরঙ্গ॥
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে॥ ৫৫৯॥

রাধামোহন দাস।

শ্রীরাগ।

কি রূপ দেখিনু সোই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে॥

কি বুদ্ধি করিব সোই কি বুদ্ধি করিব ?
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে ।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ?
গৃহ কাজে নাহি মন কার নাহি সরে ।
শ্যাম নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহাতে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে ।
পরাণ কেমন করে ম'নু লোক লাজে ॥ ৫৬০ ॥

রামকেলী ।

আলো সোই করিব কি ?
পরাণ পরবশ জী বারেঙ্গী ॥
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি ?
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি ॥
নখিলে নহে রূপ নখিল নয় ।
যে অঙ্গে প.ড় দিঠি সে অঙ্গে রয় ॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয় ।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয় ॥
যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পুরে ।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে ॥
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে ।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে ॥
নয়ান কোণে তার আছে কি ধন ।
যার লাগি জাতি কুল করিনু পণ ॥ ৫৬১ ॥

একি অপরূপ রূপ তরু তলে ।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥
মোহন চিকন কালা, নানা ফুলে বন মালা,
কিবা মনোহরতর, বর গুঞ্জা ফলে ।

বরণ কালিম ছাঁদে, বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে ?
কস্তুরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া সাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরয ধরিতে নারে,
রমণী কি তায় যায় মুনি মন টলে ॥ ৫৬২ ॥

ভারতচন্দ্র।

মহড়া।

কদম্ব তলে কেগো বংশী বাজায় ?
এতো দিনো আসি যমুনা জলে,
আমি, এমনো মোহনো, মূরতি কথনো,
দেখিনি এসে হেথায় ॥

চিতেন।

অঙ্গে অগুরু চন্দনো চর্চ্চিতো বনমালা গলায়।
আমরি এ রূপ ধরেনা ধরায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে বাঁধিয়াছে চূড়া ভ্রমরা গুঞ্জরে তায় ॥

অন্তরা।

সই সজল নব জলদ বরণো ধরি নটবর বেশ।
চরণো উপরে থুয়েছে চরণো এই কি রসিক শেষ ?

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ্ নখরেরো ছটায়।
অনঙ্গ এ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।
আমার হেন লয় মনে, জীবন যৌবনে,
সঁপিব ও রাঙা পায় ॥

অন্তরা।

হায় অনুপম রূপো মাধুরী সখি হেরিলাম কিরূপে।
প্রাণ নিলে হেসে ঈষতো হেসে,
বঙ্কিমো নয়নে ॥

চিতেন।

মন্দ মধুরো মুচকি হাসি চপলা চমকায়।
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো গেলো,
মন্ মজিলো হেরে উহায়॥

অন্তরা।

সই অলক আবৃতো বদনো, তাহে মৃগমদ তিলকো।
মনোহর সাজো নাসাগ্রে গজো মুকুতার ঝলকো॥

চিতেন।

বিম্ব অধরে অর্পে বেণু সে রবে ধেনু চরায়।
কিবে সুন্দরো সুঠামো, ত্রিভঙ্গো ভঙ্গিমো,
রূপে ভুবন ভুলায়॥

অন্তরা।

সই, বেষ্টিত ব্রজ বালক সবে কি শোভা আমরি হায়।
গগনেতে তারাগণ মাঝে চাঁদ যেমন শোভা পায়॥

চিতেন।

সই, কেন বা আপনা খেয়ে আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে এ কি দায়॥ ৫৬৩॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

নটবর কে গো সখি?
তার নাম জানিনে কাল বরণ,
ভঙ্গী বাঁকা, বাঁকা আঁখি॥
যাই যদি যমুনার জলে, সে কালা কদম্বতলে,
হাসি হাসি বাজায় বাঁশী, বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি।

চিতেন।

ভুবন মোহন ভঙ্গী অতি চমৎকার।
সে যে মনগত মন্মথ রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার॥

চাইলে সে চাঁদ বদন পানে,
নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে ?
একবার হেরে মরি প্রাণে,
প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি ॥ ৫৬৪ ॥

রাম বসু ॥

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে ॥
যে ছিল অন্তরে মোর, বাহ্যে দেখি তারে,
নয়ন অন্তর হ'লে পুনঃ সে অন্তরে ॥ ৫৬৫ ॥

নিধু বাবু।

বেহাগ ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তুমি তার তরে হ'লে সুধামুখি পাগলিনী।
সেই ধ্যান জ্ঞান, তার গুণ গান, দিবস রজনী ॥
অন্য অন্য বিষয়েতে, থাক তুমি অন্য চিতে,
তাহার প্রসঙ্গ হ'লে নানা রঙ্গ কুরঙ্গনয়নী ॥ ৫৬৬ ॥

নিধু বাবু।

আলাইয়া ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

কেও যায় চাহিতে চাহিতে ?
ধীর গমন অতি হাসিতে হাসিতে।
যতক্ষণ যায় দেখা না পারি সরিতে।
আঁখি মোর অনিমিক্ হেরিতে হেরিতে ॥ ৫৬৭ ॥

নিধু বাবু ॥

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

কি হ'লো আমারে সই বল কি করি ?
নয়ন লাগিল যাহে, কেমনে পাসরি ?
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি।

তৃষিত চাতকী যেন, থাকে আশা করি,
ঘনমুখ হেরি সুখী, দুঃখী বিনে বারি ॥ ৫৬৮ ॥

নিধু বাবু।

মূলতানী—আড়া।

ওলো আর যাবনা আমি যমুনারি কূলে।
হেরিয়ে রূপ যাহার, কুলে থাকা হ'ল ভার,
নাম জানিনে তাহার, সে থাকে গোকুলে ॥
যখন সে চায় ফিরে, আসিতে না পারি ফিরে,
নিয়ে নাহি দেয় ফিরে, মন যে হরিয়ে নিলে।
গুরু জনা ছিলো সাথে, মরে ছিলাম মরমেতে,
পূরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে ॥ ৫৬৯ ॥

কালী মির্জা।

বাহার—আড়া।

মোহন মন মোহিলো সখি মোর।
লেগেছে মরমে গো শপথী তোর ॥
মধুর মুরলী করে মধুবনেতে বিহরে,
মন্দ মধুর স্বরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ ৫৭০ ॥

কালী মির্জা।

সিন্ধু বাহার—তাল হরি।

সখি সে কি তা ভাবে, আমি যে পেয়েছি দুঃখ
তারি অভাবে ?
তারি রূপ হেরে, সদা মন ঝুরে, ভুলিতে না পারি,
জর জর প্রাণ স্থির কে করিবে ? ৫৭১ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—আড়া মধ্যমান।

রাই মুখ অরবিন্দে, হের আসি হের বিন্দে।
খঞ্জন নয়নেতে অঞ্জন বহে জল বিন্দে ॥

কি ক্ষণে কি দেবতায়, জলে গিয়ে হেরে তায়,
ধ্যান জ্ঞান শিবার্চ্চন সকলি তো সে গোবিন্দে ॥ ৫৭২ ॥

শিবচন্দ্র রায়।

মূলতানী।

লাগিল নয়নে মনে কিক্ষণে নবীন কিশোর সুন্দর,
ঐ সই যমুনা পুলিনে।
আরত গৃহে যাওয়া হোলোনা, বুঝি বহে না
কুল মান মুরলী শুনে, চলিতে চরণ বাধে চরণে ॥
পদে পদ আরোপিয়ে, ত্রিভঙ্গ অঙ্গ হেলায়ে,
ইন্দীবর নিন্দিয়ে নীল চবণে।
নটবর বেশে, মৃদু হাসে, মন বশে রাখি কেমনে ?
আর তাহে আঁখি শরসন্ধানে ॥ ৫৭৩ ॥

আশুতোষ দেব।

যোগিয়া—খং।

মন হারাইলাম হেরে ঐ মনোহরে।
কি মোহন রূপ, কোটি সুধাকূপ, পীত ধটী কটীপরে ॥
কৌস্তুভশোভন, ত্রিলোকরঞ্জন, মধুর মুরলী ধরে অধরে।
বঙ্কিম নয়নে চায় যাহা পানে,
কেমনে ধৈরয ধরে ॥
পশিল হৃদয়, বুঝি কুল যায়, ঘরে যাওয়া দায়,
আঁখি না ফিরে।
অঙ্গ ত্রিভঙ্গ, যে ভুরুভঙ্গ, অনঙ্গ সাকারে ॥
মৃদু মৃদু হাসে, ক্ষণে আশুতোষে,
মিছে দোষে, মন্দ ভাষে রাধারে ॥ ৫৭৪ ॥

আশুতোষ দেব।

সুরট মল্লার—আড়া।

কি অপরূপ হেরিলাম যমুনা তটে।
যেরূপ দেখেছি পটে, সেই বংশীবটে বটে ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী হেরিয়ে, অনঙ্গ অঙ্গ ছাড়িয়ে,
আছে বুঝি লুকাইয়ে, কটি তটে পীত পাটে॥
মন হইল ব্যাকুল, আর না রহে গো কুল,
আশু সদুপায় বল, কেমনে ঘটে না বটে॥ ৫৭৫॥

আশুতোষ দেব॥

খাম্বাজ জঙ্গলা—একতালা।

চিত্র পটেতে লেখা, কি দেখালি আমায় গো বিশাখা।
সে কি মনোহর রূপ, হেরে যার অনুরূপ,
ধৈরয লাজ ইথে না যায় রাখা॥
সে যে অনিমেখে চেয়ে, আমি চেয়ে তারে চেয়ে,
চিত্রলেখা কি গুণ এ কার কাছে শেখা?
এই চিত্র চিত্ত গামি, কেমনে পাইব আমি,
উপায় করিয়া আমায় শ্যামে দেখা বিশাখা॥ ৫৭৬॥

শিবচন্দ্র সরকার॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

প্রকাশিয়ে বল না বল।
অনুভাবে বুঝা গেল॥
সুবর্ণ যে বর্ণ ছিল, কি তাপে মলিন হলো,
কেন হেরি তব মন চঞ্চল॥ ৫৭৭॥

গোপালে উড়ে।

বেলাওল—টিমা তেতালা।

নয়ন মগন হ'ল, মানস হ'ল চঞ্চল।
হৃদয় কাতর দুঃখে, দহিল বিরহানল॥
এ কি রূপ অনুপমা, মরি কিবা মনোরমা,
প্রাণ মন জ্ঞান ধন, হেরে অবশ সকল।
ভুলেছি আমি যে ভাবে, সেতো না ভাবে এ ভাবে,
তবে কি ভাব প্রভাবে, বিফল ভাবেতে ফল॥ ৫৭৮॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক।

ভৈরবী—তেওট।

আঁখির মিলনে সখি বল দেখি একি রঙ্গ।
অলসে অবশ হলে, তবু নাহি অঙ্গ সঙ্গ॥
বিধুমুখ তর তর, হৃদি পদ্ম থর থর,
শ্রমনীর ঝর ঝর, স্থির নয়ন কুরঙ্গ॥
ভাব ভরে গর গর, প্রেম জ্বরে জর জর,
স্মর শরে দর দর, নাচিছে ভুজ ভুজঙ্গ॥
গদ গদ প্রেম ভরে, ডগমগ বস তরে,
মুখে স্বর না নিঃসরে, প্রায় পিঞ্জর বিহঙ্গ॥ ৫৭৯॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক॥

ঝিঁঝিট—টিমা তেতালা।

বুঝি প্রেম দায় ঘটিলরে আমায়।
অন্তরেরি লাজ ভয় অন্তরে হ'লো বিদায়॥
মন মানা নাহি মানে, অনাদর কুলমানে,
পেয়ে আপন সমানে, মন যে মজিল তায়।
আর যা মনেতে ছিল, ত্যজিল সে সমুদায়॥ ৫৮০॥

শ্রীধর কথক।

মুলতান—আড়াঠেকা।

আর তো যাবনা লো সই যমুনারি কূলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে॥
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহে আসা হ'লো ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে॥ ৫৮১॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—পোস্তা।

একি অসম্ভব ভাব আমার অন্তরে গো।
বিস্ময় হয়েছি বাক্য না সরে অধরে গো॥
নয়নে না দেখি যারে, শ্রবণে শুনিয়ে তারে,
স্বপনেতে বারে বারে, দেখি হৃদি পরে গো॥

কহিতে না পারি ডরে, রহিতে না পারি ঘরে,
সহিতে না পারি পরে, পরেতে কি করে গো?
শোক সিন্ধু বহে শিরে, নয়ন ভাসিছে নীরে,
না জানি কে লবে তীরে, যাব কার করে গো॥ ৫৮২॥

যদুনাথ ঘোষ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে?
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
মরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, অন্তরে মরি গুমুরে॥ ৫৮৩॥

মাইকেল।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

কি হেরিলাম আমরি, কিবা রূপ মাধুরী,
আসিতে না পারি ফিরে, এলাম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ লাজ ডরে, পারি নাই প্রাণ ভরে,
যদি বিধি দয়া করে, পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে, চাইব ফিরে ফিরে॥ ৫৮৪॥

দীনবন্ধু।

বসন্ত বাহার—যৎ।

যে আমার মন ভুলালে,
ত্বরায় সখি আন তারে।
বিলম্ব সহেনা তিলেক,
দেখিতে প্রাণ চায় তারে।
চন্দ্রমার প্রেয়সী অনেক,
কুমুদীর কে বিধু বই?
যদি বাঁচি তারি আছি;
কোরেছি প্রাণ দান্ তারে,

জাগিছে বঁধুর রূপ সদা মম অন্তরে।
যোগিনীর মত আমি সদা ধ্যান করি তারে॥ ৫৮৫॥

হরিশচন্দ্র মিত্র।

সারঙ্গ—একতালা।

কি হেরিলাম রূপ—যমুনার জলে।
কালিয়ে বরণ, অতি সুচিকণ, কলসী হিল্লোলে হেলে॥
জলেতে যে রূপ দেখি, সে রূপ স্থলে নিরখি,
পুন তারে হৃদে দেখি, নয়ন মুদিলে॥
কি হলো কি হলো মোরে, কালা অন্তর বাহিরে,
জলে স্থলে হেরে তারে, কেবা রয় কুলে॥
যে হেরেছে কাল বসন, কাল ভেবে কাল বরণ,
যদু যেন কাল বরণ, দেখে হৃদি মূলে॥ ৫৮৬॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

সারঙ্গ—একতালা।

সখি কি হলো আমায়—কালিয়ে বরণ।
গৃহে কাজে থাকি, কালরূপ দেখি,
যদি মুদি আঁখি, করে আকর্ষণ॥
যদি থাকি অন্য মনে, কালরূপ দেখি নয়নে,
পুন প্রবেশিয়ে মনে, করে উচাটন॥
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, বাজিয়ার বাজি প্রায়,
ধরিলে না ধরা দেয়, হয় অদর্শন॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে কালা পাব,
যদু বলে কেন ভাব, হইবে মিলন॥ ৫৮৭॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

নিল যে হরি (চিত মম)।
কি বিচিত্র চিত্র মোরে দেখাইল চিত্রকরী॥

একি সখি অলক্ষণ, চিত্র করি দরশন,
চঞ্চল হইল মন, ধৈরয ধরিতে নারি।
নাহি জানি এ কামিনী, মানবী কি মায়াবিনী,
স্বপ্ন সম দিয়ে দেখা, লুকাল ছলনা করি ॥ ৫৮৮ ॥

গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু।

সিন্ধু—মধ্যমান।

সাধে ফাঁদে পড়ি, পোড়া প্রাণ কাঁদে।
ধায় ধায় ধায় মন, নাহি মানে বাঁধে ॥
প্রেম-ভিখারি, প্রকাশিতে নারি,
কুঞ্জবিহারী, ফেলিল প্রমাদে।
চমকি চাহিলো, সখি অনিল বহিলে,
বঙ্কিম মাধুরী না পাসরি তিলে,—
গগনে গহনে শ্যামা যমুনা সলিলে,
নয়ন মুদিলে, মোহন মুরলীধর হেরি শ্যাম চাঁদে ॥ ৫৮৯ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মিশ্রামল্লার—একতালা।

কাঁদি কাঁদি বুক বাঁধি কেন কাঁদিতে চাইলো?
সেতো কয়না কথা, সেতো চায় না ফিরে,
কেন বাঁধিতে ধাইলো?
কেঁদে মরি, সখি তবু ভাবি,
তারি কথা ধ্যানে তারে হেরি,
ভাল বাসেনা, প্রাণ মানে না,
মরম ব্যাথা কত মরমে পাইলো ॥ ৫৯০ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মুলতান—আড়াঠেকা।

দেখিলাম অপরূপ কদম্বের তলে।
মোহন বাঁশরি ধরি বদন কমলে।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা, মাথায় চূড়াটী বাঁকা,
বাঁকা তাহে শিখি পাখা, বন মালা শোভে গলে।
শ্রীমুখে মধুর হাস, কোটী শশী পরকাশ,
শ্যামের প্রেমের ফাঁস, পরিয়ে এলেম গলে।
সে রূপ সাগরে মন, করিয়াছি বিসর্জ্জন,
ক্রমশ হয়ে মগন, পশিল অতল জলে॥ ৫৯১॥

হরিমোহন রায়॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

গিয়ে সখি যমুনার কূলে।
হেরিলাম কাল শশী কদম্বের মূলে॥
মরি সে মোহন রূপ, জগতে অতি অনুপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কুলে।
শুনিয়ে মধুর বাঁশী, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি, মন প্রাণ গেল ভুলে॥ ৫৯২॥

হরিমোহন রায়।

কালাংড়া—খেম্‌টা।

ভাল বাসিলে, যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল?
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল?
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের ধারে,
সহসা দেখিলাম তারে,
নয়ন দুটী তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল? ৫৯৩॥

রবীন্দ্র।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কি হ'ল প্রাণ সই, কিসে সই যাতনা।
ধৈরয ধরিতে নারি একি ছলনা॥
আমার যে মন প্রাণ, আমারে করি বঞ্চন,
হয়ে আছে পরাধীন, উপায় বলনা।

যবে গো পোড়া নয়ন, করেছে তায় নিরীক্ষণ,
দহিতেছে অনুক্ষণ, আরত সহেনা ॥ ৫৯৪ ॥
রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কেন মন এমন হ'লো ?
সে জনে নয়নে হেরে কুলমান সব গেল ॥
অবলা কুলেবি বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
একি জ্বালা অবলার, কপালে ঘটিল বল ?
যে দিকে নয়ন চায, সে জনে দেখিতে পায়,
বিরহ বিষম জ্বালা, কেমনে নিবারি বল ॥ ৫৯৫ ॥

কালার বাঁশীর রবে কুল মান গেল গেল।
কিক্ষণে হেরিলাম কাল, কালা আমার কালো হ'লো ॥
মনে করি ভাবিবনা, কালরূপ আর হেরিবনা,
মন যে মানেনা, কি করিলো সহচরি,
এযে বড় বিষম দায কুলরাখা হ'লো।
বাঁশীতে ঘটালে দায, মন বনবাসী হ'লো ॥
না হেরে সে নটবরে, প্রাণ যে কেমন করে,
গঞ্জনা দেয ঘরে পরে, তবু মন ভাবে কালো ॥ ৫৯৬ ॥

মুলতান—একতালা।

আজ কেন যমুনায় এলাম বারি আনিবারে,
আমি কারও কথা না শুনিলাম।
বিনতাতনয় জিনিযে ভ্রাণ, চন্দ্রমুখে দিতেছে তান,
গেল গেল প্রাণ, নিলে নিলে ভুলালে ভুলালে,
ধরম করম শরম সহিত জ্ঞান, কি নয়ন বাণ,
প্রাণ হারালেম ॥ ৫৯৭ ॥

অহং সিন্ধু—যৎ।

ও কে যায গো কাল মেঘের বরণ।
কাল রতন রমনীরঞ্জন ॥

মোহন করে মোহন বাঁশী,
বিধু মুখে মৃদু হাসি,
সই আমারে কটাক্ষে চায়, নাচায় দুটি নয়ন খঞ্জন ॥
নিরখি বিদরে প্রাণী,
ঘেমেছে চাঁদ বদন খানি,
লেগে দারুণ রবির কিরণ ॥
বিধি আমায় সদয় হোতো,
কুলের শঙ্কা না থাকিতো,
তবে বসনে ঢাকিতাম গিয়া ও বিধুবদন ॥ ৫৯৮ ॥

খেম্‌টা।

ছল করে জল আন্‌তে গিয়ে হেরে এলাম চক্ষে।
জল বিনে আর কি ছল আছে কুলবতীর পক্ষে ?
কত বা করিব ছল, কত বা তুলিব জল,
সদত নয়নের জল, কিসে করি রক্ষে ? ৫৯৯ ॥

শঙ্করাভরণ—ঢিমা তেতালা।

হায় কি লাগি হ'লে মন, বিষাদে মগন,
না পেয়ে সে জনে ?
কেনরে প্রাণ, হলি পরাধীন,
তাহারে হেরিয়ে ছার নয়নে ? ৬০০ ॥

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমি যে জ্বালা সহি, কাহারে কহি,
মনোমোহন নয়ন পরাণে জাগে।
মন সাধ করে, কলঙ্ক ডরে,
প্রাণ মন মোহিল, ধীরে ধীরে কহিল,
রঞ্জিত বদন রাগে ॥

কিবা সঙ্গীত সরস ভাবে, প্রমদা প্রাণ মাতে,
বিকাশে আশে,
কিবা রমণী হৃদয় ফাঁদ, গঠিত সোহাগে ॥ ৬০১ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

হেরিলে তাহারে কেন মানস চঞ্চল ?
ওলো সখি আমার কি হবে বল ॥
যেদিকে ফিরাই আঁখি, সব শূন্য ময় দেখি,
বুঝি বা অকূলে ভাসি, যায় কুল শীল ॥ ৬০২ ॥

বেহাগ—ঠুংরি।

বল কি হ'লো সই পিরীতি বিষম জ্বালা।
শয়নে স্বপনে সদা হেরি সেই কালা ॥
কিক্ষণে হেরিলাম তারে, আসি পশিল অন্তরে,
মন প্রাণ নিল হ'রে, বাঁচে কিসে কুলবালা ? ৬০৩॥

শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের উক্তি।

কুসুম নিযুক্ত কেন তরুর সেবায় ?
চামরে গৃহমার্জ্জনী হেরিনি কোথায় ॥
জলসেক পরিশ্রম, শ্বাস বহিছে ঘন,
ইন্দু মুখে বিন্দু ঘর্ম্ম, শোভে মুকুতারি প্রায় ॥ ৬০৪ ॥

লুম ঝিঁঝিট—আড়া।

কেন হ'ল হেন বিচলিত মন,
সে জনে হেরে পাপ নয়নে ?
না হেরিলে ছিল ভাল, হেরে হ'ল কাল,
একি ঘটিল জ্বালা, বাঁচি কেমনে ?
প্রকাশিতে নারি এসে, পাছে লোকে হাসে,
আর না সহে এত দুঃখ জীবনে।

মমতা স্বজনগণে, মান গুরুজনে,
গেল সকল মোর তাব কারণে।
কিছুতে না সুখ বাসি, আঁখি নীরে ভাসি,
প্রাণ দহিছে সদা দুঃখ দহনে ॥ ৬০৫ ॥

কীর্ত্তন।

দেখে এলাম শ্যাম অপরূপ ভুবন মোহন বাজে,
(সখি) ভুবন মোহন বাজে, কিবা ভুবন মোহন সাজে।
আমি যে দেখে এলাম,
(শ্যাম অপরূপ রূপ দেখে যে 'লাম)
আহা যমুনায় জল ভরতে গিয়ে—
তার নখ কোণে কোটি চন্দ্র, চাঁদ বিরাজে,
(ও) চাঁদ ঘেরে রয়েছে (নখ কোণে.........)।
বিনোদ ফুলে, বিনোদ গলে,
বিনোদ মালা দোলে গো।
(ও তার সকলি বিনোদ গো)
(বিনোদিয়ার মালা বিনোদ)
ও তার বিনোদ নয়নে, বিনোদ চাহনি,
দেখিয়ে কে না ভোলে?
(ও শ্যাম চাহনি দেখিয়া কে না ভোলে গো),
বিনোদ নাগর, বিনোদ শ্যাম,
বিনোদ বাঁশরী, বিনোদ নাম,
(ও তার সকলি বিনোদ গো)
(বিনোদিয়ার বাঁশী বিনোদ)
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর,
বিনোদ বিনোদ বাজে।
(জিতং জিতং বাজে) ॥ ৬০৬ ॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

এসে বিপিনে সইলো একি হইল।
হেরে নবীন তাপস রূপ নয়ন ভুলিল ॥
কেন কেন সই আমার মন প্রাণ দহিল?
যখন পরশিল ও কমল করে,
অধীরা হইলাম অন্তরে রে,
কুসুম মঞ্জরী বিষমরে,
কুসুম শর সম মম হৃদে পশিল ॥ ৬০৭ ॥

—◇◇◈◇◇—

মন-চুরি।

আজি ধরা গেল চোর চূড়ামণি।
মোরা জেগে আছি সকল রমণী ॥
ভাঙ্গা গেল যত ভুর, চাতুরী হইল চুর,
এড়াইতে নারিবে এমনি।
প্রকাশিয়া ভারি ভুরি, অনেক করেছ চুরি,
আজি ধরি শিখাব তেমনি ॥
হৃদি কারাগার ঘোরে, বান্ধিয়া মনের ডোরে,
গছাইব পরাণ এখনি।
সকলেরে ফাঁকি দেহ, বাঁধিতে না পারে কেহ,
ভারত না ছাড়িবে অমনি ॥ ৬০৮ ॥

ভারতচন্দ্র।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণী মণ্ডল ফাঁদ দিয়া ॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানা মত খেলা, দিবস দুপর বেলা,
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া ॥

সে বটে বসন চোরা, তাহারে ধরিয়া মোরা,
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে,
ভারত রহিবে পহরিয়া ॥ ৬০৯ ॥

ভারতচন্দ্র।

এ বড় চতুর চোর। গোকুলে নন্দ কিশোর ॥
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে,
চিত্ত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে,
লম্পট কাল কঠোর ॥
ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া,
ভারতে করিল ভোর ॥ ৬১০ ॥

ভারতচন্দ্র।

মহড়া।

সখি ঐ মনো চোরা মোরো, মনো লয়ে যায়।
কেমনে গো প্রাণ সখি ধরিব উহায় ॥
আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়।

চিতেন।

চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন।
নয়নে নিদিলি, মোরো, দিলে গো কেমন ॥
জেগে যেন ঘুমাইলাম, কি হোলো আমায়। ৬১১।

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

পিরীতি নগরে বিষমো সখি,
মনো চোরেরো যে ভয়।

বসতি ইহাতে দায়।
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয়।

চিতেন।

সন্ধানো করিয়ে মন চোর, ভ্রমিছে নগরময়।
কুলেরো বাহিরো হোয়োনা, থেকো সাবধানে লো সদায় ॥৬১২॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কেদারা—জলদ্ তেতালা।

মন-পুর হতে আমার হারায়েছে মন।
কাহারে কহিব, কারে দোষ দিব, নিলে কোন্ জন?
না বল্যে কেমনে রব, বলে বল কি করিব,
তোমা বিনে আর, সেখানে কাহার, গমনাগমন?
অন্যের অাগমনীয়, জান সে স্থান নিশ্চয়,
ইথে অনুমান, এই হয় প্রাণ, তুমি সে কারণ ॥
যদি তাহে থাকে ফল, লয়েছ করেছ ভাল,
নাহি চাহি আমি, যদি প্রাণ তুমি করহ যতন ॥ ৬১৩ ॥

নিধু বাবু।

দরবারী কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

মন হরণ মন করহ যতন বলিছে তোমায়।
নিলে একগুণ, হইবে ত জান, দিতে দুই গুণ,
না রবে কথায় ॥
সকল ধন অধিক, মন ধন প্রিয় দেখ,
হরিলে সে ধন, এই সে কারণ, তোমারে নয়ন,
ছাড়িতে না চায় ॥ ৬১৪ ॥

নিধু বাবু।

মালকোষ—তাল হরি।

ঈষৎ হাসিয়ে হরিল আমার প্রাণ বিধুবদনী।
কিবা শোভা তার, কুন্তলের ভার, নিবিড় নীরদ জিনি ॥

ভুরু শরাসন, তাহে কামগুণ,
পঞ্চবাণ বিনোদিনি।
আকর্ণ পূরিয়ে, ভুজ বিনে প্রিয়ে,
সন্ধান করিছ ধনি ॥ ৬১৫ ॥

নিধু বাবু।

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

এমন চুরি চন্দ্রাননি শিখিলে কোথায় ?
হানিয়ে নয়ন বাণ, হরিয়ে লইলে প্রাণ, কথায় কথায় ॥
মনেরে বান্ধিল কেশ, তুমি মৃদু মৃদু হাস, ইথে কি উপায় ?
চোরের নাহিক ভয়, সাধুজন ভীত হয়, বিচার হে তায় ॥ ৬১৬ ॥

নিধু বাবু।

কেদারা কামোদ—একতালা।

অনিমিখে যারে নিরখে মৃগনয়নী।
নিশ্চিত এ জান, তাহার পরাণ, হরযে তখনি ॥
নীরদ নিন্দিত কেশী, নিরমল মুখ শশী,
সুধাসম ভাষী, মৃদু মৃদু হাসি, মদনমোহিনী ॥ ৬১৭ ॥

নিধু বাবু॥

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

হেসে হেসে প্রাণ, করিলে পয়ান, হানিয়া নয়নে।
সেই অবধি মোর মন, গেল কোন্ খানে ?
আসার ভরসা করি, শূন্য দেহ আছি ধরি,
সচেতন হব তবে, পুনঃ দরশনে ॥ ৬১৮ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

বদন শরদ শশী পাষাণ হৃদয়।
অমিয় সমান ভাসি মৃদু হাসি তায় ॥

লইয়ে কুন্তল ফাঁসি, আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়া প্রাণ হরে লয় ॥ ৬১৯ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

এত কিয়ে জানি হবিয়ে লইবে মন হাসিতে হাসিতে প্রাণ ?
কিছুই নাহিক দোষ, কেবল সে বিধু মুখ, দেখ দেখিতে দেখিতে ॥
কিবা দিবা বিভাবরী, পাসরিতে নাহি পারি,
আঁখি অনিমেষ পথ হেরিতে হেরিতে ॥ ৬২০ ॥

নিধু বাবু।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

মনো চুরি করিবে কি ? আগে ধরেছি তোমারে।
জাননা বন্ধনে আছ, হৃদয় কারাগারে ॥
দুই নয়নে রাখিয়া, বাঁধিয়াছি মনো দিয়া,
প্রয়াস প্রহরী আছে, পার কি যাইবারে ॥ ৬২১ ॥

রাধামোহন সেন।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

মনোরতন তুমি করিলা হরণ।
আঁখি পথে গিয়াছিলা, ইহারি কারণ ॥
আশা ডোর বাঁধি করে, সঁপিয়া মানস চোরে,
লইয়া যাইব যথা মদন রাজন ॥ ৬২২ ॥

রাধামোহন সেন।

জয়জয়ন্তী—তেওট।

তাহারে রাখিব কেমনে, সদা নয়নে নয়নে ?
পলকের অবসরে, মনোহরে মনে মনে ॥
যদি পারি ধরিবারে, রাখি হৃদি কারাগারে,
বান্ধিয়া প্রেমের গুণে, মনোজ-শর-শাসনে ॥ ৬২৩ ॥

রাধামোহন সেন।

দেশী—আড়া তেতালা।

এখনি আমার হরিল মনঃ ইহারে দেখালে কেন ?
ও তবু আমার প্রতি, সই, করে নাহি অলোকন ॥
সাধ নাহি দেখাইতে, দেখি হইল সাধিতে,
মনো ফিরায়ে লইতে, সই, ঘটনা কর মিলন ॥ ৬২৪ ॥

রাধামোহন সেন।

পরজ—আড়া তেতালা।

সাবধান হইও মনঃ, চিত চোর এই জন।
দেখা মাত্র চিনিয়াছে, নয়ন শ্রবণ ॥
এ রীতের যেই হয়, তারে চিনা ভার নয়।
চিনিবারে চিহ্ন তার, গমন বচন ॥
যদি আমার বচনে, না থাকিবে সচেতনে,
আমারে মজাবে আগে, হারাবে আপন ॥ ৬২৫ ॥

রাধামোহন সেন।

পুরবী—তেওট।

মনো যে হরিলে কিসে প্রাণ করিব মনন ?
সদা তুমি দরশন, দিবেনা কখন ॥
তব সমীপে এখনি, আপনা ভুলি আপনি প্রাণ।
অন্তরে পাছে তোমারে, হই বিস্মরণ ॥৬২৬ ॥

রাধামোহন সেন।

ভৈরবী—যৎ।

মনে মনে মন ক'রে চুরি, কেমনে রহিলে প্রাণ দুখিনী পাসরি।
কব কায়, প্রাণ যায়,
অদর্শনে মরি, লোকের গঞ্জনে সহেনাগো প্রাণে,
সেই জ্বালায় জ্বলিয়ে মরি ॥ ৬২৭ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

বেহাগ—আড়া।

এ কেমন চোর বল, নয়ন তোমার, প্রাণ।
চিত্ত মনঃ কিছু নাহি, থাকে আপনার॥
অন্য অন্য চোর যারা, হেরিলে পলায় তারা,
এ চোর হেরিলে হরে, প্রাণ রাখা ভার॥ ৬২৮॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ॥

বেহাগ—আড়া তেতালা।

পিরীতের এ কি রীত, সকলি গো বিপরীত।
আপন ধনেতে চোর, বল একি অনুচিত॥
যে জন লয়েছে মন, চোর বটে সেই জন,
তথাপিও অনুক্ষণ, সাধু বেশে সে বিদিত॥
আমি দিয়ে নিজ ধন, চোর প্রায় প্রতিক্ষণ,
কি শয়ন, কি স্বপন, ভাবি গো চোরের হিত॥ ৬২৯॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

ক্ষণেক হেরিয়ে প্রাণ করিলে মন হরণ।
কি মোহন মন্ত্র জান ভাবি তাই সর্ব্বক্ষণ॥
কটাক্ষে হরিলে চিত, এই কি তব উচিত,
কে দিল দুষ্কর রীত, তস্কর প্রধান? ৬৩০॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র॥

ওলো ধনি তব চরিত্র একি।
মন হরে লয়ে যাও যে দেখি॥
একি অরাজক জগতময়।
যার ধন তার ধন কি নয়॥ ৬৩১॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ভৈরবী—মধ্যমান।

ধর গো ধর কালা চাঁদে ভাল ক'রে।
ছেড়না ছেড়না সখি আমায় না ফিরে দিলে ॥
না জানি কি ক'রে গুণ, মোহিত করিলেন মন,
লয়ে যে গো মম প্রাণ, পালান ওই চুরি করে ॥ ৬৩২ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর ?
বিধি কি সদয় হবে, সে মুখ হেরিব তার ?
এ প্রাণ সঁপেছি যারে, ভাসায়ে অকূল পাথারে,
মন প্রাণ চুরি করে, সে গেছে যমুনা পার।
আমার মন চুরি করে, সে গেছে সই দেশান্তরে,
কেমন ক'রে রব ঘরে, প্রাণ বাঁচান হলো ভার ॥ ৬৩৩ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মনে মনে মন চুরি করিল যে জন।
কহলো সজনি তার কহ বিবরণ ॥
কি জাতি কি নাম ধরে, কোথায় বসতি করে,
আমিতো চিনিনে তারে, চেনে আমার দু নয়ন ॥ ৬৩৪ ॥

সখী-শিক্ষা।

ভূপালী।

শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম ॥
পরশিতে দুহুঁ করে বারবি পাণি।
মৌন করবি পহুঁ করইতে বাণী ॥

যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কাম গুরু হই শিখায়ব পাঠ॥ ৬৩৫॥

বিদ্যাপতি।

আশঙ্কা।

সুহই।
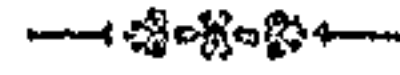
সই মনে অই ভয় উঠে।
শ্যাম বন্ধুর পিরীতি খানি তিলেকে জানি টুটে॥
গঢ়ন ভাঙ্গিতে বন্ধু আছে কত জন।
ভাঙ্গিলে গঢ়িতে পারে সে বড় সুজন॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই॥
এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গিবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥
চণ্ডীদাসে বলে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে না জীয়ে তিলেক॥ ৬৩৬॥

চণ্ডীদাস।

মহড়া।

এই বড় ভয় আমারো মনে।
পাছে কুলো যায়, না পাই প্রেম ধন,
শেষে হাস্‌বে শত্রুগণে।
পিরীতের রীতি আমি কিছু জানিনে।
প্রেম সুধা আস্বাদন।
সদা করিতে চাহে পোড়া মন॥
নাহি জেনে মন্ত্র, নাথো, দিব হাতো ফণীর বদনে॥

চিতেন।

সাধে কি কলঙ্ক ভবে ভঙ্গ দিতে চাই ?
সুখ আসে মোজে শেষে, কুল বা হারাই ॥
একে তরুণো তরী, তায় তুমি হে নব কাণ্ডারী,
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরিনে ॥ ৬৩৭ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওহে প্রাণনাথো, পিরীত হোলো বিচ্ছেদের প্রজা।
শুনেছি প্রেম নগরে, বিচ্ছেদ রাজত্ব করে,
রসিকেরে প্রাণে মারে, সেই দুরন্ত রাজা।
প্রেমিক জনারে দেয়, বিরহ সাজা ॥
প্রেমের দেশে প্রাণ্ নাথোহে, বিচ্ছেদ্ ভূপতি।
তার্ আতঙ্কে মরি, মনে ভয় করি, কেমন্ কোরে
কর্ব্বো পিরীতি ॥

চিতেন।

তুমি নিত্য নিত্য বল আমায় প্রেমো করিতে।
মনে সাধ হয়, আবার করি ভয়, প্রাণরে, তোমায়
প্রাণ দিতে।
নুতন প্রেম বাজার, বিচ্ছেদ্ রাজার, অধিকার।
নবীনা যুবতী, করিলে পিরীতি, বিচ্ছেদ্‌তো কর
দবে আমার ॥
শেষে আমাকে পাবে না, হবেহে লাঞ্ছনা,
কেবল্ কুলেতে উঠিবে কলঙ্ক ধ্বজা ॥ ৬৩৮ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

প্রেমের কথা, যেথা সেথা, কারো কাছে বোলো না।
আছি ভাল দুজনায়, অনেকে বিবাদি তায়,
জাননা যে পরের ভাল, পরে দেখ্‌তে পারে না ॥ ৬৩৯ ॥

রাম বসু।

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি।

এত দিন পরে সখি,
সত্য সে কি হেথা ফিরে এল?
দীন বেশে ম্লান মুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখিরে?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই, হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোর, তা'হলে কি হবে? ৬৪০ ॥

রবীন্দ্র।

পিলু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ঘটিল কি দায়, প্রেম দায়, তায় পাব কেমনে।
ফুটিল প্রণয়ের ফুল আজ কণ্টকের কাননে ॥
ভুজঙ্গ মস্তক মণি নিরখি নয়নে।
জ্ঞান হয় ধরি ধরি, ভয় কেবল দংশনে ॥ ৬৪১ ॥

লজ্জা।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

আমার এ যাতনা কে কবে তাহারে?
না দেখিলে কুল ভয়, তবে কি সাধি কারে?
তারে পেলে যত সুখী, জানে মোর মন আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হয়ে, মজাইল মোরে ॥ ৬৪২ ॥

নিধু বাবু।

কামোদ—আড়াঠেকা।

পিরীতে কি সুখ সই যে না পারে লাজ ত্যজিতে।
মনে উপজয়ে সুখ নয়হে দুঃখেতে ॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা, শুধু চোকের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটি কথা বলে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা,
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিলনা সে যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয় লতা॥ ৬৪৯॥

রবীন্দ্র।

মন যে নিলো, সেত ফিরে দিলোনা।
জীবন ফুরায়ে গেল, ফিরে চাওয়া হলোনা।
তাহারে হেরিলে সই, মুখ পানে চেয়ে রই,
মনে করি বলি বলি, আর বলা হলো না। ৬৫০।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

তারে কিছু বলা হ'ল না, এ যাতনা।
অদর্শনে মরি প্রাণে, সদা এই ভাবনা।
মনে করি দেখা হলে, কত কথা কব তারে,
নিরখিলে যাই ভুলে, কিছু মনে থাকে না॥ ৬৫১॥

বেহাগ খাম্বাজ—পোস্তা।

যদি চাই মনের কথা বলিতে, স্থান নাহি পাই।
যদি বা মিলয়ে স্থান, তোমারে একা নাহি পাই॥
যদি বা বিরল হয়, যদি ক স্থান মিলয়,
কি জানি কেমন হয়, আনন্দে সবই ভুলে যাই॥ ৬/

আত্ম সমর্পণ।

মূলতানী—ঢিমা তেতালা।

অনেকের প্রাণ হে তুমি মধুকর।
কেমনে বলিব তুমি কেবল আমার॥

আর কি বলিব প্রাণ শরীর তোমার।
রাখিলে তোমার আছে, না রাখ তোমার ॥ ৬৫৩ ॥

নিধু বাবু।

ইমন পুরিয়া—জলদ্ তেতালা।

সদয়ে রহিও, শুন প্রাণ প্রিয়, নিদয় না হয়ো নাথ।
প্রথমে যে রীতে, মজালে পিরীতে, সেই রীতে রেখ চিত ॥
ধন প্রাণ আর মনঃ, আমার নহে এখন,
সঁপেছি তোমারে, তোমার বিচারে, কর যা হয় উচিত ॥ ৬৫৪ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধুকাফি—জলদ্ তেতালা।

কি আর অদেয় আছে প্রাণ তা দিতে নহি কাতর।
তুমি কি তা নাহি জান, দিয়াছি আপন মন,
থাকে যদি দিব আর ॥
তোমার মনের মত মতহে আমার।
ইহাতে অন্যথা ভাব, কর কেন অনুভব,
ভাব যে যার সে তার। ৬৫৫।

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

হইলাম তব বশ যা কর এখন।
রাখালে বাঁচাতে পার, বধ কে করে বারণ ॥
আপনার বশ আমি নহিত এখন।
আম যতন করিয়ে প্রেম করেছি যখন ॥ ৬৫৬ ॥

নিধু বাবু।

না দে
তারে
লাজ প্রা

সব্‌ফর্দা কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

আর কি দিব তোমারে সঁপিয়াছি মন।
নের অধিক আর আছে কি রতন ॥
ইহার অধিক আর থাকে যদি জান।
পিরী
তাহা দিতে নহি আমি কাতর কখন ॥ ৬৫৭ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তুমি আমার ওরে প্রাণ।
ধন মনঃ জীবন, তাহে নাহি আন ॥
কেবল শরীর আছে, প্রাণ বান্ধা তব কাছে,
রাখ বা না রাখ তারে, উভয় সমান ॥ ৬৫৮ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

চরণ তলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিবনা তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল।
দিবা নিশি দিবে নাথ মোরে দরশন ॥ ৬৫৯ ॥

বঙ্কিম।

ললিত বিভাস—যৎ।

প্রণয়ের হার সহ প্রাণনাথ প্রাণ মন।
সাদরে তোমারে আজি করিলাম সমর্পণ ॥
যতনে রাখিও হার, এ দাসীর উপহার,
আর কি আছে আমার, দিব তোমায় প্রাণ ধন ॥
এ কামনা নিশি দিনে, দাসী হয়ে শ্রীচরণে,
রবে এঅধীনী জনে, তব কাছে অনুক্ষণ ॥ ৬৬০ ॥
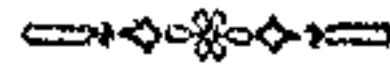
প্রেম-নিবেদন।

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥

পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহে দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥ ৬৬১॥

বিদ্যাপতি।

সুহই।

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে, তোমারি কারণে,
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহে কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাস কহে, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়?
এমন পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয়॥ ৬৬২॥

চণ্ডীদাস।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হলেম শুনহে বিনোদ রায়।
তোমা বিনা মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরু জন মাঝে যদি থাকি যে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় বাথ স্থির করি॥ ৬৬৩॥

চণ্ডীদাস।

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, নাজানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোমারি চরণ খানি॥ ৬৬৪॥

চণ্ডীদাস।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানত তুমি॥

যে তোর করুণা, নাজানি আপনা, আনন্দে ভাসিয়ে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন, তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে, সে সব গোচব তোরে॥
সতী বা অসতী, তোবে মোর মতি, তোমারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর, ভূষণে ভূষণ বাসি॥ ৬৬৫॥

চণ্ডীদাস।

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু, নিবেদিয়ে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল, গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু, হেলায় হারায়ে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া ম'নু॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে, সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণ সম, পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণ কহে, শ্যাম-সোহাগিনী, গৌরবে ভরযে দে'।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাড়াযলি, অব টুটাযব কে॥
তোহারি গরবে, গরবিনী হাম, গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে, পিরীতি কিসের সুখ॥ ৬৬৬॥

চণ্ডীদাস।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণ নাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে?
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইলাম, ও দুটি কমল পায়॥

নাঠেলহ ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি, তবে সে পরাণে মরি।
হেন মনে লয়, পরশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ৬৬৭॥

চণ্ডীদাস।

বেহাগ।

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপ কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ন-মণি জীবন-জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেবল তনু ভিন।
পরাণে মরয়ে জনু জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী।
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি॥
কি করিবে গুরু ভয় গৃহের করম।
ত্যজিনু সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজে মজিনু মুঞি তোমার চরিতে।
রায় বসন্ত কহে এ হয় উচিতে॥ ৬৬৮॥

রায় বসন্ত॥

ধানশী।

অহে নাথ মোর আর না দেখি উপায়।
যাউক জঞ্জাল, মরি তোমার বালাই ল'য়া,
আর সাধ মনে নাহি ভায়॥
যে তুহুঁ পরাণ ধন, মিলল নয়ন মন,
এ বড়ই বিষম বিবাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কান্দে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কারে ঘটে হেন পরমাদ॥

গৃহে গুরু গঞ্জন, আর নিন্দে বন্ধুগণ,
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কি আপন কিবা ভিন, দোষে মোরে অনুদিন,
এ দুখ দহনে দহে মোর॥
তুয়া সুখে সুখী হই, এ সকল দুখ সই,
কি করিবে অপযশ কাজ।
রায় বসন্ত ভণ, চাঁদের কলঙ্ক যেন,
অপযশ গোকুল সমাজ॥ ৬৬৯॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

প্রাণনাথ না বোল এমন।
তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আপন॥
তোমার লাগিয়ে মোর জীবন যৌবন।
বুঝিয়া করিনু পণ ত্যজি গুরুগণ॥
নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ॥
নয়ান পুতলি মোর, তুমি সে ভূষণ।
রায় বসন্ত কহে ছুঁহে এক মন॥ ৬৭০॥

রায় বসন্ত।

ললিত।

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা?
তুমি আমি একই পরাণ দুই জনা॥
তোমার আমার গতি মুরতি একভাব।
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব॥
তুমি মোর ত্রিজগতে বিভব বিহার।
পরাণ পুতলী মোর হিয়ে মণিহার॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
রায় বসন্ত পহু পিরীতির সার॥ ৬৭১॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

শুন শুন মাধব কি কহিব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান॥
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদ মুখ।
পরাণের সনে পুড়ি, বড় পাই দুঃখ॥
আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা।
বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষমা॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে।
রায় বসন্ত পহু পরশিল ভালে॥ ৬৭২॥

রায় বসন্ত।

রামকেলী।

সুন্দরি হাম বলিহারি তোমারি।
পরিমিত নহে গুণ, অতুল ভুবনে তিন,
রূপ মনোমোহনকারী॥
বচনে নিছনি প্রাণ, অলপে ঝুরয়ে যেন,
সাধ করি রাখিতে নয়ানে।
হিয়ার মাঝারে যেন, অনুক্ষণ রাখি দেই,
সদা দেখিয়ে তুয়া বয়ানে॥
এ তুয়া দরশন, জনম ভাগ্যে পুন,
বসন পবনে অম্বহারি।
সো অঙ্গ সঙ্গে, সফল মঝু জীবন,
করেঁ। হিয়ে বাহু পসারি॥
পুরুষ রমণী কত, অন্তরে অনুভব,
সো পুন কহি নাহি পারি।
রায় বসন্ত ভণ, পুরুখ মধুপ সম,
চাতক রীত কুলনারী॥ ৬৭৩॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

আর না কহিও বঁধু বিদগধ রাজ।
এবে সে সকল দূরে গেল লোক লাজ ॥
শুনিতে পরাণ সনে হিয়া মোর কাঁপ।
মরিব তোমার লাগি জলে দিব ঝাঁপ ॥
পিরীতি আরতি রীতি নিতি অশেষ দুলাল।
সে মোর হইল এবে জীবনের কাল ॥
কেমন করিব বঁধু কর উপদেশ।
তোমার মিলন বিনা মৃত্যুই সন্দেশ ॥
এ ঘর করণ মোর বাসিয়ে জঞ্জাল।
শকট করণে যেন সঞ্চারিল শাল ॥
মরমের মনোরম যত সাধ মোর।
রায় বসন্ত কহে মুখ হেরি ভোর ॥ ৬৭৪ ॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

ওহে নাথ কি বলিব আর।
তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার ॥
গুরুজনভয়ে দিনু তিলাঞ্জলি দান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান ॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনা এই মোর দেহ লাগে ভার ॥
তুমি সে জীবন গতি স্বরূপ বিচার।
রায় বসন্ত কহে এই কথা সার ॥ ৬৭৫ ॥

রায় বসন্ত।

বেলাবলী।

শ্যাম বঁধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউক ছারেখার ॥

না যাইব ঘরে বঁধু, রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদী বচনে?
তুয়া পায় সঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন ॥
অন্তরে বাহিরে বঁধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলার হার ॥
রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলা তুমি হইল তাহাই ॥ ৬৭৬ ॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব?
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি ॥
আনন্দ মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা কল্পলতা মোর কামনা মূরতি ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধানাম ॥
গলে বন মালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ ৬৭৭ ॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

বঁধু! তুহুঁ দয়ার সাগর।
হাম নারী মতি হীনে এতেক আদর ॥
আহিরিনী গোয়ালিনী মুঞি কোন ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার ॥
তোহার গরবে ব্রজে হাম গরবিনী।
গহীন পিরীতি তোর আমি কিবা জানি ॥

আমি সোণা, তুমি বঁধু নিকষ পাষাণ।
পরশে করিলা মোরে হেম নাথবান॥
সাধ করে সীঁথায় তোমা সিন্দূর করি ধরি।
হার বানাইয়া কিষে গলায় গাঁথি পরি॥
যত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।
রায় বসন্ত কহে নিগূঢ় পিরীত॥ ৬৭৮॥

রায় বসন্ত।

ললিত।

প্রাণ নাথ তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুল শীল লাজে জলাঞ্জলি দিনু॥
নাজানি মিলন আজি কি খেনে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল হইল এমনি॥
সব দুঃখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখি॥ ৬৭৯॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

প্রাণ নাথ কেমন করিব আমি।
তোমার বিনে মন, করে উচাটন॥
কে জানে কেমন তুমি।
না দেখি নয়ন, ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মুরছিত হেন,
মুদিয়ে রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়ে, তোমার চরিত্ত,
আন না ভাবয়ে মনে।

নিমেষের আধ, পাসরিতে নারি,
ঘুমাইলে দেখি স্বপনে ॥
জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি,
তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই, এ রায় বসন্ত,
তিলেক থির নাহি বান্ধি ॥ ৬৮০ ॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী ॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি জীবনের সখি ॥
অঙ্গ আভরণ তুমি, শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন ॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেম রাশি ॥ ৬৮১ ॥

রায় বসন্ত।

বিভাস।

অহে রাই যে কহিলে হয়।
তোর লাগি মোরপ্রাণ স্থির নাহি হয় ॥
ধৈরজ ধরণ নহে ঝুরি দিন রাইতে।
হিয়ার পুতলী কাঁদে তোমার পিরীতে ॥
কহিতে নিয়ত মোর গদগদ ভাষ।
রহি রহি নয়নেতে নীর পরকাশ ॥
মুরলীর গান মোর তুয়া অনুরাগে।
রায় বসন্ত কহে উচিত সোহাগে ॥ ৬৮২ ॥

রায় বসন্ত।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরুজন গঞ্জন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥
শৈল সম কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুঁহি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুঁহি রস পণ্ডিত রসিক চূড়ামণি॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যাম রায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥ ৬৮৩॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

মাধব এক নিবেদন তোয়।
মরম না জানিয়ে, মানে তোহে দগধিনু, মাপ কর সব মোয়॥
তুহুঁ যদি লাখ গোপীসনে বিলসহ তাহে মুঝি পাই আনন্দ।
সো মঝু অন্তরে কোটি সুখ হোয়ত ঐছে নাহিক মন্দ॥
অকপটে এক বাত মুঝে বোলবি না করবি চিতকি ভীত।
চন্দ্রাবলী তোহে কতহি সমাদরে কৈছন প্রেমকি রীত॥
সো যদি নিগূঢ় প্রেম দেই পদযুগে কৈছে করব যতন এব।
গোবিন্দদাস কহে তাহে মানায়ব, দাসী হইয়া পদ সেব॥ ৬৮৪॥

গোবিন্দদাস

কি বলিতে জানু মুঞি কি বলিতে পারি।
একে গুণহীন আর পরবশ নারী॥
তোমার লাগিয়ে মোর যত গুরুজন।
সকল হৈল বৈরী কেহ নয় আপন॥

বাঘের মাঝে যেন হরিণীর বাস।
তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে নারি শ্বাস॥
উদয় আদিত্য কহে মনে ঐ ভয় উঠে।
তোমার পিরীতি খানি তিলেক পাছে টুটে॥ ৬৮৫॥

উদয়াদিত্য।

তিরোতা—ধানশী।

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতে ভাবিত হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন, সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশদিগ গণে, তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী, পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্দা॥ ৬৮৬॥

জ্ঞানদাস।

সুহই।

পরাণ কান্দে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুঃখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥
ছট ফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জানি।
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি॥ ৬৮৭॥

জ্ঞানদাস।

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভোর ভেল।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥ ৬৮৮॥

জ্ঞানদাস।

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদা লয়ে রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শতশতগুণ প্রিয়তম করি মানি॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ তুমি হে কালীয়া চাঁদা।
জ্ঞানদাস কয় পিরীতি অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥ ৬৮৯॥

জ্ঞানদাস।

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
নাজানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥

তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি।
অমিয়ার সাচে যদি গঢ়াই পুতলি॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবুত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির॥ ৬৯০॥

বলরামদাস।

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর, প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার, তেঞি জীতে চাই॥
নিরবধি তোমার লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ৬৯১॥

বলরামদাস।

শ্রীরাগ।

রাই কত পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসারে॥

যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সব তুয়া মোর।
মোহন মুরলী আর নয়ানক লোর ॥
বিনোদিনি চাহ মুখ তুলি।
তোমার নয়ন নাচিলে নাচে পরাণ পুতলি ॥
গীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষ।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাস ॥
বিনোদিনী হাসিয়া বোলায়।
ফুলশর জরজর জনেরে জীয়ায় ॥
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমক ফাঁদ।
নয়ন কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ ॥
সিঁথের সিন্দূর দেখি দিনকর ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেন নিঠুরে ॥
হিয়ার মাঝারে উঠে, রসের হিল্লোলি।
পরশিতে করি সাধ তুয়া পায়ের অঙ্গুলি ॥
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি।
কানু কাতর বড় রাখহ পিরীতি ॥ ৬৯২ ॥

যদুনাথ দাস।

ধানশী।

কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই, ধবলী চরাই মুই।
রাখালিয়া মতি, কি জানি পিরীতি, দেহের পসরা তুই ॥
ফিরি বনে বনে, ধবলীর সনে, পিরীতি কি জানি রাই।
যে গুণে আমারে, বেন্ধেছ কিশোরি, তার শোধ দিতে নাই ॥
তুমি মম বুদ্ধি, সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি, সকল সুখদ ধাম।
আমি সব পরিশ্রম নিবারি লইয়ে বাঁশীতে তোমার নাম ॥
প্রণয় অধিক আতঙ্ক গুণি রাই তোমার প্রসঙ্গ বিনু।
কান্ত কহে কানু হইবে খালাস গৌর হইলে তনু ॥ ৬৯৩ ॥

কান্ত।

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিয়া আঁখি ॥
তুযা বঁধু পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধন শালাতে যাই, ধুয়াঁতে যাতনা পাই,
ধুয়াঁর ছলনা করি কাঁদি ॥
মণি নও মাণিক নও, হার করি গলে পরি,
ফুল নয় যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইযা ফিরিতাম দেশ দেশ ॥ ৬৯৪ ॥

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাওহে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু, শিখি পুচ্ছ শক্রধনু,
পীত ধড়া বিজুলিতে, ময়ূর নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর, দেখিযা হয়েছে ভোর,
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে সেই মত চাও হে ॥ ৬৯৫ ॥

ভারতচন্দ্র।

মহড়া।

পিরীতের ও কথা, কোয়েত ফুরায় না।
প্রাণ, যত কও ততই উগজে কতই, পরিসীমা হয় না ॥ ৬৯৬ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

তুমি কার প্রাণ, কবি দেহশূন্য এলে,
হেরে যে রূপো, বাসনা করে।
করি পরিত্যাগ আপনো প্রাণ, সেই খানে রাখি তোমারে ॥

চিতেন।

পদার্পণে যে কমলে পুর্ণিতো করিলে বসুমতী।
জানো হয় প্রাণ তেমতি ॥
নয়নো কটাক্ষে কুমুদো প্রকাশ, পাইতেছে তব অম্বরে ॥ ৬৯৭ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদো বা ঘটে পিরীতে ॥
হোতেছে এখনো, নূতনো যতনো,
কি হোলে কি হবে শেষেতে ॥

চিতেন।

প্রাণ নব অনুরাগে, পিরীতি সোহাগে, আছি আলাপনেতে।
বিনি আবাহনে ও বিধুমুখো পাই সদা দেখিতে ॥
হেন ভাবো থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে ॥ ৬৯৮ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

তোমার আশাতে এ চারি জন।
মোর মন প্রাণ, শ্রবণ, নয়ন, আছে অভিভূত হয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষো, করিতেছে আরাধন ॥

চিতেন।

অন্যরূপ আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার ॥
শয়নে স্বপনে মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন।

অন্তরা।

প্রাণ, ইহার কি বল উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম বিষম দায় ॥

চিতেন।

অস্থির হোলো এ চারি জনে।
প্রবোধি প্রবোধ নাহি মানে ॥
ইহার বিহিত, কি হয় ত্বরিত,
কর প্রেয়সি এখন ॥

অন্তরা।

প্রাণ, জীবন যৌবন ধন।
এতো চিরপদ নহে জান ॥

চিতেন।

এ তুমি শুনেছ জান তো প্রাণ।
অনুগতের রাখ সম্মান।
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি,
কর সুধা বিতরণ ॥

অন্তরা।

প্রাণ, এরূপ আশ্বাস কথায়।
বল কি ফল আছে তায় ॥

চিতেন।

প্রতি দিন আমি বিমুখে যাই।
নিবৃত্তি না হয় এ আশা বাই ॥
ত্বরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা।
আর না সহে যাতনা ॥ ৬৯৯ ॥

হরু ঠাকুর।

* * * * *

পরচিতেন।

মনের মিলনে মনে থাকবো দুজনা।
তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবে না ॥

ঘন চাতকিনী প্রায়।
প্রেম সমানে থাকবে দুজনায়॥
মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি সখা,
লুকায় থেকো॥ ১০০॥

রাম বসু।

মহড়া।

এসো নূতন প্রেম করি, প্রাণ্ বাঁধা রেখে প্রাণ।
রাখ্‌বো হৃদয় মন্দিরে, বেঁধে প্রেম ডোরে,
প্রেমের প্রহরী থাকবে আমার দুনয়ান॥
প্রাণে থেকে প্রাণ, রেখে মান, হও প্রাণের প্রাণ॥
হবে এ বড় পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ।
গেলেও স্থানান্তরে, দেখ্‌বো অন্তরে,
প্রাণ্ বলে ডাক্‌লেও আনন্দ॥
যাতে মন দিলে মন পাই,
হাতে রেখে হাতে যাই, যেন কেউ কারে হান্‌তে নারে
বিচ্ছেদ বাণ॥

চিতেন।

না হোলে মনে মনে ঐক্যতা, সখ্যতা, না হয় সুখোদয়।
বিনে ঐক্য, হাসে যত বিপক্ষে, দুই পক্ষে দুখে প্রাণ দয়॥
যেন এবার আর তা না হয়, এক ভাবে ভাব রয়,
শেষেতে দেশে না হই অপমান॥ ১০১॥

রাম বসু।

মহড়া।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুল না।
আমি কালো ভাল বাসি বোলে, আমায় ভাল কেউ বাসে না।
আমারে শ্রীচরণে ঠেল না।
নাহি কোন সম্পদ আমার, কেবল দিবে নিশি ঐ ভাবনা।

চিতেন।

আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগি, হোলেম কালা চাঁদ।
রটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ ॥
আমায় যে আমার বলে শ্যাম
এমন দুখের দোসর কোই মেলে না ॥ ১০২ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

তুমি কার প্রাণ, মম মনো হরিলে এসে।
মৃগ নয়নি, নয়নো বাণো হানো অনা'সে ॥
জর জর জর, কোরে কলেবর, বাঁধিলে ধনি প্রেমোফাঁসে।

চিতেন

তোমারে হেরিয়ে আমারো মনেরো তিমিরো বিনাশে।
স্বরূপ বলনা, ও শশীবদনা, ছিলে কার হৃদয়বাসে ॥ ১০৩ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী ॥

মহড়া।

নয়নো সন্ধানে নয়নে মজালে।
রূপে মন ভুলালে।
তুমি প্রাণো যে আমার কিনিলে বিনি মূলে ॥

চিতেন।

প্রাণ্ যে দশ ইন্দ্রিয়, মম শরীরে,
তোমারে হেরে বিভোর্।
রসিকে রমণী তুমি রসের সাগর্ ॥
সরস আলাপনে মনো হরিয়ে নিলে ॥ ১০৪ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী ॥

আড়ানা—তাল হরি।

তোমা বিনে কারে আর কহিব আপন দুঃখ। (হে)
শুন শুন শুন প্রাণ, হেরিলে তব বদন,
প্রফুল্ল হয় তখন মোর মুখ ॥

তুমি হে যেমন ভাব, আমি হে নিতান্ত তব,
কি কব মনে বুঝে দেখ।
মোর চিত কদাচিত, কোথায় কি হয় রত,
তোমারে পাইলে যত হয় সুখ ॥ ১০৫ ॥

নিধু বাবু।

আড়ানা—জলদ্ তেতালা।

হে নাথ মনের কথা তুমি জান।
যে হয় উচিত, করিবে তেমত, তোমাতে বিদিত,
আছয়ে কারণ ॥
মন সুখে থাকে যাতে, রাখ তারে সেই মতে,
এই নিবেদন।
গুণাগুণ মোর, করিলে বিচার,
তবেতো তোমার, হব মতাধীন ॥ ১০৬ ॥

নিধু বাবু।

ইমন—জলদ্ তেতালা।

জগতে জানিল আমারে তোমার কারণে।
ত্যজিয়ে কুল ব্যাকুল, ভাসি অকূল জীবনে ॥
তুমি কূল নাহি দিলে, কূল কোথা পাব,
অকূল পাথার হ'তে কেমনে তরিব।
উচিত সদয় হ'তে অবলা সরলা জনে ॥ ১০৭ ॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

নয়ন প্রবোধ মানে কি প্রাণ না দেখে তোমারে।
একেতো নয়ন, তাহাতে শ্রবণ, অমিয় বচন, চাহে শুনিবারে ॥
রসনা রসের আশ, পরশ চাহে পরশ,
নাসিকা সুবাস, সদা অভিলাষ,
বলিলেম বিশেষ বুঝনা বিচারে ॥ ১০৮ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়াঠেকা।

রতন অধিক তোরে, প্রাণ, করি যে যতন।
বুঝা নাহি যায় ভাব, তোমার কেমন মন॥
কখন থাক সদয় কখন অতি নিদয়।
অবলা সরলা, জ্বালা দিওনা কখন॥ ১০৯॥

নিধু বাবু॥

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

আমি কি কখন তোমা বিনা সুখী।
যেরূপ করয়ে প্রাণ যতক্ষণ নাহি দেখি॥ ১১০॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয় নিবাসী তুমি হয় হে বুঝিতে॥
আমার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কথন আর, না যায় লাজেতে॥ ১১১॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট কাওয়ালি।

আমি কি জানি প্রিয়ে অন্তর অন্তরে,
কি আর নাহিক জানি তোমার অন্তরে।
দিবা নিশি আছ তুমি আমার অন্তরে,
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে॥ ১১২॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কমলিনী প্রাণ তুমি বুঝি মধুকর।
তাই বিনে দরশন, জ্বালাও অন্তর॥
মানেতে মনেতে করি, তব মুখ নাহি হেরি,
হেরিলে পুন উপজে আনন্দ অপার॥ ১১৩॥

নিধু বাবু।

আড়ানা—জলদ তেতালা।

প্রযোজন তোমা ভিন্ন আর প্রিয়োজন কোন্।
যাবত জীবন মোর, মন তাবত তোমার,
ধ্যান জ্ঞান যতন সাধন ॥
অধিক কহিব কত, আমি দেহ তুমি প্রাণ,
তোমার সুখেতে সুখী প্রাণ, তোমার দুঃখেতে
জ্বালাতন, সজল নয়ন ॥ ৭১৪ ॥

নিধু বাবু।

সোহিনী—জলদ তেতালা।

শশীমুখী হাসি হাসি বলিছে মোরে।
শুন প্রাণ নাথ, ধন প্রাণ চিত, আমার হে যত, সঁপেছি তোমারে।
ইহাতে অন্যথা কেহ ভেবোনা অন্তরে,
দেওনে বিস্ময় কিবা বুঝনা বিচারে।
যাচকের মান, রাখিতে রাজন, ক্ষতি কি কখন,
মনেতে করে ॥ ৭১৫ ॥

নিধু বাবু।

রাম কেলী ললিত—জলদ তেতালা।

আর কার নহি প্রাণ তোবি রে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিরে ॥
বিরূপ আমারে তুমি ভেবনা কখন,
স্বরূপে এই জানিবে তব বশ মনঃ,
আর কিসে হবে সুখী, বলনা তা করিরে ॥ ৭১৬ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

নিতান্ত অধিনী জনে প্রাণ লোকে জানে মনে রাখিও।
প্রবোধের ঘরে মোর মনেরে দেখিও।
আশার দয়ার হাতে হাতে সঁপিও ॥

আমারে নয়ননীরে নাহি ভাসাইও।
তব দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী জানিও ॥ ১১৭ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

নয়ন অন্তরে তোরে প্রাণ বলনা কবিব কেমনে।
যদি নিরন্তর তুমি আছ মোর মনে,
বাহিরে না হেরি বারি বহে নয়নে ॥
তোমারে পেয়েছি আমি অনেক যতনে,
তিলেক বিচ্ছেদ কি আর সহে এখনে ॥ ১১৮ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—তাল হরি।

প্রাণ তুমি জাননা যেমন আমার মন।
রতি নিজ পতি প্রতি, যেমন তাহার মতি,
তব প্রতি আমিও তেমন ॥
চকোরী চাতকী যেন, হেরিবারে শশীঘন,
চঞ্চলিত থাকে যেমন।
মণির কারণে ফণী, যেরূপ কাতব জানি,
ততোধিক তোমার কারণ ॥ ১১৯ ॥

নিধু বাবু।

পাহাড়ি ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

মনেতে বুঝিয়া দেখ, না দেখিলে তব মুখ,
রহা যাবে কেন (প্রাণ)।
দেখনা কান্দিতে হয় হ'লে অদর্শন।
দরশনে পুলকিত প্রফুল্ল বদন ॥
সকল রতন হ'তে মনঃ অতি ধন।
সে ধন তোমার কাছে তুমিও তা জান ॥ ১২০ ॥

নিধু বাবু।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

তোমারে নয়নে রাখি, কারেও না দেখি,
সাধ আমার মনেতে। (প্রাণ)
অন্তরে থাকিলে হয় অন্তর ভাবিতে।
নিকটে থাকিলে দুঃখে না হয় জলিতে॥
আসিবে আশায় পথ হেরিতে হেরিতে।
যেরূপ যাতনা তাহা না পারি বুঝাতে॥ ১২১॥

নিধু বাবু।

আলাইয়া ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

নয়ন নিকটে থাক অন্তর হইও না।
অন্তর হয়ে অন্তর আমার জ্বালাইও না॥
আমার অন্তরে আছ তুমি জানন।।
জানিলে অন্তরে ভয় কখন হইত না॥ ১২২॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

আসিব না বলিলে কেন প্রাণ?
এখন বলিলে বটে হরিয়াছ মন॥
পাছে ফিরে দিতে হয়, বুঝি হইয়াছে ভয়,
যায় যায় যাউক প্রাণ ব'লো না এমন॥ ১২৩॥

নিধু বাবু॥

ইমন—জলদ্ তেতালা।

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে।
অনেক জনের আশা আছয়ে তোমাতে॥
তিলেক তোমার রোষে মরিহে ভয়েতে।
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে॥ ১২৪॥

নিধু বাবু।

গারা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কে আপন অধিক তোমার?
বুঝাইলে নাহি বুঝ খেদহে আমার॥

তোমার হইয়ে আমি হইব কাহার?
সুধা ত্যজি বিষ খায় হয় কি বিচার॥ ১২৫॥

নিধু বাবু।

কেমনে রহিব প্রাণ না দেখিয়ে তোমারে?
চকোরী কি হয় সুখী না হেরে শশীরে?
প্রাণ বিনে শূন্য দেহ থাকে কি প্রকারে?
শশী বিনে নিশি কোথা বল শোভা করে? ১২৬॥

নিধু বাবু।

মূলতান—জলদ্‌ তেতালা।

আমার মন তোমার কারণ যেমন প্রাণ সেই মন জানে।
তুমি তাহা নাহি জান এই খেদ মনে॥
মনের আকার যদি না বুঝ বচনে।
আর কি সাদৃশ্য আছে বুঝাব সে গুণে? ১২৭॥

নিধু বাবু।

গৌড়সারঙ্গ—আড়া।

হে প্রাণনাথ নয়ন অন্তরে তুমি যাইও না।
প্রবল বিরহানলে জ্বালাইওনা॥
এস হে নয়নে রাখি, পলক মুদিয়ে থাকি,
না দেখ না দেখি কারে, এই বাসনা॥ ১২৮॥

নিধু বাবু।

শ্যাম—জলদ্‌ তেতালা।

একেবারে কি ভুলিলে প্রাণ অধীনী জনে?
দেখ দেখি অহর্নিশি, তুমি মোর মনোবাসি,
নহি তব মনে।
চাক্ষুষ বিহনে দুঃখ, কহিতে বিদরে বুক,
এবে নিবেদন মোর, মন হইতে অন্তর, হয়োনা বেনে॥ ১২৯॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমি কি তোমারে ওরে না দেখে রহিতে পারি ?
বিনে দরশনে প্রাণ, শূন্য দেহ হয় প্রাণ,
সচেতন হই পুনঃ তব মুখ হেরি ॥
প্রথম মিলনাবধি বুঝিয়াছি মনে,
কদাচিত নহি সুখী তোমার বিহনে,
এবে এই নিবেদন, বিচ্ছেদ না হয় যেন,
নয়ন নিকটে থাক সদা সাধ করি ॥ ১৩০ ॥

নিধু বাবু।

আড়ানা—জলদ্ তেতালা।

নলিনী হাসিয়ে কহিছে ভ্রমরে।
আমার যে ধন প্রাণ সঁপেছি তোমারে ॥
পলক যদি না দেখি, বিরহে ঝুরয়ে আঁখি,
দুঃখেতে উপজে মান, নহে সে অন্তরে ॥ ১৩১ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

কি আর বলিব প্রাণ জানত আমি যেমন।
মম এই অভিলাষ, হৃদয় মন্দিরে বাস, কর এই নিবেদন ॥
ক্ষণেক না দেখি যদি তোমার বদন।
মন অতি চঞ্চল, নয়ন হয় সজল, মুখে না সরে বচন ॥ ১৩২ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু—টিমা তেতালা।

তব পথ চাহিয়ে চিত অতি চঞ্চলিত। (প্রাণ)।
মণির কারণে ফণী কাতর কত ॥
তুমি জান কি না জান, যেমন আমার মন,
চাতকী কিঞ্চিৎ জানে আপন মত ॥ ১৩৩ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—তেতালা।

আর আমি কাহারে কহিব আপন।
জানিয়ে না জান যদি শুন, ওহে প্রাণ॥
যে রূপ যতন মোর তোমার কারণ।
কহিতে সে সব দুঃখ বিদরে পাষাণ॥
তোমার অধিক আর কি আছে রতন।
তোমারে ভুলিয়ে তাতে মজাইব মন॥ ৭৩৪॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ।

অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন।
ইথে কি মনের সাধ পূরয়ে কখন?
অতএব বলি আমি, হৃদয়নিবাসি তুমি,
নয়নে নয়নে থাক একান্ত মনন॥ ৭৩৫॥

নিধু বাবু।

পরজ—জলদ্ তেতালা।

কেমনে রে প্রাণ বুঝাব যেমন আমার মন।
জেনে যদি না জানিবে কে জানাতে পারে?
বিষম হইল মোরে করি কি এখন॥
মোর মনে নিরন্তর, প্রাণ তুমি বাস কর, না জান কেমনে।
মন জ্বলয়ে যখন, তুমি নাহি জ্বল,
জ্বলিলে বুঝিতে তবে, আমি হে যেমন॥ ৭৩৬॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভুলনা রে প্রাণ ভাল বাসি বলে।
আগেতে জেনে সুজন, সাদরে স'পিলাম প্রাণ,
তুমি প্রিয় বাসিবে বলে॥ ৭৩৭॥

কালী মির্জা।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

তোমার পিরীতে সুখী নহে ওহে মন।
অতি আদরে সন্দেহ সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
এই কর থাকি যায়, যদি যায় প্রাণ যায়, যতনেরি ধন ॥ ১৩৮ ॥

কালী মির্জা।

মধুর ভাষে জুড়ালরে প্রাণ মন যে আহ্লাদে ভাসে।
আমার হইবে তুমি এই আভাসে ॥
যত জ্বালাতন ছিলাম, ততই শীতল হলাম,
তব সম্ভাষে।
রাখিও ক'রে যতন, কালী না হইবে মন,
লোকে নাহি মন্দ ভাষে ॥ ১৩৯ ॥

কালি মির্জা।

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

তোমারে সঁপেছি প্রাণ সুখের কারণে।
তবে কেন দুঃখ লাভ অদর্শন বাণে ॥
যখন হেরি বদন, সুধালাভ হয় জ্ঞান,
না হেরিলে জ্বালাতন, হয়বে পরাণে ॥ ১৪০ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

বাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা।

প্রাণ থাকিতে কেমনে থাকিতে পারিব তোরে পাসরি ?
পলকের অদর্শনে শূন্যময় সব হেরি ॥
যদি তব হয় মান, তাহে প্রাণ অবসান,
হয়ে থাকি ম্রিয়মাণ, কিবা দিবা বিভাবরী।
মুখ কমল বিরস, নিরখি হই অবশ,
কিসে হবে আশুতোষ, সতত মানস করি ॥ ১৪১ ॥

আশুতোষ দেব।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

অনেক সাধের ধন, তুমি প্রাণ আমার।
কত ভালবাসি আমি কি কহিব তার ॥
হেরিলে বিধুবদন, যে সুখ হয় সাধন,
জানে তা আমার মনঃ, কে জানিবে আর ॥ ১৪২ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ প্রেয়সি।
ও বিধুবদন হেরে মনঃ হইল উদাসী ॥
কি ক্ষণে তোমার সনে, দেখা নয়নে নয়নে,
কি জানি দিলে কেমনে, হৃদয়েতে প্রেম ফাঁসি ॥ ১৪৩ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

আমার মনের কথা তুমি কি জাননা ? প্রাণ !
ভাল বাসি কি না বাসি, বুঝে কি বুঝনা ?
হৃদয়ে যার বসত, মনঃ যার অনুগত,
তাহার কি অজানত, কেন এ ছলনা ॥ ১৪৪ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

গারা ঝিঁঝিট—আড়া।

কত ভাল বাসি, প্রাণ, বুঝাব কেমনে ?
মনঃ দেখাইবার নয়, কি কব বচনে ?
অপরের অগোচর, হয় হৃদয় ভিতর,
কিরূপে জানিবে পর, যে করে তার কারণে ॥ ১৪৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ইমন কল্যাণ—আড়া।

হেরিয়ে তোমার প্রাণ, ও বিধুবদন।
যেমন করয়ে মনঃ, অতীত কথন ॥

মনেতে যতেক হয়, ভাব প্রেম সুখোদয়,
বচনে সে সমুদয়, হয় কি বর্ণন? ১৪৬॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ—আড়া।

জীবনজীবন তুমি, প্রাণের বাঞ্ছিত ধন।
কি ক'ব সে হই দুঃখী, না হেরে বিধুবদন॥
বারি ছাড়া মীন হলে, কাতর হয় যেমন।
তব বিরহেতে হয়, আমার মনঃ তেমন॥ ১৪৭॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

পরজ—জলদ্ তেতালা।

কি গুণে তোমায় বাঁধিবরে না দেখি স্বপনে।
দয়া করে গুণমণি বাঁধা নিজ গুণে।
সকলি জান মনেতে, যে গুণ আছে আমাতে,
কেবলি তব গুণেতে, আছি মানে মানে॥
সুখ দুঃখ সমভাব, না হলে কি থাকে ভাব,
রহে যেন এই ভাব, উভয়েরি মনে মনে।
যে কদিন জীবন রবে, দাসী শত দোষী হবে,
তথাপি নাহি ত্যজিবে, রাখিবে চরণে॥ ১৪৮॥

যদুনাথ ঘোষ।

তোমা বিনে কিবা সুখ আছে মম জগতে।
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিতে॥
চলিতে চলেনা চরণ তব পন্থা অতীতে,
কর নাহি করে গ্রহণ তব দ্রব্য ব্যতীতে॥
শ্রবণের আকিঞ্চন তব কথা শুনিতে।
নয়নে না পায় তোমা ভিন্ন দেখিতে॥
চাঁদের বাসনা নাহি তব ভিন্ন রহিতে॥ ১৪৯॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

স্বরট মল্লার—কাওয়ালি।

তোমা বিনা প্রাণ আমার বল আর কেবা আছে।
সদা এই ভয় হয় তুমি পর ভাব পাছে ॥
তোমারে করেছি সার, মম কেহ নাহি আর,
দেহ প্রাণ যে আমার, সকলি তোমার কাছে ॥ ১৫০ ॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

আলেয়া—আড়া।

সে কথা ভাবিলে প্রিয়ে ধৈরজ না ধরে প্রাণ।
অসহ্য যাতনা মোরে বিধাতা দেয় বিগুণ ॥
বলিতে কি লজ্জা মোর, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর,
সহিতে না পারি প্রিয়ে না দেখে তব আনন ॥
সেই রাত পূর্ণিমার, মনেতে কি পড়ে তোর ?
হৃদয় ফাটিয়া যায়, করিলে তাহা স্মরণ ॥
মনের কপাট খুলে, কত কথা বলেছিলে,
মৃদু মৃদু হাস্য ক'রে, অঞ্চলে ঝাঁপি বদন ॥
সেই মোর সুখদিন, মনে পড়ে অনুক্ষণ,
তোমার অঞ্চল আর, সুধা সম সে বচন ॥ ১৫১ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

কালাংড়া—একতালা।

সকলি ভুলি হেরিলে তোমারে।
না হেরে প্রাণ যে করে, সে কথা মুখে না সরে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, করে গালাগালি।
রমা কয় সরস ভাবে, থাকহে হরষ ভাবে,
তোমারি কারণে এবে, কুলে দিলাম কালি ॥ ১৫২ ॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালাংড়া—ঠুংরি।

এ দাসীর অনুরোধ ওহে রসময়,
এইরূপ প্রেম যেন চির দিন রয়।

প্রাণের মতন করে, যতন করিলে পরে,
প্রণয় পরম নিধি, হবে হে সদয়।
বিরহ সতিনী অতি, পাপিনী হে প্রাণপতি,
দেখো ছলে বলে যেন, হবিয়ে না লয়॥ ১৫৩॥

হরিমোহন রায়।

শঙ্করা—আড়া।

ধরিয়ে রাখিব বঁধু কভু না ছাড়িব,
মণিময় হার করি গলেতে পরিব।
নিয়ত বাসনা মনে, হৃদয় নিকুঞ্জ বনে,
বসাইয়ে তোমা ধনে, আঁখি ভরি হেরিব॥ ১৫৪॥

হরিমোহন রায়।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুলনা এ দাসীরে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চির দিন তরে॥
কুল শীল লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জন্মের মত, মন প্রাণ তব করে॥
তোমা বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, ক্ষণ না হেরিলে পরে॥ ১৫৫॥

বনোয়ারীলাল রায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ভুলিতে কি পারি তব বিমল মুখকমল?
দিবাকর সরোজিনী অন্তর করে তা বল?
ভিন্ন দেহ এক প্রাণ, তুমি জল আমি মীন,
বারি বিনে চাতকের কি আছে বল সম্বল? ১৫৬॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিবনা এ জীবনে।

কি স্বপনে কি জাগরণে।
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে,
হৃদয়ে সদা আছ বলে'।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে॥ ১৫৭॥

রবীন্দ্র।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে।
মধুর হাসিয়ে ভাল বেস হে।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও,
আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসি খানি হেসহে॥ ১৫৮॥

রবীন্দ্র।

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালি।

ওই কথা বল সখি, বল আর বার,
ভাল বাস মোরে তাহা বল বার বার।
কত বার শুনিয়াছি তবু ও আবার যাচি,
ভাল বাস মোরে তাহা বলগো আবার। ১৫৯॥

রবীন্দ্র।

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কেন গো রূপসি হাসি হাসি মজালে আমায়।
প্রাণ যায়, হায় কব কায়, কি সে বাঁচি বলনা তাহার উপায়?
ও বিধুবদন, নাহেরে যেবা করে মন, সদা সর্ব্বক্ষণ,
মন উচাটন, না মানে বারণ, বুঝি প্রাণধন রে,
রাখা হোলো দায়॥ ১৬০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভাল বাসারি ধন তুমি আমার প্রাণ।
কি ক্ষণে হেরেছি তোমার ও চাঁদবদন॥
মন যদি দেখাবার হতো, দেখাতাম ভাল বাসি কত,
তুমি কি জানিবে তাহা, জানে আমার মন॥ ৭৬১॥

ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা।

তোর লাগি প্রাণ মোর যেমন কাতর রে।
তুমি কি জানিবে রে জানেন চন্দ্র দিবাকর॥
যতক্ষণ তোমারে হেরি, স্বর্গ সুখ ভোগ করি,
না হেরিলে প্রাণে মরি, অঙ্গ হয় জর জর॥ ৭৬২॥

কানাড়া—ঝাঁপতাল।

তুমি হে রমণী মণি, রূপসীর শিরোমণি,
মোহিনী শকতি ধরলো নয়নে।
বিষম কুসুম শর, করিছে অতি কাতর.
আশুতোষ প্রিয়ে, প্রেম সুধাদানে॥ ৭৬৩॥

খেম্‌টা।

কি দিব কি দিব বে প্রাণ, মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন আমার তুমি।
তোমারই কিছু জানিনি, শুন ওহে গুণমণি,
সকলকার সকল আছে প্রাণ, আমার কেবল তুমি॥ ৭৬৪॥

রামকেলী—জলদ্ তেতালা।

সাধে কি তোমারে বঁধু করিরে এত যতন।
না হেরে হৃদয় দহে, হেরে শীতল জীবন॥
সরস সুধাংশু মুখ, হেরিতে বাড়য়ে সুখ,
বিরস নিরখি দুঃখ, নিয়ত ঝরে নয়ন।
যদি কর অভিমান, দহে দেহ মন প্রাণ,
সাধি প্রাণ পণ করি, কি জানি হয় কেমন॥ ৭৬৫॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রাণনাথ এমন কথা আমারে আর বলো না।
স্বভাবে অবলা জাতি নাহি জানি ছলনা।
তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি,
যথা সূর্য্যমুখী সতী, রবি বিনে বাঁচেনা।
অলি দেখি সরোজিনী, সদা হয় প্রমোদিনী,
নিদয়া বলিয়া মোরে বৃথা কর প্রতারণা ॥ ১৬৬ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নাথ মনে রেখ এ অবলারে।
তোমা বিনা নাহি আর জগত মাঝারে ॥
সদত আঁখি মিলনে, হেরি আমার প্রাণধনে,
প্রতি পলকে পলকে, সাধ দেখি তোমারে ॥
আমি তব ভুজঙ্গিনী, তুমি ভুজঙ্গিনী-মণি,
দেখ নাথ এ দুঃখিনী ভাসেনা দুঃখ সাগরে ॥ ১৬৭ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কত দুঃখ সইরে কালা তোমার লাগিয়ে।
কত লোক কত বলে, হাসিয়ে হাসিয়ে।
ও কথা শুনিনে আর, তোমারে করেছি সার।
পরেছি কলঙ্কের হার, গলাতে গাঁথিয়ে ॥ ১৬৮ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালি।

জাননা কি প্রাণনাথ, পতিগত নারী প্রাণ।
নীরদ বিহনে যথা তড়িত অদর্শন ॥
হোলে অস্ত দিনমণি, ম্লানমুখী সরোজিনী,
বিরহ সন্তাপে প্রাণ কভু না করে ধারণ ॥ ১৬৯ ॥

পিলু—খেমটা।

রাই সুধাকর, তু শ্যাম চকোর।
পান কর মধু প্রাণ ভরি হে,

সুধা দানে মোরা নহি কাতর ও শ্যাম চকোর॥
প্রেম ভিখারিণী মোরা সবে হে,
প্রেম আশে নিশি করিব ভোর ও শ্যাম চকোর॥ ৭৭০॥

সাগর ছেঁচা মানিক আমার ঘর করেছ আলো।
তুমি নইলে রতন মণি তিনটি ভুবন কালো॥
হৃদয় মাঝে ওই মুরতি সদাই আছে জাগি।
সদাই উথলে উঠ্‌ছে হিয়া প্রিয়ে তোরি লাগি॥ ৭৭১॥

কীর্ত্তনের ছুট—একতালা।

শুন হে পরাণ বঁধু।
এত দিন পরে, পাইনু তোমারে, চাহিয়া রহিব শুধু॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে, আর না যাইব ঘর।
শ্যাম সোহাগিনী সকলে জেনেছে, আর কিছু নাহি ডর॥ ৭৭২॥

ঝিঁঝিট।

ভাল বাস না বাস প্রাণ তাহে ক্ষতি নাই।
দিনান্তে সুখান্তে যেন চখে দেখ্‌তে পাই॥
হেরিলে তব মুখ, দূরে যায় সব দুঃখ,
না হেরিলে ও চাঁদ মুখ, প্রাণে ব্যথা পাই,
ওহে নাথ প্রাণে ব্যথা পাই॥ ৭৭৩॥

কীর্ত্তন।

তুমি আমার, আমার বঁধু, কি বলি কি বলি তোমায় বলি নাথ।
কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারী জাত।
তুমি হাতকি দর্পণ মাথকি ফুল, তোমায় ফুল করে কেশে পর্‌ব বঁধু।
(তোমায় শ্যাম ফুল করে কেশে পর্‌ব বঁধু)
(তোমায় কবরীর মাঝে লুকায়ে লুকায়ে রাখ্‌ব বঁধু)

তুমি নয়নেরি অঞ্জন, বয়ানের তাম্বূল,
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁকে পর্‌ব বঁধু)
তুমি অঙ্গকি মৃগমদ, গীমকি হার,
(শ্যাম চন্দন মেখে শীতল হব বঁধু)
তুমি দেহকি সর্ব্বস্ব, গেহকি সার,
পাখীকো পাখ, মীনকো পানী,
তেমতি হাম বঁধু তুয়া মানি ॥ ৭৭৪ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তোমায় স'পেছি চিত।
তাবত তোমারি রব, যাবত জীবিত ॥
করে কত আকিঞ্চন, ঘটেছে তব মিলন,
যত যতনেরি তুমি, জানত তুমিত ॥ ৭৭৫ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বাকী কি রেখেছি বল আর, ওরে প্রাণ আমার ?
স'পে চিত, পদানত হয়ে আছি প্রাণ তোমার ॥
তুমিরে সর্ব্বস্ব ধন, এক্ষণে আমার প্রাণ,
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান, তুমি মন্ত্র মূলাধার ॥ ৭৭৬ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

প্রিয়ে ভুলিব কেমনে।
রাখিব সতত তোমায় নয়নে নয়নে ॥
আমার হৃদয় পটে, লিখিব হে অকপটে,
মধুর মূরতি তব অতি যে যতনে ॥ ৭৭৭ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

যে ভাল বাসি প্রেয়সি, জানাব কি তোমায় ব'লে।
দেখাতাম সে ভাল বাসা, অন্তর দেখাবার হ'লে ॥
তিলেক না হেরে তোরে, বিরহ দহে অন্তরে,
তো বিনে আর কে পারে, নিভাতে মন অনলে ॥ ৭৭৮ ॥

পিলু বারোঁয়া—খং ।

মনে মনে তোমায় যে ভাল বাসি ।
লোক লাজ ভয়ে নাহি প্রকাশি ॥
হ'লে অদর্শন, হুহু করে মন,
পলকে প্রলয় জ্ঞান, হয়লো রূপসি ॥ ৭৭৯ ॥

—◇◇—

কি গুণে ভুলালে ?

সুহই ।

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান ।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর ।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি ।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
কোন্ বিধি সিরজিল স্রোতের শেঘলি ।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
তুমি মোরে যদি প্রভু নিদারুণ হও ।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
চণ্ডীদাস কহে এই বাশুলি কৃপায় ।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥ ৭৮০ ॥

চণ্ডীদাস ।

মহড়া ।

পিরীতে সই এমন্ বিরাগী হই ।
ভাবি তার মুখ নিরখিব না ।
এ মুখ তারে দেখাব না ।
বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কবনা ।

পুনো হলে দরশন, করয়ে কিগুণ,
তখন সে মন থাকেনা।

চিতেন।

সখি না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটো সনে,
হইলো বিধিরো ঘটনা।
অন্তরে সদা ঔদাস্য, দিবা নিশি ঐ ভাবনা॥
সখি হেন নাহি কেহ, নিবাবে এ দাহ,
কালী হলো দেহ দেখনা॥ ৭৮১॥
নিত্যানন্দ বৈরাগী।

শঙ্করাভরণ—তাল হরি।

যেদিকে চাই সেই দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
কি জানি কি গুণে, ভুলালে নয়নে, তোমার বিহনে,
না দেখি কাহারে॥
যখন থাকি শয়নে, তোমারে দেখি স্বপনে,
পুনু জাগরণে, নয়নে নয়নে, থাকি সেই মনে,
কি হ'লো আমারে॥ ৭৮২॥
নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—তেতালা।

তারে দেখিতে এত সাধ কেন ?
তিলেক না হেরি যদি সজল নয়ন॥
আভরণ করিয়াছি লোকের গঞ্জন।
তাহার কারণে মরি সে নহে আপন॥
তাহার রীতের কথা অকথ্য কথন।
তবু যে ভুলেছে মন জানয়ে কি গুণ॥ ৭৮৩॥
নিধু বাবু।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

যে গুণে ভুলালে, অবলা সরলে, সে কি গুণ গুণমণি ?
আমার কি আছে গুণ, বুঝিব তোমার গুণ,
নিজগুণে বল শুনি॥

শয়নে স্বপনে আর, অদর্শনে নিরন্তর,
মননে দেখি তোমারে, ভুলি আমি আপনারে,
চাক্ষুষে সুখে তেমনি ॥ ৭৮৪ ॥

নিধু বাবু।

কেদারা।

যত দুঃখ দেহ, মনে নাহি রয় প্রাণ।
ভুলায়ে রেখেছ মন, কেবল আমার এখন,
মনো পুর দেহ।
তোমার বিরাগ আপনাতে নাহি আনে,
শুনিলে বিরাগ সে আমারি দোষ মানে,
তব মত ব্যবহারী, জানায় হেন আমারি,
নহে যেন কেহ ॥ ৭৮৫ ॥

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

তুমি কি করিলে আমারে।
তোমা বিনা স্থির নাহি হয় অন্তর রে ॥
যখন আমি থাকি দূরে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভাসি নয়নেরি নীরে, তোমারে না হেরিরে ॥ ৭৮৬ ॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

খাম্বাজ—একতালা।

সখিরে তু বোলো।
কাহে এত মন মজিল ॥
যব দেখনু সো হাসি, পরাণে হইনু উদাসী,
স্মর শরে হইনু পাগল।
কি আছে সেই আঁখিয়াতে, মুই পরাণ হারালো,
তু বোলো।
কাহে মেরা অ্যায়সা ভেল, আপনা সুধিয়ে সখি,
উত্তর না পাওলো ॥ ৭৮৭ ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী।

কি জানি কি ক্ষণে চোখে দেখেছিনু আঁখি তার।
গেছে মান অভিমান যাহা কিছু আপনার ॥
যবে থাকি কাছা কাছি, ভাবি চির জন্ম বাঁচি,
চোখের আড়ালে ভাবি মরণ কি নাই আমার ॥ ১৮৮ ॥

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

কোন মন্ত্রে ভুলায়েছ কহলো আমার মনে।
এতই ব্যাকুল কেন হই তব অদর্শনে ?
তোমার ভাবনা শূন্য, কেন মন নহে ক্ষণ,
সদাই তোমারে হেরি, নিদ্রা জাগরণে ॥ ১৮৯ ॥

হেরিলে বয়ান, থাকে নাকো মান, প্রেমের তুফান,
প্রাণেতে গো বহে।
সে বঙ্কিম আঁখি, কি যে বলে সখি,
আঁখিতে আঁখিতে কথা কহে ॥
মধুর মুরলী, প্রেম মন্ত্র বলি, ইন্দ্র জালে যেন মন লয় হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান, সখি লো নিমেষে,
সকলি পাসরি ॥ ১৯০ ॥
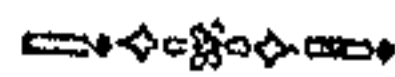
আমি যেমন তোমার তুমি কি আমার তেমনি ?

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কি ভাবে ভাব আমারে, ভাবিয়ে না পাই হে,
প্রকাশিয়ে কওনা নাথ, শুনে প্রাণ জুড়াই।
আমি তব প্রেমাধীনী, তোমা বই কিছুই না জানি,
তুমি কি মোর তেমনি, ভাবি তাই সুধাই হে ॥ ১৯১ ॥

তুমি যদি ভাল বাস পরের বিপক্ষ- তায় কি করে ?

মুলতান—ঢিমা তেতালা।

পরেরি কথায় প্রেম যায় কি কখন প্রাণ ?
তুমি যদি ভাল বাস বিচ্ছেদে কি দহে মন ?
নিরন্তর ভাবে পর, আমারে করিতে পর,
তুমি তা বুঝিলে পর, কি করে পর বচন ? ১৯২ ॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

তুমি যদি ভাল বাস প্রাণ আমায় মনেতে।
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ প্রাণ থাকিতে ?
প্রতিবাদী হ'লে পরে, কি করিতে পারে পরে ?
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে ॥ ১৯৩
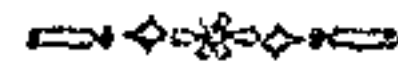
তোমার অনেক, কিন্তু আমার তুমিই এক

আশাবরী টোড়ী—তেওট।

অনেকে আছে তোমার, আমার কেবল তুমি।
এক দ্বিজরাজ, কুমুদী সমাজ, তেমতি তোমাতে আমি ॥
মরে ধন মন, সে তোমাতে লীন, নহি স্বাধীন,
তুমি গুণগ্রাম, অসীম মহিম, অনুপম চিত্তগামী ॥ ১৯৪ ॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু বাহার—তাল হরি।

তারো কি এমন হয় সখি প্রাণ ?
আমার হয় যেমন মনের যন্ত্রণা এতো, কিছুই না জানে সেতো,
মম সম কতো শতো, আছে যে তার অধীন ॥ ১৯৫ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি

কানাড়া—কাওয়ালি।

আর কি রবে যতনে ?
নিরখিয়ে আছে পথ তোমার প্রেয়সীগণে ॥
আমা সম অনুগত, আছে তব শত শত,
তোমা বিনা তারা কত, বিষাদ ভাবিছে মনে ॥ ১৯৬ ॥

দয়ালচাঁদ মিত্র।

আমার মত তোমার শতেক গোপিনী।
তোমার মত বঁধু তুমিই গুণ মণি ॥
দিনমণির আছে শত কমলিনী।
কমলিনীর একা দিনমণি ওই ॥ ১৯৭ ॥

মম মানস তামসে থাক গোপনে।

ঝিঁঝিট ধুন্—আড়া তেতালা।

হরিয়া মনঃ কেন হইলা বিষম ?
পলাবার পথে কি করিবে গমন প্রাণ ?
ত্রাসের অনুরোধে যদি হবে অদর্শন।
মম মানস তামসে থাক গোপন ॥
না জানিবে হৃদি শ্রুতি নাসিকা রসন।
কেবল জানিল এই দুই নয়ন ॥ ১৯৮ ॥

রাধামোহন সেন।

হৃদয় মাঝারে প্রিয়ে এসরে লুকাইয়ে রাখি।
আর কেহ নাহি দেখে, আমি সে মানসে দেখি ॥
প্রাণ যে কেমন করে, তিলেক না হেরি তোরে,
অভিলাষ রাখি তোরে, প্রহরী দিয়েরে আঁখি ॥ ১৯৯ ॥

সদাই আমার বসন্ত তব দরশনে।

মালকোষ—আড়া তেতালা।

সদাই আমার বসন্ত, তব দরশনে।
নাহি কালাকাল তাহে, দিবা নিশি মনে॥
মলয় গিরি মন্দির, চন্দন তব শরীর,
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে, নাসিকা পবনে।
ভ্রমর ভূষণ ছলে, গুঞ্জরে অঙ্গ কমলে,
কোকিল স্বর নিঃসরে, বাক্য চন্দ্রাননে॥
লাবণ্য আশ্রয় করি, লুকায়ে শম্বর অরি,
যোজনা কটাক্ষ শর, ভুরু শরাসনে॥ ৮০০॥

রাধামোহন সেন।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে?

কানাড়া—কাওয়ালি।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো পরাণ প্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে, তুলে দেখিয়ো।
এ নহেগো তৃণ দল, ভেসে আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথা ভরা মন, মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে,
কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে!
রাখ যদি ভাল বেসে, চির প্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও! ৮০১॥

রবীন্দ্র

যে বোল বলিয়া বাজাইছ শ্যাম হ'লো তাই মন্ত্র।

বাগকেশী।

আমার এ তনু যন্ত্র।
যে বোল বলিয়া বাজাইছ শ্যাম, হ'লো তাই মন্ত্র॥
সুখ দুঃখ খেদাহ্লাদ, মালিন্য মোহ বিষাদ,
এই সাত স্বরে তিন গ্রাম, তিন নাড়ী মন্ত্র।
তুমি বল যাই যাই, মম প্রাণ বলে তাই,
কি রাগে বিরাগ করিলেহে, এ কেমন তন্ত্র ?৮০২॥

রাধামোহন সেন।

তুমি কি মদনের নারী ?

পুরিয়া ধনাশ্রী—আড়া তেতালা।

তুমি কি মদনের নারী ?
পড়িলাম কাম কোপে তোমারে নেহারি।
ফুল ধনু দিয়া টান, হানিয়া ফুলের বাণ,
লইলে চেতন হরি, হৃদয় বিদারি।
যায় যাবে প্রাণ মনঃ, পুনঃ করিব লোকন,
আর বার করে শরে আছে শম্বরারি॥ ৮০৩॥
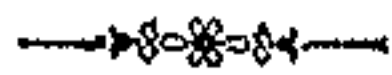
রাধামোহন সেন।

কেন তোমায় মন সমর্পণ করিতে চাই ?

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

তোর শরীরাকরে দেখি বিবিধ রতন।
হাব ভাব কটাক্ষ লাবণ্য যৌবন॥

অতুল সম্পদ যার এই নিদর্শন।
তাহারে তুষিব আর দিয়া কি ধন?
দেখিতেছি কেবল সতত বিমনঃ।
ভাবে বুঝি কেহ করিয়াছে হরণ ॥
অতএব নিজ মন করি সমর্পণ।
পরে না বলে প্রিয়ে কর গ্রহণ ॥ ৮০৪ ॥

রাধামোহন সেন।
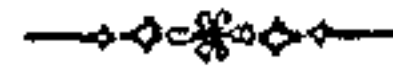
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও?

কাফি—খেমটা।

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে,
ওগো মনের মত সেইত হবে
তুমি শুভ ক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে।
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও। ৮০৫ ॥

রবীন্দ্র।

এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস।

এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত,
বঁধু হে ফিরে এস।
ওগো নিঠুর ফিরে এস হে, আমার করুণ কোমল এস।
ওগো সজল জলদ স্নিগ্ধ-কান্ত সুন্দর ফিরে এস।
আমার নিতি সুখ ফিবে এস, আমার চির-দুখ ফিরে এস,
আমার সব সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস।
আমাব চির বাঞ্ছিত ফিরে এস, আমার চিত-সঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, ওহে চিরন্তন, ভুজ-বন্ধনে ফিরে এস।
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস;
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।
আমার মুখের হাসিতে এস হে, আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস,
আমার সর্ব্ব স্মরণে এস, আমার সর্ব্ব ভরমে এস,
আমার ধরম করম সোহাগ শরম জনম মরণে এস ॥ ৮০৬ ॥

রবীন্দ্র।

—◇◇◎◇◇—

সারাটী রজনী।

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন
সারাটী রজনী!
শ্রান্ত জগত ঘুমে অচেতন
সারাটী রজনী!

অতি ধীরে ধীরে হৃদে কি লাগিয়া
মধুময় ভাব উঠে গো জাগিয়া
সারাটী রজনী!
ঘুমায়ে তোমারি দেখি গো স্বপনা
সারাটী রজনী!
জাগিয়া তোমারি দেখি গো বদনা
সারাটী রজনী!
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়,
তখনি কি সখি তোমার হৃদয়,
আমার ঘুমের শয়ন পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয় ভরে
সারাটী রজনী! ৮০৭॥

আমি তো কুরঙ্গ নহি কেবল আমার কুরঙ্গ নয়ন।

মূলতানী—আড়া তেতালা।

কেন ভুরু ধনু টান, হানিবে কি প্রাণ?
কুরঙ্গ বধিতে বুঝি, করিছ সন্ধান॥
শুনহে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি
কেবল আমার বদনে, কুরঙ্গ নয়ান॥ ৮০৮॥

রাধামোহন সেন।

সোহাগ।

সুহই।
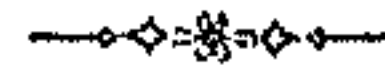
এমন পিয়ার কথা, কি পুছসিরে সখি,
পরাণ নিছিয়ে তারে দিয়ে।
গড়োর কুটা গাছি, শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥

হাত দিয়া দিয়া, মুখানি মাজিয়া,
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন, পাইয়া রতন,
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
হিয়ার উপরে, শোয়াইয়া মোরে,
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরীতি, হোয়ত এমতি,
কবি বিদ্যাপতি কয়॥ ৮০৯॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা ধানশী।

কি কহবরে সখি কানুক নেহ।
এক জীউ বিহি সে গঢ়ল ভিন্ন দেহ॥
কহিলে যে কাহিনী পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনে দবশে পরশে নাহি জীব।
সো বিনু পিয়াসে প্যানি নাহি পীব॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
চিবহি বিনে তাম্বূল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভরে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সহে পরাণ
আন সম্ভাষে না রহয়ে গেয়ান॥
কহে কবি রঞ্জন শুন বর নারী।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি॥ ৮১০॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা ধানশী।

পিয়াক পিরীতি হাম কহিতে না পার।
লাখ বয়ান বিহি না দিল হামার॥

আপনাক গজমতি হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি ॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গে লেপন মোর ॥
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেওল চম্পক দাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ ॥ ৮১১ ॥

বিদ্যাপতি।

সিন্ধুড়া।

এমত পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূরে মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তায় ভয়ে কাঁপে গা ॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে মোর বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ ॥ ৮১২ ॥

চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥

পদ আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া ।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া ॥
করে কর ধরি পিয়া শপতি দেই মোরে ।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে ॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু ॥
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু ॥ ৮১৩ ॥

চণ্ডীদাস।

পঠমঞ্জরী ।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে ।
পদ চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান ।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে ।
নাসা পরশিয়া রহিনু দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥ ৮১৪ ॥

গোবিন্দদাস।

পঠমঞ্জরী ।

সিনান দুপুর সময় জানি ।
কি কহব সখি পিয়ার কথা ।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি ॥
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা ॥
তাম্বূল ভখিয়া দাঁড়াই পথে ।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে ॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই ।
পদচিহ্নতলে লুটয়ে তাই ॥

আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমর। বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেনা।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥ ৮১৫॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

অবলা জানিয়া গুণধবে।
রসিক মুকুট মণি নাগর হইয়া গো,
এতনা আদব কেনে করে॥
মোর অঙ্গ গন্ধ আশে, লালসা পাইয়া বৈসে,
বন্ধুয়া বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিতে মনে,
এ তনু তোমারে দিনু দিনু।
আউলাঞা কবরী ভার, বেশ করে বারে বার,
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে, নূপুর পরায় মোরে,
চরণ পরশে করতলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনি, কালিয়া কস্তুরি খানি,
ও রাঙা চরণ তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহুক মোর,
নিগূঢ় মরম তার সাখি॥
বিদগধ শ্যাম রায়, বসনে করয়ে বায়,
আপনে যোগায় গুয়া পান।
গোবিন্দ দাসের বাণী, শুন রাধা বিনোদিনি,
তেঞি তুমি শ্যামের পরাণ॥ ৮১৬॥

গোবিন্দদাস।

কেদার।

আনন্দ নীর, যতনে হেরি বারত,
অলকা তিলকা নিরমাই।

কুঞ্চিত লোচনে, হরি মুখ হেরইতে,
থর থরি কাঁপই রাই ॥
দেখ সখি রাধা মাধব লেহ।
নাগরী বেশ, বনাওত নাগর,
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ ॥
কোরহি মাতি, পুন হি হরি সাজত,
পীন পয়োধর জোর।
ঘামল করপঙ্কজ, জলে ধোয়ায়ল,
মৃগ মদ চিত্ত উজোর ॥
মরমক বোল, কহত দুহুঁ আকুল,
রোয়ল গদ গদ ভাব।
অধর বিলোকনে, ইঙ্গিতে কি কহল,
না বুঝল গোবিন্দ দাস ॥ ৮১৭ ॥

গোবিন্দ দাস।

ললিত।

প্রাণ নাথ তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুল শীল লাজে জলাঞ্জলি দিনু ॥
না জানি মিলন আজি কি খেনে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল ॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল হইল এমনি ॥
সব দুঃখ পাসরিযে তোমার মুখ দেখি।
রায বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখি ॥ ৮১৮ ॥

রায বসন্ত।

সুহই।

চিকণ করে ধরি কেশ বেশ করি সিঁথে দেয় সিন্দুর ।
নাগ বেশ করি বসন পরাওই পায়ে ধরি পরায়য় নূপুর ॥

সখি পিয়া গুণ কহনে না যায়।
ম্লান চম্পক দাম সম তনু হিয়া বিনু শেজে না ছোঁয়ায়॥
সে মোর শ্রম জল আঁচরে গোছই দেয় বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘন নিরখই মুখ ভরি তাম্বূল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই কবি শেখর পরমাণ॥ ৮১৯॥

রায় শেখর॥

কৌরাগিনী।

না পুছ সখি পিয়াক পিরীত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিন্দের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুক্তি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস।
আকুল হইয়ে পিয়ে উঠয়ে তরাস॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥ ৮২০॥

জ্ঞানদাস।

সিন্ধুড়া।

কি না সে কানুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীত যেন দারিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না পরে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া মায়ের দোসর রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে॥

তিলে কত বেরি মুখ নিরখিয়ে, আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে তেঞি সদা লয়ে নাম।
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহি চিতে রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরীতি আর কি জগতে আছে॥ ৮২১ ॥

জ্ঞানদাস।

সিন্ধুড়া।

নিজ পরসঙ্গ স্বপনে না করে আনে না পাতয়ে কাণ।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না বহে নিরখে মলু বয়ান॥
সোই কি না সে বন্ধুর পিরীতি কি রীতি কহিতে কহিব কি
সো সব চরিতে কত উঠে চিতে পরাণ নিছনি দি॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু পুলকে আকুল তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশাল রসের আলাপ অমিয়া মিশায় অঙ্গ॥
এত করি মোরে কোরে আগোরয় রচয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি ধনি সেহ যাহে এ পিরীতি লেশ॥ ৮২২ ॥

জ্ঞানদাস।

সিন্ধুড়া।

যবে দেখা দেখি হয়ে, হেন তার মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে পীয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি।
কি দিয়া শুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥
রসিক নাগর যে, নিতুই ছুয়াবে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়, তোমার চরিতে যেবা লয়,
তাহা বা কহিবে তুমি কায়॥ ৮২৩ ॥

জ্ঞানদাস।

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল,
ভিন ভিন করি দেহা॥
সোই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাশ দিতে,
কি দিয়া শুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া,
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী,
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের চরণ সৌরভ,
যখনে যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া,
তখনে সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি,
যে পদ সেবিতে যায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী
পিরীতে বান্ধল তায়॥ ৮২৪॥

জ্ঞানদাস।

সিন্ধুড়া।

সোই নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম বন্ধু বিহু, না রহে মোর তনু,
সোয়াত নাহিক রাতি দিনে॥
ধরিয়া আমার করে, বৈসায় আপন কোরে,
পুনঃ দেয় সিঁথায় সিঁদুর।
তাম্বূল সাজাঞা তোলে, খাও খাও কত বোলে,
কত গুণ কহিব বন্ধুর॥

ঝাড়িয়ে বান্ধয়ে চুল, বেড়িয়া মালতী ফুল,
বসন পরাইয়া আমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ, না জানি কি পায় সুখ,
রসের আবেশে করে বুকে॥
হিয়ার উপরে ধরি, কাপে পহু থর থরি,
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইল রাতি, মোরে ছাড়ি যাবা কতি,
ধরণী স্থির নাহি বান্ধে॥ ৮২৫॥

বলরামদাস।

বিভাস।

কিবা সে কহিব, বঁধুর পিরীতি,
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া, মুখ নিরখিয়া,
পরাণ অবধি বাসে॥
আপনার হাতে, পান সাজাইয়া,
মোর মুখে দিয়া, আদর করিয়া,
মুখে মুখ দিয়া, নেয়॥
মরি মরি সোই বঁধুর বালাই লৈয়া।
না জানি কেমনে, আছয়ে এখানে,
মোরে কাছে না দেখিয়া॥
করতলে ঘন, বদন মাজই,
অলকে করয়ে দূর।
পরশিতে অঙ্গ, সকলি সোঁপিনু,
ধৈরয পাওল চূর।
মরম বান্ধল, নানা সুখ দিয়া,
বচন ঠেলিতে নারি।
যখনে যেমতি, করে অনুমতি,
তখনে তেমতি করি॥

তার সঙ্গে সখি, কথাটি কহিতে,
সোয়াস্ত না পায় হিয়া।
বলরাম কহে, মরে যাই হেন,
পিরীতি বালাই লৈয়া ॥ ৮২৬ ॥

বলরাম দাস।

তুড়ি।

নয়ানে নয়ানে, রাথে রাতি দিনে,
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া, মুখানি তুলিয়া,
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে ॥
সোই কি ছাব পরাণ ধরি।
কি তার আরতি, কি বা সে পিরীতি,
জীতে কি পাসরিতে পারি ?
নিশ্বাস ছাড়িতে গণে পরমাদ,
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া, দোসর বলিয়া,
আপনা দিয়া কও মিছে ॥
না জানি কি সুখে, দাঁড়াঞা সমুখে,
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে, কে যাবে প্রতীতে,
বলরাম চিতে জাগে ॥ ৮২৭ ॥

বলরামদাস।

সুহই।

মরম কহিনু, মো পুন ঠেকিনু,
সে জনার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
তারে সে পরাণ কান্দে ॥

বুকে বুকে মুখে, চোখে লাগি থাকি,
তবু পিয়া সদাই হারায়।
ও বুক চিরিয়া, হিয়ার মাঝারে,
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহি পিয়া, গলায় পরয়ে,
চন্দন নহি মাখে গায়।
অনেক যতনে, রতন পাইয়া,
থুইতে সোয়াথ না পায়॥
কর্পূর তাম্বূল, আপনি সাজিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া, চিবুক ধরিয়া,
মুখে মুখ দেই লয়॥
সাজাঞা কাচাঞা, বসন পরাঞা,
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে, মুখ নিরখিতে,
তিতিল নয়ান লোরে॥
চরণে ধরিয়া, যাবক রচই,
এলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর হইল শেষ॥ ৮২৮॥

বলরামদাস।

ধানশী।

রাতি দিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে,
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়,
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥

সোই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগত গায়,
মোর আগে কিছুই না জানে ॥
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাইল রাতি,
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে,
তিলে শত বার মুখ চুমে ॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে,
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দারিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান,
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥
ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে,
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়,
বলরাম কি কহিতে পারে ॥ ৮২৯ ॥

বলরামদাস।

খট।

বন্ধু সে পরেশ মণি।
সো অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোনার বরণ খানি ॥
কত না আদর, করয়ে নাগর, কত উঠে তার মনে।
পালঙ্কে শয়ন, না রাখে কখন, আপন হৃদয় বিনে ॥
দুবাহু পসারি, কোরেতে আগোরি,
বয়ান নিরখে শ্যাম।
আপনি নাগর, যাবক পরাইয়া লেখই আপন নাম ॥
চরণের রেণু, আপনি মাগয়ে, জুড়ান্থ জুড়ান্থ বোলে।
এ কথা কহিতে, দাস যদুনাথে, তিতল নয়ন জলে ॥ ৮৩০

যদুনাথ দাস

বিভাস।

মরমে রাখিবে সই কারে না কহিবে।
অবলা এতেক তপ করে ছিল কবে॥
পরম পুরুষ এই নন্দের কুমার।
কি লাগি সে ধরে সই গো চরণে আমার॥
আপনার মুরলী দেয়, চূড়া বাঁধে শিরে।
আপনি রমণী হইয়া বসে মোর উরে॥
কহিতে শরম সই বলিতে শরম।
মোরে আচরিতে বলে পুরুষ ধরম॥
বন্ধুর কাজরে পিয়া বনায় মোর বেশ।
বলিয়া বলিয়া পিয়া বাধে মোর কেশ॥
সুগন্ধি চন্দন পিয়া মোর অঙ্গে লেপে।
নখে করি নিজ নাম কত সুখে লিখে॥
না কহিও সই গো এ গোপত কথা।
নাপিতিনী হইয়া দেয় চরণে আলতা॥
এ গোপত কথা সই না কহিও কারে।
পিয়া গুণে কানুদাস সদা হিয়া ঝুরে॥ ৮৩১॥

কানুদাস।

ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এই বার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণি॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুণ্তক ভার॥

কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতির ফান্দ ॥ ৮৩২ ॥

নরোত্তমদাস।

ওলো ধনি প্রাণ ধন, শুন মোর নিবেদন,
সরোবরে স্নান হেতু যায়ো নালো যায়োনা।
যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে,
কমল কানন পানে চায়ো নালো চায়োনা ॥
মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে,
নিকটে আইলে ভয় পায়ো নালো পায়োনা।
তোমা বিনা নাহি কেহ, বামে পাছে গলে দেহ,
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধায়ো নালো ধায়োনা ॥ ৮৩৩ ॥

ভারতচন্দ্র।

তুমি প্রাণ তুমি ধন, তুমি মন তুমি গণ,
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভালোলো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোর কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালোলো ॥
তোমার বদন চাঁদ, অচল চঞ্চল চাঁদ,
আমার মোহন ফাঁদ, অন্ধকারে আলোলো।
করেছি বিস্তর সেবা, আজি মোরে সাজাইবা,
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালোলো ॥ ৮৩৪ ॥

ভারতচন্দ্র।

শুন শুন প্রাণ নাথ, নিবেদি হে যোড় হাত,
পূরিল সকল সাধ, কিছু শেষ রয় হে।
বাঁধ্যা দেহ মুক্ত কেশ, বনাইয়া দেহ বেশ,
তুমি মোরে ভাল বাস, লোকে যেন কয় হে ॥

দেখিয়া তোমার মুখ, অতুল হইল সুখ,
পাসরিনু যত দুখঃ, আছিল যে ভয় হে।
যত কাল জীয়া রই, তোমা ছাড়া যেন নই,
নিতান্ত করিয়া কই, মনে যেন রয় হে॥ ৮৩৫ ॥

ভারতচন্দ্র।

বাগেশ্রী কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে।
দরশনে পরশনে, অমিয় বচনে, শরীর শ্রবণ সুখী আঁখি সহিতে॥
যখন দেখে আমারে, নিধি পাই মনে করে, ভাসে আনন্দেতে।
রাখিয়ে কমল কর, কমল উপর,
মুখে সুধা দান করে সুখেতে॥ ৮৩৬ ॥

নিধু বাবু।

পূরবী—জলদ্ তেতালা।

সেই সোহাগিনী লো যারে প্রিয় সতত চাহে।
দুঃখিত কখন, নহে সেই জন, না বিরহে দহে॥
মদন দাহন তারে, করিতে নাহিক পারে,
সুখের সাগরে, সদা বিহরে, না যাতনা সহে॥ ৮৩৭ ॥

নিধু বাবু।

সুরট—কাওয়ালি।

আমি হে প্রাণ তোমার বুঝেছি মনের মত।
নহিলে সকলাধিক যতন কর কি এত॥
না দেখিলে জ্বালাতন, দেখিলে হরিষ মন,
যেরূপ যতন কর, কথায় কহিব কত॥
মন দিয়ে পেলে মন, হলো ইথে লাভ জ্ঞান,
এমন সুজন সনে, থাকিতে সাধ সতত॥ ৮৩৮ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

আমি জানি তোমার যতন এমন কে জানে। (প্রাণ)
প্রাণ সঁপিলাম আমি এই সে কারণে॥

তুমি মোর মনোমত, আমি তব মত মত,
হয় কিহে আর মত, লোকের বচনে ॥ ৮৩৯ ॥

নিধু বাবু।

সোহাগ—আড়াঠেকা।

অহঙ্কার কারোপর করিব কে সহে?
যে করিল সোহাগিনী, সেই বিনে আর কেহ নহে ॥
আপন নহে যে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রিয় জন, সুখে সুখী দুঃখে দহে ॥ ৮৪০ ॥

নিধু বাবু।

অহং কানাড়া—পোস্ত।

বলে ফুল-তুলে তুলে, তুলে দেলো বধুর গলে।
সোহাগ আর করবি কবে, যাবে মধু বাসি হলে।
ফুটেছি আমোদ ভরে, তুলে নে যা আদর করে,
তোল না আর পাবে না, বলে কুসুম হেসে ঢলে ॥ ৮৪১ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সোহিনী বাহার—আড়খেমটা।

সোণার প্রতিমা আজি কেন পড়িয়ে ধরায়।
কিবা আলিঙ্গন দিয়ে তুষিছে মাতায়।
রামের হৃদয় ধন, যখন যে ভাবে র'ন,
তখনি মোহিত মন, মোহন শোভায়।
কেশচ্যুত ফুলহার, শ্রীঅঙ্গে ফুটিছে যাঁর,
এখন সুনিদ্রা তার, আনন্দে ধূলায় ॥ ৮৪২ ॥

হরিমোহন রায়।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কেন হে প্রেয়সি এত হতেছ কাতর,
হৃদয়ের মণি তুমি ভাবি নিরন্তর।

অধীরা হইয়া থাক, আমার বচন রাখ,
হৃদয়ে শয়ন কর যুড়াক অন্তর।
তুমি প্রিয়ে এজনের, হেম হার হৃদয়ের,
অথবা হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর॥ ৮৪৩॥

হরিমোহন রায়।

জংলাট—আদ্ধা।

যতনে গাঁথিব আমি বকুল ফুলের মালা।
দিব প্রাণসখীর গলে জুড়াবে মনের জ্বালা॥
আমরা বনবাসিনী, হীরা মতি নাহি জানি,
আদরে মালা দিলে, করিবে না অবহেলা॥ ৮৪৪॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা।

কে আদর করিবে আর, আদরের মানুষ কি আছে?
যে আদর করিত মোরে, তার আদর তার সঙ্গে গেছে॥
আদরেতে আদরিণী, বলিত সে গুণমণি,
বিচ্ছেদ হয়ে বাদিনী, সে আদর হরে লয়েছে॥ ৮৪৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

যতনেরি ধন নারী সুখেরি তরে।
অবিরত রাখ আদরে আদরে॥
জেনো সকলে, এ মহীমণ্ডলে,
রমণী বাঁচেনা প্রাণে, বিনা আদরে॥ ৮৪৬॥

সুখের স্বপন।

মোহের স্বপনে, আমরা দুজনে,
ঘুমায়ে আছি বিবশ হয়ে,
কেহ ডাকিওনা, কেহ জাগা'ওনা,
চির দিন দাও ঘুমাতে।

কোমল বুকের শীতল ছায়ায়,
মাথাটী পাতিয়া শুইয়া ধরায়,
দেখিছি সুখের স্বপন কত।
তোরা নিখাদে পঞ্চমে, গাও সখীগণে,
"ঘুমাও তাপিত জনমের মত।
সংসার মরুর তপ্ত বালুকায়,
চির দিন ফিরি করি হায় হায়,
আজি পেয়েছ কোমল লতিকা ছায়।
পবনে লহর ধীরে ধীরে উঠে,
আকাশে জোছনা ধীরে ধীরে ফুটে,
কুল কুল রবে কল্লোলিনী ছুটে,
কুসুম সুষমা জগত ভরা।
কেউ ডাকিবনা, কেউ জাগাবনা
অনন্ত জীবন ঘুমারে তোরা সুখের স্বপনে ॥" ৮৪৭॥
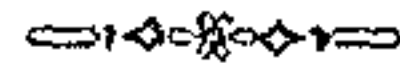
মনের সাধ।

রাগ সাগর—জলদ্ তেতালা।

এমন কল্যাণ কর বিধি প্রাণ নিধি না হয় বিদয়।
দিবা নিশি এই অভিলাষ থাকে সে সদয় ॥
কত মত যতনেতে, রতন পেলেম হাতে,
অতএব শুন নয়নের অন্তর না হয় ॥ ৮৪৮ ॥

নিধু বাবু।

মূলতানী—আড়া তেতালা।

তোমারে দেখিতে অতি সাধ ছিল মনে।
শুনি তব রূপ ধ্যান, ওরে প্রাণ প্রাণরে করিতাম মননে ॥

শ্রুত মাত্রে শ্রুতি সুখী, তদবধি আঁখি দুঃখী,
ঘুচিল বিবাদ এবে, নয়ন শ্রবণে।
শুনহে পরে অপর, সাধ সাধের উপর,
হাসিয়া অমিয় ভায, ক্ষর চন্দ্রাননে॥ ৮৪৯॥

রাধামোহন সেন।

সজনি পিরীতি যেন কারু নাহি হয় লো।
যদি হয় তথাচ পথিক সনে নয় লো॥
তথাপি সে যেন নাহি হয় গুণময় লো।
যদি তাই ঘটে যেন নাহি হয় ক্ষয় লো॥
যদিও কপালক্রমে হয় ভঙ্গ ভয় লো।
তবে যেন পরমায়ু বশীভূত রয় লো॥ ৮৫০॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মূলতান—জলদ্ তেতালা।

সাধ মনে মনে—রাখি সদা সাধেরি ধনে হৃদয়ে গোপনে।
যেন এ সুখ মিলন, প্রতিবাদী জন, কেহ নাহি জানে॥
প্রেম দেবে মনো পুরে, পূজা দিব মনঃ পূরে;—
মাখি কুসুম পরাগ, চিত অনুরাগ, সোহাগ চন্দনে।
কুমুদী জানিবে বলি, মুদিত কমলে অলি,
তার হৃদয় কন্দরে যেমন বিহরে মত্ত মধুপানে॥ ৮৫১॥

মনোমোহন বসু।
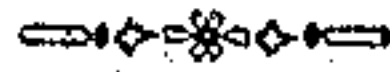
এস হই এক তনু।

দেশী—আড়া তেতালা।

এস হই এক তনু মিশায়ে দুই শরীরে।
তবে কখন ত্যজিতে, শ্যাম হে, না পারিবে অধীনীরে॥

দক্ষিণাঙ্গ শ্যাম হবে, বাম অঙ্গ গৌর হবে,
রাধা কৃষ্ণ এক অঙ্গ সবে কবে,
বিচ্ছেদ মান প্রভৃতি ডুবিবে বিচ্ছেদ নীরে ॥ ৮৫২ ॥

রাধামোহন সেন।

প্রতিজ্ঞা।

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে পিরীতি মরম,
সে কেন পিরীতি করে?
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া পিরীত,
মনকে প্রবোধ দিব ॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এগতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে ॥ ৮৫৩ ॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।

পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব,
তা বিনু সকলি পর ॥
পিরীতি দ্বারের, কবাট করিব,
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আশক সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব,
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস তেজিব,
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সরসে, সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম, পিরীতি করম,
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার—বেশর করিব,
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ৮৫৪ ॥

চণ্ডীদাস।

মহড়া।

এবার্ আমি পণ করেছি, মনকে পিরীত ছাড়াবো।
ঘুচ্‌লো আশা পথ, এমন ভণ্ড প্রেমে দণ্ডবৎ,
বরং বিচ্ছেদেরে নিয়ে প্রাণ জুড়াবো ॥ ৮৫৫ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

যদি বেঁচে থাকি ওগো সখি, শঠের সঙ্গে আর
পিরীত কোর্ব্বো না।

না কোরে প্রেম্ ছিলাম্ ভালো,
কোরে একি জ্বালা হলো,
লজ্জা শরম সকল গেলো, কেউ ভাল বলে না ॥
পিরীতের বাজারে সই, আর যাব না ॥
মিছে ছল্ কোষে বোলে কিবে ফল।
মনের মিলন ছিলো, বিচ্ছেদ হোলো,
হংস মুখে পিরীত যেন দুগ্ধ জল ॥

চিত্তেন।

পিরীতে জীবন জুড়াতে, সখি পরের হাতে সঁপেছিলাম প্রাণ।
আমার কুল্ গেলো কলঙ্ক হোলো,
ঘরে পরে সবাই করে অপমান ॥
পিরীত সুহৃৎ হোয়ে হোলো বিপক্ষ।
যেমন থলের মিলন, জলের লিখন,
সদ্য সদ্য ঘুচে গেলো সম্পর্ক ॥
দেখে কুতর্ক কুব্যবহার, সতর্কে আছি এবার,
পরের পরকীয় রসে ভুল্‌বনা ॥ ৮৫৬ ॥

রাম বসু।

পাহাড়ি ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

বারে বারে এবারে আর আমি তারে সাধিব না। (সই)
কত বার মনে করি মনেতে থাকে না ॥
এত দিনে বুঝিলাম তাহার মন্ত্রণা।
সে কি আমার হইবে করিলে সাধনা ॥ ৮৫৭ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

পিরীতি তোমার সনে আমার রহিল মনে।
কখন না পাসরিব, তোমায় জীবনে মরণে ॥
কি জানি কি গুণে প্রাণ, বান্ধিয়াছ মম মন,
থাকিবে যে চির দিন, সদা রাখিব যতনে ॥ ৮৫৮ ॥

নিধু বাবু।

দেশ ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

কে জানে জানা জানি স্বজনে স্বজনে প্রাণ।
স্বজনে কুজনে হলে প্রকাশে কুজনে প্রাণ॥
অনাদর অপমান, কুবচন কিবা মান,
না করিব না কহিব, স্বজনে প্রাণ॥
রাখিব দোঁহার মন, করি দোঁহে প্রাণ পণ,
উভয়ে পড়েছি বাঁধা উভয়েরি মনে প্রাণ॥ ৮৫৯॥

রাধামোহন সেন।

মালসী—তেওট।

এ বিরহে যদি রহে প্রাণ,
আমি বলিবোনা আর কারে প্রাণ॥
আমি যারে ভাবি প্রাণ, সেহও পরেরো প্রাণ,
সে প্রাণে সঁপিয়ে প্রাণ, প্রেমের হাতে যায় প্রাণ॥ ৮৬০॥

কালীমির্জা।

সিন্ধু—অড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে, কারেও ভাল বাসিবনা।
ভাল বেসে এই হ'লো, ভাল বাসা কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভাল বাসি যারে, সে কভু ভাবেনা মোরে,
তবে কেন তারি তরে, নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা।
ভাল বাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন, কেউ কারেও ভাল বাসে না॥ ৮৬১॥

শ্রীধর কথক

স্থরট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সুখের প্রণয় ধনে, রাখিতে অতি যতনে?
বল দেখি বিধুমুখি, কার না বাসনা মনে॥
মিলন সুখের নিধি, স্বজন করেছে বিধি,
জীবনাবধি এবার, রাখিব হে প্রাণ পণে।
একান্ত বাসনা মনে, রাখিব হে তোমা ধনে,
অতি অনুরাগ ভরে সদা নয়নে নয়নে॥ ৮৬২॥

হরিমোহন রায়।

প্রেম নীরে আর যাব না পা দেব না ছোঁবনা সই।
বিরহ মকর আছে আগে পাছে মনে ভয় ঐ।
শঠের কথায় কাণ দিওনা, শঠের গুণ আছে জানা,
প্রতারণা শত শত কতবা সহিব বল।
ছলে নারী নে যায় নীরে, ভাসায় শেষে অশ্রু নীরে,
চেয়ে দেখে আঁখি ফিরে, নীরে নাহি তীরে বা কই ॥ ৮৬৩ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সই সঁপেছি প্রাণ সে চরণে।
তিনি বিনে মন জানে, নাহি জানি অন্য জনে ॥
যত দিন রবে প্রাণ, তিনি জ্ঞান তিনি ধ্যান,
এ হৃদে অন্যেরে স্থান, দিবনা স্বপনে।
যার প্রেম সুধাকরে, সতত শীতল করে,
বল সেই সুধাকরে, ভুলিব কেমনে ॥ ৮৬৪ ॥

সঁপেছি মন মনের মতন জীবন যৌবন।
আর কার অধিকার নাহিক এখন ॥
যত দিন বাঁচিব প্রাণে, মতি রাখ্‌ব ওই চরণে,
অবশেষে অমিলনে, ত্যজিব জীবন ॥ ৮৬৫ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অশেষ যন্ত্রণা পেয়ে বিশেষ করেছি পণ।
প্রেম করা দূরে থাকুক, আমি কর্বোনা প্রেম আলাপন ॥
প্রণয় সুখ পিপাসা, সে কেবল মৃগ তৃষা,
যারে ভাল বাসিতাম, সে করিত জ্বালাতন ॥
প্রথম মিলন হলে, যেন সুধা করে দিলে,
না জানিয়া হলাহলে, খাইয়া যায় জীবন ॥ ৮৬৬ ॥

বিভাস—ঠেকা।

একবার সখি হেরে শ্যামেরে।
মন প্রবোধিব সযত্ন করে॥
ধৈর্য্য খোঁটা স্থাপিয়ে, লজ্জা রজ্জু সমর্পিয়ে,
রাখিব মন বাঁধিয়ে, বলিলাম স্বরূপ তোরে।
যদি তবু আশা করে, প্রকাশ দণ্ড করে ধরে,
কলঙ্ক যন্ত্রণা তারে, দিব সখি বারে বারে॥ ৮৬৭॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এ বিরহে যায় যদি প্রাণ।
তবু হের্‌বোনা তার ও বয়ান॥
নিত্য নিত্য ঘরে পরে, কত সব অপমান?
শুন ওলো প্রাণ সখি, মন দুঃখ বোলব কি,
মরিলে হইবে সুখী, তবু রাখ্‌বো আপনার মান॥ ৮৬৮॥

খাম্বাজ টিমা তেতালা।

যত দিন রব ভবে তোমারে মনে রাখিব।
হৃদয় দর্পণে সদা তব মুখ নেহারিব॥
যত দিন রব ভবে, এ দাস তোমার হবে।
তুমি যদি ভোলরে প্রাণ, আমি তোমায় না ভুলিব॥ ৮৬৯॥

রসোদ্গার।

পঠমঞ্জরী।

কি কব রাইয়ের গুণের কথা।
সবগুণে তারে গড়িল ধাতা॥
এ রস বিলাস করিল যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত॥

কিবা সে মধুর নটন গান।
অমিয়া অধিক করলু পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে।
দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুন হে পরাণ-বল্লভ সখা।
সে ধনী পুন কি পাইব দেখা॥
নয়ান বাণে সে হানিল যবে।
বিভোর হইয়া রহিনু তবে॥
চুম্বন কবল যখন ধনী।
অধীর তবহুঁ কছু না জানি॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হবল জ্ঞান।
বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥ ৮৭০॥

বিদ্যাপতি।

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহব সই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরি নই॥
তাহার গলার ফুলের মালা আমার গলায় দিল।
তাহার মত মোরে করি সে মোর মত হইল॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের হইয়া বশ,
চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ,
যে কহে তাহাই করি।
বালাই লইয়া মরি॥ ৮৭১॥

চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

আজকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে, ডুবায়ে আমারে,
বিহানে চলিল রাস॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগোরি,
পুনঃ কি পাইব দেখা?
মদনে আগোলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত॥
অশেষ বিশেষে বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে?
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমনী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ॥ ৮৭২॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

*

সখিরে! মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত?
কানুর পিরীতি, ঝুরি দিবা রাতি,
সদাই চমকে চিত॥

কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যে বল, আমারে সে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব ঘরে।
সতী চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে? ৮৭৩।

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

সোই। পিরীতি আঁখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে,
পিরীতি কেমন রীত?
রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি,
কেবা করে পরতীত?
পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পিরীতে, আপনা বেচিনু,
নিছি দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সেগুণে বাঁধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে,
নিবারিব কিনা দিয়া॥

খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিয়ে ছুয়াবে ॥ ৮৭৪ ॥

চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন ॥
সেরূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে ॥
সই ঐ ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা নিশি ॥
অলস আইসে, নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে ॥
এমত পিয়ারে মোরে ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে ॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে হইল অনুকূলে ॥
পুরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥ ৮৭৫ ॥

চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া ॥

কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিযা।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডীদাস কহে কেনে হইলে উদাস?
মরণের সাথি যেই সেকি ছাড়ে পাশ? ৮৭৬॥
চণ্ডীদাস।

কামোদ।

নব নব গুণ গণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশ রসায়ন সঙ্গ॥
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরযে পার॥
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি গরজন,
কুলবতী কুবচন ভায।
কত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব,
মধুর মুরলী আশোয়াস॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপতুল,
প্রেম পবনে মন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত,
লাজক জালে আগোল॥ ৮৭৭॥
গোবিন্দদাস।

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি,
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী রবে, শ্রুতি পরিপূরিত,
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

সজনি অব কি করবি উপদেশ ?
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল,
না সহে ধরম ভয় লেশ॥
নাসিকা যে অঙ্গের সৌরভে উনমত,
বদন না লয় আন নাম।
নব নব গুণ গণে, বাঁধল মঝু মনে,
ধরম রহব কোন ঠাম ? ৮৭৮॥

গোবিন্দদাস।

ধানশী বা সুহই।

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ জাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ—ভুজগে গরাসল,
কুল দাদুরী—মতি মন্দ॥
আপনক চরিত আপনি নাহি সমুঝিয়ে,
আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে,
গ্রহপতি সপতিক ঠাম॥
নিদহু নিদ, নয়ানে না হেরিযে,
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
অতত্র পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দ দাস এক সাথী॥ ৮৭৯॥

গোবিন্দদাস।

টৌড়ি।

মুঞি যদি বলি, পাসব কানু,
মনে সে না লয় আন।

তিল আধ তার, মুখ নাহি দেখি,
নিঝর ঝরয়ে নয়ান ॥
শুন শুন শুন, পরাণের সই,
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন জীবন, ভেল পরাধীন,
কি আর করিবে লাজে?
মানের মানসে, পরাণ উছলে,
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ, কানুর বচন,
কাণে সে মুরলী বাজে ॥
যদি চলিতে না চাহ কানুর পাশে,
চরণ থির না বাঁধে।
গোবিন্দদাস কহ, কানুর লাগিয়া,
ভালে সে পরাণ কাঁদে ॥ ৮৮০ ॥

গোবিন্দ দাস।

সুহই।

আধ আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে,
যব ধরি পেখনু কান।
কতশত কোটি, কুসুম শরে জর জর,
রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি জানলু বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই,
তছু পায় মঝু পরণাম ॥
সুনয়নী কহত, কানু ঘন শ্যামর,
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ রসে ভাসত,
হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥

প্রেমবতী প্রেম, লাগি জীউ তেজত,
চপল জীবনে মঝু সাদ।
গোবিন্দদাস ভণে, শ্রীবল্লভ জানে,
রসবতী রস মরিয়াদ॥ ৮৮১ ॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বন্ধু বিনু, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম লিখন আছিল বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী, দেখিনু যুকতি, কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরু জন, বলুক কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কয় কানুর পিরীতি জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ৮৮২ ॥

জ্ঞানদাস।

তুড়ি।

কি ঘর বাহির লোকে বলে এ কি রীতি।
জীতে পাসরিতে নহে বন্ধুর পিরীতি॥
অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ॥
সই বড় পরমাদ।
শয়নে স্বপনে মনে নাহি অবসাদ॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥

শুনিতে শুনিযে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়াব আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহ কাজ করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিষম শ্যাম লেহ॥ ৮৮৩॥

জ্ঞানদাস।

ধানশী।

সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিযা যে আপন খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও?
নয়ন পুতলি করি, নেয়াছি মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলই পোড়াএ আছি,
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিযা মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাএ আছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে?
খাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হইলে,
তার যশ তিন লোকে গায়॥ ৮৮৪॥

মুরারি গুপ্ত।

মোর পরাণ পুতলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা॥
দেখিতে রাধায়, মন সদা ধায়,
নাহি মানে কোন বাধা।

রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত সব ধাঁধাঁ ॥
রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান,
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে,
রাধা কৃষ্ণ পদে বাঁধা ॥ ৮৮৫ ॥

ভারতচন্দ্র।

ঝিঁঝিট—একতালা।

মনে করি নাহি হেরি, না হেরে হেরিতে চাই।
হেরিলে সে চাঁদ মুখ, সব দুঃখ ভুলে যাই ॥
কি জানি কি হলো সই, ফাটে বুক যদি কই,
সই তোমারি দোহাই।
এক বার মনে করি, কুলমান পরিহরি,
যোগিনী হইয়ে সুখে, তারে লইয়ে পলাই ॥ ৮৮৬ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত ভাল বাসি তারে বলে কি জানান যায় ?
কুল মান মন প্রাণ সকলি স'পেছি যায় ॥
নিতান্ত হ'য়েছি যার, সে বিনে কে আছে আর ?
তিল মাত্র যে আমার, মন ছেড়ে নাহি যায় ॥ ৮৮৭ ॥

শ্রীধর কথক।

খেমটা।

সেই নাগরকে পেলে সদা রাখি তারে হৃদ্ কমলে।
চখে চখে রাখি, দণ্ডে দণ্ডে দেখি, অনুগত হ'য়ে থাকি,
সকল ভুলে ॥
করেছি প্রেম সঙ্গোপনে, রাখি তারে আরো যতনে।
করেছি পণ, মর্‌বো দুজন, এক মরণে ॥

হব যোগী, সর্ব্বত্যাগী, কাজ কি কুলে ?
সেই নাগরকে পেলে ॥ ৮৮৮ ॥

ঝুম খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

আজ ধর্‌বো লো সই মন চোরা আমার।
নয়ন জলে গেঁথে মালা, বঁধুর গলায় দিব হার ॥
সই লো সাধের কালাচাঁদে, প্রাণ মন দিছি সাধে,
আমার চিকণ কালা ভাল বাসি, কালা রাধার প্রাণাধার ॥
কথা কইব লো কত, বল্‌ব তারে কেঁদেছি যত,
দেখ্‌বো যদি হতে পারি তার মনের মত,
সে আমার হয় বা না হয় আমি তো সই হব তার।
আমার আমি রব কি সই আর ? ৮৮৯ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কত ভাল বাসি সই প্রাণেরি ধনে।
যে জন মনে মনে কাড়ি নিল মম মনে ॥
দেখিছে সদা অন্তর, তাহারি সেই রূপ মনোহর,
ভাতিছে সদা অন্তর, তাহারি সেই কিরণে।
প্রাণেরি অধিক প্রাণ, সে ধন আমারি প্রাণ,
ধন জন, মন প্রাণ, সকলি সেই কারণে ॥ ৮৯০ ॥

এক পক্ষের অভিযোগ।

ধানশ্রী—অদ্ধা তেতালা।

আমারে সই বলে মোহিনী আপনারে বলে না মোহন।
যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত, কহে কত মত, সাবধান মোর মন ॥
হরিল আমার মন, নাহি কহে সে বচন, কেবল আপন।
তার সুখে সুখী আমি দুঃখে দুঃখী,
তাহা কখন কি শুনিতে পায় শ্রবণ ? ৮৯১ ॥

নিধু বাবু।

যে ধর্‌তে পারে ধরা দিই তারে।

খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণ কেড়ে না নিলে পরে সাধ করে কেউ করে কি দান?
প্রেমের ফাঁদে, প্রেমের বাঁধে, প্রাণে প্রাণে ধরাধরি—
তাতেই হারা হয় পরাণ॥
নইলে পরে মজ্‌তে পরে,
সাধ করে সই মন কি সরে?
থাক্‌তে বশে, পড়্‌ব ফাঁসে, যেচে দিয়ে দান।
জোর করে মন নিলে পরে, হতে হয় অজ্ঞান॥ ৮৯২॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

যে ধর্‌তে পারে ধরা দিই তারে।
বাঁধা থাকি বিনি সুতোর সোহাগের হারে॥
নইলে পরে মজ্‌তে পরে, সাধ করে সই মন কি সরে?
থাক্‌তে বশে, পরবো ফাঁসে, যেচে কার তরে?
জোরে মন কেড়ে নিতে যে পারে সই সে পারে॥ ৮৯৩॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারি না।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণ ধনে লউক শমনে, এই বাসনা মনে।
তাহারে কাহারে দিয়ে যাই বল কেমনে?
তাহার নিধন শুনে, বিসর্জ্জিব এ জীবনে।
কিন্তু তারে রেখে আমি পাসরিব কোন প্রাণে?

পাছে কেহ লয় তারে, মনে এই শঙ্কা করে,
সেই হেতু অভাগিনী করিছে হেন কামনা,
জানি মনে পুনরায় সুখ হবে সম্মিলনে।
আমার মরম যন্ত্রণা, তারত কভু সবে না,
সচির সব যন্ত্রণা, সে সব সবে কেমনে? ৮৯৪॥

প্রাণের প্রাণ।

পূরবী—আড়া তেতালা।

প্রাণের প্রাণ ও সই আছে তা জান, প্রাণ সজনি।
কেবল জীবন, হইলে পতন, হয় তখনি॥
প্রাণ চক্ষু অগোচর, প্রাণের প্রাণ গোচর,
নিদর্শন তার, বলি যে প্রকার, বুঝ তেমনি।
নাথ সরোবর সম, সলিল স্বরূপ প্রেম,
মীনরূপে আমি, তাহাতে বিশ্রামি, দিবা রজনী॥ ৮৯৫॥

রাধামোহন সেন।

শব-সাধনা।

বাঙ্গালী—তেওট।

তব রূপ সাধনা করে, আমার আঁখি সাধক॥
উত্তর সাধক তায় সই, মন অভয় কারক॥
কলঙ্ক শব-আসন, হইল সে সজীবন,
মানে না যশোবন্ধন, মানে না কুল কীলক।
পিরীতি রূপের তপ, পলকে লাবণ্য জপ,
বিভীষিকা কি দেখাবে, ভয় হইয়া বাধক॥ ৮৯৬॥

রাধামোহন সেন।

সন্দেহ।

সরফর্দা—জলদ্ তেতালা।

তব অবিশ্বাসে, ঘন ঘন শ্বাসে, দহে সদা মন।
বিষম হইল মোরে, কিসে বুঝাব তোমারে,
তুমি মোর প্রাণ॥
নিঃসন্দেহ করিতে হয়, সন্দেহ তাহে উদয়,
বারে বারে, কত বারে, জানাব আমি তোমারে,
তুমি মোর প্রাণ॥ ৮৯৭॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ জলদ্—তেতালা।

তুমি যারে জানলো আপন।
সে জেনো নিতান্ত তব কভু নহে আন॥
ইহাতে সন্দেহ তুমি কোরো নাহে প্রাণ,
যে যারে যেমন ভাবে সে ভাবে তেমন॥
সুজনে সুজনে সুখ হয়ত বিধান।
সুজনে কুজনে সুখ না হয় কখন॥ ৮৯৮॥

নিধু বাবু।

আলাইয়া—জলদ্ তেতালা।

তুমি যারে চাহ সে তোমার জানো।
ইহাতে অন্যথা কভু ভেব নালো প্রাণ॥
না বুঝিয়ে খেদ কর, উপায় কিবা ইহার
সন্দেহ আপন জনে কোরো না কখন॥ ৮৯৯॥

নিধু বাবু।

যোগিয়া গান্ধার—জলদ্ তেতালা।

প্রত্যয় না হয় তারে যে সঁপিল পরাণ।
প্রাণ লয়ে অবিশ্বাস, এ আর কেমন॥
দিবা নিশি যাঁর ধ্যান, যার গায় গুণ।
সে ভাবয়ে অবিশ্বাসী, বিচার এমন॥ ৯০০॥

নিধু বাবু।

পিলু - খেমটা।

তা কে বলে দেবে ?
সে ভাল বাসে কি মোরে ?
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার সুধাব চরণ ধরে ? ৯০১ ॥

রবীন্দ্র।

পিলু বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

আমি যে তায় ভাল বাসি, সেত তাহা বুঝে না।
অথবা বুঝিয়া বুঝি লাজে প্রকাশ করে না ॥
তাহার স্বভাব হেরি, কিছু না বুঝিতে পারি,
অন্তরে গুমুরে মরি, এ রোগের ঔষধ বল না ॥
সে থাকিলে অন্য মনে, চাহি আমি প্রেম নয়নে,
হ'লে নয়নে নয়নে, আর থাক্‌তে পারি না ॥ ৯০২ ॥
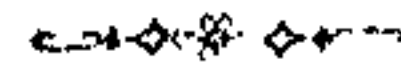
পরীক্ষা।

মহড়া।

আগে বিচ্ছেদ করে প্রাণ তোমার মন বুঝে দেখ্‌বো (সই)।
যদি তোমার মন খাটি হয়,
বিচ্ছেদ জ্বালা স'য়ে রয়,
তবে দুটি মন একটী হ'য়ে থাক্‌বো (সই)।

চিতেন।

পিরীতের দায়ে ঠেকে বারে বার জল্‌ছি বিচ্ছেদ আগুনে।
এবার কর্‌বো নতন প্রেমের ব্যবস্থা বাসনা করেছি মনে।

প্রেমের ভাবান্তর ভাব প্রেমের মতান্তর এই এক মত,
আগে জ্বলবে শেষে প্রাণ জুড়াবে হে যদি তায় না হয় মতান্তর।
যেমন পতঙ্গ জেনে শুনে আগুনে পোড়ায় প্রাণ,
তেমনি সাধ ক'রে সাধের কাজল পর্‌বো (সই)।

অন্তরা।

ওহে প্রাণ নাথ হে বিচ্ছেদের পরে মিলন হ'লে পর
সেই যে সে বাড়ে সুখোদয়।
গ্রহণ অন্তে যেমন রবির কিরণ, সুবর্ণ দহনে সুবর্ণ হয় ॥ ৯০৩ ॥

রাম বসু।

সহড়া।

আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি মান।
দেখি আমায় কেমন তুমি ভাল বাস প্রাণ ॥
মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান।
অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস,
কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান ॥

চিতেন।

তুমি বল প্রেয়সি আমি তোমার প্রেমাধীন।
অন্য নারী সহবাস নাহি কোন দিন।
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
সবলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ ॥ ৯০৪ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

আমি যে তাহারে না হেরিলে মরি,
জানাইব না এখন।
দেখি আগে আমা প্রতি তাহার,
আছে কি না আছে মন ॥

দুই মনো এক হয়, তবে অতি সুখোদয়,
তা নহিলে আমি চাব তাহারে,
আরে চাহিবে সে জন॥ ৯০৫॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

—◇◇—

আক্ষেপ।

তিরোতা—ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয়া মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করি গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥ ৯০৬॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা—ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওব কবি মোর পিয়া চলি গেল।
পুরবক যত গুণ বিসরিত ভেল॥

মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুঃখ নাহি জানে লোকে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥ ৯০৭॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা—ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়লু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়লু,
খোয়লু এ তনুক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়লু,
খোয়লু জীবনক আশে।
কি করব মাধবি মাসে॥
অঙ্কুর তপনতাপে, যদপি জারব,
হিমকর কিরণে, নলিনী যদি জারব,
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন, বিরহে গোঙায়ব,
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব পাশ॥ ৯০৮॥

বিদ্যাপতি।

পঠমঞ্জরী ।

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান ।
কহিতে না লয় মন বুঝ অবধান ॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায় ।
কহ সজনি অব কি করি উপায় ॥
কোন বিহি নিরমিল এহেন লেহ ।
কাহে কুলবতী করি গঢ়ল মঝু দেহ ॥
কাম করে ধরি টানে থাকা এবে ভার ।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুলাচার ॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি ।
মন ফিরে যৈছন কহনে না পারি ॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ ॥ ৯০৭ ॥

বিদ্যাপতি ।

তিরোতা ।

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা ।
বরকে জীবন, কয়ল পরাধীন,
নাহি উপকার এক ঠামা ॥
ঝাঁপল কূপ, লখই না পারলু,
আইতে পড়লহুঁ ধাই ।
তেখনে লঘু গুরু, কছু না বিচারিলু,
অব পাছু তরইতে চাই ॥
মধু সম বচন, প্রেম রস মানুখ,
পহিলহি না জানলু ভেলা ।
আপন চতুরপন, পর হাতে সোপলু,
হৃদিসে গরব দূরে গেলা ॥

এত দিন আন্থু, ভালে হাম আছন্থু,
অব বুঝন্থু অবগাহি।
আপন শূল হাম, আপহি চাঁচন্থু,
দোখ দেয়ব অব কাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহে যুবতি,
চিতে নাহি গুণ বি আনে।
প্রেমক কারণ, জীউ উপেখয়ে,
জগজন কো নাহি জানে॥ ৯১০॥
বিদ্যাপতি।

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণে জনু রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানি কৈছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে কর জোড়ি।
কি ফল প্রেমক অঙ্কুর গোড়ি॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
হাম সোঁপন্থু হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধান্দা।
যাকর পিরীতি সো জন অন্ধা॥ ৯১১॥
বিদ্যাপতি।

সজনি বুঝায়ে কহবি কান পায়।
রোপিয়া প্রেমের বীজ, অঙ্কুরে মোড়লি,
বাঁচব কোন উপায়?
তৈল বিন্দু যৈছে পানি পসারয়ে,
তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে, ক্ষণ হি শুখায়ল,
তৈছন তোহারি সোহাগে॥

কুলকামিনী ছিনু, কুলটা ভৈগেনু,
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম, মুড় মুড়ায়লু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥
চোর রমণী জনু, মনে মনে রোয়ই,
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল,
সো ফল ভুঁজইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, ইহ কলি যুগ রীতি,
চিন্তা না করহ কোই।
আপন করম দোষে, আপনি ভুঞ্জই,
যো জন পরবশ হোই॥ ৯১২॥

বিদ্যাপতি।

গান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে খন খনি সার॥
জাত গোয়ালিনী হাম মতিহীনা।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীনা॥
হাহা বিধি মোরে এত দুঃখ দিল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহেত সমান॥ ৯১৩॥

বিদ্যাপতি।

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে॥

যাকর মরমে বৈঠয়ে বরনারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহি না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেল ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিগে চাহি পানি নাহি পীব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তবে কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধগীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি, শুন বরনারী।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥ ৯১৪॥

বিদ্যাপতি।

সুহই।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গঢ়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিভাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল॥

চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি।
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥ ৯১৫ ॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে ॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয় ॥
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে ॥

কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরি,
দিয়া পরমনে দুখে ॥ ৯১৬ ॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, করেছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ?
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে ॥
সো যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি?
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
ত্রিভাগের আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে, এমনি পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে ॥ ৯১৭ ॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিলাম,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুঃখ হবে বলে,
কোন অভাগিনী জানে ?
সই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত, দুখ হবে বলে,
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন ?
বলনা কি বুদ্ধি, করিব এমন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল ?
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের, পরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ৯১৮॥

চণ্ডীদাস।

পঠমঞ্জরী।

সই লো কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা॥
পিরীতি পিরিতি, এ দুই বচন,
কো কহে পিরীতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈঞা, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের আনল, যেন সাজাইয়া,
অমনি পুড়িয়া মরে ॥
হাম অভাগিনী, যে দুখে দুখিনী,
সদাই ঝরয়ে আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যে দুখ উঠিল,
জীবন সংশয় দেখি ॥ ৯১৯ ॥

চণ্ডীদাস।

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে পথে কানু ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর, হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই, লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি কত করি বন্ধ।
তবুত দারুণ নাশা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ ॥ ৯২০ ॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী ॥

ধিক রহু হেন জন হৈয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে?
এ ছার জীবনে মুঞি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥ ৯২১॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ কে বুঝিবে অন্তর।
যাহারে মরম কহি সে বলয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ৯২২॥

চণ্ডীদাস।

বরাড়ী।

কেন কৈনু পিরীতের সাধ?
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে,
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিত এত, তবে কেন হব রত,
না করিত হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইল কুলে,
জগৎ ভরি রৈল লাজ॥

যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল,
পুনঃ তাহে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি,
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥
পিরীতি আঁখর তিন, যার হৃদয়ে চিন,
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস, যে করে পিরীতি আশ,
তার বুঝি এই সব হয়॥ ৯২৩॥

চণ্ডীদাস।

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিয় মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক্।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না ফুরায়॥ ৯২৪॥

চণ্ডীদাস।

সুহই।

হে দেহে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরিতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু॥

মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু।
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুখে আর নানা কথা ॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীনে যেন তোমার প্রেম নয় ॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা হয় ॥ ৯২৫ ॥

চণ্ডীদাস।

গান্ধার।

ওহে শ্যাম ও বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে বা চাইলা, কি দোষে ছাড়িলা,
নবীন পিরীতি খানি ॥
তোমার পিরীতি, আদর আরতি, আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল, এ সুখ সম্পদ, জনম এমনি যাবে ॥
ভাল হৈল কান, দিলা সমাধান,
বুঝিলাম অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী, পাছু না গণিলাঙ,
ভুবন ভরিল লাজে ॥
যখন আমার ছিল শুভ দিন,
তখন বাসিতা ভাল।
এখন এ সাধে, না পাই দেখিতে,
কান্দিতে জনম গেল ॥
কহয়ে শেখর, বন্ধুর পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের, করাত যেমন,
আসিতে যাইতে কাটে ॥ ৯২৬ ॥

রায় শেখর।

শ্রীরাগ।

সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু সে কাল গেল বৈয়া ॥
আঁখি ঠারাঠারি, মুচকি হাসি, কতনা কহিতা রৈয়া ॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হৈলা আর চিনিবে কেনে ॥
বুলি বেড়াঞা নাম লইয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা ধাইয়া ॥
হাতে করিয়া মাথায় করিনু কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা ॥ ৯২৭ ॥

রায় শেখর।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
রবির কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরিতি,
মরণ অধিক শেল ॥ ৯২৮ ॥

জ্ঞানদাস।

শ্রীরাগ।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু,
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে জীবন,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সজনি কে বলে পিরীতি ভাল?
শ্যাম বঁধু সনে, পিরীতি ভাবিতে,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
পিরীতি মিরিতি, তৌলে তৌলাইয়া,
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি, যারে উপজিল,
সে নাকি জীয়এ আর॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইযা,
যে জন পিরীতি করে।
সাজিয়া ওরসে, আনল যেমন,
আপুনি পুড়িয়া মরে॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাহার সঙ্গ।
জ্ঞানদাস বলে, এমতি পিরীতি,
ভাবিতে জীবন ভঙ্গ॥ ৯২৯॥

জ্ঞানদাস।

আগো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
যে করে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
লুকায়ে পিরীতি কৈনু, কুল কলঙ্কিনী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকুল পাথারে।
সুজন নাগর পেয়ে, আগু পাছু নাহি চেয়ে,
আপনি করিনু প্রীতি কি দুষিব তারে॥

লোকে হৈল জানাজানি, সখীগণে কাণাকাণি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাউক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভাল বাসে যারে ॥ ৯৩০ ॥

ভারতচন্দ্র।

মহড়া।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ্, করে যেই জন ॥
সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

চিতেন।

যেথানেতে না রহিল মানী জনার মান।
সে কেমন অজ্ঞান, তাঁরে সঁপে প্রাণ ॥
সেধে কেঁদে হয়ো গিয়ে কলঙ্ক ভাজন।

অন্তরা।

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুঃখে জ্বালাতন ॥

চিতেন।

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জনো তাহায় ফিরে নাহি চায় ॥
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ ॥

অন্তরা।

সখি পিরীতি পরম ধনো, জগতেরি সার,
সুজনে কুজনে হোলে, হয়ো ছারে খার ॥

চিতেন।

সামান্য খেদেরো কথা, একি প্রাণো সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই ॥
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন।

অন্তরা ।

যারে ভাবিব আপনো সই, তার এ বোধো নাই ।
এমন প্রেমেরো মুখে, তারো মুখে ছাই ॥

চিতেন ।

হেন অরণ্যে রোদনে, ফলো আছে কি ।
এ হোতে সুখী একা যে থাকি ॥
ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জ্জন ।

অন্তরা ।

যার স্বভাবো লম্পটো সই, তারো কি এ বোধ ।
আছে কি করিবে, তবে প্রেম অনুরোধ ॥

চিতেন ।

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন ।
এ রূপো মিলন না দেখি কথন ।
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন ॥ ৯৩১ ॥

হরু ঠাকুর ।

মহড়া ।

আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম ।
শ্যামেরো পিরীতো, গরল মিশ্রিতো,
কারো মুখে যদি শুনিতেম ॥
কুলবতী বালা, হইয়ে সরলা,
তবে কি ও বিষো ভখিতেম ॥

চিতেন ।

যখন মদন মোহন আসি ।
রাধা রাধা বোলে বাজাত বাঁশী ॥
যদি মন তায় না দিতেম ।
সই, আমিও চাতুরী, করিয়ে সে হরি,
আপন বশেতে রাখিতেম ॥

অন্তরা।

হইয়ে মানিনী, যতেক গোপিনী,
বিরহ জ্বালাতে জ্বলিতেম।
সই, যড়জালসম, সে বঙ্ক নয়ন,
জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ,
সমর্পণো করিতেম ॥

চিতেন।

আগে গুরুজনো, বুঝালে যখনো,
তা যদি গ্রহণো করিতেম।
রিপুগণো বশে, রহিত অনা'সে,
মনেরো হরিষে থাকিতেম। ৯৩২ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

আর রাধার অভিমান কে সবে, বিনে কেশবে।
হরি পরিহরি একি অন্যে সম্ভবে ॥
আমি যে সই গৌরবিনী, তারি গৌরবে।

চিতেন।

যে বংশীর রব শুনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
যেন মৃত দেহে সখি আমাব আসিত জীবন ॥
এখনো এ পাপ প্রাণ রবে কি রবে ॥

অন্তরা।

শ্যামের গুণের কথা শুন প্রাণ সই।
ছলো ক্রমে এক দিনো অভিমানী হই ॥

চিতেন।

সে মান ভঞ্জনে হরি পেয়ে কত ক্লেশ।
আসি মানো ভিক্ষা করি নিলো, ধরি যোগীর বেশ ॥
সে সবো স্বপনো হোলো তারো অভাবে ॥ ৯৩৩ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

তোমার বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে প্রাণ জুড়াব প্রাণ।
শুনে রুষ্ট বচন, হলেম তুষ্ট এখন,
উষ্ণ জলে করে যেমন, অনল নির্ব্বাণ॥
*　　*　　*　　*
বিষ কৃমি সম আমি, করি বিষ খেয়ে অমৃত জ্ঞান।

চিতেন।

গেল গেল পিরীত্, গেল প্রাণ্, ভাল বাঁচিল জীবন।
দরশন, পরশন, ঘুচ্‌লো প্রাণ এখন॥
হলো চক্ষু কর্ণেতে যেন ছমাসের পথ।
কাণে শুনে প্রাণ জুড়াব, দেখায দণ্ডবৎ॥
পাষাণ হোয়ে, থাক্‌বো সোয়ে,
পাবো যত কব অপমান॥ ৯৩৪॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওরে পিরীত্ তুই আমার মন থেকে ছেড়ে যা।
হবে নিবৃত্তি, এ সব প্রবৃত্তি,
আপনার মন হবে আপনি সোজা॥ ৯৩৫॥

রাম বসু।

মহড়া।

আমি প্রেম কোরে কি এত জ্বালা সই।
কেউ বলেনা ভাল, কলঙ্কিনী বই॥
আমিতো কখনো কারো, মন্দকারী নই।
তবে কেন বলে গো লোকে কুলকলঙ্কিনী এলো ঐ॥

চিতেন।

যে দেখে আমারে, সেই করে লাঞ্ছন।
প্রাণ জুড়াব কোথা, স্থান নাহি এমন॥
ঘরে পরে করে গঞ্জনা, আমি মরমেতে মরে রই॥ ৯৩৬॥

রাম বসু।

ওগো প্রাণ সখি আমার মনের খেদ আর ঘুচ্‌লো নাত।
এলে বসন্ত, থাকে প্রবাসে কান্ত,
আবার কান্ত এলে বসন্ত থাকে নাত॥ ৯৩৭ ॥
রামবসু।

মহড়া।

অনেকেতো প্রেম করে, আমার কেন এমন্ হয়?
বিনি যন্ত্রণায়, যদি দুদিন যায়।
যেন তিন দিনের দিন, একটা ঘটেছে প্রলয় ॥ ৯৩৮ ॥
রামবসু।

মহড়া।

হায় বিধাতা, এই ছিল কি আমার কপালে।
একি প্রেম ঘটনা, কি লাঞ্ছনা,
ভেকের বাসা কমলে॥

*   *   *   *

চিতেন।

আমি জন্মে জানিনে প্রেম যাতনা, মনে পড়ে না।
সই তুমি মজালে, তোমার ধর্ম্মে সবেনা।
স্বর্ণ-পিঞ্জর আছে সজনি, কেন বায়স এনে বসালে ॥ ৯৩৯ ॥
রাম বসু।

মহড়া।

দেশ চলালেম্ প্রেম্ কোবে সই, প্রাণ্ গেলে বাঁচি।
বিচ্ছেদ বিষে, লোকের রিষে, আমি দুই জ্বালাতে জ্বল্‌তেছি॥

চিতেন।

না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে, একে হঁলো আর।
আমি প্রাণ্ জুড়াতে গেলেম্, শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার॥
একে নব ভাব্, অনুরাগ্, পড়ে মনে।
প্রাণ্ সঁপিলাম তারে আমি না জেনে শুনে॥
চোরেরো রমণী যেমন্ সই, তেম্‌নি মর্ম্মে মরে আছি। ৯৪০ ॥
রাম বসু।

মহড়া।

ছেড়েছি পিরীতের আশা,
পিরীত্ তোমার বাসা ভেঙ্গে যাও।
যার সঙ্গেতে, এসেছিলে আমার অঙ্গেতে,
সে গেল আর্ তুমি কেন, দুখিনীর মুখ দেখ্তে চাও॥

চিতেন।

তাইতে বলি পিরীত্ আমি ছেড়ে যাও তুমি।
এক্ষণে, তোমারি সনে, থাক্‌ব, কেমনে আমি॥
তুমি পিরীত্ আত্ম সুখে সুখী।
অনাথিনী বিরহিণীর কাছে তোমার্ কার্য্য কি॥
তুমি পর, আমি পর, সেওত পর,
পর্ মজানে পিরীত্ তুমি মিছে আর অঙ্গ জ্বালাও॥ ৯৪১॥

রাম বসু।

মহড়া।

কোথারে যুবতীর যৌবন,
তোমা বিনে নারীর মান গেল।
নবীন কালে দেহে ছিলে, প্রবীণ কালে কোথা গেলে,
তোমায় হয়ে হারা, হয়েছি কাতরা,
আপন বঁধু এখন পরের প্রাণ হ'ল।

চিতেন।

নবীন বয়সে রঙ্গরসে দিনে দেখা হত শতবার।
নীরস নলিনী এখন ভ্রমর, চাইবে কেন ফিরে আর॥
আগে প্রাণ হ'ল, তার পরে হলো যৌবন ঘটনা;
বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেল প্রাণত গেল না।
আমি কি ছিলাম, কি হইলাম, আর বা কি হই;
সেই অনুতাপে আমার তনু শুখাল॥ ৯৪২॥

রাম বসু।

মহড়া।

তোমায় ভাল বেসে ছিলাম ব'লে কিবে,
প্রেম আমার দুকূল মজালি।
দুমাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে,
আমায় সঁপে দিয়ে কিরে ফেলে পালালি।
দিবা নিশি প্রাণে জ্বলি তাই তোমায় বলি,
আমি সাধে কি বিষাদে রয়েছি।
ক'রে—না বুঝে—লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে চোখে দেখে শিখেছি।
যেমন মৎস্য মাংস ভোগী, হয়েছিল জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন সেইটা ঘটালি।

চিতেন।

প্রেমেতে মজিয়ে চিরদিন রব,
প্রাণ জুড়াব, ছিল বাসনা।
ত্রিরাত্রি না যেতে তাতে একি বিড়ম্বনা।
আমি তোমার জন্য হ'লেম পরবশ,
আগে মান খোয়ালেম্, কুল মজালেম্,
দেশ বিদেশে অপমান আর অপযশ।
আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, কর্‌লে ছাড়াছাড়ি—
শেষ—আমার মাথায় তুলে দিলে কলঙ্কের ডালি॥ ৯৪৩॥

রাম বসু।

মহড়া।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে, ললিতে গো
ধন্য কুবুজায়।
যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায়॥
হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে তায়।

চিতেন।

এত দিন্ অবধি আম্‌রা কোরে আরাধন।
হইলাম্ বঞ্চিতো, সে হরির চরণ॥
গৃহে বোসে, অনায়াসে, অতুলো চরণো পায়॥ ৯৪৪॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

কেন সজনি মোরো মরণ নাহিকো হয়।
সুখো কালে সুখ ঋতু, দুখ দেয় অতিশয়।
তথাচ এ পাপ প্রাণো, কি সুখে এ দেহে রয়॥

চিতেন।

যারো অনুগত প্রাণো, সে গেল তেজে আমায়।
তারো স'তে, সেই পথে, প্রাণো কেন নাহি যায়॥

অন্তরা।

মরিলে এ দেহ সখি, জ্বলে চিতা আগুনে।
দুখো বোধো নাহি হয়ো, শব অঙ্গ দাহনে॥
সজীব শরীরো এ যে, বিরহ অনলে দয়।
দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয়॥ ৯৪৫॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

হল এই সুখ লাভ,
পিরীতে চির দিন গেল কাঁদিতে।

চিতেন।

হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার,
গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতালে কত দূর।
শেষে এই হ'ল, কাণ্ডারী পালাল,
তরণী লাগিল ভাসিতে।

অন্তরা।

ধন প্রাণ যৌবন দিয়ে, শরণ লইলাম যার,
তবু তার মন পাওয়া আমার হ'ল ভার।
না পুরিল সাধ, উদয়ে বিচ্ছেদ,
মিছে পরিবাদ জগতে ॥ ৯৪৬ ॥

লালু নন্দলাল।

কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

দেখ দেখি কি সুখ সখি এমন পিরীতে।
লাজ ভয় সব গেল, কলঙ্ক কুলেতে ॥
দিবা নিশি যদি তারে, রাখিলো হৃদয়পরে,
তিলেক বিচ্ছেদে হয় বিরহে জ্বলিতে ॥
নয়ন শ্রবণ ত্বক, নাসিকা রসনা দেখ,
পাঁচ জন লোভে ডুবালে দুঃখেতে ॥ ৯৪৭ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—ঢিমা তেতালা।

তারে সাধিলে যত তত জ্বলায় আমারে।
যেরূপ দেখ ইহাতে কহিব কারে ॥
এত দুঃখে মন তবু ভুলিতে না পারে।
অবশ হইয়ে আশা মজালে আমারে ॥ ৯৪৮ ॥

নিধু বাবু।

কাফি কোকভ—ঢিমা তেতালা।

পিরীতে এইত লাভ হইল আমারে।
নয়ন সহ জীবন অনল অন্তরে।
এমন হইবে আগে জানিলে কে করে ॥
লোক লাজ কুল ভয় রহিল কোথারে।
নিদ্রা হিংসা করি গেল দেখিয়ে চিন্তারে ॥ ৯৪৯ ॥

নিধু বাবু।

পরজ—অলদ্ তেতালা।

আমার কিছু র'লনা সই,
মন মোর তার বশ হলো।
লোক লাজ কুল ভয় কোথায় রহিল।
পিরীতি সুখের নিধি, অনুকূলে দিলে বিধি,
যে যতনে যায় প্রাণ, সেহ বরং ভাল॥ ৯৫০॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—অলদ্ তেতালা।

হ'লো হ'লো হ'লো রে প্রাণ,
পূরিল মনের সাধ আমার।
কলঙ্কিনী হইলাম প্রেমেতে তোমার॥
এইত হইল লাভ রোদন সার।
যে নহে আমার, আমি হইলে তাহার,
সে কেন বুঝিবে দুঃখ, নহেতো বিচার॥ ৯৫১॥

নিধু বাবু।

ইমন ভূপালী—আড়াঠেকা।

প্রাণ যেমন করে কহিব কারে কে কবে তারে।
দিবে নিশি ভাসি আমি নয়ন নীরে॥
পিরীতি অমিয় যদি জেনেছি অন্তরে।
বিষ কি দোষ করিল বলনা মোরে॥
কেমনে সবলা অতি বলে অবলারে।
পাষাণ বরং ভাল মম বিচারে॥ ৯৫২॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—অলদ্ তেতালা।

খেদ উপজে সই এই সে কারণে।
আশার ভরসা জনে কথা নাহি শুনে॥
কাতর কখন নহি লোকের বচনে।
প্রাণ যায় নাহি ভয় বুঝে দেখ মনে॥ ৯৫৩॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে।
সুখ আশে ভাসে সদা, দুঃখের সাগরে॥
সতত চাতুরী করি, জ্বালাবে আমারে।
তবে কি যতনে প্রাণ, সঁপি হে তোমারে॥
বিরহ জ্বালায় মন, করি ত্যজিবারে।
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হলো আমারে॥ ৯৫৪॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কি দোষ তার, আপনার দোষ।
কেন বা সঁপিলাম প্রাণ, কেন করি রোষ॥
সদা বারিপূর্ণ মোর নয়ন-কলস।
অন্তরে বিরহানল, হয় মুখ শোষ॥ ৯৫৫॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রণয়ে সখি এই সে হইল।
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল॥
না জানিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
স্মরিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল॥
পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলালে বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি, দুঃখ নাহি গেল॥ ৯৫৬॥

নিধু বাবু।

আড়ানা—তাল হরি।

আগে কি জানি প্রাণ বিরহে যাবে।
জানিলে এমন প্রীত করি কি তবে॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিল কলঙ্ক হল,
সে সব দূরেতে গেল, এ দুঃখে ডুবে॥

তাহার লাগিয়ে মরি, মিছে আপনার করি,
না হেরে নয়নে হেরি, দেখিলে এবে ॥
পিরীতি সুখের নিধি, করিয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছে বিধি, সহিতে হবে ॥ ৯৫৭ ॥

নিধু বাবু ।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা ।

বুঝিলাম এখন মনে, দুখিনী জনে,
নিধি লাভ হবে কেনে । (সই)
সতত রাখিয়েছিলাম নয়নে নয়নে ।
তথাপি সে লুকাইল করমের গুণে ॥
হৃদয়ে তাহার রূপ হেরিলো মননে ।
সুস্থির কি হয় প্রাণ চাক্ষুষ বিহনে ॥ ৯৫৮ ॥

নিধু বাবু ।

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

না দেখিলে বলনা সই বাঁচিব কেমনে ।
দিবা নিশি সেই রূপ সদা পড়ে মনে,
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়ন,
বিনে সে বিধু বদন প্রবোধ না মানে ॥
পিরীতি অমিয়াধিক, সকলে বলয়ে দেখ,
বিষম হইল মোর করমের গুণে ॥ ৯৫৯ ॥

নিধু বাবু ।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা ।

কেন পিরীতি করিলাম মজিলাম হায় ।
পিরীতি করিয়া সখি একি হ'লো দায় ।
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায় ॥
মনে করি না ভুলিব তাহার কথায় ।
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায় ॥ ৯৬০ ॥

নিধু বাবু ।

সিন্ধু কাফি—টিমা তেতলা

অতিশয় সাধ করি এইত হইল। (সই)
সতত কাতর প্রাণ নয়ন সজল ॥
পিরীতি রতন লাভ হবে আশা ছিল।
তা না হ'য়ে মোর মন ধন হারাইল ॥ ৯৬১ ॥

নিধু বাবু।

সরফরদা— জলদ্ তেতালা।

বলনা আমারে সই বাঁচিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিলাম যারে না হেরি নয়নে॥
এমন হইবে আগে নাহি জানিতাম,
জানিলে এমন প্রেম নাহি করিতাম,
পিরীতে এই ত সুখ, সংশয় জীবন ॥ ৯৬২ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

কিছু তারে বোলোনা বলে কি হবে বল ॥
বিরহ অনলে মোরে জলিতে হইল।
সে যদি বুঝেছে ইহা ভাল সেইত ভাল।
হইবে অনেক সুখ, এই বোধ ছিল।
তা না হয়ে দেখ দুঃখমুখ দেখিতে হইল ॥ ৯৬৩ ॥

নিধু বাবু।

গৌড়—জলদ্ তেতালা।

তুমি যা বুঝিলে প্রাণ সেই ভাল ভাল।
আমার বচন, স্বরূপে কথন, বোধ নাহি হ'ল হ'ল ॥
এতেক করি যতন, তবু না পাইলাম মন,
আপনারি মন, দিয়াছি যখন, উপায় কি বল বল ॥ ৯৬৪ ॥

নিধু বাবু।

মুলতানী—আড়া তেতালা।

ভ্রমে কভু নাহি বল প্রাণরে আমারে,
পর বই আপন।
এই খেদে সদা আমি করিছে রোদন॥
পর না হইলে কেন, তোমার লাগিয়া হেন,
লোকের গঞ্জনা হ'লো করিতে ভূষণ।
আপনারে পর জ্ঞানে, তোমারে আপন ধ্যানে,
ভাবিলাম প্রতিদিন, এই কি কারণ? ৯৬৫॥

রাধামোহন সেন।

শ্যাম বরারী—তেওট।

সবে বলে অভাগিনী যদি চায়, সাগর শুকায়,
তবে দুঃখ সিন্ধু হেন, প্রবল হইল কেন,
তরঙ্গিত বিনা বায়।
লেখা হইবে রহিত, হলো কিনা বিপরীত,
অধিকন্তু তায়।
যার দৃষ্টে নীর নাশে, সে জন সাগরে ভাসে,
আর কি ইহার উপায়॥ ৯৬৬॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যায় যায় যাক্ প্রাণ যদি যাবে রে।
আর কি হবে কি হবে বলে সুধাবোনা কায় রে॥
সুখ আশাতে পিরীত, হিতে হলো বিপরীত,
সুহৃৎ দেখি কুরীত, কালী হলো কাধ রে॥ ৯৬৭॥

কালী মির্জা।

সাহানা—আড়া।

যতনে এত যন্ত্রণা এ যাতনা কব কায়।
পিরীতি কি রীতি অতি হইল বিষম দায়॥

যদি করি অভিমান, তারো উপজয়ে মান,
মানাইতে তার মান, আপনারি মান যায়॥
দুজনে মিলন হয়, উভয়েরি থাকে ভয়,
আকিঞ্চন অতিশয়, যাতে প্রেম ধন রয়॥
একের হয় অধিক, আনে নহে ততোধিক,
লোকে বলে ধিক্ ধিক্, কালী দহে প্রাণ তায়॥ ৯৬৮॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যায় যাক্ প্রাণ আমার তারি বিরহে।
কি ছার মিছার প্রেম সে যদি না চাহে?
সাধিতে ততো বিষাদ, নাহিক মানে বিবাদ,
কি আর রাখিয়ে সাধ, এ ছার দেহে? ৯৬৯॥

কালী মির্জা।

জঙ্গলা—একতালা।

আহারে আহা মনে করে যাহা।
কে আছে ব্যথিত, আমারে ব্যতীত,
কহিব তারে তাহা॥ ৯৭০॥

কালী মির্জা।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

যে নহে আপন বশ কি সাধ প্রেম সাধনে?
চলিতে আঁখিতে দেখে হরিষে বিষাদ মনে॥
অন্তরে অন্তর নয়, তথাচ অন্তরে রয়,
সদাই উভয় ভয়, পাছে পরশ... পর শোনে॥ ৯৭১॥

কালী মির্জা।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

পিরীতে আর কি সাধ করি যাবৎ প্রাণ ধরি?
যতো করি সাধ, ততই বিষাদ,
সদা বিষাদে মরি॥

কিছু সুখ লেশ, দ্বিগুণ কেলেশ,
সদাই কেলেশ, হয় যে দোঁহারি ॥ ৯৭২ ॥

কালী মির্জা।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

কি দোষ দিব নয়নেরে মন যে মনেতে করে।
সদা অন্বেষণ, একি বিড়ম্বন, হইলো আমারে ॥
যার নাহি মন, করয়ে কেমন, তাহারি তরে।
অবারিত বারি, কেমনে নিবারি, বারে বারে ॥ ৯৭৩ ॥

কালী মির্জা।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

মনে করি মনে না করি,
মনোকরী বারণ করিতে নারি।
প্রেমের অঙ্কুশ করে, সদাই আঘাত করে,
বলনা তাহে কি করি ॥
দোষো করি অন্বেষণ, উদয় হইয়ে গুণ,
নয়নেতে বহে বারি।
এত বিচ্ছেদ যাতনা, কিছুতো মনে থাকে না,
কি হইলো মনে করি ॥ ৯৭৪ ॥

কালী মির্জা।

বাগেশ্রী—আড়া।

মরম দুঃখ কহিব কারে, কহিতে হৃদি বিদরে।
প্রকাশে মানস হলে, তখনি মন সম্বরে ॥
স্থির হওয়া নাহি যায়, সদাই মনে উদয়,
হইল উভয় দায়, কুরীতি পিরীতি করে ॥
কেমনে রাখি সম্বরে, সকলে নিরখি তারে,
বুঝিতে কি পারে পরে, রহিল অন্তরে ॥
শ্রুতি শ্রবণ না করে, আঁখি অন্য নাহি হেরে,
রাখিয়াছে কারাগারে, যে আশু গমন করে ॥ ৯৭৫ ॥

আশুতোষ দেব।

পিলু।

মন যারে চায় সে কোথায় রহিল বল না।
কেন হেন সাধে হ'ল বিষাদ ঘটনা॥
কুল শীল লাজ ভয়, যার লাগি তুচ্ছ হয়,
সে নিধি নিদয়, এ কি বিধির বঞ্চনা॥ ৯৭৬॥

আশুতোষ দেব।

মুলতানী—ঢিমা তেতালা।

প্রেম এমন কেমনে জানিব বল।
অমিয় বলে জ্ঞান ছিল,
প্রাণ শীতল না হয়ে দুঃখে দহিল॥
না বুঝে মজেছি, যন্ত্রণা পেয়েছি,
কতই সয়েছি, ক'যে কি ফল।
এবে বিচ্ছেদ শেল হৃদয়ে পশিল॥ ৯৭৭॥

আশুতোষ দেব।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

কি হ'লো প্রেম করি।
হরিষে বিষাদ হয়ে সুখ সাধে মরি॥
তার সঙ্গে দরশন, হওয়া নহে সাধারণ,
হলে অঘট ঘটন, লোক ভয়ে ডরি॥ ৯৭৮॥

আশুতোষ দেব।

ভৈরবী—ঠুংরি।

সাধে সখি সেই শ্যামে সঁপে মন,
কুল শীল হারাইলাম।
ক্ষণে নয়নে হেরি, শুনিয়ে বাঁশরী,
লাজ পরিহরি, মজিলাম॥
যা বলিল পরে, তা ঘটিল পরে,
চির কলঙ্কিনী রহিলাম।

সুখ হবে লাভ, করি এই লোভ,
আশু প্রতিফল পাইলাম ॥ ৯৭৯ ॥

আশুতোষ দেব।

দেশ মল্লার - তেওট।

তার কথা কার কাছে কই।
এমন দুঃখের দুঃখী মিলে কই ॥
প্রকাশিলে পরে, শুনে পাছে পরে,
পরিহাস করে, মনে ভাবি ঐ ॥
শয়নে স্বপনে, সুখ নাহি মনে,
মলিন বদনে, দিবা নিশি রই ॥
হ'য়ে ম্রিয়মাণ, করি অনুমান,
মনোদুঃখে প্রাণ, বুঝি হারা হই ॥ ৯৮০ ॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

যায় যাবে যাউক রে প্রাণ, তাহাতে নাহি খেদ।
সুখের পিরীতে যদি হইল বিচ্ছেদ ॥
যারে ভাবিয়ে আপন, সঁপিলাম নিজ মনঃ,
যাতনা দিলে সে জন, মরণে কি ভেদ ? ৯৮১ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট - আড়া।

তোমার কি দোষ প্রাণ, যে দোষ আমার।
আপনি দিয়াছি মনঃ সাধে আপনার ॥
নিজ দোষে নিজ ধন, হারায়ে করি রোদন,
কি করিবে অন্য জন, কি দায় তাহার ? ৯৮২ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

গারা ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ গেলে প্রাণ নাথ, আসিবে কি বল সই ?
জীবন রহিত হ'লে, আইলে কি ফল সই ?
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে,
বুঝি প্রাণ তোষিবারে, প্রাণ হত হ'ল সই ॥ ৯৮৩ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

কেদারা—আড়া।

এমন কে তারে বলিয়েছিল, সাধিয়ে সাধিয়ে
পিরীতি করিতে সই ?
অবলার মনঃ, হরিয়ে এখন, বিচ্ছেদানলে জ্বালালে,
বল কি উপায়, দুঃখ নিবারিতে ? ৯৮৪ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ মধ্যমান।

কি হলো আমারে সখিরে।
প্রেম ক'রে ভাসি আমি দুঃখের সাগরে ॥
সদত নয়ন, করে বরিষণ,
বিরহের হুতাশন, জ্বলিছে অন্তরে ॥ ৯৮৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ -মধ্যমান।

একি আমার হ'লো দায়। সজনি !
কিসে ফিরে পাব মনঃ, কি করি বল উপায় ॥
পাইতে পরের মনঃ, সঁপে ছিলাম নিজ মনঃ,
না পাইলাম তার মনঃ, আপন হারালাম তায় ॥ ৯৮৬ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ইমন কল্যাণ—আড়া।

ভাবিয়ে ভাবিয়ে সই, কি হলো আমারে।
মনে করি ভাবিব না, তবু ভাবি তারে ॥

ভাবনার একি ভাব, স্বভাব হলো অভাব,
অভাব হয়ে স্বভাব, জীবন সংহারে ॥ ৯৮৭ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

লোক ভয়ে স'য়ে রয়ে হয় যে যাতনা রে।
মনে মনে থাকে সকল মনের বেদনা রে ॥
প্রাণ-ধনে রেখে দূরে, অপরে আপন ক'রে,
রয়েছে আশায় প্রাণ ধ'রে, কতই লাঞ্ছনা রে ॥ ৯৮৮ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রাণপণে যতন করে পেয়েছি পরেরি মন।
পোড়া লোকে কেন এত ঘুচাতে করে যতন ?
প্রেমে পরাধীন হ'য়ে, দিবানিশি মরি ভয়ে.
পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে, পরে করে জ্বালাতন ॥ ৯৮৯ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেম রস যে না জানে, সে জনে মন কেন ভাল বাসে ?
একি দায়, অকারণে প্রাণ যায়, হায় হায়,
কেবলি নয়নের দোষে ॥
এত যে করি যতন, যাতনাতে জ্বালাতন,
তবু তো বোঝেনা মন, হেলন করিয়ে হাসে।
আমার মনোবেদনা, সে যেন জেনেও জানে না,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে ॥ ৯৯০ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

হায় কি লাঞ্ছনা, কি গঞ্জনা, ভেবে তো প্রাণ বাঁচে না।
সে গেছে, তার প্রেম গেছে, আমার ত পিরীত গেল না।

কবার নয়, কব কার কাছে,
যে দুখে ভাসায়ে গেছে,
আমার মনেতে সে যে বিনা সূতে গাঁথা আছে,
পিরীতির যে রীতি আছে,
তার মতন সে করে গেছে,
চিহ্ন মাত্র রেখে গেছে, লোকে কলঙ্ক ঘোষণা ॥ ৯৯১ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না।
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না ॥
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় কথান্তর, মতান্তর তায় হবে না ॥
এখন হলো অন্তর, পিরীতি হলো অন্তর,
আঁখি ঝোরে নিরন্তর, প্রাণান্তর তায় হবে না ॥ ৯৯২ ॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

মনের মানস যদি সফল নাহিক হয়।
কি ফল এ প্রাণে তবে, রয় কিম্বা নাহি রয় ॥
যত সাধ ছিল মনে, মনে রহিল গোপনে,
গোপনে তাপ জীবনে, জীবনে শীতল নয় ॥
বিষম যদ্যপি কই, কই জলে স্নিগ্ধ হই,
হই দগ্ধ প্রাণাগুনে, আগুনে নীর শোষয় ॥ ৯৯৩ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

যতনে যাতনা দিবে আগে সখি জানি না।
যাতনা হবে জানিলে যতন করিতাম না ॥
অযতন ছিল ভাল, যতন হইল কাল,
ফলিল তাহার ফল, গেলো প্রাণ আর বাঁচে না ॥ ৯৯৪ ॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

পিলু—জলদ্ তেতালা।

সুখেরি কারণে প্রেম করে দুঃখ কেন হয়।
অধিক যাতনা কভু অবলার্ কি প্রাণে সয়॥
এ সকল তারে বোলো, যার লাগি এই হ'লো,
এ যন্ত্রণা হয়ে কাল, বুঝি প্রাণ যায়॥ ৯৯৫॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

খট—জলদ্ তেতালা।

তাহারি প্রেম লাগিয়ে দুঃখ অতি পাই মনে।
ভালবাসায় এত ক্লেশ না জানি স্বপনে॥
না বুঝিয়া প্রেম করে', এই ফল হ'ল পরে,
না পাইলাম পুন তারে, পরিশ্রম অকারণে॥ ৯৯৬॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

বেহাগ—পোস্তা।

আমি কি আর স্বভাবে আছি ?
না বুঝে পরের করে প্রাণ সঁপেছি।
সুখ আশে প্রেম করে, শেষে দুঃখের সাগরে,
অকূল পাথারে ডুবে রয়েছি॥
বিধু মুখে মধুর হাসি, দেখে হয়েছি উদাসী,
যেন কত সুধারাশি, প্রকাশিত তায়।
যে অবধি সে বিমুখ, ঘুচে গেছে সব সুখ,
যেন না হেরে সে মুখ, অন্ধ হয়েছি॥
তাহার গুণ অপার, শুনিয়ে সই অনিবার,
জুড়াত শ্রবণ আমার, সুখের অপার।
এবে সে রব না শুনি, ব্যাকুল হয়েছে প্রাণী,
বিহনে মধুর বাণী, বধির হয়েছি॥
সুগন্ধ পুষ্প জিনিয়ে, অঙ্গের সৌরভ লয়ে,
নাসিকা রসিকা হয়ে, রহিত সদাই।

না পেয়ে তার সে সৌরভে, ফুরবে প্রাণ না রবে,
শূর্পনখারি স্বরবে, বেশ ধরেছি ॥
তাহার অধরামৃত, পান করি অবিরত,
রসনা বাসনাহত, হয়েছিল সই।
বিনাশ হয়ে সে রসে, রসনা ভাষে বিরসে,
পিযূষ ত্যজে কি রসে, বিষ খেতেছি ॥
আর দেখ দুই করে, সে অঙ্গ পরশ ক'রে,
তুষিত তাপিত অন্তরে, রুষিত কুজন।
সে অঙ্গ স্পর্শ না করে, যে দুর্গতি কব কারে,
এবে সেই দুই করে, অবশ করেছি ॥
দেখিবার অনুরোধে, দিবা নিশি মন সাধে,
দুই পায়ে কাক বেঁধে, কতই ভ্রমণ।
হারাইয়ে সে সম্পদে, পড়েছি কত বিপদে,
আপদ ঘটেছে পদে, অচল হয়েছি ॥
প্রাণনাথ দেশান্তরে, একা যাব কেমন করে,
নিজ মন সঙ্গী করে, দিয়েছিলাম তার।
মন তার সঙ্গে গিয়ে, আমারে গেছে ভুলিয়ে,
আপন যাত্রা পরকে দিয়ে, দৈবক হয়েছি ॥
পিরীতি অমৃত জলে, অমর হয়েছি বলে,
জীবন কোন কৌশলে, নাশেনা আমার।
তাইতে বিরহানলে, মম অঙ্গ নাহি জলে,
বেঁচে আছি ছলে, কিন্তু দানো পেয়েছি ॥
লোক লাজ কুল ভয়ে, রয়েছি ধৈর্য্য হইয়ে,
অন্তরে গিয়েছি বয়ে, কেহ জানে না।
শত্রু মিত্র সর্ব্বজনে, ঘরে সুখে আছি জানে,
কিন্তু আমি মনে মনে, পথে বসেছি ॥
গৃহ ধর্ম্ম কর্ম্ম ভারে, সুখে ছিলাম এ সংসারে,
আত্ম বন্ধু পরিবারে কতই যতন।

ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মনে, শত্রু ভাবি সর্ব্বজনে,
বিষের বাতি সর্ব্ব স্থানে, জ্বেলে দিয়েছি॥
পিরীতি কি চমৎকার, চিন্তার নাহিক পার,
কেবলি দুঃখের ভার, শিরে সর্ব্বদাই।
গিছে কি হবে ভাবিলে, বিফল বসে কাঁদিলে,
কি হবে পরে ডুবিলে, আপনি মজেছি॥ ৯৯৭॥

যদুনাথ ঘোষ।

ঝুম—খেমটা।

বল্‌বো কি দুঃখের কথা বলিলে কি হবে আর?
সাধ করে মজেছি ভাবে ভাবিলে কি হবে আর?
যত গুণে সুখী ছিলাম, ততোধিক দুঃখ পেলাম,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলাম, কাঁদিলে কি হবে আর?
মনে রহিল বাসনা, সার হইল লাঞ্ছনা,
জানিয়ে দিলে যাতনা, জানালে কি হবে আর?
ব্যাকুলা কুল ভাবিতে, আরত নারি রাখিতে,
জনম গেল সাধিতে, সাধিলে কি হবে আর? ৯৯৮॥

যদুনাথ ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

বোলোনা বোলোনা, আমারে বোলোনা,
যাইতে যমুনার জলে।
না জানি সজনি, কিবা প্রয়াসে,
পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে, সে ভাষে কি আশে,
হুতাশে পদ না চলে॥
স্বজন সুজন, আর পরিজন, বিবস বচন বলে।
কি করি সখি, নিয়ত অসুখী, তনু জলে দুখানলে॥

আমি কামিনী রাজারি কন্যা,
কুলে শীলে সবে মান্যা ধন্যা,
ছি ছি ছি ছি আমায় কিসের জন্যে,
এত ছলা কালা ছলে ॥ ৯৯৯ ॥
দয়ালচাঁদ মিত্র।

কেদারা—কাওয়ালি।

প্রেমে কোরে হলো এই ফল।
প্রাণ জলে ফুঃখানলে নয়ন সজল ॥
লোক লাজ কুল ভয়, দূরে গেল সমুদয়,
চিন্তারে কোরে আশ্রয়, অন্তর বিকল ॥ ১০০০ ॥
দয়ালচাঁদ মিত্র।

কেদারা—কাওয়ালি।

আমার মনে রইল বড় খেদ।
তাই ভেবে, নিশি দিবে, হৃদি হলো ভেদ ॥
পাব ব'লে প্রেমধন, ছিল বহু আকিঞ্চন,
জলধি করি সিঞ্চন, উঠিল বিচ্ছেদ ॥ ১০০১ ॥
দয়ালচাঁদ মিত্র।

জয় জয়ন্তী—তেওট।

সইরে,—
আরত অনেকে আছে কৃষ্ণ প্রেমাধিনী।
তবে কেন আমায় বলে কালা কলঙ্কিনী ॥
ব্রজের রমণী যত, কে না কালা প্রেমে রত,
কলঙ্কের অনুগত, আমি একাকিনী ॥ ১০০২ ॥
দয়ালচাঁদ মিত্র।

ভৈরবী খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥

রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন।
চরণে বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হৃদয় কমলে মোর তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃণালিনী জলে॥
হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে।
উড়িল মরাল রাজ মানস বিলাসে॥
ভাঙ্গিল হৃদয় পদ্ম, তার বেগ ভরে।
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে॥ ১০০৩॥

বঙ্কিম।

মল্লার—আড়াঠেকা।

যমুনারি জলে মোর কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপ দিয়ে পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে যে রতনে।
নিদ্রার আবেশে মোর, গৃহেতে পশিল চোর,
কাটিল কণ্ঠের ডোর, মণি হরে নিল॥ ১০০৪॥

বঙ্কিম।

কাহে সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজ জন টুটায়ল প্রাণ॥
মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপ বিহীন গোপ কুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপকি ভিখারী॥
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলনু,
হৃদি বৈঠনু চরণ যুগল।

যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল।
কিবা কানন বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি,
ছার তনু করব বিনাশ॥ ১০০৫ ॥

বঙ্কিম।

পরাণ না গেলো।
যো দিন দেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহিপর পিয় সই, কাহে বাধি তীরে,
জীবন না গেলো?
ফিরি ঘর আযনু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখি নীরে আপন আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহেলো পরাণি,
তইখন না গেলো?
শুননু শ্রবণ পথে মধুর বাজে,
রাধা রাধা রাধা রাধা বিপিন মাঝে,
যব শুনন্ লাগি সই গো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো?
ধায়নু পিয় সই সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম পদমূলে,
সোহি পদ মুলে রই, কাহে লো আমারি,
মরণ না ভেল? ১০০৬ ॥

বঙ্কিম।

পিলু—যৎ।

আগে যদি জানিতাম কপাল আমার।
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার॥

যত পে'ল আঁখি জল, তত হইল প্রবল,
এখন লতাভরে, তরু মরে, কে করে বিহিত তার ? ১০০৭॥

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পূরবী—আড়া।

মম দুঃখ শুন যামিনী।
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুংখের গাথা,
সমীরণ শুন শুন দুঃখিনীর কাহিনী॥
শুন শুন তারামালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন কাঁদে অনাথিনী॥ ১০০৮॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী—মধ্যমান।

কমল নয়ন দ্বয় কর উন্মীলন।
দেখিয়ে শীতল হোক তাপিত জীবন॥
নীরব দেখে তোমায়, হৃদয় যে ফেটে যায়,
পুন শক্তিশেল কিবে করিলে ধারণ।
কি লাগি এত কাতর, শোক তাপ পরিহর,
উঠ উঠ ঊর্ম্মিলার হৃদয় রতন॥
মম ভাগ্যে ছিল যাহা, বিধি ঘটালেন তাহা,
নিবারিতে পারিবে কি তব অচেতন॥ ১০০৯॥

হরিমোহন রায়।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আগে এত ভাবিলে মনে,
তবে কি দহিত দেহ, বিরহ দহনে ?
আগে তাকি জানি মনে, হারাইব তোমা ধনে,
তাই বুঝি প্রাণপণে, রাখিবে হে যতনে।
বিধাতা সাধিল বাদ, প্রমোদে ঘটে প্রমাদ,
তবে মিলনের সাধ, বল করিহে কেমনে॥ ১০১০॥

হরিমোহন রায়।

পূরবী—আড়া।

বসন্তের কাল গেছে, কেন ফুল ফুটিবে আর।
ভানু গেছে অস্তাচলে, হবেনা কি অন্ধকার॥
ছিঁড়িয়ে গিয়াছে তার, বীণা কি বাজিবে আর।
হাসিটি প্রাণটী গেছে, রেখে গেছে হাহাকার॥
ছিল প্রাণ সে গিয়াছে, দেহ কি আর দেহ আছে,
কাহারে কেমন আছ, সুধাইছ বারে বার॥ ১০১১॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাম প্রসাদী সুর।

আমিই শুধু রইনু বাকী।
যা ছিল তা চলে গেল, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।
আমার বলে ছিল যারা, আরত তারা দেয়না সাড়া,
কোথায় তারা? কোথায় তারা?
কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল দেখি মা সুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নারে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে,
কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥ ১০১২॥

রবীন্দ্র।

বেলোয়ার—আড়া।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা;
জীবন ফুরায়ে এল, আঁখি জল ফুরালোনা,
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পুরিলনা জীবনের একটী কামনা।
এখন সুখের কথা, উপহাসি দেয় ব্যথা;
এই এ মিনতি, সখি, ওকথা বোলোনা॥ ১০১৩॥

স্বর্ণকুমারী দেবী।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

হায় আমাররে! কোথা ব'ল সে জন।
সে বা কোথা আমি কোথা সদা মন উচাটন॥
নব অনুরাগ ভরে, নিজ মন দিলাম পরে,
না জানি কি হবে পরে, মম কপাল লিখন॥ ১০১৪॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কি দোষে দাসীরে নাথ ত্যজিলে কাননে হে।
আমিত তোমাবিনে নাথ জানিনে স্বপনেও,
নাথ জানিনে স্বপনে হে।
তুমি তরু আমি লতা, নিতান্ত আশ্রিত হে,
বিরহ তপন তাপে বাঁচিনে জীবনে নাথ,
বাঁচিনে জীবনে হে।
তুমি মণি গুণমণি, আমি ভুজঙ্গিনী হে,
বিনে মণি বল ফণী বাঁচিবে কেমনে,
নাথ বাঁচিবে কেমনে হে॥ ১০১৫॥

বেহাগ—একতালা।

নাথ! অধিনী তোমার,
শ্বাপদসঙ্কুল জনহীন বনে,
কাঙ্গালিনীর মত ভ্রমে অনিবার।
দেখ আসি তব প্রেম পাগলিনী,
বিষম বিকারে ভূতল শায়িনী,
সহকারচ্যুত মাধবীর মত,
ধরাবলুণ্ঠিত কলেবর॥

মরকত আদি হেম আভরণে,
রতন খচিত স্বর্ণ সিংহাসনে,
কভু লোভ নাথ হয় নাই মনে,
বিনা তব প্রেম হার।
তবে কেন নাথ হলে প্রতিকূল,
এ দাসীর আশা করিলে নির্ম্মূল,
দাসী ভাবে হেন, মোরে আজীবন,
রাখিলে হে ক্ষতি কি হ'ত কাহার? ১০১৬॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখসাধে পড়ে দুঃখ ফাঁদে, অবোধ মন সদা কাঁদে।
ভাবিযে না পায় কিছু কি দিযে পরাণ বাঁধে॥
ভোলেনি বিভোল মন, প্রেমে আছে বিস্মরণ,
স্বপনেতে জাগরণ, দহন শীতল চাঁদে॥ ১০১৭॥

বেহাগ—একতালা।

কেন বিচলিত মন?
বল কি অভাবে ব্যথিত হৃদয়,
কেনরে সতত দহিছে জীবন?
আজি এ সময় সকলেতে সুখী,
মম সম লোক কেবল মাত্র দুখী,
আর এ জীবনে না হইব সুখী,
চিতানলে দেহ না হলে পতন।
সে হৃদয় ধন রহিল কোথায়,
তারি ভাবনায় দিয়াছি হৃদয়,
যতদিন রব তাহারে ভাবিব,
তারি প্রেম হৃদে করিব বহন।

যেখানেই থাকি, যারি কাছে যাই,
অন্তরে সে মম জাগিছে সদাই,
কেনবা ভুলিব, কি সুখে থাকিব,
সে যে গো আমার হৃদয়ের ধন॥ ১০১৮॥

সরফর্দ্দা—আড়া।

কাটে না সময় আর, আসে না মরণ।
বেঁচে আছি, প'ড়ে আছি জড়ের মতন॥
কিছুতে বসে না আশা, ধরা যেন পরবাসা,
কোথা পর ভালবাসা, কোথা সে স্বপন?
কোথা সে সুখের সাধ, সাধের সে অবসাদ,
সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি বাঁধিতে জীবন?
স্রোতহারা নদী মত, প'ড়ে আর রব কত,
শুখা'তেছি পলে পলে মরিব কখন? ১০১৯॥

হায়রে প্রাণেশ মম কোথায় রহিল।
সাধের আবাসে মোর অনল কে জেলে দিল॥
কহ বন উপবন, কহরে বিহঙ্গগণ,
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে পাখী কোথায় পলা'য়ে গেল।
এই শেষ দিনে সখি, তার বুকে মাথা রাখি,
ঘুমায়ে পড়িব আহা, সে সাধ মোর না পুরিল॥ ১০২০॥

তুরু।

জীবন মরণ সবহি সমান,
এই মম চিতে লাগে লো।
বিহরতি হরি মোহে পরিহরি,
শ্যাম মেরা না আওল॥
ছুটল পিরীতি ঘুম ঘোর,
টুটল সকল পিরীতি ডোর,
মোই দাসী পড়ি রোদই সতত,
কালা দরশন নাহি মিলল।

ভুল গেল কালা রাধারি নাম,
কাহে মু ভুলব সোই স্মঠাম,
তেড়চ নয়ন ত্রিভঙ্গভঙ্গিম,
নাহি এ পরাণ ভুলল ॥ ১০২১ ॥

দুদিনের প্রেম খেলা কে জানিত হায় ?
তাহ'লে এ প্রেমলতা কে পরে হিয়ায় ?
হাসিয়ে পিরীতি করি অবশেষে কেঁদে মরি,
সংসারে কলঙ্ক ডালি, লইয়ে মাথায় ॥ ১০২২ ॥

খাম্বাজ।

এত অপমান তবু প্রাণ চাহে তারে রে।
গঞ্জনায় বিদীর্ণ দেহ সদা ভাসে আঁখি নীরে ॥
ধন মন প্রাণ দিয়ে, ঘরে পরে দুখী হ'য়ে
শেষেতে মরি কাঁদিয়ে, পড়িয়ে অকূল পাথারে ॥ ১০২৩ ॥

এ যে হ'ল দায়।
কথা কব কায় ॥
আমি তো তার অনুগত,
হয়ে সাধি অবিরত,
অপমান শত শত, সেত আর না ফিরে চায়।
ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
ঘরেতে গুরু গঞ্জনা,
লোকে করে লাঞ্ছনা, কোমল প্রাণে কত সয় ॥ ১০২৪ ॥

মোহিনী বাহার—কাওয়ালি।

জীবন যৌবন মন, সব স'পেছি তায়।
সদা রতন সমান, করিগো যতন,
প্রাণপণে প্রিয় জনের যোগাই মন,

তবু মন পেলেম না, সে আমার হ'লো না,
সুখ আশে, প্রেম ফাঁসে, পড়ে শেষে প্রাণ যায়।
একে আমি নূতন ব্রতী, তাহে নবীনা যুবতী,
পিরীতে এত দুর্গতি, আগে কি তা জানি সই।
যে করে অন্তরে, কি কব তোমারে,
আমার যেমন, বোবার স্বপন,
প্রকাশ করা হলো দায়॥ ১০২৫॥

খাম্বাজ—একতালা।

বালিকা বয়সে, ছিলাম স্ববশে,
কোন জ্বালা সখি জানিনে।
মনে যা এসেছে, তখনি করেছি,
কারো কথা কভু শুনিনে।
ছিলাম বালিকা ছিল না যৌবন,
নিজ বশে ছিল আপনার মন,
বুঝিনে জানিনে পতি যে কি ধন,
ভাবী সুখ দুঃখ ভাবিনে।
নব অনুরাগে প্রাণনাথ যবে,
হেসে হেসে করে ধরিল।
ছিল মরুভূমি এ মানস মম,
প্রণয় পয়োধি পূরিল।
তদবধি সদা প্রেম আলাপনে,
কত সুখে সুখী ছিনু দুই জনে,
শয়নে স্বপনে নয়নে নয়নে,
তিলেক তাহারে ছাড়িনে।
এত করি তবু স্নেহের শিকলে,
নারিলাম বাঁধিয়া রাখিতে।

একাকিনী রাখি, পলাইল পাখী,
সুখ সাধ না মিটিতে।
এক বার ভাবি বিষ খেয়ে মরি,
আর বার ভাবি কেমনে তা করি,
যাহার লাগিয়ে আছি প্রাণ ধরিয়ে,
তাহারে ছাড়িয়ে মরি কেমনে ॥ ১০২৬ ॥

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

তারে কি দুষিব, সব আপন করম দোষ।
কেন মন মজাইলাম পরেরি পিরীতের আশে ॥
যদি করি অভিমান, সে বদন ফিরায়ে বসে।
আমি মরি মনোদুখে, সে সুখ সাগরে ভাসে ॥ ১০২৭ ॥

দিবা নিশি দুখে ভাসি প্রেয়সি তোমার তরে।
ভাল বাসি বলে দোষী সদা ভাসি নয়ন নীরে ॥
আশা ছিল বিধুমুখি ! তব প্রেমে হব সুখী,
সে আশা নিরাশা হল, প্রাণ গেল প্রেম করে ॥ ১০২৮ ॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

প্রাণ কেন এমন করে রে।
কি জানি কিসের লাগি, বুঝিতে না পারিরে ॥
লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা দায়,
ডুবিল সাধের তরি, অকূল পাথারে ॥ ১০২৯ ॥

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

ভুলে যাওরে মন আমার তারে একেবারে।
এখনও তোমারে বলি।
ভুলাইতে না জেনে, ভুলিয়ে ছিলে রে।
আর ত সহেনা জ্বালা, তারি গুণ জেনে শুনে।
এখনও তোমারে বলি।
ভুলে যাওরে মন আমার তারে একেবারে ॥ ১০৩০ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রাণ নিলে প্রাণ দিতে হয় একি হ'লো দায়।
প্রাণ দিয়ে নাহি পেলাম, প্রাণ গেল কি উপায়॥
নিতে গেলাম প্রাণ দিয়ে,
নিজ প্রাণ দিলাম ভুলিয়ে,
এখন নাহি পাই চাহিয়ে, হ'লাম অনুপায়॥
পিরীতের একি রীত, হিতে হ'লো বিপরীত,
না পূরিল মন আশা নিজ প্রাণ পাওয়া দায়॥ ১০৩১॥

এত দিনে কি বুঝেছি, কি মন বেঁধেছিরে।
যত দূর সহিবার, সবিতো স'য়েছিরে॥
ঘুচাতে আশার ঘোর, সবিতো ঘুচেছে মোর,
ছিঁড়িতে প্রেমের ডোর, সবিতো ছিঁড়েছিরে॥
আজি কত দিন পরে, চলেছি আপন তরে,
অমনি নামটি ধ'রে, ডেকেছে করুণ স্বরে॥
জেনে ভুল বুঝিতে চাই, বুঝি দুঃখ দিয়ে যাই,
গিয়েছি না যেতে আছি, ফিরেছি ফিরেছি রে॥ ১০৩২॥

বলিতে দিয়াছে বিধি, যত সাধ ব'লে যাও।
হাসিয়ে ঘৃণার হাসি, যত সাধ হেসে নাও॥
তোমার সুখের লাগি, কি না পারে এ অভাগী,
প্রাণ ল'য়ে তুচ্ছ খেলা, হেসে হলাহল দাও॥
এ ভুল করেছি যবে, সকলি সহিতে হবে,
যা কর তা শোভা পাবে, কর যাতে সুখ পাও॥ ১০৩৩॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

প্রণয়ে যে এত জ্বালা কেমনে জানিব বল।
তাহলে কি নিজ হাতে গিলি আমি হলাহল॥

আগে জানিতাম যদি, বিষে ভরা তার হৃদি,
তা'হ'লে কি নিরবধি, ঝরে মম আঁখি জল ॥
এখন কেমনে তারে, পারি বল ভুলিবারে,
সদা যেন পড়ে মনে, একি হলো দায় লো ॥ ১০৩৪ ॥

পাহাড়ী—আড়া।

সুখ আশা ভাল বাসা সকলি ফুরা'ল গো।
প্রাণ দিয়ে প্রেম ব্রত উদ্‌যাপিত হ'ল গো।
অনল ভূধর সম, হৃদয় গহ্বর মম,
বিষম প্রেম আগুন, গোপনে আছিল গো।
দুরন্ত প্রতাপে তার, হৃদি হোলো ছারখার,
লুকায়ে সে প্রেম আর, কি হইবে বল গো? ১০৩৫ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওগো আমি কেন ভাল বেসেছিলাম তারে।
না হেরে সে মুখ শশী হৃদয় বিদরে ॥
যার লাগি গেল কুলো, সে না হলো অনুকূলো,
ও সখি কি করি বলো, এ বিচ্ছেদ সাগরে ॥ ১০৩৬ ॥

আদরে সাধ কোরে দিলেম প্রেমের বেড়ি পায়।
কে জানে যে এমন কোরে মজাবে আমায় ॥
মনে করি ছাড়ি বেড়ি, তবু বেড়ি ধরে বেড়ি,
বুকে মারে দুখের বেড়ি, করি কি উপায় ॥ ১০৩৭ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

অপমান প্রাণ জ্বালাতন কে জানে সই হবে এত।
সঙ্গোপনে প্রাণ সঁপে, হলেম পরের অনুগত ॥
বিবাদী হলো সকলে, ডুবিলাম কলঙ্ক জলে,
ভয়ে ভীত, সদা সশঙ্কিত,
ওরে অন্তরে গুমুরে মরি, এ জ্বালা আর সব কত ॥ ১০৩৮ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সকলি ফুরাযে গেল জীবন কেন গেল না।
আশা দুরাশা পূরিল না॥
যাহারে হৃদয়াসনে, বসাযে পুজিতাম মনে,
সে জনে লযেছে অন্যে, এ জ্বালা প্রাণে সহেনা॥ ১০৩৯॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

না জেনে তাহারি করে স'পিয়ে পরাণ।
অনুতাপানলে সদা হতেছি দহন॥
মরি মরি প্রাণে মরি, রমণীর কি চাতুরী,
মায়াতে মোহিত করে শেষে নাশে প্রাণ॥
না জেনে তাহারি মন, তারি করে হায়রে।
স'পে মন প্রাণ হল, এ বিষম দায় রে॥
আগেতে জানিলে এত, কে তারে ভাল বাসিত,
প্রাণ তারে কে স'পিত ফণিনী ভূষণ॥ ১০৪০॥

কালাংড়া—কাওয়ালি।

না হতে পিরীতি সঙ্গ লাভেতে কলঙ্ক হলো।
পরেতে স'পিয়ে প্রাণ, আপনার মান গেল॥
সুখের নাহিক লেশ, দুঃখের হ'লো অবশেষ,
পিরীতি আলাপ দোষে, প্রেম আশায় আশা গেল॥ ১০৪১॥

পূরিয়াছে মনোসাধ পূরেছে বাসনা লো।
ফুরাইল ভালবাসা, ফুরাইল প্রেম আশা,
চলিল জীবন বুঝি, বড় দুঃখ মনে লো।
আর না দেখিনু সখি, সেই মুখখানি লো॥ ১০৪২॥

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা।
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না॥

হইয়ে বহিয়ে গেছে, প্রেম ফুরাইযেছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা॥ ১০৪৩॥

প্রেমের কমল পথ কেন এমন ভীষণ।
এমন অমৃতে কেন এ হেন বিষ মিলন॥
মনোমত ধন যদি, হবেনা হৃদয় নিধি,
তবে কেন হয়েছিল বিমল সুখ সৃজন॥
সুধাকর চকোরের, কমলিনীর মধুকর,
চাতকিনী পায় সদা মনোমত নবঘন॥
কেন অধিনীব প্রতি, বিধি হল হীন বিধি,
নাশিতে আমাব সুখ রাজ্য সুখ সংঘটন॥ ১০৪৪॥

নুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সজনি কি হ'ল আমার এ ছার পিরীতে।
এ জনম গেল কেবল তার ভাবনা ভাবিতে॥
প্রেম সুধা লভিবারে, মন প্রাণ দিয়ে তারে,
শেষে বিচ্ছেদ পাথারে, মরি ভাসিতে ভাসিতে॥ ১০৪৫॥

দুঃখিনী করিয়া বিধি সৃজিল দেহ আমার।
কোথা সুখ পাব বল ত্রিভুবন মাঝার॥
পাষাণে গঠিয়ে দেহ, ডুবালে শোক সাগরে।
সহিবারে দুঃখ জাল যত ধরে এ সংসারে॥
কে জননী কেবা পিতা,
না জানি স্নেহ মমতা,
কাঁদিতে এসেছি ভবে, কাঁদা মাত্র মোর সার।
বড় আশা করি মনে, হেরিনু তব চরণে,
দুঃখনীরে তরী ভাবি, স্পর্শ মাত্র শূন্যাগার॥ ২০৪৬॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

আমি কি ছিলেম হায় কি হলেম।
পব ভেবে ভেবে শেষে প্রাণ হারালেম॥
কি কব মনেরি ব্যথা, সাধিল বাদ বিধাতা,
হারাইয়ে পিতা মাতা, কোথা রহিলেম॥
পর অনুরাগে তনু, অনুদিন হলো তনু,
সাগরে ডুবিয়ে পুন, কেন বাঁচিলেম॥
পরপ্রেম অনুরাগী, বিয়োগী স্বজন ত্যাগী,
অভাগী দুঃখের ভাগী, হ'য়ে রহিলেম॥ ১০৪৭॥

বেহাগ—একতালা।

ছি ছি কি লাঞ্ছনা।
না পুরিতে সাধ, বিষম প্রমাদ,
হরিষে বিষাদ, হইল ঘটনা।
থাকিতে স্ববশে, পরপ্রেম রসে,
মজে নিজ দোষে, দোষী হলেম শেষে,
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে,
হ'লো একি বিড়ম্বনা।
গেল কুলমান, হলেম অপমান,
এখন এ দেহে কেন আছে প্রাণ,
বৃথা সে প্রেম বাসনা।
ত্যজি গুরুজন, আর পরিজন,
কেন অকারণ, সহিব গঞ্জন,
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন,
লাজ ভয় ত্যজিব না॥ ১০৪৮॥

সই আমার কি হ'ল।
পিরীতি করিয়ে প্রাণ গেল॥

পিরীতি যন্ত্রণা, যে জন জানেনা,
সে যেন করে না, থাকিতে ভাল ॥ ১০৪৯ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন প্রাণ সঁপেছিলাম তারে।
হরিষে বিষাদ হ'ল, ভাসি অকূল পাথারে ॥
মিলন তরী আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কিসে হইব গো পার, পড়েছি বিষম ফেরে ॥
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি শান্ত ভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি উদয় হৃদি মন্দিরে ॥ ১০৫০ ॥

ককুভা—তেতালা।

সয় বলে কি এতই প্রাণে সয়।
প্রাণ মন সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয় ॥
ছি ছি সই কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা,
জীবন থাকিতে সখি যাতনাত যাবার নয়।
ছি ছি সখি ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে তবু পথ চেয়ে রব ॥ ১০৫১ ॥

বেহাগ—আড়া।

আবার কি লাগি তারে করিলাম দরশন।
জাগ্রত অবস্থা যোগে হলো কি সুখ স্বপন ॥
যেই দেখিলাম তারে, প্রণয় তড়িত ভারে,
বিগত প্রমোদামোদ, হলো হৃদে উদ্দীপন ॥
বিরহের কষ্ট যত, এবে সুখে পরিণত,
অপবাদ গ্লানি ভয় হইলাম বিস্মরণ ॥
যথা বিমান মোহিনী, প্রকাশি চারুদামিনী,
লুকায় মেঘের কোলে, করি মন বিমোহন,
তেমতি মনমোহিনী, মম কুসুম কামিনী,
মনঃ প্রাণ হরে লয়ে হলো পুনঃ অদর্শন ॥ ১০৫২ ॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

হেরি তারে মন মোহিলো।
আগো সখি একি যন্ত্রণা হোলো॥
চাহি ভুলিবারে, আঁখি তাকি পারে,
প্রেম মদে চিত মাতিলো।
কেন দেখিলাম, মন হারালাম,
নয়ন আমার সুখ নাশিলো॥ ১০৫৩॥

বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

রোপণ করিয়াছিলাম আশালতা প্রেম বনে।
ফলে ফুলে লাভ হবে বড় আশা ছিল মনে॥
অতি সুযতন করি, সিঞ্চন করিলাম বারি,
বিচ্ছেদ তায় হয়ে অরি অজারূপে নাশে প্রাণে॥ ১০৫৪॥

সিন্ধু ভৈরবী—কার্ফা।

এত হবে তাত জানিনে।
না বুঝে পিরীতে মজে এখন প্রাণে বাঁচিনে॥
তাহারি বিহনে, বাঁচিব কেমনে,
সইরে অবলা বালা কত সবে পরাণে॥ ১০৫৫॥

কেদারা—আড়া।

প্রণয় তাহার সনে কেন মোর হয়েছিল।
না বাড়িতে প্রেমলতা অঙ্কুরে যদি মরিল।
নীরদের বারি পানে, চাতক প্রমত্ত মনে,
ছিল হেন কালে ফেলে, বায়ুতে তারে উড়ালো।
চক্রবাক ফুল্লমনে, প্রিয়াসুখ সম্মিলনে,
যামিনীর আগমনে, বিষাদ প্রেমে ঘটিল।
পুনঃ দিবা আগমনে, মিলিবে ওরা দুজনে,
কিন্তু কভু তার সনে, দেখা আর না হইল॥ ১০৫৬॥

বাসনার বিপরীত।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

যুগল খঞ্জন হেরি বদন কমলে। প্রাণ।
ভূপতি না হ'য়ে প্রাণ যাইছে বিফলে॥
সবে ধন মন ছিল, হেরিয়া তা হারাইল,
লাভ হইল ভাল গেল বিনি মূলে॥ ১০৫৭॥

নিধু বাবু।

সোহরাই বাহার—জলদ্ তেতালা।

তোমারে আমার এত সাধিতে হইল। প্রাণ।
সাধিলে করিব মান মোর মনে ছিল॥
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল।
তবু কি তোমার সাধ না পূরিল॥ ১০৫৮॥

নিধু বাবু।

ললিত—জলদ্ তেতালা।

যতন করিহে যাহারে, থাকে সে অন্তরে।
যাহারে না চাই আমি, ত্যজেনা আমারে॥
বিচ্ছেদেরে সতত করিহে অনাদর,
সে জন সদয় মোরে হয় নিরন্তর,
মিলনেরে প্রাণ ভাবি চাতুরী সে করে॥ ১০৫৯॥

নিধু বাবু।

প্রেম নাহি হয় যেন, তবু যদি হয় হেন,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যেন, নাহি হয় সহিতে।
যদিও বিচ্ছেদ হয়, প্রাণ যেন নাহি রয়,
মনে মনে বড় ভয়, পাছে হয় দহিতে॥
ভয়ে ভয়ে এই মত, ভাবিয়াছিলাম যত,

হিতে হৈল বিপরীত, বুক ফাটে কহিতে।
উহুহু দারুণ বিধি, মোরে দিল নিরবধি,
সেইত যাতনা আদি, চিরদিন বহিতে ॥ ১০৬০ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

গারা ঝিঁঝিট—একতালা।

আগে কি জানি বল নারীর প্রাণে সয়হে এত।
কাঁদাব মনে করি ছিছি সখি কাঁদি তত ॥
সাধ করি সে সাধ্‌বে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে।
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে অপমান আর সব কত ॥ ১০৬১ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

জঙ্গলা খাম্বাজ—তেতালা।

বারে বারে সই এবার বিষম ঠকা ঠকেছি।
ধর্ত্তে ধরা দিয়েছি এখন আমি বুঝেছি।
পরেরে মজাতে গিয়ে আপনি যে মজেছি।
ভাবিলাম গেঁথেছি তারে যৌবন ডোরে,
অনা'সে ছিঁড়িল তারে, আমি ফেরে পড়েছি।
ভাল বেসে মন সাধে, পরাণ কাঁদে,
আমি পড়েছি তারি ফাঁদে, কি জানি কি হয়েছি।
প্রাণ নিলে আর ফিরে দিলে না আমারে,
দুকুল গেল তারি তরে, লোকে বলে ছিছিছি ॥ ১০৬২ ॥

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

তার মন ভুলাতে গিয়ে সই আপনি মজিলাম।
কোথায় সে সাধিবে বলে সাধে সাধে সাধিলাম ॥
হেরে তার বিধুবদন, আপনি ভুলিল মন,
মন যে ছিল আপনা মনপ্রাণ সঁপিলাম ॥ ১০৬৩ ॥
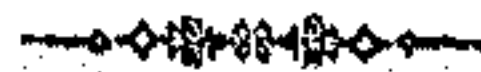
উভয় সঙ্কট।

মহড়া।

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বৃন্দে সই।
যদি ত্যজি গোকুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখি গোকুল, কৃষ্ণ বঞ্চিত হই।
উভয় সঙ্কট সম্প্রতি, সম্ভ্রমে বল কিসে রই।
সীতার হরণে মারীচ যেমন, গেলে বধে শ্রীরাম,
না গেলে রাবণ।
আমি হচ্চি ততোধিক, শ্রীকৃষ্ণ প্রাণাধিক, সই,
আবার কুটিলে গঞ্জনা দেয় স'য়ে রই।

চিতেন।

ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দের পায় করে প্রাণ সমর্পণ,
হলো এ গোকুল আমার প্রতিকূল,
অনুকূল কেবল কৃষ্ণধন।
সে ধন সাধনে হই বুঝি নিধন।
পাপ লোকে বোঝে না কৃষ্ণধন কি ধন।
আমার মন চাহে রাখি কুল,
প্রাণ তাহে হয় ব্যাকুল, সই,
পাইনে অকূল পাথারে কূল শ্রীকৃষ্ণ বই।

অন্তরা।

ওকি কর্‌বো তা বুঝিতে নারি।
শ্যামের প্রেম ত্যাগ কর্‌বো কি কুল ত্যাগ কর্‌বো,
আমায় মিথ্যাবাদ অপবাদ, দেয় কালাপরিবাদ,
সই, আমি কুলে থাকি কুলের নারী। ১০৬৪॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

হেরিলে চমকে চিত্ত বিচ্ছেদের ভয়েতে।
না দেখিলে ঝরে আঁখি, মরি আমি বিরহেতে॥

বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধিকে, বুঝাইব বিধিমতে ॥ ১০৬৫ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরব—জলদ্ তেতালা।

দেখনা সই একি বিষম হইল পিরীতি মোরে।
কহিতে সে দুঃখ, বিদরয়ে বুক, নয়ন নীরেতে ভাসে অনল অন্তরে।
রাখিতে কুলের ভয়, ত্যজিতে প্রাণ সংশয়,
গন্ধমুখী মুখে, হরি হরি ডাকে,
ত্যজিলে নয়ন যায়, খাইলে সে মরে ॥ ১০৬৬ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—একতালা।

মনের কথা সই এমন অরি।
না কহিলে মরি, তাহা কহিলেও মরি ॥
যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
দহে হৃদি অনলের তেজ সে ধরি ॥
কিঞ্চিৎ কহিতে যার, কি কব যাতনা তার,
রসনা দহিয়া যায়, বল কি করি ॥ ১০৬৭ ॥

রাধামোহন সেন।

মালকোষ—মধ্যমান।

দেখিলে দহে প্রাণ দেখিলে দ্বিগুণ দয়,
ই বুঝিতে নারি কেনই এমন হয়।
। প্রিয় চন্দ্রানন, যখন মোহিত মন,
ন অমনি হৃদে জাগে অদর্শন ভয়।
াত্র ক্ষণপ্রভা, প্রকাশে আপন প্রভা,
ার কি চায় তায় আরো অন্ধকার হয় ॥ ১০৬৮ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধিতে লাজ করে। (করে গো আমার)
না সাধিলে প্রাণে মরি, সাধিতে বিষম বাজে।
এ কেমন লাজের কাজ, লাজের নাহিক লাজ,
হৃদে বিচ্ছেদ বজ্রাঘাত কে সহিতে পারে॥ ১০৬৯॥

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

হলো সবল প্রেমে গবল উপার্জ্জন।
অন্ধের হাতে দিতে হলো ফণীর মণি ধন।
কর্‌বো না প্রেম মনে করি, না করিলে প্রাণে মরি,
আমারে ঘটালেন হরি মারীচী মরণ॥ ১০৭০॥

বিধাতার অবিচার।

ঝিঁঝিট—তাল হুরি।

হায় কি বিপরীত বিধির ঘটন।
কহিতে উপজে দুঃখ আইসে রোদন॥
সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।
আমার হইল দেখ অরুণ নয়ন॥
তুমি হে করিলে চুরি পরের রতন।
মদন প্রহারে মোরে বিচার এমন॥ ১০৭১॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

রাহুর আহার শশী যে বিধি করয়।
পিরীতে বিচ্ছেদ বুঝি তাহা হতে হয়॥
এই খেদ হয়, প্রেম সুখে তায়,
বিচ্ছেদ মিলায়, চমকেতে প্রাণ যায়, সদা ওই ভয়॥ ১০৭২॥

নিধু বাবু॥

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

যার এত গুণ সই সে কেন এমন।
কখন কখন ইথে খেদান্বিত মনঃ॥
বুঝি এইরূপ হবে করি অনুমান।
কমলে কণ্টক আছে বিধির ঘটন॥ ১০৭৩॥

নিধু বাবু।

সরফর্দা কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

কেন বিধি নিরমিল কমলে কণ্টক।
দেখ শশধর, নাশয়ে তিমির, তাহে করিল কলঙ্ক॥
বিষধর মণি ধরে, মুকুতা শুক্তি উদরে,
এমন বিচার, সংসারে যাহার, ইথে খেদের কি অন্তক॥ ১০৭৪॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভাল বাসি, সে যদি ভাল বাসিত॥
প্রেম সাগরের জল, হইত যদি শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত॥
কিংশুক পুষ্প সুঘ্রাণে, কেতকী কণ্টকহীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত॥ ১০৭৫॥

নিধু বাবু।

হিন্দোল বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুরস রুচির কুসুমে কণ্টক কে করিল।
জগ আরাধিত মণি, কেন ফণীরে সঁপিল॥
যেরূপ খেদ ইহাতে, কিরূপে পারি বুঝাতে,
পুর আলো করে শশী, তাহে কলঙ্ক রচিল॥
অতএব হয় মনে, মিলিব তাহার সনে,
দুখ নাহি সুখ যথা রহিতে হইল॥ ১০৭৬॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—টিমা তেতালা।

আপন ভাবিয়ে তারে করেছি যতন।
পরস্পর করে পর অপরের আকিঞ্চন ॥
প্রণয়ের প্রতিবাদী, কেন নিরমিল বিধি,
এমন সুখের নিধি, প্রেম করিতে ভঞ্জন ॥ ১০৭৭ ॥

আশুতোষ দেব।

আগেতে জানিতাম যদি ভালবাসা কি রতন।
তা হ'লে কি কারো হাতে সঁপিতাম প্রাণ মম॥
যেই বিধি নিরমম, না বুঝি হৃদি মরম,
কণ্টকী মৃণালে গঠি জলে করে নিমগন।
জ্বালাতে অবলা মন, সৃজিয়াছে সেই জন,
মনোহারী ভাল বাসা বিচ্ছেদ বিষ শোভন ॥ ১০৭৮ ॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

রমণীর মন বিধি কেন এত প্রেমময়।
যে জন নিদয় তায়, তারে কেন মনে হয় ॥
সাধের প্রণয় গেল, পিপাসা কেন রহিল,
সাধ না পুরিল যদি, পোড়া প্রাণ কেন রয় ॥
কোমল করিয়া বিধি, সৃজিল রমণী হৃদি,
কঠিন পুরুষ পানে কেন সে হৃদয় ধায় ॥ ১০৭৯ ॥

হরিষে বিষাদ।

মহড়া।

কমল কম্পিতো পবনে।
অলি কাতরো প্রাণে ॥

চিতেন।

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমনো দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত।
অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে।

অন্তরা।

হায় যে দিকে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায়।
পবনেতে বাদো সাধে বসিতে না পায়।

চিতেন।

হায় গুন গুন স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে।
ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে।
অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে॥ ১০৮০ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমায় রে,
বহিতেছে দু নয়নে শোক নীর ধার রে।
বল তব ধবি করে, প্রাণ যে কেমন করে,
ভালতো আছেন প্রাণে প্রাণেশ আমার রে।
হেবি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
উথলিয়া উঠিতেছে, শোক পারাবার রে॥ ১০৮১ ॥

হরিমোহন রায়।

বসন্ত—একতালা।

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী, রযেছ বসিয়ে
শ্যাম সোহাগিনি, যাহার লাগিয়া, সুবাগে রাগিয়ে,
ওগো সুধামুখি! রাই, সোহাগে গলিযে,
ত্যজিযে ভবন, সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন,
কুসুম ভূষণে সেজেছ মোহন, কুল শীল লাজে দিযেছ ছাই।

যার প্রেম আশে বিভোর হইয়ে, চাতকিনী সম জলদে হেরিয়ে,
ঘুচাতে পিপাসা এসেছ ধাইয়ে, প্রিয় সখীগণ সনে—
ভুলাইতে সখি, সে নাগররাজ, ভুবন ভুলানো করেছ সাজ,
সে সাধে বিষাদ ঘটিল আজ,
প্রাতে মথুরায় যাবে কানাই ॥ ১০৮২ ॥

হরিমোহন রায়।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

আনন্দে আনন্দ হল না।
সুখ সম্মিলনে সুখ কই ঘটিল না ॥
হইযাছে সম্মিলন, পাছে হয় অঘটন,
এই ভয় করে মন, সদা হয় ভাবনা ॥
বহু দিন অন্তরে, দরশন অন্তরে,
পুলকিত নিরন্তর, কিন্তু ওই ভাবনা।
অবশেষে কর্ম্মবশে, হারালে আর পাবনা ॥ ১০৮৩ ॥

বেহাগ—আড়া।

আজি কি আনন্দ বারি উথলে অন্তরে।
পূর্ণ হল মন সাধ এত দিন পরে ॥
বড় আমার কপাল ভাল,
পতি হলেন অনুকূল,
তপোবনে যেতে আজ্ঞা দিলেন অধীনীরে।
অশেষ গুণ সাগর, এমনি পতি হয় কি কার,
জন্ম জন্ম আমি যেন পতি পাই তাঁরে ॥ ১০৮৪ ॥

আলেয়া—ঠেকা।

চমকিত ধনী মুখে আর ধ্বনি নাই।
হরিষে বিষাদ আসি মিশিল যে এক ঠাঁই ॥
ইন্দীবর নেত্র ছিল, উডুম্বর ক্রমে হল,
মুখশশী গ্রাসিল, শূন্য জীবন দেখি তাই ॥ ১০৮৫ ॥

আমি মরি, তুমি স্থখে থাক ।

বেলোয়ার—কাওয়ালি ।

ওকি সখা মুছ আঁখি, আমার তরে কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,
আমি মরি তাহে দুঃখ কিবা ।
পড়েছিনু চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ গেছ ভাল ভাল তাহে দুঃখ কিবা ॥ ১০৮৬ ॥

রবীন্দ্র।

ওকথা বলোনা, প্রাণে বাঁচিব না শ্যাম, সয়না কথা পরাণে।
আমি কেন এমন করিলাম, তোমারে কাঁদালেম,
আপনি কাঁদিলাম কিসের কারণে ।
আমি যদি মরি, আমার মত নারী,
কত মিল্‌বে তব শ্রীচরণে।
আমি মরে যাই তোমার বালাই লয়ে,
তুমি স্থখে থাক হে,
তোমার স্থখে স্থখী আছে যত গোপীগণে ॥ ১০৮৭ ॥

অতৃপ্ত প্রেমের সাধ ।

তিরোতা—ধানশী ।

সখি কি পুছসি অনুভব মোর ।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল ।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেলি ।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

কত বিদগধ জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক ॥ ১০৮৮ ॥

বিদ্যাপতি।

মহড়া।

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো।
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্য্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো ॥
উপায়, এখন কি করি বলো।
তুমি এ পথে এলে, করে কুরব কুচক্রী সকলে,
দিনান্তর দিতে দেখা, বুঝি সখা, তাহা ঘুচিলো ॥

চিতেন।

না হোতে তোমার সহ, সুখ সংঘটন।
জানা জানি কাণাকানি, করে রিপুগণ ॥
নয়নেরি মিলনে, এত প্রমাদ হবে কে জানে।
না পেলেম প্রাণ জুড়াইতে, লাভে হতে দুকুল গেলো ?

অন্তরা।

কোরে সাধ, এত পরিবাদ, সয় কি অবলার।
ঘরে পরে মন্দ বলে, কত সব আর ॥

চিতেন।

না করিতে,চুরি, লোকে চোর বলে আমায়।
মনের কথা, মর্ম্মের ব্যাথা, প্রকাশ করা দায় ॥
মনে মনাগুন দয়।
যেন বোবার স্বপন সম হয় ॥
গুমুরে গুমুরে বঁধু, হৃদের মধু, হৃদে শুখালো ॥ ১০৮৯ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

তারে বোলো গো সখি, সে যেন, এ পথে এসে না।
পোড়া লোকে মন্ দুষে দেয় গঞ্জনা ॥

চিতেন।

আকিঞ্চন সূতে, গলেতে গেঁথে, পোরেছিলাম
প্রেমোহার ।
ত্রিরাত্রি না যেতে, হোলো গো তাতে, বিড়ম্বনা
বিধাতার ॥
সখি সে কোথা, আমি কোথা ।
না জেনে, না শুনে, লোকে কয়্ নানা কথা ॥
আমি পিরীতি করিতাম প্রাণে প্রাণে ॥ ১০৯০ ॥

রাম বসু ।

ভৈরবী—কাওয়ালি ।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল ।
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল ॥
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিষাদ হইল ॥ ১০৯১ ॥

নিধু বাবু ।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা ।

তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল ।
মনের যে সাধ তাহা মনে রহিল ॥
তোমা বিনা কোন্ জন, তুষিবে আমার মন,
জানিয়া না কর তুমি বিষম হইল ॥ ১০৯২ ॥

নিধু বাবু ।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা ।

সে সাধ পূরিলে বল সাধনা কে করে ।
যতন অধিক থাকে আশা নাহি পুরে ॥
তৃষায় ব্যাকুল জন জল জল করে ।
তৃষাহীন জন নাহি যায় সরোবরে ॥ ১০৯৩ ॥

নিধুবাবু ।

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

মনের বাসনা প্রাণ মনেতে রহিল, মোর।
যতনে রতন পেয়ে, দুঃখ না ঘুচিল॥
নয়ন নিকটে রাখি, হেরিয়া জুড়াই আঁখি
হরিযেতে দেখ দেখি, বিষাদ উপজিল॥ ১০৯৪॥

রাধামোহন সেন।

সোহিনী—আড়া ঠেকা।

আমার ঐ দুঃখে দুঃখী মন নিশি দিন।
না পূরিল সুখ সাধ প্রেমে হয়ে পরাধীন॥
পিরীতি পরম নিধি, হরিল নিদয় বিধি,
বিষাদে বিদরে হৃদি, ভেবে হলো তনুক্ষীণ॥ ১০৯৫॥

আশুতোষ দেব।

দেশ—জলদ্ তেতালা।

কি হ'লো প্রেম করি, না পূরিল আশা পিপাসায় মরি।
চাতকিনী সম মন, বিনা সুধা বরিষণ,
ওষ্ঠাগত হে জীবন, লাভ মাত্র বারি॥ ১০৯৬॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

গারা ঝিঁঝিট—ঠেকা।

সুখী নয়নের মিলনে।
এতো যে হইবে আগে তা কে জানে॥
অপরশে সুখ এতো, পরশে কি জানি হ'তো,
জানি না যে সুখ কতো, তারো সনে আলাপনে॥ ১০৯৭॥

শিবচন্দ্র সরকার।

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

মনের বাসনা যদি, হয়ে মনে মিলাইল।
তবে এ জীবন বৃথা, আর বা কেন রহিল।

এই কি প্রেমের রীত, হলো অতি অনুচিত,
তিল সুখ আলাপনে, চির দুঃখ না ঘুচিল ॥ ১০৯৮ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক ॥

সুরট মল্লার—আড়া।

পিরীতে যতেক সাধ, সফল কি সব হয়।
অনেক বাসনা সখি কেবল মনেতে রয় ॥
মনের মত নিতান্ত, যদি হয় প্রাণকান্ত,
দেশ কাল লাজ ভয় কভু পূর্ণ নয় ॥ ১০৯৯ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

কেবলি কথায় এত দায়, যে সুখ সে দরশনে।
না হ'তে প্রেম অঙ্কুর গেল কথা বরিষণে।
জানা জানি পরস্পরে, যা না জানি পরস্পরে,
কত সুখ হ'তো পরে, পরসনে পরশনে। ১১০০ ॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

চখের দেখা এসে দেখে যাব, তবু আশা না ছাড়িব।
তোমার যে ভালবাসা কোন দিনে অপমান হব ॥
মনে যত ছিল আশা, সে আশা হল নৈরাশা,
রহিল প্রেম পিপাসা, যত দিন প্রাণে বাঁচিব ॥ ১১০১ ॥

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

এজনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পূরাইবে ॥
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে ॥
লাজ ভয় তেয়াগিব, এসাধ মোর পূরাইব,
সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখ্‌বো নিশি দিবে ॥ ১১০২ ॥

বঙ্কিম।

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা।
শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গাবল,
প্রাণপণে কা'জে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গাতরী ধরে ভাসে পারাবারে,
ভাবে কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়,
আধ খানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে,
শুধু আধ খানি ভালবাসা॥ ১১০৩॥

রবীন্দ্র।

মিশ্র ভূপালী—একতালা।

সখি বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
একি আর ভাল লাগে!
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!
কবে আর হবে থাকিতে জীবন,
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।

সে বিষাদ নীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
শরম অরুণ রাগে ॥ ১১০৪ ॥

রবীন্দ্র।

এ মর সংসারে, প্রেমিক প্রবরে, কে না পূজা করে,
ভকতি কুসুমে।
প্রেমধন বিনে, এ মরু জীবনে, শান্তি সুধা দানে,
কে রাখে মরমে।
ত্রিদিবের ধন, নাহিক তুলন, প্রার্থী অগণন,
বিনা শরমে।
ভালবাসা আশা, মিটেনা পিপাসা, শুধু যাওয়া আসা,
এসংসার ভূমে।
প্রেমে কয় জনে, বুঝেগো এখানে, শুধু করি মনে,
গদগদ প্রেমে।
সদা ছায়া প্রায়, প্রার্থীরে এড়ায়, জঞ্জাল ঘটায়,
নানা রকমে।
প্রেমের মুরতি, সদা ক্ষিপ্রগতি, কষ্ট দেয় অতি,
প্রেমিক মরমে।
তাই দিয়ে সুখ, যন্ত্রণা অসুখ, বাড়ায় সে দুঃখ,
বিনা শরমে।
বুঝি এক কালে, গোপাঙ্গনা দলে, যমুনার কূলে,
মজায়ে প্রেমে।
প্রেমিক রতন, যোগী হৃদিধন, ল'য়ে প্রেমধন,
গেছে স্বর্গভূমে ॥

তাই চিরন্তন, এ মরু ভুবন, দেবভোগ্যধন,
বঞ্চিত প্রেমে ॥ ১১০৫ ॥

জংলা—ছেপ্‌কা।

করমে মেরে এহি দুঃখ লিখল গোঁসাই।
পিরীতে বিপরীতে এহি দুঃখ পাই ॥
শ্যাম নাম জপই রহছি বাঁচইলো,
নাম সুধা রাখিছে বাঁচই।
হেন নাম অবিরাম কিছু নাহি চাই ॥
সোই রতন তরে, জগৎ ঢূড়নু, পাইনু অবশেষে ছাই।
নাম জপি সদা জীবন গোঁয়াইনু, তবু দরশন নাহি পাই ॥
সোই নাম জপি আশা না পুরিল, বাড়লো দরশ আশ—
সোই মধুর নাম বলহ অনুক্ষণ, জনম কাতরে সই যাই।
আসে পিছে যদি কান, বলিও বচন মেরা, যতনমে
রাখিও সদাই ॥
আশীষ চাহিও সই পাঁও ধরি মোর তরে, পুন যেন
সে চরণ পাই ॥ ১১০৬ ॥

মুলতান—জলদ্‌ তেতালা।

প্রেম ক'রে এই হ'লো অবশেষে আমারে।
কুলশীল গেল পুনঃ নাহি পাইলাম তারে ॥
যে সাধ মানসে ছিল, মনের সাধ মনে গেল,
বিধি কি বাদ সাধিল, ভাবে ভাবান্তর ক'রে ॥ ১১০৭ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালি।

আশার পিপাসা রে প্রাণ,
হলোতো ফুরায়ে গেল।
আলিঙ্গন বিনে প্রাণ, আঁখির মিলন ভাল ॥
দুই আঁখি দুই পাশে, রয়েছে প্রেমের আশে,
প্রেম লাভ হবে বলে, বিচ্ছেদ ঘটনা হলো ॥ ১১০৮ ॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

মন যারে চায় তারে কি পাওয়া যায়।
আশা পূরিলে কি দুঃখ কেহ সহিতে ধরায়॥
সে যে নব ঘন প্রায়, যত বা নিরখি তায়,
আশা চাতকিনী তত ব্যাকুল হয় পিপাসায়॥
আমার এ মন প্রাণ, আছে তার সন্নিধান,
সে বিনে সই প্রাণ দান, বল কে করে আমায়॥ ১১০৯॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রেখেছি প্রাণ যতন করে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাব বলে।
পোড়া বিধি হ'য়ে বাদী, ভাসালে নয়নের জলে॥
মনের আশা ভালবাসা, সে আশা হ'ল নিরাশা,
মিটিল না প্রেম পিপাসা, প্রাণ জলে যাতনানলে॥ ১১১০॥

পিলু বেহাগ—কাওয়ালি।

মন সাধ নাহি পুরিল। (মনে রহিল)
যার লাগি ঝুরে আঁখি সেই ত্যজিল॥
যারে সাধি প্রাণপণে, জ্বালাতন ভাবে মনে,
যাতনা হ'ল যতনে, প্রাণ দহিল॥
এ অন্তরে নিরন্তর, যাতনা দেয় বিস্তর,
কভু না হয় কাতর, মরমে পীড়িল॥ ১১১১॥

খাম্বাজ—খেমটা।

গেল প্রাণরে সজনি! তারে স পিয়ে প্রাণধন।
আমি আগে কি জানি হবে এমন॥
পরের বেদনা, পরেত জানে না,
তবু বোঝেনা অবোধ মন।
ছিল যে বাসনা, সফল তা হ'ল না,
শুধু হতে হল জ্বালাতন॥ ১১১২॥

স্থরট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ এ কি বিষাদ।
অপরাধী নিরবধি বিনা অপরাধ॥
যারে সদা ভাবি মনে, সে কভু না ভাবে মনে,
আর কত সব প্রাণে, বিষম প্রমাদ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে হেন সাধিয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ॥ ১১১৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

জানিহে সতত নাথ।
তুমি আমাতে রত, আমি তব অনুগত॥
হ'য়ে বিধি প্রতিবাদী, করিল সে সুখে বঞ্চিত।
যতন সকল বিফল তায়, যাতনা হ'লো অবিরত॥ ১১১৪॥

কেদারা—আড়াঠেকা।

মন যে তোমারি বশ নিতান্ত হইল।
তুমি যে পরেরি প্রাণ উপায় কি করি বল॥
বাসনা করে বাসনা, রসনা মানা শোনে না,
সাধিলে সাধ পোরে না, অসাধ্য হইল॥ ১১১৫॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

গিছে ভাল বাসা, মনের আশা মনে রহিয়ে গেল।
যাহার কারণ আকুল প্রাণ, সেতো বাসেনা ভাল॥
প্রাণ সঁপিয়ে প্রেমলাভ, হইবে মনে ছিল।
যতন সকল বিফল তায়, যাতনা সার হলো॥
বিচ্ছেদ রূপ অনল জ্বলিছে,
প্রবল তাপে দেহ দহিছে, অবলা প্রাণে মলো॥ ১১১৬॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

সাধিলে সে সাধ পোরেনা, বিষাদ ঘটেনা।
তাই যে সাধি তোমারে, অবোধ মন বোঝেনা॥

বিষাদে বিদীর্ণ দেহ, সুধাইতে নাহি কেহ,
তোমার হলো ভগ্ন স্নেহ, আমার নাই বিবেচনা॥
প্রথম মিলন দিন, মনে রবে চির দিন,
সেই একদিন, আর এই একদিন, সাধ পুরাতে বাসনা॥ ১১১৭॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

তারে ভাল বেসে, সখিরে প্রাণ যে যায়।
মণি ভেবে ফণী হার, পরেছি গলায়॥
প্রথম সুখ মিলনে, বড় সাধ ছিল মনে,
সুখী হব প্রেম ধনে, সে সাধ কোথায়॥
সার হলো আকিঞ্চন, কলঙ্ক লোক গঞ্জন,
অপমান আভরণ, পর প্রেম দায়॥ ১১১৮॥

বাগেশ্রী—আড়া।

মনেরি বাসনা সখি, মনোতেই মিশাইল।
শোকানল হৃদি মাঝে, জ্বলিয়ে বল হবিল॥
না উঠিতে সুখ শশী, দুঃখময় রাহু আসি,
সজনি লো তাহে গ্রাসি, চঞ্চল করিল॥
বিধি কি বাদ সাধিল, কোন সাধ না পুরিল।
আজি হতে সার হলো নয়ন সলিল॥ ১১১৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

চলো গৃহে বিয়োগো বিধুরা রাজবালা।
বিফল বিপিনে বাড়ে জ্বালা॥
বিধি বিরোধী সুখ সাধে তোমার,
হয়েছে প্রেম সাধনা জপমালা॥ ১১২০॥

সিন্ধু মল্লার—আড়াঠেকা।

মিলন না হ'তে সখিরে আগে প্রকাশ হইল।
এক দিন তারি মনে দেখা নয়নে নয়নে,
আকিঞ্চন মনে মনে উভয়েরি হয়েছিল॥ ১১২১॥

শুধু আঁখির মিলনে কি তৃপ্তি হয় ?

বাগেঁয়া—ঠুংরি।

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে শুধু আঁখির মিলনে।
কি করিব হায় হায়, তৃষিত চাতকী প্রায়,
মেঘে কি পিপাসা যায়, বিনা বারি বরিষণে॥ ১১২২॥

আশুতোষ দেব।

সুরট মল্লার—আড়া।

হেরিলে শীতল কভু হয় কি বিরহানল।
দরশনে সখি আরো, অধিক হয় প্রবল॥
যেমন দেখিযে ঘন, চাতকের কি কখন,
পিপাসার নিবারণ, হয় বিনে ধারাজল॥
মনের বাঞ্ছিত ধন, নিকটে থাকিতে মন,
হয় না শান্ত কখন, বিহীনে তার মিলন॥
বরঞ্চ আশাতে তার, লোভ হয়ে সহকার,
আকিঞ্চন বাড়ে আরো, হৃদয় করে বিকল॥ ১১২৩॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

গারা ঝিঁঝিট—আড়া।

আঁখির মিলনে প্রাণ, কেবল যাতনা।
মনের অনল তাতে, শীতল হয় না॥
হেরিলে বিধু বদন, বাড়ে আরো আকিঞ্চন,
প্রবোধ মানেনা মন, পূরে না বাসনা॥ ১১২৪॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

এমন দেখা হওয়ার চেয়ে না দেখা ভাল।

গারা ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন।
এমন দরশন হতে ভাল অদর্শন॥
যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন।
তাহার উচিত ফল পাইলাম এখন॥ ১১২৫॥

মালকোষ—আড়া তেতালা ।

দেখা হইতে তোমার প্রাণ নাহি, দেখা সেই সে কুশল ।
এখনি বিচ্ছেদ হবে প্রাণ, এ মিলনে কিবা ফল ॥
কুচিতে দেখা চকিত, তাহাতেও তুমি বশঙ্কিত,
বারি বিন্দু পানে কোথা, কার তৃষা ঘুচে বল ॥
না দেখিলে এই হয়, আশার আশয়ে রয়,
এ দরশনে দরশে, নিরাশা সার কেবল ॥ ১১২৬ ॥

রাধামোহন সেন ।

সরফর্দা—আড়া ।

নিরখিয়ে নীর বহে নয়ানে ঘন ।
এখনি বিচ্ছেদ হবে তাই সদা ভাবে মন ॥
যে নহে আপন বশ, সদা রসেতে বিরস,
হইতে সুখের লেশ, দুঃখ করে আচ্ছাদন ॥ ১১২৭ ॥

কালী মির্জা ।

প্রেমের বিনিময়ে অনাদর, কপটতা ও নিষ্ঠুরতা ।

কামোদ ।

বঁধু হে কহিলে বাসিবে মনে দুখ ।
যতেক রমণী ধনী বৈসয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোকমুখে শুনিলাম, লখি আগে না দেখিলাম,
আমারে কুমতি দিল বিধি ।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুঃখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর ?
গগণ-ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর ?

পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরব,
সে কেন পিরীতি করে সাধ ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥ ১১২৮ ॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
স্রোতের সেঁওলা, ভাসাইয়ে কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মোরাত অবলা, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
তাতে, বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালো আনি ॥
পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এতিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীতি বলিয়া, তিনটী আখর,
ভুবনে আনিল কে ?
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু,
বিষেতে জারল দে ॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ ॥

চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
তবে সে পিরীতি রয় ।
নতু খলের পিরীতি, তুষের আনল,
ধিকি ধিকি যেন ঘয় ॥ ১১২৯ ॥

চণ্ডীদাস ।

সিন্ধুড়া ।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতে মোর বেশ ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধীনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষ মাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ ॥ ১১৩০ ॥

চণ্ডীদাস ॥

তিরোতা ধানশী ।

পহিল হি চাঁদ করে দিল আনি ।
ঝাঁপল শৈল শিখরে এক পাণি ॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল ।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল ॥
না বোলহ সজনি না বোল আন ।
কি সাধ আছয়ে ভেটব কান ॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত ।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত ॥

হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষ ঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরি বেচহে গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥ ১১৩১॥

জ্ঞানদাস।

গুর্জ্জরী।

মাধব তোহে পিরীতি করু কোই।
সুকপট কঠিন, হৃদয় তুয়া পুন পুন,
কত পরবোধিব তোই॥
আন সঙ্কেতে, আন সঞে মিলন,
আন কহিতে কহ আন।
ঐছন চাতুরী, শঠপন পুন পুন,
মানিনী সহজে পরাণি॥
হামারি মরম তুহুঁ, ভালে ভাল জানসি,
হাম নহ কামিনী নারী।
কাম কলঙ্কিনী, যব কহ দুরুজনে,
সো দুখ সহই না পারি॥
প্রেম অধীন হাম, নিরমল প্রেমহি,
মো সঞে করহ বিলাস।
কামিনী ঠাম, হেরি পুন তেজব,
প্রেমদাস অভিলাষ॥ ১১৩২॥

প্রেমদাস।

মহড়া।

রসিক হইয়ে, এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবায়ে,
রঙ্গ দেখে গিয়ে দাঁড়ায়ে দূরে॥

চিতেন।

প্রাণ, তুমি হে লম্পটো, নিতান্ত কপটো,
প্রকাশিলে শঠো, খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিঠুরতা,
কোরেছে সর্ব্বথা, নিজ জনারে॥

অন্তরা।

প্রাণ, আরো এক শুন, বচনে তোমার,
দাঁড়ালেম কুলের বাহিরে।
প্রাণ, তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে,
ভাসালে এজনে, ছলনা কোরে॥

পরচিতেন।

তোমার চরিত, পথিক যেমন
হোয়ে শ্রান্তি যুক্ত, বিশ্রামো করে।
শ্রান্তি দূর হলে, যায় সেই চলে,
পুন নাহি চাহে ফিরে॥ ১১৩৩॥

রামনৃসিংহ।

মহড়া।

যার স্বভাবো যা থাকে প্রাণনাথ,
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে।
নিদর্শন তোমারে॥
শুনেছো কখনো, অঙ্গারের মলিনো,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে।

চিতেন।

নিম্ব তরু যদি রোপণো হয়ো, শত ভারো শর্করে।
সে মিষ্ট রসো না হয়ো কখনো, নিজ গুণ প্রকাশো করে॥১১৩৪॥

হরুঠাকুর।

মহড়া।

এত দুখো অপমান, সাধেবো পিরীতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণো, নুতনো আগুনো, উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥

চিতেন।

অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে, কোরেছিলাম পিরীতি।
আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হলো, সদা ঝোরে দুনয়ান॥১১৩৫॥

হরুঠাকুর।

চিতেন।

যেরূপো সুখে সে ভাসে বিধি বিধানে।
ক'ব কেমনে, সেই সে জানে॥
এক মুখে তব গুণো কোয়ে না ফুরায়॥

অন্তরা।

ওহে যত দিনো দেহে প্রাণো থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার॥

চিতেন।

তুমি যেমন সুজনো রসিকেরো শেষ।
জানি সবিশেষ নাহি দোষো লেশ॥
তোমারো রীতো চরিতো জাগিছে হিয়ায়॥

অন্তরা।

তুমি ঘুণাগ্রেতে জাননাকো শঠতা কেমন্।
আহা মরি মরি তব কি সরলো মন্॥

চিতেন।

রঘু নাথো কহে কেন ও বিধুমুখি।
কি দোষ দেখি হয়েছো দুখী॥
কেন হেন বাক্য বাণ হানিছ উহায়॥ ১১৩৬॥

হরুঠাকুর।

মহড়া।

বঁধু কোন্ ভাবে এভাবে দরশন।
কোরে মধুর মধুর আলাপন॥
কত দিনো প্রাণো তুমি হয়েছ এমন।
প্রিয় বাক্যে প্রেয়সী বলিয়া আমায়।
ডাকিছ প্রেম রসে রসরায়॥
ভুজঙ্গেরো মুখে যেন সুধা বরিষণ॥ ১১৩৭॥

রামবসু।

মহড়া।

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ?
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেম বশে, প্রেম রসে, তুষিতেছে প্রাণ?
তখন রাখিতেছে বিধিমতে মানিনীর সম্মান।
অভিমানী হ'তাম হে তোমায়,
প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে, ধর্ত্তে আমার পায়,
তুমি আমি, যে সেই আছি,
তবে কি দোষে গেল্‌হে আমার মান?

চিতেন।

আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক্ হয়েছে, আমার কপালে ছিল হে যেমন॥
রঙ্গরসে ছিলাম এত দিন;
প্রাণনাথ, প্রেমের পথে, সুজনাতে কে কার অধীন।
শেষে যদি করিবে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান?

অন্তরা।

মরি প্রাণরে কথা কবার নয়, কইতে কাতর হই—
হৃদয়ে পূজ্য ছিলাম, ত্যজ্য হলাম যৌবন গিয়ে॥

পরচিতেন।

দৈবে দেখা প্রাণনাথ হত হে পথে,
আপনা আপনি তুলিতে হাতে, আকাশের চন্দ্রকে পেতে,

এখনত সেই পথের দেখা হয়, প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক
যেন ঠেকেছ কি দায়, প্রেম গেছে যৌবন গেছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ॥ ১১৩৮ ॥

রামবসু।

মহড়া।

সঁপ্‌লাম এই ভেবে তায় আগে মন।
কে জানে সে মন না দিবে।
দিয়া আপনার ধন সেধে পরে,
পরের ধন পেলাম না পরে,
স্বপ্নে জানিনা সে এই শক্রে হাসাবে।
আগে তুল্‌লে সিংহাসনে কথাতে,
কে জানে শেষে কাঁদাবে।
ভাব্‌লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ,
জুড়াব দুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্টান।
মন সরল নাকি নারীর অতিশয়,
কপট বোঝে না,
তাতেই মজেগে পুরুষের শঠভাবে।

চিতেন।

প্রেমে সুখী হব বলে সখি গো সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।
ভাগ্য গুণে সে সাধে বিষাদ ঘট্‌লো আমার সই এখন।
প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভার।
জানতাম না আগে সই, শিখিলাম ঠেকিয়া এবার ॥
আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বলনা।
আমায় বল্‌লে সে—মন দিলেই মন তুষিবে ॥ ১১৩৯ ॥

রামবসু।

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু কাল থাক, থাক—বোলে ধরে রাখবো না ॥

শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেল ॥
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা ॥

চিতেন।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধু বদন ॥
পিরীত ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি?
এমন তো প্রেম ভাঙ্গা ভাঙ্গি অনেকের দেখি ॥
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচেও মাণিক পেলেম না ॥ ১১৪০ ॥

রামবসু।

মহড়া।

এমন ভাব রাখা ভাব কোথা শিখিলে।
সে ভাব কোথাহে, যে ভাবে ভুলালে ॥
ভাব দেখি নব ভাবে, কি ভাবে ছিলে।
ভাবে ভাব কোরে ভাবান্তর, এখন তার অভাবে ভাবালে ॥

চিতেন।

স্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার।
একি ভাবের দেখা, কও সখা আবার ॥
অনুরোধে প্রবোধিতে মন, ভাল ভাবের উদয় দেখালে।

অন্তরা।

মরি মরি তোমার ভাবে বুঝি, জান কত ছল।
মুখে বঁধু, যেন মধু, হৃদে হলাহল ॥

চিতেন।

অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গরস, নাই এখন সে পাপ।
মন্ ভেঙ্গেছে, আছে, লোক দেখা আলাপ ॥
দেখে আঁখি হইত সুখী, তাওকি ক্রমে ক্রমে ঘুচালে ॥১১৪১॥

রামবসু।

মহড়া।

যাক্‌রে প্রাণ।
বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল গেল।
যত সুহৃৎ ভাঙ্গা লোকের কুরীত্ মন্ত্রণায়,
সাধের পিরীত ভেঙ্গে তুমি আছতো ভাল ॥
দেখা শুনা পুন হবেহে, তার আশা ঘুচিল।
কোরে হাস্যেরে হাস্য কৌতুক।
পথে দেখা হোলে, যাব চলে, অঞ্চলেতে ঢেকে মুখ ॥
ধোরে ভালবাসা ভাব্, হোলো ভাল লাভ্,
সুখের আশা কোরে, প্রেমের বাসা ভাঙ্গিল।

চিতেন।

পিরীতেরো সাধ ঘুচালে, দুখে জলালে জীবন।
না জানি কারণো, কও কেন, ভাঙ্‌লো তোমার মন ॥
যাহোক্ ভাল ভালবাসিলে।
খেয়ে আমার মাথা, পরের কথায় পিরীত ভেঙ্গে পালালে ॥
কোরে আমার উপর রাগ, রাখ্‌লে যার সোহাগ,
এখন তার আদরে তোমার আদর বাড়িল।

অন্তরা।

তোমার পিরীতি কি রীতি, হোলো হে যেমন্,
হংসী মুষিকেরি প্রায়।
হংসী প্রেমের দায়, পাখা দিয়ে ঢাকে তায়,
সে পক্ষ কেটে পলায় ॥

চিতেন।

বিধি মতে আমায় মজালে, দুখে জ্বলালে হৃদয়।
বুঝে দেখো মনে, দর্পণে, মুখ দেখা বই নয়॥
তোমার অন্তরে নাই একটু টান্।
বল ভাল বাসি, সেটা কেবল দেঁতোর হাসি,
হায় প্রাণ॥
প্রেমে ধোরে তোমার ধ্যান, গেলেম ভাল জ্ঞান,
এখন ঘরে পরে সকল শত্রু হাসিল॥ ১১৪২॥

রামবসু।

মহড়া।

এ ভাবের ভাব রবে কত দিন।
প্রাণ্ যতনে মন্ যোগাওনা, পরিত্যাগও করনা,
আমি যেন হোয়ে আছি, জালে গাঁথা মীন॥

চিতেন।

যে ভাব ছিল পূর্ব্বেতে প্রাণ সে ভাব দেখিনে।
তোমার অভাব্ দেখে, স্বভাব দোষে,
আমি ভুল্‌তে পারিনে॥
দেখা হোলে, সখা বোলে, আদরে ডাকি।
তুমি বল ভাল তো জ্বালা, এ পাপ আবার কি॥
আপন বোলে সাধ্‌তে গেলে, তুমি ভাবো ভিন্॥ ১১৪৩॥

রামবসু।

মহড়া।

এমন প্রেমূ কোবে একদিন, চিরদিন, কে বোঝা ব'বে,
জানি যত সরল ভাব, তোমার প্রেমে বিচ্ছেদ লাভ,
ওরে প্রাণ কুটিল স্বভাব্ গুণে অভাব ঘটাবে॥

চিতেন।

দেখে ঠেকে তোমায় চিনেছি, ক্ষান্ত আছি পিরীতে।
বিচ্ছেদ করেছি প্রাণনাথ, বিচ্ছেদের সঙ্গেতে॥

মনে ঐক্য আছে, বাক্য গ্যাছে মিটে।
রসময়, প্রেমের কথা যে কয়, যাইনে তারো নিকটে॥
আমার জন্মের মত ফুরায়েছে রঙ্গরস,
মিছে ধোরে বেঁধে পিরীত ঘটাবে॥ ১১৪৪॥

রামবসু।

মহড়া।

বঁধু কার কখন্ মন্ রাখ্‌বে।
তোমার এক জ্বালা নয়, দু দিক বাধা,
বল প্রাণ্ কিসে প্রাণ বাঁচ্‌বে॥
সমভাবে কেমনে রবে।
সবে তোমার একো মন্।
তায় কোরেছ প্রেমাধীনী জুঠেঁয়ে দু জন॥
কপট প্রেমে বল দেখি প্রাণ্, হাসাবে কায় কাঁদাবে॥

চিতেন।

একোভাবে পুর্ব্বে ছিলে প্রাণ, সে ভাব তোমায় নাই।
পেয়েছ যে নূতন্ নারী, মনো তারি ঠাঁই॥
রাখ্‌তে আমার অনুরোধ্।
প্রাণ্ তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ॥
দেখাদেখি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী করিবে॥ ১১৪৫॥

রামবসু।

মহড়া।

আগে মন্ ভেঙ্গে শেষ্ যতন।
আর কি এ প্রেম্ গড়ে।
সেধোনা এখনো প্রাণো, কেবল রাগ বাড়ে॥
মিছে জ্বালাও কেন, তোমার গুণো, বিঁধিয়াছে হাড়ে হাড়ে।

চিতেন।

প্রাণ্ দেখো, একো বৃক্ষ কেউ করিয়ে রোপণ।
ফলো পায়্, কোরে তায়, কত যতন্॥
তুমি খল্ স্বভাবী, প্রেম্ তরুরো, মূল ফেলেছ
আগে ছিঁড়ে॥ ১১৪৬॥

রামবসু।

মহড়া।

এই অবলার্ মান্ থাকে কিসে, প্রাণ্ তাতো বুঝনা,
তুমি জাননা সোহাগ, কথায় কথায় কর রাগ।
পিরীত্ ভাঙ্গ্তে শিখেছিলে গড়্তে জাননা।

চিতেন।

কামিনী কলহ, নির্ব্বাহ, পুরুষ যদি রসিক হয়।
ধৈর্য্য গুণে, পূজ্য কোরে আনে, যে জানে প্রণয়॥
তুমি আপনি প্রাণ্ হোলে অধৈর্য্য।
বোলে কর্ব্বো কি আর্, কপাল আমার,
তুমি যে হয়েছ আমার অতেজ্য॥
তোমায় হৃদয় মাঝে রাখি, তবু সুখী নই,
দিলে ঘরে আগুন্ শুনে পরের মন্ত্রণা॥ ১১৪৭॥

রামবসু।

মহড়া।

পরের মন্ত্রণায়্, বাদ্ কোরে প্রেমের সাধ কেন ঘুচালে।
ছিল নয়নের দেখা, তাতে ক্ষতি কি সখা,
কেন সে প্রবৃত্তি পথে কণ্টকো দিলে॥
সেধে আপন্ কায্, কেবল আমারে মজালে।
পিরীত ভাঙ্গ্লে কি, বঁধু এমুনি হয়।
এখন ডাক্লে সখা, না দেও দেখা,
এ পথে হোয়েছে যেন বাঘের ভয়॥

তোমায় এ পক্ষে ভুলায়ে, সে পথে নেগেল যে,
এমন্ বশীকরণ বিদ্যা সে কোথা পেলে।

চিতেন।

এ স্থখো প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বল কিসে হোলো প্রাণ।
মরি খেদে, মনের ঐ বিষাদে, কেঁদে উঠে প্রাণ্॥
যখন নব ভাব ছিলো সে এক মন।
এখন সে মমতা, সকল কথা,
হোলো যেন শরদে মেঘের গর্জ্জন॥
কোন্ কুলটা রমণীর, কথায় ভুলে প্রাণ্,
তারো মায়া মেঘের আড়ে কায়া লুকালে॥ ১১৪৮॥

রামবসু।

মহড়া।

নাথো কোন্ গুণে মন চায় তবু তোমাকে।
ঝোরে প্রাণ্, আমার ছু নয়ান, এক তিলো না দেখে॥

চিতেন।

তুমি নারীর বেদন্ জান্ না লম্পট আপনি।
প্রীতি ডোরে বন্দী কোরে, বধ কর রমণী॥
হানো দারুণো বিচ্ছেদো শেলো, যুবতীরো বুকে।

অন্তরা।

ওরে প্রাণ আমি অবলা, বুঝিতে না পারি।
কথায় কথায়, তুমি আমায় কর চাতুরী॥

চিতেন্।

আমি সরল্ ভাবে তোমায় প্রাণ্ রাখবো কেমন কোরে।
তুমি যে দেবে ছুখ আমায়, জান্‌বো কি প্রকারে॥
পোড়া পরীতি করিয়ে আমার জন্ম গেল ছুঃখে॥ ১১৪৯॥

রামবসু।

মহড়া।

কও দেখি হে নূতন নাগর, একি নূতন ভাব রাখা।
হোয়ে কামিনী, জেগে পোহাই যামিনী,
ছ মাসে ন মাসে তোমার পাইনাকো দেখা॥
এমন্ নূতন ভাব, কে তোমায় শিখালে সখা॥
কেবল পর মজাতে জানো।
থাকো আপন সুখে, পরের দুখে, দুখী হওনা কখনো॥
তোমার তাদৃশী পিরীতি দেখি ওরে প্রাণ,
যেমন খলের পিরীত্ বলে জলের রেখা॥

চিতেন।

নূতন প্রেমে আমায় মজালে, কোরে নূতন আকিঞ্চন।
নূতন ভাব, ধোরে নূতন স্বভাব, হোরে নিলে মন॥
নূতন প্রেম বাড়াবার লেগে।
এসে নিত্তি সখা, দিতে দেখা, নূতন নূতন সোহাগে॥
এখন কোথা রৈল তোমার সে সব নূতন ভাব,
পেলে ছুতো লতা করো বদনো বাঁকা।

অন্তরা।

প্রাণ এত যদি ছিল মনে, তবে কেন, মজালে আমায়।
আমি অবলা কুলেরো বালা, এত জ্বালা কি সহা যায়॥

চিতেন।

শীলতা শমতা, কোথা ওরে প্রাণ, কোথা নূতন আলাপন।
নূতন ছল এমন নূতন কৌশল,
কোথা তুমি শিখেছ প্রাণধন॥ ১১৫০॥

রামবসু।

মহড়া।

সই, কি করেছ হায়!
তোমারো সরলো প্রাণ সঁপেছ কাহায়॥

চেননা উহারে প্রাণো সখিরে,
কত রমণীরো বোধেছে জীবনো,
ঐ শঠ জনো, পিরীতি কোরে।

চিতেন।

নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণ সখি,
পোড়েছ যে দেখি, বিষম ফেরে।
হৃদয় মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান,
পুরুষো পাষাণো, চেননা ওরে॥
তুমি লো যেমনো, রমনী স্বজনো,
তোমার এগুণো, কেবা বুঝিবে।
ওযে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো,
পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে। ১১৫১॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কামোদ—জলদ্ তেতালা।

জানিরে প্রাণ যেমন তোমার আমারে যতন।
কি দোষ তোমার, বিশেষে আমার, কঠিন পরাণ॥
দুঃখ বিনে সুখ নাহি হইতে পারে,
ইহা বুঝি তুমি প্রাণ বুঝেছ অন্তরে,
সে হেতু অন্তর, থাক নিরন্তর, করেছ বিধান॥ ১১৫২॥

নিধুবাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

প্রাণ তুমি বুঝিলেনা আমার বাসনা।
ঐ খেদে মরি আমি তুমি তা বুঝনা॥
হৃদয় সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ,
প্রাণ গেলে সদয়েতে কি গুণ বলোনা॥ ১১৫৩॥

নিধুবাবু।

সুরট—তাল হরি।

জানি নাথ যাওহে জানিলাম।
তোমার পিরীতে নাথ প্রাণ হারালাম ॥
অবলা সবলা অতি নাহি বুঝিলাম।
শঠের বিনয় বিষ পান করিলাম ॥ ১১৫৪ ॥

নিধুবাবু।

সিন্ধু—টিমা তেতালা।

তাহার কি দুঃখ সখি যে দুঃখ আমার।
যখন যেখানে থাকে বোধ হয় সেই তার ॥
আমি লো তাহার তরে যেরূপ কাতর।
সে যদি তেমন হইত কত সুখ মনে কর ॥ ১১৫৫ ॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট—তাল হরি।

এই মনে প্রাণ তোমার ছিল হে নাথ।
সদাই চাতুরী করি জ্বালাইবে চিত ॥
মনেরে ভুলাইযে লইবে প্রাণ,
যতনে রাখিতে তারে হয় লো বিধান,
তা না করে বধিবারে হলো হে মত ॥ ১১৫৬ ॥

নিধুবাবু।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

কারে এত করিরে যতন যেমন তাহারে।
তার এই রীতি সই মনে নাহি করে ॥
আমি মরি তার তরে, সে নাহি হেরে আমারে,
নিরখিয়ে পথ আঁখি ভাসয়ে নীরে।
সে ভ্রমে এমত কহিতে বুক বিদরে ॥ ১১৫৭ ॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

অবলা সরলা অতি প্রাণ শঠতা কি সহে।
তপন কিরণ দেখ কমলে না দহে ॥

সুজনের এই রীত, তোষে তারে যে যে মত।
বিশেষ অধীনে কেহ বিরূপ না কহে ॥ ১১৫৮ ॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

এসুখে অসুখ কেন চাহরে করিতে।
মিলন হয়েছে দেখ, কত যতনেতে ॥
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
সে ভাব হলো অভাব, ভাবিতে ভাবিতে ॥ ১১৫৯ ॥

নিধুবাবু।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আর আমারে প্রাণ তুমি কেন কর জ্বালাতন।
জ্বালাতন করিলে এবার, এখনি ত্যজিব প্রাণ॥
যেমন আমি তোমারে, সাধনা করেছি প্রাণ রে,
তাহার উচিত ফল, পাইলাম এখন ॥ ১১৬০ ॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

এই কি প্রাণ তোমার ছিল মনে।
যাচিয়ে যাতনা দিবে, জানিব কেমনে ॥
অবলা সরলা অতি জানিয়া মনে।
ছলেতে ভুলালে মন, অমিয় সুধা বচনে ॥ ১১৬১ ॥

নিধুবাবু।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ যন্ত্রণা প্রাণ তুমি জানিবে কেমনে।
জানিলে কি সদা আমি থাকিহে রোদনে ॥
নানাস্থানী যেই জন, তার কি কখন মন, মজে কোন খানে।
তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে ॥ ১১৬২ ॥

নিধুবাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

এই কি করিতে উচিত অবলা সরলা সনে। (প্রাণ)
দরশন সুখে দুঃখ কবহু কি নিদর্শনে॥
এমন করিবে যদি জান মনে মনে।
কপট বিনয় ছলে ভুলাইলে কেনে॥
এই হলো যায় প্রাণ ক্ষতি কি হের নয়নে॥ ১১৬৩॥

নিধুবাবু॥

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

আমি হে তোমার মত না হইলাম।
এত সাধে এই হলো, কুলে কলঙ্ক করিলাম॥
মম সাধনা অতীত, বুঝিহে তোমারে,
দিবা নিশি তব ধ্যান জ্ঞান করিয়া দেখিলাম॥ ১১৬৪॥

নিধুবাবু।

পুরবী—জলদ্ তেতালা।

কি সুখ পিরীতে শুন প্রাণ সই না হ'লে মিলন।
সে জন আমারে, না হেরে, যাহারে, সতত করি যতন॥
তৃষিত চাতকী যেন, আশায় প্রাণ ধারণ,
তেমতি তাহারে, ভাবিহে অন্তরে, তথাপি না রাখে মান॥ ১১৬৫॥

নিধুবাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

আমি যাবে চাহি সে না রাখে মান।
এমন পিরীতে বল, কিবা প্রয়োজন॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তারে, বাঁচায় যে প্রাণ॥ ১১৬৬॥

নিধুবাবু।

সুরট—জলদ্ তেতালা।

সে কি জানেনা সই মনের বাসনা।
জানিয়ে দেখনা মোরে, মনে নাহি করে,
সদা দিতেছে যাতনা॥

আমার মত এমন, আছে তার কতজন, কে করে গণনা।
আমি মরি তার তরে, সেতো নাহি হেরে,
তবু মনত মানে না॥ ১১৬৭॥

নিধুবাবু।

সিন্ধু কাফি—তেতালা।

তোমার দেখা দিতে বল এত ক্ষতি কি এখন।
কি লাভ ছিল যখন প্রথম মিলন॥
কতেক মিনতি করি, আমার হাতেতে ধরি, কহিতে তখন।
তিলেক না হেরি যদি না বাঁচে জীবন॥ ১১৬৮॥

নিধুবাবু।

কাফি—জলদ্ তেতালা।

এতকি চাতুরী সহে প্রাণ,
তোমার পিরীতে দিবে নিশি ঝুরে আঁখি।
এত যদি ছিল মনে, পিরীতি করিলে কেনে,
শঠতা সরলা সনে, উচিত হয় কি॥
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে,
এখন এমন হলে, দেখনাহে দেখি॥ ১১৬৯॥

নিধুবাবু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কতবা মিনতি করে আমারে ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ দেখা না দেয় সাধিলে॥
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন কেন বা সঁপিব,
না জেনে এই সে হলো ভাসিহে দুঃখ সলিলে॥ ১১৭০॥

নিধুবাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে দহে প্রাণ মরিহে দুঃখেতে॥

কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদা দুঃখী,
প্রাণনাথ বল দেখি, করি কি ইহাতে।
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী করহ প্রাণ,
আপন হইলে তারে হয় কি ত্যজিতে ॥ ১১৭১ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি এমন কেমনে সই আগে জানিব।
জানিলে এ প্রেম নাহি করিতাম, পরাণ কেন হারাব ॥
যতনে যাহারে সঁপিলাম প্রাণ, সদাই চাতুরী করে সেই জন,
দেখিতে তাহারে, হইল সাধরে, কাহারে দুঃখ কহিব ॥
যদি মনে ধৈরয ধরিয়ে থাকি, করয়ে রোদন সঘনে আঁখি,
অঙ্গ আপনার, বশ হলো তার, কাহার আমি হইব ॥ ১১৭২ ॥

নিধু বাবু।

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

তোমার পিরীতে এই হইল।
অবলা সুখের আশে দুঃখেতে ডুবিল ॥
নহি সুখ অভিলাষী পিরীতে তোমার,
কর যাহাতে এ দুঃখ যায় হে আমার,
ইহাতে সদয় হয়ে হও অনুকূল ॥ ১১৭৩ ॥

নিধু বাবু।

গৌরী—জলদ্ তেতালা।

যেমন আমারে ভাসালে নয়ন জলেতে।
তেমনি নয়ন, বারি বরিষণ, হইবে হে প্রাণ,
তোমারে ভাসিতে ॥
কত সুখ আশা করি, তোমার হাতেতে ধরি,
প্রাণ দিলেম হাসিতে হাসিতে।

মোর বশ মন, নহেত এখন, কাতর নয়ন,
কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১১৭৪ ॥

নিধু বাবু।

শ্যাম পুরবী—আড়াঠেকা।

ঐখানে রহিও হে নিদয় প্রাণনাথ এত শঠতা কেন।
লাজ গেল, ভয় গেল, কুল গেল, শীল গেল,
এখন কি ভয় বল, ত্যজিতে এ জীবন ॥
তুমি এমন রতন, দুঃখিনীর হবে কেন।
না বুঝে করে যতন, ফল পেলাম তেমন,
কি মনে করি এখন, করেছ আগমন ॥ ১১৭৫ ॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

তারে কেন সাধিব শুন সজনি।
আপনার দোষ, নাহি করে মনে, বুঝাইলে নাহি বুঝে,
কথা নাহি শুনে, জ্বালায় এমন করি, দিবস রজনী ॥
এত করি না হ'লো আপন মনের মত,
অনেক সাধনা, করিয়াছি জান, তথাচ তাহার আমি
না পেলেম মনঃ, সাধনার বশ নহে এই অনুমানি ॥ ১১৭৬ ॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি করি প্রাণ এই লাভ হ'লো আমার।
দেখাইয়ে সুখ মুখ দিলে দুঃখ ভার ॥
অবলা সরলা আগে না করি বিচার।
মজিল দেখ বিনয়ছলেতে তোমার ॥ ১১৭৭ ॥

নিধু বাবু।

ইমন্ কল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

জানিহে নাথ তোমার যেমত পিরীতে হে কত মত ব্যবহার।
ভুলায়ে নয়ন, হরে লয়ে মন, হলে হে এমন, দেখা পাওয়া ভার ॥

না দেখিলে তব মুখ, সংশয় জীবন দেখ,
দিয়ে দরশন, দিলে প্রাণ দান,
ইহাতে হে প্রাণ, ক্ষতি কি তোমার ॥ ১১৭৮ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা ।

পিরীতের রীত একি প্রাণ অন্তরে থাকিয়ে কেন জলাও অন্তর ।
এরূপ করিলে হয় পরাণ কাতর ।
তুমি কভু দুঃখী নহ জান কি মন্তর ॥ ১১৭৯ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

ভালতো ভুলালে প্রাণ বিনয় ছলেতে।
তোমার প্রেমের ডুরি হাসিতে হাসিতে,
অতি সাধ করে আমি দিলেম গলেতে,
উচিত তোমার হয় চাতুরী ত্যজিতে ॥
অবলা সরলা অতি বুঝহ মনেতে ॥ ১১৮০ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা ।

[illegible] নিদয় হইলে অধীনী জনে ।
দিবে নিশি হৃদি পরে, সোহাগে রাখিতে যারে,
এবে তারে ভুলিলে কেমনে ॥
তোমার প্রতি মোর মন, প্রথমাবধি এখন,
ভিন্ন ভাব নহে কখন,
তোমার কেমন ভাব, নাহি হয় অনুভব,
এবে লাভ সলিল নয়নে ॥ ১১৮১ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—একতালা।

তুমি আর বলোনা আমারে তুমিলো আমার ।
তোমার হইলে তুমি হইতে আমার,

তবে নাহি জ্বলাইতে উচিত ইহার ॥
অধীনী জনের সহ এরূপ ব্যবহার,
কে কোথায় করে বল দেখহ কাহার? ১১৮২ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ।

হইবে অনেক সুখ ছিলহে মনেতে।
এখন সেরূপ ভাব না পাই দেখিতে ॥
মনমত তব মন, জানিয়ে সঁপেছি মন,
সে মন এমন হয় খেদ হে ইহাতে ॥ ১১৮৩ ॥

নিধু বাবু।

পরজ।

পিরীতি করিলে হয় এই কি করিতে।
ভুলায়ে বিনয় ছলে না হয় হেরিতে ॥
চাঁদের পিরীতি দেখ কুমুদী সহিতে।
বিধু আসি দেখা দেয় না পারে রহিতে ॥ ১১৮৪ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

মনে বুঝি প্রাণ পড়েছে মোরে।
তেঁই সে এসেছো নাথ এত দিন পরে ॥
পিরীতি করিয়ে প্রাণ, কে কোথায় এসে, পুনঃ,
ভুলিয়ে এসেছ বুঝি মন রাখিবারে ॥ ১১৮৫ ॥

নিধু বাবু।

সুরট—আড়াঠেকা।

আমার কথা কস্‌নে তারে দেখা হলে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস্ না হয়, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে ॥

যে দিয়েছে মর্ম্ম ব্যথা, মরমে রয়েছে গাঁথা,
মনে হলে সে সব কথা, প্রাণ আর থাকে না প্রাণে ॥ ১১৮৬ ॥

নিধু বাবু।

পরজ—জলদ্ তেতালা।

এমন করো না প্রাণ অধীনী জনের সহ।
নিতান্ত যে হ'লো তব তারে মিছে কেন দহ ॥
অধীনে সদয় থাক, নিদয় হইলে দুঃখ,
এ দুঃখ মোচন করে কোন্ জন আছে কহ ॥ ১১৮৭ ॥

নিধু বাবু।

কামোদ—জলদ্ তেতালা।

প্রাণ জানত তুমি পিরীতের রীত।
বিচ্ছেদ হইলে মন সুখেতে থাকয়ে যত ॥
সুখের আশয়ে মন, উভয়েতে সমর্পণ,
করিয়ে এখন কেন, দুখেতে সঁপেছ চিত ॥
সতত এই বাসনা, নয়ন অন্তর হইওনা,
জ্বালালে জ্বলিতে হয় অধিক কহিব কত ॥ ১১৮৮ ॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

দেখ দেখি কত রূপ করিতে যতন।
এখন কি রাজা হলে ছিলে না তখন ॥
লইয়ে আমার মন, দিলেহে আপন মন, এবে সেই মন।
চুরি করি কারে দিলে কোথা মম মন ॥ ১১৮৯ ॥

নিধু বাবু।

মুলতান—একতালা।

তুমি কি আমার মনের বাসনা জান না।
দিবে নিশি তোমা বিনে করি কি আর সাধনা ॥

কে দিলে শিখায়ে প্রাণ এমন মন্ত্রণা।
নিতান্ত অধীনী জনে দিতে হয় কি যন্ত্রণা ॥ ১১৯০ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

অতি সাধ ছিল হে প্রাণ আমার হইবে।
কে জানে চাতুরী করি সতত জলাবে ॥
আগে কি জানিব আমি এমন করিবে।
আমার হৃদয়ে থাকি আমারে ভুলাবে ॥ ১১৯১ ॥

নিধু বাবু।

জয়জয়ন্তী—জলদ্ তেতালা।

সতত যতন আমি করি হে যেমন। (প্রাণ)
তুমি কি কখন ভাব আমার কারণ ॥
জীবন যৌবন সুখ সব অকারণ।
বিনে দরশনে তব ও বিধু বদন ॥ ১১৯২ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবোঁ—তেওট।

ভাল সুখ উপজিল প্রাণ তোমার পিরীতে।
সাধ করি দৈল মোরে অহে প্রাণনাথ,
রোদনে থাকিতে ॥
সুজন পুরুষ হয়ে, সুখে রাখে নিজ প্রিয়ে,
তুমি রাখিয়াছ দুঃখ ভাবনা ভাবিতে।
লোমাঞ্চ বিদ্যাব তব, যে নারীর নহে ধ্রুব;
তারি সনে সাজে তব, প্রণয় করিতে ॥ ১১৯৩ ॥

রাধামোহন সেন।

মালকোষ—আড়া তেতালা।

সে ভাল মনের দুঃখ রাখি মননে।
কি হইবে শুনাইলে প্রাণ সই, কপট শ্রবণে ॥

কাতরা দেখি আমারে, কহিছ কহিতে তারে,
সে যে অতি অকাতর, আমার রোদনে ॥ ১১৯৪ ॥

রাধামোহন সেন।

যোগিয়া—সুর ফাক্তা।

এবে যোগিনীর বেশ কেন গো রাধে।
তখন করিলে প্রেম বড় সাধে সাধে ॥
সে লম্পট কপটিয়া, গেল তোমারে ত্যজিয়া,
বল দেখি বিনোদিনি কোন্ অপরাধে ॥ ১১৯৫ ॥

রাধামোহন সেন।

কাফি।

তুমি নাকি শিখাইতে পার এই রীত।
রব স্ববশে অথচ হইবে পিরীত ॥
যে জন চাবে আমারে, আমি না চাহিব তারে,
জানাইব ব্যবহারে, আমি তাহারি ত ॥
হেরিলে তাহার তোষ, মোর উপজিবে রোষ,
সে যদি আক্ষেপ করে, কব অনুচিত ॥ ১১৯৬ ॥

রাধামোহন সেন।

কেদারা।

মনো দিয়া মনো পাইলাম না সই।
না হলে উভয় প্রেম, সদা দুঃখ পরিশ্রম,
কেবল রোদন।
প্রতি রজনীতে আসে বিনা আবাহন,
রাখিতে যতন করি, করয়ে গমন ॥
কি কহিব সে যাতন, কেমনি হয় তখন,
ব্যাকুল জীবন।

লোকের গঞ্জনে যত দুঃখ না সঞ্চরে,
তদধিক দুঃখ নাথ দেয় অকাতরে,
শুন শুন কথা তার, এইরূপ ব্যবহার,
কহেনা বচন ॥ ১১৯৭ ॥

রাধামোহন সেন।

জয়জয়ন্তী—আড়া।

চাহিলাম মান দান, দিলে কিনা অপমান।
না জানি কি আর হতো, প্রাণনাথ,
না জানি কি আর হতো, করিলে অভিমান ॥
তোমা আমায় এ পিরীত, আছে অনেকে বিদিত,
সে সবারে কোন্ লাজেতে প্রাণনাথ,
সে সবারে কোন্ লাজেতে দেখাইব বয়ান।
আমি যেন কেহই নহি, তোমারি মতেতে কহি,
বারেক রাখিতে হয় তো প্রাণনাথ,
বারেক রাখিতে হয়, পিরীতের সম্মান ॥ ১১৯৮ ॥

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

মম সম কিসে তুমি হইবে কঠিন।
আপন মমতা আমি আপনারে হীন ॥
জীবন সদৃশ সার, জীবনে কি আছে আর,
তা তোমায় করেছি দান, মিলন যে দিন ॥
তব কঠিনতা লেশে, জানিয়াছি অবশেষে,
তুমি নিদয় তাহারে, যে তব অধীন ॥ ১১৯৯ ॥

রাধামোহন সেন।

বাহার—আড়া।

এখন কেমন মন হ'লো হে তোমার।
আগেতে যেমন ছিল না দেখি তেমন আর ॥

যাহারো যা মনে লয়, মনে মনে পরিচয়,
তাহা কি কখন যায়, স্বভাব ভাবেরো ॥ ১২০০ ॥

কালী মির্জা।

পরজ।

যারে মন চাহে সে কেন না চাহে।
যেমন পতঙ্গ, না করে আতঙ্ক, দীপকে হে দহে ॥ ১২০১ ॥

কালী মির্জা।

মূলতান—টিমা তেতালা।

যায় যাবে প্রাণ তারে আর সাধিব না।
একেত বিরহ জ্বালা তায় লোক গঞ্জনা ॥
আপন ভাবিয়ে যারে, প্রাণ সঁপিয়েছি ওরে,
সেও কি আমার তরে, ভাবে না যাতনা ॥ ১২০২ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কিসে আমার হইবে তুমি পরের প্রাণ।
বিধি মতে তব মত হলো প্রণিধান ॥
আমারে নয়নে দেখি, কেন প্রাণ বল দেখি,
হও মনে অতি দুঃখী, থাক ম্রিয়মাণ।
চাতুরী করিয়ে মন, আগে করিলে হরণ,
অমিয় মাখা বচন, হৃদয় পাষাণ ॥ ১২০৩ ॥

আশুতোষ দেব।

ভৈরবী—টিমা তেতালা।

কেন প্রাণ হেন করিলে হে বল না।
অনুগত বিরত হইবে মনে ছিল না ॥
নিদয় হৃদয় তব আগে প্রকাশিলে না।
ভাল আশা ভালবাসা প্রিয় ভাষা ছলনা ॥ ১২০৪ ॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

বার বার কত আর সহিব যাতনা।
প্রাণাধিক ভাবি যারে সে করে ছলনা॥
লোক লাজ আভরণ, করি যাহার কারণ,
ক্ষণে না করে যতন, কেবলি লাঞ্ছনা॥ ১২০৫॥

আশুতোষ দেব।

কালাংড়া—ঠুংরি।

প্রেম রস আশা দিয়ে নিরাশ করিলে কেন।
মনে মনে মিশাইয়ে কেমনে হ'লে বিমন॥
কেন হয়ে মনমত, মন করে অনুগত,
বাঞ্ছিতে কর বঞ্চিত, এই কি উচিত প্রাণ॥ ১২০৬॥

আশুতোষ দেব।

কালাংড়া—ঠুংরি।

যে মনে মন প্রাণ প্রাণ হরিলে।
সে মন প্রাণ বল কারে দিলে॥
তোমার রীত, দেখি বিপরীত,
সুখ সাগরে এত বিষাদ ঘটালে॥ ১২০৭॥

আশুতোষ দেব।

কালাংড়া—আড়া।

ভাল বাসা আশা ভাল দিয়ে ছিলে প্রাণ।
সে আশে আশ্রিত হয়ে বুঝি যায় প্রাণ॥
হেম হেন হেরি ফুল, হইবে রতন ফল,
সিঞ্চিয়ে পুলক জল, লাভ হলো অপমান॥ ১২০৮॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু—ঠেকা।

প্রাণ যায় হায় হায় একি দায় প্রেম দায়।
আগে যদি জানিতাম করিতাম সে উপায়॥
কি কব করম দোষ, মন নয়ন অবশ,
না ভাবিলে গুণ দোষ, আশু মজে শঠতায়॥ ১২০৯॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু কাফি—ঠেকা।

ভাল বাসিলে জানিতে প্রাণ কত ভাল বাসি।
মতে মতান্তর, তবু নিরন্তর অভিলাষী॥
যদি হ'তে সদন্তর, না হইতে স্বতন্তর,
কেন করিলে অন্তর, হইয়ে অন্তরযামী॥ ১২১০॥

আশুতোষ দেব।

বাগেশ্রী—আড়া।

এত যতন করিয়ে, পাইলাম না তবু, তাহার নিদয় মনঃ।
কি কঠিন তাহার পরাণ, দেখি নাহি কথন॥
সে যদি রসিক হ'তো, প্রেমের মর্ম্ম বুঝিত,
মনের বাসনা যত, পুরাইতাম মনোমত,
তবে কি জ্বলি এমন॥ ১২১১॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ অবসানে প্রাণ, হবে কি সদয়।
অনুকূলেতে কি ফল, বল সে সময়॥
প্রাণ প্রিয় সেই জন, যারে প্রাণ সমর্পণ,
দুঃখ দিলে সে এমন, কিসে প্রাণ রয়॥ ১২১২॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

শঠের সহিত প্রেম, কে করে জানিলে।
সুখ আশা ক'রে ভাসি, নয়নের জলে ॥
অবলা সরলা পেয়ে, বিনয়ের ছলে।
আমারে জ্বালালে ভাল, মনের অনলে ॥ ১২১৩ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

গারা ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ তোমার জানি যত, আমারে যতন।
নিরন্তর করে আঁখি, বারি বরিষণ ॥
এ কেমন রীতি বল, জ্বালায়ে প্রণয়ানল,
করিলেনাহে শীতল, বধিলে জীবন ॥ ১২১৪ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

কালাংড়া— কাওয়ালি।

ধনি পিরীতের কি হয় রীতি এমন।
আপনি জ্বলেনা, করে পরে জ্বালাতন ॥
যেমন দীপেরোপরে, পতঙ্গ পড়িয়া মরে,
সে দীপ তাহার তরে, ত্যজেনা জীবন ॥ ১২১৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

আশাবরী টোড়ী—মধ্যমান।

বুঝালে যদি না বুঝ, কে তবে বুঝাবে প্রাণ।
ভালবাসা বেসে শেষে এত কিহে অপমান ॥
ভাল ভালবাসা তব, এ যন্ত্রণা কারে কব,
প্রাণে আর কত সব, পিরীতে এ কি বিধান ॥
আমি সম চাতকিনী, তুমি ঘন কাদম্বিনী,
তবে কেন এ অধীনী প্রতি নহে বারি দান ॥ ১২১৬ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

প্রেম আশে, দুকুল ভাসিল।
আমার মনের সাধ মনে মিলাইল ॥
আমি ভাবি ও বয়ান, তুমি বাম ভাব প্রাণ,
ইতরে মিলন ভাবে, ফলে তা না হইল।
মনে ছিল যত আশা, ভাঙ্গিল সে আশা বাসা,
লাভেতে জগতময়, কলঙ্ক ঘুষিল ॥ ১২১৭ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

কেমনে কি বলে বল, এ প্রাণে রাখিব প্রাণ।
যার মানে অভিমান, সে করিলে অপমান ॥
দেখ হয় কি না হয়, লোকে কয় কিনা কয়,
প্রেম রয় কিনা রয়, হেরিয়ে তব বিধান ॥
সদা দহি কিনা দহি, তাপ সহি কিনা নহি।
তাই কহি কিনা কহি, হই এ দুঃখেতে ত্রাণ ॥ ১২১৮ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

তপন সমান প্রাণ হই তব প্রেম লাগি।
কোথায় মিলন কিন্তু, সদা থাক হৃদে জাগি ॥
কে বুঝিবে এ কৌতুক, কহিতে বিদরে বুক,
অলি করে মধু পান, অরুণ কলঙ্কভাগী ॥
তুমি যে রাখনা মান, অন্যে তা জানেনা প্রাণ,
লোকে যেন বলে তুমি, মম প্রেম অনুরাগী ॥
কর্ম্মে হয় কিনা হয়, সে আমার ভাগ্যোদয়,
প্রকাশেতে মুখ রেখো এই মাত্র ভিক্ষা মাগি ॥ ১২১৯ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা।

তুমি যে বাস হে ভাল, বলে হবে না জানাতে।
জেনেছি ভাবেতে ভাব, পার কি আর লুকাতে॥
সকলি বুঝিতে পারি, বুঝিয়ে বুঝিতে নারি,
চোরেতে করয়ে চুরি, সাধু কি পারে মানাতে॥
এবে যে বাড়াবে মান, সে আশা করিনে প্রাণ,
কে দিলে মন্ত্রণা হেন, নালা কেটে জল আনাতে॥ ১২২০॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

বল কি হবে জানা'লে দুঃখ তায়।
সে যদি আমায় একান্ত না চায়॥
জানা'লে যাতনা বোধ, নাহি মানে অনুরোধ,
তবু কেন পোড়া মন, তারি পানে ধায়॥ ১২২১॥

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা।

মনের বাসনা যত, যদি কহিবারে চাই।
হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রকাশি না বলি তাই॥
মুখে বল ভাল বাসি, অন্তরে গরল রাশি,
নতুবা দেখিতে আসি, দেখা কেন নাহি পাই॥ ১২২২॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ভৈরবী—তেওট।

হৃদয়ে পাইয়ে তোরে না পূরিল আশা।
যেমন সাগর নীরে অন্যথা নহে পিপাসা॥
যাবৎ হৃদয়ে থাক, নিজ জন বলে ডাক,
অন্তরে অন্তর ভাব, সে ভাবে ভাবি হতাশা॥ ১২২৩॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ইমন—আড়া।

উচিত না হয় এবে, অবলা জনে বধিতে।
প্রথম মিলনে কত সাধিতে সাধে কাঁদিতে॥
বাড়াতে স্থরাগ রাগে, নব প্রেম অনুরাগে,
বিরাগ রাগ সে রাগে, কি রাগ জান বিদিতে॥
আর কি অধিক কব, বাড়াতে মান গৌরব,
বচনে পীযূষ মাখি, যেন শশী ধরে দিতে॥ ১২২৪॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ঝিঁঝিট—একতালা।

আপন ভাবিবে যারে, সে ভাবে আপন পরে।
যে প্রাণ সমান সেই হন্তারক প্রাণপরে॥
মুখে মধুমাখা হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
ভাসি যদি আঁখি নীরে, হাসি উপহাস করে॥ ১২২৫॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

বাহার—মধ্যমান।

কেবল হরেছ মন, মধুর বচনে।
নতুবা কি গুণ তব, ভাবি শয়নে স্বপনে॥
যে করে তোমার আশ, তারি কর সর্ব্বনাশ,
কিন্তু যে ঈষৎ হাস, বাঁধা সদা সে কারণে॥
যেমন কোকিলগণ, না জানে স্নেহ পালন,
কুরূপ প্রায় তেমন, নাহিক বিশ্ব ভুবনে॥
কেবল প্রিয় বচনে, প্রিয় ভাবে জগজনে,
আমি ত সেই কারণে, মজিয়াছি প্রাণপণে॥ ১২২৬॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

দুঃখিনীরে দুঃখনীরে প্রাণ কি দুঃখে ভাসালে।
আপনি না মজি প্রেমে অবলা মজালে॥

ভাল হই মন্দ হই, তোমা বই কারু নই,
এ যন্ত্রণা কারে কই, এজনে কাঁদালে॥
শয়নে স্বপনে থাকি, সদা প্রাণ বলে ডাকি,
মনো দুঃখ মনে রাখি, মান না জানালে॥
একি জ্বালা অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
মুখের গ্রাসের ভাত, হরিয়ে মজালে॥ ১২২৭॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

কামোদ—মধ্যমান।

কিবা তব ভাল বাসা, আশাতে প্রাণ অবশেষ।
না পূরিল মন আশা, বিপক্ষ হইল দেশ॥
মুখে বল ভাল বাসি, মনে অন্য অভিলাষী,
নহে কেন সুখ নাশি, দিতেছ যাতনা শেষ॥ ১২২৮॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

কানাংড়া—জলদ্ তেতালা।

কেবল তোমার ভাল আসিতে ভাল বাসনা।
দু জনে দ্বিমত হলে, প্রেম কি রবে বলনা॥
আমি ভাবি ও বয়ান, সতত হেরিব প্রাণ,
তুমি মনে ভাব আন, এভাবে ভুলে ভাব না॥
এসে বল যাই যাই, সে কথা প্রাণে সুধাই,
প্রাণ বলে কুপ্রি তাই, সবারি সম যন্ত্রণা॥ ১২২৯॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

কানাংড়া—জলদ্ তেতালা।

অন্তরে ভাল না বাস, মুখে বোলো ভালবাসি।
অন্যে যেন জানে প্রাণ, তুমি মম অভিলাষী॥
প্রণয়ে এইত সুখ, যে চায় যাহার মুখ,
সে ভাবিলে তার দুঃখ, সেই প্রেম সুখরাশি॥

তুমি ত্যজি সে বিধান, মানে কর অপমান,
আমি মনে ভাবি প্রাণ, বটে কিন্তু লোক হাসি ॥
পিরীতের এই ধারা, পিরীতে মজায় তারা,
না মজিলে মজে যারা, রয় পরিবাদে ভাসি ॥ ১২৩০ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

সিন্ধু—আড়া তেতালা।

আশায় আশায় বুঝি, থাকে না জীবন আর।
কিঞ্চিৎ নহিক সুখী, বৃথা আকিঞ্চন সার ॥
ক্ষণমাত্র সুখী হয়ে, চির দিন দুঃখে রয়ে,
অবশেষে লোকালয়ে, গঞ্জনা হল অপার ॥
এ নহে উচিত তার, অধীনা যে হয় যার,
তার করি দুঃখ সার, শোধয়ে প্রেমের ধার ॥
ছিছি প্রেম সুখাশায়, প্রাণ সঁপিলাম যায়,
দহে কায় কব কায়, সে দেয় ভূতের ভার ॥ ১২৩১ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি কি রীতি প্রাণ, তুমি নাকি তা জান না।
সবে বলে পর গুণ, ঘুণাক্ষরে কভু মান না ॥
যে মানে তোমার মান, তারি কর অপমান,
তব প্রেমে এ বিধান, মানিনীর মান রাখ না ॥
যে ভালবাসে তোমারে, তুঁমি না বাস হে তারে,
বাসিলে ভাল তাহারে, দেহ বিশেষ যন্ত্রণা ॥
যে তোমার মুখ চায়, তুমি নাহি চাহ তায়,
রাখ সদা যন্ত্রণায়, একি ভাব বল না ॥
যে তব সুখের সুখী, তব দুখে হয় দুঃখী,
ভাবনা তাহার দুঃখ, বলনা একি ছলনা ॥ ১২৩২ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

রতন অধিক তোরে যতন করিয়ে প্রাণ।
তিল আধ না হেরিয়ে, বিরহে মরিরে প্রাণ॥
বিনে তব চন্দ্রানন, মনাগুনে দহে মন,
নাহি দেহ দরশন, কর চাতুরীরে প্রাণ॥
আমি ভাল বাসি যাহা, তুমি ত না চাহ তাহা,
শয়নে স্বপনে তোরে, অন্তরে হেরিরে প্রাণ॥ ১২৩৩॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

ভাল বাসি বলে কি প্রাণ, আসিতে ভাল বাসনা।
কেমনই করম দোষ, নাহি পুরিল বাসনা।
হেরে শশী মুখ হাসি, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই কি দাসীরে রাখ, ভাবিতে তব ভাবনা॥ ১২৩৪॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

খাম্বাজ—ঠেকা।

বারণ কে করে বল সরল হইতে।
বিধান কে দেয় বল চাতুরী করিতে॥
যে তোমার অনুগত, তাহারে কর বঞ্চিত,
এ নহে তব উচিত, না পারি সহিতে॥ ১২৩৫॥

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সেকি দিবে রে নিদারুণ আপনারি মন।
যার লাগি ভেবে ম'লেম, হলেম জ্বালাতন॥
লোকের লাঞ্ছনা স'য়ে, না ডাকিতে দেখা দিয়ে,
আমার সমান হ'য়ে করিবে যতন॥ ১২৩৬॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বসে।
আমারে ত্যজিবার আশে।
আমিত জানিতাম ভাল,
সে যে বড় ভাল বাসে॥
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনমত ধন লয়ে, রয়েছে উল্লাসে ভেসে॥
আমার মনোবেদনা, সেকি তা জেনে জানে না,
কিসে যাবে এযন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥ ১২৩৭॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরম যাতনা, ভাল বাসার অযতনে।
একা যে একাজে মজে, বাজের অধিক বাজে প্রাণে॥
যে জন পিরীতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ সদা যারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে॥ ১২৩৮॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে তোরে শিখায়েছে বল, প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না॥
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান,
এমন করে কত জনার বধেছ প্রাণ বল না॥ ১২৩৯॥

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

প্রাণ সই সইলো সই, ও তার এত অযতন।
আমি যারে ভুমি সেত, তোযেনা তেমন॥
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে সেধেছে পায়ে ধরে,
এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন॥ ১২৪০॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

যতন করিতে তারে বাকী কি রেখেছি আমি।
আপন করম দোষে সে হ'ল কুপথগামী॥
যে জনে যে প্রয়োজন, সেই জানে আর জানে মন,
আর জানেন সেই জন, যে জন অন্তর্যামী॥ ১২৪১॥

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

কত ভাল বাসি তারে বলে কি তা জানাইব।
মনের দুঃখ মন জানে অপর কারে কহিব॥
সে যদি তা মনে ভাবে, তবে কেন দুঃখ রবে,
এত দুঃখে নাহি ভাবে, আর কত প্রাণে স'ব॥ ১২৪২॥

মহতাবচন্দ্র।

পূরবী—জলদ্ তেতালা।

অন্তরের নিধি তুমি কেমনে গেলে অন্তরে।
বল বল কেমন আছ গিয়েছ নয়নান্তরে॥
তুমি হয়েছ বিরূপ, তথাপি কি অপরূপ,
আমি কেন তব রূপ, সতত ভাবি অন্তরে॥
বলনা কি মনে ভেবে, অভাব ঘটালে ভাবে,
আমি ত আছি স্বভাবে, তব ভাব ভাবান্তরে॥
যত দিন বেঁচে থাকিব, স্বপনে নাহি ভুলিব,
উদ্দেশে সেবা করিব, থাক যদি দেশান্তরে॥ ১২৪৩॥

যদুনাথ ঘোষ।

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

গিছে আর কেন এলেহে জ্বালাতে।
শেষ কি রেখেছ বল দেশেতে টলাতে॥
সকলিত ঘটে কালে, সে সব কথা ভুলে গেলে,
কত যত্ন করেছিলে, আমার মন টলাতে॥

মনে হয় না যে কাতরে, কত কান্না পায়ে ধরে,
ভালবাসি হে তোমারে, কথাটি বলাতে ॥
দুঃখ না করি মনেতে, অবশ্য হবে মরিতে,
তুমি থাক এ জগতে, অধর্ম্ম ফলাতে ॥ ১২৪৪ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

খট—যৎ।

যতনে লইয়ে করে, কেন অযতন করে।
প্রকাশিতে নাহি পারি প্রমাদে হৃদি বিদরে ॥
থাকিত সে কত ভয়ে, সাধিত কত আশয়ে,
মানিত কত বিনয়ে, এখন পাইনা পায়ে ধরে ॥
রাজ্য লাভ হলে পরে, যেতনা জাহ্নবী পারে,
এখন দেখি অকাতরে, যায় দেশ দেশান্তরে ॥
কহিত সে সর্ব্বদাই, আর আমার কেহ নাই,
এখন আবার দেখ্‌তে পাই, রাবণের বংশ নগরে ॥ ১২৪৫ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

বাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা।

প্রণয় রাখিতে পার এমন হলে।
তুমি ভাস পরসুখে, আমি মরি দুঃখে জ্বলে ॥
হয়ে প্রাণাধিক প্রাণ, দহিতে রহিবে প্রাণ।
সে সব সহিব প্রাণ, আর তুষিব প্রাণ ॥ ১২৪৬ ॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

আর কিসে আকিঞ্চন, এখন।
যতন করিতে গেলে হয় অযতন, এখন ॥
আর ত সে ভাব নাই, আর সে স্বভাব নাই,
সে স্বভাব ভাব নাই, ভাব কত ভাব, এখন ॥ ১২৪৭ ॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

যাও হে ভব্যতা যত, জানা গেছে প্রাণনাথ।
মিছে বাক্যব্যয়ে আর কাজ নাই কাজ নাই।
বিধাতা বিমুখ হলে, সকলি কপালে ফলে,
ইথে তব কিছু মাত্র দোষ নাই দোষ নাই ॥
যদি তব সেই প্রেমে, এ দশা ঘটিল ক্রমে,
চির দিন প্রাণে যদি সবে তাই সবে তাই।
তবেত চপলা প্রায়, পোড়া প্রাণ যদি যায়,
তাহে কি ভাবিব দুঃখ বল তাই বল তাই ॥ ১২৪৮ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

সোহিনী—বাহার।

আমি ভাবি যার ভাবে সেত তা ভাবে না।
পড়ে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেম নিধি মিলিল না।
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা।
খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না ॥ ১২৪৯ ॥

মাইকেল।

লুম ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

সাধে কি বিমনে রই।
প্রাণ জ্বলে দুঃখানলে প্রাণপণে সই ॥
যে জন প্রেমের নিধি, সেই প্রেমে প্রতিবাদী,
তাই ভাবি নিরবধি, কারে বা তা ক'ই ॥ ১২৫০ ॥

দয়ালচাঁদ মিত্র।

মিশ্র ভৈরবী—মধ্যমান।

আরো কি তোমারে আমি সাধিব করেছ মনে ?
মরমে দহিব তবু, প্রকাশিব না বচনে।

না করিব মনান্তর, কিন্তু রব স্বতন্তর—
নয়নে হয়ে অন্তর—অন্তরে ও রূপ ধ্যানে!
অন্তর হ'তে করি অন্তর, সাধ্য নাই বিনা দেহান্তর,
তবু রহিতে স্থানান্তর, নিরন্তর শেখাব প্রাণে! ১২৫১ ॥
মনোমোহন বসু।

কাফি—একতালা।

তুমি কাহার হয়েছ যে আমার হইবে।
তবে যে আপন বলিয়া বলি, সে কেবল সরল স্বভাবে ॥
সাদরে সঁপেছি তোমারে এ মন,
কে জানে বিচ্ছেদ ঘটিবে এখন,
তখনি হইবে এ দুঃখ মোচন, যবে প্রাণ যাবে ॥ ১২৫২ ॥
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

একি হ'লো দায়, সে তো নাহি ফিরে চায়,
তবু তারে অনুক্ষণ, নয়ন হেরিতে চায়।
যদি আঁখি মুদে থাকি, অন্য দিকে মন রাখি,
তবুও যে পোড়া আঁখি স্বপনেতে হেরে তায় ॥ ১২৫৩ ॥
হরিশচন্দ্র মিত্র।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দেখা দিয়ে দেখা দাওনা।
সাধি কাঁদি ফিরে চাওনা।
বিভোর প্রাণ ভোরে, দেখিরে দেখি তোরে,
প্রাণ রাখি প্রাণ দাওনা ॥ ১২৫৪ ॥
গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেম ফাঁসি দিয়ে গলে বধিলে জীবন ॥

দেখা হ'লো হ'লো ভাল, দু দিনে সাধ ফুরাইল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ ॥ ১২৫৫ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাগেশ্রী- আড়াঠেকা।

প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে, সেই হন্তারক প্রাণে।
কাঁদিব আর কার কাছে, কে আর আমার আছে,
যারে পূজি হৃদি মাঝে, সেই বজ্র হৃদে হানে ॥ ১২৫৬ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আযরে চলে আয়।
এরা প্রাণের কথা বোঝে না, হৃদয় কুসুম দলে যায় ॥
হেসে হেসে গেয়ে গান, দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয়রে চলে আয় ॥ ১২৫৭ ॥

রবীন্দ্র।

পিলু।

বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়।
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা, সে সব পুরাণো কথা,
মনে ক'রে দেয় শুধু ভাঙ্গে এ হৃদয়।
প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার,
আমি যত বুঝি তব কে বুঝিবে আর।
প্রেম যদি ভুলে থাকো, সত্য করে বল নাকো,
করিব না মুহূর্ত্তেরও তরে তিরস্কার।
তখনিত বলেছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী।
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর কারেও ভাল বেসে সুখী যদি হও শেষে,
তাই ভাল বেসো নাথ, না করি বারণ।

মনে করি মোর কথা, মিছে পেয়োনাকো ব্যথা,
পুরাণো প্রণয় কথা কোরোনা স্মরণ ॥ ১২৫৮ ॥

রবীন্দ্র।

না না লুকাবনা আর।
আমি যারে ভাল বাসি সে নহে আমার।
সঁপিয়ে মন প্রাণ পাইনাকো প্রতি দান,
বলেছে সে দেখিবে না এ মুখ আমার।
লুকাবো না আর ॥ ১২৫৯ ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী ॥

সিন্ধুকাফি—মধ্যমান।

অকারণে কেন হায়! নাথ ভুলিলে আমায়?
জানি না কি দোষ আমি করিয়াছি তব পায় ॥
বিদায় হবার কালে, কত আশা দিয়াছিলে,
সকলি কি বিস্মৃত হলে?
আমি তো পারি নাহে নাথ!
তিলেক ভুলিতে তোমায় ॥ ১২৬০ ॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মিশ্র—জলদ্ তেতালা।

কেন বা করিলে প্রেম, কেন বা ভাঙ্গিলে।
বুঝিতে না পারিয়ে প্রাণ তোমার প্রেমের লীলে ॥
রতন ভাবিয়ে প্রেম, যতনে করে ছিলে।
আদরে আকাশে তুলে, কেন ভূতলে ফেলিলে ॥
অনুমানে বুঝা গেল, মনে কপটতা ছিল,
নতুবা কেন পিরীতি ভাঙ্গ্‌লে মিছে কথার ছলে ॥ ১২৬১ ॥

নবকুমার মিত্র।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

তারে-বোলো বোলো। (ও সই)
বড় ভাল বেসে শেষে প্রতিফল পেলাম ভাল।
দেবতা ভাবিয়ে তারে, পুজিতাম হৃদয় ভরে,
অনুষ্ঠানের ত্রুটি সইরে বুঝি বা কিছু ঘটিল।
যা হবার তা হয়ে গেছে, সুধাইও সে কেমন আছে,
তুলোনা তাহার আছে, এ দুঃখ কথা সকল ॥ ১২৬২ ॥

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধরি ধরি মনে করি, ধরিতে না পারি তায়।
আমি যারে বাঁধিয়াছি সে আমায় ছেড়ে যায় ॥
হায়রে দারুণ বিধি, এই কি তোমার বিধি,
হৃদয়ের প্রেম নিধি যতনে কেন হারায় ॥
যতনে ডাকি যাহারে, রাখিতে হৃদয়াগারে,
সেই মম প্রাণ পাখী উড়ে উড়ে উড়ে যায় ॥ ১২৬৩ ॥

কথা কইওনারে আর।
অপমানে আঁখি তুলে চাওয়া হবে ভার ॥
শুধু চেয়ে যাও চলে, অশ্রু থাক আঁখি কোলে,
অধরে মলিন হাসি, প্রাণে হাহাকার ॥ ১২৬৪ ॥

ঝিঁঝিট।

কাজ কি পিরীতে সইরে সে যদি আমার নয়।
যারে আমি অভিলাষী সে যদি না বশে রয় ॥
কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, পিরীতের ভার মাথায় ল'য়ে,
লোকের লাঞ্ছনা খেয়ে, আছি তার কেনা হ'য়ে,
সে যদি সাবধানে রয়, না করে বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১২৬৫ ॥

ঝিঁঝিট।

যে নয় আমার বশ তারি বশীভূত হ'লাম।
নিয়ত যতন ক'রে কতই যাতনা পেলাম ॥
যারে ভাল অভিলাষী, বিধিমতে ভালবাসি,
আদরেতে দিবানিশি, কি সুখে রাখিলাম ॥
সে হ'লোনা অনুগত, থাকৃতো নাতো মনোমত,
হয়েছে মিছে মিলিত, এত দিনে বুঝিলাম ॥ ১২৬৬ ॥

বেহাগ—একতালা।

একিরে যাতনা।
না জানি কারণ, কেন সে কঠিন,
আমি করি যার সতত ভাবনা।
সোহাগের সূতে সাদর ভরে, প্রণয় কুসুম চিকণ হারে,
গাঁথিয়ে পরাতে চাহিগো যারে,
স্ব করে ছিঁড়িতে করে সে বাসনা।
নবীন নীরদ বিনা চাতকিনী, ভাসে আঁখি জলে হয়ে বিষাদিনী,
নবঘন রাশি আসিয়ে তখনি, নিবারে দুঃখ তার—
সকলেরি দুখ ক্ষণকাল রয়, ক্ষণ পরে হয় সুখেরি উদয়,
আমারি কেবল ঘুচিবার নয়, কতবা সহিব বিষম বেদনা ॥ ১২৬৭ ॥

সিন্ধু—একতালা।

এত যতন করিয়ে তবু পেলেম না তার মন।
কি জানি সজনি আমার কপাল কেমন ॥
কে বলে সরল তারে, জেনেছি তার ব্যবহারে,
অবলা মজাতে পারে, সে জন কেমন ॥
আমি ভালবাসি যত, সে যাতনা দেয় তত,
হয়ে থাকি চোরের মত, সার করি রোদন ॥ ১২৬৮ ॥

খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

সেই তুমি সেই আমি, কোথা গেল সেই ভালবাসা।
কার অনুরোধে ঘুচালে আমার আশা।
বলে ক'য়ে মন দিলে, মজালে প্রেমেরি ছলে,
সে মন কখন নিলে, নাহি জানালে।
আমার অবোধ মন, তোমাতে আছে তেমন,
সদা করে জ্বালাতন, দারুণ প্রেমের পিপাসা ॥ ১২৬৯ ॥

যতন বাড়া'য়ে তুমি আর আমারে কাঁদাইওনা।
অকূল পাথারে তুমি আর আমারে ভাসাইওনা।
দিয়েছ যে প্রাণে ব্যথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
ব্যথার উপরে ব্যথা আর আমারে দিওনা ॥ ১২৭০ ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

প্রাণে আর বেদনা দিওনা, কত সয় বলনা।
মন প্রাণ হরে নিয়ে আর আমায় কাঁদাইওনা।
যতনে সঁপিনু তোমারে মরম সোহাগ ভরে রে।
এখন তুমি হাতে পেয়ে দাও আমারে যাতনা ॥ ১২৭১ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

চলো সখি চলো চললো সবাই।
আসিতে দিবনা শ্যামে দ্বারে গে দাঁড়াই ॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের ধার, ধারে না প্রেমের ধার,
শঠের কপট প্রেমে আর কাজ নাই ॥ ১২৭২ ॥

সারা—ঢিমা তেতালা।

সখি সে মনে করে না কেন যার লাগি অপমান।
দিবা বিভাবরী, আপনা পাসরি, সতত তারি মনন ॥ ১২৭৩ ॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আর তোমার আলাপে কাজ নাই।
যে আলাপে মনস্তাপে, প্রাণে ব্যথা পাই॥
যে দিয়েছ প্রাণে ব্যথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
এখন যে কই কথা, লোক লাজ নাই॥
গোড়া কেটে জল ঢালে, লাথি মেরে পায়ে পড়ে,
এই কি তোমার প্রেমের ধারা বলিহারি যাই॥ ১২৭৪॥

বেহাগ—খেমটা।

আমার যেমন মন তার কি তেমন সই।
তথাপি তাহার আমি অধীন হয়ে রই॥
না দেখিয়া তার মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
আমার কপাল কেমন, আমি তার কেহ নই॥ ১২৭৫॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—টিমা তেতালা।

কঠিন হৃদয় যার সে কেন পিরীতি করে।
বন পোড়ে সকলে দেখে, মন পোড়ে কেউ না দেখে রে॥
কোথা থাক কোথা যাও, বারেক না ফিরে চাও,
আসি বলে চলে গেলে ফাঁকি দিয়ে অবলারে॥ ১২৭৬॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেন মন সঁপেছিলাম নিদয় জনে।
সে যে নিদারুণ অতি আগে জানিনে॥
আগে ভেবেছিলাম সার, সে আমার আমি তার,
এখন সে বল কার, বাঁচিনে মিলন বিনে॥ ১২৭৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

ভাল বাসি বলে কাঁদালে।
ভাল ভালবাসা জানালে॥

যদি মজিবে না মনে ছিল, (তবে)
আমায় কেন মজালে।
দহিলে দহিলে প্রাণ, বিচ্ছেদ অনল জেলে॥
বুঝিলাম তব চিত, পাষাণেতে বিরচিত,
দিলে দুঃখ যথোচিত, ভাল বেসেছি বলে॥ ১২৭৮॥

এত ভালবাসা রে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে?
বোঝা গেল রীতি তব বিশেষ প্রকারে॥
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতে ছিলে মায়া জাল, অবলা বধিবার তরে॥ ১২৭৯॥

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বোলো গো সজনি তারে মন ফিরে দিতে।
অরসিকে মন প্রাণ না চাহি সঁপিতে॥
আগে নাহি জেনে গুণ, সঁপেছিলাম মন প্রাণ,
তা না হ'লে হবে কেন এ যন্ত্রণা সহিতে॥ ১২৮০॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রেম করে সদা প্রাণ ছলনা উচিত নয়।
মমতা হলোনা প্রাণে, শঠতা আর কত সয়॥
মুখে এক হৃদে আর, কত ছল বোঝা ভার,
কথায় কথায় ভাবান্তর, কেমনে প্রণয় রয়॥
সুজন হয় যে জন, পরেরে করে আপন,
যথা পরশে রতন, লোহা সে সুবর্ণ হয়॥ ১২৮১॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

কাতর ক্ষুধিত জনে কেন এত প্রবঞ্চনা।
বিন্দু দানে সুধা সিন্ধু শুখাবে কি চন্দ্রাননা॥

হয়ে তব অভিলাষী, আনন্দ সাগরে ভাসি,
ভাল বাসি তাই আসি, হয় হে মম যাতনা ॥
দেখ দেখ সুধাকরে, চকোরেরি দুঃখ হরে,
সুখে সুধা দান করে, করে কি তারে ছলনা ॥ ১২৮২ ॥

আমি যারে চাই (ওরে) সেতো না চায় আমারে।
তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ সদা কেমন করে।
যারে না দেখিলে পরে, প্রাণ থাকেনা তিলেক ঘরে।
সে বিনে আমার এখন কি হবে উপায় রে।
ভাল বেসে এই হলো, শরীর মন সকলি গেল,
তবু সে আমার পানে ফিরে না চায় রে।
সদাই ভাবিয়ে তারে, হৃদয় গেল ভেঙ্গে চুরে,
তবু কেন তার তরে মন উচাটন রে ॥ ১২৮৩ ॥

ঝিঁঝিট—পোস্তা।

পর সঙ্গে প্রেম করে দিবা নিশি মরি ঝুরে। (সই)
আমি করি আপন আপন, তার তেমন নহে মন,
পর কি জানে পরের বেদন, বল দেখি সুধাই তোরে।
তাহার পিরীতে ভুলে, কালী দিলাম কুলে শীলে,
সে তা কই বুঝিল প্রেম, ভাঙ্গিল যে একেবারে। (সই)
পুরুষ কঠিন মর্ম্ম, না জানে পিরীতি ধর্ম্ম,
তাই দিবা নিশি ভাবি অন্তরে। (সই) ॥ ১২৮৪ ॥

থাম্বাজ—কাওয়ালি।

ওরে কঠিন নিদয়,—
ভুলেও কি ভাবনা মনে কত দুঃখ মনে হয়।
কাঁদায়ে ব্যথিত প্রাণে, কত সুখ পাবে প্রাণে,
ভেবে দেখ মনে মনে, কাঁদালে কাঁদিতে হয় ॥ ১২৮৫ ॥

এই কি কপালে ছিল।
কেঁদে কেঁদে দিন বহিল॥
করি যার উপাসনা, সেই করে প্রতারণা,
নারী হয়ে কি লাঞ্ছনা, বিধি কি বাদ সাধিল॥
বসন ভূষণ ধন, সব হল অকারণ,
দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন, পোড়া প্রাণ রহিল॥ ১২৮৬॥

প্রেম করে প্রাণ সখি পড়েছে গো প্রেম দায়।
পরেরে আপনার ক'রে আপনার প্রাণ যায॥
ত্যজে সখি কুল মান, সঁপিলাম মন প্রাণ,
সদা করে অপমান, তবু তারে প্রাণ চায়॥ ১২৮৭॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

মন চায় দেখিতে যারে, সে কেন রে দেখা দিতে এত ছলনা করে?
যারে ভাবি নিরন্তর, সে ভাবে না একবার,
তবু তার তরে কেন মন কেমন করে?
আমি আছি তার আশে, অপরে সে ভাল বাসে,
চতুরে সঁপিয়ে প্রাণ, সদা নয়ন ঝরে॥ ১২৮৮॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যত ভাল বাসরে প্রাণ প্রকাশিলে ভাল রূপে।
বিষম চাতুরী করি, মজাইলে বিষকূপে॥
যে মনে হরিলে মন, কোথা এখন সে মন,
আগে জানিলে এমন, মজিতাম না কোন রূপে॥ ১২৮৯॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

আগে জান্‌তাম যদি নিরবধি কাঁদাবি আমায়।
তা হলে কি মন প্রাণ সঁপিতাম তোমায়॥

আগে না বুঝিয়ে মনে, মজেছি তোমার সনে,
এখন দুকুল গিয়াছে আমার এবার বুঝি প্রাণ যায়॥
ভেবেছিলাম পরেশ পাথর, কপাল ক্রমে হ'লো পাথর,
বোবারি স্বপনের মত, প্রকাশ করা দায়॥ ১২৯০॥

অন্তরে অন্তর কখন না করি।
তথাপি সে আমায় করে চাতুরী॥
চাতকী যেমন, বারির কারণ, করে আরাধন,
দিবসশর্ব্বরী॥ ১২৯১॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখা হলে তারি সনে আমার কথা বোলো বোলো।
যে যাহারে ভাল বাসে তারে কি কাঁদান ভাল॥
আমি মরি যার তরে, সে ভাল বাসে না মোরে,
তথাপিও আমি তারে, এখনও যে বাসি ভাল॥
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে ঝুরে কি মম লাগি,
বোলো তারে ভাবি তরে, ত্বরায় ঘেরিবে কাল॥
বোলো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায় না ব্যথা,
আমি মরি কারাগারে, সে আমার থাকুক ভাল॥ ১২৯২॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মরম বেদনা সখি দিয়েছে সে আমারে।
এতোধিক্ হবে শেষে ভাল বেসে তাহারে॥
কেন তারে হেরেছিলাম, কেন প্রেম করেছিলাম,
কেন মন মজাইলাম চিনিনাকো যাহারে?
এখন সে অসি ধরে, আঘাত করে স্ব করে॥ ১২৯৩॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কেন তারে সঁপিলাম মন।
আগে কি জানিতাম আমি হইবে এমন॥

সঁপিয়ে আমার মন, না পাই তার দরশন,
স্মর দহে সদা আমি দহিছি এখন ॥
ভাবিয়ে কি ফল, আঁখি নীর শুধু সার,
দ্রবিবেনা আর তার, কঠিন হৃদি কখন ॥ ১২৯৪ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

এ কেমন ছলনা তব বিধুবদনে।
আমি যেমন ভাবি আপন, তুমি না ভাব তেমন,
আগে নিলে মম মন, কিন্তু না দিলে আপন,
এ দুঃখে দহন, সদাই হ'তেছি প্রাণে ॥ ১২৯৫ ॥

কামোদ—রূপক।

মন প্রাণ যারে চায়।
সে কেন দহন করে অবলায় ॥
আমি কাঁদি যার তরে,
সেত না স্মরণ করে,
মন প্রাণ দিয়ে পরে, হ'ল একি দায়।
হেরি যার রূপ রাশি,
আনন্দ নীরেতে ভাসি,
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসি, সে কেন পলায়।
প্রেম ব্রত সাঙ্গ হল, মুদিত সুখ কমল,
জীবন সদা বিকল, বিরহ জ্বালায় ॥ ১২৯৬ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কে জানে এমন কঠিন।
মুখে বলে ভাল বাসি, অন্তরে তার অন্য মন ॥

আমারে একা ফেলিয়ে, রইল ভালবাসা ল'য়ে,
কে তারে বুঝাবে গিয়ে,
নাহি হেরি অন্য জন ॥ ১২৯৭ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেবল কথায় নাকি যায় কভু প্রেম রাখা।
জল বিনা পিপাসিতে প্রবোধ কি মানে সখা ॥
প্রথমেতে প্রাণনাথ সোহাগ বাড়ালে কত,
এখন সে ভাব যত হ'ল কি চোখের দেখা ॥
যা হবার তাই হ'লো, প্রেম ভ্রম ফুরাইল,
শেষ মাত্র এই হ'লো, দেহেতে জীবন রাখা ॥ ১২৯৮ ॥

আমি তারে প্রাণ দিয়ে পাগলিনী হয়েছি।
অমৃত ভাবিয়ে আমি গরলে প্রাণ ঢেলেছি ॥
লোকে বলে দিওনাক, আমি তারে দিয়েছি।
সে দেবেনাক প্রাণ মন আগে কি তা জেনেছি ॥ ১২৯৯ ॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদিরে প্রাণ বেঁচে থাকি।
দেখ্‌লাম কত দেখ্‌বো কত আর কত আছে বাকি ॥
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা ক'রে,
জমা খরচ মিলন ক'রে, শেষে বুঝে লব বাকী ॥ ১৩০০ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালি।

সুধাই তোমায় সুধামুখি, ভুলেছ কি আছে মনে।
বল দেখি বিধুমুখি, কি কথা ছিল দুজনে ॥
তব প্রাণ দিবে বলে, ভুলায়ে মন যে নিলে,
কি জানি ছলে কৌশলে, মন জানে আর ধর্ম্ম জানে ॥ ১৩০১ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

বোলোনা বোলোনা, আমারে বোলোনা,
মিনতি তোমার পাশে।
নিদারুণ কথা, শুনিলে শ্রবণে,
অন্তর দুঃখেতে ভাসে॥
কি লাগি কি বলি যাবগো সেখানে,
যে জন হেরিলে ব্যথা পাই প্রাণে,
কেমনে সহিব, মরমে মরিব, সে যদি উপহাসে॥ ১৩০২ ॥

মূলতান—আড়াঠেকা।

কেনরে নয়ন আর হেরিতে বাসনা তারে।
নিরন্তর যেই জন ভাসাইছে আঁখি নীরে॥
করিয়া বহু যতন, এই হল উপার্জ্জন,
কুলে দিলাম বিসর্জ্জন, তারে নিরীক্ষণ করে।
যে প্রেম কর সাধন, সে প্রেম নহে রতন,
সে যে অতি নিদারুণ যন্ত্রণা ব্যবসা করে॥ ১৩০৩ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

প্রেম সাধ করে হারাইলাম কুলশীল মান।
না গেল পিপাসা সইরে হ'লেম অপমান॥
যারে ভাবি আপন আপন, সে দেয় প্রাণে বেদন,
ভেবে হ'লেম কালী বরণ, ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ ১৩০৪ ॥

বেহাগ—একতালা।

ছিছি হে নিদয়।
বিস্মৃতি সাগরে, ডুবালে আমারে,
দুঃখিনী বলিয়ে মনে নাহি হয়॥

ছিল যে কাননে, তুলি সে প্রসূনে,
নাহি পরি গলে, ভাসাইবে জলে,
যদি ভেবে ছিলে, কেন হরে নিলে,
মন প্রাণ ছলনায়।
পান করি সুধা প্রণয় পূরিত,
আশা পূর্ণ তব নাহি কি হইত,
ছিল নাকি ওহে গুণ মনোমত,
ভুলিলে কেন আমায় ॥ ১৩০৫ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আমার মত সখি তার নয় রে।
সে যদি আমার হ'ত বিচ্ছেদে কি ভয় রে ॥
মুখে এক মনে আর, সকলই চাতুরী তার,
সই কত বারে বার, আর নাহি সয় রে ॥ ১৩০৬ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

প্রেম সাধ করি।
কি করি, মনেরে বুঝাতে নারি, বল্ গো সহচরি ॥
সতত বাসনা যারে, রাখিতে হৃদি মাঝারে,
সে করে চাতুরী।
তিলেক না হেরে তারে,
প্রাণে মরি মরি ॥ ১৩০৭ ॥

তোমার আশায় রয়েছি চারি জন।
কে কে শোন—আমার মন, প্রাণ, নয়ন আর শ্রবণ ॥
আশাতে আকাশে তুলে, শানে ফেলে আছাড়িলে,
ছি ছি নাথ কঠিন এমন ॥ ১৩০৮ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেমনে জানাব মম মন।
যে করে আমার প্রাণ, বিনা তব দরশন॥
প্রকাশিলে লোকে বলে, নারী ফেরে নানা স্থলে,
বিরলে নয়ন জলে, ভাসে বুক প্রাণ ধন॥
তুমি ত সখা আমারে, ভাবনা কিছু অন্তরে,
ঐ খেদে মন ঝরে, হৃদি হয় বিদারণ॥১৩০৯॥

—◇◈◇—

আমার যে হ'তে চাও আগে হও আপনার।

মহড়া।

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুনে, আমি জল্‌ব বই আর বল্‌ব কি॥
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ নিজ দুঃখ তোমায় বলিনে॥
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফল্‌বে কি॥

চিতেন।

আমায় বোলে, আমায় ছোলে, প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্দী হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে॥
বিরস মুখের হাসি দেখে, বল কে হবে সুখী।

অন্তরা।

তুমি ছিলে যখন আত্মবশে রসে জুড়াইতে।
পরেরহো.য় আর কি এখন পার জুড়াতে॥

আমার যা হবার হলো, প্রাণ ভাল দায়ে পড়েছ।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ॥
সন্ধি যোগে সে শশীর স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়॥
সারা নিশি সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদ মুখ দেখি॥ ১৩১০॥

রাম বসু।

বাহার—মধ্যমান।

কোথা হারাইলেরে তারে মন কেমন দেখি তোমারে।
আমার যে হতে চাও আগে হও আপনার;
যা তোমার কাছে নাই, তাহা আমি দিতে চাই,
সদা ঐ ভয় পাই, পেয়ে পাছে না দাও ফিরে॥ ১৩১১॥

কালী মির্জ্জা।

সারঙ্গ—মধ্যমান।

ক'বে কি মনের কথা, কোথা মন হারায়েছ।
পরেরে সঁপিয়ে মন, ভাল ভাব বাড়ায়েছ॥
না জানি তোমার মন, মজাইবে অন্যজন,
কেননা অনেক মন, ছলে তুমি মজায়েছ॥
কিবা অপরূপ আহা, অনুপম রূপ যাহা,
আপনি ভুলিয়ে তাহা, জগতেরে দেখায়েছ॥ ১৩১২॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

নির্ব্বাণ অনল আর জ্বালিওনা।

ভৈরবী—আড়া।

নির্ব্বাণ মনো আগুন আজ কেন জ্বালাতে এলে?
প্রাণে কিছু থাকে নাহে আর, সে সব কথা মনে হলে॥
মনে ভেবে দেখ দেখি, আর কি তা আছে বাকী,
কি দোষে করিয়ে দোষী, আমায় বনবাস দিলে॥ ১৩১৩॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বোলোনা।
আর বোলোনা আর তুলোনা।
ক্ষম গো সখা ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক সুখে থাক হে—আমারে দেখা দিওনা,
দেখা দিওনা—নিভানো অনল জেলোনা।
আর বোলো না, আর বোলো না, আর তুলো না,
ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি সব বাসনা॥ ১৩১৪ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভয় রবে রাগ নিদয় ক'রোনা।

মুলতানী—ঢিমা তেতালা।

বোধ না হইলে ভ্রম ঘুচিবে কেমনে।
করিছ ক্রোধ অবোধ অবলা বচনে॥
বারণে অজ্ঞানে ভেদ না হয় কখন।
অঙ্কুশে উচিত হয়, সুচিত সুজনে॥ ১৩১৫ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—অলদ্ তেতালা।

ভয় রবে রাগ নিদয় ক'রোনা।
তোমাতে থাকিলে ভয়, আর কি ভাবনা॥
অবলার কিবা বোধ, তাহাতে করেছ ক্রোধ,
বুঝালে হে আর মত, কখন হবে না॥ ১৩১৬ ॥

নিধু বাবু।

এত আশা ভাল বাসা ভুলিলে কেমনে ?

ঝিঁঝিট।

এত আশা ভাল বাসা ভুলিলে কেমনে ?
এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে,
এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে।
বসি এই শীলাতলে, এই নিঝরিণী কূলে,
বলেছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে ? ১৩১৭ ॥

নবীনচন্দ্র সেন।

রবি ও কমলের প্রেম কি মানুষে সাজে ?

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

মননে যে হয় সুখী প্রেয়সি সুখ বিহনে।
না পূরে মনের সাধ শুধু দরশনে ॥
নীরে নহে তব বাস, আমার নহে আকাশ,
তবে কেন হেন প্রেম হলো তব সনে ॥ ১৩১৮ ॥

রাধামোহন সেন।

পূরবী—তেওট।

হইলে এমন প্রেম প্রাণ, সহিবে কেমনে।
যেমন কমলে সুখী, রেখেছে তপনে ॥
উদয়ে উদয় সুখ, বিষাদ অস্তবে হবষিত মুখ,
জীবন রাখিতে দেখ, ব্যাকুল জীবনে ॥
দুই দিনেতে মরণ, কোন মতে দুঃখের নাহি মোচন,
দেখ এক অদর্শনে, আর দরশনে ॥ ১৩১৯ ॥

রাধামোহন সেন।

পর কি আপনার হয় ?

মহড়া।

আমার পর ভেবে সই পর সকলি হোয়েছে।
আমি যে পর ভজিলাম্ সখি, পর সুখে হব সুখী,
অপরে কি আছে বাকী, সে পরে পর ভেবেছে ॥
অতঃপরে না জানি কি কপালে আছে।
যার লাগি ঘরে হলেম্ পর, সে ভাবিল পর।
পরে আবার-সাধে বাদ, শুনি পরস্পর ॥
পরম ভাজন ছিল যে জন, পরোক্ষে সে হাসিছে ॥

চিতেন।

না বুঝে সই পরের প্রেমে মজ্লাম একবার।
সখি সেই পরে, তারোপরে, পরে, মন ছিল আমার॥
সে পর বিধির সংঘটন, পরম ভাজন।
তৎপরে তৎপরে ভেবে পরে দিলাম মন ॥
আবার তারে, অন্য পরে, পর কোরে রেখেছে॥ ১৩২০ ॥

রাম বসু।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

পরে যে পরের তরে বৃথায় যতন করে।
আপনা ভাবিয়ে পরে আঘাত প্রাণেরোপরে ॥
পরশ জানিয়ে পরে, সুখী হয়ে পরস্পরে,
বুঝিতে নাহিক পারে, কি হবে তাহার পরে ॥ ১৩২১ ॥

কালী মির্জা।

কাফি সিন্ধু—আড়া।

পরেরে আপনা ভাবো আপনা কি পরে হয় ?
যদ্যপি হয় আপনা, সদাই থাকে ভাবনা,
কি জানি কি পরে হয় ॥

তবে বল কর কেন, উভয় উত্তম জন,
পরস্পর জ্ঞান হয়।
না করিয়ে বিবেচনা, শেষে অশেষ যন্ত্রণা,
কি হ'লো অপরে কয় ॥ ১৩২২ ॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট—একতালা।

সে আমার হইবে কেন যে নহে আপন।
আমার যেমন মন, তার কি সখি তেমন ॥
আপন আপন আপন করে, মরমেতে থাকি মরে,
শেষে কিনা ঘরে পরে সার হইল গঞ্জন ॥ ১৩২৩ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

প্রেম করে পর সনে পাইতেছি এ যাতনা।
প্রাণ সম ভাবি পরে পর আপন হ'লোনা।
না বুঝে মজিলাম পরে, না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে, কতই হবে লাঞ্ছনা ॥ ১৩২৪ ॥

মহতাবচন্দ্র।

পিলু—অলদ্ তেতালা।

আপন ভাবিয়ে তারে যতন করিলাম কত।
সেযে আমায় ভাবে পর, পরে হ'লেম অবগত ॥
আপন জানিয়ে পরে, মন দিয়াছিলাম পরে,
জানিলাম এখন অন্তরে, পরের না যায় পররীত ॥ ১৩২৫ ॥

মহতাবচন্দ্র।

কুসুমে পাষাণ।

ঝিঁঝিট—অলদ্ তেতালা।

কিরূপ সৃজন নারী, বুঝিতে নারি কারণ।
বিধু মুখে মৃদু হাসি, সুধা সম সুবচন ॥

ইন্দীবর সুনয়ন, অম্বুজ সম বদন,
কুন্দ কলিকা দশন, মরি কি সুদরশন ॥
নব পল্লব অধর, তিল ফুল নাসাবর,
অকলঙ্ক কলেবর, চম্পক দল বরণ ॥
কুচপদ্ম মনোহর, মৃণাল যুগল কর,
উরু রম্ভা তরুবর, রক্ত কমল চরণ ॥
দেখ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে, সবলোকে সমাদরে,
রাখে সদা হৃদি পরে, রমণী অমূল্য ধন ॥
যতনে ক'রে নির্ম্মাণ, বিধাতার কি সুবিধান,
চিত্ত করিল পাষাণ, সেই খেদে কাঁদে মন ॥ ১৩২৬ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

নয়নে কেবল, নীল উত্পল,
মুখে শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল ॥
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়ে অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে,
পাষাণেতে তব মন গড়িল ॥ ১৩২৭ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

তুমি যে বাসনা ভাল তাহে আমি আছি ভাল।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

তুমি যে বাসনা ভাল, তাহে আমি আছি ভাল।
স্বভাবে সবার তোষ, অভাবে আমি কেবল ॥

তব স্বানুকূলভাগী, অনেক তার অনুরাগী,
রাখিয়াছ মোর লাগি, ভাগীশূন্য প্রতিকূল ॥ ১৩২৮ ॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আমায় কেউ যেন ভাল বাসেনা।

ভৈরবী—মধ্যমান।

এই মনে বাসনা সদা আমায় যেন কেউ ভাল বাসেনা।
পরে ভাল বাসিলে প্রাণেতে পাব বেদনা ॥
পরে চাতুরী করিলে, আমিও ফিরিব ছলে,
ভাসিব না নয়ন জলে, এড়াব প্রেম যাতনা ॥ ১৩২৯ ॥

শ্রীধর কথক।

দিবনা হৃদয় শুধু।

বাগেশ্রী—খেমটা।

কে যেতেছিস্ আয়রে হেথা হৃদয় খানি যানা দিয়ে।
বিম্বাধরের হাসি দেব, সুখ দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
হরিণ আঁখির অশ্রু দেব, অভিমানে মাখাইয়ে।
অচেতন করব হিয়ে বিষে মাখা সুধা দিয়ে।
নয়নের কালো আলো সরসে বরষিয়ে।
হাসিব যায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
মৃণাল বাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দিব,
দিবনা হৃদয় শুধু, আর সকলি যানা নিয়ে ॥ ১৩৩০ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদায়।

বিভাস।

সুন্দরি না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা, আনে কি জানিবে ব্যথা,
ভালে হর ভেল আধ অঙ্গ॥
তুহুঁ হাম তনু ভিন, শ্রবণে জীবনে ক্ষীণ,
কেমনে ধরিব আমি বুক?
হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি জান,
বিরমহ দেখি চাঁদ মুখ॥
না দেখিলে কিবা হয়, পলক অলপ নয়,
ইথে আঁখি অধিক তিয়াষ।
পরাণ কেমন করে, মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ॥
পরশ লাগিয়ে তোর, হিয়া কাঁপে থর থর,
নিমেষের তরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভণি, আনতমুখ ধনী,
জড়মতি ভেল প্রেমভরে॥ ১৩৩১॥

রায় বসন্ত।

যদি যাবে আমা ছাড়্যা, প্রাণ ক্যান লও কাড়্যা,
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ,
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥
প্রবোধ করিবা তায়, ঠেকিবে দারুণ দায়,
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিৎ হারাবে লো।
কয়্যা দিনু শেষ মর্ম্ম, বুঝিয়া করহ কর্ম্ম,
পদে পদে হবে জ্বালা বিপদ এড়াবে লো॥ ১৩৩২॥

ভারতচন্দ্র।

মহড়া।

তবে কি হবে সজনি নাথো মান কোরে গেল।

প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ,

আবার দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বল্‌তে হোলো॥

চিতেন।

বিধিমতে প্রাণনাথেরে, করিলাম বারণ।

কোরোনা কোরোনা, বঁধু প্রবাসে গমন॥

সে কথা না শুনে প্রাণনাথ্।

অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত॥

নারী হোয়ে, করে ধরে, সাধ্‌লাম তারে,

তবু না রহিলো॥ ১৩৩৩॥

রাগ বসন্ত।

মহড়া।

মনে রইল সই মনের বেদনা।

প্রবাসে যখন যায় গো সে,

তারে বলি বলি বলা হ'লো না।

শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,

নির্লজ্জ রমণী বোলে হাসিত লোকে।

সখি ধিক্ ধিক্ আমারে ধিক্ সে বিধাতারে,

নারী জনম আর যেন করে না॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল,

এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।

হাসি হাসি যখন সে আসি বলে,

সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে,

মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইওনা।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌লাম সজনি।
অনা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি হল বিপরীত,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ।
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণ বাঁচান ভার।
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার।
কারে এ দুখ ক'ব সই, কত আর প্রাণে স'ই,
হ'লো গো একি সখি যন্ত্রণা॥ ১৩৩৪॥

রাম বসু।

মেঘ—আড়া তেতালা।

বরষা তব গমনে, বরিষে নয়ন ঘনে।
নিবারিতে নাহি পারি, শ্যামহে, এ শ্বাস পবনে॥
যাই বাক্য কর পাত, দুঃসহ সে বজ্রাঘাত,
তাহাতে মতি চঞ্চলা, চঞ্চলা তাড়নে।
বিচ্ছেদ চাতক তায়, দুঃখ উক্ত গান গায়,
বিষাদ তিমিরাবৃত, হৃদয় গগনে॥ ১৩৩৫॥

রাধামোহন সেন।

বিরারী—আড়া তেতালা।

ক্ষণেক আর তোমারে শ্যাম করি দরশন।
না জানি হইবে কবে শ্যাম, পুনঃ এ মিলন॥
তুমি তো এখনি যাবে, আমি র'ব এইভাবে।
নয়ন মুদিয়া সদা করিব মনন॥ ১৩৩৬॥

রাধামোহন সেন।

গুর্জ্জরী—রূপক তাল।

কি কব তোমায় রে, চাহিছ বিদায় রে, হায় হায় হায়রে।
যাই বলিলে হইবে, প্রাণনাথ, হীন মমতায় রে।
গমনে করে বারণ, অমঙ্গল আচরণ,
থাকিতে কহিলে পরে প্রভুত্ব জানায় রে।
তব বাসনা যেমন, যদ্যপি কহি এমন,
তাহাতে ঔদাস্য হয়, বিধিমতে দায় রে। ১৩৩৭ ॥

রাধামোহন সেন।

পূরিয়া আশাবরী—আড়া তেতালা।

যাবে যাও শ্যাম হে, ক্ষণেক রহিয়া।
নিতান্ত যাইবে যদি, আমারে দহিয়া ॥
করিয়াছ সহকারী, সুখ মন দুই আমারি,
যাইতে নিষেধ তিনে, একত্র হইয়া ॥
নৈরাশ বচন দিয়া, আশা প্রবোধ করিয়া,
জীবনেরে সঙ্গে দিব চতুর করিয়া ॥ ১৩৩৮ ॥

রাধামোহন সেন।

গুর্জ্জরী—রূপক তাল।

সুমঙ্গল আচরণে করহে গমন।
করিয়াছি অমঙ্গল গমন সময়ে, করিয়া বারণ ॥
এই অবসর দেহ স্থির হকু মন, বিধুমুখ নিরখিয়া,
বাগে ঘটাইয়া লহ হইবে তোমার শব দরশন ॥ ১৩৩৯ ॥

রাধামোহন সেন।

বেহাগ—তেওট।

তুমি যাই যাই কোরো নারে প্রাণ একজাই।
কত আছে কথা মনে, কহিতে তোমার সনে,
দেখিলে সকলি ভুলে যাই।

আগে মোর যাবে প্রাণ, তবে তুমি যাবে প্রাণ,
কি সাধে বিষাদ প্রাণ চাই।
শুনিয়ে তব গমন, প্রাণ যে করে কেমন,
শরমে মরমে মরে যাই। ১৩৪০॥

কালী মির্জা।

বিভাস—জলদ্ তেতালা।

কোথায় চলিলে প্রাণ, বিচ্ছেদ বাণ হানিয়ে।
কি দুঃখেতে দুঃখিনীরে দুঃখনীরে ভাসাইয়ে॥
তোমারে না হেরে প্রাণ, পলকে প্রলয় জ্ঞান,
কেমনে ধৈরয ধরি, সারা না হেরিয়ে॥
হেরে নিশি অবসান, যেরূপ আমার প্রাণ,
তুমি যদি সে বিধান, বুঝিবে না বুঝিয়ে॥
তবে কে চাহিবে মুখ, কে সহিবে মম দুঃখ,
কে দিবে অন্তরে সুখ, না পাই তাহা ভাবিয়ে॥ ১৩৪১॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে।
হেন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, দেহে প্রাণ না রহিবে॥
কারণ প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
অবশ্য অন্তর হ'লে প্রলয় হইবে তবে॥
কিন্তু তাহে ক্ষতি নাই, আমি মাত্র এই চাই,
তুমি সুখে থাক মম শব দেহে শব সবে॥ ১৩৪২॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

একান্ত যাবে যদি হইয়ে নিদয়,
ফেলে অবলায়, বিচ্ছেদ জ্বালায়,
নিতান্ত অধীনী বলে মনে যেন রয়।

আশা পথ নিরখিয়ে, রইলাম মনে প্রবোধিয়ে,
হয়না যেন বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্যের আশয় ॥ ১৩৪৩ ॥

গোপালে উড়ে।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কেনলো চিন্তা অকারণ।
মন বাঁধা দিয়ে প্রিয়ে, আমি চলিলাম এখন ॥
তোমাতে সঁপেছি সব, গিছে কি ভাবনা ভাব,
দেহ মাত্র লয়ে যাব, ছাড়িয়া জীবন।
ত্যজে প্রাণ লইয়ে দেহ, থাকিতে কি পারে কেহ,
অন্তরে রেখোলো স্নেহ, বলে প্রিয় জন ॥ ১৩৪৪ ॥

গোপালে উড়ে।

আলাইয়া—আড়া।

এমন সময়ে প্রাণ কিরূপে বিদায় দিব।
ত্যজিয়ে জীবন ধন, কেমনে বল রহিব ॥
প্রভাতের প্রভাবলে, হরিয়ে ভাসে সকলে,
কেবল কি দুঃখানলে, একাকী আমি জলিব ॥ ১৩৪৫ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ—আড়া।

এই এসে কেন তুমি, বল যাই যাইরে।
তোমারে হেরিলে প্রাণে, কত সুখী হইরে।
অলির যেমন রীতি, তোমার কি সেই নীতি,
নহিলে চঞ্চল চিত, কি হেতু সদাই রে ॥ ১৩৪৬ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কি হইল দায় সাধেবি পিরীতে।
যাই আমি বলি যদি, কাঁদিয়া কাঁদায় ॥

যারে দেখিবার আশে, থাকি নানা স্থানে বসে,
সে জন কেমনে হেসে, দিবেরে বিদায় ॥ ১৩৪৭ ॥
শ্রীধর কথক।

সিন্ধু—টিমা তেতালা।

ভাল যদি বাসিতে প্রাণ তবে কি যাইব বল।
ভাল বাসা নাই তাই যাই যাই সদাই বল ॥
ভাল বাসে যে যাহারে, সে কি ছেড়ে যেতে পারে,
তবে বুঝিলাম অন্তরে, যাতনা দেওয়া কেবল ॥ ১৩৪৮ ॥
মহারাজ মহতাবচন্দ্র।

প্রিয় পাশে বসি, কহে হাসি হাসি,
প্রেয়সি হে আসি, দেহ বিদায়।
এই কথা শুনি, পরমাদ গণি,
শিহরিয়া ধনী, পড়ে ধরায় ॥
যেন বজ্রাঘাত, হলো অকস্মাৎ,
শিরে দিয়া হাত, ভাবে তখনি।
শুনে সেই ধ্বনি, বারে বারে ধনী,
স্মরিছে জৈমিনি, জৈমিনি মুনি ॥ ১৩৪৯ ॥
মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

প্রাণনাথ যাবে বলে, বলয় গিয়াছে চলে,
নিবারিতে নারি বারি, আঁখি হৈতে যেতেছে।
ধৈর্য্য সেই বার্ত্তা পেয়ে, অগ্রে গেছে ব্যগ্র হয়ে,
মন সেই সঙ্গে যেতে আগে ভাগে মেতেছে ॥
শুন ওরে শুন প্রাণ, প্রিয় পরবাসে যান,
সখিভাবে সঙ্গে যেতে সঙ্গিগণে সেজেছে।
তুমি যদি বঁধু সনে, যাবে হেন আছে মনে,
তবে আর শুভকার্য্যে ব্যাজ কেন হতেছে ॥ ১৩৫০ ॥
মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

প্রবাসে যাইবে তুমি না পাব দেখিতে।
ইথে ক্ষণমাত্র খেদ নহে মম চিতে॥
দেখ প্রাণসম প্রিয়তম কেবা আছে।
তারে কবে কোন্ জন চক্ষে দেখিয়াছে॥ ১৩৫১॥
মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ওলো ধনি তুমি যদি দূরান্তরে রও।
অন্তর হইতে কিন্তু অন্তরিত নও॥
দিন অবসানে যথা বিটপির ছায়।
দূরে যায় বটে কিন্তু নাহি ছাড়ে তায়॥ ১৩৫২॥
মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

যদি তার দীর্ঘশ্বাস বাধা নাহি গেনেছি।
তবে ত ঝঞ্জনা বায়ু তৃণ হেন গণেছি॥
যদি তার নিরাধারা নেত্রধারা দেখেছি।
তখন নদীর নীরে ভয় কি হে রেখেছি॥
কাতর কটাক্ষ তার যদি লক্ষ্য করেছি।
তবে কি বজ্রের ভয় মনে আর ধরেছি॥
এহেন তাহার প্রেম যদি ছেড়ে রয়েছি।
তখন কি আর ছার প্রাণে আশা লয়েছি॥ ১৩৫৩॥
মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ধরি মম দুটি করে, যতনে রাখিয়া শিরে,
কত যে মাথার কিরে, দিয়া মানা করিল।
পশ্চাৎ বুঝিয়া সার, যেওনা যেওনা আর,
বলে কত বার বার, বসনেতে ধরিল॥
অনন্তর ধীরে ধীরে, কেবল নয়ন নীরে,
মোর পানে ফিরে ফিরে, চেয়ে মাত্র রহিল।

সে সব সাক্ষাতে দেখে, আইনু তাহারে রেখে,
তথাপি হৃদয় দুখে, দ্বিধা নাহি হইল ॥ ১৩৫৪ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

বাগীশ্বরী বাহার—তাল আড়া।

দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে।
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাওরে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণ রঙ্গে,
ঝাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণ জয় গাওরে।
পায়ে ধরি প্রাণনাথ, আমা ছেড়ে যেওনা।
ওই শুন বাজে ঘন রণ জয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণ জয় গাওরে ॥ ১৩৫৫ ॥

বঙ্কিম।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

জনমের মত হেরি শ্রীমুখ তোমার হে।
কিঞ্চিৎ শীতল করি জীবন আমার হে॥
বিরহে দহিব বলে, অনুরাগ ভরে গলে,
আগেতে না পরিতাম মণিময় হার হে।
নদী রম্য নিকেতন, ভূধর সাগর বন,
এখন রহিল কিন্তু, মাঝেতে দোঁহার হে॥
যদি জন্ম জন্মান্তরে, প্রিয়তম পতি তরে,
কামনা করহ তবে, আমারে না আর হে ॥ ১৩৫৬ ॥

হরিমোহন রায়।

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা,
যাও যাও দূরদেশে, সুখে থেকো এই চাই।

যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষ ভরে.
জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই ॥ ১৩৫৭ ॥
স্বর্ণকুমারী দেবী।

জোরে ছাড়াইয়া হাত চলিলে হে হরি।
যাও যাও ইথে তব নাহি বাহাদুরী ॥
হৃদয় হইতে মোর যদি যেতে পার।
তবেই জানিব তুমি কত জোর ধর ॥ ১৩৫৮ ॥
তারাকুমার কবিরত্ন।

আসি বলি পতি যবে চাহিল বিদায়।
পতিপ্রাণা রমণীর হৈল মহাদায় ॥
কথা আগে ফিরিবে অথবা জীবন।
কথায় জীবনে তার বেঁধে গেল রণ ॥ ১৩৫৯ ॥
তারাকুমার কবিরত্ন।

খট—কাওয়ালি।

আমার যাবার সময় হলো আমায় কেন রাখিস্ ধরে ?
চোকের জলের বাঁধন দিয়ে, বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই যেতে হবে ত্বরা কোরে ॥ ১৩৬০
রবীন্দ্র।

তবে দাঁড়াও দাঁড়াও।
কি বাসনা পুরিল না যাও, ব'লে যাও ॥
সারাটা জীবন রহিয়াছে প'ড়ে ভাবিতে কাঁদিতে,
কথা ধ'রে ধ'রে, কি কথা ধরিয়ে কাঁদিতে হবে বে,
দাও বলে দাও ॥ ১৩৬১ ॥
রবীন্দ্র।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলাম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইক, সুখে থাক,
অধিকক্ষণ থাক্‌বোনাক,

আসিয়াছি দু দণ্ডেরি তরে।
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি,
শুন্‌বো দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে ॥ ১৩৬২ ॥
রবীন্দ্র।

কলিঙ্গড়া রামকেলী—জলদ্‌ তেতালা।

আয় সারি সারি, মিথিলার নারী,
সোণার গাগরী ভরিয়ে জলে।
হুলুধ্বনি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে,
চাঁদ পারা ছেলে লইয়ে কোলে।
জনক ঝিযারি, যায় ধীরি ধীরি,
চায় ফিরি ফিরি, আপনা ভুলে।
আয়লো সকলে, দেখলো সকলে,
পরাণ ভরি, নয়ন তুলে ॥ ১৩৬৩ ॥
রাজকৃষ্ণ রায়।

সুরট—আড়াঠেকা।

কাঁদেগো পরাণ আজি তোমা সবে ছাড়িতে।
বিধি জানে কবে পাব তোমা সবে হেরিতে।
প্রাণে প্রাণ মিলাইয়ে, খেলিতাম ধূলি ল'য়ে,
খেলিত নয়নে সুখ, মুখ ভরা হাসিতে।
কত কি যে মনে হয়, মনেই তা পায় লয়,
ভুলনা আমারে সই, এবে গো বিদায় হ'ই,
পতি সনে যাইতে ॥ ১৩৬৪ ॥
রাজকৃষ্ণ রায়।

বেহাগ—একতালা।

মায়ার মূরতি হায় বুঝি আজ ছেড়ে যাবে গো।
তিলেক না হেরে যারে এ বিপিনে,

উচাটন প্রাণ কিছুতে না মানে ;
ছেড়ে গেলে বল থাকিব কেমনে,
প্রাণ বিনে দেহ থাকে কি গো ? ১৩৬৫ ॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যাই যাই বলি নাথ দিওনা মোরে যাতনা।
যেতে হয় যাও তবে, 'যাব' কথা আর সহে না ॥
বজ্রপাত হবে হবে, বলে যে আশঙ্কা তবে,
পতনে বেদনা কবে, যাও তবে 'যাই' বোলোনা ॥ ১৩৬৬ ॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পিলু—মিশ্র ঠুংরি।

করিনা বারণ নাথ আর করিতে গমন।
ক্ষণ এক থাক, নাথ মিনতি বচন ॥
তোমার গমনে নাথ যাবেইত জীবন।
তোমার সাক্ষাতে তবে বিহিত মরণ ॥
তব পদতলে নাথ ত্যজি এ জীবন।
শুভ যাত্রা হবে তব শব দরশন ॥ ১৩৬৭ ॥

কুমার উমেশনাথ রায়।

ভৈরবী—আড়া।

যেওনা যেওনা সতি বারে বারে করি মানা।
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে,
ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ সূচনা।
ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই আর জগতে,
সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না।
সতী মন্ত্রে ব্রহ্মচারী, আমি সতী রূপ ভুলিতে নারি,
সতী ধ্যান, সতী জ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা।

কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে,
সতীগত প্রাণ শিবে, সতী বিনে বাঁচিবেনা ॥ ১৩৬৮ ॥

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বেহাগ—আড়া।

চির তরে আয়েষারে দেওহে বিদায়।
মুছে ফেল যবনী পিরীতি যুবরাজ!
মরমেরি মর্ম্মস্থলে, পুষিলাম যে অনলে,
লোক লজ্জা সব ভুলে দেখালাম তোমায়।
তুলিতে আকাশ ফুলে, মরীচিকা ভ্রমে ভুলে,
এত দিন এ অঞ্চলে কাটালাম জীবন।
সে সুখ স্বপন যত, চির জীবনের মত,
বিসর্জ্জন দিয়ে নাথ, অভাগিনী যায়।
এই তুচ্ছ অলঙ্কারে, সাজাব রাজনন্দিনীরে,
এ সব আর আয়েষারে শোভা নাহি পায়।
তারে ল'য়ে সুখে থাক, ভোল আয়েষায় ॥ ১৩৬৯ ॥

দীনেশচরণ বসু।

দিবনা প্রাণ থাকিতে তোমায় যেতে হৃদয়মণি।
হৃদে লয়ে তোমা ধনে হইব কাননবাসিনী ॥
আঁখির অঞ্জন ছলে, আঁখিতে রাখিব তুলে,
একা বিরলে বসে হেরিব চাঁদ বদন খানি ॥ ১৩৭০ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

করে ধরি প্রাণনাথ এ দাসীরে ত্যজোনা।
তোমা বিনা এ দাসীর দেহে প্রাণ রবে না ॥
তুমি যাবে বনবাসে, দাসী রবে কোন্ আশে,
প্রবোধিবে কোন্ ভাবে, প্রবোধত মানে না।

তোমা বিনা অভাগীর, অন্ধকার এ সংসার,
ক্ষণ অদর্শনে নাথ হৃদয়ে যে যাতনা।
লহ নাথ অধীনীরে দিওনা হে বেদনা ॥ ১৩৭১ ॥

সিন্ধুড়া ভৈরবী—যৎ।

এসো তবে প্রাণেশ্বরি কাঁদিয়ে দিনু বিদায়।
দেখো দেখো মনে রেখো, ভুলনা এ অভাগায় ॥
চেয়ে আশা পথ পানে,
রহিলাম শূন্য প্রাণে,
এই অশ্রু ধারা যেন চির সাথী নাহি হয়।
অন্তরের আলো মম যেন না নিভায়ে যায় ॥ ১৩৭২ ॥

সিন্ধুড়া ভৈরবী—যৎ।

পায়ে ধরি প্রাণনাথ আজি রণে যেওনা।
চিব পদাশ্রিত জনে অনাথিনী ক'রনা ॥
হেরিয়াছি কুস্বপন, নাচে দক্ষিণ নয়ন,
প্রাণ কাঁদে অণুক্ষণ, দাসী বাক্য ঠেল না ॥
তুমি বিনা অবলার, বল কেবা আছে আর,
কেমনে জানাব বল আজি মনোবেদনা।
কি বোলে বুঝাব প্রাণে কিছুতে যে বোঝে না ॥ ১৩৭৩

ভৈরবী—কাওয়ালি।

নিষেধ কোরোনা নাথ যাব আমি বনে।
ছায়া ছাড়া কায়া কোথা দেখেছ নয়নে?
নিয়ত নিকটে তব, নয়নে নয়নে র'ব,
যত দুঃখ সব স'ব, কি ভয় মরণে?
একান্ত হে কান্ত আমি, হব তব সহগামী,
ছাড়িয়ে প্রাণের স্বামী, রহিব কেমনে?

সীতা যে রাবণে ল'বে, কে আগে জানিত ভবে,
যা থাকে অদৃষ্টে হবে, ভাবি অকারণে ॥ ১৩৭৪ ॥

—মধ্যমান।

বারেক হের হরি রাই চন্দ্রমুখী পানে।
মলিনাস্য দেখি হ'ল নিদারুণ বাক্য বাণে॥
ক'ব কথা মনে করে, মুখে সে বলিতে নারে,
অন্তরে গুমুরে মরে, প্রমাদ ভাবিয়ে মনে ॥ ১৩৭৫ ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।
মরিতে হইবে তবে আর কেন যাতনা পাই।
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই ॥ ১৩৭৬ ॥

মধুসূদন কিন্নর।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

অন্তরের ধন তুমি কেমনে অন্তরে রাখি।
নিরবধি হেরিবারে, সাধ করে মম আঁখি॥
সে সাধে বিষাদ ক'রে, ভাসাইয়ে দুঃখনীরে,
যেওনা প্রাণ স্থানান্তরে, অধীনীরে দিয়ে ফাঁকি ॥ ১৩৭৭ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি যাবে কবে আসিবে বলে যাও।
প্রবঞ্চনা কর যদি এ অধীনীর মাথা খাও॥
সেই দিন মনে করি, রহিব হে প্রাণ ধরি,
নতুবা হে প্রাণে মরি, শেষ দেখা তোমায় আমায় ॥ ১৩৭৮ ॥

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

প্রেমে ঘটিল কি দায়, ভালবাসি বলে কিরে মজাবে আমায়?
নব প্রেমে হয়ে সুখী, অধীনী যেন চাতকী,
একি বজ্রাঘাত, নাথ চায় বিদায় ॥ ১৩৭৯ ॥

বসন্ত বাহার—ছেপ্‌কা।

কি জানি শ্যাম কেমন তোমার মন।
অবলা বধিয়ে নাথ করিছ গমন ॥
কম্পিত অধরাধরে, দু নয়নে বারি ঝোরে,
বাক্য এসে নাহি সরে, বলিবে কোন বচন ॥ ১৩৮০ ॥

ভৈরবী—যৎ।

জনমের মত সখা বিদায় দেহ হে মোরে।
এই দেখা শেষ দেখা, কভু যদি আসি ফিরে ॥
ও মোহন মুখ শশী, ও মধুর সুধা হাসি,
এ জীবনে শেষ বার দেখে নিই নয়ন ভরে ॥
অঙ্কিত যে মূরতি হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কিরে ॥ ১৩৮১ ॥

পিলু—যৎ।

যাবে নাথ যদি যাও তবে যাও,
"যাই যাই" বলে কেন আমারে জ্বালাও।
অবলা নারী, কিবা বল ধরি,
তোমারে রাখিতে পারি যেন না পালাও।
এক মাত্র বল, নয়নের জল,
কিন্তু পাষাণ জলে গলে না দেখি কোথায় ॥ ১৩৮২ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

এখনো রজনী আছে, বল কোথা যাবেরে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, হোক্ নিশি অবসান ॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হ'তো, শশী যেত নিজ স্থান ॥ ১৩৮৩ ॥

* * * * *

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

যাবে যদি অবলারে মজায়ে।
কি ফল বলনা আমার, এ জীবন রাখিয়ে॥
তুমি যে প্রাণেরই প্রাণ, সম্মুখেতে দিব প্রাণ,
শব দেখে যাত্রা কর, বামেতে রাখিয়ে॥ ১৩৮৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যদি যাবেহে গুণাকর।
সঙ্গে লহ অধীনীরে, ধরি দুটি কর॥
নাথ হে চরণে ধরি, লহ মোরে সঙ্গে করি,
জীবনের সহচরী, সহচরী কর।
ছায়া সম সাথে রব, সেবিব চরণ তব,
দুঃখের দুঃখিনী হব, আমি নিরন্তর॥ ১৩৮৫॥

বিরহিণী—কাওয়ালি।

কোথা যাওহে প্রাণ ধন শুন অধীনীর বাণী।
দাঁড়াও যেওনা নাথ ধরি তব পা দুখানি॥
যাও যথা ইচ্ছা মনে, নাহি সাধ অন্য মনে,
এক বার দু নয়নে, দেখিব ও মুখখানি।
নিশ্চয় জেনিছি মনে, এ অধীনী নাহি মনে,
দাও প্রাণ অন্য জনে, তাহে নাহি দুঃখ গণি॥ ১৩৮৬॥

প্রাণ বড় কি পতি বড়।

শুন শুন ওরে প্রাণ, পতি পরবাসে যান,
তুমি করিবে কি এবে সত্য ক'রে কহিবে।
এবে জানিলাম দড়, তোমা হইতে পতি বড়,
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥

যদি বড় হতে চাও, তবে আগে আগে যাও,
নহে তুমি লঘু হবে আমার কি রহিবে।
এযে সুখ দেয় যারা, পিছে দুঃখ দিবে তারা,
কয়্যা অবসর আমি, কত জ্বালা সহিবে ॥১৩৮৭ ॥

ভারতচন্দ্র

বিচ্ছেদ।

তিরোতা—ধানশী।

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ান নয়ান ঝরু নীরে ॥
এ মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে মুগধী লুবধী ভেল গোই ॥
উর পর লুলত শামর বেণী।
কমলিনী কোরে যৈছে কাল সাপিনী ॥
কোই সখী হেরই নিশাসা।
কোই নলিনী দলে করই বাতাসা ॥
কেহ কহে আয়ল ওই হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহক মরম সখি সমুঝাওয়ে ॥ ১৩৮৮ ॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

কহত কহত সখি, বোলত বোলত রে,
হামার পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে, এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে ॥

হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে,
যামুন সলিলে সব ডার রে॥
সিঁথার সিন্দূর, মুছিয়া কর দূর,
পিয়া বিনু সকল নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
দুখ ভেল অবশেষ রে॥ ১৩৮৯॥

বিদ্যাপতি।

পাহিড়া।

যাক বিরহ ভয়ে উর হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখব মঝু নাহি ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আনসে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥ ১৩৯০॥

বিদ্যাপতি।

শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
আব সোই যমুনাক কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোবব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহে নীত।
আব রোদন নহে সমুচিত॥ ১৩৯১॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥
শূন ভেল ভবন শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যাযব যামুন তীর।
কৈছে নেহারিব কুঞ্জ কুটীব॥
সহচরী সঞে যাহা করল ফুল খেরি।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহ কান॥ ১৩৯২॥

বিদ্যাপতি।

তিরোতা—ধানশী।

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়ানক নিঁদ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥ ১৩৯৩॥

বিদ্যাপতি।

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিলে এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন,
দূরহ কয়ল মুরারি॥
সজনি কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম ফেরে, পিয়া গেল দেশান্তরে,
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার কাছে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া কাছে উড়ি যাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখহ আমার জীউ,
কো ইহ করুণাবান্।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধরি রহ,
তুরিতহি মিলব কান॥ ১৩৯৪॥

বিদ্যাপতি।

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখ ভার ॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভমরা কমলে করু কেলি ॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
*   *   *
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পুরব মোর ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারী।
ভাগউ সকল দুখ মিলব মুরারি ॥১৩৯৫ ॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলে, পুনঃ না আসিল,
কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ নাকি বলে,
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার, করিয়ে বিহার,
আছি যে কতেক কাল ॥
চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিব যতেক দিন।

যে থাকে কপালে, করি এক কালে,
মিটাব আখর তিন ॥ ১৩৯৬ ॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চল তুঁহি পেখনু নয়ান পসারি ॥
পালটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূন্যহি মন্দিরে আওল ফেরি ॥
দেখি সখি নিলাজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওত অব খন রোই ॥
সো কুসুমিত বন, কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুনা জল, মলয় সমীর ॥
সোহি মকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবনে কেবল কলঙ্ক ॥
এত দিনে বুঝনু বচনক অন্ত।
চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত ॥
তাহে অতি দুরজন আশ কি পাশ।
শমতি না আওত গোবিন্দ দাস ॥ ১৩৯৭ ॥

গোবিন্দ দাস।

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ, যছু নব গুণগণ,
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।
দরশনে তাকর, এ হেন লোর ঝর,
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘিনি বঢ়াওল,
কানু সমাগম মাঝ ॥

যা সঞে কেলি কলারস লালসে,
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি পরশে তনু পরবশ,
তবহি অচেতন ভেল॥
হিয ঘন সার, চাব নাহি পহিবিনু
যাক পবশ রস আশে।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসযে,
কহতঁহি গোবিন্দ দাসে॥ ॥ ১৩৯৮॥

গোবিন্দ দাস।

পিযাব ফুলের বনে পিযার ভ্রমরা।
পিয়া বিনু মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাম পিযা যাইবে ছাড়িযা।
পরাণে পবাণ দিযা বাখিতাম বাঁধিযা॥
কোন্ নিদাকণ বিধি মোব পিয়া নিল।
এছাব পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মবম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিযা মুখ॥
এই খানে করিত কেলি বসিয়া নাগর রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেযসী আমি আছি একাকিনী।
এছার শরীরে হে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধবিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিযা।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥ ১৩৯৯॥

গোবিন্দ দাস।

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ।
কো জানে কাহে নহত তুহু ঠাম॥

জনু বিরহানল মন মাহা গোই।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই॥
কাহে সমুঝাওব মরমক খেদ।
মরত না জীয়ত কানুক বিচ্ছেদ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব করি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকরব অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী পরিমল ধেহ।
কো জানে জিউ রহত এহ দেহ॥
জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস॥ ১৪০০॥

গোবিন্দ দাস।

ধানশী।

যো মুখ নিরখণে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুন সখি কি বলিব তোয়।
নিলাজ পরাণ সহজে রলু মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোর।
তিলে এক জীবইতে লাজ বহু মোর॥
জনু বড়বানল হৃদি মাহা এহ।
কি সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥ ১৪০১॥

গোবিন্দ দাস।

সুহই।

মরিব মরিব সখি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঁগো মুই এই বর সার॥

হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুঃখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥ ১৪০২॥

গোবিন্দ দাস।

বরাড়ী।

এইত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া,
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়েগো,
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুঃখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া,
এই বিধি লিখল করমে॥
আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছাইয়ই বন্ধু,
রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া কোলে শয়নে স্বপনে দেখে,
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সো হেন গুণের পিয়া কোন খানে কার সনে,
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল,
কার মুখে না পাই সম্বাদ॥ ১৪০৩॥

গোবিন্দ দাস।

শ্রীগান্ধার।

বিরহ অনলে যদি, দেহ উপেখবি,
খোয়বি আপন পরাণ।

তুয়া সহচরী যত, কোই না জীয়ব,
সবহুঁ করবি সমাধান ॥
সুন্দরি মাধব আওব যব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যব পাওব,
তব কি রাখিব নিজ দেহ ॥
আপনক ঘাতে, রমণীকুল ঘাতবি,
ঘাতবি শ্যামের চন্দ।
জগভরি বিপুল, কলঙ্ক তুয়া ঘোষব,
দূষব কলময বন্ধ ॥
সজল কমলে, কমলাপতি পূজহ,
আরাধয় মনমথ দেব।
গোবিন্দ দাস কহ, আশাতরী না পূরব,
রাধা মাধব সেব ॥ ১৪০৪ ॥
গোবিন্দ দাস।

সুহই।

ওরে কালা ভ্রমরা তোর মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি,
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥
ব্রজবাসীগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি,
তাহে দেখা দিলে অলি।
বিরহ অনলে একে, তনুহীন শ্যাম শোকে,
নিভান আগুন দিলা জ্বালি ॥
মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ,
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে, দুঃখ দিতে মোর প্রাণে,
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥
সে সুখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর,
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।

কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম,
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ॥ ১৪০৫ ॥

জ্ঞানদাস।

ধানশী।

পিয়া পর দেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চুর ॥
মৃগ মদ চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন জনু আনল শিখ ॥
এ সখি এ সখি দুর দিন লাগি।
হাত রতন খসে কোন অভাগী ॥
হিমকর উগহতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক শেজ ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত।
মন্মথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত ॥
রতন হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার ॥
বিহি সে কয়ল মোরে হাহা সার।
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার ॥ ১৪০৬ ॥

জ্ঞানদাস

ভাটিয়ারি।

মনের মরম কথা শুনলো সজনী।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে ॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা না করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়ে আমি সাগরে পশিব॥ ১৪০৭॥

জ্ঞানদাস।

তুড়ি।

বড়ই বিষম কালার প্রেম এখর বসতি শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
কাহারে কহিব মরম কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরম বেথা॥
যত যত পিরীতি করয়ে মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মনের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
নিচয়ে মরিব আমি তাহে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে আমি মিলাব আনিয়া॥ ১৪০৮॥

জ্ঞানদাস।

সুহই।

পুন নাহি হেরব সে চাঁদ বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সে সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলি মোর কে হরিয়া নিল॥

আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥ ১৪০৯॥

জ্ঞানদাস।

ভোকে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানি।
রাতি দিবস দেখে মোর মুখ খানি॥
আঁখির নিমেষে পিয়া হারা হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূরদেশে॥
প্রাণ করে ছট্‌ফট নাহিক সম্বিত।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া বিসরে যদি কি ছার জীবনে॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে॥
তবু তারে না চাহিলাম নয়নের কোণে।
সোঙরি এ দুঃখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে॥
হাস হাস নয়ান জুড়াক চাঁদমুখি।
এ বোল বলিতে পিয়া ছল ছল আঁখি॥
বলরাম দাস পঁহুর সোঙরিতে লেহ।
পরাণ কাঁফর হৈল ক্ষীণ হইল দেহ॥ ১৪১০॥

বলরাম দাস।

ধানশী।

কে মোরে মিলাযে দেবে সে চাঁদ বয়ান?
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া?
গুণ শুনি প্রাণ কাঁদে না যায় পাতিয়া॥

উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি?
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি ॥ ১৪১১ ॥

বলরাম দাস।

ধানশী।

অপযশ লাগি তুহুঁ অতি চিন্তিত চিন্তা অব নাহি করবি।
সো ঘর বাহির অব নাহি হোয়ত ক্ষিতিতল নিজ তনু ধরবি ॥
নয়নক লোর লেশ নাহি আওত ধারা অব না বহই।
বিরহক তাপ অব নাহি জানত অনিমিখ লোচনে রহই ॥
ললিতা বদনে বদনহি দেওত শ্রুতিমূলে তুয়া নাম কহই।
শ্যামক লেশ কেশপর গিরত ইথে বুঝি জীবন রহই ॥
তুহুঁ অতি মন্থর চলবি দুরন্তর সো অতি দুরবি বালা।
রাধামোহন বচন অব মানহ মেটব বিরহক জ্বালা ॥ ১৪১২ ॥

রাধামোহন দাস।

গান্ধার।

বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ পুতলি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকলি ॥
কত আঁখি পসারিব মথুরার পথে।
পাপিয়া পরাণে নাহি গেল তোমার সাথে ॥
হে দেহে গোকুল প্রাণ জীবন ধন শ্যাম।
এক বেরি দরশন দিয়া রাখ প্রাণ ॥
জনম অবধি দুঃখ আছে হিয়া ভরি।
দেখিলে তোমার মুখ সকল পাসরি ॥
একবার বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে।
নিরখিয়া তোমার মুখ দুঃখ যাউক দূরে ॥
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত জনের দুঃখ কথা সকল কহিব ॥
কত দিনে পুরিবে হিয়ার অভিলাষ।
শ্যাম নিয়ড়ে চলু রসময় দাস ॥ ১৪১৩ ॥

রসময় দাস।

ধানশী।

যে মোর অঙ্গের, পবন পরশে, অমিয় সাগরে ভাসে।
এক আধ তিলে, মোরে না দেখিলে, যুগ শত হেন বাসে॥
সোই সে কেন এমন হইল।
কঠিন গান্ধিনী তনয় কি গুণে, তারে উদাসীন কৈল॥
পরাণে পরাণে, বান্ধা যেই জানে, তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা নগরে, আইলে কার ঘরে, গোঙরি জীবন ক্ষীণ॥
কেমনে গোঙাব, এ দিন রজনী, তাহার দরশন বিনে।
বিরহ দহনে, যে দেহ মলিন, আকুল হইনু দিনে॥
অন্তর বাহির, মলিন শরীর, জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বেয়াকুল, হইয়া ধাইয়া চলিল শঙ্কর দাস॥ ১৪১৪॥

শঙ্কর দাস।

নব ঘন শ্যাম, ওহে প্রাণ বন্ধুয়া,
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন শশী, অমিয়া মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আদি, হৃদয়ে লিখিতাম যদি,
তবে তোমা দেখিতাম সদাই।
এমন গুণের নিধি, হরিয়া লইল বিধি,
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমন বেথিত হয়, পিয়ারে আনিয়া দেয়,
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে, পরাণ কেমন করে,
কি কহিব কহনে না যায়॥
এবে সে বুঝিনু সখি, পরাণ সংশয় দেখি,
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।

যে কিছু মনের সাধ, বিধাতা পাড়িলে বাজ,
নরোত্তম জীবন জাপায় ॥ ১৪১৫ ॥
নরোত্তম দাস।

পঠমঞ্জরী।

আরে কমল দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ মুখ দেখি ॥
যে সব করিলা কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায় ॥
আঁখির নিমেষে মোরে হারা হেন বাস।
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূরদেশ ॥
প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাস কহে কঠিন চরিত ॥ ১৪১৬ ॥
নরোত্তম দাস।

পঠমঞ্জরী।

মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে।
বড় মনে সাধ করে, কানু দেখিবারে ॥
আর কি গোকুল চান্দ না করিব কোলে।
পাইয়া পরশ মণি হারাইনু হেলে ॥
ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হইয়া উড়ি যাই পাখা না দেয় বিধি ॥
আগুনেতে দিয়া ঝাঁপ আগুন নিভায়।
পাষাণেতে দিয়া কোল পাষাণ মিলায় ॥
যমুনাতে দিয়া ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিচি না টুটে পাথার ॥
কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন্ দেশে।
চম্পতিপতি বিনু তনু ভেল শেষে ॥ ১৪১৭ ॥

মহড়া।

কি কাজ আর ব্রজ ভুবনে।
হায়, সে নীল রতনো দরশনো বিহনে ॥

রোদে রোয়ে চিত, হয় চমকিত,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে॥

চিতেন।

হায় যদবধি হরি, গেছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি গোপিনী গণে।
সেই হতে প্রায় আছি মৃতবৎ,
পরাণো গিয়েছে তাহারি সনে॥

অন্তরা।

হায় কোথা গেলে পাবো সো প্রাণ মাধবো,
কিরূপে মিলিব তারো চরণে।
গৃহ পরিবারো, সকলি অসারো,
সেই মনোহরো নাগরো বিনে॥

চিতেন।

হায় রজনী কি দিনো, হয়ে জ্বালাতনো,
এই আরাধনো করি গো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গমো, যাই সেই ধামো,
দেখি গিয়ে শ্যামো বংশীবদনে॥

অন্তরা।

হায় যে শ্যাম সোহাগে, যারো অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী সকলের স্থানে।
যে শ্যামের গুণো, দেব ত্রিলোচনো,
সদা করেন্ গানো, পঞ্চ বদনে॥

চিতেন।

হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গেছে মোরো,
কি কাজ এ ছারো দেহ ধারণে।
চল সবে মিলি, হয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ দিব যমুনা জীবনে॥

অন্তরা।

হায়, এই যে সুখেরো, গোকুলো নগরো,
হোয়েছে আঁধারো, শ্যাম কারণে।
কদম্বের তলো, বিহারেরো স্থলো,
হেরে আঁখি জলো, বহে সঘনে॥ ১৪১৮॥

হরুঠাকুর।

মহড়া।

কি হবে! কোথা গেলে হরি, অনাথো করি, তেজিয়ে পথ মাঝো।
তব বিরহে, হৃদয় বিদরে যে।
আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে,
মরি মরি প্রাণে যে॥

চিতেন।

হায় এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি,
লইতে চাহিলে হে যে।
আবার কি ভাবান্তরে, অদেখা আমারে,
হোলে কি মনে বুঝে॥
হায় ওহে তরুগণো, মোরো শ্যাম ধনো, দেখেছ কেহ তোমরা।
বিড়ম্বিলো বিধি, সে প্রাণনিধি, এই খানে হোয়েছি হারা॥ ১৪১৯॥

হরুঠাকুর।

পাল্‌টা গীতের মহড়া।

ডুবে শ্যাম সাগরে, যদি প্যারী মরে,
রাই বধের ভাগী কে হবে।
ধরাধরি করে তোল, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
হরিধ্বনি শুনে ধনী উঠে দাঁড়াবে॥ ১৪২০॥

রাম বসু।

মহড়া।

গেল তিন দিনে প্রেম, চিরদিনে বিচ্ছেদ গেল না।
রসাভাস, গেল ঘৃণা কোরে সে,

পোড়া বিচ্ছেদের মনে কি ঘৃণা হ'ল না॥
হোলো তিনদিনে ছাড়াছাড়ি।
পোড়া বিচ্ছেদের কি হয় গো সখি,
অবলার সঙ্গে এত আড়ি॥

চিতেন।

আমার কপালে অল্প ভোগ, প্রেমের কল্পযোগ করা ভার।
ত্রিরাত্রি না যেতে অত্রযোগ, কেবল কর্ম্মভোগ সার॥
* * * * ১৪১১॥

রাম বসু।

মহড়া।

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ্ একোবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ, হানো গে তায় বিচ্ছেদ বাণ,
যদি জ্বালায় জ্বোলে, আমার বোলে, মনে পড়ে তার॥
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ।
কর গিয়ে সে প্রেমের সুসঙ্গো ভঙ্গ॥
তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি, অম্‌নি হবে নিবৃত্তি,
বসন্তে বিদেশী হোয়ে র'বে না সে আর॥

চিতেন।

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।
যৌবন কালে হোয়েছি, আশ্রিতা তোমার॥
ওহে! বিচ্ছেদ্ তোমার বিচ্ছেদ্ দায়, নাথো না জানে।
অন্য নারীর প্রেমো সুখে, আছে সেখানে॥
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা
ছিছি অবলা বধিলে নহে পৌরুষ তোমার॥

অন্তরা।

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে মিনতি।
কামিনীরো প্রাণ বেখে, রাখো সুখ্যাতি॥

চিতেন।

হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর, নাথের অন্তরেতে যাও।
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে ঘটাও॥
বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা, কিছু তায়, দিও বিশেষ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।
আমায় কোরেছ স্থূলে ভুল, ভেবে হোলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার॥ ১৪২২॥

রাম বসু।

মহড়া।

সে যেন এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা॥

চিতেন।

শশীর কিরণে প্রাণো জলে, জলেতে নাহি জুড়ায়।
বিষ প্রায়, যদি চন্দন মাখি গায়॥
শেল সম হোলো, কোকিলের গান।
মলয় মারুত অগ্নি সমান॥
এদেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর,
পুন পদার্পণ হবে না॥ ১৪২৩॥

রাম বসু।

মহড়া।

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি পাছে পতি নিন্দা হয়।
আমি মরি, সহচরি, তাহে করিনে ভয়।
দেখ আমি মোলে কত শত মিলবে তার।
সখি সে বিনে, কে আছে গো আমার॥
আমায় ত্যজিলে ত্যজিতে পারে, কে দুষিবে তারে।
আমার পূজাধন বইত ত্যজ্য ধন নয়॥

চিতেন।

গেল গেল, কুলো কুলো, যাক্ কুল, তাহে নই আকুল।
লয়েছি যাহার কূল, সে আমার প্রতিকূল।
যদি কুল কুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন্ আমায়।
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়॥
এখন ব্যাকুল হোয়ে কি দুকুলো হারাব সই,
তাহে বিপক্ষে হাসিবে যত রিপুচয়॥ ১৪২৪॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওগো ললিতে গো তোরা দেখে যাগো,
রাই কেন এমন হ'ল।
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো থেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আছে কি ম'লো॥ ১৪২৫॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওহে প্রাণরে! কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথা আমার।
এ সরোবরে, না হেরি তারে, আমি সবো হেরি শূন্যাকার॥
আমায় কে দেবে মধুদান।
কারো মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ॥
তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাঁদে, চারিদিগে অন্ধকার।

চিতেন।

পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, জানে এই জগতে।
এই সরোবরে আসিতাম, তারো মনো রাখিতে॥
বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে।
এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে॥
কি হোলো, কি হোলো, কমল কোথা গেলো,
তারে কি পাবনা আর॥ ১৪২৬॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

ব্রজে মাধবো এলো না,
কি হবে বল না।
কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো,
প্রাণ থাকিতে মিলনো হোলো না॥

চিতেন।

হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে গিছে করি দিন গণনা।
এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত, বসন্ত উদয়ো দেখনা॥

অন্তরা।

আঁখি জলে তরু মূলে, সিঞ্চিলাম্ হায় ব্রজাঙ্গনা।
চিরো দিনো বঁধু, মথুরা রহিলো,
আশা তরুতো ফলিল না॥ ১৪২৭॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

ব্রজে কি সুখে রোয়েছে।
কি দশা ঘটেছে।
সে শ্যাম সুন্দরো বিহনে দেখনা ওগো রাই,
বনের পশু পক্ষী আদি ঝুরিছে।

চিতেন।

হায়! সহজে শ্রীমতি তোমার অঙ্গ যে দহিছে।
শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদো,
পাষাণো বিদারো হতেছে॥

অন্তরা।

হায়! ভ্রমরার দশা দেখ, এ সুখো বসন্ত সময়ে।
ধুলায়ে ধুসরো, হোয়ে কলেবরো, ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে॥

চিতেন।

হায়! সখি কোকিলেরা না করে গানো, অজ্ঞানো হোয়ে রয়েছে।
কৃষ্ণ বিরহেতে দেখনা প্যারী, খেদে কুহুরব ভুলেছে॥ ১৪২৮॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাকো একবার।
শুনরে কোকিল শুন শুন,
বলি শুন মিনতি আমার।
হরি হারা হোয়ে আছ মৌনে বসিয়ে,
মধুর রবো শুনিনে যে আর।

চিতেন।

এই দেখো বৃন্দাবনে, বসন্ত এলো।
নীরবে রয়েছ কেন ওরে কোকিলো॥
হরি গুণ গানো পিক্ করহে এখন্,
শুনে প্রাণ জুড়াক্ শ্রীরাধার॥ ১৪২৯॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপিকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার॥
ওহে ব্রজ হরি, মরে রাধা প্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাখ একবার।

চিতেন।

দীনবন্ধু দুখো ভঞ্জনো, অকিঞ্চনো জনেরো ধনো।
কেন হোলেহে, হেন নিদারুণো॥
কুলাইতে পার, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভারো।
রাধার ভার কি হলো এতো ভার॥ ১৪৩০॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

পতির বিচ্ছেদে প্রাণ সই, অধৈর্য্য হ'লে কি হবে।
থাক নাথেরে ভাবিয়ে, আশাপথ চাহিয়ে,
আসি'বার জ্বালা সেই তোমার জুড়াবে।
কি সাধ্য রতিপতির বল্ গো সতীর অঙ্গ দহিবে।

পুজ বিল্ব ...ল সতী শঙ্করে।
ঘুচি...বে পতির দুখ, হেরিবে পতির মুখ,
জুড়াবে তাপিত অন্তরে।
দুঃখে। পাবে সময়ে প্রাণধন, জুড়াবে প্রাণধন,
...বিরহ দায় ঘুচিবে।
শীতল
অধৈর্য্য চিতেন।
নয়নেব
ধৈর্য্য ধ. আকুল হ'য়ে অন্তরে, অকূল দুকূল ডুবাবে।
সুখ দুঃখ দরবা...র দুখ সওগো সই দু দিন বই জ্বালা জুড়াবে।
সুখান্তে বাসনা স কিছুই চিরস্থায়ী নয়।
এ দিন রা দেখ না...দুখ হয়, দুখান্তে সুখের উদয়।
সময়ে পাবে বিরহ যা...বে না, ভেবনা, যাবে সই যন্ত্রণা,
সাধ কা...ব প্রাণ বল্লভে॥ ১৪৩১॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

বো...না ... মহড়া।
বসন্তেরে সুধা... অন্তর, অন্তরে সে নিরু...নাথের মঙ্গল কি?
নিবাসে নিদয় ...ণা॥ ১৪৩২॥ ক
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ, ...নে শতবার গণি দিন,
আসার আশায় আছি, আশাপথ নিরখি।
চিতেন।
প্রাণনাথ যে দেশে আমার করিছে বিহার,
ঋতু রাজার সখি তথা অধিকার।
তার শুভ সংবাদ যত, সকলিত জানে বসন্ত।
সুমঙ্গল কথা তার শুনালে হব সুখী।
অন্তরা।
হায় কাল আসিবে বলে নাথ করেছে গমন।
ভাগ্য গুণে যদি, হ'ল সে মিথ্যাবাদী, উপায় কি এখন।
পরচিতেন।
সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে।
আমি কেমনে ভুলিব তারে।

পতি, গতি মুক্তি অবলার ।
সুখ মোক্ষ সেই গো আমার ।
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি ॥ ১৪৩২ ॥

কৃষ্ণমোহন [illegible]

মূলতানী বাহার—তাল হরি ।

উপায় কি আছে তার এরূপ খেদেতে ।
জগত জীবন, এমন পবন, করয়ে দহন, বসন্ত কালেতে ॥
অতি শীত শশধর, দহে তাতে কলেবর, খেদিত নহি ইহাতে ।
কলঙ্কী যে জন, নিজে জ্বালাতন,
ভাল কি কখন, পারয়ে করিতে ॥
চন্দন শীতল জ্ঞান, করিয়ে করি লেপন, দ্বিগুণ দহে তাহাতে ।
সহ বিষধর, বাস নিরন্তর, দোষ তাহার না পারি কহিতে ॥
মদনের গুণাগুণ, কহিবারে নাহি গুণ, বিদিত আছে জগতে ।
হরের নয়ন, অনলে দাহন, হ'য়ে এ[illegible]জান, অনঙ্গ রূপেতে ॥১৪৩৩॥

নিধুবাবু ।

[illegible]গোপিকার ।

জেনেছি সখি তাহা[illegible]গার এমন যতন তারো মোরে।
অঙ্গ জর জর, সদা কাতর, দেখিতে হইল সাধ রে ॥
এ কথা কহিব কারে ॥ ১৪৩৪ ॥

নিধু বাবু ।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা ।

ধলনা কেমনে রহিব সই নাথ বিহনে ।
রাত্রি দিন মোর, অন্তর নিরন্তর, কাতর তার কারণে ॥
অতি সুখ লোভে পিরীতি করি, দেখনা এখন বিরহে মরি,
আগে কি জানিব, পরাণ হারাব দুঃখ দহনে ॥
যদি মনে করি ত্যজিব তারে, বিরহে দ্বিগুণ দহন করে,
কামিনী সরলে, প্রেম রস ছলে, ভুলালে সুধাবচনে ॥ ১৪৩৫ ॥

নিধু বাবু ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে।
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে॥
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে।
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে॥
অনল শীতল হয় তার দরশনে।
ভাসি নয়নের নীরে মদনের গুণে॥ ১৪৩৬॥

নিধু বাবু।

দরবারী টোড়ী—আড়াঠেকা।

মনের বাসনা সই সে কি জানে না।
জানিয়ে দেখ না মোরে, সঁপিয়াছে দুঃখনীরে,
সহিতে বিরহ যাতনা॥
মিলনে অসাধ কার, তার ত আছে অপার,
তথাপি সেতো বুঝে না।
হ'লে নয়ন অন্তর, অন্তরে সে নিরন্তর,
কি জানি কেমন মন্ত্রণা॥ ১৪৩৭॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

বিরহ যাতনা শুনরে সজনি সহে না আর।
মন অতি চঞ্চল, নয়ন সজল, তথাপি অনল নিবে না॥
হইবে কবে মিলন, হেরিব বিধু বদন, ঘুচিবে যন্ত্রণা।
উদয় হইবে সুখ, র'বে না অসুখ, একি হবে পুরিবে বাসনা॥১৪৩৮॥

নিধু বাবু।

খট—জলদ্ তেতালা।

প্রেম সুখের সাগর জানি প্রথমেতে।
যতন করিয়ে প্রাণ সঁপিলাম তাহাতে॥
হইল রতন লাভ কথায় কত কহিব।
দুঃখ উপজিবে ইথে ছিল না মনেতে॥ ১৪৩৯॥

নিধু বাবু।

বেহাগ— জলদ্ তেতালা।

সখি কোথায় পাব তারে যারে প্রাণ সঁপিলাম।
যাহার কারণে আমি, কলঙ্কী হইলেম॥
পরাণ কেমন করে, রহিতে না পারি ঘরে,
সুখ আশে দুখনীরে, এবে যে ডুবিলেম॥
আগেতে না জানি এত, এমন করিবে নাথ,
জানিলে কি করি প্রীত্, না জেনে করিলেম॥ ১৪৪০॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

ওষ্ঠাগত প্রাণনাথ না দেখে তোমারে।
স্বস্থানে যাবে কি বাহির হইবে বলনা আমারে॥
অধীনে সদয় হলে ক্ষতি হয়, বুঝেছ অন্তরে।
ইহাতে কেমনে, প্রবোধিয়ে মনে, থাকি কি প্রকারে॥
অনুকূলে বিধি, যদি প্রাণনিধি, দিলেহে আমারে।
করিতে যতন, সংশয় জীবন, বলিব কাহারে॥ ১৪৪১॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

আমারে কি তার, আছয়ে মনে।
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরিহে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে॥
তাহারে না দেখে প্রাণ যেমন করে,
একথা কে বুঝিবে কহিব কারে,
কিবা রাত্রি দিন, তাহার প্রতি মন,
আমি যে কাতর সে কি জানে॥ ১৪৪২॥

নিধু বাবু।

ইমন পুরিয়া—কাওয়ালি।

অন্তর মোর কেমন করে না দেখে তারে।
বাক্যহীন মন হয়, কহিতে না পারে॥

যেরূপ যাতনা তাহা কহি কি প্রকারে।
নয়ন কাতর অতি ভাসে সদা নীরে॥ ১৪৪৩॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—তেতালা।

কেন চঞ্চল বিধুমুখি।
থাক তুমি অন্য মনে তিলেক না দেখি॥
সে তোমার মনবাসী শুন প্রাণ সখি।
মনেবে অস্থির করি তারে কর দুঃখী॥
উভয় মিলন যথা সেথা বুঝ দেখি।
একের দুঃখেতে দুঃখী সুখে হয় সুখী॥ ১৪৪৪॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

পিরীতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব।
ইহাতে উপায় সখি, বল কি করিব॥
সুখ আশে ধন প্রাণ, ক'রে তারে বিতরণ,
এখন পাসরে তারে, কেমনে রহিব॥ ১৪৪৫॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

যায় যায় যায় প্রাণ যায়রে, নিষেধ না মানে করি কি এখন।
আশা তাহার নিকটে, ঘরে নাহি মন॥
যাহারে আপন জানি সঁপিলাম প্রাণ।
সে যদি না রাখে আর পারে কোন্ জন॥ ১৪৪৬॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

সে জানে না আমার মনঃ যেমন তার তরে।
জানিয়ে বুঝে না কেন, বিচ্ছেদের হুতাশন,
দাহন করিবে মোরে॥

তারে জেনে এই হ'লো, নয়ন সদা সজল, কহিব কারে।
যারে কব সেই জন, সুখ দুঃখের কারণ,
সে বিনে সুখী কে করে॥ ১৪৪৭॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—টিমা তেতালা।

যাও তারে কহিও সখি আমারে কি ভুলিলে হে।
বিরহে তব প্রাণ সংশয়, ভাসি আমি নয়ন সলিলে॥
আসিবে আশয়ে, পথ নিরখিয়ে, আছি প্রাণ,
তোমার মনে প্রাণ, জানি কি আছে,
প্রাণ গেলে কি হ'বে আইলে॥ ১৪৪৮॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

কেমনে তোমার আশা পুরাইব মন।
একে তুমি তাহে আর কাঁদিছে নয়ন॥
অতএব এই কর, নিজ আশা পরিহর,
নয়নেরে শান্ত কর, এই সে বিধান॥ ১৪৪৯॥

নিধু বাবু।

পূরবী—জলদ তেতালা।

আসিবে এ রবে প্রাণ কি রবে। সই।
বাসনা আমার, নিকটে তাহার, প্রাণ যায় তবে॥
প্রাণ যায় নাহি রয়, প্রাণাধিক ক'রে তায়,
এমন হইবে, সে জন আসিবে, দেখা কি হ'বে॥ ১৪৫০॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এক বার দেখিবার সাধ কি আর নাহিরে।
বিরহে সঁপিয়ে গেলে, পুন না আইলে,
বিরহে কি বাঁচে কি মরে॥ ১৪৫১॥

নিধু বাবু॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

সইরে সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ বাণে ॥
পাসরিতে নারি সে জনে।
দেহে মাত্র আছে প্রাণ সদত তাহারি ধ্যানে ॥ ১৪৫২ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

নয়নেরে দুঃখ দিয়া মনেতে সদা উদয়।
দরশন দিতে প্রাণ কেন হে এত নিদয় ॥ ১৪৫৩ ॥

নিধু বাবু।

সবৃফর্দা—জলদ্ তেতালা।

এখন কোথা তারা নাথ বিহনে।
নিদ্রা রিপু হয়ে, মারিত জ্বালায়ে, এবে না আইসে যতনে ॥
কোথা সেই হাসি গেল, কোথা গেল মান,
এবে সে এই হইল, লাভ হে রোদন,
অঙ্গে আভরণ, না সহে এখন, দহিছে কেবল মদনে ॥ ১৪৫৪ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—তেওট।

প্রেম ফুল বনে আছে তা কে জানে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ।
কুসুম চয়ন করি, নিতি নিতি সেবি অনঙ্গ ॥
দৈবের কি বিঘটন, অকালে কাল দংশন,
বিরহ বিষ জ্বালায়, দহিতেছে আমার অঙ্গ ॥ ১৪৫৫ ॥

রাধামোহন সেন।

মুলতান—আড়া তেতালা।

বিচ্ছেদ হিংসক রীতি হয় কি কারণ।
পরের দেখিয়া সুখ, দুঃখে দহে মন ॥

চকোরিণী শশধরে, ভ্রমর কুসুমোপরে, সুখভোগাচরে,
দ্বিগুণ আগুন জলে করি দরশন।
অপর রমণী যত, পতির বাসনা মত, নানা মত রসে রত,
হৃদয় বিদরে শুনি সে সুখ কথন ॥ ১৪৫৬ ॥

রাধামোহন সেন।

সৈন্ধব—আড়া তেতালা।

প্রাণ হরিণী যায় ত্যজিয়া আমার, তনু কানন।
যাও যদি প্রিয় সখি কহিও নাথেরে, এই নিবেদন ॥
বিচ্ছেদীয় দাবানল, হইয়া অতি প্রবল,
সেই বন প্রিয় সখি করিছে দাহন।
হরিণী যদ্যপি ত্রাসে, লুকায় বনের পাশে,
শর হানে প্রিয় সখি নিষাদ মদন ॥ ১৪৫৭ ॥

রাধামোহন সেন।

সোহিনী—আড়া তেতালা।

হরিণী হয়েছি আমি প্রেম কাননে,
দিবা নিশি ভাবিতে ভাবিতে সে জনে।
লাজ জাল গালা লোকে,
শত পুর করি ঘেরিতেছে কাতরা জনে ॥
গঞ্জনার তরুগণ ঘন ঘরষণে,
বিচ্ছেদীয় দাবানল দহিছে সে বনে,
প্রবল ত্রিবিধ বায়ু ভরে মলয় পবনে,
শিখা উঠে হৃদি গগনে।
হানিছে মদন ব্যাধ অতি খরশান,
কুহুস্বর গন্ধশেল পূর্ণচন্দ্র বাণ,
কি হইল কি হইবে না দেখি উপায়,
বল সখি বাঁচি কেমনে ॥ ১৪৫৮ ॥

রাধামোহন সেন।

মট—টিমা তেতালা।

আপনি দহন হইল মনো চঞ্চল।
আপন মন্দিরে দিয়া আপনি অনল সই॥
প্রায় অক্ষি রূপ, মন্দির স্বরূপ,
অনল শ্যামের রূপ, অদর্শন পবনেতে করিয়া প্রবল॥ ১৪৫৯॥

রাধামোহন সেন।

জয় জয়ন্তী—আড়া।

দিনে থাকে অন্য মনে, নিশিতে মরণ।
বিরহ সন্তাপ আর, সই, না যায় সহন॥
জ্ঞান হয় সে সময়, অনল শীতলময়,
প্রবেশিলে তার মাঝে, জুড়ায় জীবন॥ ১৪৬০॥

রাধামোহন সেন।

দেশী—আড়া তেতালা।

মরম কথা পারি নাই কহিতে, প্রাণনাথেরে।
তাঁর গমনে হইল রোদনে রহিতে॥
অরে আঁখি দেখনি যে, দেরে পথ দেখাইয়ে,
যাইব নাথের পাশে মনের সহিতে॥ ১৪৬১॥

রাধামোহন সেন।

বাহার—আড়া তেতালা।

আর আঁখিরুন্মীলন করিব না।
সে তুমি কি ভাব ছলে, করিছ ছলনা॥
ধ্যানে দেখিতেছি তারে, বাহ্যে যদি হেরি আরে,
বাহ্য অন্তর বিচ্ছেদে, প্রাণে বাঁচিব না।
সে হও প্রকাশি আঁখি, ভুজে বাঁধি হৃদে রাখি,
তা নহিলে যাহ যদি, পাইলে আপনা॥ ১৪৬২॥

রাধামোহন সেন।

পূরবী—একতালা।

হৃদয় কাননে শ্যাম, ভ্রমে কেমনে (সই)?
সুধায়ো মাধবে সখি, অতি গোপনে॥
তাতে মন শিলাময়, বিরহ কণ্টক চয়,
লাগে নাহি কি সজনি, তার চরণে?
যে ছিল নয়ন বাসে, সে গেল বন নিবাসে,
আসিবে হৃদয় ত্যজি, কবে নয়নে॥ ১৪৬৩॥

রাধামোহন সেন।

পুরিয়া কানাড়া—আড়া তেতালা।

কেন এ সময়ে দেখা দিবে সে জন।
নিতান্ত তারি কারণ, তনু ত্যজিছে জীবন, করি আকিঞ্চন॥
যদি বল সে আসিয়া, নয়নে কি নেহারিয়া, দিতো দরশন॥
তার কি আশয় জান, নায়িকা কায়া সমান, নায়ক পরাণ।
শবপ্রায় দেহ আছে, তার আগমনে পাছে, সঞ্চারে জীবন॥ ১৪৬৪॥

রাধামোহন সেন।

ধনাশ্রী—আড়া চৌতাল।

বিচ্ছেদ তরুর মূলে কেন গো রাধে করিছ রোদন।
বল দেখি বিষবৃক্ষ কে করে সেবন॥
পাইয়া নয়ন জল, মুঞ্জরিবে নব দল,
ফলিবেক দুঃখ ফল, বিষ আস্বাদন॥ ১৪৬৫॥

রাধামোহন সেন।

কানাড়া—আড়া তেতালা।

না হতে পতন তনু দহন হইল আগে।
মরণের দোষ গুণ সই, আর ভার নাহি লাগে॥
দুঃখ রূপ তৃণ দিয়া, চিতে চিতা সাজাইয়া,
আপনি বিচ্ছেদানল প্রজ্জ্বলিত অনুরাগে॥ ১৪৬৬॥

রাধামোহন সেন।

ভৈরবী—মধ্যমান।

দেখি সই যদি তারে না দেখি।
তবে হইল জনমের মত দেখা দেখি॥
প্রবোধ কর বচনে, আমি বুঝাব কেমনে, কারো মানে কি।
যে করে সেই তো মরে, আমা বলে কি॥ ১৪৬৭॥

কালী মির্জা।

অন্তরে হইলে প্রেম যায় কি হ'লে অন্তর।
দিনে দিনে ততই বাড়ে যত হয় স্বতন্তর॥
হেতু কোন প্রয়োজন, নাহি হেরে প্রিয়জন,
তাহে সংশয় মানে না, হ'লে কথান্তর॥ ১৪৬৮॥

কালী মির্জা।

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

কি ফল জীবন রেখে বিচ্ছেদ হুতাশনো।
দাবানলো সম প্রায় করয়ে দাহনো॥
হেরিলে সে মুখ শশী, তবে তো অনল নাশি,
সুধালাভে দিবা নিশি, শীতল জীবন॥ ১৪৬৯॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

পিলু—আড়া।

দারুণ বিরহ দুখে প্রাণ বাঁচে কি না বাঁচে।
যেমন কাতর মন জানাইব কার কাছে॥
কিবে দিবে কি রজনী, যেন মণিহারা ফণী,
কারো মুখে নাহি শুনি, ইহার উপায় আছে॥ ১৪৭০॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

অতিশয় নিদারুণ বিরহ বাতিক ব্যাধি।
করে জ্ঞান অবসান, ম্রিয়মাণ নিরবধি॥

অন্য ব্যক্তিকের দুখ, নিবারয়ে চতুর্মুখ,
ইহাতে প্রেমীর মুখ, দরশন মহৌষধ॥
সাধ না পূরিতে যদি, সাধের পিরীতি গেল।
জীবন ধারণে তবে এখন কি ফল বল॥
জীবন সুখের লাগি, হয়ে প্রেমে অনুরাগী,
হইলাম দুঃখভাগী, তনুত্যাগী সেই ভাল॥ ১৪৭১॥

আশুতোষ দেব।

পিলু—

বচনে বিরহ দুঃখ নাহি হয় নিবারণ।
ভাবিতে নিষেধ করে লোকে অতি অকারণ॥
বন দহে দাবানল, পবনে করে প্রবল,
তৃণ যোগে দিলে জল, নিভে কি সে হুতাশন॥ ১৪৭২॥

আশুতোষ দেব।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

তারে কি পাইব রে আর।
যাবে না নিরখি আঁখি ঝরে অনিবার॥
হয়ে প্রতিবাদী, রতন হরিল বিধি,
বিহনে সে নিধি, হৃদি বিদরে আমার॥ ১৪৭৩॥

আশুতোষ দেব।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

মন যে মানে না নিষেধ।
আশা না পূরিতে প্রেমে হইল বিচ্ছেদ॥
হৃদয়ে উদয় যার, বাহিরে বিরহ তার,
ইহার অধিক আর আছয়ে কি খেদ॥ ১৪৭৪॥

আশুতোষ দেব।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

বিফল হইল যতন।
যতনে না রহিল সে অমূল্য রতন॥

সুখ আশে নিরাশয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
কেবল বাসনা হয় শরীর পতন ॥ ১৪৭৫ ॥

আশুতোষ দেব।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

বিরহ দুঃখ কারে কই।
মনের বেদনা মনে নিবারিয়ে রই ॥
সদা মন উচাটন, কিসে হ'বে নিবারণ,
না চাহে অপর ধন, সে রতন বই ॥ ১৪৭৬ ॥

আশুতোষ দেব।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আমি কি আমাতে আছি।
অবিরত জ্ঞানহত হয়ে রয়েছি ॥
বিনা সে রতন মণি, দংশিছে বিরহ ফণী,
মনে হেন অনুমানি, বাঁচি বা না বাঁচি ॥ ১৪৭৭ ॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট—টিমা তেতালা।

বল কিসে তার মুখ নিরখিব না।
চিত অনুগত সেত সদা ভাবে সে ভাবনা ॥
তাহারে ভাবিলে পর, মন প্রাণ হয় পর,
দ্বন্দ্ব করি পরস্পর, বলে দেহে রহিব না ॥ ১৪৭৮ ॥

আশুতোষ দেব।

ঝিঁঝিট—টিমা তেতালা।

যদি তার সনে বিচ্ছেদ হ'লো।
কি সাধে বিষাদে তবে জীবন রহিল ॥
করিয়ে বহু যতন, বিধি মিলালে রতন,
সে হইল নিদারুণ, বেঁচে কি ফল ॥ ১৪৭৯ ॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়া।

শয়নে স্বপনে মনে অন্য কিছু নাহি জানি।
প্রবোধ না মানে প্রাণে বিনে সে রতন মণি॥
আঁখি সদা চাহে তারে, বিধুমুখ হেরিবারে,
শ্রবণ বাসনা করে অমিয় বচন ধ্বনি॥
এখন আমার মন অর্পণ করিব কারে।
অদর্শন সেই জন মন ভালবাসে যারে॥
সামান্য প্রস্তর লাভে মণির বিরহ যারে।
এভাব কি অন্য ভাবে সম্ভব হইতে পারে॥ ১৪৮০॥

আশুতোষ দেব।

সোহিনী—

বিচ্ছেদের এই ভাল সদাই রাখে চেতন।
অন্তরেতে নিরন্তর সেই রূপ উদ্দীপন॥
নয়নে না হেরি যারে, মননে নিরখি তারে,
দুরূহ বিরহ করে হেন অঘটন ঘটন॥ ১৪৮১॥

আশুতোষ দেব।

সোহিনী—আড়া।

প্রাণ যায় যাবে তাহে কিছু নাহি ভয়।
বিরহ যন্ত্রণা হতে মরণ যন্ত্রণা নয়॥
অদর্শন হুতাশন, করে প্রাণ জ্বালাতন,
সদত তাপিত মন, আর দুঃখ নাহি সয়॥ ১৪৮২॥

আশুতোষ দেব।

সোহিনী—আড়া।

আমার মন যে বুঝেনা আমি কি করি।
সতত হেরিতে চাহে সে রূপমাধুরী॥
যে রতন পাইবনা, মিছে তাহার বাসনা,
এখন এ সুমন্ত্রণা, সে ভাবনা পাসরি॥ ১৪৮৩॥

আশুতোষ দেব।

মোহিনী—আড়া।

আমি আর কি সে জনে কভু পাইব।
যে দুঃখ তার বিরহে তারি কাছে কহিব॥
আমার মনোবেদনা, সে বিনে কেহ বুঝে না,
অতএব এ যন্ত্রণা বলে কারে বুঝাব॥ ১৪৮৪॥

আশুতোষ দেব।

বেহাগ—তেওট।

রহে কিনা রহে দেহে প্রাণ।
বিরহে হত হেন জ্ঞান॥
নয়নে না নিরখিয়ে, তাহার বিধু বয়ান ভাবিয়ে ভাবিয়ে,
হ'লো তনু অবসান॥ ১৪৮৫॥

আশুতোষ দেব।

বেহাগ—তেওট।

নিবারণ নাহি মানে মন।
করি কি উপায় এখন॥
হারা হ'য়ে প্রাণধন, উচিত হয় নিধন,
প্রিয়জন বিনে কি প্রয়োজন॥ ১৪৮৬॥

আশুতোষ দেব।

বেহাগ—তেওট।

বারে বারে মন তারে চায়।
আমারে হ'লো একি দায়॥
যে নিধি হরয়ে বিধি, ফিরে কি পায় সে নিধি,
মন তা বুঝেনা মরি করি কি উপায়॥ ১৪৮৭॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালি।

হারায়ে রতন মণি কেমনে ধরিব প্রাণ।
তিল আধ নহি সুখী সদা থাকি ম্রিয়মাণ॥

পিকবর মধুকরে, শেল সম ধ্বনি করে,
পরিপূর্ণ সুধাকরে, দিবাকরসম জ্ঞান ॥ ১৪৮৮ ॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

মনেরে বুঝাব কত, মন তারি অনুগত।
সেইরূপ অনুরূপ ভাবিতেছে অবিরত ॥
রোদন হইল সার, দুঃখ কি কহিব আর,
যে পথে গমন তার, প্রাণ আছে সেই পথ ॥ ১৪৮৯ ॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

মরি মরি কি করি।
দারুণ বিরহ দুখ কেমনে নিবারি ॥
মন মত ধন, সেজন যেমন, আর না তেমন, কথন হেরি।
কার মুখ হেরে তার ভাবনা পাসরি ॥
অমূল্য রতন, দিয়ে বিসর্জ্জন, কিরূপে এখন, জীবন ধরি।
সাধে কি সদত নয়ন বরিযে বারি ॥ ১৪৯০ ॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

কেন এমন হ'লো।
বিরহ সাগরে প্রেম তরণী ডুবিল ॥
পরম রতন, হইল মগন, বিহনে সে ধন, প্রাণ বিফল।
মন অভিলায মনে মনে মিশাইল ॥ ১৪৯১ ॥

আশুতোষ দেব।

মল্লার।

কে বলে সে অদর্শন, হৃদয়ে উদয় সতত যে জন।
নয়নে বিচ্ছেদ, তাহে নাহি খেদ, হৃদয়ে অভেদ, সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
সে দেখে আমারে, আমি দেখি তারে,
এই ব্যবহার সদা অন্তরে মিলন ॥ ১৪৯২ ॥

আশুতোষ দেব।

নয়ন কে নিলরে হরি।
নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন,
তুই ছিলি নয়ন, হইয়ে প্রহরী॥
কি কাল নিদ্রা চক্ষে এসেছিল মোর,
কাল পেয়ে ঘরে এলো কাল চোর,
হরণ করিল আমার মনচোর,
মরিরে সে চোর, কেমনে ধরি॥ ১৪৯৩॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

কাল নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিলরে বাধার,
রাধার মূলাধার, কোথা লুকালি॥
হৃদি পদ্মাসন, কোরে অন্বেষণ,
পাইনে দরশন সে পীত বসন,
শোন্‌রে নিদ্রে শোন্, কোরে আকর্ষণ,
বিচ্ছেদ হুতাশন, কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর, কালো শশধর,
যাঁরে গঙ্গাধর, ভাবেন ধরাধর,
সেই জলধর, আমার গিরিধর,
বল্ কারে বিলালি॥ ১৪৯৪॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

আশা ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জ্বালা প্রাণে সয় না।
প্রাণে সয় না কভু সইরে,
প্রাণ দেহ থেকে যায় যায় যায় না॥
আশা লতায় প্রাণ বাঁধি, গিয়েছে সে কৃষ্ণনিধি,
সে আশায় প্রাণ রয় রয় রয় না।

তিলেক না হেরি তায়, যুগ শত জ্ঞান হয়,
আশাতে কি প্রাণ রয়, প্রাণ সজনি?
মনে করি বিষ খাই, আশায় আশায় ভুলে যাই,
আমার মরণ হয় হয় হয় না ॥ ১৪৯৫ ॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

পরজ—আড়া।

বিচ্ছেদের ছেদে এবার, বুঝি প্রাণ যায় রে।
বিষম বিরহ বাণ, অতি খরশান,
তাহে মুগ্ধ মন প্রাণ, বাঁচি কি উপায় রে ॥ ১৪৯৬ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—ছেপ্‌কা।

বিরহ যাতনা আমি কখন জানি না সখি।
সে যদি অন্তরে থাকে অন্তরে তাহারে দেখি ॥
তার রূপ ধ্যানে ধ'রে, তার গুণ গান ক'রে,
তার আসার আশা নীরে, মনেরে শীতল রাখি ॥
যে দিনে দেখেছি তারে, সকল দুঃখ গেছে দূরে,
আছি যেন স্বর্গসুখে হয়েছি পরম সুখী ॥
বরঞ্চ দেখা হইলে, মদন আগুন দ্বিগুণ জ্বলে,
সুখ দুঃখ সকল ভুলে, ছল ছল করে আঁখি ॥ ১৪৯৭ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ সময়ে যদি তারে পাই। (পোড়া প্রাণ যারে চায়রে)
তবে এ যন্ত্রণা হতে জীবন জুড়াই ॥
প'রে যার প্রেমে ফাঁসি, লোকের কাছে হলেম দোষী,
হেরে তার মুখ শশী, প্রাণে মরি খেদ নাই ॥ ১৪৯৮ ॥

শ্রীধর কথক।

সিন্ধু ভৈরবী—টিমা তেতালা।

অন্তরে কেমনে ছিলে, অন্তর নিবাসী হয়ে।
একি অনুচিত দহ অন্তর অন্তরে রয়ে ॥

অবাধে থাকি অন্তরে, জ্বালালে দুঃখে অন্তরে,
সে যাতনা নিরন্তর কতবা ফুরাব কবে।
ছিল মাত্র এ বিধান, নহে কি বাঁচিত প্রাণ,
মনাগুন সমাধান, নয়ন সলিল ব'য়ে॥ ১৪৯৯॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরি।

ভালবেসে একি জ্বালারে হইল আমায়।
ব্যাকুল সতত চিত না হেরে তাহায়॥
তার লাগি দিবা নিশি, নয়নের নীরে ভাসি,
সে না দেখা দিল আসি, বুঝি প্রাণ যায়॥ ১৫০০॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

ভৈরবী—টিমা তেতালা।

পাব সে দিন কবে, হেরিব তারে।
নয়ন সফল হ'বে, ভাসিব সুখ সাগরে॥
সেরূপ মাধুরী যবে, নয়ন গোচর র'বে,
মন প্রাণ জুড়াইবে, সব দুঃখ দূরে যাবে॥ ১৫০১॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

বরং দিবস ভালো নিশা যেন হয় না।
অথবা নিশাই ভালো দিন যেন রয় না॥
কিম্বা এ উভয় সখি প্রাণে আর সয় না।
প্রিয় বিনে আর মনে কিছু ভাল লয় না॥ ১৫০২॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

যত যত বিধুকলা বাড়ে প্রতিদিন।
তেমতি সে ধনী দিন দিন হয় ক্ষীণ॥
ইথে অনুমানি বুঝি তার কান্তি ল'য়ে।
বিধি সুধাকরে করে সাবধান হয়ে॥
অতএব গুণময় চল এই বেলা।
যাবৎ না হয় শশধর পূর্ণকলা॥

নতুবা পূর্ণিমা হইলে পূর্ণ হবে শশী।
তনু শেষ হয়ে শেষ মরিবে রূপসী ॥ ১৫০৩ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

বায়ুর দাক্ষিণ্য যত, হইয়াছি অবগত,
সুধাকরে সুধা যত জেনেছি হে জেনেছি।
মদনের ফুলবাণ, তাও জেনেছি হে প্রাণ,
পিকবর মধু যত শুনেছি হে শুনেছি ॥
তোমার বিরহে সখা, কার না পেয়েছি দেখা,
যে জনা যেমন সবে চিনেছি হে চিনেছি।
অধিকন্তু এই দুখ, ফাটে নাই এই বুক,
তাই এবে মিথ্যাবাদী হতেছি হে হতেছি ॥ ১৫০৪ ॥

মদনমোহন তর্কাঙ্কার।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয়রে বিচ্ছেদ রাখি তোরে, যতনে হৃদি মাঝারে।
এ জনমের মত তোরে সে সোঁপে গেছে আমারে ॥
এখন আমার তুমি, তোমার হয়েছি আমি।
থাকরে অন্তরে আমার, হইয়ে অন্তরযামী ॥
তুমি থাকিলে অন্তরে, সেও থাকিবে অন্তরে।
তুমি থাকিলে অন্তরে, অন্তরে পাবনা তারে ॥ ১৫০৫ ॥

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

আরে পরবশ মন।
পরে জানিবে পর যে কেমন ॥
ছি ছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে,
পরস্পর হবে পরে, সদা জ্বালাতন ॥
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়া কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার, দহে সেই জন ॥

কেন মন পরেরি লাগি, হও সদা অনুরাগী,
হতে হবে দুঃখভাগী, যাবত জীবন ॥ ১৫০৬ ॥

মাইকেল।

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণ সজনি।
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই বিফলে গেল রজনী ॥
প্রেম পিপাসায়, নাশে প্রমদায়, কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপনা হ'তে কুলে কালি,
জল বাঁধ্‌লাম বাঁধ দিয়ে বালি,
মলে যদি এসে বনমালী, বোলো শ্যাম বলে মরিল ধনী ॥১৫০৭॥

দীনবন্ধু।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা।
অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা ॥
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীন হীনা ক্ষীণা কায়া, অবিরত ভাবনা ॥ ১৫০৮ ॥

দীনবন্ধু।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

যাতনা সহেনা সহেনা সই।
আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না।
শুনেছি নিদাঘে সখি, চাতকী নীরদমুখী,
নিদয় নীরদ নাকি, (ওগো তথাপি বারি বর্ষেনা)।
আমার সে নব ঘন, কভুত নহে তেমন,
শীতল বারি মিলন, (তাতে) বঞ্চিত কভু করে না।
আজ সে জীবনকান্ত, কেন সখি হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত, (বুঝি) এ দেহে আর রহে না ॥ ১৫০৯ ॥

মনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

বিরহ বেদনা কেমন।
সে জানে বিরহানলে জ্বলে যার মন ॥

দহন দাহন ক্লেশ, সেই জানে সবিশেষ,
যারেক দহনে দগ্ধ, হয়েছে যে জন ॥ ১৫১০ ॥

হরিশচন্দ্র মিত্র।

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে যদি সে আমার।
কেন তবে কুঞ্জ বনে হেন দশা রাধিকার ॥
তরুলতা কেন শূন্য, বন পাখী শোকপূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, উঠে কেন হাহাকার ॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হলে বাজিত বাঁশী, রাধা বলে শতবার ॥ ১৫১১ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পাহাড়ী খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরিলো প্রাণ সই, জানিনা কৃষ্ণ বই,
যাগো যা প্রাণ ধনে আন না।
সইলো সই কালা বিনে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখি জান না ॥
আমার সে কালাচাঁদ, দেখ্‌বো ব'লে বড় সাধ,
ম'লে সই আরত দেখা হবে না।
যালো ত্বরা করি, আনলো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানে না ॥ ১৫১২ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিমোহিত প্রাণ মন, সখিরে মন।
সখিরে সদা দেখি তার অনুপ আনন ॥
সতত বাসনা মনে, রাখি নয়নে নয়নে,
বিরহ শর সন্ধানে করেরে তাড়ন।
চাহি তারে ভুলিবারে, পোড়া প্রাণ নাহি পারে,
সে রূপ নীরধি নীরে মগন নয়ন ॥ ১৫১৩ ॥

প্রমথনাথ মিত্র।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

সহিতে না পারি সই তাহার বিরহ জ্বালা।
না জেনে পরেছি গলে বিষম প্রেমের মালা॥
প্রখর কুসুম বাণ, শেল সম অনুমান,
দহন করিছে প্রাণ, কেমনে সহিবে বালা।
প্রতিজ্ঞা করেছি মনে, লভিতে হৃদয় ধনে,
ধরিব যতনে সখি মাথায় কলঙ্ক ডালা॥ ১৫১৪॥

হরিমোহন রায়।

না হেরে তোমারে প্রিয়ে! কি কোরে প্রাণ ধরি বল?
যা ছিল তোমারি তুল্য, পোড়া বিধি সব হরিল;
তব মুখ-সম শশী, জলদে ঢাকিল আসি,
নলিনী নেত্র সদৃশী, সলিলে ডুবিল;
রাজহংস ছিল যত, গমনে তোমারি মত,
বর্ষারম্ভে সবে তারা মানসে চলিল।
কি কোরে প্রাণ ধরি বল? ১৫১৫॥

কালীকুমার চক্রবর্ত্তী।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

বিরহ তাহার সনে অথবা মিলন,
এ দুয়ের মধ্যে ভাল বিরহ ঘটন,
সে প্রিয়তমার সনে হইলে মিলন,
সে মূর্ত্তি একটি মাত্র করি দরশন;
কিন্তু হইলে তার সনে বিরহ ঘটন,
সকলি সে রূপময় হেরি ত্রিভুবন॥ ১৫১৬॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

নিঃশঙ্কে শশাঙ্ক মোর দহিতেছে কায়,
নিজে সে কলঙ্কী তার কিবা নিন্দা তায়?
চন্দন ভুজঙ্গ সঙ্গে চিরকাল রয়,
কি দোষ তাহার সে যে হবে বিষময়?

হর কোপে মদনের দগ্ধ হৈল কায়,
সে পোড়া পোড়াবে মোরে কি বলিব তায় ?
জগতের প্রাণ তুমি ওহে সমীরণ।
তুমি যে হরিছ প্রাণ একি আচরণ ? ১৫১৭ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

সারঙ্গ—ঝাঁপতাল।

আজ কেন প্যারী, বিপরীত হেরি,
এলায়িত কেশ নেত্রে বহে বারি।
গলিত অঞ্জন, দ্বিগন্তে পতন,
চন্দ্রানন রাহুগ্রস্ত তব হেরি।
নাসারন্ধ্রে বহে সঘনে নিশ্বাস,
বিমলিন কেন মুখে নাহি হাস,
কম্পিত অধর, শুষ্ক পয়োধর,
স্বর্ণলতা শীর্ণ আহা মরি মরি।
বহু সম্বোধনে নাহি কও কথা,
বল শুনি ধনি তোমার কি মনের ব্যথা,
নখে নখ দিয়ে, ভাব কি বসিয়ে,
রাধার এ ভাবনা বুঝিতে নারি।
সখির প্রতি পীতাম্বরের এই নিবেদন,
রাধার এইযে বিচ্ছেদ বিকারের লক্ষণ,
নাশে এ বিকার, হেন সাধ্য কার,
বিনে বৈদ্য সেই বিপিন বিহারী ॥ ১৫১৮ ॥

পীতাম্বর।

বেহাগ।

(ওরে) এনে দে তারে।
যারে না দেখিলে, পলকে প্রলয়, ভাসি নয়ন নীরে ॥
একে একে দিন যায়, তবু সে না আসে হায়,
কে বুঝি ধরেছে তায়, বধিতে আমারে।

করেছে কি অপরাধ, কে হেন সাধিল বাদ,
পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ, কাঁদালে আমারে।
জীবন আকুল হ'ল, নয়নে ঝরিছে জল,
হতেছে মন চঞ্চল, ক'ব তা কাহারে॥ ১৫১৯॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আঁখিতো মানেনা সই মনেরে বুঝায়ে রাখি।
যে পথে গেছেন তিনি তার পানে চেয়ে থাকি॥
অভাগীর অশ্রুজল, ঝরিতেছে অবিরল,
বহে অশ্রু স্রোত তাঁর পদ চিহ্ন দেখি দেখি॥
যেন ভগিরথ পিছে, গঙ্গাস্রোত বহিতেছে,
দেখা হ'লে বোলো তাঁরে অন্ধ হল দুটী আঁখি॥ ১৫২০॥

কামিনীকুমার দত্ত।

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা।

কেন পরাণ কাঁদে হেরিতে সে চপলে।
মেঘ কোল ছেড়ে কেন নেবেছিল ভূতলে॥
চোখের দেখা দেখা দিয়ে, প্রেমানল জ্বালাইয়ে,
অভাগারে ছলি পুনঃ, চলিল কি মেঘ কোলে।
কোথা গেলে পুন তারে, হেরিব নয়ন ভ'রে,
ঢালিব চঞ্চল প্রাণ, সে রূপ সুখ সলিলে॥ ১৫২১॥

তারিণীচরণ সেন।

জংলা ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

আজি এ গভীর বনে, একলা পেয়ে সীতা ধনে,
সবে মিলে কল্লে চুরি বনের পশু পক্ষী গণে।
হরিণ নিল নয়ন হরি, কটি হরি নিল হরি,
হায় মরি মরি।
আবার গমন চরি

সুধামাখা মধুর হাসি, হয়েছে সব কুসুম রাশি,
পেয়ে বনবাসী।
ও তাই হাসি হাসি, ডালে বসি, পড়্ছে ঢলে সমীরণে।
প্রেয়সীর মধুর স্বর, হয়েছে ঐ পিকবর,
হয়ে তৎপর।
ও তাই পঞ্চস্বরে করে স্বর, পঞ্চশর আলাপনে ॥ ১৫২২ ॥

জংলা ঝিঁঝিট—আড়খেম্টা।

শুনহে জলধর, আমার যে প্রাণেশ্বর,
কেমন আছে বল্‌তে পার, সুধাই তোমায় যুড়ি কর।
রহ রহ সমীরণ, তুমি জগত জীবন,
কোরো না গমন।
প্রাণপতির বার্ত্তা করি বহন, জীবন জীবন দিতে পার।
সুধাই তোমায় সুধাকর, সুধা বরিষণ কর,
তিমির হর।
একবার উদয় হ'য়ে, অযোধ্যাতে, আন্‌তে পার সমাচার॥১৫২৩॥

ঝিঁঝিট।

কে বলে বিচ্ছেদ ভাল নয়।
আমি জানি সেতো ভাল, তাই ভাল লাগে আমায় ॥
আমি তো বিচ্ছেদে ব্রতী, হয়েছি সখি সম্প্রতি,
তাতে কি হয়েছে ক্ষতি, বরঞ্চ সুখ সঞ্চয়।
দিনান্তে প্রাণান্ত হতো, তব যদি দেখা দিত,
এখন সে যে অবিরত, অন্তরে আছে উদয় ॥ ১৫২৪ ॥

এই কি বিরহ সেই লোকে যার কথা কয়।
ঝটিকার পরে যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা সমুদয় ॥
সুখ দুঃখ আশা যত, সবে পরিশ্রান্ত মত,
[illegible] রেছে তায়, বাঁধতে [illegible] মনে হয় ॥ ১৫২৫ ॥
[illegible] করি করী, ভ্রম[illegible]

নিবার নিবার, ওহে পিকবর, আর না তুলিও মধুর তান।
মলয় সমীর, হও ক্ষণ স্থির, তব পরশনে জ্ব'লে উঠে প্রাণ ॥
কার তরে ফুল সুগন্ধ ছড়াও, কুঞ্জবনে কেন বসে পাখী গাও,
কেনরে চন্দ্রমা বিষ ঢেলে দাও, নাথ বিনে প্রাণ হয়েছে শ্মশান॥১৫২৬॥

হৃদে রাখি ছবি যার আঁখি ভেসে যায়।
কে হেন ব্যথার ব্যথী এনে দিবে তায় ॥
নয়নে নয়নে যারে, চিত চায় রাখিবারে,
বিধি তায় লুকাইয়ে রাখিল কোথায়।
অঞ্চলে নয়ন জল, কতবা সঞ্চিব বল,
ক্রমে আশা আকুঞ্চিত, বিধি বঞ্চনায় ॥ ১৫২৭ ॥

নির্দয় বসন্ত উদয় বৃন্দাবনে, ডাকে কোকিল কৃষ্ণ বলে কাননে।
সই ফুটিল মাধবী, মলো রাই মাধবী,
বিনে মাধবাঙ্ক শতধার বহে রাধার নয়নে।
গো বিন্দে গোবিন্দ কই এল গোকুলে, ঋতু বসন্তে ;
প্রেম করে অতি সাধে, মরে বিনোদিনী রাধে, সই সই সইরে—
না হেরে কালাচাঁদে পড়ে আছে ভূতলে। ১৫২৮ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

হায় কি হ'ল প্রাণ গেল, প্রাণের সে প্রাণ কই।
বিরহ যাতনা, আর যে সহেনা, দ্বিগুণ আগুনে দই ॥
যা কেউ তারে আন ত্বরা করে, হেরি সে মুখ বাঁচিব প্রাণে,
সে বিনে আমার কেহ নাই আর, সে বিনে আর কারো নই।
না পেলে সে জনে, এ ছার জীবনে, কি সুখ আছে বল আর।
আশা ভরসা প্রাণ সাধ আমার সে, তবে কিসে বাঁচিয়ে র'ব।
সদা তার তরে, প্রাণের ভিতরে, পলকে পলকে
প্রলয় তুফানে পরাণে আকুল হই ॥ ১৫২৯ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

দরশন বিনা মম প্রাণ যে যায়।
কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায় ॥
শুনলো সজনি, আগেতে না জানি,
ভাল বেসে অবশেষে কাঁদালে আমায় ॥ ১৫৩০ ॥

কি হেরিলাম স্বপনে, নিশি অবসানে।
যেন সুমিলন প্রাণনাথেরি সনে ॥
ধন মন প্রাণ সঁপিলাম যারে।
সে কেন আমারে ভাসালে পাথারে ॥
বোলো বোলো সখি, বোলোগো তারে,
তার রমণীবধে কি ভয় নাই প্রাণে ॥ ১৫৩১ ॥

কালাংড়া—কাওয়ালি।

শ্যামের স্বপনে পড়িল রাইরূপ মনে।
বলে কই রাই কই কই দেহ রাই এনে ॥
রাই মম প্রাণেশ্বরী, রাই সদা ধ্যান করি,
ছিলাম রে'য়ের আজ্ঞাকারী, সাধ্যসিদ্ধি রাই বচনে ॥
রাই আমার কণ্ঠের হার, সে আমার আমি তার,
অভাবে যার অন্ধকার, আনো আনো বাঁচাও প্রাণে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, রাই বই নাহি দেখি,
পেলে রাই হৃদয়ে রাখি, অন্তরের অন্তর কেনে ॥ ১৫৩২

বেহাগ—তেওট।

আমি বল কি করি, শ্যাম বিরহে মরি ঐ
প্রথম মিলন কালে, গগন চাঁদ হাতে দিলে,
এখন কালা কুটিলে, গেল পরিহরি।
ললিতে বিশাখা জানে, এক দিন নিধুবনে,
বলে ছিল কাণে কাণে, তোমা ছাড়া আমি নই ॥ ১৫৩৩ ॥

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

বিনে সখি সেই রসময়।
অবলা সরলা বালা জ্বালা কত সয়॥
মনেতে বাসনা করি, প্রেম আশা পরিহরি,
ভুলিতে নাহিক পারি, সমভাবে রয়॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, যদি শান্তভাবে থাকি,
তখনি হৃদয়ে যেন হয়েছে উদয়॥ ১৫৩৪॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকারি কাঁদিতে নারি, বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল॥
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছলছল॥ ১৫৩৫॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

না হেরে তোমারে বুঝি যায় প্রাণ।
ব্যথিত করেছে হৃদি তব অদর্শন বাণ॥
তৃষিত চাতকী আমি, তুমি হে বারিদ স্বামী,
ত্বরিতে জীবন দানে, জীবন করহ দান॥ ১৫৩৬॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

তারে ভুলিব কেমনে।
সে বিনে যাতনা যত, সে কি তা জানে॥
মিলনেরি দিন, হইলে স্মরণ,
স্বপনের অধিক ভাব, হয় নারে প্রাণে॥
মনে যত মনন, যদি হয় মিলন,
উপহার ছলে, দিবরে জীবনে॥ ১৫৩৭॥

ইমন কল্যাণ।

মন যারে ভাল বাসে, সতত বাসনা মনে থাকি তার পাশে।
না হেরে সে সুধাকর, দিবা নিশি অন্ধকার,
আমার হৃদয় চকোর, দুঃখনীরে ভাসে।
পাইবু তারে কেমনে, সদা তাই ভাবি মনে,
পুড়ে মরি মনাগুনে, থাকি হুতাশে ॥ ১৫৩৮ ॥

পিলু।

মনের বেদনা কত মনে মনে নিবাইব।
না দেখি দুঃখের দুখী মন দুঃখ কারে কব ॥
যার সুখে সুখী মন, সেই হ'ল অদর্শন,
না হেরে সে চন্দ্রানন, কিসে প্রাণ জুড়াইব ॥ ১৫৩৯ ॥

কত কেঁদেছে ও কাঁদায়ে গেছে,
যাবার বেলায় হাতে ধ'রে।
যার বঁধু বিদেশে যায়, সেকি কান্না সয়,
কাঁদ্‌তে শ্যামের কান্না মুখ মনে পড়ে।
আস্‌বে বলে কাল, গেছে কত কাল,
কাল হয় নাই মথুরাতে?
আস্‌বে বলে গেল, এলনা কেন?
ব্রজের শ্যাম যত দিন ছিল, সুখ তত দিন ছিল,
দুঃখের দিন কি যায় না শীঘ্র ক'রে?
দিন লিখি নখক্ষয় হ'ল,
আমায় আস্‌ব বলে গেল অক্রূরের রথে ॥ ১৫৪০ ॥

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

অবোধ আমার মন আর প্রবোধ মানে না।
কথায় কি নিবারে সখি, পতি বিচ্ছেদ যাতনা ॥
উজ্জ্বল বাড়বানলে, শীতল না হয় জলে,
দহিলে বন দাবানলে, জল সিঞ্চনে নেবে না ॥

দুঃখ জলধি অকূল, মম হৃদয় প্রবল,
বালি বাঁধে সিন্ধুজল কখনো বাঁধা থাকে না॥ ১৫৫১ ॥

দেশ মল্লার।

এই হ'ল তার বিরহে, সখিরে।
রহে কিনা রহে, পোড়া জীবন দেহে।
সঘনে নয়ন, করে বরিষণ,
আপনারি মন যেন, আপন নহে।
করিব যে সান্ত্বনা, কি আছে মন্ত্রণা,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা, প্রাণে আর না সহে। ১৫৫২ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কেমনে সে জনে এ জীবনে ত্যজিব।
মিলনে বিচ্ছেদ হ'লে তা বলে কি ভুলিব॥
বিচ্ছেদ মিলন জ্ঞানে, তারি জ্ঞানে তারি ধ্যানে,
সংগোপনে মনে মনে, চন্দ্রানন মনে করিব॥
বিচ্ছেদ মিলন সার, তাই চাই অনিবার,
হৃদয়ে বিচ্ছেদ রাখি, সদা সে রূপ নিরখিব॥ ১৫৫৩ ॥

ঝিংঝিট।

বিচ্ছেদে এসো এসো করিরে হৃদে ধারণ।
এত সাধের প্রেম ব্রত হ'ল আজি উদ্‌যাপন॥
যে যাহার ভালবাসা, পুরাগ্ সে তার আশা,
তুমি আমার ভালবাসা, কোথাও না কোরো গমন॥
সেযে শঠের শিরোমণি, আমি অবলা রমণী,
সুজনে কুজনে সজনি, হয় প্রেম কথন॥
দেখা হ'লে তারি সনে, কত কথা ভাবি মনে,
হেরিলে তার মুখপানে, প্রাণে না থাকে কথন॥ ১৫৫৪ ॥

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

আমি তারে চখের দেখা দেখে আসি।
যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসি॥
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবা নিশি।
না হেরে তার মুখ শশী॥
একে অবলা নারী নাহি পারি যেতে,
সেকি সখি একবার না পারে আসিতে,
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি॥ ১৫৪৫॥

না হেরে তোমারে প্রিয়ে পেয়েছি যে যাতনা।
কে জানে বারিদ বিনে, চাতকেরি বেদনা॥
সে মুখ সে মৃদু হাসি, ওগো শশীবদনা।
বিদেশে বিরলে আমার দিবা নিশি জপনা॥
তরল না হ'ত যদি নয়নেরি ঝরণা।
গাঁথিয়ে পরাতাম মালা মনে ছিল বাসনা॥ ১৫৪৬॥

সাহানা—খেমটা।

কাঁদিছে প্রাণ আমার কেন সখি তারি তরে।
বিচ্ছেদের শরানল দহিছে অন্তরে রে॥
না জেনে তাহার মন, করেছি যে সমর্পণ,
কি করি প্রাণ সজনি উপায় বলে দাও আমারে।
আমি থাকি আবাসে, সে কভু না আসে বাসে,
কেমনে বাঁচিব শেষে, উপায় বলে দাও আমারে॥ ১৫৪৭॥

যোগিয়া—মধ্যমান।

বিরহানলে সইরে রহে যদি এ জীবন।
তবেত সুখ মিলনে, হব সুখী অনুক্ষণ॥
আশ্বাসে বিশ্বাস করি, আছি দিবা বিভাবরী,
অতি ক্লেশে প্রান ধরি, কেবল করি রোদন॥১৫৪৮॥

দেগো সখি তারে এনে, নয়নে তুলে রাখি।
সে ধন বিজনে লয়ে, নয়ন ভ'রে তারে দেখি॥
হৃদয় করি আঁধার, হৃদয় নিধি আমার,
কোথা প্রেম পারাবার, এনে দেলো প্রাণ সখি।
কে এনে দেবে সে ধনে, নব জলধর বিনে,
কেমনে বাঁচিব জীবনে॥ ১৫৪৯॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

সে বিনে যাতনা যত, সে বিনে জানাব কারে।
অন্তরের দুঃখ আমি, রাখি অন্তরে অন্তরে॥
সে মোর আঁখির অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন,
করে গেছে বিসর্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্তরে॥ ১৫৫০॥

বুঝি রাই মরে এবার, রাধা ভাব, যে আকার দেখি তার,
আমি অনুমান করি বিরহ বিকার।
কি ব্যথা আছে অন্তরে, দিবা নিশি আঁখি ঝোরে,
সুধাইলে বল্‌তে নারে, বল্‌গো সজনি উপায় উহার।
দেখ আসি একবার, কি হইল শ্রীরাধার,
এ কথা অন্য কেউ আর, জান্‌লে বিষম শরম আমার॥ ১৫৫১॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কেমন ক'রে মোরে ভুলি রহিলে একেবারে।
তুমি কি তা নাহি জান, যেমন আমার মন, তোমার তরে॥
দিবা নিশি ভাসি আমি নয়ন নীরে।
তুমি নাহি মনে কর, আমি হে অতি কাতর,
বিরহ শরে॥ ১৫৫২॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ যাতনা হতে, মরণ যন্ত্রণা ভাল।
সে যে অনন্ত যাতনা, এ যাতনা অর্দ্ধ কাল॥

বিচ্ছেদের হুতাশন, করে প্রাণেরে দাহন,
মরণ যন্ত্রণা লঘু, গোলেতো ফুরায়ে গেল ॥ ১৫৫৩ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রেমে প্রমাদ হবে তাত জানিনে।
না বুঝে করেছি প্রেম কারো কথা নাশুনে ॥
প্রেম সুখ অভিলাষে, মজিলাম নিজ দোষে,
ভাল বলে ভাল বেসে, বিচ্ছেদ জালায় বাঁচিনে ॥ ১৫৫৪ ॥

মল্লার—কাওয়ালি।

হৃদয়ের ধন আমার নয়ন রঞ্জন,
কে হরিয়ে নিল বল ওহে তরুগণ।
ওহে উচ্চ গিরিবর, তোমরা কি বলিতে পার,
সে আমার কণ্ঠের হার, নিল কোন্ জন ॥ ১৫৫৫ ॥

ঝিংলা—একতালা।

সাধে কিরে কাঁদি।
কি সাধে বিষাদ হয়ে, ঘটালে বিবাদী ॥
সুখ তার সাথী হলো, সে যদি মোরে ত্যজিল,
রহিল ভাসাতে মোরে বিচ্ছেদ চির ব্যাধি ॥ ১৫৫৬ ॥

ভৈরবী—একতালা।

কেন তারে মন সদা চায়।
সখি সতত যে জালায় ॥
প্রেমানলে অঙ্গ জলে, আবার নয়ন জলে বদন ভেসে যায়
এক দিন ভাবি সখি, আঁখি দুটি মুদে রাখি,
অন্তরে সে রূপ দেখি, বিচ্ছেদ জালায় ॥ ১৫৫৭ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যদি এজ্বালা কেন কালা দেয় গো।
প্রাণ সইগো, কত সইগো, কারে কইগো,
এস কইগো। দারুণ বিরহে প্রাণ যায়গো।
বন দগ্ধা কুরঙ্গিনী, মণিহারা ভুজঙ্গিনী,
তারাও হেন সন্তাপিনী, নয়গো নয়গো।
মাতঙ্গ সরসী জলে, দ'লে যথা পদ্মদলে,
বিচ্ছেদ করী তেমনি দ'লে, হায় হায় হায় গো ॥ ১৫৫৮ ॥

বারোঁয়া—খেমটা।

কই সে আমার অভিমানী রমণী রতন।
অন্তরে জাগিছে সদা সেই রূপের কিরণ ॥
যখন তাহারে হেরি, স্বর্গ সুখ ভোগ করি,
না হেরিলে প্রাণে মরি, যায় বুঝি আমার জীবন ॥ ১৫৫৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয় তাত নয়গো।
সুখের জলধি স্রোত নিরবধি বয় গো ॥
সদা নেত্র উন্মীলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে, অঞ্জনে মিশায় গো।
যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয় মনে উদিত, যেন কথা কয়গো ॥ ১৫৬০ ॥

কীর্ত্তন।

দে দে দে মাধব দে, আমার মাধব আমায় দে,
দিয়ে বিনামূল্যে কিনে নে।
মীনের জীবন জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।
তুই লুকায়ে রেখেছিস্ (ও মাধবী)
আমি বাঁচিনা বাঁচিনা (মাধবী ও মাধবী),
মাধব বিনে মাধব অদর্শনে ॥ ১৫৬১ ॥

সিন্ধু কাফি—অদ্ধা তেতালা।

প্রাণ যে কেমন করে, কে বুঝাবে ক'ব কারে।
কে আছে ব্যথার ব্যথী আনি মিলাইবে তারে॥
এ পিরীতি কেন করে, দিবা নিশি আঁখি ঝরে,
একি বিধির বিড়ম্বনা তারে বাধ্‌লে দেশান্তরে॥ ১৫৬২॥

পঞ্চতপা।

ভৈরবী—আড়া।

পঞ্চতপা করি শ্যামেরে পাইলাম না,
একাসনে অনশনে, ও সই, ধ্যানে দিবা বিভাবরী।
অনল গঞ্জনাভায়ে, জ্বলিতেছে চারি পাশে,
উপরে কলঙ্ক দহে তপনের তেজ ধরি॥ ১৫৬৩॥

রাধামোহন সেন।

বিরহিণীর মরণ নাই।

বেহাগ—তেওট।

অনল গরল নীরে মরণ নাহিক হয়।
না জানি মরিব কিসে ওলো সইরে, আর না যাতনা সয়॥
দুঃখাগুন জ্বলিছে অহর্নিশ,
দহিছে প্রবল বিরহবিষ,
নয়ন হ্রদের নীরে ভাসিতেছি নিরাশ্রয়॥ ১৫৬৪॥

রাধামোহন সেন।

নট নারায়ণ—তেওট।

অনলে সলিলে প্রাণ নহে সমাধান।
আর মরণের সখি আছে কি বিধান॥

যদি হুতাশন জ্বালি, তাহাতে শরীর ঢালি,
নির্ব্বাণ করয়ে আঁখি করি বারি দান।
হ্রদে সঁপিলে শরীর, মনোগ্নি শোষয়ে নীর,
মারে না মারিতে দেয় মনোগ্নি সমান॥ ১৫৬৫॥

রাধামোহন সেন।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

কি করি বিরহ জ্বালায়।
সজনি সন্তাপ আর নাহি সহা যায়॥
মনে মনে সাধ করি, পোড়া দেহ পরিহরি,
পাপ প্রাণ সহচরি! নাহি বাহিরায়॥
জীবন ত্যজিব ব'লে, যদি গিয়া পড়ি জলে,
প্রখর অন্তরানলে, সে জল শুখায়।
অনলে ঝাঁপিলে পরে, আঁখি বিপক্ষতা করে,
শোকের সলিল ঢেলে অনল নিবায়॥ ১৫৬৬॥

প্রিয়মাধব বসু।

এতো রজনী নহে কাল ফণী।

—আড়া তেতালা।

কারে বল রজনী, সজনিলো! ও যে কালফণী।
বিরহিণী গ্রাসিতে আসিতেছে, গ্রাসি দিনমণি॥
হেরি অতি দীপ্তিমান্, করি ছায়া শশী জ্ঞান,
তা জানি ও নিতান্ত গগনেতে, রাখিয়াছে মণি॥ ১৫৬৭॥

রাধামোহন সেন।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আবে এতো রজনী নহে সজনি।
গগাবিষে বাহু বাহু গ্রাস করে বিরহিনী ॥
এই আমি মনে গুণি, কালোফণী শিরোমণি।
তুমি বল নিশি শশী প্রকাশ হইলো এখনি ॥ ১৫৬৮ ॥

কালী মির্জা।

এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুম ঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলে বেলা কত যে খেলেছি খেলা,
কুসুম তুলেছি কত দুইটী আঁচল ভোরে।
ছিনু সুখে যত দিন দুজনে বিরহ হীন,
তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে ?
অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন,
ছেলে বেলাকার যত ফুরাল স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী
তখন জানিনু সখি কত ভালবাসি ॥ ১৫৬৯ ॥

রবীন্দ্র।

আলাইয়া—খেমটা।

কাছে ছিনু দূরে গেলে, দূর হ'তে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।
ছিলনা প্রেমের আলো,
চিনিতে পারনি ভাল,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে ॥ ১৫৭০ ॥

রবীন্দ্র।

আর কি হেরিব তারে ?

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

পুন কি হেরিব সখি সে বিধু বদন ?
স্বপনে হেরিয়ে বধিযে হরিল প্রাণ ॥
কখন চিনিনে তায়, ঘঠনা হইল দায়,
ঘটাইতে প্রাণ চায়, একি অলক্ষণ ॥
মনের যে আকিঞ্চন, করে তারে অন্বেষণ,
লজ্জা তাহে সর্ব্বক্ষণ, করযে বারণ ॥ ১৫৭১ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সখি আর কি তারে হেরিব কখন।
মন চুরি করেছে যে পাইযে নির্জ্জন ॥
স্বপনে হেরিনু যারে, পুন উপবনে তারে,
কেন দেখালি শেযেরে পোড়া নয়ন ॥ ১৫৭২ ॥

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

আর কি হেরিব সেই নয়ন রঞ্জনী ?
অকলঙ্ক শশী জিনি চিত্ত বিমোহিনী ॥
সরলা নব যুবতী, সুশীলা লাবণ্যবতী,
মরি কি শান্ত প্রকৃতি, মরাল গামিনী।
মধুমাখা স্বর হেরি, ঘোম্‌টা বসনে ঘেরি,
আবার রেখেছে তারি, মুখ সরোজিনী ॥
প্রফুল্ল নয়ন তার, বিমল প্রেম আধার,
বহে তাহে অনিবার, সুধাতরঙ্গিণী।
হায় কেন ইন্দ্রিয়গণ, হ'লোনা সবে নয়ন,
করিবারে দরশন, সে মনোহারিণী ॥ ১৫৭৩ ॥

সকলইত আছে সে কোথায় গেল ?

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

এইতো সে কুসুম কাননগো ।
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষ রতন ।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবর স্বরে হরে মন ।
সেই এই ফুল বনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ।
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি, ধরিতে জীবন ॥ ১৫৭৪ ॥

মাইকেল ।

সিন্ধু—আড়খেমটা ।

সেইত যমুনা কূলে কদম্বের তলে,
সেইত আমরা সখি ! মিলেছি সকলে ;
সেইত চাঁদের আলো কোকিলের ধ্বনি !
কিন্তু সেই রসময় কোথা কর্ণধার ? ১৫৭৫ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন ।

পলায়িত পাখী ।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ।

ছেড়েদে ছেড়েদে আমার পাখী ।
বল্ কে তোরা রাখ্লি ধরে অবলারে দিয়ে ফাঁকি ।
বাঁধা ছিল প্রেম শিকলে, কে তারে নিলেগো ছলে ?
কোথা গেল দেগো বলে, হৃদ্পিঞ্জরে ধরে রাখি ।
দেখা পেলে একবার, কভু কি ছাড়িব আর ?
চোখে চোখে রাখ্ব তারে, আর কি মুদিব আঁখি ? ১৫৭৬ ॥

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ।

সিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

প্রণয় পিঞ্জর কাটি, গেছে সে পাখী উড়ে।
রাখতেম্ যতনে যারে অন্তরে অন্তরে ॥
চঞ্চল জানিয়ে তারে, বদ্ধ ছিল নয়ন দ্বারে,
পলকে কি গেল উড়ে, কোথা পাই তারে ॥ ১৫৭৭ ॥

রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্যামের গুণ সই কেন কর গান ?

রামকেলী।

শ্যামের গুণ সই কেন কর গান।
মিশাইয়া প্রেমরাগের বিচ্ছেদীয় তান ॥
বিহারীয় ক্রিয়াকাল, বিস্মর বিলাসতাল,
বারে বারে দিওনাহে, হায় হায় মান।
বিগুণের অগুণ গীত, কর বিরাগে মিলিত,
তবে আর হবে না সে, রাগ মূর্ত্তিমান্ ॥ ১৫৭৮ ॥

রাধামোহন সেন।

যোগিনী না বিয়োগিনী ?

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

বিচ্ছেদ যোগেতে সখি, সমাধি মনঃ।
সহজে পবনাহার, কিসে আর পাবে পার, মলয় পবন ॥
বিরহ অনল জ্বালি, তাহাতে শরীর ঢালি, করিতেছি ধ্যান।
শিখিশায়ি তনু যার, মদন শশী কি তার, করিবে দাহন ॥
শ্যামের বচনামিয়া, চিরদিন না শুনিয়া, বধির সমান।
অলি করুক ঝঙ্কার, পিক ছাড়ুক হুঙ্কার, না শুনে শ্রবণ ॥ ১৫৭৯ ॥

রাধামোহন সেন।

যোগিয়া ।

বিচ্ছেদ যোগেতে আমি ত্যজিব পরাণ ।
আর কোন মতে সখি নাহি দেখি ত্রাণ ॥
শ্যামরূপ ধ্যান ধরি, শ্যাম নাম জপ করি,
এরূপে অজপাজপ হবে সমাধান ॥ ১৫৮০ ॥

রাধামোহন সেন ।

আশবরী—তেওট ।

শ্যাম বিয়োগী যোগী হয়েছে ব্রজবালা ।
করিয়ে রোদন, নয়ান অঞ্জন, গলিয়ে গলেতে গুঞ্জমালা ॥
এলাইয়ে বেণী, দোলে জটা শ্রেণী,
কাণেতে কুণ্ডল কাণবালা ।
পঙ্কজ লেপন, জলে হুতাশন, বিরহ জ্বালা ॥ ১৫৮১ ॥

কালী মির্জা ।

স্নান পান আহার করেছ পরিহার,
সমস্ত বিষয় সুখে বৈরাগ্য তোমার ;
নাসাগ্রে রয়েছে দৃষ্টি হইয়া লগন,
একাগ্র হইয়া ধ্যানে আছ নিমগন,
মৌনভাবে আছ সদা হইয়া নিশ্চল,
শূন্যময় হেরিতেছ এ বিশ্বমণ্ডল ;
বিরলে বসিয়ে তুমি আছ একাকিনী,
সখি ! কি যোগিনী তুমি কিম্বা বিয়োগিনী ? ১৫৮২ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন ।

কে তুমি যোগিনি বল আজি এ বিরল বনে ।
বাজায়ে বিনোদ বীণা গাহিছ আপন মনে ॥
গাহিছ মধুর গান, রদ রদ মন প্রাণ,
গদ গদ স্বর তনু, ধারা বহে দুনয়নে ।

পদ কাঁপে থর থর, টলমল কলেবর,
এলো থেলো জটাজাল লটপট সমীরণে ॥
শত শশী পরকাশি, অপরূপ রূপরাশি,
বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে হেরিছে হরিণীগণে।
যেন মণিহারা ফণী, কার প্রেমে পাগলিনী,
কেন হেন উদাসিনী, হে উদার দরশনে ॥ ১৫৮৩ ॥

প্রেম যোগ মেরি সখি! প্রেম লাগি যোগিয়া।
উদাসী এ প্রাণ মন বিনে প্রাণ বঁধুয়া ॥
বিভূতি কোমল অঙ্গমে, শ্যাম রূপ প্রাণমে,
ধ্যান জ্ঞান মন্ত্র আলি! মেরি বন মালিয়া ॥ ১৫৮৪ ॥

কালাংড়া—আড়খেমটা।

কে তুমি কার কুলবালা, আলো কোরে বিল্বতলা।
কি বিষাদে, মনের খেদে, মুখে বল ববম্ ভোলা ॥
এ নবীন বয়সে ধনি, কেন হ'লে সন্ন্যাসিনী,
জটা ভস্ম বিভূষণী, গলেতে রুদ্রাক্ষ মালা ॥ ১৫৮৫ ॥

হর নই হে আমি যুবতী।

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর, হুঁ বরনারী ॥
নহ জটা ইহ, বেণী বিভঙ্গ।
মালতী মাল ইহ, শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিমবন্ধ, মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু ॥

কর্ণে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ ইহ, উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলি কমল ইহ, নহেত কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥ ১৫৮৬॥

বিদ্যাপতি।

মহড়া।

হর নইহে আমি যুবতী।
কেনে জ্বালাতে এলে রতিপতি॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥

চিতেন।

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ্ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বার বার॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি।

অন্তরা।

হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরি হয়োনা আমার।
বিচ্ছেদে এদশা, বিগলিতকেশা,
নহে এতো জটাভার॥
বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা,
যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি।
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীলরতন।
অরুণো হলো নয়ন, ক'রে পতি বিরহে রোদন॥

এ অঙ্গ আমারো ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি ॥ ১৫৮৭ ॥

রাম বসু।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী।
ভস্ম করিবারে পুনঃ শ্যামহে রিপু রতিপতি ॥
রাগ ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কারময় গায়,
আলু থালু বসনেতে নগনা যুবতী।
বেণী জটাজুট মত, প্রাণ বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ বিভূতি মুখে, মাখিয়াছে সতী ॥ ১৫৮৮ ॥

রাধামোহন সেন।

আমারে দহিতে লাগিল সই যারা আমাতে জন্মিল।

সোহিনী—আড়া তেতালা।

আমারে দহিতে লাগিল সই যারা আমাতে জন্মিল।
অনল যেমন করে স্বযোনি দাহন, তেমতি ইহারা করিল ॥
বিরহে কাতরা হ'যে করিতে রোদন,
তার গুন গুন ধ্বনি হ'লো অলিগণ,
উহু রব করিলাম পাইয়া বেদনা,
সেই রব এই কোকিল।
ঘন শ্বাস ত্যজিতে জনমিল পবন,
শোক পুষ্পের সৌরভে খেদোক্তি বচন,
জনরবে উপজিল কালিমা কলঙ্ক,
তাই শশধর হইল ॥ ১৫৮৯ ॥

রাধামোহন সেন।

হৃদয়বাসীর দাহ ভয়।

মহড়া।

এমন সময়, কেন কালাচাঁদ, দুঃখিনীর হৃদয়ে উদয়।
আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল,
পাছে তায় শ্যাম অঙ্গ দগ্ধ হয়।

চিতেন।

অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে,
কার বা হয়গো অসাধ।
কিন্তু ললিতে কপাল গুণেতে,
ঘটিল হরিষে বিষাদ।
আমার শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের এ অঙ্গ,
দুঃসহ কৃষ্ণের বিরহ অনলে জ্বালায় অনঙ্গ।
সেযে ত্রিভঙ্গ কালিয়ে, মানসে হেরিয়ে,
জুড়াই সই, তেমন কপাল আমার নয়॥ ১৫৯০॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

পাছে মলিন সই হয় নাথের বিমল বদন।
প্রেম রবির তাপ সহিতে নারে সে প্রাণসই লো সহজে কখন॥
আমার অন্তরে নাথ সদা বিরাজিত, সই,
তাহাতে ঘটিল সখি একি বিপরীত,
বিরহ প্রবলানল সই অন্তর করিছে দাহন।
অন্তর নিবাসী জন অন্তরে দহিবে,
এইতো আমার এক কলঙ্ক রহিবে, সই,
আমি মরি সে ভাবনা আমার নাহি কদাচন॥ ১৫৯১॥

রাধামোহন সেন।

দেশ মল্লার—তাল হরি।

অদর্শন অনল সখি নিভাব কেমনে।
আর শঙ্কা পাছে যায় নাথের সদনে॥
যার আশে আছে প্রাণ, সে যদি হয় দাহন,
কি হবে রেখে জীবন, দুঃখেরি কারণে॥ ১৫৯২॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

সিন্ধু ভৈরবী—টিমা তেতালা।

অন্তরে তোমারে এবে রাখিতে ভয়।
বিদীর্ণ হৃদয় মাঝে, কি জানি যাতনা হয়॥
বিরহ সাধক প্রাণ, হৃদয় করে সন্ধান,
নস্থান তিল ধারণ, এমনি সে ছিদ্রময়।
যদ্যপি তাহাতে র'বে, মনানলে দগ্ধ হবে,
অনল উত্তাপ কবে, ছিদ্রে নিবারিত রয়॥ ১৫৯৩॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

বিচ্ছেদ হবে জানিলে কি প্রেম করে ?

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

অলাভ জানিলে কেহ কারে সঁপে প্রাণ।
অতি সুখ হবে বোধ তাহার তখন॥
কত জন গঞ্জন করে দেখ রাত্রি দিন।
সে কথা শ্রবণে না শুনে কখন॥
সুজনে সুজনে সুখ, কুজনে সুজনে দুখ,
মন মত বিনা চিত, সদা জ্বালাতন॥ ১৫৯৪॥

নিধু বাবু।

ভূপালী—আড়া।

কেন সখি না বুঝিয়ে দিতেছ গঞ্জনা।
যাহারে সঁপেছি প্রাণ সে কি দেয় যন্ত্রণা॥

প্রণয় হয় যখন, তুজনে দোঁহার মন,
উভয়েতে সমর্পণ, বোধ যে থাকে না।
আপন ক'রে জ্ঞান, পরে মন সমর্পণ,
জানে না যে তখন, বিচ্ছেদ হবে না॥ ১৫৯৫॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

দুঃখ ঋণ।

—রূপক তাল।

পিরীতে এই করিলে, বাধিত এই দুঃখ ঋণে।
কত নয়নের নীরে, শ্যাম শোধ দিব কত দিনে॥
দুঃখিনীরে দুঃখধার, দিয়া কে পেয়েছে আর,
কি আশ্বাসে এ বিশ্বাস হইল সুখ বিহীনে॥ ১৫৯৬॥

রাধামোহন সেন।

যাতনার দুঃখময় সুখ।

যাতনার এই দুঃখময় সুখ,
তুই কি বুঝিবি সজনি!
কি বুঝিবি তুই কিযে এত সুখ,
কাঁদিয়ে দিবস রজনী॥ ১৫৯৭॥

রবীন্দ্র।

আমি যে কাতর প্রাণে সে যেন শুনে না।

দেশ মল্লার—তাল হরি।

আমার যন্ত্রণা তারে শুনালে কি হবে।
থাকে যদি মনে সাধ ভুলে না থাকিবে॥

আপনি এসে গো ফিরে, তবে যে জানাব তারে,
নতুবা বিচ্ছেদনীরে, প্রাণ যায় যাবে ॥ ১৫৯৮ ॥
কালিদাস গাঙ্গুলি।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মনো বেদনা কভু জানাইওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায় ॥
সে বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনিলে তার মঙ্গল, তবুত প্রাণ জুড়ায় ॥ ১৫৯৯ ॥
শ্রীধর কথক।

ভৈরবী।

যাও যাবে প্রাণসখি প্রকাশ কোরো না।
আমি যে কাতর প্রাণে, সে যেন শুনে না ॥
প্রকাশিলে এই হবে, তার আকিঞ্চন যাবে,
লাভ মাত্র এই হবে, বাড়িবে যন্ত্রণা ॥ ১৬০০ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ যাতনা জানাইওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখ সে পাছে বেদনা পায় ॥
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ ত্যজে অবিরত, রত প্রশংসায় ॥
নীর ত্যজে ক্ষীর যেমন, হংস করে গ্রহণ,
তেমতি আমার মন, তার পানে ধায় ॥
ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলি রে কর্ম্মফল,
তাহে এ দুঃখ ঘটিল, কি দোষ তাহার ॥ ১৬০১ ॥

কোকিল।

মহড়া।

রমণীরে সকলে নিদয়।
কেহ নারীর হিতকারী নয়॥

চিতেন।

পাণ্ডব খাণ্ডব বন দহিল যখন।
নানা জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন॥
কোকিল মরিত যদি তায়।
তবে কি কু রবে প্রাণ যায়॥
বিরহিণী বধিবারে বাঁচাইল ধনঞ্জয়॥ ১৬০২॥

রাম বসু।

মহড়া।

কোকিলে কি সময়ো পেলে।
তুমি এত দিন কোথা ছিলে॥
কাল্‌গুণে কাল্ তুমিও হোলে।
একেতো বসন্ত ভূপতি।
অবিচারে মারে যুবতী॥
হোয়ে পক্ষ, তারি পক্ষ, নারী বধিতে এলে॥ ১৬০৩॥

রাম বসু।

মহড়া।

কোকিল পায় ধরিহে তোমার, কর এই উপকার।
যাও নাথের নিকটে এক বার।
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি অবলা জনার।
নিঠুর নাগর আছে যথায়,
পঞ্চ স্বরে গান শুনাও গে তায়,
শুনে তব ধ্বনি, বলিয়ে দুখিনী, যদি মনে হয় হে তার॥

চিতেন।

বিরহী জনের তুমি অন্তরে হানিতেছ কুহু স্বর।
ইথে নাহি তোমার পৌরুষ পিকবর।
একলা আমি নারী অবলা,
আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা,

তাহারে তেমতি পারহে জ্বালাতে—
প্রশংসা করি তবে হে তোমার।

অন্তরা।

হায়! যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
বুঝি কোকিলা নাই সে দেশে।
তা যদি থাকিত, তবে সে আসিত,
বসন্ত সময় নিবাসে।

চিতেন।

কিম্বা পিকবর আছে, নাহি তার সুস্বর তব সমান।
কুহুরবে বুঝি হানিতে নারে বাণ।
অতএব মিনতি এখন, কোকিল তথায় কর গমন।
তোমার এ স্বরে, প্রবাসে কে রবে,
নিবাসে আসিবে নাথ আমার ॥ ১৬০৪ ॥

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

মলয়ানিল।

মুলতানী—মধ্যমান।

ধিক্ ধিক্ ওরে ধিক্ কপিগণ।
কামিনী যামিনীমুখে করিছে ভৎর্সন ॥
যে কালে অচলগণে, চালনা করিলা রণে,
মলয় চালিতে কেহ, নারিলে তখন।
বিরহিণী বধ ভয়, যদ্যপি কাহার হয়,
সাগরে ডুবায়ে গিরি, রাখহ এখন ॥ ১৬০৫ ॥

রাধামোহন সেন।

মুলতানী—মধ্যমান।

মলয়ার ভুজঙ্গম করে অনশন।
বিরহিণী মনে ছিল, কি বাদ এমন ॥

এই অনুভব তার, যদি করিত আহার,
কেমনে বহিছে তবে সুধীর পবন।
অতিশয় খল যেই, বিনা প্রয়োজনে সেই,
আপনা মজায়ে বধে, পরের জীবন॥ ১৬০৬॥

রাধামোহন সেন।

বসন্ত।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেম দণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পঢ়ু আশীষ মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটলতুল অশোক দলবান্॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহু করল নিরমূল॥

উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান ॥
নব বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥ ১৬০৭ ॥

বিদ্যাপতি।

মায়ূর।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন,
নব নব প্রেম বিভোর ॥
নবীন রসাল, মুকুল মধু মাতিয়া,
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ, চিত উনমাতই,
নবরসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন,
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ১৬০৮ ॥

বিদ্যাপতি।

ভৈরবী।

মধুর সময় রজনী শেষে,
শোহই মধুর কানন দেশে,
গগনে উয়ল মধুর মধুর,
বিধু নিরমল কাঁতিয়া।

মধুর মাধুরী কেলি নিকুঞ্জ,
ফুটল মধুর কুসুম পুঞ্জ,
গায়ই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী,
মধুর মধুহি মাতিয়া ॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর,
মধুর যুবতী নব কিশোর,
মধুর বরজ রঙ্গিনী মেলি,
করত মধুর রভস কেলি,
মধুর পবন বহই মন্দ,
কূজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ,
মধুর বহগি শরদ সুভগ,
নদহ বিহগ পাঁতিয়া।
রহই মধুর শারিকীর,
পড়ই ঐছন অমিয়া গীর,
নটই মধুর ময়ুর ময়ূরী,
বটই মধুর ভাঁতিয়া ॥
মধুর মিলন খেলন হাস,
মধুর মধুর রস বিলাস,
মদন হেরই ধরণী লুঠই,
বেদন ফুট ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিত রীত,
বলরাম চিতে ফুরত নীত,
দুহুঁক মধুর চরণ সেবন,
ভাবন জনম জাতিয়া ॥ ১৬০৯ ॥

বলরাম দাস।

মহড়া।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
তেজিয়ে এ সুখ বৃন্দাবন।

দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন ॥
এ সময়ে সখা, দেওহে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন ॥

চিতেন।

একে তো সহজে এ ব্রজধাম সদা সুখেরো আস্পদ।
তাহে কাল্ গুণেতে পূর্ণ সুখোসম্পদ।
রসিক নাগরো, তোমা বিনে আরো,
কে করে এ রসের উদ্দীপন।

অন্তরা।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন এ ব্রজধাম, ধরিল নবযৌবন ॥

পরচিতেন।

মুকুলে মুকুলে, কোকিলজালে, করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জরে অলি সব ॥
আ মরি আ মরি, এই শোভা হবি,
হইলে কি সবো বিস্মরণ ॥ ১৬১০ ॥

হরুঠাকুর।

মহড়া।

এ সময় সখা দেখা দেও হে।
তব অদর্শনে ব্রজনাথ, আমার আঁখি মনো সদা দয় হে।
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায় হায় হায় হায় হে ॥

চিতেন।

গিরীষ্ম, বরষা, হিম শিশিরে, যত দুখ দেয় হে।
সব সম্বরণ কোরেছি কৃষ্ণ,
বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে ॥

অথবা।

প্রায় ব্যাধ জাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়,
কোকিলের শব্দ জাল।
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো,
ডাকিছে তোমারে নন্দলাল।

পরচিত্তেন।

জীবনো যৌবনো, প্রাণো হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।
বিপদেতে মধুসূদনো, আমা প্রতি দে না,
নিদয়ো জনার্দ্দন হে ॥ ১৬১১ ॥

হরু ঠাকুর।

ছিলে প্রাণ যে দেশে, সেদেশে কি বসন্ত আছে।
যত এ দেশের কোকিলে, আমায় স্থির হোতে না দিলে,
সেখানে কি তেমনি কোরে, ডাক্‌তো তোমার কাছে ॥ ১৬১২ ॥

রামবসু।

মহড়া।

ঐ ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি, এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
শুনো শুনো, স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার পদে গুঞ্জে।
কৃষ্ণ বই, কে আর বস্‌তে পারে সই, শ্রীরাধার রাস কুঞ্জে।
জানি শ্রীমুখে বলেছেন শ্রীকান্ত।
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি ঋতুর বসন্ত।
আরো পতঙ্গেরি মধ্যে, কৃষ্ণঃ ভৃঙ্গরাজ,
নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে।

চিতেন।

বসন্ত আসিতে গোপিকার, কেন প্রাণ জুড়ালো।
জ্ঞান হয় ঋতু নয়, দয়াময় মাধব এলো।
দেখ তমালে কোকিলে বোসে ঐ।

মনের আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে ডাকিতেছে সই।
আরো কমলিনীর কমল চরণ ধোবে,
মধুপান করে অলিপুঞ্জে ॥ ১৬১৩॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

এবার বৃন্দাবনের সুখ সব দেখে এলাম মথুরায়।
স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজমান্, বসন্ত মূর্ত্তিমান্,
সুখে কোকিলে, জয় জয় কৃষ্ণের গুণ গায়।
শুন রাই, বিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদি তোমায়।
এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্র তনয়,
হ'তো গো রাই প্রতিদিন বসন্ত উদয়,
শুনি যেখানে কৃষ্ণ রয়, সেইখানে সুখোদয়,
সুখ বুঝি কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে যায়।

চিতেন।

বিশাখা শোকাকুলা চঞ্চলা হইয়ে,
শ্রীমতীর প্রতি খেদে কয়।
বসন্তে ভ্রমনার্থে, রাই গো,
গেলাম সেই মথুরা কুঞ্জালয়।
মধুধাম নাম, তাহে মধু ঋতুর আগমন।
মধুময় সব, কর্ত্তা তায় শ্রীমধুসূদন।
মধু মাধবী বিকশিত, মধুকর পুলকিত,
সুখে সুমধুর স্বরে গুঞ্জরিছে তায়।

অন্তরা।

সেই মথুরার মাধুর্য্য
দেখে, শোক উথলিল রাই,
ব্রজেরি ঐশ্বর্য্য হরিলেন হরি,
গোপীর প্রাণে অসহ্য।

পরচিতেন।

রত্ন সিংহাসনে কালীয়ে রত্ন,
রঙ্গেতে আছেন বসিয়ে।
বামেতে বসিয়ে কুব্জা রাজরাণী,
শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলায়ে।
সেই সময় রাই, তোমার চাঁদ মুখ মনে পড়িল,
কৃষ্ণতাপ তায় হে আরো যে দ্বিগুণ বাড়িল;
অমনি নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
এলাম হে প্রণাম করি কৃষ্ণপায়॥ ১৩১৪॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

প্রাণের কৃষ্ণ বিনে একি হ'ল লো সই,
বসন্তে বসন্ত নাই গোকুলে।
দেখি কোকিল নীরব, নাহি সে মধুর রব,
হাহা রব গো, শুনি সব গো,
আর ভ্রমরা গুঞ্জরেনা কমলে।
ব্রজের ভাব, সে সুরব, সকলি হরি হরিলে।
প্রতি তরুলতা, রাধাকৃষ্ণের রূপের আভাতে,
প্রভাতে কুঞ্জের শোভাতে গো,
ময়ূর নাচিত উচ্চপুচ্ছ ভাবেতে,
হ'ত গগনে উদয় চাঁদ, এখন গোকুল চাঁদ,
গোকুল আঁধার করিল।

চিতেন।

বিশাখা শোকাকুলা চঞ্চলা হইয়ে,
ললিতার প্রতি কয়।
জানি মনে বৃন্দাবনে, হত নিত্য নিত্য
নিকুঞ্জে বসন্ত উদয়।

গেঁথে মালতীর হার, মাধবের গলায়
আমরা দিতাম সই, সে দিন কই,
সে ভাব কই, প্রাণের কৃষ্ণ কই গো।
সখি কই গো সে বৃন্দাবনের শোভা কই,
দেখি সামান্য অরণ্য, হ'ল বৃন্দাবণ্য,
বিচ্ছেদে বিবর্ণ, হেরি শূন্যময় শীর্ণ ব্রজমণ্ডলী।

অন্তরা।

ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ফুরা'ল। মাধব অভাবে গো।
অশোক কিংশুক, পলাশ কাঞ্চন,
কুঞ্জে প্রফুল্ল হ'ত নানা ফুল।

পরচিতেন।

বহিত মন্দ মন্দ মলয়া সমীরণ।
জুড়া'ত গোপীর প্রাণ।
সে হিল্লোলে, কালজলে,
সুখে বহিত সই তপনতনয়া উজান।
গত হেমন্ত কাল, সুখের বসন্ত কাল,
এতো সময় কাল, ঋতু কাল,
এবার হল সই কাল বসন্তের অন্তকাল।
একে কৃষ্ণ বিচ্ছেদের কাল, না মানে কালাকাল,
কবে হয় পূর্ণ কাল,
আছে কত কাল, দুঃখ গোপীর কপালে ॥ ১৬১৫ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

দেখ কৃষ্ণ হে, একবার দেখে যাও
বসন্তের প্রাণান্ত হ'ল।
ব্রজের দুখানল, রাধার শোকানল,
প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ দাবানল,
তোমার ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে ম'লো।•

কেন শ্যাম তায় গোকুলে পাঠালে বল।
ব্রজধামে ঋতুরাজের আগমনে,
নব নব তরুলতা সব, সে সব নাই হে,
কোকিল নীরবে বসে আছে তমালে।
হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন,
সে মধু ফলে ফুলে শুখাল।

চিতেন।

বসন্তে শ্রীকান্তেরে সম্বোধিয়ে,
বৃন্দে কহে ব্রজের বিবরণ।
কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ তাপে দগ্ধ তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন।
শুক সারী ডাকে না আর কৃষ্ণ ব'লে।
মধুকরের মধু মধু রব, সে রব নাই হে,
কোকিল নীরবে বসে আছে তমালে।
তাহে মলয়া সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন,
বৃন্দাবন সেই অনলে দহিল ॥ ১৬১৬ ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

দোহাই ঋতুরাজ মহারাজ, যেওনা আজ,
রাধার নিকুঞ্জেতে।
আছেন প্যারী কৃষ্ণগত, মূর্চ্ছাগত,
ধরাশয্যা শয্যাগত, আর প্রাণ ওষ্ঠাগত,
তোমার দৃষ্টিমাত্র কৃষ্ণ বলে অমনি মরবে প্রাণেতে।
পক্ষের কথায় স্বপক্ষ হও রাধার পক্ষেতে।

চিতেন।

বসন্তে বসন্ত ঋতু হেরিয়ে উদয়।
আস্তে ব্যস্তে, গল বস্ত্রে, কোকিল এসে কয়।
তুমি রাজা/ঋতুরাজ মহারাজ হে,
সসৈন্যে এসেছ বুঝি করে রণ সাজ।

আমি আগে এসে দেখ্‌লাম ব্রজে,
আছেন প্যারী শূন্য কুঞ্জে,
হারায়ে শ্যাম বঙ্করাজে,
ভাস্‌ছে নয়ন জলেতে।

অন্তরা।

যে দেখ্‌লাম গোকুলের দশা, গোপীর দশা, —
মৃত্যুদশা প্রায়।
শবাকৃতি শব হ'য়ে সব, রয়েছে ধূলায়।

পরচিতেন।

বদনে নাই অন্য কথা কৃষ্ণকথা বই।
যারে দেখে মলিনমুখী, বলে কৃষ্ণ কই।'
তাদের কৃষ্ণগত প্রাণ, তাপিত প্রাণ হে,
এ প্রাণে কোন্ প্রাণে তুমি হান্‌লে পঞ্চবাণ।
আর কি ব্রজের সে দিন আছে,
যুগল প্রেমের আশা গেছে, মথুরায় শ্যাম বাঁধা আছে,
কুব্জা রাণীর প্রেমেতে ॥ ১৬১৭ ॥

পরাণ সিংহ।

মহড়া।

সহেনা কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস্‌না শ্রীকৃষ্ণ ব'লে।
শুন বলিহে নিরদয়, এত রাধার সুখের সময় নয়,
প্রাণে মর্‌বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়ন জলে।
হয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, গোপগোপীকুল,
পশুপক্ষীকুল, বিরহে সকল ব্যাকুল,
ত্যজে বকুল মুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল হে,
কোকিল এ সময় কেন এলে গোকুলে।

চিতেন।

বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্যে ব্রজেতে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুলা হ'য়ে বৃন্দে, কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়াছে।
কৃষ্ণ বিরহিণী, হ'য়ে কমলিনী,
ধূলাতে পড়ে রয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে,
রাই তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে।

অন্তরা।

এখন দুখের সময় কেন তুই এলি কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে ব্রজে রাই কাতরা,
অলি কি সুখে তবে বেড়াও গুঞ্জে।

পরচিতেন।

অধীরা ধরাসনে প'ড়ে রাই চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় সাপক্ষ হও পক্ষী হে, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
এই ভিক্ষা করি পিকবর, করিস্‌নে ধ্বনি আর,
প্রাণ রাখ শ্রীরাধার, দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল, দেখ্‌লি স্বচক্ষে মরণের অপেক্ষা নাই,
হয়ে রয়েছি জীবন্মৃত গোপী সকলে ॥ ১৬১৮ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহড়া।

আজি শীঘ্র সাজ কৃষ্ণ সমরে।
ঋতু রাজ, সেজে রণ সাজ,
আছে সসৈন্যে ঘেরে তোমার রাধারে।

চিতেন।

বৃন্দে গে সত্বরে, মথুরা নগরে
শ্রীকৃষ্ণে জানায় সংবাদ।

অকস্মাৎ রাধানাথ, রাধার কুঞ্জে ঘটেছে প্রমাদ,
ধেয়ে এলেম পেয়ে ভয়, রক্ষ রক্ষ কৃষ্ণ বিপদ সময়,
যুদ্ধে প্রবৃত্ত বসন্ত, করে বা প্রাণান্ত,
শ্রীকান্ত চলহে ত্বরা ক'রে ॥ ১৬১৯ ॥

মহড়া।

ওরে মদন, বিনে মদন মোহন,
তাপিত প্রাণ জুড়াই কার কাছে।
আগে তোমার এই নিকুঞ্জবন,
ছিল প্রায় ইন্দ্র ভবন, এখন বন দেখরে।
সুখ বৃন্দাবন দিনে আঁধার হয়েছে।

চিতেন।

শ্রীনাথের আজ্ঞা পেয়ে, বসন্ত সময়ে,
সর্ব্বাঙ্গে জল্‌ছে শোকানল।
হতে সুশীতল, খুঁজি রম্য স্থল,
শীতল জল, ছায়া সুশীতল।
ব্রজে শীতল, আছে কি জল,
বল আমায় হায় হায় হায়রে।
বিদরে বক্ষস্থল, গোপিকার চক্ষের জল,
দুখের জল প্রবল হযে উঠ্‌ল যমুনায়।
যেমন বন-পোড়া হরিণী, তদ্বৎপ্রায় রাজনন্দিনী,
মনের বিষাদে পড়ে আছে ধরাসনে।
একদিন বংশীবট বিপিনে, বারি বয় নয়নে,
কৃষ্ণ নিরুদ্দেশ, সেই বিষে প্রাণ জল্‌তেছে ॥ ১৬২০ ॥

ভীম পলাশী বাহার—জলদ্ তেতালা।

বসন্ত সমুদ্র সম, তার মুদ্র বুঝ অনুমানে।
ফুল তরী অলিগণ, নাবিক তাহে বাধান,
কর্ণধার রতিপতি তরঙ্গ পবনে ॥

হিমাংশু পতাকা তায়, কোকিলেতে সারি গায়,
অতি সুমধুর শুনিতে শ্রবণে।
সংযোগী সে তরীপর, অনায়াসে হয় পার,
অপার পাথার বোধ বিরহী জনে॥ ১৬২১॥

নিধু বাবু।

মালকোষ—তাল হরি।

একি তোমার মানের সময়, সম্মুখে বসন্ত।
দেখ কুসুম কাননে, বিহরয়ে অলিগণে, হরিষ নিতান্ত॥
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহে অতি ঘন ঘন, মদন দুরন্ত।
মনেতে বুঝিয়ে দেখ, বাহেতে উদয় দেখ, যামিনীর কান্ত॥
অতি সুমধুর রব, করয়ে কোকিল সব, হও হরষিত,
ইথে যদি থাকে মান, ঋতুরাজের অপমান, জানহ নিতান্ত॥ ১৬২২॥

নিধু বাবু।

মালকোষ বসন্ত—জলদ্ তেতালা।

ঋতুরাজ, নাহি লাজ, একি রাজনীত।
পরিবার যত, হয়ে একমত,
কামিনীর চিত, দহিতে উচিত॥
বল দেখি কোন্ রাজা, বধ করে নারী প্রজা,
তবে রাজা জানি, যদি পতি আনি,
বাঁচাও কামিনী, মদনের হাত।
আপনার বিরহেতে, আপনি জ্বলিছি তাতে,
শুনরে কোকিল, বধ কেন বল,
কর্যো কোলাহল, যথা প্রাণকান্ত॥ ১৬২৩॥

নিধু বাবু।

বাগেশ্রী মূলতানী—তাল হরি।

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখনা।
পুরাইতে মনোজের মনের বাসনা॥
বিকশ কুসুম বন, মধুকর মধুপান;
ভ্রমরী সহিতে সুখে, করিছে যাপনা॥

কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহী এরবে বড়, পেতেছে যাতনা ॥ ১৬২৪ ॥

নিধু বাবু।

মালকোষ—তেওট।

বসন্ত হইল রাজা, সই, ছয় রাগিণী রাণী।
স্থলজ জলজ কুসুম কানন মাঝে রাজধানী ॥
শোভাকর শশধরে, শিখিগণে ছত্র ধরে,
নৃত্য করে খঞ্জন, গুঞ্জরে গান, গায় মধুমানী।
মন্দ মলয় মারুত, হয়ে মন্দগতি দূত,
নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, কহে এই বাণী ॥
কি কুমন্ত্রী পঞ্চস্বর, কুকোকিল নিশাচর,
ফিরিতেছে বিরহ ছল চাহিয়া, হয় কি না জানি ॥ ১৬২৫ ॥

রাধামোহন সেন।

মুলতানী—আড়া তেতালা।

কি সুখ সময় সখি, সবারি আনন্দ।
চকোরিণী সুখভরে, শশীসুধা পান করে,
কেবল বিরহিণীর দেখি নিরানন্দ ॥
কোকিল কুহরে, মলায়র সমীরণ বহে মন্দ মন্দ,
তরু লতাদি সকলে, মুঞ্জরিল নব দলে,
ফল ফুল ফলে, মধুকর মধুকরী পিয়ে মকরন্দ ॥ ১৬২৬ ॥

বাহার—আড়া।

বসন্তে বরিষা হেন লয় মোর মনে।
বিচ্ছেদ মেঘ হয়ে, হৃদয়েতে প্রকাশিয়ে,
অবিরত বারিধারা নয়ান ঘনে ॥
কোকিলের কুহুরবে, বুঝি বজ্রাঘাত হবে,
তা নৈলে চমকে কেন আমার প্রাণ।
মলযা পবন বয়, সদাই অন্তরে ভয়,
হিমাঙ্গ হইয়ে পাছে মরি তখন ॥ ১৬২৭ ॥

কালী মির্জা।

বাহার—তেওট।

কেন গো বিরস বিবশ প্যারী, এমন সরস বসন্তে।
প্রফুল্ল কমল শুখাইয়ে গেল হিমান্তে॥
মধু ঋতু সুখময়, নহে মানের সময়,
দূর কর হেন মন ভ্রান্তে।
হওগো বিরত, হয়ে পদানত অবিরত, কালী একান্তে॥১৬২৮॥

কালী মির্জা।

বাহার ভৈরবী—যৎ।

মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুল কাননে।
কন্ঠ পিকবরে, পঞ্চম কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত, সৌরভ রসিত,
সবে মলয় সমীরণে।
সুখেরি কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।
রতিপতি বশে, মোদিত হরষে,
যুবক যুবতী সুমিলনে॥ ১৬২৯॥

মাইকেল।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুলমান॥
কুসুম হেরি ভুল তে নারি, মনে পড়ে সে বয়ান।
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্ম বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান॥ ১৬৩০॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মিশ্র—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়।
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলি চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়।
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় ॥ ১৬৩১ ॥

রবীন্দ্র।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে, মান করে থাকা আর কি সাজে?
মান অপমান ভাসিয়ে দিয়ে চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু কুহু, মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশী বাজে, মান করে থাকা আর কি সাজে?১৬৩২॥

রবীন্দ্র।

এ সুখ বসন্তে সই কেনলো এমন আপন হারা বিবশ আহা মরি!
কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোলে পড়ি,
হাসে চন্দ্র সুমন্ত জোছনা হাসি
ঢালে মল্লিকা সুরভি রাশিরে।
বোলে পাপিয়া পিউ পিউ রবে, কুজে কোয়েলা কুহু কুহু রবে,
কুঞ্জে কুঞ্জে।
আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মল্লিকা তুলি গাঁথি,
দুজনে মিলিয়ে গানে গানে পোহাইব সুখ রজনীরে ॥ ১৬৩৩ ॥

রবীন্দ্র।

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

হ'লোগো হ'লোগো আমার অভিমন্যুর মরণ।
নিগম না জেনে আমি করেছিলাম আগমন ॥
কোকিল ভ্রমর কর্ণ দ্রোণ, বসন্তগো দুঃশাসন,
আচার্য্য মলয় পবন, মদন হ'লো দুর্য্যোধন ॥

কুসুমবাণ অশ্বথামা, চন্দ্র হলো নৃপের মামা,
মিলে এই মন্ত্রণা, বধিল এ অবলার প্রাণ ॥ ১৬৩৪ ॥

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাহার—আড়া।

উঠিল মলয়ানিল, ফুটিল ফুল বকুল।
লুঠিতে কুসুম মধু, ছুটিল মধুপকুল ॥
কোকিল প্রফুল্ল মনে, পঞ্চম গাইছে বনে,
ভ্রমর ভ্রমরী সনে, ভ্রমিতেছে নানা ফুল ॥
কুটিল কুসুমবাণ, করিছে শর সন্ধান,
কিসে রবে কুল মান, বিরহী ভেবে আকুল ॥ ১৬৩৫ ॥

বাহার বসন্ত—তেওট।

কি শোভা বনে বনে।
আহা মদনেরি শুভ আগমনে ॥
নিত্য নব নব, উদিত পল্লব,
হেরি নব সব নয়নে।
নব নারী সব, নবীন বল্লভ,
পাইযে প্রফুল্ল মনে মনে ॥
রবে শুক সারী, ব'সে সারি সারি,
মাধুরী প্রকাশিছে সঘনে।
পিক পঞ্চ স্বরে, বুঝি পঞ্চশরে,
বাঁচাযে বধে বিরহী গণে ॥ ১৬৩৬ ॥
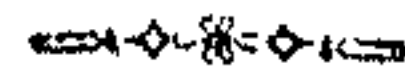
বেগে আসিছে মদন, সই, নহে বসন্ত কখন।

সোহিনী—আড়া তেতালা।

বেগে আসিতেছে মদন, সই, নহে বসন্ত কখন।
তার পাছে পাছে রতি কহিছে বিনয়ে, না বধ না বধ জীবন॥
নূপুরের ঝনঝনি ভ্রমর ঝঙ্কারে,
গর্জনে বিনয়ে ছুয়ে কোকিল হুঙ্কারে,
আমোদিত করিয়াছে অঙ্গের সৌরভে,
কোথা মলয়ের পবন।
অতিশয় প্রভান্বিত করি দরশন॥
শশী বলিতেছ, সখি, তা নহে কখন।
ঊর্দ্ধ করি অ নিতেছে সুশাণিত অসি,
আমাকে করিতে ছেদন॥ ১৬৩৭॥

রাধামোহন সেন।

জীবনে আজি কি প্রথম এল বসন্ত!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনা ভরে
হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হ'ল জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায়,
মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত!
জীবনে আজ কি এল প্রথম বসন্ত!

যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে।
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও সখি যাব
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর মাঝে
জগতের গীত বাজে
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত।
তাহারে খুঁজিব দিক্‌দিগন্ত। ১৬৩৮॥

রবীন্দ্র।

যৌবন গেলে আর ফিরিবে না।

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে, সেকালের কত বাকী।
যৌবন সাগরে সরিতেছে ভাটা, তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন, গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব, যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল, ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙাইনু, বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ, বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৬৩৯

চণ্ডীদাস

মহড়া।

যৌবন জলদের মত যায়, সেত আশা পথ নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণ সখি রাখিব উহায়॥
জীবন যৌবন গেলে আর, ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার,
বাঁচিত বসন্ত পাব কান্ত পাব পুনরায়।

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্ত কাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হল কাল, আমার এ যৌবনকাল ॥
কাল পূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না,
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায় ॥

অন্তরা।

হায় ষোল কলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার।
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল পাব কি তার ॥
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশীকলা ক্ষয়।
শুক্লপক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয় ॥
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়, কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়।
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায় ॥ ১৬৪০ ॥

রাম বসু।

আশায় আর রহিব কত দিন ?

সুহই।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর,
  কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
  বিছুরল গোকুল নাম ॥
হরি হরি কাহে কহিব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
  জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু,
  অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী-ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
  না তেজই কমলিনী লেহ ॥

আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান ॥ ১৬৪১ ॥
বিদ্যাপতি।

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভিত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত পুছই সবহুঁ।
কহ কহয়ে সখি কালি কবহুঁ ॥
কালি কালি করিতে জনু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
পুরনারীগণ রাখল বারি ॥ ১৬৪২ ॥
বিদ্যাপতি।

বালা ধানশী।

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি, মাস বরিখ গেল, বরিখ বরিখ কত ভেল ॥
আওব করি করি, কত পরবোধব, জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন, নিতি নিতি ভেল তনু ভার ॥
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর কতই করব বিশ্বাস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙয়ব তব কি করব জ্ঞানদাস ॥ ১৬৪৩ ॥
জ্ঞানদাস।

কেদারা—তেওট।

আশায় আর রহিব কত দিন?
সে যে জানিল না আমি সই, তাহারি অধীন ॥
যদ্যপি জানিত ইহা, ঘুচিত মনের স্পৃহা,
সই, নহে নিরাশায় তনু, হ'ত প্রাণহীন ॥ ১৬৪৪ ॥
রাধামোহন সেন।

ঝিঁঝিট ভৈরবী—মধ্যমান।

কই বৃন্দে কৃষ্ণ চন্দ্রএলো।
ধিয়ায়িয়ে আশাপথ, ক্রমে আশা গেল ॥
জল ছাড়া হয়ে মীন, বাঁচে আর কত দিন,
দিন দিন প্রতিদিন ভেবে অঙ্গ কাল হ'ল ॥ ১৬৪৫ ॥

সুরট মল্লার—আড়া।

মাথা তোল প্রাণ প্রিয়ে মনের কথা কবে ক'বে।
বিধুমুখি অধোমুখে কত দিন নীরবে র'বে ॥
কেমনে হইব শান্ত, ক্ষণ দেহ এ নিতান্ত,
হ'লে পরে জীবনান্ত, এ যাতনা শবে স'বে ॥ ১৬৪৬ ॥

আশ্বাস।

ভেবনা কিশোরী তোর বঁধুকে যাই আন্তে।
শ্যামের বামে বসাইব কোরো নাক চিন্তে।
দাসখত লয়ে করে, বাঁধিয়ে সে বংশীধরে,
আমি এনে দিব তারে তব পদপ্রান্তে।
থাকিতে এ বৃন্দে দাসী, মনেতে কেন উদাসী,
এনে দিব কালশশী, ধৈর্য্য ধর রাই।
মুদিয়ে দুটী নয়ন, কৃষ্ণপদে রাখ মন,
পাবে সে সাধনের ধন, তব নীলকান্তে ॥ ১৬৪৭ ॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

জয় জয়ন্তী—একতালা।

কেঁদনা কেঁদনা আর।
তোমার এ দশা হেরে ব্যাকুল অন্তর ॥

বৃথা কেন কুবচন, অমঙ্গল কর কেন,
রাহুগ্রস্ত শশধর থাকে কিগো নিরন্তর ॥ ১৬৪৮ ॥

সোহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কি লাগি গো প্রাণসখি ভাব অকারণ।
কেন বল ছল ছল, করে ক্রন্দন ॥
কেন গো হেরি ওরূ, মলিন ও সুধামুখ,
জাননাকি চিন্তামণি, কণ্ঠ আভরণ ॥ ১৬৪৯ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সাধে কিবে কাঁদি।
কি সাধে বিষাদ হয়ে, ঘটালে বিবাদী ॥
সুখ তার সাথী হ'লো, সে যদি মোরে ত্যজিল,
রহিল জ্বালাতে মোরে বিচ্ছেদ চিরব্যাধি ॥ ১৬৫০ ॥

সকলি চঞ্চল সই নাথের বিরহে।

গৌড় সারঙ্গ—আড়া তেতালা।

সকলি চঞ্চল সই কহিও নাথেরে তাহারি বিরহে,
কেবল আমার মন, লয়ে তাহার শরণ, হ'লো অচঞ্চল ॥
এই দেখ করের কঙ্কণ, বাহুমূলে করিছে গমনাগমন,
বাস বন্ধনে রহিয়া, তবু পড়িছে খসিয়া, ধরাতে অঞ্চল ॥
স্বস্থান ত্যজিয়া এ জীবন, ওষ্ঠের সহিত সে করিল মিলন,
এই অভিপ্রায় তার, না যাইবে পুনর্ব্বার, হৃদয় অঞ্চল ॥ ১৬৫১ ॥

রাধামোহন সেন।

চঞ্চল হইল অচঞ্চল।

সম্পত—আড়া তেতালা।

চঞ্চল হইল অচঞ্চল, তোমারে হেরিয়া।
চঞ্চলতারে রাখিল, ওরূপ ঘেরিয়া॥
দেখ এ অচঞ্চল আঁখি, রহিল নিমেষ রাখি,
পলক বিচ্ছেদ সনে বিচ্ছেদ করিয়া।
ত্যজিয়া বিচিত্র গতি, তোমাতে রহিল মতি,
দেখাইতে পারি ভুক, যা.ঝ বিদারিয়া॥ ১৬৫২॥

রাধামোহন সেন।

মিলন।

ধানশী।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচ যুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র রোপব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পসারব চাঁদকি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পুরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥ ১৬৫৩॥

বিদ্যাপতি।

সিন্ধুড়া।

চিরদিনে বিহি আজু পূরাওল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি পরকাশ॥
আছিনু দারুণ বিরহে বিভোর।
তুরিতে আসিয়া পিয়া মোহে নিল কোর॥
তৃষিত চাতক জনু নব ঘন মেলি।
তৃষিত চকোর চাঁদে জনু করু কেলি॥
জনু বনজানলে দগধি পরাণ।
যৈছন হোয়ল অমিয়া সিনান॥ ১৬৫৪॥

বিদ্যাপতি।

বালা ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন পহুঁ করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
চুম্বব বিহসি নহি বোলব তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহুঁ সুপুরুখ ভমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামরা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহে ধনি তুয়া জীবনে॥ ১৬৫৫।

বিদ্যাপতি।

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চান্দ বয়ান॥

নহি নহি বোলব যব্ হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারী॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ওরসে পূরব হাম মূদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
তোহারি পিরিতি যাঙ বলিহারি॥ ১৬৫৬॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔষধে না রহে বেযাধি॥ ১৬৫৭॥

বিদ্যাপতি।

গান্ধার—শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সবহুঁসন্দেহা॥

সোহ কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সখু যবহুঁ পিয়া সঙ্গ হোয়ত তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগি নহ ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥ ১৬৫৮॥
বিদ্যাপতি।

ধানশী।

কি কহবরে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ায় না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি॥ ১৬৫৯॥
বিদ্যাপতি।

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি,
রাখিতে না সহে অবকাশ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোরে পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর।
দুহুঁক মিলনে আজি নিভাওল আনল,
পাওল বিরহক ওর॥

রতন পালঙ্কপর, বৈঠল দুহুঁ জন,
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ সলিল ভরে, হেরই ন পারই,
অনিমিখে রহল ধন্দে ॥
আজি মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাব ভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি চণ্ডীদাস ॥ ১৬৬০ ॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

অধর সুধারসে, লুবধক মানস,
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ অবলোকনে, অনিমিখ লোচন,
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥
দেখ সখি রাধা মাধব প্রেম।
দুরলহ রতন জনু,—দরশন মানই,
পরশন গাঁঠক হেম ॥
মধুরিম হাস সুধারস বরিখণে,
গদ গদ বোধয়ে ভায়।
চিরদিন মিলন, লাখগুণ নিধুবন,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ১৬৬১ ॥

গোবিন্দ দাস।

উলসিত মঝু হিয়া, আজি আওব পিয়া,
দৈবে কহল শুভ বাণী।
শুভ সূচক যত, প্রতি অঙ্গে বেকত,
অতএব নিচয় করি মানি ॥

শুন সজনি আজু মোর শুভদিন ভেল ।
সুখ সম্পদ বিহি, আনি মিলায়ব,
ঐছন মতি গতি দেল ॥
মঙ্গল কলস পর, দেই নব পল্লব,
রোপহ ঠামহি ঠাম ।
গ্রহগণক আনি, করহ বিভূষিত,
তুরিতে মিলয়ে জনি শ্যাম ॥
হরিদ দাড়িম, অঞ্জন দরপণ,
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে ।
সুবরণ ভাজন, লাজহি ভরি ভরি,
রাখহ নয়ন সমীপে ॥
নব নব রঙ্গিণী, দেও হুলাহুলি,
বসন ভূষণ করু শোভা ।
প্রাণ প্রাণ হরি, নিজ ঘরে আওব,
গোবিন্দ দাস মনোলোভা ॥ ১৩৬২ ॥

গোবিন্দদাস ।

ধানশী ।

বন্ধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মিলব আমার পাশে ।
তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া, বদন ঝাঁপিব বাসে ॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর, আঁচর ধরিবে মোর ।
করে কর ধরি, গদগদ করি, কহিবে বচন থোর ॥
তবহি মিলন, দেখিয়া বদন, লইয়া নাগর ভোরে,
আঁখি ছলছলে, গরগর বোলে, কতনা সাধিবে মোরে ॥
সময় জানিয়া, থির মানিয়া, পুরাব মনের আশ ॥
এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি, কহে কবি জ্ঞানদাস ॥ ১৩৬৩ ॥

জ্ঞানদাস ।

শ্রীরাগ ।

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া ।
চিরদিন পরে পাইয়াছি শ্যাম,
আর না দিব ছাড়িয়া ॥

তোমায় আমায় একই পরাণ,
ভালে সে জানি যে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মনের দুখ,
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া,
পড়িলা শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর,
ভাসিল নয়নলোরে॥ ১৬৬৪॥

জ্ঞানদাস।

তুড়ি।

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে কেলি বিলাস।
হাহর রহু দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ১৬৬৫॥

নরোত্তম দাস।

ধানশী।

দূরহি দুহুঁ হেরি দুহুঁ পুলকায়িত, দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়নে নয়নে যব দুহুঁ দোঁহা নিরখই, তব বহে আনন্দলোর॥
সজনি দেখ রাধামাধবপ্রেম।
দুহুঁ দোঁহা কি করব থেহ ন পাওত, জনু দুহুঁ দারিদ হেম॥
দুহুঁকর বচনরচন পুন গদগদ, দুহুঁকর ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোঁহা পরশিতে দুহুঁ ভেল নিমগন, ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥
অপরূপ বিধুমণি, দুহুঁ কিয়ে বিধুবর মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ, অতি নিরূপম, ত্রিভুবন কর প্রশংস॥ ১৬৬৬॥

রাধামোহন দাস।

সিন্ধুড়া।

আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসিয়া বৈস,
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিয়া আঁখি॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ,
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে, তোমা বন্ধু রাখিব,
পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে, তাহে প্রবোধিব,
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহেত লোহের নিগড় করিয়া,
রাখিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, নেউক আসিয়া,
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥ ১৬৬৭॥

লোচন দাস।

মহড়া।

বুঝি শ্যাম এল গোকুলে সখি,
সুধাও দেখি কোকিলে কি বলে।
এত দিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হ'ল,
পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে।

চিতেন।

বৃন্দাবন আছে, বসন্ত আছে, কোকিল আছে চিরকাল,
ও সখি তোমরা বল দেখি, হ'লো একি,
অকালে সকাল।
এমনি জ্ঞান হয়, রাধার ভাগ্যোদয়,
গেল দুঃখের নিশি, সুখের নিশি হ'লো,
গোকুলে উদয়।
সারী শুন শুন স্বরে কৃষ্ণ গুণ গায়।
ভ্রমর গুঞ্জরে কমল দলে ॥ ১৬৬৮ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন হরি।
তোমায় দয়া কোরে ওগো কিশোরি ॥
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপো মাধুরী।
কেনগো বিলম্ব করো, ঐ দেখ বংশীধরো,
রাধা রাধা বোলে সদা, বাজাইছে বাঁশরী ॥

চিতেন।

বিধাতা সাজালেন শ্যামে অতি চমৎকার।
বারো একো সাধো ছিলো, শ্রীমতী রাধার ॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে, তুলসীরো মঞ্জরী।

অন্তরা।

হায় কাননেতে তরুলতা, ছিল শুখাইয়া।
সকলে প্রফুল্ল হ'লো, বঁধূরে পাইয়া ॥

টিতেম।

কোকিলে পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান।
কমলে বসিয়ে অলি করে মধু পান॥
আনন্দে মগনা হোয়ে, নৃত্য করে ময়ূরী। ১৬৬৯॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

পিলু বাৱোঁয়া—ঠুংরি।

বহু দিন পরে আঁখি আমার সে ধন হেরিল।
পিপাসী চাতক যেন বারি পান করিল॥
প্রেয়সী বদন শশী, তাহে পূর্ণ সুধারাশি,
বিচ্ছেদ তিমির রাশি, হেরি লাজে লুকাইল॥ ১৬৭০॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

ওই দেখ সই নাথ তোমার আছে দাঁড়াইয়ে।
যাহার কারণে, কিবা রাত্রি দিন দহিতে, দেখনা আসিয়ে॥
কই কই বলে ধনী, বাহির হইল শুনি,
প্রফুল্ল বদন, হরষিত মন, অনিমিখে রহিল চাহিয়ে॥ ১৬৭১॥

নিধু বাবু।

সুরট—জলদ্ তেতালা।

ঘুচিল বিচ্ছেদ দুঃখ হ'ল সুখ মিলন।
প্রেম রসোপানে চিত্ত হইল চেতন॥
বিচ্ছেদ তিমিরে মন, করেছিল আচ্ছাদন,
মিলন অরুণোদয় হইল এখন॥ ১৬৭২॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—আড়া।

অনেক যতনে তোমারে পেয়েছি।
বিরহ অনলে আমি সদা জলেছি॥
জনরব বিষধর, খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে এবে বেঁচে আছি॥ ১৬৭৩॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ভাবিতেছিলাম যারে সেই আসি প্রকাশিল।
দুঃখানল হইতে মন সুখেতে ডুবিল॥
বিচ্ছেদ বিষ জ্বালায়, অস্থির ছিলাম তায়,
হেরিয়ে তাহার মুখ সে যাতনা সব গেল॥ ১৬৭৪॥

নিধু বাবু।

সুরট—তেতালা।

প্রিয় দরশন হ'তে সই অধিক কি সুখ আর।
চকোরীর সুধা লাভ, চাতকীর জলধর॥
মণিরে পাইয়ে কত সুখী হয় বিষধর।
যামিনীর অতি শোভা উদয়েতে শশধর॥ ১৬৭৫॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

অধীনী জনে প্রাণনাথ নিদয় হ'য়ে ছিলে কেমনে।
ও বিধুবদন, না হেরিয়ে প্রাণ, জ্বলিত জীবন সঘনে॥
শয়নে স্বপনে প্রাণ, কখন কি চিত্তে।
অধীনী বলিয়ে মনে নাহি করিতে॥
এত দিন পরে মোরে পড়েছে মনে।
তেঞি প্রাণনাথ বুঝি এসেছ এখানে॥
ছিল হে জীবন, শুভ দরশন, হইল নাথ তব সনে॥ ১৬৭৬॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

আর কি সহে প্রাণ বিচ্ছেদ অনল।
অনেক দিবসান্তে পাইয়া হয়েছি শীতল॥
নয়ন নিকটে থাক, কারে নাহি দেখি দেখ,
তিল অদর্শন হ'লে, হয় নয়ন সজল॥ ১৬৭৭॥

নিধু বাবু।

পরজ কালাংড়া—টিমা তেতালা।

এলে প্রাণ এলে এলে হে মম গৃহে অনুগ্রহ করিয়ে।
শীতল হইলাম আমি, বিরহে জলিয়ে।
কত সুখ উপজিল তোমারে হেরিয়ে।
বুঝাতে না পারি তাহা কথায় কহিয়ে॥ ১৬৭৮॥

নিধু বাবু।

খাম্বা ঝিঁঝিট—তাল হরি।

মননে নহে এত সুখ যত বাহে দরশনে।
যদি ইহা হ'তো, নহে কদাচিত, বহিত সলিল নয়নে॥
চাক্ষুষে হরিষ আঁখি, বচনে শ্রবণ সুখী,
পরশে পরশ, লাভ কি তাদৃশ, কীদৃশ না যায় কহনে॥ ১৬৭৯॥

নিধু বাবু।

মালকোষ—একতালা।

আইলেহে বিরহিণীর প্রাণ।
আনন্দ সাগরে মোর ভাসিছে নয়ান॥
সুখমুখ নিরখিয়ে, দুঃখ গেল দুঃখী হয়ে,
সন্তোষ ভবনে আশা করিল পয়ান॥ ১৬৮০॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—অলদ্ তেতালা।

আইলেহে অধীনী জন সদনে।
তোমার বিরহে প্রাণ, আছে কিনা আছে প্রাণ,
এই বুঝি দেখিবারে হয়েছে মনে॥
মনের মানস বিধি, পুরাইবে পাব নিধি,
হ'লো এত দিনে।
ভাগ্যগুণে যদি পুনঃ, হইল সুখ মিলন,
বিচ্ছেদ না হয় যেন, সাধ এই মনে॥ ১৬৮১॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

অনেক দিবস পর মিলন হইল।
বিরহ বিষ অনল, ছিল অধিক প্রবল,
তাহা যে শীতল হবে, মনেতে না ছিল ॥
মিলন আশয়ে প্রাণ, ছিল যেস্তি তেঁই প্রাণ,
তোমারে পাইল।
কত সুখ হলো লাভ, কথায় কত কহিব,
আনন্দ সাগরে মনঃ সজল নয়ন ॥ ১৬৮২ ॥

নিধু বাবু।

বাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা।

আইলে হে বিরহিণীর প্রাণপ্রিয় এত দিন পরে।
কি সুদিন, সুদিনের সুদিন, শূন্য দেহে প্রাণ,
আসিবে ছিল কি মনে রে ॥
প্রথম মিলন, অমিয় পান, করিয়ে জীবন, করেছি ধারণ,
বিচ্ছেদের ছেদে মোর অন্তর, ছিল জর জর,
খুলি পাইয়ে তোমারে ॥ ১৬৮৩ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—তেতালা।

বিরহ অনল শীতল হ'লো এত দিনে।
অনেক দিবসের পর, হেরিয়ে মুখ তোমার,
রয়েছে আনন্দনীর আমার নয়নে ॥
মনে নাহি ছিল নাথ তোমারে পাইব,
দুঃখ সিন্ধু হ'তে পুনঃ কূলেতে আসিব,
বিনে অনুকূল বিধি, কোথায় মিলয়ে নিধি,
সুদিনের সুদিন হইবে কে জানে ॥ ১৬৮৪ ॥

নিধু বাবু।

কাফি পলাশী—আড়াঠেকা।

নয়নে নয়ন আলিঙ্গন, মনে মন মিশিল।
দেখিতে অন্তর, নহে সে অন্তর, অন্তরে অন্তর পশিল ॥
উভয়ের প্রেমগুণে, বাঁধা গেল দুই জনে,
ভাবের অভাব, নাহি এত ভাব,
স্বভাবে স্বভাব মজিল ॥ ১৬৮৫ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

মনে নাহি ছিল প্রাণনাথ পাইব তোমারে।
সদয় হইবে শশী কাতর চকোরে ॥
পুনঃ অনুকূল নাথ হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ, তৃষিত নয়নে,
পূরিবে মনের আশা, দুঃখ যাবে দূরে ॥ ১৬৮৬ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না ॥
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর, অন্য বারি চায় না ॥ ১৬৮৭ ॥

নিধু বাবু।

কামোদ গৌড়—একতালা।

প্রাণনাথ আইল সখি দেখলো।
বিরহ অনল মোর হেরিয়ে নিবিল ॥
দিবানিশি বিরহেতে, রহিতে হ'তো জ্বলিতে,
এখন করিলে মান প্রাণ কি বাঁচে লো ॥ ১৬৮৮ ॥

নিধু বাবু।

বিভাস কল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

মঙ্গলাচরণ কর সখীগণ, আইল মনোরঞ্জন গাও এমন কল্যাণ।
নয়ন কলস মোর, আনন্দ সলিল পূর,
ভুরূ আম্রশাখা তাহে রাখান॥
কেহ কর অধিবাস, কেহ শঙ্খে পূর শ্বাস, হয়ত বিধান।
কেহবা বরণ কর, কেহ শুভধ্বনি কর,
যৌতুক স্বরূপ মোরে দেহ দান॥ ১৬৮৯॥

নিধু বাবু।

সুরট—জলদ্ তেতালা।

মিলন কি সুখময় হৃদয়ে উদয় হ'ল।
ধরিয়ে দুঃখের হাত বিচ্ছেদ চলিল॥
পিরীতের যত সুখ, মনে মনে বুঝে দেখ,
অপার অতুল হয় প্রেমরস ফল॥ ১৬৯০॥

নিধু বাবু।

কেদারা—জলদ্ তেতালা।

একেবারে এত অনুগ্রহ অধীনে।
এমন সদয়, হইবে নিদয়, ছিলনা মনে॥
তোমারে হেরিয়ে প্রাণ, শূন্যদেহে এল প্রাণ, ধারা বহে নয়নে।
বিরহ অনল, হইল শীতল, তব দরশনে॥ ১৬৯১॥

নিধু বাবু।

সোহরাই বাহার—জলদ্ তেতালা।

ওই দেখনালো সই আসিছে হাসিতে হাসিতে মোর মনোরঞ্জন।
দেখ যাহার কারণ, ওষ্ঠাগত মোর প্রাণ,
তার দরশনে কি করিবে গঞ্জন॥
প্রতিপাদ অর্পণে, লোমাঞ্চ হরিষ মনে, দুঃখ হ'লো ভঞ্জন।
আলিঙ্গন করিবারে, কুচ ভুজ নৃত্য করে,
নয়ন রাখিতে চাহে করি অঞ্জন॥ ১৬৯২॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—তেওট।

মনে ছিলনা কখন পাব হারাণ রতন।
বিচ্ছেদের পরে হবে প্রাণ, প্রেম সহ এ মিলন॥
পুনঃ প্রেম হওয়া ভার, তোমারেও না পাব আর,
ভাবিতাম এইরূপ অসার, তাহে দুই লাভ একি বিধাতার সুঘটন।
চাতকী তৃষিতা ছিল, তেমতি তার হইল,
আশার অধিক আশ পূরিল,
নিরীক্ষিতে জলধর হলো বারি বরিষণ॥ ১৬৯৩॥

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

কে জানে যে আজি হবে, এ শুভ মিলন।
সহজে তো কত দিন, আছে দরশন॥
কেহ বলে শ্রমে প্রেম, কেহ বলে দেখা ক্রম,
ঘুচিল সে সব ভ্রম, হইতে ঘটন॥ ১৬৯৪॥

রাধামোহন সেন।

গৌরী—তেওট।

এত যে সদয় হবে নাথ, এ অকিঞ্চিত।
পুনঃ অধীনী প্রতি লোকন, করিলে কিঞ্চিৎ॥
দুখিনীরে ছিলা প্রতিকূল,
যদি হইলে হে সানুকূল,
অহে আর মম সুখসাধে, কোরোনা বঞ্চিত॥
হৃদি সরোজে তোমারে এবার,
সঁপি আবর্জিব নয়ন দুয়ার,
আর না রাখি আঁখি বাহিরে, এইতো বাঞ্ছিত॥ ১৬৯৫॥

রাধামোহন সেন।

পরজ—মধ্যমান।

যদি আছয়ে মনে তবে কেন আকিঞ্চন দরশনে।
মিলন অমিয় সুখ হয় কি তা মনে মনে॥

যথা তথায় নিরখি, সকলে তোমারে দেখি,
তাতে প্রাণ জুড়ায় কি, না কহিলে বচনে ॥ ১৬৯৬ ॥

কালী মির্জা।

ঝিঁঝিট—আড়া তেতালা।

বহু যতনেতে প্রাণ হইল মিলন।
দেখো দেখো এই কোরো না কোরো ভঞ্জন ॥
রূপ গুণ শুনি কাণে, চাক্ষুষ চাহিত মনে,
বিধি আনিয়ে নয়নে, করিল অঞ্জন ॥ ১৬৯৭ ॥

আশুতোষ দেব।

পুরবী—আড়া।

আজি কি সুদিন, সুদীনে সুদিন, তব দরশনে।
অধীনী বলিবে প্রাণ, হয়েছে কি মনে ॥
সদয় হইয়ে বিধি, আনি দিল হারা নিধি,
অঘটনে সুঘটন, বল কি কারণে ॥ ১৬৯৮ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ইমন কল্যাণ—আড়া।

হেরিয়ে তোমার প্রাণ, ও বিধুবদন।
যেমন করয়ে মনঃ, অতীত কথন ॥
মনেতে যতেক হয়, ভাব প্রেম সুখোদয়,
বচনে সে সমুদয়, হয় কি বর্ণন ॥ ১৬৯৯ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

বেহাগ—যৎ।

আজি কি সুখের নিশি দেখো যেন না পোহায়।
সরোজিনীর সখা যেন আর না প্রকাশ পায় ॥
দিবসের প্রতিকূলে, নলিনী র'বে ব্যাকুলে,
বলে দিও অলিকুলে, যেন অন্য ফুলের মধু খায় ॥
দিন নয় দুঃখ সাগর, বিহনে গুণ সাগর,
শুকায় সুখ সাগর, প্রভাকর কুপ্রভায়।

শশীর সুধা প্রসবে, সর্ব্ব শীতল রবে,
বিবেচনা সবে ভবে, ভবে নিশাচরীর প্রায় ॥ ১১০০ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

তব দরশনে প্রাণ মনোদুঃখ গেল গেল।
দুঃখ গিয়ে সুখ মম ততোধিক হ'লো হ'লো ॥
অদ্য সুপ্রভাত প্রাণ, দুঃখে পাইলাম ত্রাণ,
ইহার অধিক সুখ কিবা আছে বল বল ॥ ১১০১ ॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

লুম—আড়া।

(বল) কেমন কোরে।
এত দিন ভুলে ছিলে গো।
বাঁচিলাম কি মরিলাম বিচ্ছেদ জ্বরে ॥
তব চন্দ্র মুখ হেরে, চক্ষে হর্ষ বারি ঝরে,
সন্তোষ নাহিক ধরে, মন ভিতরে ॥ ১১০২ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

বেহাগ—একতালা।

সখি! শ্যাম আইল।
নিকুঞ্জ পুলিনে মধুপ ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগন ছাইল ॥
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,
স্পন্দন হতেছে আনন্দে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী কাননে ধাইল।
মলয় অনিল প্রলয় রহিত,
বিরহে বিরহে প্রলয় সহিত,
সহসা হইতে অহিত রহিত,
তারে কে শিখা'ল ॥

এই হ'তেছিল চাতকের ধ্বনি,
জল দে জল দে বলিয়া অমনি, (এখনি)
আজি বুঝি তার দুখের রজনী, পোহাইল।
ফলিল তাহার আশা তরুবর,
হেরিয়ে নবীন নীল জলধর,
আশাংশু চকোর, সুধাংশু কিঙ্কর,
বিধুকৃত কাল বিধুরে পাইল ॥
প্রণয় ভাজন রমাপতি কয়,
নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়,
তথাই দুঃখান্তে সুখের উদয়,
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল ॥ ১৭০৩ ॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইমন কল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

বিরহ হেমন্ত গত, সুখ-বসন্ত আইল।
ভাব মঞ্জু-কুঞ্জ-বনে, রসতরু মুঞ্জরিল,
নিরাশা কুয়াশা গেল, আশামলয় বহিল।
বিষাদ তুষার রাশি, আনন্দ তাপে গলিল।
মন অলি মনোলোভা, হৃদি সরোবর শোভা,
প্রেয়সী কমল নিভা, আজু কিবা বিকশিল।
ফুটিল কামনা-কলি, ছুটিল সোহাগ অলি,
প্রণয় পিক কাকলী, মন-কানন মোহিল ॥ ১৭০৪ ॥

মনোমোহন বসু।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

হেরে ও বয়ান্, জুড়াই তাপিত্ প্রাণ্, এসহে বঁধু এস এস,
হৃদয় সিংহাসন্ শূন্য আছে হে, রাজা হয়ে বসো বসো।
[illegible] ই ভাবে এ হৃদয়ে আবার এসে বসো বসো,
[illegible] দণ বিচ্ছেদের নিদয় শাসন্ হে আসি তারে নাশো নাশো।

এবার জন্মের মতন এসে তারে নাশো,
প্রেমের কাছে ঋণ আছে বহু দিন,
মিলন্ ধন্ দিয়ে তোষো।
পুরাও হে প্রেম্ দাসীর মন অভিলাষো॥ ১৭০৫॥

মনোমোহন বসু।

ললিত—আড়া।

আয় আয় দেখ দেখি গো সবে এ'সে,
(মোরা) যার উদ্দেশে বনে এ'সে,
দুঃখের সাগরে ভে'সে, দেখিলাম সই সকল।
(ঐ দেখ) সে আমাদের ভাল বে'সে, আপনি এসে দেখা দিল।
এযে বড় ভাগ্যোদয়, সে নিঠুর হৈয়েছে সদয়,
(মোদের) জুড়াইতে তাপিত হৃদয়, বৃন্দাবনে উদয় হ'লো।
শুন গো প্রাণ সজনি, আজ বুঝি গত রজনী,
হবে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল।

খয়রা।

বহুদিনে অরি করি পরাজয়, ঘরে এল হরি হ'য়ে গো বিজয়,
সহচরীচয়, শুভ পরিচয়, কর ব'লে সবে হরি জয় জয়।
হৃদয়ে করিযে কুঙ্কুম লেপন, মুক্তাহার তাহে দিব আলেপন,
পয়োধরে করি ঘটের স্থাপন, আম্রশাখা দিব কর কিশলয়।

আদ্ধা।

হৃদাসনে বসায়ে, নয়ন জলে চরণ ধুয়ে,
দিব কেশে মুছাইয়ে, হেরিব মুখ কমল—দুটি নয়ন ভ'রে।

খয়রা।

কিবা দলিত কজ্জল, কলিত কজ্জল, সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।
যেন বকাবলী সহিত, ইন্দ্রধনু যুত, তড়িত জড়িত নবজলধর।
স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে, জ্ঞান হয় যেন বকপাঁতি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড, সৌদামিনীকান্তি ধরে পীতাম্বর।

আড়া।

আমরা গোপিকা তৃষিত চাতকীর মত, চেয়ে আছি বন্ধুর পথ,
তাইতে নীলামৃত দিতে এল !—জলধরের মত ॥ ১৭০৬ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

ভৈরব—একতালা।

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়াইয়ে ওখানে, এ'স হে,
একবার নিকুঞ্জ কাননে, কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে, জান্‌বে,
সবে কত দুঃখে রক্ষে কোরেছে জীবন।
ভাল ভাল বন্ধু ! ভালত আছিলে, ভাল ভাল সময় এসে দেখা দিলে,
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা, দেখা হ'তোনা তোমার,
বিরহে সবার হইত যে মরণ।
আমার মত তোমার অনেক রমণী. তোমার মত আমার তুমি গুণমণি,
যেমন দিনমণির, কত কমলিনী, কমলিনীগণের ঐ এক দিনমণি।
নেত্র পলকে, যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে বন্ধু,
যা হউক দেখা হইল, দুঃখ দূরে গেল,—
যাউক হে, এখন গত কথার আর নাহি প্রয়োজন।
(আমার) হৃদয়কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ, তিল আধ বসো বসো হে শ্রীপদ,
না সেবিয়ে পদ হোলো যে বিপদ, সে বিপদ ঘুচাইব সেবি পদ।
যদ্যপি বিরহ তাপে তাপিত হৃদয়, তাহে তাপিত না হ'বে পদদ্বয়,
কোটি শশীর শীতল, হোতেও সুশীতল,
তোমার পদতল, একবার পরশেতে শীতল হইবে এখন ॥ ১৭০৭ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

মনোহরসাহী—লোফা।

এস এস নাথ রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে—
যদি দাসী ব'লে দেখা দিলে, দুটি নয়ন প্রহরী করিয়ে।

জাগিয়ে কংসের চর, কাটিয়ে মোর এ পাঁজর,
বন্ধু তোমায় নিতে আর নারিবে হরিয়ে।
বন্ধু আমার হৃদয়মাঝে, বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তাতে সুখে শয়ন কর তুমি, দুটি শীতল চরণ সেবি আমি,
বন্ধু পরম যতন করিয়ে।
বন্ধুঁ তুমি আমার বক্ষের রতন, ধনে যেমন যক্ষের যতন,
ভুজঙ্গিনীর মণি, তুমি আমার হও তেমনি,
আর যে তোমায় প্রাণান্তে দিবনা ছাড়িয়ে ॥ ১৭০৮ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

মনোহরসাহী—লোভা।

কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়া'য়ে কে ?
দেখ দেখি গো ও বিশাখিকে—দেখ দেখি গো—
ওকি বারিধর কি গিরিধর ?
ওকি নবীন মেঘের উদয় হ'লো ?—
দেখ দেখি ওগো ললিতে।
নাকি মদনমোহন ঘরে এলো ?
ওকি ইন্দ্রধনু যায় দেখা,—
নব জলধরের মাঝে নাকি চূড়ার উপর ময়ূর পাখা।
ওকি বকশ্রেণী যায় চ'লে,—নিশ্চয় করিতে নারি গো,
নাকি মুক্তামালা দোলে গলে।
ওকি সৌদামিনী মেঘের গায়—
দেখ দেখি গো সহচরি !
নাকি পীতবসন দেখা যায়।
ওকি মেঘের গর্জ্জন শুনি—বল দেখি গো ও সজনি !
নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ? ১৭০৯ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—ঢিমা তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজেলো বাঁশরী।
সুখে শুকশারী, মুখোমুখি করি,
হের নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী॥
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী॥ ১৭১০॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

টোড়ী—ঝাঁপতাল।

দুঃখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়॥
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয়, চিরদিন রয়॥ ১৭১১॥

রবীন্দ্র।

নট—চৌতাল।

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি!
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে।
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ,
আমার পরাণ পানে॥ ১৭১২॥

রবীন্দ্র।

জয়জয়ন্তী—ধামার।

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখি,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বল কি করিব আমি সখি।
দেখা হলে সখি সেই প্রাণ বঁধুরে
কি বলিব নাহি জানি।

সে কি না জানিবে সখি রয়েছে যা হৃদয়ে,
না বুঝে কি ফিরে যাবে সখি ॥ ১৭১৩ ॥

রবীন্দ্র।

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

দেখ কে এসেছে, চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচাও সখি!
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে,
হাসিসুধাদানে বাঁচাও সখি! ১৭১৪ ॥

রবীন্দ্র।

ললিত—আড়াঠেকা।

মিনতি করিছে নিশি, আজি প্রভাত হইওনা।
প্রভাত হইলে পরে, প্রাণনাথ আর র'বে না ॥
অনেক দিবসের পরে, পেয়েছি প্রাণনাথেরে,
রাখিয়ে হৃদি উপরে, পূরাব মন বাসনা ॥ ১৭১৫ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মুখ সুধাকর হেরি, জীবন করি সফল।
অনুগত প্রেমাধীন, জানিয়ে অঞ্চল খোল ॥
স্বপনেতে দেখা দিয়ে, হরিয়াছ মন প্রিয়ে,
প্রফুল্লিত হয় হিয়ে, প্রকাশি মুখ কমল।
তব প্রেম আশা করি, এখন জীবন ধরি,
দেহ প্রিয়ে প্রেম বারি, অধীনে হ'য়ে সরল ॥ ১৭১৬ ॥

বেহাগ—মধ্যমান।

মিলেছে সজনি আমার বাসনার মত ধন।
মিলেছে মিলালে বিধি, যারে ছিল আকিঞ্চন ॥
সতত বাসনা সখি, নয়ন নিকটে রাখি,
পলকে প্রলয় দেখি, না হেরে বিধুবদন ॥ ১৭১৭ ॥

মনস্থখে চকোরিণী কর সুধাপান ॥
দুখ-দুরদিন তব হ'ল অবসান ॥
বহে মন্দ সমীরণ, গেল মেঘ আবরণ,
ঐ দেখ পূর্ণশশী আকাশে প্রকাশমান ॥ ১৭১৮ ॥

পিলু বারোঁয়া—খেমটা।

সুন্দরী সুন্দর সহ, ভাসিল সুখেতে, ঘুচিল বিরহ।
পবন প্রেমিক প্রাণে, তটিনী তরল তানে,
বিহগ মিলন গানে, এ বারতা বহ বহ ॥ ১৭১৯ ॥

এত দিন পরে নাথ পড়েছে মনে।
আজি দাসী ব'লে পড়েছে মনে ॥
বিচ্ছেদ করিয়ে নাথ ছিলেহে কেমনে।
ঘবে পরে প্রতিবাদী, তবু তোমার জন্যে কাঁদি,
কি দোষে হয়েছি দোষী তব চরণে ॥ ১৭২০ ॥

কালাংড়া—খেমটা।

সব মনোদুঃখ মম হইল আজ নিবারণ, হেরি ও বিধুবদন।
ছিলনা মনে আশা, এ দুরাশা হবে পূরেণ, ব্রবে গাপ্রে॥
স্বপনে যে রূপরাশি, হেরিতাম প্রতিনিশি,
জুড়াল আঁখি, এবে নিরখি, তব ইন্দুনিভানন ॥ ১৭২১ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

বিচ্ছেদান্তে পিরীতি অতি সুখোদয়।
শীতান্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে শশীর উদয় ॥
যে ছিল অন্তর বাসী, সে হলো অন্তরবাসী,
পুনঃ সে হৃদয়ে আসি, সে যেন সেজন নয় ॥ ১৭২২ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

আজি প্রাণের আশা মিটিল।
সুখেরি ফুল ফুটিল॥
নয়নে নয়নে যায়, চিত রাখিবারে চায়,
এত দিন পরে তায়, বিধি মিলাইল॥ ১৭২৩॥

আলাইয়া—আড়া।

বহু দিন পরে দেখা হইল দুজনে।
দরশনে উভয়েরি ধারা বহে দুনয়নে॥
দোঁহে দোঁহার মুখশশী, নীরবে নিরখে বসি,
আনন্দ সলিল রাশি, আজি উথলিল মনে॥ ১৭২৪॥

হারানিধি লাভ।

শ্রীরাগ—ঢিমা তেতালা।

জাগিয়ে স্বপন এ যদি সম্ভবে,
আগত এ সুখধনে মনে স্থান দিই তবে।
চিনেছি সে বীণাস্বর, শিষ্য যার পঞ্চস্বর,
তথাপি সন্দেহশর, দহে অন্তর।
অভাগারে হারানিধি বিধি কি মিলাবে?
অথবা বিভ্রান্ত আমি, মরীচিকা অনুগামী,
বলনালো চিতগামী, সেই কি তুমি?
না হ'লে বধের ভাগী নিতান্ত হইবে॥ ১৭২৫॥

মনোমোহন বসু।

গৌরী—ঢিমা তেতালা।

কে তুমি কাননে—বংশীধারী মনোহারী গিরি নির্জ্জনে?
মোহন মুরলী তানে, মধুর সুস্বর গানে,
যুগল শর সন্ধানে, বিঁধিলে কুরঙ্গী জনে।

শুনিয়ে চিত চমকে, দামিনী ঝলকে,
পুলকে প্রতিপলকে, আপনা পাসরি মনে ॥ ১৭২৬ ॥

মনোমোহন বসু।

মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।

খাম্বাজ—তেতালা।

মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে ॥
লাজের শাসন মানে কি মন, শরম ভূষণ নারীর ব'লে।
ওলো ব্যথার ব্যথী হয়লো যেজন, তারে কি ভুলাবি ছলে ॥ ১৭২৭ ॥

কেদারনাথ চৌধুরী।

প্রেমের দ্বন্দ্ব।

সোহিনী কানাড়া—খেম্‌টা।

ছিছি ধিক্‌রে তোর পিরীত্‌, সইতে পার্‌লিনে দু'ট কথারে।
ওরে এক ঘরে ঘর কর্‌তে হ'লে হয়ত কত কথারে ॥
প্রেমের দ্বন্দ্ব অলঙ্কার, যেমন গলায় শোভে হার,
পথিকের সঙ্গে কার হয় বিবাদের কথারে।
যে যার মনে সে তার মনে, মনের কথা জানে মনে,
বুঝ্‌লিনাত মনে মনে, আমার মনের কথারে ॥ ১৭২৮ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

মান।

ভূপালী।

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণী।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী॥
ঐছন নহে ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাত।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥ ১৭২৯॥

বিদ্যাপতি।

সুহই।

ছোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
যাক দরশন বিনা ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বরকান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত।

বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত ॥ ১৭৩০ ॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান ॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত ॥
পরশিতে চরণ সাহস না হোয়।
কর জোড়ি ঠাড়ি বদন নেহারয় ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব্ দুর্জ্জয় মান ॥ ১৭৩১ ॥

বিদ্যাপতি।

ভাটিয়ারি।

রামাহে ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন বেদন, না যায় সহন, শরণ লইনু তোর ॥
ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ আমার শপথি লাগে ॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার চিরজীবি হউ তনু।
জপতপ তুহুঁ সকলি আমার, করের মোহন বেণু ॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার, তুমি সে নয়ানের তারা।
আধ তিল আমি তোমা না দেখিলে, সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥
এত পরিহারে, কহি যে তোমারে, মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া লেহ যে আমায়, দাস করি অভিধান ॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহে সুন্দরি, এ কোন্ ভাব যুবতি।
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া কেনে না করহ প্রীতি ॥ ১৭৩২ ॥

জ্ঞানদাস।

তুড়ি ।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম ।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম ॥
শুন বিনোদিনি, রসময়ি ধনি রাধা ।
কবহুঁ করহ জনি ইহ রস বাধা ॥
অঙ্গুল আগ পরশ যব পাই ।
সুখের সায়রে রহি ওর না যাই ॥
লোচন ইঙ্গিত কর মোহে দান ।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান ॥ ১৭৩৩ ॥

জ্ঞানদাস ।

কালাংড়া ।

শুন সুন্দরি অবতহি তেজসি কান ।
সুখময় কেলি নিকুঞ্জ যব্ বৈঠবি,
তব্ কাঁহা রাখবি মান ॥
ইহ নাগরবর রসিক কলাগুরু,
চরণ পাকড়ি পড়ি যায় ।
নহ তব্ দেখসি রোখ বঢ়ায়সি,
চরণ হি ঠেলসি তায় ॥
প্রেম লছমি হিয়া তোড়ল,
বুঝি অপমান অলখি পরবেশ ।
গুণ বিছুরাই দোখ সব ঘোষই,
আরতি ছোড়ায়ল দেশ ॥
এই অলখি যব্ তোহে ছোড়ি যাওব,
তব্ গুণগণ সঙরাব ।
রোই পুনঃ হামারি বাহু ধরি সাধব,
তব্ কোই নিয়ড়ে না যাব ॥
সহচরী এতহুঁ বচন নাহি শুনিয়ে,
কোপে ভরল সব অঙ্গ ।

কহে বলরাম চমক মোহে লাগল,
সখীক বচন ভেল ভঙ্গ ॥ ১৭৩৪ ॥

বলরাম দাস।

টৌড়ী।

করে কর জোড়ি মিনতি করু তো সঞে,
চরণ কমলে প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখি, নয়নে না হেরসি,
অতি মানে অবনত মাথ ॥
স্থন্দরি, ইথে কি মনোরথ পুর।
যাচিত রতন ত্যজি পুনঃ লাগল,
সো মিলন অতি দূর ॥
কোকিলনাদ শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুস্থমশর হিয়াপবি বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥
মঝু এত বচনে তোহারি নাহি আরতি,
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দখিণ পবন যব পরশব,
তবহি মিটব সব ভাণ ॥
গুণগণ ছোড়ি দোষ এক সোঙরবি,
নিকটহি না যাবে।
দারুণ নযনে আরতি তব বাড়ব,
তব ঘনশ্যাম দুঃখ না ভাবে ॥ ১৭৩৫ ॥

ঘনশ্যাম দাস।

স্থহই।

রসবতি ইহ রসিক জন মানস,
যদি না পুরবি রামা।

গুণগণ তেজি দোষ সব সঞ্চরু,
তব্ কৈছে গুণবতী নামা॥
মানিনি মোহে তেজসি কতি লাগি।
এক তুয়া সঙ্গে রসসিন্ধু নিমজ্জনু,
কত কত যামিনী জাগি॥
পহিল মিলনে সদয় হৃদয় ছিল,
এবে হুইল অতি কঠিনাই।
কঠিন পয়োধর সঙ্গে কঠিন ভেল,
সঙ্গ দোষ নাহি যাই॥
যা লাগি নয়ন শায়ন ঘন বরিখয়ে,
নিশি দিশি অন্তরে রাধা।
তাকর মনে যদি করুণা না উপজয়ে,
তব্ কিয়ে জীবন সাধা॥
এ দুই চরণ অমিয়ানিধি সম্ভত,
অন্তরে লেখই মোর।
ভণই মুরারি প্রাণপতি হই,
তনু জীবন তোর॥ ১৭৩৬॥

মুরারি গুপ্ত।

মহড়া।

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,
ওখানে এখনো যেওনা।
মানা করি, কলহ আর বাড়া'য়োনা।
বিষাদের বাতি, জেলেছেন শ্রীমতী,
তাহাতে আহুতি দিওনা।

চিতেন।

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকোনা।

কত নারীর সঙ্গ, করেছ কি রঙ্গ,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও'না ॥

অন্তরা।

শ্যাম নিতি নিতি তবো, দেখিছে যে ভাবো,
তথাচ সে সব পাসরি।
এবারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো,
যে ভাবে বসেছেন কিশোরী ॥

পরচিতেন।

জিনি মেরু গিরি, মান ভরে ভাবি,
মরিবার ভর করেনা।
যদি গিরিধারী, হতে চাও হরি,
মনে করি রাধা পাবে না ॥

অন্তরা।

শ্যাম, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,
যোজেছিলে কার প্রেমেতে।
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,
নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

পরচিতেন।

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,
তোমারো মনেতে ছিল না।
বিপক্ষ হাসাতে, এসেছ প্রভাতে,
করিতে কপটো ছলনা ॥

অন্তরা।

শ্যাম শরমে কি করে, বলি হে তোমারে,
শ্রীমতী রাধার কথাটি।
এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,
সে খাবে রাধার মাথাটি ॥

দিয়ে পদদুটি, দাঁড়াবে যে মাটি,
শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না।
তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া ঝাঁটি,
শ্রীরাধার এটি কট্‌কেনা॥ ১৭৩৭॥
রাম্ নৃসিংহ।

মহড়া।

ছিছি প্রাণ, বোলোনা প্রাণ।
ইথে হাস্‌বে লোকে, আমার পাকে,
শেষে হবে কিহে অপমান।
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই এখন প্রাণ।
আমায় বল্লে প্রাণ, প্রাণ জুড়াবে না।
শুন্‌লে সে আবার, পাবে প্রাণে প্রাণে যাতনা।
আমায় করে অন্তরের অন্তর,
পরে অন্তরে দিয়েছে স্থান।

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা, নয়নের তারা।
একি ভুলে ভুল, যে জন আঁখির শূল,
কেন তায় আদর করা।
কোথা শিখ্‌লে প্রাণ, এমন মনরাখা।
বুঝ্‌তে নারি ভাব, একি ভাব তোমার আজ সখা।
ত্যজ্য ধনের বাড়ায়ে সম্মান, কর পুজ্যধনের অপমান।

অন্তরা।

যথায় তব নব ভাব, তারে প্রাণ বলগে—
হবে তার সুখ।
আমায় কেন বলে প্রাণ বাড়াও দ্বিগুণ দুঃখ।

পরচিতেন।

ভেবেছিলাম রসময় গিয়াছে সেদিন।
এখন হ'লাম প্রাণ, কেবল কথার প্রাণ,
কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।

তোমার বিচ্ছেদ হে আমার গলার হার।
কর্‌ব অনাদর কি দোষে বলহে তাহার।
চ'খের দেখা মুখের আলাপন।
এখন সেই লক্ষ লাভ জ্ঞান ॥ ১৭৩৮ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

কেন আজ কেঁদে গেল বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী ॥

চিতেন।

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হয়েছিল গোপীকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলাম রাই, সুধাই গো তোমায় ॥
মনিহারা ফণী প্রায় মাধব তোমার।
প্রিয়দাসী বোলে, বদন তুলে, চাইলেনা একবার।
শ্রীমুখে শ্রীরাধা নাম, গলে পীতবাস,
দেখে মুখো, ফাটে বুকো, আমরি মরি ॥ ১৭৩৯ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওলো সুধাংশুমুখি প্রাণ, কি নূতন মান দেখালে।
তোমার হাসি শশীমুখে, কান্নাও আছে চোকে,
বচনে মান রেখে প্রাণ জুড়ালে ॥
কোরে মান্, প্রেমের দুই পক্ষ সমান্, জানালে।
আমার এ পক্ষে না করে বিপক্ষতা।

* * *

তোমার মানেতে নাই কৌশল,
না দেখি কোন ছল,
শতদল ভেসে যায় নয়নজলে।

চিতেন।

মান্ তরঙ্গে অঙ্গ ডুবালে,
প্রাণ তো ভেঙ্গে বল্লেনা।
আকার ইঙ্গিতে, ভাবের ভঙ্গিতে,
বুঝ্লাম্ যেমন্ মন্ত্রণা॥
আমায় নিগ্রহ কোর্বে নাকি নির্দ্ধার্য্য।
কোরে ঔদাস্য মান, অধৈর্য্য কোল্লে প্রাণ,
আপনায় আপনি নও ধৈর্য্য॥
ওলো পূর্ণচন্দ্রাননে, আধো আধো পানে,
আধো চাঁদ ঢেকেছ প্রাণ অঞ্চলে।

অন্তরা।

তোমার কতবার দেখেছি প্রাণ কত মান্।
আজ্ কি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি।
ভেবে দেখ্লে সে মান,
ম'লেও রাগ যায় না প্রাণ,
অথচ আমার পানে সুদৃষ্টি।
আজ্ কি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি॥ ১৭৪০॥

রাম বসু।

পাল্‌টা গীত।

মহড়া।

তোমার মানের উপরে মান,
কোরে আজ্ মান বাড়াব।
আমায় আজ্ যেমন কাঁদালে,
পায়ে ধোরে সাধালে,
আমি আজ্ তেম্নি কোরে কাঁদাব।

চিতেন।

প্রাণ্ যে কোরেছ নিদারুণ্ মান্,
সাধ্তে গেল আমার প্রাণ।

কোন দুষী নই, তবু সকল স'ই,
প্রেম সম্বন্ধে মান্য মান্।
কেমন কোরেছ পিরীতে পদানত।
সঁপিলাম ধনপ্রাণ, তবু মন্ পাইনে প্রাণ,
অপমান প্রাণে স'ব কত।
কর কথায় কথায় দ্বন্দ্ব,
কেমন্ কপাল মন্দ,
গোবিন্দ জুড়ান্ তো প্রাণ জুড়াব ॥ ১৭৪১ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

তোরা বল্ দেখি সই, পুরুষের মান্
যায় কেমন কোরে।
আমার মান সমাধান,
কোল্লে পায়ে ধোরে যে সই,
আমি নারী হোয়ে কোন্ মুখে তায় সাধ বো পায়ে ধ'রে ॥

চিতেন।

ভেবেছিলাম মনে, মোজে মানে,
আপনার মান বাড়াই।
তাহে একদিকে মান্ রাখ্‌তে গে সই,
দুদিগ্ বা হারাই ॥
যখন মান্ কোরে, মানিনী হোয়ে,
রইগো মনের দুখে।
কতবার তখন, প্রাণনাথ আমার,
মানের দায়ে ব্যাকুল হোয়ে,
প্রাণ্ দিয়ে মান্ রাখে ॥
এখন্ আমার মান্ ভেঙ্গে দিয়ে,
উল্টে মান কল্লে।

সই, এবার, তার মানের মান্,
থাকে কিসে তাই ভাবি অন্তরে ॥ ১৭৪২ ॥

রাম বসু ।

মহড়া ।

থাকো প্রাণ অভিমান্ লইয়ে ।
আমি দেশে যাই মনো দাও ফিরায়ে ॥

চিতেন ।

মধুর প্রয়াসে আমি আইলাম এস্থানে ।
নলিনী কেন মগ্না হোলে মানে ॥
আশা না পুরায়ে দিলে মধু ।
কেতকীকলঙ্ক কর শুধু ॥
মিছে দ্বন্দ্ব কোরে জ্বালাও হে আমারে,
নিশি গেল তোমায় সাধিয়ে ॥ ১৭৪৩ ॥

রাম বসু ।

মহড়া ।

এত দিনে সই, প্রাণ্ নাথের আমার,
মান ভঙ্গ হয়েছে ।
ক'দিন কথা ছিলনা, ডাক্‌লে দেখা দিতনা,
সে আজ হাসি মুখে আসি বোলে গিয়েছে ॥
ছিল যে সন্দ, সে সব দ্বন্দ্ব ঘুচেছে ।
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি ।
কোন ছল পেয়ে প্রাণ্, কর্ব্বে যে মান্,
বাঁকাবাঁকির দফা রফা কোরেছি ॥
গেলে কৃষ্ণ দরশনে, সন্দ হোতে মনে তার,
এখন্ সে দোষে নির্দ্দোষী বিধি কোরেছে ॥

চিতেন ।

ভাল বাসি বোলে, ছলে কৌশলে,
প্রাণনাথের হোতো মান ।

নারী হোয়ে, সদা প্রেমের দায়ে,
সাধ্‌তে যেতো প্রাণ্‌॥
যারে তিলেক না দেখ্‌লে মরি।
তারে একলা রেখে, একলা থেকে,
ত্রিরাত্রি কি প্রাণে ধরিতে পারি॥
যে জন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে সই,
সে আজ্‌ আপন্‌ সাধে এসে সেধে গিয়েছে।

অন্তরা।

আমার প্রাণনাথের স্বভাব ভাল নয়, কুটিল হৃদয়,
যেন বিষধর।
নিজ রসাভাসে, দংশে এসে যদি সই,
জোলে মোর্কো নিরন্তর॥ ১৭৪৪॥

রাম বসু।

মহড়া।

প্রাণ্‌ রে প্রাণ্‌।
নইলে কেন হৃদে হানো বিচ্ছেদ্‌ বাণ।
বুঝি মানের অভিপ্রায়, মান্‌ চণ্ডীতলায়,
তুমি নাগর কেটে দিবে, নরবলিদান।
নারী হোয়ে কোথা শিখেছ,
প্রাণ ঘাতকী সন্ধান।
তুমি স্বচক্ষে কি দেখেছ।
রাগে রক্ষা নাই আর,
আমার পক্ষে খড়্গহস্ত হোয়েছ।
ধোরে মিছে ছলে ছল্‌, কোরে অকৌশল,
কর ছুতোলতায়, কথায় কথায়, অপমান।

চিতেন।

তুচ্ছ কথায় কোরে অভিমান্‌,
যখন কোরেছ বাড়া বাড়ি।
তখনি জেনেছি আজ্‌ হোতে প্রেম্‌ ছাড়াছাড়ি।

তোমার ভাল বাসা এত নয়।
আমার প্রাণ্ জ্বলাবে, দেশ্ ছাড়াবে,
তাড়াবে তারি আশায়।
আমি সর্ব্বত্যাগী হই, তোমার বাঞ্ছা ঐ,
তাইত কোরেছ আজ্ এমন সর্ব্বনেশে মান ॥ ১৭৪৫ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

মনো জ্বলে, মানো অনলে,
আমি জ্বলি তারো সনে।
এপিরীতি মিলনে।
তুয়া দুখে আমি দুখী কি অদুখী,
বিধুমুখি ইহা বুঝনা কেনে ॥

চিতেন।

অভিমানো দূরে, না তেজিলে প্রাণো,
কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে।
প্রলয়ো লক্ষণো, হতেছে এখনো,
দুই জনো পাছে মরি প্রাণে ॥

অন্তরা।

হায় কাননে অনলো লাগিলে যেমন্,
কীটো পতঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন্।
তোমারো পিরীতে দিবস শর্ব্বরী,
ততোধিক আমি হতেছি দাহন্ ॥

চিতেন।

ওলো এদায়ে যে জনো, করে পলায়নো,
পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে।
আমি লো সুন্দরি, পলাতে না পারি,
কেবলি তোমারি ঐ মমতা গুণে ॥ ১৭৪৬ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

পরাণো থাকিতে প্রেয়সি,
তোমারে কি তেজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাব স্থন্দরি।
কি তব মনেতে, হইলো উদয়ো,
ইহার কারণো, বুঝিতে নারি।

চিতেন।

ছলো ছলো করে নয়নো,
দেখে প্রাণো ধরিতে নারি।
কি দুঃখ ভাবিয়ে, রয়েছ বসিয়ে,
বিধুমুখো মলিনো করি॥ ১৭৪৭॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

প্রাণ তুমি আর এ পথে এসোনা।
শুধু দেখা, দিবে সখা,
সেতো তা মনেতে বুঝ্‌বে না।
তুমি যার, এখন তার, পূরাও বাসনা।
তোমা হতে স্থখ যা হবার।
প্রাণ্‌তা হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার।
দেখা হোলে, মরি জ্বোলে,
এমন দেখা সখা আর দিওনা।

চিতেন।

আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা,
হোতো পরমো আহ্লাদ।
এখন তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে বিষাদ।
এসো বসো বলা হ'লো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে, আমার পাকে, করিবে লাঞ্ছনা।

অন্তরা।

উচিত নয় রসময়, যেথা আসা এখন।
নূতন রঙ্গিনী তোমার করিবে ভৎর্সন।

পরচিতেন।

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে।
অনাদর নাহি কোরো নব্য প্রেমেতে।
নবরসে সে যে রঙ্গিনী।
প্রাণ, হোয়েছে তোমার প্রেমের অধিনী।
আমায় যেমন জ্বলিয়েছিলে,
প্রাণ তারে এমন জ্বালা দিওনা॥ ১৭৪৮॥

গোরক্ষনাথ।

মহড়া।

তাই সুধাইগো সুধামুখী রাই তোমায়।
হোয়ে বিরাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তোমার রাঙ্গা পায়।
ওযে ধন্য ষট্‌পদ অন্যদিকে নাহি চায়।
কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে,
তাহে সুখে নাহিকো ভুঞ্জে,
পেয়ে ও পাদপদ্মসুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
তাইতে কি জয় জয় রাধার গুণ গায়।

চিতেন।

ত্রিভঙ্গ-ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গী হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,
চন্দ্রমুখীর প্রতি কয়।
ওগো রঙ্গদেবি, একি রঙ্গ,
পদোপান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ,

ওযে সাধিছে সাধের কাজ,
কি সাধে অলিরাজ,
পদপঙ্কজরজ মাখে গায়।

অন্তরা।

ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য,
এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার।
হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার।
অরণ্যের অলি বলো, কি জন্যে ব্যাকুলো,
অন্যে সুধালে না ক'য়।
অতি কুণ্ঠিতেরো প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
কল্লে তবাঙ্গে আশ্রয়।
ওকে সুধাও দেখিগো রাজকন্যে,
অলি বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে,
করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন,
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায় ॥ ১৭৪৯ ॥

সাতু রায়।

মহড়া।

মানিনী শ্যাম চাঁদে রাধে কি অপরাধে।
কে গেল বলগো শুনি এ বাদ সেধে ॥
ঠেকিলাম আজু একি প্রমাদে।
ম্লান শশীমুখো কেন গো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদে ॥

চিতেন।

এই দেখে এলেম্ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে।
ছিলে গো রাই অতি পুলকে ॥
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো অনল্।
উঠিলো কি বাদানুবাদে। ১৭৫০ ॥

ভবানী বণিক।

মহড়া।

মান কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই,
সজল আঁখি জলধর বরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,
কৃষ্ণের প্রেমডোরে (প্রাণ সই) প্রাণ বাঁধা,
হেরি ঐ কালো রূপ সদা,
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা দুনয়নে।

চিতেন।

যদি ওগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দে করি মান।
রাখি মনকে বেঁধে, শ্যামের খেদে,
কেঁদে উঠে প্রাণ।
শ্যামকে হেরবনা আর সখি,
বোলে চক্ষু মুদে থাকি,
সেরূপ অন্তরেতে দেখি,
কৃতাঞ্জলি, বনমালী, বলে স্থান দিও রাই চরণে॥ ১৭৫১॥

নীলমণি পাটনী।

মহড়া।

কাল ভাল বেসে হ'ল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালা, কালে জানি কালা,
কালে জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না।
শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ,
আগে জানিনা।
কাল অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হ্যেছে মনে,
প্রাণান্তে সে কালায়, দেখিতে আর আমায়,
সখি বোলোনা বোলোনা।

কাল চক্ষের তারা আর, রাখ্‌তে সাধ নাই আমার,
কাল তমালের তরু কুঞ্জে আর রাখ্‌বনা।

চিতেন।

বঞ্চিতা ক'রে আমায় কালাচাঁদ,
জুড়ায়ে চন্দ্রাবলীর মন।
প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন
কুঞ্জে মদন মোহন।
দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুখে।
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ,
নাহি হেরিব চখে।
মাথায় কাল কেশ ধর্‌বনা,
কুঞ্জে কাল সখি রাখ্‌বনা,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুন্‌বনা॥ ১৭৫২॥

ঈশ্বর গুপ্ত।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

কেনলো বিধুমুখি কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥
হরি হরি মরি মরি, মনে ভাব্‌ব করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী॥
এলায়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীনবেশ,
তোমার বিরসশেষ, দংশে যোবে ধনি॥
মলিন বদনশশী, কাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি॥ ১৭৫৩॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—টিমা তেতালা।

মান মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি। (সই)
মম বিরসে বিরস পাছে তারে হেরি॥

যেরূপ যতন তারে বুঝাতে না পারি ।
মণির কারণে যেন হরি হরি হরি ॥ ১৭৫৪ ॥

নিধু বাবু ।

পরজ—জলদ্ তেতালা ।

কেনলো প্রাণ নয়নে অরুণ উদয় ।
তপন সবারে দহে না দহে কমলে,
তব আঁখি-রবি হৃদিকমলে জ্বলায় ॥
তব কেশ ঘন ঘন, শীতল করিত মন,
এখন তা নয় ।
আজু ফণীময় হেরি কাতর পরাণ,
নিকট না হ'তে পারি, দংশে পাছে ভয় ॥ ১৭৫৫ ॥

নিধু বাবু ।

ইমন কল্যাণ—তেতালা ।

আর আমারে এত সাধিতেছ কেন । (প্রাণ)
ত্যজিয়ে, সঁপিলে যাহারে আপন পরাণ,
সেথা করহ গমন ॥
আমি হে তোমার মত, না হইলাম কদাচিত,
করিয়ে অনেক সাধন ।
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখন বুঝি দেখিতে রোদন ॥ ১৭৫৬ ॥

নিধু বাবু ।

ছায়ানট—জলদ্ তেতালা ।

সতত বাসনা যারে হরিষ হেরিতে ।
তাহার বদন, বিরস কখন, না পারি দেখিতে ॥
জীবনবিহীন মীন কোথা হুতাশনে,
শীতল হইতে কেহ দেখেছ কখন,
সুধাহারী জন, কভু বিষ পান, পারে কি করিতে ॥ ১৭৫৭ ॥

নিধু বাবু ।

বাহার—জলদ্ তেতালা।

বিরস ত্যজিয়ে ওলো হরিষ হাসনা।
গলিত কেশ নীরদ, তাহার আড়েতে চাঁদ,
লুকায়ে কেন বলনা।
ত্যজনা বিষম বেশ, করহ স্বভাব বেশ,
ঈষৎ হাসিয়ে প্রিয়ে, অভিমান বিনাশিয়ে,
প্রাণ সরসে মজনা॥ ১৭৫৮॥

নিধু বাবু।

সোহরাই বাহার—টিমা তেতালা।

সুধামুখি মুখ বিরস কোরোনা।
বিরস বিষেতে, না পারি জ্বলিতে,
তুমি তা বুঝনা॥
অমিয় আসক্ত জন, গরল খাইবে কেন,
সুধা কর দান, বাঁচাও জীবন, অধীনে বোধোনা॥ ১৭৫৯॥

নিধু বাবু।

মালকোষ—জলদ্ তেতালা।

হাসিতে হাসিতে মান সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায়॥
বিধুমুখে মৃদু হাসি, সদা আমি ভাল বাসি,
ইহাতে বিরস হ'লে প্রাণ বাহিরায়॥ ১৭৬০॥

নিধু বাবু।

সিন্ধু কাফি—জলদ্ তেতালা।

প্রাণ এমন মান কেহ করে কি কখন।
সাধিতে সাধিতে ওলো গেল মোর মান॥
রাখিতে যাহার মান, তার এ'র অপমান,
তোমার কি'ঐ মান র'বে চিরদিন॥ ১৭৬১॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

বিধুমুখে মৃদু হাসি ভাল বাসি প্রাণ।
বিনাদে প্রমাদ হয় কাতর নয়ন ॥
অধীনী জনেরে কেন, কর এত অভিমান।
তুষিতে উচিত তারে এইত বিধান ॥ ১৭৬২ ॥

নিধুবাবু।

বেহাগ—একতালা।

নিত্য নিত্য করি মনে, বলি খেদের কারণে,
তারে আর সাধিব না।
প্রভাত হইলে পুন, কেমন করয়ে প্রাণ,
আর সে ভবি থাকে না ॥
হইয়ে আপন মন, হইল তার অধীন,
কি করি বল না।
ইহাতে উপায় আর, থাকিলে দেখ আমার,
না হ'তো যাতনা ॥ ১৭৬৩ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

মনে মনে মান করিলে প্রাণ প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদন হয় কি বসনে ॥
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তরে দেখে,
মান কি কখন প্রাণ থাকে এ গোপনে ॥ ১৭৬৪ ॥

নিধু বাবু।

গারা-কাফি—আড়াঠেকা।

প্রাণ চাহ লো প্রেয়সি কমল নয়নে অধীন জনে।
মান ত্যজ হাস প্রাণ ও বিধুবদনে ॥
বিচ্ছেদ দুঃখেতে দুঃখী নহি কদাচন।
পলকে হেরিয়ে পুনঃ সুখী হই মনে।
ইহাতে বিরস হ'লে বাঁচিব কেমনে ॥ ১৭৬৫ ॥

নিধু বাবু।

ইমন্‌ঝিঁঝিট—জলদ্‌তেতালা।

কেশ ফণীময় প্রাণ মণি এক মুখ।
এক ফণী হতে মণি পাওয়া ভার দেখ॥
কেশেরে করহ ঘন, দেখাও বিধুবদন,
অমিয় বচন দান, ক'রে প্রাণ রাখ॥ ১৭৬৬॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ, তখন পাসরি॥
মম মানে কহে আঁখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে হয় পুন, অধীন তাহারি॥ ১৭৬৭॥

নিধু বাবু।

ভূপালী-কল্যাণ—জলদ্‌তেতালা।

মনে করি বারে বারে, নাহিক হেরিব তারে,
তার সনে আলাপনে নাহি কোন গুণ।
হেরিলে সে ভাব আর, না থাকে অন্তরে মোর,
পুলক নয়ন, রসনা কহিতে চায়, শুনিতে শ্রবণ॥
মন হৃদিকম্প হয়, মনেতে কত উদয়, না যায় কহনে।
যদি কোন কথা কয়, উত্তর না করি তায়,
উপজয়ে মান, নয়ন অন্তরে হয় করিতে রোদন॥ ১৭৬৮॥

নিধু বাবু।

কামোদ-গৌড়—টিমাতেতালা।

নয়নে না দেখে যারে মানেতে সে মনেতে উদয় কেন।
নয়নের বশ হ'লে তবে হে বাঁচে কি জীবন? (সই)
অঙ্গ আপনার, বশ নহে মোর, করি হে ইহাতে কেমন।
কেহ মান করে কেহ কাতর তাহার কারণ॥ ১৭৬৯॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—তেওট।

ঘুচাও বিবাদ প্রাণ, কর মানের অপমান।
কেন গো মানিনী ধনি, প্রাণরে, এত অভিমান ॥
ত্যজ ধরা, ধরাপর, রতন ভূষণাম্বর,
অগুরু কুসুমহার, এই বিদ্যমান।
অনুগতের বিনতি, রাথ যদি গুণবতি,
অপরাধী অধীনের, থাকে তবে মান ॥ ১১৭০ ॥

রাধামোহন সেন।

ভয়রোঁ—তেওট।

শশীর সহিত অরুণ প্রাণ, হইল উদয়।
মুখ সুধাকর তব প্রাণ, রবি ছবি আঁখিদ্বয় ॥
মম হৃদয় কমল, কোন্ ভাবে থাকে বল,
কেমনে মুদিত রয়, কিসে বা প্রফুল্ল হয়।
বুঝি আমার মন, এই কালে নিরূপণ,
নিশি দিশি একময়, কালরূপী এ সময় ॥ ১১৭১ ॥

রাধামোহন সেন।

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

কেবল আমারি দোষ দেখিলে ভুবনে।
দোষহীন এ জগতে আছে কোন্ জনে ॥
মাধবের গোপবাদ, কলঙ্কী হইল চাঁদ,
মদনের অনঙ্গ নাম রাখিয়া গোপনে ॥ ১১৭২ ॥

রাধামোহন সেন।

ললিত—আড়াতেতালা।

মুখ সরোবর তোর কেন শুকাইল প্রাণ,
রবির কিরণ বিনা।
এখনি যে নিরমল প্রাণ, আনন্দ সলিল ছিল ॥
বচন মধুর তব, নানাজাতি জলচর,
কেলি করিতে করিতে, অমনি তারা মরিল।

শশী অস্ত না হইতে, নিশি নাহি পোহাইতে,
নীল কুমুদ নয়ন, এযে মুদিত হইল ॥ ১৭৭৩ ॥

রাধামোহন সেন।

বড়হংস—একতালা।

ইন্দীবরে প্রভাকরে, হলো এক অঙ্গ।
আধই নীল বরণ, আধই সুরঙ্গ ॥
তব আঁখি ইন্দীবর, তাহে রঙ্গিমা ভাস্কর,
মিলনে বাড়িল রাধে, রাগের তরঙ্গ।
যে করিল এ ঘটনা, তার পুরিল কামনা,
লাজে শোকে অচেতন, মম মনোভঙ্গ ॥ ১৭৭৪ ॥

রাধামোহন সেন।

ভাটিয়াল—ঝাঁপতাল।

সাধিছ রাধে গুরু মান।
তবে বুঝি রহিলনা তব মান ॥
মানিনী হইয়া যেবা হয় মানিনী,
মানরাহুমুখে তার মান সমাধান ॥
পরিহার মুখে মাখি মিনতি চন্দন,
বসন পূরিয়া করিলাম সমর্পণ ॥
অগৌরব কূপে তাহা ত্যজিলে তুমি
শ্রবণের দ্বারে তাহা না লইয়া ঘ্রাণ ॥ ১৭৭৫ ॥

রাধামোহন সেন।

কাফি।

শশীকে দিয়াছে রবি যেন মুকুতার হার।
হেরি চকোরের হৃদি হতেছে বিদার ॥
মান তপন প্রতাপে, কোপ হুতাশন তাপে,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে বদন তোমার ॥ ১৭৭৬ ॥

রাধামোহন সেন।

পূরিয়া ধানশ্রী—আড়া তেতালা।

মান সরোবরে প্রাণ নিশিতে কি প্রয়োজন।
এ জলে কি নিবে জ্বালা, দ্বিগুণ জ্বলয়ে মনঃ॥
রোদন কুমুদোপরে, শ্বাস ভ্রমর গুঞ্জরে,
সেই ছলে ভ্রম শর, হানিবে শ্রম মদন।
নিরখ উভয় ভাগে, কোকবধূ কোক জাগে,
ভাবনা বিষাদ রাগে, শোক-কূপে নিমগন॥ ১৭৭৭॥

রাধামোহন সেন।

পূরবী—তেওট।

মুদিত অধর দল প্রাণ কমল বদনে।
অথচ অরুণোদয় হয়েছে নয়নে॥
অপরাধী দিনমণি, তাপিত মানিনী ধনি,
মধু-আশী জনে কেন বধহ জীবনে॥ ১৭৭৮॥

রাধামোহন সেন।

বেহাগ—তেওট।

বারণ কর সই উহারে কহিবারে দাহন।
কেবা কাহারে সাধিলে সই, কহিতে বচন॥
যদি মদনের শরে, হৃদয় বিদার করে,
তথাপি লম্পট সনে, না হ'বে মিলন॥ ১৭৭৯॥

রাধামোহন সেন।

কালাংড়া—আড়া তেতালা।

সলিলে ডুবিয়ে কেন কুমুদ নয়ন।
স্থির করিতে না পারি ইহার কারণ॥
একবার প্রাণেশ্বরি, এই অনুমান করি,
বুঝি অস্তাচলে শশী, করিল গমন।
আর বার মনে লয়ে, তা হলে অরুণোদয়ে,
প্রফুল্ল হইত তব, কমল বদন॥ ১৭৮০॥

রাধামোহন সেন।

কালাংড়া—আড়া তেতালা।

অরুণ মরিল ডুবি রোদন সাগরে।
ইহাতে কেন আমার, প্রাণ, হৃদয় বিদরে॥
হইলে উহার উদয়, রজনী বিচ্ছেদ হয়,
সংযোগী জনের সুখ, যোগ ভঙ্গ করে।
যার উদয়ে এত দুঃখ, ম্লান তব বিধুমুখ,
তাহার প্রমাদে প্রাণ, কাঁদিছে কাতরে॥ ১৭৮১॥

রাধামোহন সেন।

আড়া তেতালা।

মান ঘন বরিষণ করে।
বিনা বজ্রে বজ্রাঘাত মাধব উপরে॥
অধর কম্পিত ছলা, প্রকাশ পায় চপলা,
নাসা গরজন শুনি, পরাণ শিহরে।
গলিত অঞ্জন ধার, হবে করীকরাকার,
তুলিছে সলিল পশি নাভি সরোবরে॥ ১৭৮২॥

রাধামোহন সেন।

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

এ বেশে বসিয়া কেন, চিন্তারূপ তরুতলে।
মানেরে ভুলালে বুঝি প্রাণ, কলহ কৌশল ছলে॥
রোষ কেশর চন্দন, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলক লতা, শ্রম বিনা শ্রম জলে॥
মুকুতা কুন্তল ভার, তাহে ভূষা রজসার,
বিষাদ বসনাবৃত হেরি বদন কমলে॥
নয়নে রোদন ঠার, হিল্লোল সলিল ধার,
লম্বিত যৌন-হার, বিমনীয় মনোগলে॥ ১৭৮৩॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধুভৈরবী—আড়া।

যাব কি আমি আনিতে মাধবে (ওগো রাধে)।
মম ভাষে যদি আসে, দেখিতে তোমারো সাধ হবে ॥
ওগো প্রিয় কথা মনে কেন করো আরো মান,
প্রিয়মানে কেমনে রবে প্রাণ, কর যতন,
প্রিয় কর প্রিয়োজন, কি হবে ভাবিলে, অপযশ হবে ॥ ১৭৮৪ ॥

কালী মির্জা।

ললিত—মধ্যমান।

এ কেমন মান রাধে হায়।
নাগর নিকটে বসি, সাধিয়ে পোহায় নিশি,
ঠেলেছ তাহারে পায় ॥
আসিয়ে তোমার বাসে, গলে দিয়ে পীতবাসে,
তবু না হেরিলে তায়।
সে রসিকশিরোমণি, ফিরে যায় সে অমনি,
কালী হয়ে নীলকায় ॥ ১৭৮৫ ॥

কালী মির্জা।

রাগিণী ভৈরবী।

এতে কি সাজে এত মান।
ভাল বাস ব'লে করেছিলাম অভিমান ॥
হলে অনুগত, দোষ করে কত,
তারে অনুচিত অপমান ॥ ১৭৮৬ ॥

কালী মির্জা।

ভৈরবী—আড়া।

কি লাগিয়ে শশীমুখি মলিন হেরি বদন।
তবে বুঝি শশী ভ্রান্তে রাহু আকর্ষণ ॥
চকোরের আশাবারি, পূর্ণ চাঁদে পূর্ণ করি,
রাহু হয় তাহে অরি, সুধা বিনা দহে মন ॥ ১৭৮৭ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

কালাংড়া—ঠুংরি।

কিসে তুমি ভাল বাস, বুঝিতে নারি আভাস।
কেমনি করম দোষ, কথনে যতনে রোষ॥
বিষাদ তিমির নাশ, সদয় শশী প্রকাশ।
সুধা মৃদু হাস ভাষ, চকোরেরে আশুতোষ॥ ১৭৮৮॥

আশুতোষ দেব।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হেরিব না আর সখি কাল বরণ।
মুছাইয়ে দেগো তোরা নয়ন অঞ্জন॥
যে যে সখি কাল আছে, আসিতে দিওনা কাছে,
কৃষ্ণ মনে পড়ে পাছে, হেরিলে বদন॥
কোকিল তমালোপরে, যদি কুহু রব করে,
ব'লো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন॥ ১৭৮৯॥

আশুতোষ দেব।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

সুখে আছত এখন।
সতত আমার লাগি হতে জ্বালাতন॥
এস নাথ কাছে বোসো, বসিতে কি আছে দোষ,
তুমি যারে ভাল বাস, সে বাসে কেমন॥
বল নাথ তার কথা, কেমন তার সুশীলতা,
শঠতা কি সরলতা, মমতা কেমন॥ ১৭৯০॥

আশুতোষ দেব।

সিন্ধু—ঠেকা।

'প্রিয়ে চারুশীলে।
কেন হে রোষিলে, রাধে॥
মিছে অভিমানে আমাপানে ফিরে বসিলে।
দেহি পদপল্লব, যাচে রাধাবল্লভ,
শিব ইব ধরি হৃদে, সখি হাসিলে হাসিলে॥ ১৭৯১॥

শিবচন্দ্র সরকার।

লুম ঝিঁঝিট—পোস্ত।

বিবাদ ক'রে প্রাণে মানে, আমারে মধ্যস্থ মানে।
কে বড় কে ছোট ইহার এসে না তো অনুমানে॥
মান গেলে প্রাণ থাকা মিছে, রয় যদি সে ম্রিয়মাণে।
প্রাণের দায় মান হারায়, এও যে দেখি বিদ্যমানে॥ ১৭৯২॥

শিবচন্দ্র সরকার।

জঙ্গলা খাম্বাজ—ঠেকা।

গো মানেতে যে না মানে।
হরষ পরশ রস সকলি সহ মানে গো॥
সেই জন সেই নয়, বিপরীত অভিনয়,
যতো করো অনুনয়, প্রণয়ের প্রমাণে॥ ১৭৯৩॥

শিবচন্দ্র সরকার।

বাগেশ্বরী—আড়া।

কার উপরে করি মান, কে রাখে মানের মান।
সে যদি আমার হ'তো, তবে কি জলিত প্রাণ॥
অভিমান ক'রে সই, পাছে অপমান হই,
সেই ভয় ক'রে রই, মানে মান সমাধান॥ ১৭৯৪॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

পরজ—আড়া।

মরিরে প্রাণ, কেন তোমার মলিন বদন।
নিরমল শশধরে, রাহু আসি গ্রাস করে,
চকোর দুঃখী অন্তরে, ব্যাকুল জীবন॥
বিধুবদনের হাসি, হেরিতে ভাল বাসি, না যায় কথন।
সে সুখে ক'রে অসুখ, দেহ কেন এত দুঃখ,
দেখাও সহাস্য মুখ, দুঃখ নিবারণ॥ ১৭৯৫॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—আড়া।

সুখের সময়ে দুঃখ দিতে কে শিখালে।
জলদের আড়ে কেন শশীরে লুকালে॥
ও মুখে চাঁদের শোভা, চকোরের মনোলোভা,
সুধা পরিহরি কেন গরলে দেখালে॥ ১৭৯৬॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

খাম্বাজ—ছেপ্‌কা।

মরি প্রাণ আমার।
বিরস বদন কেন দেখি হে তোমার॥
হেরিলে যে বিধুমুখ, অপরের যায় দুঃখ,
এমন চাঁদেতে কেন রাহুর সঞ্চার॥ ১৭৯৭॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

চপ—একতালা বা কাওয়ালি।

মোহন চূড়া লাগে পায়,
রাজার মেয়ে হয়ে প্যারী, যা কর তাই শোভা পায়।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যার পায়,
তার মাথা কি পায় শোভা পায়—
প্যারী ঠেলোনা দু পায়,
কৃষ্ণ ধন কি যে পায় সে পায়॥ ১৭৯৮॥

গোবিন্দ অধিকারী।

ইমন কল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

নাহি যদি আসি তবে কর প্রিয়ে অভিমান।
আসিলে বদন বাঁকা মরি এ কোন্ বিধান॥
ভাবিতে ভাবের ভাব, এই হয় অনুভব,
আভ তব ভাবে ভাব, অভাবেতে সমাধান॥ ১৭৯৯॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ইমন কল্যাণ—জলদ্ তেতালা।

কেমন আছ বলরে প্রাণ শুনিতে ব্যাকুল চিত।
এ মিলনে অভিমান, অধীনে নহে উচিত ॥
যদি বহুদিনান্তরে, পেয়েছি তোমারে পরে,
অন্তর করিছ প্রিয়ে, এ যে অতি বিপরীত।
আমি তব প্রেমে বাঁধা, তুমিত মনেরি সাধা,
সে সাধে সাধিয়ে বাদ, সাধে কোরো না দুঃখিত ॥ ১৮০০ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

মালশ্রী—আড়াঠেকা।

কিরূপে এরূপ মান হবে সখি সমাধান।
আগে কে সাধিবে রাগে, হলো প্রমাদ বিধান ॥
আমি ভাবি মৌন র'ব, সাধিলে নাহি ক'ব,
সে ভাবে না সাধি দেখি কত দূরে যায় মান ॥ ১৮০১ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ইমন কেদারা—তেওট।

এ কেমন অভিমান বলনারে প্রাণ প্রিয়ে।
অধোমুখে মৃদুহাসি শুধু শুধু কি লাগিয়ে ॥
কথান্তরে ভাবান্তরে, কেমনে ভাব অন্তরে,
যাহে নিরন্তর মম, অন্তর যায় দহিয়ে ॥ ১৮০২ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

পূরবী—আড়াঠেকা।

মনে মনে সাধরে।
কে আগে সাধিবে মান ঘটিল প্রমাদ রে ॥
বাহিরেতে লাজ, অন্তরে উভয়ে ব্যাকুল,
উভয়ে ছাড়িতে নারে মান অনুরোধ রে ॥ ১৮০৩ ॥

শ্রীধর কথক।

লুম ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

পাছে সে যাতনা পায়।
প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়াছ যায়॥
তব আসা এই স্থানে, সে যদি অঙ্কুশে জানে,
তখনি দহিবে প্রাণে, বিচ্ছেদেরি দায়॥ ১৮০৪॥

দয়ালচাঁদ মিত্র।

সিন্ধু ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

সেই মান মান ভাল যাতে না সাধিতে হয়।
মান করে সাধ্‌লে পুনঃ তবে মানে মান যায়॥
মান ক'রে থাকে মান, এমন করিবে মান,
মানায় যেন তব মান, তবে মানে মান রয়॥ ১৮০৫॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

সাধে কি তায় সাধি সখি মম মন আর মানে না।
সে যাহাতে দুঃখ পায় আমি তাতে পাই যাতনা॥
কভু যদি মান করি, পরে না রাখিতে পারি,
তারে হেরে সব পাসরি, কিছুই মনে থাকে না॥ ১৮০৬॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

নারী হয়ে তোমায় প্রাণ সাধিব কত।
কে কোথা দেখেছে, কে শুনেছে হেন অসঙ্গত॥
মৌন লজ্জা অভিমান, নারীর এই আভরণ,
সে মান সান্ত্বনা করা আছে পুরুষের রীত।
ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি, মানে দেও জলাঞ্জলি,
ডাক একবার এসো বলি, থাকি জনমের মত॥ ১৮০৭॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভাস—ঠেকা।

চেয়ে দেখ তোব চরণ পানে, কমলাক্ষি গো।
সাধনের ধন এ ধনি। তব চরণ সাধনী,
শুনে যার বংশীধ্বনি, নিধন হলি ধনে প্রাণে॥
আমি গো তোর কেনা বেচা, বারেক চেয়ে আমায় বাঁচা,
আমার পানে চা' বা না চা', কেন না চাও যাচা ধনে।
ব্রহ্মাদি যারে আরাধে, সে তব চরণারাধে,
ক্ষমা কর ওগো রাধে, কি কাজ অভিমানে॥
হতেছে শর্ব্বরী গত, দিবাকর প্রায়াগত,
শ্যামের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বারিগত দুনয়ান।
এই যে দেখ বৃন্দাবন, শ্রীনাথ বিহনে বন,
আমি ত্যজিব জীবন, দ্বিজ রমাপতি ভণে॥ ১৮০৮॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরজ—একতালা।

বঁধু হে রাইয়ের কি দোষ ছিল।
তুমিত করেছ দোষ তাইতে এতো হ'লো॥
রাই মোদের রাজকন্যে, তাহারে এনে অরণ্যে,
কাঁদাইলে কিসের জন্যে, তাইতো কাঁদিতে হ'লো॥
তোমার সঙ্কেতে এসে, সারা নিশি ছিল ব'সে,
তুমি না আইলে শেষে, কুঞ্জে ফিরে গেলো॥
নাগর নিদয় হয়ে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে,
আইলে নিশি বঞ্চিয়ে, যাবক চিহ্ন প্রকাশিল॥
সখীগণে উপেক্ষিয়ে, কারো কথা না শুনিয়ে,
মানিনী মান বাড়াইয়ে, নারীর পায়ে ধর্ত্তে হ'লো॥
যা হবার হয়েছে হরি, পরে যাব সঙ্গে করি,
মিলাইব রাই কিশোরী, যদু বলে হ'লো ভাল॥ ১৮০৯॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

আলেয়া—আড়া।

মানিনী মানেতে মজে হারালি কি সব।
পায়ে ধ'রে সেধে কেঁদে গিয়েছে কেশব ॥
যতক্ষণ ছিলি মানে, পড়েছিল শ্রীচরণে,
চাইলি না নয়নের কোণে, বাড়ালি গৌরব ॥
নয়নে বহিছে ধারা, যেন গঙ্গা শতধারা,
এ কেমন মান করা, দেখি অসম্ভব ॥
তেজিয়াছে পীত ধড়া, খসায়েছে মোহন চূড়া,
নাহি নব গুঞ্জবেড়া, ব্রজের বৈভব ॥
মানে মজে ও শ্রীরাধে, কাঁদাইলি কালাচাঁদে,
কে সাধিবে ধ'রে পদে, বাড়াবে সম্মান ?
না দেখিয়ে মানে ক্ষান্ত, ফিরে গেছে রাধাকান্ত,
যদু বলে হলে শান্ত, মিলিবে মাধব ॥ ১৮১০ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

আলেয়া—আড়া।

মানময়ি মান কর মাধবে মার্জ্জন।
ধরায় অধরাম্বিত মন্মথ-মথন ॥
দেখে তব মানরাশি, পদানত কালশশী,
খসিয়াছে চূড়া বাঁশী, গলিত অঞ্জন ॥
পীতবাস দিয়ে গলে, লুণ্ঠিত ধরণীতলে,
মা কুরু মানিনি ব'লে, মলিন বদন ॥
যে পদে গঙ্গা উদ্ভব, অজভবদুর্ল্লভ,
সে পড়ে চরণে তব, কর কৃপাবলোকন ॥
মানমদে কমলিনী, হয়েছ কি পাগলিনী,
পদেতে নীলকান্তমণি, না মিল নয়ন ॥
যার মানে মানিনী রাধে, সে পড়ে ধূলাতে কাঁদে,
যদুনাথ ধরে পদে, কর সম্বরণ ॥ ১৮১১ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

ললিত—আড়া।

দেখ দেখ বিনোদিনি এনেছি বিনোদ রায়।
মানে অপমান হ'য়ে তবু তব গুণ গায়॥
তোমার বিচ্ছেদ খেদে, গিয়াছিল কেঁদে কেঁদে,
গিয়ে তব কুণ্ডতটে, প'ড়ে ছিল ধূলায়॥
ধরায় প'ড়ে অধরা, নয়নে গলিত ধারা,
যেন ফণী মণিহারা, ছিল তত প্রায়॥
আমারে দেখিয়ে হরি, সব দুখ পরিহরি,
বলে কি পাঠালেন প্যারী, লইতে আমায়॥
রাধা নামের নামাবলী, অঙ্গে মিলে বনমালী,
রাধা রাধা রাধা বলি, ঝাঁপ দিতে যায়॥
ধরিয়ে শ্যামের করে, এনেছি এই কুঞ্জদ্বারে,
যদু বলে গেলে ফিরে, আনা হবে দায়॥ ১৮১২॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

মনে করি বারে বারে, আর না হেরিব তারে,
নিষেধ না মানে আঁখি তার পানে ধায় লো॥
মনে মনে করে থাকি, কথা না কহিব ডাকি,
না দেখিতে আগে পোড়ামুখে হাসি পায় লো॥
তবু যদি সহচরি! মনকে কঠিন করি,
সে জনে দেখিবামাত্র রোমাঞ্চিত কায় লো॥
অতএব তারে দেখে, আপনা বজায় রেখে,
কিরূপে সাধিব মান বল না আমায় লো॥ ১৮১৩॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ক্রোধ ভরে যদি মোরে ত্যজ অকারণ।
সাধ্য কি লো সুধামুখি, কি করি এখন॥
থাক সুখে রাখ বুকে আপনার মান।
যা থাকে অদৃষ্টে মোর করিনু প্রয়াণ॥

কিন্তু যে দিয়াছি পূর্ব্বে চুম্ব আলিঙ্গন।
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ লো এখন ॥ ১৮১৪ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

দেখ দেখ শশীমুখি শশী দীপ্তিহীন।
তথাপি তোমার কোপ না হইল ক্ষীণ ॥
হের লো প্রফুল্ল যত কমল কানন।
তবু না প্রসন্ন তব কমল বদন ॥
ভ্রমরের গুন গুন ধ্বনি শুনি ওই।
তথাপি তোমার বাণী শুনিলাম কই ॥
রক্তা হইল পূর্ব্বদিক্, অরুণ কিরণে।
তুমি কেন অনুরক্তা নহ এই জনে ॥ ১৮১৫ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ভৈরবী—যৎ।

এ মান সহজে যাবে না।
তাও কি জান না। (মনে বুঝে দেখ না)
যে করে যতন অতি, চাতুরী তাহার প্রতি,
এর প্রতীকার, না হলে আর,
কোন কথা কবে না।
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী,
হয়েছেন অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না ॥ ১৮১৬ ॥

মাইকেল।

কীর্ত্তন।

শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখ্‌বো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।

মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভোরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বোলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনা তীরে,
ভাঙ্‌ব বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা জলে। ১৮১৭ ॥

বঙ্কিম।

বাহার—একতালা।

মানময়ি! দেখ এসে পায়,
আহা মরি প্রাণ হরি ধরণী লুটায়।
যাঁর মানে তব মান, তাঁর এত অপমান,
প্রাণসখি! প্রাণ ধ'রে দেখা কিগো যায়॥
আর কাজ নাই মানে, ম'রে বস সাবধানে,
ঠেকিবে চরণ তল, মোহন চূড়ায়॥ ১৮১৮॥

হরিমোহন রায়।

বিভাস—কাওয়ালি।

প্রিয়ে মান ত্যজ যদি ছুটি পায় হে!
সুখের যামিনী বলি বিফলেতে যায় হে!

ঐ দেখ সুখতারা, যামিনী করিয়া হারা,
শশীর সহিত তারা, ভয়েতে পলায় হে ॥
চেয়ে দেখ বিধুমুখি, কমলিনী হাস্যমুখী,
কেবল কুমুদী দুঃখী, এ দাসের প্রায় হে ॥ ১৮১৯ ॥

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

সখা এ পায়ে ধরিতে কেন চাও চাও হে।
তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে যাও হে ॥
মজেছ হে যার ভাবে, আর কি তেমন পাবে,
মিছে কেন আর ভাবে, আমারে ভাবাও হে ॥ ১৮২০ ॥

হরিমোহন রায়।

হাম্বীর—কাওয়ালি।

ফিরা'য়োনা মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নি,
হাসি রাশি গেছে ভাসি,
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী।
আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে সুধাসরসে।
প্রাণ মন পুরিয়া দাও নিবিড় হরষে।
হের শশী সুশোভন, সজনি, সুন্দর রজনী,
তৃষিত মধুপ সম, কাতর হৃদয় মম,
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী। ১৮২১ ॥

রবীন্দ্র।

সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি।
অভিমান অশ্রুজল,—নয়ন ছল ছল,
মুছাতে লাগে ভাল কত ॥ ১৮২২ ॥

রবীন্দ্র।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ মানে সে মানে কিনা মানে
সেই জানে মনে মনে।
আমিত আকুল প্রাণে, মনে বুঝাতে পারিনে॥
এই যে তাকে না কাছে,
তবু মন তার পিছে বাঁধা আছে,
প্রকাশ করিনে মানে।
মনে হলে তা'র গুণে,
পুড়ে মরি মনাগুনে,
সে ভাবে না কোন দিনে, আমি ভেবে মারা প্রাণে॥ ১৮২৩॥

ঝিঁঝিট—টিমা তেতালা

মান করে এ মান গেল, আর মান করিব না।
সে যদি না মানে মানে, সে মানে কি কামনা॥
মানী জনে হোলে মান, সদা সাধে মানে মান,
নহে মানে অপমান, হতমান হইত না॥ ১৮২৪॥

বেহাগ—একতালা।

কেন রে অমল বদন কমল,
নয়নের নীরে হেরি মগন।
শরতের শশী, সুনীল আকাশে,
মনের আবেশে সদা সুখে ভাসে,
সহসা নিবিড় জলদ পরশে,
আবারে ঢাকিল কেন রে বদন।
অভিমান ভরে নত দুটি আঁখি,
চঞ্চল অঞ্চলে আধ-অঙ্গ ঢাকি,
ধূলি ধূসরিত বসনে সুমুখি!
কেন বসি এক পাশে।

স্ফুর সৌদামিনী, হাসি মুখ খানি,
কেন বা নয়নে নাহি সে চাহনি,
বসি একাকিনী কিসের অভিমানী;
মানিনি সাধি ধরি চরণ॥ ১৮২৫॥

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সখি প্রাণ যাঁরে চায়, তাঁরে মানতো খাটে না।
অদর্শনে অভিমান—দর্শনে থাকে না।
আঁখি রাঙ্গাইয়ে রাগ করিলে ছলনা,
পোড়া আঁখি অনুরাগে, তাঁরে হেরিতে থামে না।
যত মনে করি কথা ক'বনা ক'বনা,
(সইরে) পোড়া মুখ হাসি না এসে থাকে না।
স্নিগ্ধ আলিঙ্গন তারে করিতে ভাবনা,
(সইরে) এ দাসীর দেহে আর পুলক ধরে না॥ ১৮২৬॥
কালীকুমার চক্রবর্ত্তী।

যাব না যাব না করি অভিমানে আছি বসি।
পূরবে মেঘের কোলে ফোটে ফোটে আধ শশী॥
মৃদুল বহিছে বায়, ডাকে বাঁশী আয় আয়,
ফোটে তারা গায় গায়, মান বুঝি যায় খসি॥ ১৮২৭॥

বেহাগ—আড়া।

ঐ যে তব শ্রীহরি, এক পার্শ্বে দাঁড়া'য়ে প্যারি।
দুর্জ্জয় ক্রোধানল, তব দেখিয়ে ব্যাকুল,
শ্যামে হও অনুকূল, ক্ষমা দে মান করে ধরি॥
চলিতে না চলে চরণ, চিত্রের পুত্তলি যেমন,
তেমতি গো বংশীবদন, দুনয়নে বহে বারি।
মুখাবৃত পীতাম্বর, জিনি বিম্ব ওষ্ঠাধর,
কম্পিত তাহে থর থর, অতিশয় মান হেরি॥ ১৮২৮।

মান ত্যজ লো মানিনি। যামিনী যে যায়।
নিরাশা নীরে ভাসালে, কি দোষে আমায়॥
অনুগত দোষী হলে, কে তারে ভাসায় জলে,
দণ্ড করি লহ কোলে, ধরি তব পায়॥ ১৮২৯॥

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

প্রিয়ে এত অভিমান।
নিরাসনে বসে কেন ঝুরিছে নয়ান॥
হেরে তব বিধুমুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
কি ক'ব মনের দুঃখ, যায় বুঝি প্রাণ।
মান ত্যজ কথা কহ, দু'আঁখি মেলিয়ে চাহ,
আর কেন দুঃখ দেহ, অস্থির এ প্রাণ॥ ১৮৩০॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালী।

বসনে আবৃত কেন ও চন্দ্র বদন।
কেন লো বিধুবদনি শুকায়েছে বিধুবদন॥
রাহু কি গ্রাসিল চাঁদে, চকোর পড়িয়া কাঁদে,
কমলিনী দুঃখ-হ্রদে, কেন হয়েছ মগন॥
ও রূপ মাধুরী হেরি, সুধাকরে ম্লান হেরি,
সমাগত বিভাবরী, তবে কেন ম্লান এখন।
নীলাম্বরে কেন প্রিয়ে, আবর চন্দ্র বদন॥ ১৮৩১॥

বারোঁয়া—ঠুংরি।

প্রিয়ে কেন কর মান।
কি দোষে হয়েছি দোষী বল শুনি প্রাণ॥
অমল মুখ কমল, কি তাপে মলিন বল,
নয়ন সলিলে কেন ভাসিছে বয়ান।
সুধাকর চন্দ্রাননে, হাসি নাই কি কারণে,
ব'সে আছ ধরাসনে দুঃখিনী সমান॥ ১৮৩২॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া।

কি লাগিয়ে মান প্রিয়ে হয়েছে বিধুবদন।
বিষাদ রাহুতে কিম্বা গ্রাসিয়াছে চন্দ্রানন॥
যে নয়ন সরোপরি, ভাসিছে যুগল শফরী,
কম্পিত অধর হেরি, বল বল কি কারণ॥
দারুণ বিষাদ মনে, হৃদাকাশ কি সঙ্গোপনে,
হৃদয় বিমানে প্রিয়ে করেছে কি আচ্ছাদন॥
পৃষ্ঠে ঘোর মেঘ হেরি, চাঁচর চিকুর মরি,
তাই কি নয়ন বারি, ঝরিতেছে ঘন ঘন॥ ১৮৩৩॥

দেখ এসেগো চন্দ্রাবলি, কুঞ্জ দ্বারে বনমালী।
অঙ্গে রাধার নামাবলী, ডাকুচে রাধা রাধা বলি॥
দেখ্‌বে যদি প্রেমনিধি এস সকলে।
ক্ষণেক বিলম্ব হলে, ছলে ছলে যাবে চলে॥ ১৮৩৪॥

মুলতান মিশ্র—তেতালা।

শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দাওনা।
আমি কি রূপসী ছার, আম'হতে আছে আর,
ছিছি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাওনা।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সকল নিশি,
এখন প্রভাতে এসেছ বুঝি দেখিতে বেদনা।
কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর,
তব চাঁদ মুখের রূপে তুলনা পায না।
সে চাঁদ চকোর হয়ে, আছে ভূমে লুটাইয়ে,
ছিছি তা দেখিয়ে লাজ পাওনা।
সীমন্তিনী সঁাথে সিঁদুর তব শিরে চিহ্ন দেখিতে পাওনা।
হে নাগর তোমায় বলি,
ঐ চিহ্নে লাগিবে ধুলি,
ছিছি শ্রীহাত তুলিয়ে

কীর্ত্তন সুর—ঝাঁপতাল।

গো রাধে, সম্প্রতি, তোমার শ্যাম প্রতি,
সংহাররূপিণী রূপ সম্বর।
পীতাম্বর পতিত চরণাম্বুজে।
শিরে উচ্চ শিখিপুচ্ছ,
মণি গুচ্ছ সহ চূড়ামণি রমণী-রঞ্জন।
এখন সে চূড়া ধরণীতলে, লুণ্ঠিত মহীমণ্ডলে,
কুণ্ডলে গো রাধে ধর করাম্বুজে।
রাধে স্থির কর চিত্ত, শ্যাম ভৃত্য সমান,
অনিত্য মান হেরে মৃত্যু সমান।
যার জন্যে এ অরণ্যে, হে শরণ্যে কুলকন্যে,
ত্যজিয়ে লাজভয়, এমন কান্ত প্রতি,
শান্তমতি, ক্ষান্ত হও ভ্রান্ত মতি,
সম্প্রতি গো রাধে ধর হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৮৩৬ ॥

খট ভৈরবী—একতালা।

হরি সেখানে কি যাবে রাধে।
যেখানে শ্রীমতী, মজেছে সম্প্রতি,
নাহি অব্যাহতি, যেতে প্রাণ কাঁদে।
ফিরে যাও তুমি এখন মানে মানে।
কাতর নাহি মানে, রাধার বিদ্যমানে,
কেন অপমানে হারাইবে মানে, ধ'রে দিছে পদে ॥
শুনহে ত্রিভঙ্গ, যে মানতরঙ্গ,
নয়ন জলে সদা ভাসিছে অপাঙ্গ,
হয়ে অন্তরঙ্গ, দিলে মানে ভঙ্গ,
জলদাঙ্গ এখন পড়িবে প্রমাদে ॥ ১৮৩৭ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

হেরিবনা কাল বরণ থাকিতে জীবন।
কালার জন্য ভেবে ভেবে নিশি করি জাগরণ ॥

হেরিবনা আর কালশশী, শুনিবনা আর কাল বাঁশী,
কালার জন্য দিবানিশি, ভেবে অঙ্গ বিবরণ।
কাণা নড়ী হারায় কবার, এ কথা কি সই ক'বার,
হয়ে গেছে যা হবার, আর কি ভোলে রাধার মন ॥ ১৮৩৮ ॥

না এলে আসিতে বল, এলে বিরস বয়ান।
এ কেমন ভালবাসা বুঝিতে না পারি প্রাণ ॥
হেরে তব চন্দ্রানন, জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
তাই আসি ব'লে কিরে কর এত অপমান ॥ ১৮৩৯ ॥

কালাংড়া—মধ্যমান।

চলিতে চলিতে, কেগো ললিতে,
কুঞ্জে করিছে গমন।
লম্পট শঠ সঙ্গে, প্রেম হয়েছে উদ্যাপন ॥
যদি প্রিয় প্রিয় ভাষে, ঘনায়ে এসে মম পাশে,
হাস্য আস্যে জিজ্ঞাসে, ভুলাতে চতুর মন।
অমনি মানিনী হব, সাধিলে না কথা কব,
বদন ফিরে নাহি চা'ব, যায় যাবে তায় জীবন ॥
আমি কুলকামিনী, বসে সারা যামিনী,
বারিহার ক'রে গাঁথনি, কণ্ঠে করেছি ধারণ ॥ ১৮৪০ ॥

কুঞ্জে যেতে বৃন্দে আমায় দিওনা দিওনা বাধা।
দেখিব সে কেমন আছে আমার মানিনী রাধা ॥
ব্রহ্মা আদি দেবতার, কভু আমি নহি কার,
কেবল মাত্র আছি আমি শ্রীরাধার প্রেমডোরে বাঁধা ॥ ১৮৪১ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

জুড়াইব বলি যারে হেরিতে হয় বাসনা।
হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যন্ত্রনা ॥

অদর্শনে ভাবি যাকে, মনে করি বক্‌ব তাকে,
দৃষ্টি হ'লে চখে চখে, তখন সে ভাব থাকেনা। ॥ ১৮৪২ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

একবার ফিরাও গো বদন।
কথা শোন, এত ভাল নয়, রাই হারালি
অযতনে সাধের বংশীবদন ॥
ছিন্ন তরু যেমন, নাগরি নাগর তেমন,
মান কর সম্বরণ, করে গলে পীতবসন,
মস্তকে চরণ ধরি, আছেন যোড়কর করি,
বলেন তুমি প্রাণেশ্বরী, ক্রোধানলে দহে জীবন ॥
কোথা চূড়া কোথা বাঁশী, ধুলায় পড়ে কালশশী,
দেখে নয়ন জলে ভাসি, তব কি হৃদয় পাষাণ ॥ ১৮৪৩ ॥

প্রভাতে রাধার কুঞ্জে উপনীত নটবর।
মৃদু মৃদু পদার্পণ, ম্লান অতি কলেবর ॥
কথা নাহি বিধুমুখে, কৃতাঞ্জলি অধোমুখে,
দাঁড়ায়ে প্যারীর সম্মুখে, মনচোরা বংশীধর ॥ ১৮৪৪ ॥

এই কি প্রেমের রীত।
নয়নে হেরিনি যারে অন্তরে সে বিরাজিত ॥
আমি যে করেছি মান, বাড়াইতে তার মান,
নতুবা আমার এ প্রাণ, তার অনুগত ॥ ১৮৪৫ ॥

ভৈরবী—

মনে মনে কত মান করি সই।
কব কায়, প্রাণ যায়, মরমে মরিয়া রই ॥
কি কব তার গুণের কথা, অন্তরে রয়েছে গাঁথা,
প্রকাশ করিনা কারে পাছে অপমান হই।

যদি করি অভিমান, তার উপজয়ে মান,
তার মান ভাঙ্গাইতে আপনি অপমান হই ॥ ১৮৪৬ ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ভাল বাসিনেকো যায়, সে কেন আমায়,
সদত আসিয়ে ভাল বাসা জানায় ॥
করেছি যে মনে, তার মুখ পানে,
ফিরে চা'ব না চা'ব না আর প্রাণ যদি যায় ॥
তার আসারি আশায়, হয়েছি নিরাশয়
মিছে হই জ্বালাতন পরেরি কথায় ॥ ১৮৪৭ ॥

সিন্ধু ভৈরবী।

এইত সখি বসিলাম বদন ঢাকিয়ে।
সাবধান কুঞ্জে যেন আসে না কালিয়ে ॥
বাঁশী কেড়ে নিও তার, আর যেন পুনর্ব্বার,
বাজাতে পারে না সখি মম নাম ধরিয়ে ॥ ১৮৪৮ ॥

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বদন সরোজ আবরি বসনে।
কি কারণ ম্রিয়মাণ আছ অধোবদনে ॥
সশৈবাল নলিনীর যেমন শোভা জীবনে,
তেমতি সুন্দরী আমি হেরিতেছি নয়নে ॥ ১৮৪৯ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়া।

অনুগত দোষী হ'লে তার দোষ নাহি লয়।
মহতেরি এই রীত আপন করিয়ে লয়।
দেখ মলয়া গিরি বেষ্টিত ভুজঙ্গ,
গরল সবল হয়, মহতেরি সঙ্গ,
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে ছেড়ে কি উদয় হয় ॥ ১৮৫০ ॥

খাম্বাজ—একতালা (অথবা চৌতাল।)

যাও হে আমার কুঞ্জ হ'তে মিছা আর জালাইও না।
স্মরিলে মরিব, মরিলে ভুলিব, পেয়েছি যে সব যাতনা॥
সয়েছি যত মরম বেদনা, অন্তরযামী তুমি কি জান না,
মিনতি করি, দুটি পায়ে ধরি, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না॥ ১৮৫১॥

পুরবী—আড়া।

প্যারী কথা কয়না অভিমানে।
চেয়ে রইলেন শ্যামের পানে॥
করেন মনে বিচক্ষণ, করিতে প্রেম মন্থন,
কালকূট উপার্জ্জন, হ'ল এই কপালগুণে॥ ১৮৫২॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

স্বভাব যার যেমন, বিকৃতি নহে কখন।
চন্দন কি ত্যজে গন্ধ করিলে শত ঘর্ষণ?
সুমধুর ইক্ষুদণ্ড, করিলে তায় খণ্ড খণ্ড,
সে কি কভু ত্যজে তার সুমধুর আস্বাদন?
সুবর্ণকান্তি কাঞ্চন, করিলে তাহে দাহন,
সেত নাহি পরিহরে চারুকান্তি সুদর্শন।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাতে, হিমাদ্রি কি তাতে তাতে?
জলধি কি বাত্যাঘাতে স্বকূল করে লঙ্ঘন?
তাই বলি সুবদনি! যদি তোর গুণমণি,
করে থাকে অপরাধ, স্বগুণে কর মার্জ্জন॥ ১৮৫৩॥

মঙ্গল—আড়া।

যায় যাবে প্রাণ তবু তারে না হেরিব।
জাহ্নবী জীবনে গিয়ে বরং জীবন জুড়াইব॥
সে জীবনে এ জীবনে, মিশাইব একস্থানে,
তবু ফিরে তার পানে কখন না নিরখিব॥ ১৮৫৪॥

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সুধামুখি সুধামুখে কথা কও আমার সনে।
কটু মিষ্ট যা বলিবে সকলি তুষিবে দীনে॥
দেখ সলিল শীতল, কিম্বা অত্যুষ্ণ প্রবল,
প্রদান মাত্রে অনল, নির্ব্বাণ করে স্বগুণে॥ ১৮৫৫॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

তাই কি মনে করে মান ভরে অভিমানে আছ।
জ্বালায়ে বিচ্ছেদানল দাহন হতেছ॥
যে দুঃখে পিরীতি হয়, সব যদি মনে রয়,
তবে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ॥ ১৮৫৬॥

কলহান্তরিতা।

তিরোতা—ধানশী।

হরি বড় গরবি গোপি মাঝে বসই।
সোই করবি যাহে শক্র না হসই॥
পহিলহি বৈঠবি হরি করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়॥
মৃগমদ করে মাখি দরশায়বি হেম।
কর উলটায়বি পুছইতে ক্ষেম॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদে জনু লাগ॥
সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানি।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ১৮৫৭॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

চরণ নখরমণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর।
কত রূপ মিনতি করল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভালে সমুঝাই॥ ১৮৫৮॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

আপন শির হাম, আপ হাতে কাটিনু,
কাহে করিনু হেন মান?
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি! করলু পয়ান?
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমুল ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়?
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িনু সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া?

কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া ? ১৮৫৯ ॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

ছি ছি মানের লাগি শ্যাম বন্ধুয়ারে,
হারাইয়াছিলাম।
শ্যামল স্থন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হ'লেম ॥
শ্রীমধু মঙ্গলে, আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারা যেন ধন, পুন হি মিলল,
সদয় হইল বিধি ॥
নিজ স্থখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক স্থখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে ছুখ ॥ ১৮৬০ ॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

তিল এক শয়নে, স্বপনে যো মঝু বিনে,
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে, গাঢ় আলিঙ্গনে,
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর ॥
সজনি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি, নিধি দেই লেয়ল,
সো মুখ করি বিছুরাই ॥
তুহুঁ কাহে বিরস, বচনে মোহে মারসি,
ডারসি শোককি কূপে।
মূরছিত জনকে, ঘাত নহে সমুচিত,
জগজনে কহব কিরূপে ॥

ভাঙ্গল মান, আনজনগঞ্জনে,
পিরীতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ, আপনে সুখ পায়ব,
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥
সো মুখ চাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী বিষ হ্রদ নীরে।
পামরি গোবিন্দদাস মরি যাযব,
সাঁজি আনত তছু তীরে॥ ১৮৬১॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

যাকর চরণ নখর রুচি হেরইতে,
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়ল,
পালটি না হেরিনু হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল নন্দন, চাঁদ উপেখনু,
দারুণ মান কি লাগি॥
কাতর দিঠে, মিঠ বচনামৃতে,
কতরূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ, সীম নাহি আয়নু,
অব হিয়া তুষ দহ দাহ॥
সো হেন রসিক পিয়া, কাঁহা রহুঁ কাঁহা করু,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস কহে, শুন বর নাগরী,
সো পহুঁ তোঁহার অদূর॥ ১৮৬২॥

গোবিন্দদাস।

কামোদ।

সুন্দরী কত সমুঝায়ব তোয।
পায়লি রতন, যতন বিনু তেজলি,
অব পুন সাধসি মোয় ॥
কত কত গোপ, সুনাগরী পরিহরি,
তব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুঁহু মান, ধরম ধন পাওলি,
না হেরিলি কমল বয়ান ॥
বিনি অপরাধে, উপেখলি মাধব,
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন, কলাবতী-মন্দিরে,
অবহুঁ নাগররাজ ॥
যাহে বিনু পল এক, রহই না পারই,
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দদাস কহ, অব ধনি সমুঝলি,
পুন হেন না করবি আর ॥ ১৮৬৩ ॥

গোবিন্দদাস।

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে, বরখি রসবাদর,
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি, আকুল সো হরি,
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত ॥
মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে, তোহে কত সাধল,
পালটি না হেরলি কান ॥
তছু গুণে গুণিগণ, ঝুরয়ে রাতি দিন,
তুয়া গুণে উনমত সোই।

বিনি অপবাধে, তাহে উপেখলি,
জনম গোঙাযবি বোই॥
কাতব বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
বোখি চলিল ববনাহ।
অব কাতব মুখে, মঝু মুখ হেরসি,
পাই মনোভব দাহ॥
বিহি তোহে বাম, মান ধনে বঞ্চল,
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দদাস কহে, চিতে মানই,
ইহ বড় দারুণ শেল॥ ১৮৬৪॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

চরণে লাগি হবি হার পিন্ধাওল,
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নহি পহিরলুঁ, দূবহি ডারলুঁ,
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি কাহে মঝু, ভুরমতি ভেল।
দগধ মানে মঝু, বিদগধ মাধব,
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥
গিবিধব নাহ, বাহু ধরি সাধল,
হাম নহি পালটি নেহারি।
হাত কি লছমি, চবণপরে ডাবলুঁ,
অব করব পরকারি॥
সো বহুবল্লভ, সহজহি দুর্লভ,
দবশন লাগি মন ঝুব।
গোবিন্দদাস যব, মনমে মিলাযব,
তবহি মনোরথ পুর॥ ১৮৬৫॥

গোবিন্দদাস।

ধানশী।

সো মুখচন্দ, নয়নে নাহি হেরলুঁ,
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সো মধুর বোল, শ্রবণে নহি শুনলুঁ,
মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লুঁ মান।
প্রেম ভঙ্গ ভয়ে, অব জিউ কাতর,
তুহুঁ পরবোধবি কান॥
সো কর কিশলয়, পরশ উপেখলুঁ,
অব কিশলয়ে তনু ভোর।
নব নব স্নেহ, সুধারসে নিরমল,
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর বিরচিত, হার উপেখলুঁ,
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ, সো অতি দুরগহ,
যো ঐছন মতি দেল॥ ১৮৬৬॥

গোবিন্দদাস।

গান্ধার।

রোখে দোখনু পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥
রজনী প্রভাতে পুরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ॥
শীতল তুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুঞি উপেখনু তায়॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পিঠ॥

পালটি হেরিহেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল ॥১৮৬৭ ॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

একে তুহুঁ নাগরী, সব গুণে আগোরি,
বৈঠসি চতুর সমাজ।
আপনক বাত, আপ নাহি সমুঝসি,
হঠে নট কৈলি সব কাজ ॥
মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি, বাত তুহুঁ পুছিয়ে,
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ ॥
অপরাধ জানি, গারি দশ দেয়বি,
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে, যো উপদেশল,
তাকর মুখে দেই আগি ॥
যো তুয়া চরণ, পরশি মহী লুটল,
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক, চরিত কহি ঝুরসি,
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥ ১৮৬৮ ॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

আকুল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু,
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সহ,
অহনিশি জলত পরাণ ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখই,
সো তাপিনী জগ মাহ ॥

যো হাম মান,   বহুত করি মানলু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ,   শরে ভেল জর জর,
তাকর দরশন দেখি॥
ধৈরয লাজ,   মন সঞে ভাগল,
জীবন রহত সন্দেহা,
গোবিন্দদাস,   কহই সতী ভামিনী,
ঐছন কানুক লেহ॥ ১৮৬৯॥

গোবিন্দদাস।

মহড়া।

শ্যাম কাল মানকোরে গেছে, কেমন আছে,
দূতি দেখে আয়।
কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হরে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দায়॥
ছলে আমার মন ছলেছে, আগে বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে।
চোখে দেখে গো, কয় কিনা কয় কথা ডেকে॥
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
অমনি সেধোগো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায়॥

চিতেন।

সাধ কোরে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান।
শ্যামের তায় হ'লো অপমান॥
শ্যামকে সাধ্‌লেম না, ফিরে চাইলেম্ না,
কথা কইলেম্ না, রেখে মান॥
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নব রাগে,
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্ব রাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ,
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়॥

অন্তরা।

যার মানের মানে, আমায় মানে,
সে না মানে, তবে কি কর্ব্বে এমানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে ॥

চিতেন।

যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান।
রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান ॥
এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে, জ্বলে জ্বলে গো।
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে ॥
আমার সেই কাল জলধর, হলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥ ১৮৭০ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

কর্ত্তে রাধার মানো রক্ষে, উভয় পক্ষে,
যেন মান রয়।
কোরে এপক্ষে পক্ষপাত্, যে পক্ষে যাক্ রাধানাথ,
জানি প্রেম্ পক্ষে শ্যাম্ আমার বিপক্ষ নয় ॥

* * *

শ্যামের আদর মাখা অঙ্গ। সে ত্রিভঙ্গ গো
আদর বাড়ায় মান্ তরঙ্গে ঢেলে অঙ্গ ॥
আমরা যখন যে মান করি,
আছে তায় পায় ধরাধরি,
সখি আজ্ কিছু রাধার আদর নূতন নয় ॥

চিতেন।

সাধে কি সাধ্‌তে বলি মাধবে,
সরল স্বভাবে কাঁদে প্রাণ।
এমন্ হয় গো হয়, আমা বোলে নয়,
প্রেমে সবাই সয়, অপমান্ ॥
সখি আমার মান্ গেলো গেলো।
জানা গেলো গো।
বংশীধারীর মান্ থাকে তাহলেই ভালো ॥ ১৮৭১ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

দূতি গো বল্ গো বল আমায় বল্ গো বল্,
কালাচাঁদ কোন্ পথে গেল।
মানে কইনা কথা, প্রাণে পাইগো ব্যথা,
সই, শ্যাম কোথা।
দাসীর মান দেখে কার কুঞ্জে শ্যাম লুকালো।

চিতেন।

কৃষ্ণপ্রেমে আহ্লাদিনী, রাধা বিনোদিনী,
প্রভাতে কুমুদিনীর প্রায়।
মান উন্মাদে শ্যামকে বিদায় দিয়ে,
আবার রাই এলোকেশে ধায়।
কুঞ্জের বাহির হ'য়ে, পথ নিরখিয়ে,
কেঁদে অধীরা—আ—আ।
নয়নতারা, হ'য়ে কৃষ্ণহারা, বহে ছল ছল
চক্ষে শত ধারা।
সুধায় সখীগণ সমাজে, দেখেছ কেউ সেই রসরাজে,
আমার নিকুঞ্জের দ্বারে কৃষ্ণ এই ছিল ॥ ১৮৭২ ॥

নীলমণি পাটনী

মহড়া।

ধিক্ তোর মানে মানময়ী রাই,
একি লাজ আমরি মরি।
ক'রে মান, হ'লে অপমান,
এখন কোন্ লাজে আস্তে বল সে হরি।

চিতেন।

যার মানে মানে রাই, সাজেনা তায় অভিমান।
কমলিনী এমন মানিনী হতে কে দিল বিধান।
যারে তিলেক না হেরে, হও অধৈর্য্য অন্তরে,
ছিছি শ্রীমতি তার প্রতি এমান করলে কি ক'রে।
করলে যার উপর অভিমান, শেযে তার লাগি ব্যাকুলিত হ'ল প্রাণ,
এমন মান ক'রে কি লাভ হ'ল কিশোরি। ১৮৭৩ ॥

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

দরবারি কানাড়া—জলদ্ তেতালা।

কেন এমন মান করে তারে মন না করি বিচার।
যাহার বদন, বিরস কখন, দেখি যদি প্রাণ, হয়লো বিদার ॥
প্রাণের অধিক যারে, সতত যতন করে,
তারে করি মান, যত দুঃখ প্রাণ, তুমিওতো জান,
বুঝাব কি আর ॥ ১৮৭৪ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

যায় যায় চায় ফিরে সজল নয়নে ওই।
ফিরাওগো ফিরাওগো উহায় অমিয় বচনে ও সই ॥
দেখে তার অভিমান, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ প্রতি পদার্পণে ওই ॥ ১৮৭৫ ॥

নিধু বাবু।

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—তেতালা।

ঐ যায় সই ডাকনা উহারে মোর প্রাণ যায়।
মানেতে কহেছি কত, ফিরে নাহি চায় ॥
কেনবা করিলাম মান, এখন যে যায় প্রাণ,
রতন যতন বিনা থাকে কি কোথায় ॥ ১৮৭৬ ॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

মান তাপে তাপিত প্রাণ ছিলাম হে নাথ।
সমাদর কে করিবে কুসঙ্গে মোহিত ॥
মান ভরে কে কাহারে আদর করিত।
ইথে মন ভার এত করা কি উচিত ॥ ১৮৭৭ ॥

নিধু বাবু।

মুলতান—আড়াঠেকা।

ভুলে যদি করি ক্রোধ, করিতে হয় অনুরোধ,
হইয়ে কাতর আর হয়হে সাধিতে।
খেদ উপজিলে মনে, হেরিবনা হে নয়নে,
দেখিলে নয়ন ভাসয়ে সুখেতে ॥ ১৮৭৮ ॥

নিধু বাবু।

শ্যাম—জলদ্ তেতালা।

মানে কারো সমাদর থাকে কি কখন।
ইথে মনোভার, বলোনা তোমার, হইল কেন ॥
জ্বলিলে মান আগুন, কেমন করয়ে প্রাণ,
বোধ নাহি থাকে তখন।
তুমি যত সাধ, উপজয়ে ক্রোধ, ব কে বচন ॥ ১৮৭৯ ॥

নিধু বাবু।

পরজ—জলদ্‌তেতালা।

কখনরে প্রাণ ভাবোনা আমি তোমার।
হৃদয় সরোজাসনে করিয়ে যতন,
তোমারে রেখেছি প্রাণ, দেখি নিরন্তর॥
দেখিতে দেখিতে দেখ অনিমিখ হয় আঁখি সুখহে অপার।
পিরীতে মান মিশ্রিত, জানহ তাহাত,
সে মান উদয় হ'লে উভয়ে কাতর॥ ১৮৮০॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—আড়াতেতালা।

অন্তর বাহিরে হ'লে অমিলন, প্রথম মিলনে, প্রাণ।
প্রেম আলাপন, এখন প্রাণ, করিব কেমনে, প্রাণ॥
বিলম্ব না সহে আর আমার অন্তরে,
কহিতে বিনয় বচন, পিরীতের সমাদরে,
বাহিরে উদয় প্রলয়, হয় সলাজ নয়নে॥ ১৮৮১॥

রাধামোহন সেন।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আর কি তারে আর পারিবে ত্যজিতে।
তিল আধ পরমাদ না পাইলে দেখিতে॥
কতই বলেছি মানে, সে কথা কি মনে মানে,
বুঝাতে পারে কি আনে, তারে না হেরিতে॥ ১৮৮২॥

কালী মির্জা।

জঙ্গলা—একতালা।

যারে না হেরিলে ঝোরে প্রাণ,
কেন তারে দেখিলে উপজয়ে মান।
শুন প্রাণ সখি তোরে কই,
ইহারি প্রমাণ হরি যখন,

মণিহারা ফণী, হয়ে থাকি ম্রিয়মাণ।
আমার অধিক, সে নহে ততোধিক, ধিক্ হেন প্রাণ॥ ১৮৮৩॥
কালী মির্জা।

জঙ্গলা—একতালা।

আমি বলেছি তখনি ওগো সজনি,
না করো মান মাধবে,
এখন ভাবিয়ে প্রাণ যাবে,
কে আছে ব্যথিত, আমারে ব্যতীত,
কে তোমাবে এ সুধাবে।
কহেছিলাম আগে, রাখিও সোহাগে,
গোকুলবাসী যাদবে,
এ তোমারে খেদ, বিষম বিচ্ছেদ, হৃদয় পর হবে।
করিয়ে বিবাদ, ঘটিল প্রমাদ,
এবাদে বাদ সাধিবে,
বাঁচি দিমে দিন, তনু হবে ক্ষীণ, প্রাণে বাঁচা ভার হবে।
অবশ হবে অঙ্গ, সে রূপ ত্রিভঙ্গ,
মনে উদয় হবে,
ভাবিয়ে ব্যাকুল, হইবে আকুল,
কুলে থাকা ভার হবে।
নব ঘনশ্যাম, প্রেম সুখধাম,
কেমনে তারে ভুলিবে,
যদি দোষী ভাব, তাহার অভাব, গুণ ঝুরিয়ে মরিবে।
এই মত মম, সাধ প্রিয়তম, ভ্রম ক'রে কি হবে,
সেই পীতবাসে, আসে তব বাসে, মনে কালী না রবে॥১৮৮৪॥
কালী মির্জা।

বাগেশ্রী—আড়া।

উভয়েরি আকিঞ্চন মিলনে।
লজ্জা তাহে প্রতিবাদী, সাধিব কেমনে॥

দুজনে পড়ে প্রমাদে, কেহ নাহি আগে সাধে,
না হ'লে হৃদি বিদরে, পরস্পরে মননে ॥ ১৮৮৫ ॥
কালিদাস গাঙ্গুলি ।

বাহার বাগেশ্রী—জলদ্ তেতালা ।

যাও বৃন্দে মাধবে আনিতে ।
কৃষ্ণ বিনে শূন্য হয়ে না পারি সহিতে ॥
ছিলাম যে মান করে, সাধিয়ে গিয়েছে ফিরে,
মান গিয়ে অবশেষে হলো যে ঝুরিতে ।
দীননাথে বল গিয়ে, সাধিব ধরিয়ে পায়ে,
বিলম্ব হইলে পরে পাবেনা দেখিতে ॥ ১৮৮৬ ॥
কালিদাস গাঙ্গুলি ।

সোহিনী—ঢিমা তেতালা ।

শ্যামকে সাধ সাধে, বিষাদে কেন বসিয়ে গো রাধে ।
তারে মানাইতে মানে, সামান্য মানে কি বাধে ॥
যার লাগি তব মান, সাধিতে তাহারে নাহি অপমান,
বিরাগী, কৃষ্ণ প্রেম সুধা লাগি, মগনা বিচ্ছেদ হ্রদে ॥ ১৮৮৭ ॥
আশুতোষ দেব ।

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা ।

পুন মিলন যদি হয় তার সনে ।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ করি রাখিব যতনে ॥
কথান্তর করি জ্ঞান, মম দোষ তার গুণ,
বিরস দেখিলে তার ধরিব চরণে ॥ ১৮৮৮ ॥
আশুতোষ দেব ।

বেহাগ—মাজ পোস্ত ।

সখি সতত দেখিতে তারে চাহে নয়নে ।
হৃদয়ে জাগিছে রূপ ভুলি কেমনে ॥
যে করে আমার মন পরে কি জানে ।
পলকে প্রলয় গণি কি করে মানে, হেরেছি কিকুক্ষণে ॥১৮৮৯॥
আশুতোষ দেব ।

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কেন সাধিলে না তারে।
সে যে সখি মন দুঃখে, গেল মন ভারে ॥
মান বশে অনুচিত, হইলেম রোষান্বিত,
এখন তার সহিত, মিলাতে কে পারে ॥ ১৮৯০ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধরে সাধ তারে।
যে আমারে ত্যজে যায় মনো ভারে ॥
কেবল সে নাহি যায়, প্রাণামার সঙ্গে যায়,
ফিরাইয়ে সখি তায়, বাঁচাও আমারে ॥ ১৮৯১ ॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সে কেনরে করে অপ্রনয়, ও তার উচিত নয়।
আমি জানি তার মনে, কখন বিচ্ছেদ নয় ॥
কবে কি বলেছি মানে, আজো কি তার আছে মনে,
তাই ভাবি কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয় ॥
যাচিয়ে যৌবন দিলাম, বিনা মূলে বিকাইলাম,
মন প্রাণ সব সঁপিলাম, তাহার প্রেমের দায় ॥
সখিগো স্বপক্ষ হ'য়ে, বলো তারে বুঝাইয়ে,
পিরীতি করিতে গেলে, সুখ দুঃখ সইতে হয় ॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'ত, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয়মাঝে উদয় হয় ॥ ১৮৯২ ॥

শ্রীধর কথক।

মানা করিয়াছি কতি, না মেনে মো সবা প্রতি,
না জেনে প্রেমের গতি কেন মান সাধিলি।

অনর্থ গাইলি দোষ, সে জনে করিলি রোষ,
পায়ে ধরে সেধেছিল তবু নাহি চাহিলি॥
এবে হত মান ভেলো, সে জন চলিয়া গেলো,
এখন কেন লো বড় কান্দিতে যে লাগিলি।
কি হবে ভাবিলে তার, কি হবে কান্দিলে আর,
জ্বলন্ত অঙ্গার জেনে কেন হাতে ধরিলি॥ ১৮৯৩॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

জয় জয়ন্তী—একতালা।

এখন কেন প্যারী, কাঁদ করে ধরি,
মানে হয়ে ভারি, বসেছিলে।
যখন করযোড়ে হরি, বল্লে বিনয় করি,
ক্ষমা কর প্যারী, না চাহিলে॥
পীতবাস গলে, দিয়ে পদতলে,
রাধ বলে ভাসে, নয়ন জলে॥
ক'রে গুরুমান, কল্লি অপমান,
না তুল্লি বয়ান, নাগর বলে॥
শেষে কল্লি পণ, কালিয়ে বরণ,
দেখ্‌বনা কখন, এ প্রাণ গেলে॥
ছিল শ্যামা সখি, তারে বিধুমুখি,
কুঞ্জে নাহি রাখি, বিদায় দিলে॥
মাথার কুন্তলে, কুঞ্জের তমালে,
চন্দন তাহে দিলে, কাল ব'লে॥
যদি জান মনে মনে, শ্রীনন্দের নন্দনে,
না দেখে নয়নে, মনাকুলে॥
কেন গো কিশোরী, কুঞ্জের বাহির করি,
দিলে বংশীধারী, যদু বলে॥ ১৮৯৪॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

সুরট মল্লার—আড়া।

কি হ'লো কি হ'লো সখি কি হ'লো আমায়।
ছার মানে শ্যামধনে দিয়েছি বিদায়॥
কি ছার মানের তরে, নাগর হয়ে পায়ে ধরে,
আমি না চেয়েছি ফিরে, ফিরে গেছে তায়॥
না দেখিয়া শ্যামধন, অস্থির হয়েছে মন,
স্থির নহে একক্ষণ, কি করি উপায়॥
কেবা যায় ত্বরা ক'রে, আনিতে শ্যাম নাগরে,
যদু.র পাঠালে পরে, আনিয়ে মিলায়॥ ১৮৯৫॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

মুলতানী—আড়াঠেকা।

মিছে মানে মজে—
ও তার্ মিছে দোষে, মিছে রোষে, নাবুঝে মানিনী সেজে!
তারে করিয়ে বিমুখ, পেতেছি যে দুখ, অসহ্য যাতনা সে যে!
সই! বিবিমতে সাধি মোরে, তথাপি বিরূপ হেরে,
আহা! গেল ঘরে ফিরি, কি মালিন্য মরি, হেরিলাম মুখসরোজে!
হায়্! হৃদয়্ কত নিবেধিল, হৃদয় নিতে কহিল;
মন্ দুরাশায়্ মাতিল, লুটাতে চাহিল, পদরজে হৃদযরাজে॥ ১৮৯৬॥

মনোমোহন বসু।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

হেরি চম্পক কলি, পড়ে ঢলি ঢলি,
আমা বিনে সে কি জানে।
চাঁদ নিরখি, ভাসে দুটী আঁখি,
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে॥
মনোমোহনে, আনহ যতনে,
কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে।
না হেরে আমায়, লুটায় ধরায়,
তার প্রাণ জানি প্রাণে প্রাণে॥

(ওলো) এমন্তি সজনি, আমি পাগলিনী,
প্রবোধ নাহি মানে।
মরম ব্যথায়, সে আছে কোথায়,
কাজ কি ছার মানে ॥ ১৮৯৭ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সুরট মিশ্র—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই
ছি ছি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এলো কোথা গেল এনে দেলো হরি,
আমার কালাচাঁদ প্রাণের প্রাণের সাধ,,
সই কি জাননা, কৃষ্ণ আননা,
বলো বলো তারে, রাধা প্রাণে মরে,
কালা বিনে রইতে পারি কই ॥ ১৮৯৮ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মান ক'রে ছিলাম তারো পরে,
কেবলি মানেরি তরে।
আদরে সাধিবে ভেবে, ছল ক'রে রহিলাম দূরে।
পিরীতেরি যত রীত, সে সকলি বিদিত প্রকাশিত,
জানি ব্যবহারে তারে।
তবু আমার কপাল দোষে,
গোপনে চাহেনা এসে, এখন আমি সাধি কিসে,
তাই ভেবে মরি হুতাশে ॥ ১৮৯৯ ॥

সিন্ধু—মধ্যমান।

এবার মিলন হ'লে তারি সনে।
সই কখন বিচ্ছেদ আর করিবনা জেনে ॥

অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি,
মন-সূত দিয়ে বাঁধি, অতি যতনে।
মনে মন মিলাইয়া, রাখিব তায় ভুলাইয়া,
অন্য স্থানে যেতে তারে নাহি দিব প্রাণপণে॥ ১৯০০॥

আমারে ধিক্ আমার প্রাণে ধিক্।
এ হৃদয় শূন্য ক'রে ছেড়ে গেছে প্রাণাধিক॥
কি করিবে তুচ্ছ মানে, হারিয়েছি সেই প্রাণ ধনে,
প্রাণান্ত হয় কান্ত বিনে, আমার বিচ্ছেদ জ্বালা মর্ম্মান্তিক॥ ১৯০১॥

রূপ হেরিতে সদা মন চায়।
অভিমান তার উপরি, আমি কি করিতে পারি,
তিলার্দ্ধ রহিতে নারি, প্রাণধনে আন ত্বরায়॥
মম স্বপক্ষ হোয়ে, বল তারে বুঝাইয়ে,
তাহায় আমায় প্রভেদ নাই।
আপন উপরে মান কে ক'রে থাকে কোথায়॥ ১৯০২॥

হাম্বির—মধ্যমান।

শ্যামে ফিরাও গো দূতি।
সজল পূর্ণিতনেত্র শ্রীমুখ মলিন অতি।
চলিতে না চরণ চলে, যাই যাই মুখে বলে,
হানিয়ে সোহাগের শূলে, বাম হন মম প্রতি।
মানের উপরে মান, ক'রে এবার নাথ যান্,
সাধিতে যেমন যান্, লজ্জা রোধ করে গতি॥
দূরে গেল মম মান, কাতর হতেছে প্রাণ,
আন্ আন্ সেধে আন্, করি সখি তোমায় স্তুতি॥ ১৯০৩॥

বাহার—আড়াঠেকা।

দারুণ মানেরি ভরে, করেছি তার অপমান।
যাও যাও সখিগণ, আন তারে ডেকে আন ॥
মানেতে হইয়ে মত্ত, কুবাক্য বলেছি কত,
ঐ যায় প্রাণনাথ, মানের উপর করে মান।
এখন সাধিলে তারে বাড়িবে দ্বিগুণ মান ॥ ১৯০৪ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি।

সে আমার কেমন আছে। (বল)
দিবা নিশি যার লাগি প্রাণ কাঁদিছে ॥
কত কি বলেছিল, সে সব কথা কোথা গেল,
দোষ লুকাইল, তারে মনে জাগিছে ॥ ১৯০৫ ॥

মুগ্ধা।

বোকা মেয়ে! হাবা হ'য়ে র'বি চিরদিন?
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া কর সুকঠিন;
সরলতা দূর কর ধরলো ছলনা;
হাতে ধরে পায়ে পড়ে কিছুতে ভুলনা;
শুখালো বদন খানি সখীর কথায়,
সভয়ে সরলা বালা বলিল তাহায়;—
চুপে চুপে বল সখি! যে কথা বলিবে,
হৃদে আছে প্রাণনাথ এখনি শুনিবে ॥ ১৯০৬ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

পিলু—খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি।

হাসি খেলিয়ে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী। ১৯০৭॥
রবীন্দ্র।

উৎকণ্ঠিতা।

পঠমঞ্জরী—আড়া তেতালা।

আজু কেন গো বাধে চঞ্চল মন।
হরিযেতে অন্যদিন কহিতে বচন॥
ঊর্দ্ধকণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে, আছ পথ নিরীক্ষণে,
প্রহরী করিয়া যেন রেখেছ নয়ন।
নাসিকা বদনে অতি, সদাগতি সদাগতি,
বিনা শ্রমে শ্রমনীর কর উপার্জ্জন॥ ১৯০৮॥
রাধামোহন সেন।

বিপ্রলব্ধা।
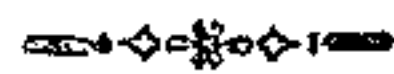
ধানশী।

ছকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখিরে কহিছে ধনী।

বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে॥
কুঙ্কুম কস্তূরী, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বূল বিবস, ফুল হার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা॥
আর না রাখিব, এছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে॥ ১৯০৯॥

চণ্ডীদাস।

ইমন।

কানুর লাগিয়া, জাগি পোহাইনু,
এ ঘোর আঁধার রাতি।
এত দিনে সই, নিশ্চয় জানিনু,
নিঠুর পুরুষ জাতি॥

মেঘ ডুব্ ডুব্, দাদুরির বোল,
ঝিঝা ঝিঝি নিকি বোলে।
ঘোর আঁধিয়াবে, বিজুরিব ছটা,
হিযাব পুতলি দোলে॥
যতনে সাজাইনু, ফুলের শেজ,
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছট্ ফটি, সহনে না যায,
দারুণ বিরহ জ্বরে॥
মনেব আগুনি, মনে নিভাইতে,
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুব এমন, নিঠুর চবিত,
এ দাস অনন্ত ভণে॥ ১৯১০॥

অনন্ত দাস।

মহড়া।

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে সজনি।
লম্পট স্বভাবো তায জানি॥
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয।
সে গোবিন্দ যে আমার বাধ্য নয়।
বুঝি কাব সহবাসে পোহায় রজনী॥

চিতেন।

ছিলো যে সঙ্কেতো হবি আসিবে নিশ্চয।
বিলম্ব দেখে তাব হতেছে সংশয॥
বহু শ্রমে কুসুমেবি হাব।
গাঁথিলাম সখি গলে দিব কার॥
যদ্যপি বিস্মৃতো হযে থাকে গুণমণি॥

অন্তরা।

কৃষ্ণ প্রাণা আমি, আমার অনন্যগতি।
বোলে কি জানাব তোমায় তুমি কি জাননা দূতি।

পরচিতেন।

ক্রমেতে হতেছে যত নিশি অবশেষ।
শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ॥
আশাবো আশয়ে কতক্ষণ।
রয়েছি করিয়ে পথ নিরীক্ষণ।
মাধবো না এসে যদি এসে দিনমণি॥ ১৯১১॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

ও সখিরে, কই বিপিন বিহারী বিনোদ আমার এলোনা।
মনেতে করিতে সে বিধুবয়ানো, সখি,
এযে পাপ প্রাণে, ধৈর্য না মানে,
প্রবোধি কেমনে তা বলনা॥

চিতেন।

সই, হেরি ধারা পথো, থাকয়ে যেমন্ত,
তৃষিতো চাতক জনা।
আমি সেই মত হয়ে, আছি পথ চেয়ে,
মানসে করি সে রূপ ভাবনা॥

অন্তরা।

হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী,
কেন চক্রপাণি এখনো।
না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে,
রহিল না জানি কারণো॥

পরচিতেন।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
হোতছে, স্থির মানে না।

যেন, এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি, পাই যাতনা ॥

অন্তরা।

সই, রবি কিরণেরো প্রায় হিমকরো,
এ তনু আমার দহিছে।
শিখি পিকরবো, অঙ্গে যেরো সবো,
বজ্রাঘাত সম বাজিছে ॥

পরচিতেন।

সই, করিয়ে সঙ্কেতো, হরি কেন এতো,
করিলেক প্রবঞ্চনা।
আমি বরঞ্চ গরলো, ভখি সেও ভালো,
কি ফলো বিফল কাল যাপনা ॥

অন্তরা।

সই, দেখ নিজ করে, প্রাণপণো কোরে,
গাঁথিলাম এ কুসুম হার।
একি নিরানন্দ, বিনা সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার ॥

পরচিতেন।

সই, দেখে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি, শ্যাম্ অন্বেষণে, পাঠালাম্ মনে,
তারো সঙ্গে কেন, প্রাণো গেলনা ॥ ১৯১২ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

সাধ করে কি সই চাঁদ পানে চেয়ে কাঁদি।
কুঞ্জে এলনা কালাচাঁদ, পূরল না মন সাধ,
গগন চাঁদ হ'ল তায় বিবাদী।
সজনি, না জানি, হলেম শ্যামের পায়ে কি অপরাধী।

চাঁদে চাঁদে আছে ঐক্য করে, ক'রে এ পক্ষে পক্ষপাত,
সে পক্ষে রাধানাথ, রাধার পক্ষে কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ ॥
পূর্ণ চন্দ্রোদয় হলে গ্রহণ হয়।
আমার শ্যাম চাঁদের গ্রহণ সর্ব্বসম্বাদী ॥

চিতেন।

একা বই সখার দেখা কোথা পাই।
কিসে প্রাণ জুড়াই গো বৃন্দে।
নিশিতে শশী আসিতে, কে হ'রে নিল গোবিন্দে।
সারা নিশি তারা গণি।
থাক্‌বে যতক্ষণ গগন চাঁদ, ততক্ষণ কালাচাঁদ,
আস্‌বে সই এই মনে জানি।
সে আশাতে সই, বুঝি নৈরাশ হই,
কোথায় লুকাল বল সে কৃষ্ণ নিধি।

অন্তরা।

কুঞ্জে কালাচাঁদের উদয় হলে, রাধা বদন চাঁদের শোভা হ'ত
চাঁদ লুকাবে চাঁদ অভাবে,
সে চাঁদ ভেবে এ চাঁদ হ'বে অস্তগত।

পরচিতেন।

নিশিতে শশী যদি না আসে,
হবে দিবসে দ্বিগুণ তাপ।
সে জ্বালা জুড়াবে না সই শ্যামসাগরে দিলে ঝাঁপ।
পথে কি আজ প্রমাদ হল।
বুঝি কুমুদে আমোদে, ফেল্‌লে কালাচাঁদে,
চকোরী রাই প্রাণে ম'লো।
কৃষ্ণ সুধাকর, জুড়াতে অন্তর,
বিধি সে সাধে করেছেন আজ বিবাদী।

অন্তরা।

আমার সাধনের ধন কৃষ্ণ নিধি,
পেলেম কাত্যায়নী ব্রতের ফলে।
তার বিহনে, মরবো প্রাণে,
নীলরতনে স'পে দিলাম পরের করে।

পরচিতেন।

না জানি, সজনি, কি ঘটিবে,
কোথায় রয়েছেন কালাচাঁদ।
দুঃখিনী রাধার কপালে হ'ল, কি হরিষে বিষাদ।
যাহার কারণ জেগে মরি, হয়ে সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
আমাকে অদেখা, রইল কোথায় সহচরি।
হয়ে আমার বশ, একি অপযশ,
কৃষ্ণ কলঙ্ক রইল জীবনাবধি॥ ১৯১৩॥

রাগবসন্ত।

মহড়া।

কই গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্দ্র কই।
বল্লে এই আসি, আসি, গেল অর্দ্ধ নিশি,
শশী স্বস্থানে যাবে খানিক বই।
হল মন উচাটন, প্রাণে ধৈর্য্য মানে না প্রাণ সই।
ক্ষণেক উঠি, ক্ষণেক বসি,
পড়ে পাতের উপর পাত, এই এল রাধানাথ,
ব'লে কুঞ্জের দ্বারে আসি।
এসে দেখ্তে পাই, কুঞ্জে কৃষ্ণ নাই,
শেষে এমনি হই, আমি যেন আমি নই।

চিতেন।

তুমি ত দিলে সুসংবাদ, কুঞ্জে আস্বেন আজ কালাচাঁদ,
সে সাধে কুঞ্জে এসে সই হল কি হরিষে বিষাদ।

একি আমার কবার কথা,
ক'রে সুখের বাসর সজ্জা, ছি ছি ছি কি লজ্জা,
মদন মোহন রইল কোথা।
কৃষ্ণ কার কুঞ্জে, রজনী ভুঞ্জে,
আমি আশাতে আশা পথ চেয়ে রই ॥

অন্তরা।

আমি সাধ ক'রে সাজাইলাম শয্যে,
আমার একলা শুতে প্রাণে বাজে।
কমল দলে অঙ্গ ঢেলে, মরি জ্ব'লে,
না দেখে সেই ব্রজরাজে ॥

পরচিতেন।

রাধারে আশা দিয়ে রাধানাথ
গেলেন কার কুঞ্জে বঞ্চিতে।
পুরালে কোন্ রমণীর সাধ
আমারে করে বঞ্চিতে।
কৃষ্ণ কেমন মিথ্যাবাদী,
দিয়ে অবলার মাথায় হাত, ব'লে যায় রাধানাথ,
শেষে কি বাদ সাধাসাধি ॥
বৃথা করলেম বেশ, বৃথা বাঁধ্‌লেম কেশ,
যারে দেখ্‌বো তারে না দেখিয়ে আকুল হই ॥ ১৯১৪ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

সেই গেলে প্রাণ আসি বলে, এই কি সেই আসি।
সুখের আশে দুখে ভাসে, বঁধু তোমার প্রাণ প্রেয়সী ॥
বল কেমন পেয়েছিলে নব রূপসী।
তার আশায় যদি বশ হ'লে রসময়,
আশা দিয়ে আমারে হে যাওয়া উচিত নয়,
আশা পথ চেয়ে আমি নয়ননীরে ভাসি ॥

চিতেন।

এস এস এস দেখি প্রাণ একি চমৎকার।
অপরূপ আগমন হইল তোমার॥
শশী সঙ্গে প্রাণ তুমি করিলে গমন।
ভানু সঙ্গে পুন আসি দিলে দরশন॥
আমারে বঞ্চনা ক'রে কোথায় পোহাইলে নিশি॥ ১৯১৫॥

রাম বসু।

মহড়া।

শ্রীরাধায় বনে পরিহরি কোথা হে হরি।
লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ হরি॥
এনে বনে কুলো হরি, কে জানে বধিবে হরি,
হরি ভয় কি মনে করি, মরি ব'লে হরি হরি।

চিতেন।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস।
বনমালি, বনকেলি, করিলে নিরাশ॥
না জানি কি অপরাধে, তেজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখোসাধে, গেলেহে বিষাদো করি॥ ১৯১৬॥

ভবানীচরণ বণিক।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

নিশি পোহাইয়া নাথ প্রভাতে আইলে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে॥
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে।
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে॥ ১৯১৭॥

নিধু বাবু।

খাম্বাজ—জলদ্ তেতালা।

হেরিতে হেরিতে পথ কাতর আঁখি। (সই)
একবার এই হয় চারি দিকে দেখি॥
কবে হবে সে সুদিন, মন পুরে পাব মন,
আশা নিষেধ না মানে ইহাতে অসুখী॥
এই আসে আসে ব'লে যামিনী গেল।
দেখ নলিনীর সখা উদয় হইল॥
মনের বাসনা এক, হলো আর বুঝে দেখ,
প্রভাতে চকোরী সুধা পাবে কেন বল॥ ১৯১৮॥

নিধু বাবু।

দেশকার—জলদ্ তেতালা।

উদয় সুখ তারা, আমার নয়নতারা তার পথ নিরখিয়ে।
কারণ না জানি আমি আছে কি রসে ভুলিয়ে॥
নিশি হয় অবসান, যেরূপ করিছে প্রাণ,
কাহারে কহিব বল, তাহারে কে ক'বে গিয়ে॥১৯১৯॥

নিধু বাবু।

কানাড়া—আড়া।

আসিবে হরি, এই মনে করি,
হইয়ে রয়েছে আমার দুটি নয়ান প্রহরী।
আশায় আশ্রয় করি, নিশি শিশিরে শিহরি,
শেষ হতেছে শর্ব্বরী, হরি হরি হরি হরি॥ ১৯২০॥

কালী মির্জা।

ললিত—আড়া।

জেগেছ রজনী সজনি কারো আসা আশাতে।
প্রভাতে অরুণ হয়েছে অরুণ তব নয়ানপ্রভাতে॥
অলসে অবশ অঙ্গ, হইতেছে অঙ্গভঙ্গ, মদন মদেতে।
বেশ ভূষা যেমনি, সকলি আছে অমনি, তিলক নাসাতে॥১৯২১॥

কালী মির্জা।

কাফি সিন্ধু—যৎ।

কহ প্রাণ কেমন ছিলে, সুখেতে নিশি বঞ্চিলে।
শরীর অবশ, নয়ানে অলস, ভূমে ঘুমে পড় ঢুলে॥
তব ধ্যান করি, গোঁয়াই শর্ব্বরী, ভাসিয়ে নয়ান জলে।
তুমি অনেকের প্রাণ, আমার এ প্রাণ, কি হবে তোমার গেলে॥ ১৯২২॥

কালী মির্জা।

ললি—আড়া।

রাধা নাম লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে।
শ্যামের বেণু রবে ভুলে॥
গোকুল নগরে তার, প্রেয়সী কি নাহি আর,
শ্যাম কলঙ্কিনী তোমায় মিছে লোকে বলে॥
গাঁথিবে কুসুম হার, রোদন হইল সার,
বল গলে দিবে কার, ত্যজ গো সলিলে॥
সহচরী গণের মানা, কখন ত শুননা,
হইয়ে গো কৃষ্ণপ্রাণা, প্রতিফল পেলে॥ ১৯২৩॥

আশুতোষ দেব।

ললিত—আড়াঠেকা।

ওগো সজনি রজনী প্রভাতা হলো।
কৃষ্ণ কুঞ্জে নাহি এলো॥
অসহ্য হইল শয্যে, বেশ ভূষা কিবা কার্য্যে,
কেমনে হ'ব গো ধৈর্য্যে, শ্যামের মনে এই ছিল॥
গণিতে গণিতে তারা, স্থির হল আঁখিতারা,
প্রেয়সী হয়েছে তারা, রাধা মলো মলো॥
চন্দ্রাবলী আদি সখী, তাদের সুখে আছেন সুখী,
ঝুরিলে রাধার আঁখি, বঁধু বুঝি থাকেন ভাল॥ ১৯২৪॥

আশুতোষ দেব।

আড়া বাহার—জলদ্ তেতালা।

সখিরে কি উপায় বলনা প্রাণ যায়।
শ্যাম আশে রজনী যে পোহায়॥
গুরুর গঞ্জনা মনে ভয় নাহি করি,
মুরলী রবে আমি আপনা পাসরি,
এই আশু প্রতীকার তার করিল সেই নিদয়॥ ১৯২৫॥

আশুতোষ দেব।

কালাংড়া—যৎ।

আসি ব'লে গেল, সেযে ফিরে না এল,
হ'লো নিশি অবসান।
রজনী জাগিয়ে, সজনি কান্দিয়ে,
নয়ন অরুণ হ'ল সমান॥ ১৯২৬॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

সারা হ'লাম সারা নিশি জাগিয়ে।
যামিনী পোহা'লেম কত যাতনা ভুগিয়ে॥
বহু দিনের অভিলাষে, সুখ পুরাইবার আশে,
বসে ছিলাম তার আশা পথে গিয়ে।
কি দশা না হলো সখি ভালবাসার লাগিয়ে॥ ১৯২৭॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—ছেপ্‌কা।

তার আসার আশায়।
দেখলো সজনি আর রজনী না রয়॥
কত ভাব উঠে মনে, বলিতে নারি বচনে
সেধেছি কত যতনে, কেমনি নিদয়॥
যার জ্বালা সেই জানে, আছি ভূমে'কি বিমানে,
অবলা সরলার প্রাণে, কত জ্বালা সয়॥

নিশি প্রভাত হইবে, আসার আশা ফুরাইবে,
দিবাকর প্রকাশিবে, জ্বালাতে হৃদয় ॥ ১৯২৮ ॥
যদুনাথ ঘোষ।

খট—কাওয়ালি।

দেখ দেখ সজনি! রজনী গেল নিজ বাসে।
কুমুদী মুদিত হ'ল, শতদলদল হাসে ॥
নিরখিয়া দিবাকর, সুধাহীন সুধাকর,
ধায় যত মধুকর, মধু পান অভিলাষে ॥
যার আশে আশা করি, সাজাইলে সহচরি,
সে পোহায় বিভাবরী, চন্দ্রাবলীসহবাসে ॥
কারে ক'ব এ লাঞ্ছনা, শ্যামের কি বিবেচনা,
আমারে ক'রে বঞ্চনা, সে সুখ সলিলে ভাসে ॥
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, কালাকাল নাহি গণি,
হইয়ে কুলরমণী, বনে আসি অনায়াসে ॥
তারি একি প্রতিফল, আমায ঘটিল বল,
চল চল গৃহে চল, মিছে থাকি তার আশে ॥১৯২৯ ॥
দযালচাঁদ মিত্র।

অহং খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সাধ ক'রে কি সখি শশী পানে চেয়ে রই।
অবশেষ হল নিশি কাল শশী এল কই ॥
অনর্থ করেছি বেশ, অনর্থ বেঁধেছি কেশ,
বিহনে সে হৃষীকেশ, আমি যেন আমি নই ॥ ১৯৩০ ॥
দয়ালচাঁদ মিত্র।

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

সজনি বুঝি রজনী আমার অমনি যায়।
এখন রেখেছি প্রাণ, তার আসারি আশায় ॥
দিবা রজনী রাধাব, চক্ষু হ'লো নীবাধার,
এখন কে শুধে রাধার ধার, এ যন্ত্রণা ক'ব কায় ॥ ১৯৩১ ॥
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝুম্‌—একতালা।

জেনে শুনে কেন বিসর্জ্জন দিলে নয়ন সলিলে।
যদি আমার মত ছিল না, তাই বা কেন না বলিলে॥
না ডরিলাম গুরুজনে, নিষেধ না শুনিলাম কাণে,
প্রবেশ ক'রে কাননে, দগ্ধ হই বিরহানলে॥
আশা দিলে আসিব বলি, কথা মাত্র সার কেবলি,
পথে বুঝি চন্দ্রাবলী, প্রেমের ফাঁসি দিল গলে॥
রমাপতির বাক্য ধর, অভিমান পরিহর,
এখন ইচ্ছা পূর্ণ কর, কি হবে আক্ষেপ করিলে॥ ১৯৩২॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়॥

বেহাগ—একতালা।

সখি! শ্যাম না এলো।
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী,
অমনি পোহা'লো।
শর্ব্বরী ভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
দেখ সখি ঐ আভাহীন তারা,
নীলকান্তমণি হ'লো জ্যোতি হারা,
তাম্বূলের রাগ অধরে মিশা'লো॥
দেখ সখি ঐ শশাঙ্ক কিরণ,
উষার প্রভায় হ'ল সঙ্কীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ,
কুসুম হার শুখা'লো।
শিখী সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি ঐ অভ্র সখায়,
পতি বিচ্ছেদ উন্মুখী নারী প্রায়
কুমুদিনী হাস্য বদন লুকা'লো॥
বিহঙ্গম আদি করে উন্মোদন,

বন্ধু দরশনে চিত্তবিনোদন,
আমারি কপালে বিরহবেদন,
বুঝি বিধাতা ঘটা'লো।
তাপিতহৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ রাই তোমা বশে নয়,
হলো বৃক্ষচয়, অশ্রুধারাময়,
শর্ব্বরীর সুখ বিলাস ফুরা'লো॥ ১৯৩৩॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভিজিয়া মেঘের জলে, স্নান করিলাম ছলে,
তার আশে বনে ব'সে বনবাস করিলাম।
চন্দন মাখিয়া গায়, মনমথ দেবতায়,
মনোমত নানা উপচারে তাঁরে পূজিলাম॥
জাগি সারা নিশা ভাগ, হৈল জাগরণ যাগ,
শেষে কুল লাজ ভয় দক্ষিণান্ত করিলাম।
কিবা তপ না তপিনু, কিবা জপ না জপিনু;
সজনি সে জনে তবু, নয়নে না হেরিলাম॥ ১৯৩৪॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

কীর্ত্তনের সুর।

মদনমোহন, মুরলীবদন, বল বিবরণ, কোথায় ছিলে।
বাঁধি প্রেমজালে, কে নিশি জাগা'লে, কে বল কপালে; সিন্দূর দিলে॥
নরেশনন্দিনী, কুলের কামিনী, বিপিন বাসিনী, তোমার তরে।
বিনা দরশন, বিসন্নবদন, ফুলেছে নয়ন, রোদন ক'রে।
আর নিশি নাই, কেঁদে কেটে রাই, ঘুমায়েছে ভাই, তুলনা তারে।
নীরবে শ্রীহরি, করহে শ্রীহরি, উঠিলে সুন্দরী, ঘটাবে দায়॥ ১৯৩৫॥

দীনবন্ধু মিত্র।

কীর্ত্তন।

বাসি হ'লো বনমালা দেখ ওলো প্রাণ সই।
ধূসর গগনে শশী কাল শশী এলো কই?
মজিয়া শঠের ছলে, ভাসিলো নয়নজলে,
দেখলো কমলদলে, ভ্রমরা বসিল ওই।
এলোনা এলোনা কালা, বিফলে বিপিনে জ্বালা,
বিরহবিধুরা বালা, বল বল কত স'ই॥ ১৯৩৬॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ললিত—আড়াঠেকা।

সই কই সে কাল শশী।
ঐ দেখ অস্তাচলে চলিল গগনশশী॥
স'য়ে কত তিরস্কার, করিলাম অভিসার,
গৃহে ফিরি যাই চল, কার আশ্বাসে আছ বসি॥ ১৯৩৭॥

হরিমোহন রায়।

বেহাগ—একতালা।

কেন সই এলাম বনে।
আমার বিফল ফুলশয্যা কৃষ্ণ অদর্শনে॥
দেখ পূর্ব্ব দিক্ হইল প্রকাশ,
পশু পক্ষী ছাড়ে নিজ নিজ বাস,
নক্ষত্র মণ্ডল, ক্রমে অনুজ্জ্বল,
নিশানাথ যায় নিজ নিকেতনে।
আশা ছিল শ্যামের প্রেমরসসিন্ধু,
এবে দেখি তার নাহি রসবিন্দু,
না জেনে ধর্ম্ম, করে যে কুকর্ম্ম,
ব্যথা দেয় অবলার প্রাণে॥
প্রজ্জ্বলিত হৃদে কাম হুতাশন,
আশার কলিকা হতেছে দাহন,

বিনা মিলন বারি, কিসে নিবারি,
ম'লাম ম'লাম সই তার অদর্শনে।
ধৈর্য্য ধর ধনি কোরোনা বিলাপ,
পাবে শ্যামধনে যাবে মনস্তাপ,
যোড় করি কর, কহে পীতাম্বর,
বাঁধা পীতাম্বর রাধার চরণে ॥ ১৯৩৮ ॥

পীতাম্বর।

ও তার অদর্শন বাণ।
যাহার মিলনে বাঁচি, ও তার বিরহে দহে প্রাণ।
শশী তোমার করে ধরি, অধীনীরে দয়া করি,
ক্ষণেক রাখ শর্ব্বরী, যদি আসে সে পায়া

বেহাগ—একতালা।

সখি আশা ফুরা'ল।
আমার আশা গেল আশা, বুঝি নিরাশায় আশা মিশা'ল॥
শিখী শাখে বসি করিছে কূজন,
চক্রবাকযুগ হ'ল সম্মিলন,
আমার অদৃষ্টে সুখসম্মিলন,
বুঝি এ জীবনে আর না হইল ॥
লোহিতবরণ হেরিয়া অরুণে,
পাণ্ডুবর্ণ চাঁদ লুকা'ল গোপনে,
এ সব দর্শন করি দরশন,
তারাগণ সব অকালে ডুবিল।
সুখশয্যা হ'ল কণ্টকশয়ন,
কমলকুসুম বিষবরিষণ,
সুরভিসৌরভে বিরহদহন,
বিধি বুঝি ভালে এই লিখেছিল ॥

চন্দন কুসুম বিলাসী ভূষণ,
তাহারে আমার নাহি প্রয়োজন,
সুবাস মরমে করিয়ে দংশন,
বিষম আকুল করিল।
আর কি আসিবে সখি প্রাণধন,
আর কি সে ধন জুড়াবে জীবন,
আমার কপালে বিরহদহন,
চিরদিন তরে বিধি লিখেছিল ॥ ১৯৪০ ॥

ওলো সই কই কৃষ্ণ এলো রে আমার।
যাপি আমি যার তরে, সেতো নাহি মনে করে,
ভুলে আছে কুহকে কাহার।
(কালা) আসি বলে গেল চলে, ফিরিল না আর ॥
শুখাল কুসুমরাশি, মলিন চন্দ্রিমাহাসি,
ফণীসম দংশে মণিহার।
শ্যাম চাঁদ বিনা মম হৃদয় আঁধার ॥ ১৯৪১ ॥

সিন্ধুড়া ভৈরবী মিশ্র—যৎ।

শুখাল মালতীমালা, প্রাণনাথ এলনা।
রজনী পোহায় সখি, প্রাণ কেন গেল না।
বাসর সাজায়ে সাধে, না হেরিনু হৃদি চাঁদে,
কে বাদ সাধিল সখি কাঁদাইতে ললনা ॥
বায়স কর্কশস্বরে, গঞ্জনা দিতেছে মোরে,
শুনলো বলিছে ছলে ঘরে ফিরে চলনা।
বাসর সাজায়ে আছ কার আশে বলনা ॥ ১৯৪২ ॥

বেহাগ—একতালা।

সখিরে বল বল।
কেন প্রাণনাথ দাসীরে বিরত, রজনী আগত, তবু না আইল ॥

যতনে গাঁথিয়ে সুচিকণ মালা,
অবলার প্রাণে ঘটিল কি জ্বালা,
বিপিনে বিহনে সে চিকণ কালা, হতেছি ব্যাকুল।
চল সখি যাই যথা প্রাণনাথ,
যতনে পূজিব সে রাজীব পদ,
নতুবা ঘটিবে বিষম বিপদ,
এ সুখ সম্পদ হবে বিফল ॥
নিশাকর দেখ উদিত গগনে,
কুমুদী হাসিছে প্রফুল্লিত মনে,
যেন ব্যঙ্গচ্ছলে দুলিছে সঘনে,
পাইয়া পতির কিরণজাল ॥ ১৯৪৩ ॥

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

ওহে বঁধু হে প্রভাতে কেন এলে।
বল কি বলেছিলে।
সে সব কেবল কথার কথা, কোথায় নিশি,
(রাধানাথ) কোথায় নিশি পোহাইলে ॥
শ্যাম তোমার লাগি, রাই অনুরাগী।
ও শ্যাম দোষের ভাগী এই রজনী জাগি ॥
সব সখি মিলে, বনফুল তুলে, মালা গাঁথিলে,
শ্যাম তোমারি গলে, দিবেহে বলে,
বঁধু তুমি না এলে, লয়ে যমুনার জলে,
মালা ভাসায়ে দিলে ॥ ১৯৪৪ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

শ্যামধন কেন হে কর তুমি ছলনা।
বলনা বলনা রাধা অধীনী কি জাননা ॥
বাঁশরী করিয়ে শ্রবণ, পতি ত্যজিয়ে ভবন,
সাজায়েছি কুঞ্জবন, হয় কখন তায় এমন,
ছি ছি হে কেমন,

এত যদি ছিল মনে, অসময়ে অকারণে
বাজাইলে বাঁশী কেন বলনা ॥ ১৯৪৫ ॥

সাধ ক'রে গেঁথেছিলাম বনফুলের মালা,
(কত যতন করে গো, শ্যামকে সাজাব ব'লে)
সে মালা হইল এখন বিষম জ্বালা,
কই শ্যামত এলনা, নিশি পোহাইয়ে গেল।।
ওই দেখ ওগো সখি! শশাঙ্ককিরণ,হল সঙ্কীরণ,
নিশি পোহাইয়ে গেল, তবু শ্যামত এলনা,
আমার মালা বাসি হ'ল ॥ ১৯৪৬ ॥

নিশি গেল পোহাইয়ে, প্রাণনাথ এলনা।
আমার মনের কথা মনে রইল,
শ্যামকে বলা হল না।
বনে বনে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি,
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি,
শ্যাম অঙ্গে বাজিবে না।
আমার সাধের মালা শুখাইল,
শ্যামকে দিতে পেলেম না ॥ ১৯৪৭ ॥

কুঞ্জে ভ্রমি সারাটি রজনী, গেঁথেছি সজনি, হার লো।
সেতো না আইল, নিশি পোহাইল, পরাইব গলে কার লো ॥
কভু নাহি আসে আসিব বলিল, আশা দিয়ে কেন সে ছলিল,
ওলো সে কি নাহি জানে, চাহি পথ পানে, রয়েছি
আশায় তার লো ॥ ১৯৪৮ ॥

মহড়া।

ঐ আসিছে কিশোরি তোমার কুঞ্জেতে।
সুখে,বঞ্চিল না জানি কোথা কার সহিতে ॥

বঁধু ঘুমে ভুমে ঢ'লে পড়ে, নারে চলিতে।
শুখায়েছে বিম্বাধর শ্যাম চাঁদের,
বঁধুর এলায়েছে পীতবাস অঙ্গেতে॥

চিতেন।

যাহার লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত্।
ঐ সই সেই প্রাণনাথ্॥
প্রভাতে অরুণসহ উদয় আসি,
বঁধুর হয়েছে অরুণ আঁখি নিশি জাগরণেতে॥ ১৯৪৯॥

হরুঠাকুর।

খণ্ডিতা।

ললিত—মধ্যমান।

কে এলো গো সখি দেখ দেখি,
শ্যাম অঙ্গে অরুণ আভরণ।
চরণ অরুণ, নয়ন অরুণ,
চূড়ায় অরুণকিরণ॥
সিন্দূর চিহ্ন অরুণ, পাণে অধর অরুণ,
করতল অরুণবরণ।
এত অরুণ প্রকাশি, তাহে নাহি লাজ বাসি,
বলে নিশি আছে এখনো॥ ১৯৫০॥

কোথায় জাগিয়ে শ্যাম অরুণ করেছ আঁখি।
আহা মরি বিম্বাধর মলিন হয়েছে দেখি॥
হয়েছ লাবণ্যহীন, দিবসে শশী যেমন,
আশা থাকিতে কেন ত্যজেছ সে বিধুমুখী॥ ১৯৫১॥

অভিসার।

কেদার।

নব অনুরাগিনী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি ত্যজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছন নাহি হেরি আন॥ ১৯৫২॥

বিদ্যাপতি।

ধানশী।

কুল মরিয়াদ কবাট উদঘাটলু,
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু সঙে ডারলু,
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি, পন্থ হেরত হরি,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

কোটি কুসুমশর, বরিখয়ে যছুপর,
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহনে দহ, যাক হৃদয় সহ,
তাহে কি বজরকি আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু,
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহ, ধনি ধনি অভিসর,
সহচরি পায়ল বোধ॥ ১৯৫৩॥
গোবিন্দদাস।

ভূপালী।

পৌখনি রজনী পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
হে সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছন সময়ে অভিসারল রাই॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি ছলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ, ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিন যাঁহা নূতন লেহ॥ ১৯৫৪॥
গোবিন্দদাস।

ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥

তঁহি অতি বাদর দর দর দোল।
বারি কি বারব নীল নিচোল॥
এ সখি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার॥
ইথে যদি অব তুহুঁ তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ ১৯৫৫॥

গোবিন্দদাস।

কানাড়া।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভবসিন্ধু॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল বাদল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কি ফল উচকুচকঞ্চুক ভার।
দূর কর মোতিনী মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
চলইতে দিগ ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু সোয়॥ ১৯৫৬॥

গোবিন্দদাস।

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে, ভুজযুগ মণ্ডিত,
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে, গোরী ভেল শ্যামরী,
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল, অলি কহি লোলিত,
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু, শ্যাম সিন্ধু রসে,
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরাগণ, পরিমলে ধাবই,
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস, অতএ অনুমানল,
রাই চললি অভিসার॥ ১৯৫৭॥

গোবিন্দদাস।

কেদার।

কণ্টক গাড়ি, কমল সম পদতল,
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি, ঢারি করি পিছল,
চলতহি অঙ্গুলি চাঁপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ, গমনে ধনী সাধয়ে,
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
করযুগে নয়ন, মুদি চলু ভাবিনী,
তিমির পয়ানক আশে।

কর কঙ্কণে পনকলি, সুখ বন্ধন শিখই,

ভুজগ গুরু পাশে॥

গুরুজন বচন, বধির সম মানই,

আন শুনই কহ আন।

পরিজন বচনে, মুগধি সম হাসই,

গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ১৯৫৮॥

গোবিন্দদাস।

কেদার।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী,

চমকি চমকি ঘন কাঁপ।

অব আঁধিয়ারে, আপন তনু ঝাঁপই,

কর দেই ফণি মণি ঝাঁপ॥

মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।

তুয়া অভিসারে, অবশ নব নাগরী,

জীবই বহু পুন ভাগ॥

যো পদতল, থল কমল সুকোমল,

ধরণী পরশে উপচঙ্ক।

অব কণ্টকময়, সঙ্কট বাটহি,

আওত যাত নিশঙ্ক॥

মন্দির মাঝে, সাজ নাহি তেজত,

দেহলি মানয়ে দূর।

অব কুহু যামিনী, চলয়ে একাকিনী,

গোবিন্দদাস কহ ফুর॥ ১৯৫৯॥

গোবিন্দদাস।

মহড়া।

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,

শ্রীবৃন্দাবনে, হরি দরশনে।

একাকী মাধব সেখানে ॥
উভয়েতে হেরি গিয়ে, জুড়াব উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয় ॥
মনেরো তিমির যাবে মনো মিলনে।

চিতেন।

সাজগো সাজগো সাজ, সাজ ত্বরিতে।
সুচিত্রে চম্পকলতা, আরো ললিতে ॥
রঙ্গদেবী সুদেবী গো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন ॥
রাধা ব'লে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে ॥ -৯৬০ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

চল যাইলো সখি যেখানে মনোহরণ।
চিত না ধৈরয ধরে, নয়ন রোদন করে,
কাতর অতি পরাণ ॥
লোকের গঞ্জনা ভয়, করিলে কি প্রাণ রয়,
বুঝনা এখন।
অতএব ত্বরান্বিত, হইতে হয় উচিত.
বিলম্বের নাহি গুণ ॥ ১৯৬১ ॥

নিধু বাবু।

বেহাগ—একতালা।

সখিরে আমায় ধর ধর।
উরু নিতম্ব হৃদি পয়োধর,
ভারে ভূমেতে ঢলিয়ে পড়িগো।
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নব জলধরে না হেরে নয়নে, হতেছি অস্থির।

ঘোর তিমির বরণী সজনি,
কোথায় না জানি শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী, কাল হইল মোর ।
ছিলাম অন্যবনে, বেণুরব শুনে,
কেনবা আইনু এ নিবিড় বনে,
*উহুঁ মরি মরি বাজিছে চরণে,
নব নব কুশাঙ্কুর ॥ ১৯৬২ ॥

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ।

দেশ—জলদ্ তেতালা ।

কি হলো প্রেম করি ।
না পুরিতে আশা পিপাসায় মরি ॥
চাতকিনী সম মন, বিনা সুধাবরিষণ,
ওষ্ঠাগত হে জীবন, লাভ মাত্র বারি ॥ ১৯৬৩ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি ।

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা ।

না চলে চরণ কেন চলিতে অঞ্চল বাধে ।
কেন হরি অভিসারে সুখ সাধে বাদ সাধে ॥
কৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন, কি জানি হয় কেমন,
লজিতে বলিতে পার বাঁচাও শিব সংবাদে ॥ ১৯৬৪ ॥

শিবচন্দ্র সরকার ।

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালি ।

বৃকভানু নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি,
নব নব সঙ্গিনী সঙ্গে ।
চলিল রাই বৃন্দাবনে, শ্যামচাঁদ দরশনে,
রস ভরে ডগ মগ অঙ্গে ॥
মুখখানি পূর্ণিমার শশী, তাহে মন্দ মন্দ হাসি,
পৃষ্ঠে শোভে চাঁচর কেশের বেণী ।

বেণীর আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনক চাঁপা,
গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী ॥
নীলমণি চূড়ি হাতে, সোণার কঙ্কণ তা'তে,
নীল বসন রাধিকার গায়।
সোণার নূপুর পাতামল, রাঙ্গা পায়ে ঝল মল,
হংসগমনে চলি যায় ॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়ে তা'তে,
বৃন্দাবনে রাই প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গের কান্তিমালা, বৃন্দাবন করে আলা,
জ্ঞানদাস আনন্দে রচিলা ॥ ১৯৬৫ ॥

গোবিন্দ অধিকারী।

দেশমল্লার—আড়া।

চল চল চল সখি, হেরিগে চিকণ কালা।
বন ফুলে সাজাইব, সাজে তারে বন মালা ॥
মুরারি মুরলী যন্ত্রে, ডাকিছে মোহন মন্ত্রে,
কি করে কুলের তন্ত্রে, অন্তরে বাড়িল জ্বালা।
কুলভয় কে চাহিবে, কালভয় না রহিবে।
আকুল প্রাণ জুড়াইবে, সাজ সব ব্রজবালা ॥১৯৬৬ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

বেহাগ—একতালা।

কুঞ্জে চলিল রাধা বিনোদিনী।
মুরলীর তান শুনি হরিবিরহিণী ॥
শুনিয়ে সঙ্কেত ধ্বনি, অভিসারে উন্মাদিনী,
আপনা পাসরে ধনী, উলটয়ে বেণী ॥
কটি ভূষা কণ্ঠে পরে, বলয় পদেতে ধরে,
কজ্জল কপালপরে, কুরঙ্গনয়নী ॥
যতেক বল্লভ নারী, চাঁদে যেন তারা ঘেরি,
বলে চল ধীরি ধীরি, গজেন্দ্রগামিনী ॥

পথে কুশাঙ্কুর আছে, শ্রীপদে বাজয়ে পাছে,
যদুনাথের হৃদি মাঝে, বাজিবে এখনি ॥ ১৯৬৭ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

এযে ঘোর রাতি, সঙ্গে নেই সাথি,
একাকী যুবতি, চলেছ কোথা।
ক'রে প্রেম ব্রত, চেয়ে আশাপথ,
মম প্রাণনাথ, আছয়ে যথা ॥
একাকিনী যাও, ভয় নাহি পাও,
ওলো ধনি কও, এ কোন্ রীতি।
লয়ে ধনু শর, নিজে পঞ্চশর,
আছে অগ্রসর, কি তবে ভীতি ॥ ১৯৬৮ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

হৃদয়ে ধরেছ হার, মরি কিবা শোভা তার,
সারি সারি শশি কলা ভালো আলো করেছে।
সঘনে মধুর বোল, জঘনে কিঙ্কিণী রোল,
রুণু রুণু নূপুর চরণযুগে ধরেছে ॥
যদিহে ছাড়িয়া শঙ্কা, নগরে মারিয়া ডঙ্কা,
নাগরের পাশে ধনি সুখ আশে চলেছ।
তবে যে ভয়েতে কেন, চকিত হরিণী যেন,
চারি দিক চাও হেন, ভাবনায় ভুলেছ ॥ ১৯৬৯ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ভালো ওলো ধনি, হৃদি চূড়ামণি,
যতনে বসনে ঢেকেছ ঢাক।
চরণে নূপুর, করিয়াছ দূর,
তুলিনা কিঙ্কিণী রেখেছ রাখ ॥

কিন্তু চারি পাশে, মুখ মধু আশে,
দেখনা ভ্রমর ভ্রমিছে সবে।
সেই কোলাহলে, জানিবে সকলে,
তবেগো গোপনে কেমনে যাবে ॥ ১৯১০ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ॥

ইমন—একতালা।

কার বাঁশী বাজিল বিপিনে শুন সজনিগো,
অমনি নারিগো রহিবারে আর ঘরে,
বুঝি বনে এলেন বনমালী।
চল চল গো সজনি ত্বরা চলি, ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি ॥
রাধে ত্বং পরিধেহি নীলবসনমপি ভূষণং।
মুঞ্চ মঞ্জীরমধীরমুখরমতিভীষণং ॥
করগো চিকুর বন্ধন, পরগো নয়নে অঞ্জন,
রমার বচন শুনগো, ঐ শুন শ্রীরাধা বলিয়া
বাজিছে মুরলী ॥ ১৯১১ ॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

মেঘ দরশনে যথা চাতকিনী ধাবরে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয়রে ॥
মেঘেতে বিজলী হাসি, আমি বড় ভাল বাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায়লো ॥ ১৯১২ ॥

বঙ্কিম।

মনোহরসাহী—লোভা।

রাই, ধীরে ধীরে চল গজগামিনি!
অমন কোরে যাইস্‌নে গো ধনি!—
বারে বারে বারণ করি রাই।
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু,—রাধে প্রেমময়ি!
মরি মরি, হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।

তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি,—চঞ্চলা হইলি কেন?
(না জানি আজ) কোথা প'ড়ে প্রাণ হারাবি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে, ধীরে যাগো কমলিনী!
ফুটিবে দুটি চরণে গো।
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে,—(দেখিস্ ধনি) গহন কানন মাঝে।
(দেখিস্ দেখিস্) কমলপদে দংশে পাছে গো।
হ'লো নয়ন ধারায় পিছল পথ,—
আর কান্দিস্না বিধুমুখি!
(বলি) যাইস্না রাধে এত দ্রুত গো।
মোদের কান্ধে দুটি বাহু থুয়ে,—আমরাত তোর সঙ্গে যাব,—
(কমলিনি!) চল্গো পথ নিরখিয়ে গো॥ ১৯৭৩॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে পাছের কাযে।
—যা যা কর্ত্তে হবে গো সখি আমার বন্ধু লাগি।
প্রেম কোরে রাখালের সনে, ফির্ত্তে হ'বে বনে বনে,
ভুজঙ্গ কণ্টক পঙ্ক মাঝে॥
—সখি আমায় যেতে যে হবে গো, রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী।
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।
—সখি আমায় চল্তে যে হবেগো বন্ধুর লাগি পিছল পথে।
হইলে আন্ধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম॥
—সদা আমায় ফির্ত্তে যে হবেগো, কণ্টক কানন মাঝে
এনে বিষ বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে,
তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলেম কত।
—কত যতন ক'রে গো ভুজঙ্গ দমন লাগি।

বন্ধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে ক'ব কত,
হত বিধি সব কল্লে হত ॥
সে সব বৃথা যে হ'লো গো, আমার করম দোষে ॥ ১৯৭৪ ॥
কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

ঝিঁঝিট—একতালা।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে,
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে,
সজনী আও আও লো।
পিনহ চারু নীলবাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম বাস,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো।
ঢালে কুসুম সুরভ ভার,
ঢালে বিহগ সুরব সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার,
বিমল রজত ভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে,
বকুল যূথি জাতি রে।
দেখ লো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন,
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।

আও আও সজনিবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ,
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥ ১৯৭৫ ॥
রবীন্দ্র।

পরজ মিশ্র—কাওয়ালি।

দেখ দেখ কানাইয়া আঁখি ঠারে ঐ!
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি, চম্পক কলি, খেলিছে লো;
আমি চলিতে নারি ধর আমারে সই।
রাধা রাধা বলে মুরলী, উঠে তান তরঙ্গিনী উথাল,
ধীর মধুর রোল, প্রাণ উতরোল,
ঘোরা যামিনী, কামিনী সাধে কি কাননে চলি?
আকুলা মুরলী, রাধা রাধা বলি,
ধর লো ধর লো, পড়িলো ঢলি,
মুরলী ডাকিছে বারে বারে কই রসময়ি ॥ ১৯৭৬ ॥

ছায়ানট—তেওট।

মোহিল মন মুরলীধ্বনি।
অতি সুমধুর স্বরে রাধে রাধে বলে শুনি ॥
যেমন ফুটিলে মুকুল, মধুকরকুল ব্যাকুল,
তেমতি মন চঞ্চল, স্থির নহে প্রাণী।
চল সখি চল চল, হেরিতে বরণ কাল,
কালরূপ বাসি ভাল, সে কাল মাথার মণি ॥ ১৯৭৭ ॥

কালোরূপ অন্তরে লাগিয়াছে যার।
কি করে কলঙ্ক ভয়, কালভয় নাই তার ॥
চলো চলো সখি চলো, হেরিগে বরণ কালো,
মনো হলো চঞ্চলো, কুল কোন্ ছার ॥ ১৯৭৮ ॥

যাবি রাই কেমনে ও বনে শ্যাম দরশনে।
পথে যেতে শ্রান্তি হবে, কত বা যাতনা পাবে,
বিধুবদন শুখাইবে, রবির কিরণে ॥ ১৯৭৯ ॥

সুরট—ধাম্বার।
আর কত দূর আছে নিকুঞ্জ কানন, সই।
কতক্ষণে মাধবের পাব শ্রীচরণ॥
মনোবাঞ্ছা সঙ্গ পেয়ে, আগেতে গেল ধেয়ে,
পথ পানে চেয়ে চেয়ে কাতর নয়ন ॥ ১৯৮০ ॥

অন্বেষণ।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।
বেণুর রব শুনে ধেনু ফেরে বৃন্দাবনে,
চমকিত গোপীগণ মুরলী শুনি শ্রবণে।
মিলি যত সখিগণ, করে বন অন্বেষণ,
না পেয়ে সে শ্যামধনে, ধারা বহে দুনয়নে।
পাগলিনী মত সব, বলে কোথা হে কেশব,
এদুঃখ আর কত স'ব, কে ঘুচাবে তোমাবিনে।
চাতকিনী গোপীগণ, তুমি শ্যাম নবঘন,
তৃষায় আকুল জনে আশুতোষ বরিষণে ॥ ১৯৮১ ॥
আশুতোষ দেব।

কামোদ—একতালা।
আসিয়ে কাননে, শ্যাম অন্বেষণে, হারা'লে চাহনি।
যে দেখি তোমার, বুঝি আর বার, হারাওবা চারু চলনি ॥
তব নয়ন হিল্লোল করিয়া হরণ, ঐদেখ কুরঙ্গ করিছে পলায়ন,
হেন দুঃখরীত, বারেক দেখিত, এসময়েতে যদুমণি।
কলহান্তরিতা হয়ে ত্যজিলে সে জনে,
এবে কাতরতা ভাব হ'লো অন্বেষণে,

ভবন ভবন, করিলে ভ্রমণ,
তারেও না পাইলে ধনি ॥ ১৯৮২ ॥

রাধামোহন সেন ।

কীর্ত্তন সুর ।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরনু বহুদেশ ।
কাঁহা সেবা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ ॥
হিয়া পর রোপিনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি ।
কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাহা মৃণাল হামারি ॥ ১৯৮৩ ॥

বঙ্কিম ।

ভুক্কসুর—একতালা ।

মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনীরে ।
কহলো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনীরে ॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেযাগিবে ।
দেশ দেশ পর, সে শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগিরে ॥
বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে, বহুত পিয়াসারে ।
চন্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী, না মিটিল আশারে ॥
সা নিশা সমরি, কহলো সুন্দরি, কাঁহা মিলে দেখাবে ।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজায়ে মুরলী, বনে বনে একারে ॥১৯৮৪॥

বঙ্কিম ।

মুলতান—আড়া ঠেকা ।

অন্বেষণে তারি হ'ব আমি ব্রহ্মচারী ।
মম মনচোরে ধরিবারে দেখি পারি কি না পারি ॥
প্রেমের যোগিনী হ'ব, প্রেমতীর্থে তপে র'ব,
প্রেয়সীর নাম ল'ব, প্রেমবাঘছাল পরি ।
প্রেমছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘুঁটে খাব,
প্রেমধামে বেড়াইব, প্রেমদণ্ড হাতে ধরি ॥
প্রেম কমণ্ডলু নিব, প্রেম মালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীতধড়া পরি ॥ ১৯৮৫ ॥

অকারণ অপবাদ।

বিভাস—ঠুংরি।

শুধু পরশো না হ'লো।
কলঙ্ক তাহার তরে, তাবে পরশ না হ'লো॥
লোকে হ'লো জানাজানি, আমি কভু যা নাজানি,
আমার সে চিন্তামণি, তাতো পরশ না হ'লো॥ ১৯৮৬॥

শিবচন্দ্র সরকার।

সিন্ধু—আড়া ঠেকা।

যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে॥
দৈবযোগে একদিন হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেম মিলন লোকে কলঙ্ক রটালে॥ ১৯৮৭॥

শ্রীধর কথক।

কলঙ্ক।

মল্লার—আড়া তেতালা।

কলঙ্ক ঘুচাইতে অধিক কলঙ্ক তব হবে, প্রাণ।
তোমাজীবী জনা আমি নাথ হে,
আমারে চাহ ত্যজিতে।
তখনি ত্যজিব প্রাণ যবে ত্যজিবে,
রমণীঘাতক তবে নাম রটিবে, প্রাণ।
করিবে কুলের সাথী প্রাণরে, এই ভাবিয়াছ চিতে।
কলঙ্কেতে অতি ভয় করে যুবতী,
ততোধিক আচরণে তোমার মতি, প্রাণ।
পুরুষ রমণীমত শুনি নাই,
এবে হইল দেখিতে॥ ১৯৮৮॥

রাধামোহন সেন।

পরজ—মধ্যমান।

এতো সাধের কালা গেলো, কলঙ্ক গেল না কালো।
ভাবিয়ে ভাবিয়ে শ্যাম, আপনি হইলাম শ্যাম,
কালাকলঙ্কিনী নাম, থাকিবে আর কত কালো॥ ১৯৮৯॥

কালী মির্জা।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

পিরীতে কলঙ্ক জানি তবু প্রেমে ভাল বাসি।
বিরহ শশাঙ্কহীনে, কভু নহি অভিলাষী॥
পিরীতি পঙ্কজ প্রায়, পঙ্কে জন্মে জেনে তায়,
কেবা করে অনাদর, করে হীন সহবাসী॥
বিচ্ছেদ সম গরল, কালকূট হলাহল,
রত্নাকর জাত ব'লে, কে হয় তার প্রয়াসী॥
তেমতি প্রেম বিচ্ছেদ, বুঝে দেখ ভেদাভেদ,
বাস প্রেম পরিচ্ছেদ, কলঙ্ক সাগরে ভাসি॥ ১৯৯০॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

পিরীতে কলঙ্ক রে প্রাণ, বল কে কয়।
যে না জানে প্রেমরস, তারি অপযশ হয়॥
যাবত পিরীতি র'বে, কলঙ্ক নাহিক হ'বে,
পিরীতি বিচ্ছেদে তবে, লাঞ্ছনা জগতময়॥
কারণ প্রেমোদ্দীপন, প্রকাশ নহে কখন,
উভয়ে করি যতন, ভাবেতে মোহিত রয়॥
তাহে বিরহ ঘটিলে, শোকসিন্ধু উথলিলে,
নয়ন সলিলে, প্রকাশ করে নিশ্চয়॥ ১৯৯১॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক।

খাম্বাজ—ঠেকা।

কি করে কলঙ্কে সে যদি আমারে ভাল বাসে।
আমি যাতে বাঁধা সদা সে পড়িল সেই ফাঁসে॥

বিচ্ছেদে যাতনা যত, কলঙ্কে কি ঘটে তত,
অচেতন অবিরত, মিলনেরি অভিলাষে ॥ ১৯৯২ ॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

প্রেমের শরীর যার গো সে কি কলঙ্কেতে ডরে।
পিরীতে বিক্রীত দেহ লাঞ্ছনায় কি করে ॥
ত্যজি কুল শীল রীতি, হয়েছি প্রেমের ব্রতী,
শিশিরে কিং করিষ্যতি, বসতি করি সাগরে ॥ ১৯৯৩ ॥

মহারাজা মহতাবচন্দ্র।

কলঙ্কেরি ভয় যে করে সে তো প্রেম জানে না।
যে জন করেছে প্রেম সে মানে না গুরুগঞ্জনা ॥
যে জেনেছে প্রেমধন, কলঙ্ক তার আভরণ,
কুলে দিয়ে বিসর্জ্জন, পরে কি হবে ভাবে না ॥ ১৯৯৪ ॥

কোথায় আছ ওহে হরি।
পড়িয়ে বিপদে, রাখ হে শ্রীপদে,
জীবন থাক্‌তে যেন জীবনে না মরি ॥
তোমার পদে আমার হয়ে রতি মতি,
ব্রজে আমায় সবাই বলে যে অসতী,
অসতী অখ্যাতি, ঘুচাও যদুপতি,
বারি এনে তোমায় দিতে যদি পারি ॥ ১৯৯৫ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

কলঙ্কেরি ভয় কোরো না। (প্রিয় সখি রে)
অগ্রেতে উচিত ছিল করিতে তার ভাবনা ॥
মন দিয়েছ নিয়েছ, মজেছ মজায়েছ,
বিচ্ছেদ করিবে ব'লে, করেছ তার মন্ত্রণা ॥ ১৯৯৬ ॥

রামকেলী—ভরতুক্কা।

চল চল সবে মোরা শুবায় যাই।
লয়ে বাবি, দেখিব কে বলে অসতী রাই॥
যশের সৌরভে জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ কানাই,
কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই॥ ১৯৯৭॥

মল্লার—কাওয়ালি।

ছি ছি রাধে কেমনে।
তুমি ভাবনা লো লাজ মনে॥
কিবা কর শ্রীমতি, পরিহরি নিজ পতি,
মতি পরপতির চরণে, ভাল খ্যাতি রাখিলি ভুবনে।
সদাই তোকে ভূতলে, কালাকলঙ্কিনী বলে,
লাজে মরি আমরা শ্রবণে, ক্ষমা দেহ প্রেমে লো এক্ষণে॥ ১৯৯৮॥
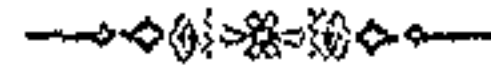
নিশামুখ।

আশা গৌরী—আড়া।

অসুখী ভ্রমরদলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥
অবসান দিনমান্ শশী প্রকাশিত কুমুদী হেরি হাসিলো,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি, বিরহিণী ভাসিছে আঁখি জলে॥
চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে ভাবিত, কপোতী পতি মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে, কার মনঃ দহিছে দুঃখানলে॥১৯৯৯॥

মাইকেল।

চিতা গৌরী—আড়াঠেকা।

হেরিয়ে দিবা অবসান॥
শাখীপুরে পাখীকুল করিতেছে গান।

প্রফুল্লিত কুমুদিনী, বিষাদিত নলিনী,
ভ্রমরের ব্যাকুল পরাণ।
ভাবী বিচ্ছেদের তরে, দারুণ দুখভরে,
চক্রবাক বিরসবয়ান ॥ ২০০০ ॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

হায় কেন কাল যামিনী আইল।
ধরণী তিমির চীর পরিল ॥
বিরহে মলিনী, হ'লোরে নলিনী,
অভাগিনী চক্রবাকী কাঁদিল ॥ ২০০১ ॥

নিশাবসান।

সারী কহে ধা...

রাই জাগ রাই জাগ ... মরি ॥ ২০০ ...।
কত নিদ্রা যাও কাল ... ॥
রজনী প্রভাত হইল ... রে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ ... ডরে ॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উ...ক।
নবজলধরে ডাকি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে শুন সারি আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই ॥ ২০০২ ॥

বিদ্যাপতি।

বিভাস।

উদিত গগনে, নিকরুণারুণ,
সখীগণ কুঞ্জে যাই।

চরণ ধরিয়া. চেতন করিয়া,
বলে গেহে চল রাই ॥
কহে সুবদনী, বঁধুরে রাখিয়া,
কৈছনে যাওব গেহে ।
সাধের বন্ধুয়া, ছাড়িতে নারিব,
পরাণ থাকিতে দেহে ॥
কি কাজ আমার, কুলের গৌরবে,
কি কাজ আমার ঘরে ?
বন্ধুয়া লইয়া, যেথায় থাকিব,
রহিব স্বরগ পুরে ॥
তোমরা সকলে, যাও ছার গেহে,
আমি হইনু বাচারী ॥
এ রায় বসন্ত কহে ধনি ধনী,
বালাই লই। মরি ॥ ২০০ ॥

রায় বসন্ত ।

শ্যামুখ

ললিত ।

সখীগণ কহে চর অবধান ।
আরতি সমাপহ নিশি অবসান ॥
অরুণ পুরব দিশে ঈষৎ প্রকাশ ।
তরুলতা বক দেখি শশধর পাশ ॥
দিনমণি আগমে মলিন দ্বিজরাজ ।
কুহু শবদ সবহুঁ বন মাঝ ॥
কর কুন্তে কামিনী বারি বিলাস ।
ইথে কি উচিত কুলবতী পতি পাশ ॥
শিরে কর ধরি বাহু না ভাবিহ আন ।
তোমা অনুগত চিত্ত তুমি সে পরাণ ॥

এবে রাইক গেহ গমন উচিত।
রায়বসন্ত পহুঁ ভেল চমকিত ॥ ২০০৪ ॥
রায় বসন্ত।

বিভাস।

অহে নাথ করি পরিহার।
সখীগণ ইঙ্গিত, গমন বিচার ॥
বিশেষ অবোধ নিশি বোধ না মান।
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ ॥
বিধি কুলবতী করি কৈল নিরমাণ।
ধিক ধিক পরবশ রমণী পরাণ ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরসবদন নহ কহিনু তোমারে ॥
অহে সুপুরুখবর চতুর সুজান।
রায় বসন্ত কহ রাখ কুলমান ॥ ২০০৫ ॥
রায় বসন্ত।

মহড়া

দেখো কালাচাঁদকে হে শুক সারি।
রেখে প্রাণের কৃষ্ণ তোদের ঠাঁই,
প্রভাত কালে গৃহে যাই,
দেখো দেখো কুঞ্জে একলা র'ইলেন কুঞ্জবিহারী।
কুলবতী আরত রইতে না পারি।
তোমরা কৃষ্ণপক্ষের পক্ষ জানি,
হ'যে শ্রীমতীর পক্ষে, কোরোহে রক্ষে—
আজ আমার, গলার হার, নীলকান্ত মণি।
কুঞ্জে থেকো থেকো নিরন্তর, যেযো নাকো স্থানান্তর,
কুঞ্জে রেখো নয়ন প্রহরী।

চিতেন।

নিকুঞ্জেতে রাধা শ্যাম ছিলেন উভয়,
নিশি অবসান, গাত্রোত্থান, করিয়ে প্যারী
সারি শুকে কয়।
দেখ গগনের চাঁদ অস্ত গেছে,
আমার মন কুমুদের চাঁদ, সাধের কালাচাঁদ হে,
কুঞ্জে নিদ্রাগত হ'য়ে আছে।
শ্যামকে না বোলে ত যাওয়া নয়,
ডাক্‌লে নিদ্রা ভঙ্গ হয়,
নিদ্রা ভঙ্গ কর্ত্তে না পারি।

অন্তরা।

তোমরা বিনে আর রাধার অন্য সখা সখী নাই—
হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে, আজ করহে রক্ষে,
শ্যামদুঃখিনীর এই উপকার করি।

পরচিতেন।

যদি বল না গেলে নয়, যাওয়া অনুচিত হয়,
কুল কামিনী, যামিনী প্রভাতে, থাকা অসম্ভব হয়।
থেকো বংশীবটে ব'সে এখন,
যখন ধ'রে রাধার নাম, ডাক্‌বে আমার শ্যাম হে,
তখন দাঁড়াইয়ে গো কুঞ্জের দ্বারে,
শ্যামকে বোলে ক'য়ে বুঝায়ে, রাখিবে প্রবোধ দিয়ে,
যেন ব্যাকুল হ'ন্ না শ্রীহরি ॥ ২০০৬ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিশি না পোহাইতে রে প্রাণ, চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ, লোকেতে দেখিলে ॥

শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী,
অরুণ উদয় ভাব ইথে কি ভাবিলে ॥ ২০০৭ ॥

নিধুবাবু।

ভৈরবী।

ওই যে অরুণ এলো কামিনী দহিতে।
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে ॥
না হ'তে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোরী চাঁদের আশা ত্যজিল দুঃখেতে ॥ ২০০৮ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

বিলাসে অলস রস কি হ'বে।
যামিনী কাহার বশ, বিনয়ে কি র'বে ॥
নিদ্রাবশে গেল কালো, সুখতো করিলে ভালো,
এখন চেতন হও, আর কে কহিবে ॥ ২০০৯ ॥

নিধু বাবু।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন।
হ'লে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন ॥
নলিনী হাসিবে কেন, কুমুদী বিরসানন।
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥ ২০১০ ॥

নিধু বাবু।

ললিত বিভাস—জলদ্ তেতালা।

এমন সুখের নিশি কেন পোহাইল।
কহিতে না পারি আমি কত খেদ উপজিল ॥
নিশির তিমির গুণ, তাহে মন সুখী ছিল।
তমোহন্তি দিবাকর হেরি মনঃ কালী হ'ল ॥ ২০১১ ॥

নিধু বাবু।

ভৈরব— জলদ্ তেতালা।

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী।
প্রভাত প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী।
পরশে প্রাতঃ সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব আর, শুন গুণমণি ॥ ২০১২ ॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া।

সুখে দুঃখ দিয়ে নিশি প্রভাত হইল।
অরুণ উদয়ে দহে হৃদয় কমল ॥
কামিনীমুখ না চেয়ে, যামিনী শশীরে লয়ে,
দেখিতে দেখিতে দেখ গমন করিল ॥ ২০১৩ ॥

নিধু বাবু।

ললিত।

আশা না পুরিতে কেন নিশি পোহাইল।
কামিনী বঞ্চিতে ওই অরুণ আইল ॥
একেত কুলের ভয়, যামিনী স্ববশ নয়,
সাধের মিলনে কেন বিষাদ হইল ॥ ২০১৪ ॥

নিধু বাবু।

ভয়রোঁ—ঢিমা তেতালা।

মিলন সুখ না ফলিতে অঙ্ক রেতে পোহাইল যামিনী।
রজনী প্রভাতে রবির উত্তাপে সুখ মলিন তখনি ॥
অনেক যতনে, বারি বিসর্জ্জনে, নিযুক্ত নয়নে, রাখি অমনি ॥ ২০১৫ ॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

ভৈরব—তেওট।

কি হ'লো পোহা'ল যামিনী।
বিনাশি তমসী রাশি, প্রকাশিছে দিনমণি ॥
সুখতারা দেখা দিলে, আঁখি তারা ভাসে জলে,
কালী তারা তারা ব'লে, বিদায় হলো গুণমণি ॥

আসিতেছে দিনমণি, হাসিতেছে কমলিনী,
নাশিতেছে কুমুদিনী, ব্যাকুলা কুলরমণী ॥
দিবসে দুঃখিনী হ'য়ে, নিবাসে র'ব কি লয়ে,
হুতাশে মরিব ভয়ে, হারাইয়ে শিরোমণি ॥ ২০১৬ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

বিভাস—যৎ।

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
ঊষার মোহন রাগে রাঙ্গিল গগন,
তুমি উঠ উঠ বালা জাগগো এখন।
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতী গায়,
ফুল কুল সৌরভে আকুল ভুবন।
শিশির মুকুতা পাঁতি, চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন।
তুমিও মেলগো বালা কমল নয়ন ॥ ২০১৭ ॥

স্বর্ণকুমারী দেবী।

ললিত—আড়াঠেকা।

মিনতি করিহে নিশি, আজি প্রভাত হইওনা।
প্রভাত হইলে পরে, প্রাণনাথ আর র'বেনা ॥
অনেক দিবসের পরে, পেয়েছি প্রাণনাথেরে,
রাখিয়ে হৃদি উপরে, পূরাব মনোবাসনা ॥ ২০১৮ ॥

অলস ত্যজিয়ে প্রিয়ে চাহ একবার।
চেয়ে দেখ বিধুমুখি নিশি নাহি আর ॥
অরুণ নিদয় ভাবে, এখনি উদয় হবে,
সুখে দুঃখ উপজিবে, (প্রাণ তোমার) বিপক্ষ কেউ জানিলে।
আমি যাই প্রিয়ে, চাও বদন তোল,
গেল সুখের নিশি, উঠ প্রেয়সি,
এখন কি হবে আর ঘুমালে ॥ ২০১৯ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

সুখের যামিনী বুঝি হোলো অবসান প্রিয়ে।
বিধুমুখি দেখ দেখি, কমল আঁখি ফিরাইয়ে ॥
সলিলে পঙ্কজশোভা, সাতিশয় মনোলোভা,
কুমুদ ম্লান বদনে, নিশাবসান হেরিয়ে।
তরুণ অরুণ আভা, হতেছে গগনে শোভা,
আনন্দে গাইছে গীত পক্ষ মনোহর,—
নিশামণি অস্ত গেল, দিননাথ উদয় হোলো,
মলয়ানিল বহিল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়ে ॥ ২০২০ ॥

শিশির।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

রজনী রোদন ও সই করে বিরহিণীর দুঃখে।
নারী সে জানে নারীর বেদনা ও সই মরমে মরণ।
দুঃখিনীর দুঃখ ভার, লাগে নাহি যে জনার, সই,
সেই জন নানাছলে একে বলে আর,
হেরিয়া আঁখির নীর, বলে শশীর কিরণ॥ ২০২১ ॥

রাধামোহন সেন।

স্বপ্ন।

ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরিনু নাগররাজ ॥
আওল গোকুল নন্দকুমার।
কোই কহই জনি আনন্দ অপার ॥

আজি শুভনিশি কি পোহায়লু হাম।
প্রাণপিয়াকো করলু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারী।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥ ২০২২॥
বিদ্যাপতি।

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করিল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরি পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখিরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥ ২০২৩॥
চণ্ডীদাস।

তুড়ি।

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিনু আর কার নই॥
রজনী শাঙল, ঘন দেয় গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঝাঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে,
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগিল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে,
আমা কিন, বিকাইনু বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষিত ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।

অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ,ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ ২০২৪ ॥

জ্ঞানদাস।

মহড়া।

কাল্ নিশিতে দেখিছি স্বপনে।
বুঝি প্রাণনাথ্ এসেছেন শ্রীবৃন্দাবনে ॥

চিতেন।

নিশিতে নিদ্রিত, অচৈতন্যগত, চৈতন্য ছিলনা প্রায়।
রাধা রাধা বোলে, করেতে ধোরে, জাগালে বঁধু আমায়,
মৃদু মৃদু হাসে, বসি বাম পাশে, তস্য শ্রীঅঙ্গ আলাপনে। ২০২৫ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে ছিলাম কালাচাঁদের সহিতে,
ললিতে গো প্রভাতে সেই শ্যাম কোথায় গেল।
কি ছলে শ্যাম ছলিতে এলো।
বলে ওঠ গো রাই চন্দ্রমুখি।
তোমার হেমাঙ্গে প্রিয়ে, শ্যামাঙ্গ দিয়ে, একাঙ্গ হইয়ে থাকি।
ক'রে আমার নিদ্রা ভঙ্গ, দিয়ে ভঙ্গ সে ত্রিভঙ্গ, অদৃশ্য হ'লো।

চিতেন।

দিবসে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভাবিয়ে মনে।
নিশিতে নিদ্রিত হ'য়ে ছিলাম শয়নে।
আমি দেখিলাম ওগো বৃন্দে সখি,
অতি সহাস্যবদন, রমণীরঞ্জন,
কাল বরণ বাঁকা আঁখি।
যুগলকরে ধ'রে করে, বলে প্যারি কেমন আছ বল বল।

অন্তরা।

কুসুম শয্যা ক'রে, শ্রীমন্দিরে যেন করেছি শয়ন।
ইতিমধ্যে শ্যাম সুন্দর আসি দিল দরশন।

পরচিতেন।

মস্তকে মোহন চূড়া বামেতে হেলে,
বনমালা গুঞ্জমালা দুলিছে গলে,
সুধার অধরে মৃদু হাসি।
করে মুরলী লইয়ে, ত্রিভঙ্গ হইয়ে,
দাঁড়ালেন সম্মুখে আসি।
ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাঁড়ায়,
বলে রাই আছত ভাল ॥ ২০২৬ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

পিলু।

স্বপনে তাহারি সনে হইল মিলন।
না করি বিচ্ছেদভয়ে আঁখি উন্মীলন ॥
নিদ্রাতে তাহারে দেখি, মন প্রাণ হয় সুখী,
স্বপন স্বপন হ'লে না র'বে জীবন ॥ ২০২৭ ॥

আশুতোষ দেব।

অন্যত নারীর পতি পরবাসে যায় লো।
ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো।
কেমন কপাল মোর ভাবি আমি তাই লো।
যে অবধি পতি গেছে নিদ্রা আর নাই লো ২০২৮ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

সে সব রমণী সখি! বড় ভাগ্যবতী,
নিদ্রায় স্বপনে যারা হেরে প্রাণপতি ;

আমার সজনি ! কিন্তু কি অভাগ্য হায় !
নিদ্রাও তাঁহারি সঙ্গে লয়েছে বিদায় ॥ ২০২৯ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

নিশিশেষে নিদ্রাবেশে দেখিনু স্বপন।
সজলনয়ন সে যে মলিনবদন ॥
সখিরে বিদরে হিয়ে, তার সে ভাব স্মরিয়ে,
প্রবোধিব কিবা বলিয়ে, পাষাণত নহে মন।
আমার চুকর ধরি, কহিল বিনয় করি,
কি দোষেতে প্রাণেশ্বরি করিলে বর্জ্জন ॥
শুনি সে করুণ ধ্বনি, ব্যাকুল হইল প্রাণী,
তার সে কোমল পাণি ধরিনু যেমন।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, পলাইল মনচোর,
প্রভাতে আমার ঘোর নিশি দরশন ॥ ২০৩০ ॥

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

যামিনীতে একাকিনী ঘুম ঘোরে অচেতন।
হেরিনু রতন এক কামিনীমনোরঞ্জন ॥
ধীরে ধীরে গুণমণি, রমণীহৃদয়মণি,
আসিয়ে প্রাণসজনি, চুরি করে গেল মন।
অলস ঘুমের ঘোরে, ধরিতে নারিলাম চোরে,
পাগলিনী করি মোরে, কোথা গেল প্রাণধন ॥ ২০৩১ ॥

কালাংড়া বাগেশ্রী—একতালা।

হেরেছি যে স্বপন, সখাহে তেমন,
রূপরাশি নয়নে হেরিনে কদাচন।
শরত সুধাংশু সমা, অনুপমা মনোরমা,
শিয়রে বসিল বামা, শিহরিল মন ॥

মধুর অধরে হাসি, সুধাকরে সুধারাশি,
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসি, হ'লো অদর্শন ॥ ২০৩২ ॥

—৯৫০৯৫০—

বর্ষা।
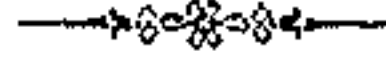
জয় জয়ন্তী।

হে সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন মন্দির মোর ॥
গরজন্তি ঝঞ্ঝা ঘন, সন্ততি ভুবন ভরি,
বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন, কাম দারুণ,
সঘনে খরশর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত, মোদিত মযূর,
নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ্ ভরি, ঘোর যামিনী,
স্থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গোঙায়বি,
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ ২০৩৩ ॥

বিদ্যাপতি।

গৌড় মল্লার জলদ্—তেতালা।

কি সুখ দেখনা ঘন-গরজে বরষে।
শরীর উল্লাস মোর পরশে পরশে ॥

ভেকে বাজাইছে ভেরী, সমীরণ বীণধারী,
চাতকী আলাপে পিউ মনের হরিষে ॥ ২০৩৪ ॥

নিধু বাবু।

দুরাশা।

কেদারা—জলদ্ তেতালা।

দুরাশা আমার আশা কেন তারি আশে যায়।
বামন যেমন ভাবে শশী ধরিবারে চায় ॥
ভ্রান্তি বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে, কত আশা করি মনে,
তাতে কি দরিদ্র জনে, অমূল্য রতন পায় ॥
আশা অপার জলধি, ভয়ানক নিরবধি,
তাহাতে যে চায় নিধি, ধিক্ শত ধিক্ তায়।
কিন্তু আশা মন্দ বটে, ছাড়া নহে কোন ঘটে,
যদি ইচ্ছাগত ঘটে, কত সুখ ক'ব কায় ॥ ২০৩৫ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

বৃথা আকিঞ্চন।
ধ্যানে গড়া ছবি, নহেত মানবী,
অকারণ কেন হবি জ্বালাতন।
দেবের ভূষণ, এ নারী রতন,
ত্যজিয়া নন্দন, আলো করে বন,
এ আশে হতাশে হবিরে মগন। ২০৩৬ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—তেতালা।

সুদূর তপন কেন নলিনী করে কামনা।
জানি সে প্রতাপ কভু হৃদয়েতে স'বে না ॥
চকোরেতে শশধর, চাতকিনী জলধর,
চাহে অণুক্ষণ কেন—একি আশার তাড়না ॥ ২০৩৭ ॥

তারকনাথ বিশ্বাস।

নৈরাশ্য।

আড়ানা—ঝাঁপতাল।

শুনালে কি সই, আসিবে না আর, ব্রজে শ্রীনন্দনন্দন।
চাতকিনী ধ্যায় ঘন, বিনা মেঘে হুতাশন, হ'লো বরিষণ॥
ধরণী শয্যা উপরে করিয়া শয়ন,
বিরহ নিদ্রায় আমি ছিলাম অচেতন।
তোমার বচন নাগে, আমার শ্রবণ ভাগে, করিল দংশন॥
প্রাণ বিহঙ্গ এখন থাকিবে কোথায়,
এক আশাতরু ছিল বিচ্ছেদ ধরায়,
বাক্যের নিদাঘ দাপে, নিরাশা তপন তাপে, হইল দাহন॥২০৩৮॥

রাধামোহন সেন।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

করেছি পিরীতি বিসর্জ্জন যাবত জীবন।
প্রেমতত্ত্ব উত্থাপনে আর নাই প্রয়োজন॥
হয়েছি প্রেমসন্ন্যাসী, নিরাশাকাননবাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি, অঙ্গে করেছি ভূষণ॥ ২০৩৯॥

শ্রীধর কথক।

ভৈরবী—কাশ্মীরী খেম্‌টা।

সই বুঝি প্রাণ যায় লো।
এতকাল সঙ্গোপনে, বিরহে জ্বলেছি প্রাণে,
আর মোরে বাসে না ভাল, শুনে বুঝি প্রাণ বাঁচে না।
মরমে মরিয়ে ছিনু, তব আশা ধ'রে ছিনু,
কি আশা চাহিয়া আর, রাখি প্রাণ তাই বল না॥ ২০৪০॥

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

মনরে ত্যাগ কর আশা তার।
সেই জন কোন কালে হবেনা তোমার॥

প্রকৃত প্রণয়ে মন, বাঁধা ছিল অনুক্ষণ,
এখন সহিছে শুধু ভাবনার ভার।
আগে যদি জানা যেত, তা হ'লে কি এমন হ'ত,
পোড়া লোকে না হাসিত, সহিতে না হ'ত এত,
যাতনা আমার ॥ ২০৪১ ॥

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।

বাগেশ্রী।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ গেছে আশা ফুরাইয়া।
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর, নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু পসারিয়া।
সীমাহীন বারিরাশি, নীরবে যাইব ভাসি,
সীমাহীন শূন্যপানে নীরবে রহিব চাহি।
যেদিকে তরঙ্গ যায়, যেদিকে বহিবে বায়,
কে জানে কোথায় যাব ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া ॥ ২০৪২ ॥

রবীন্দ্র।

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ভাসিয়ে দে তরী, তবে নীল সাগর পরি।
বহিছে মৃদুল বায়, নাচিছে মৃদু লহরী।
ডুবেছে রবির কায়া, আধ আলো আধ ছায়া,
আমরা দুটীতে মিলি যাই চল ধীরি ধীরি।

একটী তারার দীপ, যেন কনকের টিপ,
দূর-শৈল-ভুরু মাঝে রয়েছে উজলি ।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
মরমের কথা এবে কহি এসো প্রাণ খুলি ।
মনে আছে কত জ্বালা, দুজনে সয়েছি বালা,
কতনা ঝটিকা গেছে হৃদয় কুসুম দলি ।
কিসের ভাবনা আর, ঘুচিল যাতনা ভার,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা জ্বালা সকলি এলেম ফেলি ।
নাহি হেথা নিন্দা গ্লানি, নাহি মিথ্যা কানাকানি,
নাহি তীব্র কটাক্ষের বিষময় হাসি ।
সিন্ধুর উদার বুকে, ছুটীতে মনের সুখে,
যেদিকে তরঙ্গ যায়, সেদিকে যাইব ভাসি ॥ ২০৪৩ ॥

স্রোতমুখে মন প্রাণ যাক্ ভেসে যাক্ ।

বাহার—কাওয়ালি ।

খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা, স্রোতে বহে যায় রে ।
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে এই বেলা খুলে দে
ভাঙ্গিয়া ফেলেছি হাল, বাতাসে পূরেছে পাল,
স্রোত মুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,—
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয়রে ॥ ২০০৪ ॥
রবীন্দ্র ।

আলাইয়া—আড়খেমটা ।

যাই যাই ছেড়ে দাও, স্রোতের মুখে ভেসে যাই,
যা হবার হবে আমার, স্রোতের মুখে ভেসে যাই ।
ছিল যত সহিবার সহেছি ত অনিবার,
এখন কিসের আশা আর, ভেসেছি ত ভেসে যাই ॥ ২০৪৫ ॥
রবীন্দ্র ।

মৃত্যুভয়।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যায় যাবে প্রাণ তার শঙ্কা করিনে।
মরে বা চাতকী পাছে নবঘন বিহনে॥
কুমুদী মুদিত হ'বে শশী অদর্শনে।
লতা কি বাঁচে কখন মহীরুহপতনে॥ ২০৪৬॥

—⋄◇⁂◇⋄—

অন্তিম অনুরোধ।

পাহিড়া।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিযে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেকো মনু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণ নাম লিখো মনু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ প'ড়ে জনু কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইয় রাধা অঙ্গ না ভাসাইয় জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥
সেইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া দরশনে॥
পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহা তনু তেয়াগিব॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি ।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ২০৪৭ ॥

বিদ্যাপতি ।

পঠমঞ্জরী ।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি ।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি ॥
সখীগণ গণইতে লৈয় মোর নাম ।
পিয়া বড় বিদগধ বিহি ভেল বাম ॥
দিনে একবার পিয়া লৈয়ে মোর নাম ।
অরুণ তুলভ করে দিয়ে জলদান ॥
এই সব আভরণ দিও পিয়া ঠাম ।
জনম অবধি মোর এই পরণাম ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি ।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ॥ ২০৪৮ ॥

বিদ্যাপতি ।

গান্ধার ।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত ।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত ॥
যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইও তছু মাহ ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ ।
ঐছন মিলই যব গোকুল চন্দ ॥
যোই বীজনে পহু বীজইত গাত ।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত ॥
যাহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম ।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম ॥

গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥ ২০৪৯॥

গোবিন্দদাস।

পঠমঞ্জরী।

কহিও কানুরে সোই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
ওই তরুশাখায় রহিল সারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দোতি চলু মধুপুর।
কি কহিবে শেখর বচন নাহি স্ফুর॥ ২০৫০॥

রায় শেখর।

সুহই।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বনে প্রাণ মুঞি না রাখিমু দেহে॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥

তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥
কৃষ্ণ প্রভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস॥ ২০৫১॥

যদুনন্দন দাস।

খাম্বাজ—তেতালা।

বিরহেতে মরিহে বিধি অনুকূল হইও।
পঞ্চভূত পঞ্চ স্থানে নিযুক্ত করিও॥
যে আকাশে বাস তার, আকাশের ভাগ মোর,
এবে সে এই বাসনা তাহাতে মিলাইও॥
পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জলে সেই জলে রেখ তার ব্যাভারিয়ো॥
পদবিহরণ যথা, পৃথ্বী অংশ রেখ তথা,
ইহার অধিক আর যে হয় বুঝিও॥ ২০৫২॥

নিধু বাবু।

বেহাগ।

বিরহ অনলে তনু হ'লো তো ভস্মের রাশি।
তাই আরাধনারূপে সমীরণে সম্ভাষি॥
এরূপে মরি মরিব, তবু মাধবে পাইব,
সেতো কোন মতে সখি সদয় হ'লোনা আসি।
যদি বায়ু সখা হ'য়ে, এ ভস্ম কিঞ্চিৎ ল'য়ে,
দেয় শ্যামের শরীরে, এই মন অভিলাষী॥ ২০৫৩॥

রাধামোহন সেন।

জয়জয়ন্তী—তেওট।

হে বিরহানল, আমার আঁখিরে রাখিও, আর সকলি দহিও।
হিংমাশু বদন তার, নয়নেরে একবার, দেখিবারে দিও॥
নাসিকা রসনা আর হৃদয় শ্রবণ, একেবারে সবাকারে করিও দাহন।
নাথের বিচ্ছেদ যাগে, মন জীবনেরে আগে, আহুতি লইও॥ ২০৫৪॥

রাধামোহন সেন।

সাওন মল্লার মিশ্র—ঢিমা তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি দেখা হ'ত কালা এল কই।
যদি লো না দেখা হ'লো, দেখা হ'লে বোলো বোলো,
দেখিতে সাধ ছিল মনে, জানি না যে কৃষ্ণ বই।
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বনমালা,
বাজাতে বোলোগো বাঁশী, রাধা ব'লে রসময়ি ॥ ২০৫৫ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

এ সময়, রসময়, দেখা দাও অবলায়।
জনমের মত তব প্রেমাধীনী হয় বিদায়।
সথাহে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুই কালে প্রাণ যায়।
মম মৃত্যুকাল আজ, সুনিকট রসরাজ,
কর এক প্রিয় কাজ, জন্মদুখিনীর—
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
নিকটে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায়। ২০৫৬ ॥

হরিমোহন রায়।

গুর্জ্জরী টোড়ী—ঢিমা তেতালা।

(আমার) ভোলারে ভুলাইও প্রবোধ বচনে।
বড় ছিল সাধ, ঘুচাব বিবাদ,
(ওরে) এ বিবাদ ঘুচিবেনা এ দেহ ধারণে ॥
আমারে বিদায় দিয়ে, আছে পথ পানে চেয়ে,
আমি তার সে আমার সর্ব্বস্ব রতন;
হ'লনা হ'লনা আমার সুখের মরণ।
না জানি এ চিরদাসী কত দোষী সে চরণে ॥ ২০৫৭ ॥

কীর্ত্তন।

উদয় হওরে মেঘ গরজ গভীর।
মেঘ তুমি কালো, আমার কৃষ্ণ কালো,
আমি কালো দেখে মরি সেও ভাল।
(সেতো আমার হোলোনা) আমি কালো দেখে মরি সেও ভাল।
যখনি প্রেম করেছিনু প্রাণ বঁধুয়ার সনে (ও মেঘ)
তখন আমি বলেছিনু তোমায় সম্মুখে রাখিয়ে থোবো।
বদন হেরতে হেরতে প্রাণ ত্যেজিব।
(তাতো আমার হোলোনা) বদন হেরতে—॥ ২০৫৮॥

যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান।

মিশ্র বাহার—আড়াঠেকা।

গা সখি গাইলি যদি, আবার সে গান।
কত দিন শুনি নাই ও পুরাণো তান।
কখনো কখনো যবে নীরবে নিশীথে,
একেলা রয়েছি বসে চিন্তামগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ, কে যেন গায় সে গান,
দুই একটী কথা তার পেতেছি শুনিতে।
হাহা সখি সে দিনের সব কথাগুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সখি গাস্ ওই গান,
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ॥ ২০৫৯॥

রবীন্দ্র।

প্রিয়া বিয়োগ।

মূলতানী—জলদ্ তেতালা।

মিছে আর কেন? যদি ত্যজিল আনন্দময়ী আনন্দ কানন!
বিনা সতী শশধর, কৈলাশ ভূধর, হ'ল আঁধার এখন!
যার লাগি ভিক্ষা মাগি, সংসারী শঙ্কর যোগী,
শিব-সর্ব্বস্ব সে ধনে, না হেরে ভবনে, রবে কেমনে জীবন! ২০৬০ ॥

মনোমোহন বসু।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সি আমার,
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুল হার।
মধুর মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার।
কি জানি কি ঘুম ঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এজনমে ভুলিতেরে পারিব না আর।
তবুও ভুলিতে হ'বে, কি ল'য়ে পরাণ র'বে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাহি বারে বার।
কুসুম কানন, কেমবে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা নিশি যেন অন্ধকার॥ ২০৬১ ॥

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

মুলতান—একতালা।

কই সে দুখিনী ধনী, ভিখারী হরের ভিখারিণী?
কোথা সে যোগীর যোগভঙ্গিনী নীলনলিনী ফণীর মণি!
কই সে হরের নয়নতারা, সে বিনে হয়েছি নয়নহারা,
কই সে কামিনী মনহারিণী, পাগল শিবের পাগলিনী॥ ২০৬২ ॥

রাধানাথ মিত্র।

মুছ অশ্রুজল, ত্যজি এই স্থল,
চল যাই প্রিয়ে কাননে ত্বরায়।

তুমি বনের প্রসূন, তুমি ভিখারী-ভূষণ,
হ'তে রাজ-আভরণ, কেন আসিলে হেথায় ।
তাইত সে অনাদরে, তুলি ছিঁড়িয়া নখরে,
ফেলি ধূলার বাসরে, দিয়াছে তোমায় ।
তুমি পাগলের ধন, তুমি কণ্ঠের রতন,
এস করিয়ে যতন, পরিহে গলায় ॥ ২০৬৩ ॥

রাধানাথ মিত্র ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা ।

যা রে প্রাণ সত্বরে অতি এ শরীর পরিহরি,
দেখ কত দূরে গেল মম সে জীবিতেশ্বরী ।
পীনোন্নতস্তনভারে, একে সে চলিতে নারে,
আশ্বাস করিয়ে তারে, আনগে যতন করি ।
মনসঙ্গে বেগভরে, গিয়ে অতি সুসত্বরে,
বলরে তার ধরি করে, ফিরে চলনা সুন্দরি ॥ ২০৬৪ ॥

হরিমোহন রায় ।

বেহাগ—আড়া ।

হরি এই কি করিলে !
অর্দ্ধাঙ্গ ছেদিয়া আমার অর্দ্ধাঙ্গ রাখিলে ।
কোথায় জন্মিয়াছিল, কোথা আসিয়া মিলিল,
আবার সে কোথা গেল না পাই ভাবিলে ।
বাহ্য চক্ষে নাহি আর, দেখি সে মূরতি তার,
হৃদ্ পটের লিখিতাকার কেন না মুছিলে ?—
দেখি মুদিলে নয়ন, চাহিলে হয় অদর্শন,
কি পাপে আমার এই দণ্ড বিধানিলে ?
এক প্রাণ, এক মন, দেহ মাত্র দ্বিগঠন,
ক্ষণ অদর্শনে হ'তো উভয়ের মরণ ।
কোন্ অভীষ্ট লাভ তরে, আজও আছি প্রাণ ধরে,
এহেন পাষাণে হিয়া কেন গড়িলে ?

কি পাপের এই ফল, জানিব কেমনে বল,
আহা মরি কোথায় গেল ?—
জান দয়াময় ;—
অদর্শনে মরি প্রাণে, মীন যেন জল বিনে, রহে ভূতলে, —
বিনয়ে প্রার্থনা এই, জন্মান্তরে যেন পাই,
সেই আশে ধরাবাসে তোমারে সাধি ;
আমি হে দাস তোমার, দাসী সে প্রিয়া আমার,
উভয়েরে এক যোগে স্থান দিও পদতলে ॥ ২০৬৫ ॥

নারায়ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

খম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখী কোন্ দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে,
সমভাবে ভাবী হয়ে, সুখে কাটাইতাম কাল।
ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরসা,
কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার,
ভাসিছে নয়নে সদা হইয়ে উজল।
চির প্রেম বন্ধনে, বাঁধা আছি তার সনে,
বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল ॥ ২০৬৬ ॥

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

টোড়ী ঝিন্না—একতালা।

কেন হৃদিসরসিজ শূন্য করি ধূলায় শয়ন।
বলনা কি দুঃখে আছ ম্লানমুখে মুদিয়া নয়ন ॥
আয় সতী হৃদে আয়, অদর্শনে প্রাণ যায়,
হায় হায় একি হইল ;
অকূল পাথারে, ভাসায়ে ভোলারে,
সতীধন কোথা লুকা'ল।

সতীহারা হয়ে, কি ধন লইয়ে,
ধরায় ধরিব জীবন ॥ ২০৬৭ ॥

কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভাল ভালবেসেছিলে করেছিলে প্রাণ প্রাণ।
প্রাণ ত্যজি প্রাণাধিকে শেষে কি বধিলে প্রাণ ॥
এমন করিবে বিধি, স্বপনে জানিতাম যদি,
তা হলে কি নিরবধি হৃদে পূজি ও বয়ান ॥ ২০৬৮ ॥

পতি বিয়োগ।

বিভাস—আড়াঠেকা।

উঠ উঠ মহারাজ! বারেক সম্ভাষ কর।
শ্রীমুখ মলিন তব দেখিতে না পারি আর।
আমরা চির সঙ্গিনী, নিতান্ত তব অধীনী,
তবে কেন অনাথিনী, করে গেলে প্রাণেশ্বর।
অকূল দুঃখ পাথারে, ভাসাইয়ে অবলারে,
পুত্র শোক পারাবারে আপনি হইলে পার।
কি করিব কোথা যাব? কোথা গিয়ে প্রাণ জুড়াব?
আর কার মুখ চাব? হেরি সব অন্ধকার ॥ ২০৬৯ ॥

মনোমোহন বসু।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

একিরে বিষম বাজ পড়িল হৃদি মাঝারে।
পতিপ্রাণা মরে বুঝি এই বার প্রাণে।
হৃদয় অন্তর জ্ব'লে, ভস্মশেষ হ'ল ব'লে,
প্রবেশিয়া চিতানলে, জুড়াব জীবনে।
পরাণ আহুতি দিব ও পদ ধরি অন্তরে ॥ ২০৭০ ॥

হরিশচন্দ্র হালদার।

আলাহিয়া—জলদ্ তেতালা।

এসনা শমন আর লইতে অধীনীধনে।
হৃদয়ে রাখিব সদা হৃদয়ের রতনে।
কালনিশি নীলাম্বরে, ঘিরিছে তাপসবরে,
অভাগিনী অন্তহারে, ত্যজ অন্তকাল ;
শোক নীর উপহার দিতেছি তব চরণে॥ ২০৭১ ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ অভাগী কাঁদে কাননে।
ফুরা'লো কি জীবনলীলা কঠোর কাল শাসনে।
কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার,
কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে।
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥ ২০৭২ ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

ললিত—আড়খেম্‌টা।

গা তোলো গা তোলো, প্রাণনাথ একবার গা তোলো।
কত নিদ্রায় নয়ন মুদে, আজ অকস্মাৎ কি ঘটিল।
বিভাবরী পোহাইল, তবু নিদ্রা না ভাঙ্গিল, কি হ'লো বল।
উঠ উঠ ত্বরা করি নাথ, চল গৃহে যাই চল।
একে এ ঘোর যামিনী, তাহে আমি একাকিনী,
নাথ তোমার সীমন্তিনীর এই দশা হোলো।
চেয়ে দেখ বদন তুলে, দাসীর দশা কি করিলে,
অকূলে ফেলে।
সংসার বাসনা যত নাথ, আজ তোমার সঙ্গে ফুরা'লো॥ ২০৭৩ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

ফুরা'ল জীবনলীলা আমার এত দিনে।
বোলো সখি জননীরে, আর পিতার চরণে॥

বিধি যা লিখেছে ভালে, পূর্ণ হ'লো পূর্ণকালে,
প্রাণপতি কালকবলে, কি ফল বল জীবনে ॥
পিতা মাতা যাঁর করে, সঁপেছিলেন এ দাসীরে,
চলিলাম তাঁর চরণ ধ'রে, চির সাধ যত সতীর মনে ॥
পতি বিনা অবলার, ধরাতে কি আছে আর,
তুলনা দিতে তাঁহার, নাহি কিছু ত্রিভুবনে ॥ ২০৭৪ ॥

অমঙ্গলের ছায়া পূর্ব্বগামিনী।

কি আছে কপালে মোর প্রাণসখি নাহি জানি।
প্রাণেশপ্রমাদ গণি কেন কাঁদে মম প্রাণি।
হারা'ব জীবনমণি, দংশিবে বিচ্ছেদ ফণী,
হৃদয় আকাশে যেন হ'তেছিল দৈববাণী। (ও সই)
নিশিতে স্বপনে, কে যেন আসি শ্রবণে,
বলে তোর পতিধনে, হারা'বি লো অভাগিনি। (ও সই) ॥ ২০৭৫ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ভীম পলাশী—একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই।
কি আছে কপালে ভাবি তাই ॥
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়েছে যে দিন আর সে দিন তো নাই।
পড়ে মনে, বাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই।
তাই প্রাণ শিহরে সদাই ॥ ২০৭৬ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পিলু—যৎ।

এত অমঙ্গল আজি কেন হেরি নয়নে,
আমার দক্ষিণ বাহু নাচিতেছে সঘনে।
মুদিযে যুগল আঁখি মম হৃদি ভবনে,
কেন নাহি হেরি নবজলধরবরণে!
সব দেখি শূন্যময় এসে এই কাননে,
কেঁদে কেঁদে উঠিতেছে জীবন কি কারণে।
বলরে লক্ষ্মণ তুমি বল শুনি শ্রবণে,
বঞ্চিত কি হইলাম সে যুগল চরণে ॥ ২০৭৭ ॥

হরিমোহন রায়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সতী মম সাধনের ধন।
ভাবি তাই বুঝি হারাই হারাই,
নহে কেন প্রবোধ মানে না মন।
বিজন কৈলাসে সতী হৃদে লয়ে,
আছি সদানন্দে সদানন্দ হ'যে;
নাহি অন্য সাধ, কেন অকস্মাৎ,
শূন্য হ'ল মম হৃদি পদ্মাসন!
ইচ্ছাময়ী সতী, সতীর ইচ্ছায়,
বার বার কত সৃষ্টিস্থিতি লয়,
সতীই সর্ব্বস্ব, সতীময় বিশ্ব,
ভিখারীর ঘরে অমূল্য রতন ॥ ২০৭৮ ॥

ভৈরবী—সুর ফাঁকতাল।

আকুল হৃদয়ে ভাসি, অকূল তুফানে।
কি আছে সতীর মনে, সতী বিনা কে জানে ॥

শঙ্কায় হৃদি শুথায়, আশা বাঁধি নিরাশায়,
বিচঞ্চল মতি ধায়, প্রবোধ ত না মানে।
নীরবে নয়ন জল, বহিতেছে অবিরল,
দারুণ বেদনা রাখি, লুকায়ে প্রাণে প্রাণে ॥ ২০৭৯ ॥

কেনরে কেনরে লক্ষ্মণ যাত্রাকালে কাঁদে মন।
আবার বুঝি হারাইব রঘুনাথের শ্রীচরণ ॥
মনে করি যাত্রা করি, গৃহের বাহির হ'তে নারি,
নৃত্য করে দক্ষিণ আঁখি, কে যেন বলে জানকী,
যেওনারে তপোবন ॥ ২০৮০ ॥

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ মন।
নিয়ত নাচিছে সখি মম দক্ষিণ নয়ন ॥
মনে নাহি সুখোদয়, কেনলো এমন হয়,
চারি দিক্ শূন্যময়, করি দরশন ॥
কি আছে বিধির মনে, বল জানিব কেমনে,
হেন জ্ঞান হয় মনে, হারাই বুঝি পতিধনে ॥ ২০৮১ ॥

ছিঁড়িয়াছে পাতাগুলি বৃন্তটী ছেদিতে চায়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেমনে যাতনা প্রাণে সহিবে ললনা হায়,
কেমনে কুসুম কলি নীরবে শুকায়ে যায়।
দুরন্ত কৃতান্তকরে, একান্ত প্রাণান্ত করে,
ছিঁড়িয়াছে পাতাগুলি, বৃন্তটী ছেদিতে চায় ॥ ২০৮২ ॥

হরিশচন্দ্র হালদার।

প্রমোদ।

ছায়ানট—কাওয়ালি।

আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিব ঘিরি ঘিরি গাহিব গান।
আন্ তবে বীণা, সপ্তম স্বরে বাঁধ্ তবে তান।
পাসরিব ভাবনা, পাসরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মনপ্রাণ দিবা নিশি,
আন্ তবে বীণা সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান্।
ঢাল ঢাল শশধর, ঢাল ঢাল জোছনা।
সমীরণ বহে যারে ফুলে ফুলে ঢলি;
উলসিত তটিনী—উথলিত গীত রবে
খুলে দেরে মন প্রাণ ॥ ২০৮৩ ॥

রবীন্দ্র।

—◇◇◇—

বিষাদিনী।

কি হেরিনু মনোহর অকলঙ্ক হিমকর
লতামূলে পড়েছে ঢলিয়া,
যেন নিরমল তারা বিন্দু বিন্দু বারিধারা
ঝরিতেছে কুবলয় দিয়া;
বাঁধুলীরে কাঁপাইয়া তিল ফুল মধ্য দিয়া
ঘন ঘন বহিছে পবন,
বাহির দ্বারেতে আসি ফলে যার পুণ্যরাশি
কোন্ ভাগ্যধর সেই জন?॥২০৮৪ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

কে তুমিলো ফুলবালা উষার নীহারে ভাসি।
গগনে নয়ন রাখি, আলু থালু কেশ রাশি।
বহিছে হুতাশ শ্বাস, অধরে ধরেনা হাস,
গ্রাসিয়াছে রাহু যেন পূর্ণিমা স্থচারু শশী॥ ২০৮৫॥

হরিশচন্দ্র হালদার।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বিধু মুখখানি শুকাল কেন।
নয়নেরি কোণে কালিমা রেখা মরি মরি হেরি যেন।
নিরমম কোন্ জন, হানিল মরম বাণ, শতধিক্ তারে।
কি তাপে পুড়িছে মরি কমল কোরক হেন।
কপট প্রেমিকে বুঝি সঁপিয়াছ মন প্রাণ,—
কত কি ভাবিছ মনে কে বুঝিবে সে বেদন,
সুধা হাসি কোথা গেল, শ্রীমুখ মলিন হ'ল,
কি দিয়ে ঘুচাব বল, হৃদয়ব্যথা দারুণ॥ ২০৮৬॥

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

কি বিষাদে বিষাদিনী রোদন কিসের তরে?
ও মুখ মলিন হেরি পরাণ কেমন করে।
পড়ি অভাগার করে, বিজন বন ভিতরে,
বনবাস দুঃখে বুঝি, কাঁদ অভিমান ভরে॥ ২০৮৭॥

জয়জয়ন্তী—মধ্যমান।

দেখ্‌লাম বনে কার এক রমণী রোদনে।
কাতরা অধীরা অতি, কথা নাহি তার বদনে॥
অবিরল ধারা বারি বিগলিত নয়নে।
বন শোভিত তার করেছে ধরাশয়নে।

লাবণ্যে কমলাসমা, মানবে না হয় উপমা,
মুখের জ্যোতি চন্দ্রিমা, মুক্তাজ্যোতি দশনে ॥ ২০৮৮ ॥

বেহাগ—একতালা।

আহা! মরি! মরি!
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী, ছলনা বুঝি করেন বন দেবী,
মজ্জিত রোদনে বদন অমল, নয়ন কমল নীরে ঢল ঢলি,
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী আন্দোলিত, বিমোহিত চিত, হেরি মাধুরী।
জনহীন এ গহন কাননে, এ কূপ ভীষণে, পড়িল কেমনে,
কি ভাবে ভাবিনী ত্যজিয়া ভবনে, আসি আছে এই স্থানে,
দারুণ কঠিন, এর পরিজন, তাই একাকিনী রমণী রতন,
কেবা এ কামিনী, কেন অনাথিনী, পাগলিনী বুঝি প্রিয়া
পরিহরি ॥ ২০৮৯ ॥

অনুতাপিনী।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কপাল লিখন দোষে আমি নাথ অভাগিনী।
পায়ে ধরি ক্ষমা কর অবলা অনুতাপিনী ॥
বিকচ নলিনী পরে, শতেক অলি গুঞ্জরে,
তপন বিরহে তবু, বিষাদিনী কমলিনী ॥
কোমল কামিনী মন, বিমল কমল সম,
নির্ম্মল সলিল তাহে স্বামীর সোহাগ—
বিনা নাথ প্রাণপতি, নাহি অবলার গতি,
চরণকমল তব, সেবিব দিনযামিনী ॥ ২০৯০ ॥

প্রতিশোধ।

সালকোষ—অলদ্ তেতালা।

এতুঃখ না যায় আর সহনে।
এবার জনম লইব এমন, বধিব জীবন ঋতুরাজনে॥
বসন্তের সেনাগণ, প্রধান তাহে মদন,
হর আরাধিব, মদনে দহিব, রতিরে রাখিব বিরহ বনে।
শশীর উদয় দায়, বিষম হ'লো আমায়,
রাহু যে হইব, বিধু গরাসিব, চকোর দেখিব বাঁচে কেমনে॥
অলিকুলের ঝঙ্কারে, সদা অচেতন করে,
কুসুমকানন, করিব ছেদন, অলি দহে যেন মধু বিহনে।
বিষরবেতে কোকিল, হৃদয়ে হানয়ে শেল,
হইব যে ব্যাধ, করিব যে বধ, তবে মোর সাধ,
পূরিবে মনে॥ ২০৯১॥

নিধু বাবু।

মহড়া।

আজ্ বাঁধ্‌বো তোমায় বনমালি।
করিয়ে সখি মণ্ডলী॥
নাগরালি তোমার যত, কর্ব্বো হত, দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসেরো অবশেষো, দিব মস্তকে ঢালি॥ ২০৯২॥

হরু ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এবার প্রাণান্ত হলে রমণী হ'ব।
পুরুষের যত দুঃখ নারী হয়ে জানাইব॥
মান করে ব'সে র'ব, সাধিলে না কথা ক'ব।
অপমান তার ফিরে দিব, পায়ে ধ'রে সাধাব॥ ২০৯৩॥

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

শ্যাম একি রঙ্গ হেরি, ত্রিভঙ্গ মুরারি।
খেলত হরি লয়ে সহচরী, অধরে ধরে বাঁশরী॥
রাধে রাধে বলি বংশী বাজিল, মজিল গোকুল নারী,
বাঁশী কেড়ে ল'ব, আমরা বাজাইব,
সাজাইব তোমায় নারী।
নারী সাজাইব, বামে বসাইব,
আমরা হইব বংশীধারী॥ ২০৯৪॥

মদন নিধন হেতু যা'ব হর আরাধনে।
বিভূতি মাখিয়া অঙ্গে পশিব ঘোর বিজনে॥
এবার জীবন গেলে, জন্ম ল'ব ব্যাধ কুলে,
কোকিল নিধন হেতু পৃষ্ঠে ল'ব শরাসনে॥ ২০৯৫॥

কৈ গো সখি রাধার সখা, ভঙ্গী বাঁকা মনোচোর।
তারে বাঁধিব দিয়ে প্রেম ডোর॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, বেড়ায় ননী চুরি ক'রে,
এইবার শিখাব তারে, ধ'রে ল'ব ক'বে জোর।
নন্দরাণী বাদী হবে, তার কথা কে শুনিবে,
ঘরে লয়ে সে মাধবে, করিব আজ রজনী ভোর॥ ২০৯৬॥

শক্রর শেষ রাখিতে নাই।

মহড়া।

রাই শক্র রেখো নাহে শ্যাম রায়।
বধ ক'রে ব্রজের রাধারে,
সুখে রাজ্য কর ল'য়ে কুজায়।
ঋণের শেষ শক্রর শেষ রাখ্‌লে প্রমাদ ঘটায়।

তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী,
তারে কর্‌লে কাঙালিনী,
তোমার ও গুণ জানি জানি,
এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মান,
মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায়।

চিতেন।

বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি দয়াময়,
কল্লেত সকল শত্রু নাশ।
ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস,
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস।
তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে সেওহে প্রাণেতে বাঁচে ;
রাজার নন্দিনী, হ'ল কাঙালিনী,
বলছে কত দুঃখ স'বে তায়॥ ২০৯৭॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

বাহার—মধ্যমান।

রহিল কাল সর্পিনী ওহে শ্যাম রায়।
ব্যাধি শত্রু ঋণের শেষ রাখা উচিত নয়।
তুমি মস্তকের মণি, হারাইয়ে কমলিনী,
হয়ে পাছে ব্যাকুলিনী, দংশে তব রাঙ্গা পায়॥ ২০৯৮॥

ধনাশার বিড়ম্বনা।

এ সখে! এ পরবাসে সামান্য ধনের আশে
মুগ্ধ থাকা সাজে কি তোমায়?

দেখ! গিয়া নিজ ঘরে অমূল্য মুকুতা ঝরে
দিবা নিশি কনক লতায়॥ ২০৯৯॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

চুরি করা ধন।

হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতী,
শশধর ভাতি চুরি করিল।
কিম্বা সুবদনী, কনকবরণী,
নলিনীর শোভা হেলে হরিল॥
নহিলে বলনা, কেন সে ললনা,
করিয়া ছলনা মুখ ঢাকিল।
চুরি করা ধন, বলিযা তখন,
বদনে বসন বুঝি ঝাঁপিল॥ ২১০০॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

কোকিলের মৃদুবাণী, কেশরীর মধ্যখানি,
সুবদনী হরিণীর হরিয়াছে নেত্রটি।
নতুবা সদাই কেন, গোপন করয়ে হেন,
একেবারে নাই যেন দেখিবার যোত্রটি॥ ২১০১॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

চাঁদের মণ্ডল কি তা জান?

কাফি।

চাঁদের মণ্ডল কি তা শুন মন দিয়া প্রিয়ে।
যদি সুধাইলে তবে বলি বিবরিয়া।

তোমার বিধুবদন, বিধি দেখেন যখন,
শশী বেড়ি অঙ্ক দেন, দোকর বলিয়া ॥ ২১০২ ॥

রাধামোহন সেন।

রমণীর সৃষ্টি।

নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে ॥
ইহা দেখে বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টি মাত্রে সুখ ॥
অতএব এক বারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শিখিয়া হয় নৈপুণ্য সবার ॥ ২১০৩ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে,
বদনকমল খানি যতনেতে সৃজিল।
সৃজিতে সৃজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল ॥
ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরু পাঁতি, বাঁকা হয়ে রহিল।
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ,
গঠিতে মাঝার দেশ একেবারে ভুলিল ॥ ২১০৪ ॥

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

চন্দ্রগ্রহণ।

ঝিঁঝিট—আড়াতেতালা।

ত্বরা গৃহে চল প্রিয়ে বাহিরে থেক না আর।
গ্রহণ সময় অতি নিকট হইল হের॥
তব মুখ সুবিমল, যদি হেরে রাহু খল,
গ্রাস করিবে মুখ ইন্দু ত্যজি পূর্ণ শশধর॥ ২১০৫॥

আশুতোষ দেব।

কাফি—

রাহুর ভয়ে শশী ত্যজিয়াছ গগন।
তার প্রতিনিধি হেথা, আমার নয়ন॥
তুমি কি জানিতে তাহা, তব অগোচর যাহা,
দেখা মাত্র করিয়াছে গোপন গ্রহণ॥ ২১০৬॥

রাধামোহন সেন॥

শশী ও প্রেম।

পরজ—আড়াতেতালা।

শশী আর প্রেম সমান গণন।
কহিতে বিদরে বুক, দুই দুঃখিতের দুখ,
দুয়েতে কলঙ্ক আছে, দোঁহে সদা জ্বালাতন॥
শশী সিন্ধু মাঝে ছিল, বাড়বানলে পীড়িল।
নয়ন সাগরে প্রেমে দাহিকা গুণে রহিল॥
শশী গেল হরভাল, সেথা অনলের জ্বাল,
মনে পশি প্রেম হলো, মনেরাগুনে দাহন॥
ত্যজিয়া ললাট বাসে, শশী গেলেন আকাশে।
তথাকারে আসি রাহু, সময়ানুসারে গ্রাসে॥
মনে থাকি প্রেম হয়, প্রচারাকাশে উদয়,
সেখানে বিচ্ছেদরূপ, রাহু করয়ে গ্রহণ॥ ২১০৭॥

রাধামোহন সেন।

প্রাণনাথ ও নিশিনাথ।

গান্ধার—একতালা।

প্রাণনাথে নিশিনাথে সই সমান যে গণিলে।
কার কিবা গুণাগুণ কিসে কি বুঝিলে॥
সুধাংশুদর্শনছলে, বিচ্ছেদসাগর উথলে,
স্রোত বহে নয়নযুগলে।
সে সিন্ধু শুকায় নাথে বারেক হেরিলে॥ ২১০৮॥

রাধামোহন সেন।

যামিনী ও কামিনী।

ঝিঁঝিট—আড়া।

যামিনী কামিনী হয়, উভয়ে মিলন।
একদা বিরাজি, করে সুখ বিতরণ॥
গগনেতে শশধর, নীচে কামিনী অধর,
অমিয় বরিষে তার, মধুর বচন॥
দেখ দুই সুখতারা, তাহার নয়নতারা,
নিবিড় চিকুর তার, সম নবঘন।
যেমন বিম্বের শোভা, খঞ্জনের মনোলোভা,
তার ওষ্ঠ হেরে ভোলে, তেমতি নয়ন॥
শশীর অমিয় তরে, যেমন চকোর করে,
প্রেম সুধা পানাশয়ে পুরুষ তেমন॥ ২১০৯॥

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

গোলাপের দৌত্য।

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

গোলাপ যাওগো সখি প্রিয়ার সদনে,
মরমের কথাগুলি বোলোগো গোপনে।

কত আমি সেধেছি,
কত আমি কেঁদেছি,
তবুও পাইনি স্থান সে নিঠুর মনে।
গোলাপ যাওগো তুমি, প্রিয়ার বদন চুমি,
আমা হ'য়ে বোলো কথা শিশিরাশ্রু-লোচনে।
কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা,
হৃদয়ের বৃন্তভাঙ্গা,
তোমারে নিশ্চয় হেরি উপজিবে দয়া মনে ॥ ২১১০ ॥

বনফুল।

সাহানা—যৎ।

কেনরে বনেরি ফুল ও হাসি অধরে তোর।
হেরি ও মধুর হাসি পরাণ উথলে মোর।
(ওরে) বিজনে বসিয়ে বনে, গোপনেতে কার সনে,
নীরবে মনের কথা কহ ওলো সুহাসিনি।
বার বার বলি তোরে, বারেক কহলো মোরে,
কোথায় কি ভাবে আছে, তোমার সে মনচোরা।
হেরি ও— ॥ ২১১১ ॥

কামিনী ফুল।

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

ছিছি সখা কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে,
কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষ পরশ ভরে, শিহরিয়া সকাতরে,
ওই যে শতধা হয়ে পড়িলগো ঝরিয়া

জানত কামিনী সতী, কোমল কুসুম অতি,
দূর হতে দেখিবার, ছুঁইবার নহে সে,
দূর হতে মৃদু বায়, গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে, পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে।
পরশিতে রবিকর, শুকাইছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছেনা শরীরে।
হেন কোমলতাময়, ফুল কি না ছুঁলে নয়,
হায়রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া!
মানুষ পরশ ভরে, শিহরিয়া সকাতরে,
ওইযে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া॥ ২১১২॥

রবীন্দ্র।

নলিনীর দণ্ড।

ভৈরবী—যৎ।

নলিনি লো, এতো নহে পিরীতি বিধান্—
কভু নহে পিরীতি বিধান্।
ভুলাইয়ে নিজ পতি, পরেরি সম্মান্।
রাখ পরেরি সম্মান্!
গগনে তপনবঁধু, হেসে তারে তোষ শুধু,
তব মুখমধু—কিন্তু তব মুখমধু—মধুকরে দান্—
কর মধুকরে দান্!
সতীরাজ্যে বাস কর, অসতীর রীতি ধর, তোরে স্থানান্তর—
তাই তোরে স্থানান্তর,—করি অপমান্—
ও তাই করি অপমান্।

ঘুচাতে কলঙ্ক তব, পূজিব ভবানীভব, মেলি সখী সব—
আজ্ মেলি সখী সব, করিব প্রদান—
যুগল্ পদে করিব প্রদান্॥ ২১১৩॥

মনোমোহন বসু।

উত্তর প্রত্যুত্তর।

মহড়া।

আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী,
বৃন্দে সখীর করে ধরি করে সবিনয়।
যেমন্ আছিস্ তেম্নি আয়্ গো, আর বিলম্ব নাহি সয়॥

চিতেন।

মুক্তকেশী হোয়ে আসি গৃহ বাহিরে।
সজলনয়নে সাধে সবারে॥
ব্যথার ব্যথী কে আছিস্ আমার, এস গো এ সময়॥ ২১১৪॥

হরু ঠাকুর।

উত্তর।

মহড়া।

ইথে কার অসাধ কমলিনি।
বল শুনি হাঁগো রাধে হেরিতে নীলকান্তমণি॥
আমরা তো সব তব আজ্ঞাবর্ত্তিনী।
যাবে কৃষ্ণদরশনে, এতে শ্লাঘা করে মানি॥

চিতেন।

কায় মন প্রাণো যার পদে সমর্পণ্।
সে ধনে হেরিতে আমাদের, আলস্য কথন্॥
যদ্যপি কাল্ বল তুমি, আমরা প্রস্তুতো এখনি॥ ২১১৫॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

নাথো আজ্ আমার পিরীতের ব্রত উজ্জাপন।
আনো বিচ্ছেদেরে কোরে আবাহন ॥
দক্ষিণান্ত, হোলে ক্ষান্ত, হযো পাপ মন্।
অঘটে, ঘটনা ঘটে, কোরে যাই আজ বিসর্জ্জন ॥

চিতেন।

আমি প্রেম ব্রত করেছিলাম যারো কামনায়।
কর্ম্ম দোষে সখাহে, না পেলেমো তায় ॥
খণ্ডব্রতী হইহে যদি, হাসিবেহে শত্রুগণ ॥ ২১১৬ ॥

রাম বসু।

উত্তর।

মহড়া।

হবে অপযশো সার।
কোরোনা প্রেম্ উজ্জাপনো আর্ ॥
যে করে প্রেম উজ্জাপনো নানা বিঘ্ন তার্।
যজ্ঞকুণ্ডে জলিলে আগুন।
হবে প্রাণ যন্ত্রণা দ্বিগুণ্ ॥
রতি পতির হোমের ধুমে প্রাণে বাঁচা ভার্ ॥

চিতেন।

অনুরাগে, তনু ত্যাগে, তাই দেখি তোমার্।
বল প্রাণ্, এ মন্ত্রণা কাহার্ ॥
প্রেম যোগে কর্‌লে অসংযোগ্।
নাহি তার্ স্বর্গে সুখোভোগ ॥
আমারে মজা'বে মিছে, হাসাবে সংসার ॥ ২১১৭ ॥

বলাইদাস বৈরাগী ॥

মহড়া।

অপরূপ এ কি রূপ, কৃষ্ণের রূপ, লিখেছ গো রাই।
যে চরণ দেবের পূজ্য ধন, গতি নাই সে চরণ বই,
সে চরণ কইগো কই, রাই রাই গো।
ওগো ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।
কি ভাব সুধাংশুমুখি তাই সুধাই।
বল কি ভাবে এ ভাবের হ'লো উদয়।
কিশোরি শ্যামেশ্বরি লিখে লিখ্‌লেনা কেন সেই পদদ্বয়।
আমরা যে চরণের শরণ, লয়েছি সর্ব্বজন, রাই রাই গো,
আজ কি সেই চরণ লিখ্‌তে তোমার স্মরণ নাই।

চিতেন।

কৃষ্ণবিচ্ছেদে খেদে কিশোরি, কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন।
অতি নির্জ্জনে, শ্যামধনে, দেখ্‌বার হ'লো আকিঞ্চন।
ভূমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ ক'বে লিখন,
কি ভেবে কি ভাবে কি ভয়ে লিখে লিখ্‌লেননা যুগল চরণ।
সেরূপ করিয়ে নিরীক্ষণ, জিজ্ঞাসে সখীগণ, রাই রাই গো,
ওগো রঙ্গময়ি একি রঙ্গ দেখ্‌তে পাই।

অন্তরা।

এই বিনয় করি, লেখগো কিশোরি, শ্রীহরির শ্রীচরণ।
অঙ্গহীন মাধুরী শ্রীহরির করিতে নাই দরশন।
শ্যাম কি সামান্য তোমার কিশোরি, তুমি কি সামান্য নারী।
এ বিচ্ছেদ, মনোভেদ, শ্যাম নিতান্ত তোমারি।
তবে করবে কি, আছে সেই শ্রীদামের শাপ,
তাইতে রাই, উপায় নাই, মানুষী লীলায় পাচ্ছ মনস্তাপ।
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পারাবার, যা হ'তে হবে পার,
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুল্‌লে তাই।
যে চরণ লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
বিরাগী ধ্রুব হয়, সকলিত তুমি জান রাই।

যে চরণ সাধন কারণ, সদাশিব যোগ ধর্ম্ম করেছেন আশ্রয় ।
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয় ।
যদি সেই চরণ লিখ্‌তে হ'লি বিস্মরণ,
দুঃসহ বিরহ কিশোরি কিসে কর্‌বি নিবারণ ।
যদি এড়াতে যন্ত্রণায়, লিখেছ কৃষ্ণের কায়, রাই রাই গো ।
যাতে বিপদ যায় সেই পদ কইগো দেখ্‌তে পাই ॥ ২১১৮ ॥

সাতু রায় ।

উত্তর ।

মহড়া ।

নিরদয়, পদদ্বয়, লিখি নাই সেই আশঙ্কায় ।
সই সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র মথুরে গেলে হায়,
বিচিত্র কিগো তার, যদি চিত্রশ্যাম মধুপুরে চলে যায় ।

চিতেন ।

গোবিন্দের পদারবিন্দে বৃন্দেগো হৃদয়ে করেছি ধারণ ।
অন্য সব অবয়ব ভূমেতে করেছি লিখন ।
লিখে লিখি নাই ত্রিভঙ্গের সেই শ্রীচরণ,
কি কারণ, বিবরণ, শোন্‌গো তার চরণের কি আচরণ ।
শ্যামকে লয়ে গেল মথুরায়,
আন্‌লে না আর পুনরায়, সই সই গো ।
রইলো সচল গিয়ে, অচল হয়ে মথুরায় ॥ ২১১৯ ॥

মহড়া ।

সজনি গো আমায়, ধর্‌গো ধর্‌,
বুঝি কি হ'লো আমারে ;
নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন,
কে আসি প্রবেশিল অন্তরে ।
সই ভাবিতে কেন অঙ্গ শিহরে ।

চিতেন।

দারুণ বসন্ত তাপে কৃষ্ণবিচ্ছেদে,
কৃষ্ণরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাই
হয় অচেতন, ধরে সখীগণ,
রাইতে রাই যেন আর নাই।
তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়, একি দায়,
বিশ্বম্ভরের প্রায়, কে আসি হৃদয়ে উদয়।
হেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার,
পশিল আমার হৃদি পিঞ্জরে।

অন্তরা।

শ্রীকৃষ্ণ বিনে দেহ শূন্য,
এতে অন্য ভারও কিসয় গো সই ?
এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে
কে আসি হইল অবতীর্ণ।

পরচিতেন।

একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে,
বিরহবিষেতে জরা।
আমার আপনার, অঙ্গ আপনি ভার,
বইতে দুঃখের পসরা।
আবার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এমন,
যেন এ দেহের সঙ্গেতে প্রাণ করেছে আকর্ষণ।
মনে ভাব গো একবার, অন্তরে কি আমার,
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ করে ॥ ২১২০ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

উত্তর।

মহড়া।

বুঝি নিব্‌ল রাধে তোমার অন্তরের কৃষ্ণ বিরহ অনল।
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরে পুরাও সাধ,

অন্তর কোবোনা নীল কমল।
এসময়ে পরশিতে বোলোনা, হয পাছে অমঙ্গল।
বিধি এই করুন, ঘুচুক্ শ্যাম বিচ্ছেদ্ রাই তোমার্।
ওগো চন্দ্রমুখি, কৃষ্ণ সুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি সাধ সবাকার।
রাধে তোমার দুঃখ আর, নাহি সহে গোপিকার,
করিলেন্ মাধব আজি বিরহানল বুঝি সুশীতল।

চিতেন।

চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল এত দিনের পর।
অন্তর জুড়াও ওগো কিশোরি হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর।
যে শ্যাম্ বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
সেই চিকণ্ কাল, হৃদয়ে উদয় হ'ল,
এখন সুশীতল করগো অন্তর্।
যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল কি আর সুমঙ্গল। ২১২১ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

বৃন্দে বল্‌গো, মাধব কি বলেছেন বল্।
বুঝি করেছেন অপমান, তাই এত অভিমান্,
করিছে দুটি আঁখি ছল ছল।
অঙ্গ কাঁপে, সখি, আতঙ্গে,
তব চক্ষে দেখে দুঃখজল।
এস ব'স ব'স ওগো সহচরি,
বুঝি এলোনা হৃষীকেশ, বৃথা ক্লেশ, হ'ল মরি মরি।
বুঝি নিষ্ঠুর কথায়, বিদায় করেছেন তোমায়,
জানি নিষ্ঠুর অতিশয় নীল কমল।

চিতেন।

ছিলাম শ্রীকৃষ্ণের আসার সই আশাতে,
আশাবৃক্ষ করিয়া আশ্রয়।
বুঝিলাম এত দিনের পর আজি তা হ'ল নিরাশ্রয়।
সখি, এলোনা কি ব্রজে বংশীধারী?
কৃষ্ণ বিরহ জ্বালা আর কেমনে নিবারণ করি?
কই তোমার সঙ্গে ত্রিভঙ্গ এল?
কৃষ্ণে না হেরে দহে হৃদয় কমল॥ ২১২২॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

উত্তর।

মহড়া।

গিয়াছিলাম আশা ক'রে, আন্‌তে মাধবেরে,
সে আশা পূর্ণ হ'ল না।
ব্রজে এলনা কালা চাঁদ, হ'ল হরিষে বিষাদ,
কৃষ্ণের আর আসার আশা কোরোনা।
যাতে বাঁচে রাই কর সেই মন্ত্রণা।
রাধায় বুঝায়ে সই চল রাখি সকলে।
হ'লে শ্রীদামের শাপান্ত, পুন সেই শ্রীকান্ত,
আসিবেন এই গোকুলে।
মনে অধৈর্য্য হ'য়োনা, ওগো ব্রজাঙ্গনা,
কৃষ্ণ অঙ্গনা, কৃষ্ণ এখন পাবে না।

চিতেন।

জান্‌তাম আমাদের কৃষ্ণধন
বিক্রীত রাধার প্রেমেতে।
গিয়ে দেখ্‌লাম শ্যামের সে ভাব নাই,
রাইকে নাহি মনেতে।
মধুরাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন।
রাজছত্র শিরে তাঁর, দরশন পাওয়া ভার,
গোপিকায় নাহিক স্মরণ।

তিনি ন'ন রাধাকান্ত, হয়েছেন কুব্জাকান্ত,
রাধার প্রাণান্তে ক্ষতি কি তাঁর বলনা। ২১২৩॥

রাম বসু।

মহড়া।

আজ কৃষ্ণ চলহে নিকুঞ্জবন।
প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই,
লহ তারি নিমন্ত্রণ।
আছেন চন্দ্রমুখী রাই,
চাহিয়ে তোমার ওই চন্দ্র বদন।
তুমি হে যজ্ঞেশ্বর, দয়াময়,
তোমা বিনে যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয়।
অতএব হে শ্রীপতি, তাই সে শ্রীমতির
হয়েছে তোমায় আজি প্রয়োজন।

চিতেন।

তুমি যে ছলে হে শ্যাম রায়, এলে হে মথুরায়,
হইয়ে যজ্ঞের নিমন্ত্রিত,
করিলে সে যজ্ঞ সম্পূর্ণ, আছে তা জগতে বিদিত।
আরও এক যজ্ঞ হ'বে ব্রজধাম,
শীঘ্র আসি তাও তুমি পূর্ণ কর শ্যাম।
আমরা অবলা গোপবালা,
অনেক দুঃখে করেছি সব যজ্ঞের আয়োজন।

অন্তরা।

আছেন যজ্ঞবেদিতে বসিয়ে প্যারী,
ক'রে যজ্ঞের সংকল্প।
সজল জলধর করিছেন ধ্যান,
তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে।
ধর ধর হে হৃষীকেশ; ব্রজের সেই মনোহর বেশ,
মস্তকে দেহ শিখিপুচ্ছ।

করেতে লও মোহন বংশী,
গলে দাও গুঞ্জের গুচ্ছ।
ত্রিভঙ্গ রসকূপ, ব্রজনারীর মন ভুলালে যেই রূপে
সেই রূপে সখা, দেখা দিয়ে,
একবার তৃপ্ত কর রাধার তাপিত মন।

পরচিতেন।

তোমা নইলে হ'বেনা সমাধা
তোমার গরবিনীর যজ্ঞ, শ্যাম।
তুমি হে মূলাধার, সর্ব্ব আধার,
তোমা বিনে জানেনা সেই শ্রীরাধা।
তোমার বিচ্ছেদ হুতাশন, করিয়ে সংস্থাপন,
সমিধ আপনার অঙ্গ।
যোগিনী প্রায় আছে, মনেতে ত্যজিয়ে
সব সুখের সঙ্গ।
করেছেন আত্ম মনেতে সংযোগ,
অপেক্ষা নাই সব হয়েছে ত্রিযোগ।
আপনি কর্ত্তা হ'য়ে, সম্মুখে দাঁড়াইয়ে,
দুঃখিনীর কর্ম্ম কর সমাপন ॥ ২১২৪ ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

উত্তর।

মহড়া।

যজ্ঞ করিবেন রাই কিন্তু সিদ্ধ হ'বেনা।
দিয়ে পরেব প্রাণে অতি দুখ, এমন যজ্ঞে কিবা সুখ,
যজ্ঞ করিবেন যজ্ঞেশ্বরের দিয়ে মনে বেদনা।

চিতেন।

প্রাণাহুতি যজ্ঞ কর্‌বেন রাই ব্রজনগরে।
তারি নিমন্ত্রণ পত্র দূতি দিতে এলে আমারে।
বৃন্দে জানত সন্ধান, ত্যজে কুলমান,
কৃষ্ণপ্রেমে, ব্রজধামে, রাই সঁপেছেন প্রাণ।

এখন কি আহুতি দিবেন প্যারী,
জেনে আযগো সহচরি,
তা না হলে রাইয়ের যজ্ঞে যেতে পার্‌বনা ॥ ২১২৫ ॥
রামবসু।

মহড়া।

আশাবাক্যে পদাঙ্ক বাঁচে আর কি শ্রীরাধার প্রাণ ?
করে গুন্‌ গুন্‌ স্বর মধুকর, কোকিলের কুহুস্বর,
হানে আবার তায় পঞ্চস্বর, পঞ্চবাণ।
এজ্বালা কৃষ্ণ বিনে কে করে নির্ব্বাণ।
হও যদি রাধার পক্ষে স্বাপক্ষ হে তুমি,
এনে দাও গোকুলে, সাধের গোকুলস্বামী।
গেছেলো অনেক বার, অনেক জন,
আন্‌তে সেই কৃষ্ণধন, সকলে হয়ে এলো অপমান।

চিতেন।

কথাতে প্রবোধ না মানে, হয়েছি অধৈর্য্য সবাই।
এলো ব্রজেতে ঋতুরাজ, এসময় ব্রজরাজ,
সুখের ব্রজধামে নাই।
তুমিত সেই শ্যামের শ্রীচরণ চিহ্ন,
জানত সব গোপীর অনন্য গতি কৃষ্ণ ভিন্ন।
প'ড়ে গোকুলবাসী অকূলে, ডাকে কৃষ্ণ ব'লে,
তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান ॥ ২১২৬ ॥
রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর।

মহড়া।

ভাগ্যে যা আছে তাই হ'বে সই,
কি হবে ব্যাকুলা হ'লে ?
এখন ভ্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

কেন ব্রজধাম, ত্যজে যাবেন শ্যাম,
রাধার দুঃখের কপাল না হ'লে ?
মনে জ্ঞান হয় জন্মান্তরে,
আমরা কৃষ্ণ হরি সখি নি'ছিলাম কার।
বুঝি সেই শাপে, এ মনস্তাপে,
দহিল প্রাণ গোপিকার।
নহিলে যার নামে বিপদ যায়,
প্রাণ স'পে সেই শ্যামের পায়,
রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুঃখ সলিলে।

চিতেন।

গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিযা শ্রীবৃন্দারণ্য।
কারে বল সই শুন্‌তে রাধাব যন্ত্রণা,
শুধে শ্যামের চরণ চিহ্ন।
সখি ঐ যার পদচিহ্ন, সেই মাধব যখন দুঃখ বুঝ্‌লে না,
অরণ্যে রোদন, কবিলে এখন, ঘুচ্‌বেনা মনের বেদনা।
রাধার সুখের কপালত নয়, তাহ'লে কি এমন দশা হয় ?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধে, প'ড়ে ভূতলে ॥ ২১২৭ ॥

গোরক্ষনাথ।

মহড়া।

একবার বলিস্‌ত আস্‌তে বলি মাধবকে,
প্যারি তোর সম্মুখে।
ঐ দেখ কালিযে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়া'য়ে।
কেঁদে বল্‌তেছে দয়া কর রাধিকে।
যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গো প্রধানা গোপিকে।
কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত।
যেন গ্রহণান্তে শশী, উদয় হ'ল আসি,
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।

নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদে কলঙ্কেরি দাগ,
নাহি লাবণ্য কালা চাঁদের চাঁদ মুখে।

চিতেন।

প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে
হেরিযে বৃন্দে শ্রীমতীরে কয়।
রাধে কেঁদেছে যার আশাতে, নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।
কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জাভয়।
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা,
কাতর মাধব অতিশয়।
দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাগে হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। ২১২৮ ॥

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

উত্তর।

মহড়া।

কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো,
সেই খানে যাইতে বল।
যদি আমারি হ'তেন শ্যাম, হতেন না আমায় বাম,
জুড়াতাম ল'য়ে চিকণ কাল।
মাধব আমার আশা, করি নিরাশা,
চন্দ্রাবলীর আশা পূরাইল।
সখি জাগ্‌লেম নিশি যার আশাতে,
সেই প্রতিকূল যদি আমায় হইল,
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে।
কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক্, আমারই প্রাণে সো'ক্,
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল।

চিতেন।

সখি আর কৃষ্ণের কথা শুনাস্‌নে,
জ্বালাস্‌নে প্রাণ গো আমার।

কাল রূপ চক্ষে হেরিব না আর।
কুল শীল লাজ পরিহরি,
যার বাঁশী শুনে দাসী হ'লাম চরণে.
কর্‌লে সেই হরি চাতুরী।
আর কাল রূপ হেরব্‌না, হেরিতে বোলোনা,
কালার প্রেম কাল আমার হইল॥ ২১২৯॥

রামসুন্দর রায়।

ভৈরবী—জলদ্‌ তেতালা।

তুমি হ'লে রাজেন্দ্র, আমি তব দাসী।
তোমার অধীনী হয়ে থাকি ভাল বাসি॥
করি অনেক সাধন, এমন হয়েছে মন,
ইহাতে সদয় থাক, সুখী দিবানিশি॥ ২১৩০॥

নিধু বাবু।

উত্তর।

ভৈরবী—জলদ্‌ তেতালা।

তুমি মোর সুখের কারণ প্রেয়সি।
সদা উল্লাসিত চিত হেরি মুখশশী॥
রাজেন্দ্র যদিলো আমি, রাজেন্দ্রানী হ'লে তুমি,
উভয় পিরীতে হয়—কেহ দাস কেহ দাসী॥ ২১৩১॥

নিধু বাবু।

বিভাস—তেতালা।

তুমি মোর প্রাণধন সকল ওলো,
এই সে কারণে আমি হইলাম রাজেন্দ্র।
নির্ভয় শরীর মোর, উল্লাসিত অন্তর,
হৃদয়ে উদয় সদা প্রেম পূর্ণচন্দ্র॥ ২১৩২॥

নিধু বাবু।

ভাটিয়ারী—জলদ্ তেতালা।

আমি হে তোমার প্রাণ অতি সোহাগিনী।
যখন দেখহ মোরে পাও কত মণি॥
যদি থাকহ অন্তর, তোমার বিরহশর,
বলে মোরে কাণে কাণে সুখে থাক ধনি॥
তোমার প্রিয়বচন, শুনিলে সুখী শ্রবণ,
তব আদরে শরীর হরষিত জানি॥ ২১৩৩॥

নিধু বাবু।

উত্তর।

ভাটিয়ারী—জলদ্ তেতালা।

আমার মনোমোহিনী তুমি আমি জানি।
হরিয়ে লইয়ে মন হ'লে সোহাগিনী॥
মনের অধিক ধন, আর কোথা আছে জান,
সে ধন তোমার কাছে আছে বিনোদিনি॥
করিলে অতি যতন, তবেত থাকে রতন,
অযতনে ধন কোথা থাকে ওলো ধনি॥ ২১৩৪॥

নিধু বাবু।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ সতত দেখোনা ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি॥
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি॥ ২১৩৫॥

নিধু বাবু।

উত্তর।

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার,
এই সে কারণ দেখি॥

আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ,
জানেছে তোমার আঁখি ॥ ২১৩৬ ॥

নিধু বাবু।

ছায়ানট—তেওট।

শুধু মুদিয়া নয়ন প্রাণ আছ কি কারণ।
যদি কারে ধেয়াইতে, যোগাসনেতে বসিতে, করিতে মনন।
কিম্বা মানিনী হইতে, কি আর না দেখিতে আমার বদন।
তা হইলে তবে কেন, সুধা মাখাইয়া হেন, কহিবে বচন ॥ ২১৩৭ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

ছায়ানট—তেওট।

মম হৃদয়কমল নাথ দেখ বিকশিত।
মানস গগনদেশে, তব রূপ অরুণবেশে, হয়েছে উদিত ॥
দুঃখ নিশি পোহাইল, সুখ দিবা প্রকাশিল, জাগিল জীবন,
তোমার গুণ ভ্রমর, মরমে করিয়া ভর, গুঞ্জরে ললিত।
এমন যে দিনকর, অন্তর হতে অন্তর, কি জানি বা হয়,—
এই সে কারণ তার, এ দুই নয়নদ্বার, করিলাম মুদিত ॥ ২১৩৮ ॥

রাধামোহন সেন।

কাফি।

আমি তো জানি তুমি মম জীবন।
কেমনে বিচ্ছেদ কর অহে প্রাণনাথ, নহিলে মরণ ॥
ভাল করিতে পালন, প্রাণের যে আচরণ,
ত্বরিত ত্যজিতে দেহ ভাব না কখন।
আমি হয়ে কলেবর, হইলাম ভাবান্তর,
জীবন বিয়োগে আছি, জীবনে এখন ॥ ২১৩৯ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

কাফি।

কেমনে বল তুমি মম জীবন।
তুমি আমি এ প্রভেদ ও বিধুবদনি, আছেত এখন॥
দেখ পিরীতি প্রকাশ, কুসুম আর সুবাস,
এক তনু ভিন্ন গুণ, এক দরশন॥ ২১৪০॥

রাধামোহন সেন।

বেহাগ—আড়াতেতালা।

না বলিয়া সহসা ত্যজিয়া গিয়াছিলে।
কেমনে নিদয় হয়ে প্রাণনাথ, এমন করিলে॥
ভাগ্যে সে দেখা তোমার, পাইলাম আরবার, ও প্রাণরে,
তুমি কি আসিতে আমি জীবিত জানিলে॥ ২১৪১॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

বেহাগ—আড়াতেতালা।

যাইবার কালে কি আমার জ্ঞান ছিল।
তোমারে ভাবিয়া মনে, বিনোদিনি, চেতন হরিল॥
তোমার অনুমতি ল'ব, মনে এই অনুভব, ও প্রাণরে,
শোক আর রোদন মিলি ভুলাইয়া দিল॥ ২১৪২॥

রাধামোহন সেন।

মালকোষ—আড়াতেতালা।

সে দেশে এখন ওহে গুণমণি কোরোনা গমন।
তব প্রেয়সীর আদেশে আইলাম আমি, করিতে বারণ॥
দিনে তিনরূপে রবি ভ্রমিয়া গগন,
স্বাভাবিক তাপে সবে করয়ে দাহন,

পুনঃ আর বার হয় নিশিতে উদয় প্রচণ্ড তপন।
পবনের সনে গিয়া মিলিল অনল,
কোকিল ভ্রমরগণ উগারে গরল,
একে সে জ্বলিছে ইথে তুমি কি যাইয়া হ'বে জ্বালাতন ॥২১৪৩॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

মালকোষ—আড়াতেতালা।

হয় সে দাহন সই আমি করি প্রেয়সীরে স্মরণ।
তাহা না বুঝিয়া প্রিয়া উদ্দীপনে দোষ দিল অকারণ॥
নিশিতে তপন কেন উদয় হইবে,
পবনের সনে কেন অনল মিশিবে,
কোকিলে আর ভ্রমরে বা করিবে কেন গরল বমন।
বিরহ অনল হয় বিয়োগ পালিত,
আমার অন্তরে আছে সদা প্রজ্বলিত,
সে অনল মাঝে তারে ধ্যানের প্রভাবে আনিল যখন ॥ ২১৪৪ ॥

রাধামোহন সেন।

মালকোষ—আড়াতেতালা।

ধনি চাহিয়া রহিয়াছ কেন।
সুধা'লে না কহ বাণী, ওলো বিনোদিনি, জ্ঞানহারা হেন ॥
আমি তব প্রিয় সখি, কি দেখ আমা নিরখি,
চিত্রের পুত্তলী প্রায় দেখিতেছি যেন ॥ ২১৪৫ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

মালকোষ—আড়াতেতালা।

শুধু নয়ন শ্রবণ থাকিলে কি হয়।
মন যার নাহি তার ওলো সহচরি, কিছুই কিছু নয় ॥

শরীরে কি সংজ্ঞা আছে, মনো যে নাথের কাছে,
যে সংযোগে দেখি শুনি, সে যার নিদয় ॥ ২১৪৬ ॥

রাধামোহন সেন।

মুলতানী—আড়াতেতালা।

ওলো-প্রাণসখি নাথ আসিয়াছে, বুঝি মোর কাছে।
তা নহিলে পুরে কেন, শীতল উজ্জ্বল হেন, তম হরিয়াছে ॥
সেই সুমধুর স্বর, শুনিতেছি নিরন্তর,
সেই নিশ্বাস শরীরে লাগিতেছে।
পেয়ে সে অঙ্গের ঘ্রাণ, ব্যাকুল আমার প্রাণ, আর হইয়াছে ॥
কিন্তু না হেরি সে জন, নাহি পাই অন্বেষণ,
শেষে প্রাণনাথ, ডাকিলাম,
ধরিতে না পারি তাকে, উত্তর না দেয় ডাকে,
লুকি রূপে আছে ॥ ২১৪৭ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

মুলতানী—আড়াতেতালা।

ওরে বিনোদিনি কারে বল কান্ত, আইল বসন্ত।
হেরি শশীর কিরণ, ভাব নাথের আগমন, কেন হেন ভ্রান্ত ॥
শুন যে মধুর রব, কুহরে কোকিল সব,
ঝঙ্কার করিছে যত অলিগণ,
যাহারে পবন মান, সে মলয় পবমান, বহে অবিশ্রান্ত।
প্রফুল্ল কুসুমচয়, সুগন্ধে আমোদ হয়,
অঙ্গের সৌরভ তাহা জ্ঞান কর,
সেই ভাবনাতে র'বে, সদাই ব্যাকুলা তবে, কবে হ'বে শান্ত ॥ ২১৪৮ ॥

রাধামোহন সেন।

ললিত—আড়াতেতালা।

বিরস হেরিয়া মোরে, করিলে যে মন ভার, প্রাণ।
অবিচারে প্রতিমান, প্রাণ প্রাণবে, বল এ কোন্ বিচার॥
করি স্বমান অপমান, রাখি তব মানে মান,
তুমি সাধিবে আমারে, তা না হয়ে আমি সাধি আর।
মানে মান লুকাইল, দুই দ্বিগুণ হইল,
মম দুঃখ তব মান, এ দুঃখের নাহি পার॥ ২১৪৯॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

ললিত—আড়াতেতালা।

বিষাদ কেমনে হরে না হইলে বিষাদিত, প্রাণ।
বিরস হেরি তোমারে, হইব কি হরষিত॥
পিরীতে আমি দর্পণ, তুমিত আশ্রয় জন,
যে ভাবে যখন র'বে, নিরখিবে সেই রীত।
করি হরিষ বদন, কর বারেক লোকন,
তাহে যদি ম্লান হের, তবে বটে বিপরীত॥ ২১৫০॥

রাধামোহন সেন।

সৈন্ধবী—মধ্যমান।

ঘুচিবে এখনি আমার এ মরম বেদনা, প্রাণ।
ইথে প্রাণেশ্বর, হইওনা কাতর, রাখ অধীনীর সাধনা॥
তুমি না যাইতে আগে ভাগে বিচ্ছেদ,
শর ভাবে ভাবিনীর ভাব করিয়া ভেদ,
পশিল অন্তরে, আর তার তরে, কেন কর দুঃখশোচনা।
হৃদয় ভেদিলে কে কোথায় বাঁচিয়াছে,
মরিলে বা কার কবে যন্ত্রণা রহিয়াছে,
দেহে যতক্ষণ, আছে হে জীবন, ততক্ষণ অবধি যাতনা॥ ২১৫১॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

সৈন্ধবী—মধ্যমান।

আমার এ বেদনা, জীবন অবধি রহিল, প্রাণ।
আমি যদি প্রাণ, না করি পয়ান, তোমার বেদনা ঘুচিল ॥
কাতর নয়নে আমা পানে চাহিয়া,
ব্যাকুলা হইলে প্রিয়ে প্রাণ যায় বলিয়া,
কাতর কটাক্ষ, সে করুণ বাক্য, শেল হয়ে হৃদয়ে পশিল ॥ ২১৫২ ॥

রাধামোহন সেন।

সৈন্ধবী—মধ্যমান।

কিসে হইল প্রেম তার সহিতে, সই।
কিরূপ তাহার রূপ, না পেলে দেখিতে, সই ॥
তারে হেরিলে যখন, সে ছিল দাঁড়াইয়া দূরে তখন, সই,
ছায়ামত যেন হেন সই, দেখিলে নিশিতে ॥ ২১৫৩ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

সৈন্ধবী—মধ্যমান।

তুমি হেরিলে তারে দূরে তিমিরে, সই।
আমি দেখিতেছি কাছে সই, উজ্জ্বল মন্দিরে, সই ॥
মম হৃদয় গগন, শরৎ শশধর সম সে জন, সই,
আমি কি প্রকারে দূরে সই, কহিব শশীরে।
যে জনার উদয়ে মম, বিনাশ হইল মানস তম, সই,
তিমিরে কি আচ্ছাদিবে তাহার শরীরে, সই ॥ ২১৫৪ ॥

রাধামোহন সেন।

দেওশাক—তেওরা।

ওলো নিত্য সখি, বল দেখি, নারীবধের ভাগী কে হইবে।
একেবারে সপ্তরথী করিছে প্রহার, একাকিনী রাধে কেমনে বাঁচিবে ॥

দুরাচার অহঙ্কার নির্দয় হইয়া, বাঁধিয়াছে শ্রীমতীকে কোপলতা দিয়া,
কাম হানে ফুলবাণ শশীকর শেল, পিকস্বর শর কিসে নিবারিবে।
ঋতুনাথ করে কাল করবাল পাত, সমীরণ করিতেছে গতি বজ্রাঘাত,
কুসুম সৌরভ শূল করিছে ক্ষেপণ, এরূপে অবলা নিতান্ত মরিবে॥২১৫৫॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

দেওশাক—তেওরা।

শ্যাম বিদূষক বুঝে দেখ নারীবধের ভাগী যে হইল।
ভাসিতেছিলে হে তুমি সন্দেহ সাগরে, বিধাতা ভঞ্জন তরী মিলাইল॥
শ্রীমতীবধের ভাগী কে হবে বলিয়া,বিচার কি করিতেছ আমা সম্বোধিয়া,
ঐ শুন শুন যেন নরাঙ্কিত প্রায়, তুহি তুহি রব করিছে কোকিল॥২১৫৬॥

রাধামোহন সেন।

বসন্তী—আড়াতেতালা।

তোমার শ্রীমতী ভস্মরাশি হইল হইল।
ঋতু মদন বিচ্ছেদ সমীরণ শশী, এই পাঁচে মিলি দহিল॥
এ ঋতু সে শ্রীমতীর মনে কুণ্ড নিরমিল।
মনসিজ শর তৃণ দিয়া তাহা সাজাইল॥
বিচ্ছেদ আপন মত সময় পাইয়া, বিরহ অনল জ্বালিল।
সখা ভাবে পাবকে পবন আলিঙ্গন দিল॥
তাহাতে তার আর দ্বিগুণ গৌরব বাড়িল।
প্রজ্বলিত করিবারে অনিবারে তায়, শশী সুধাঘৃত ঢালিল॥২১৫৭॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

বসন্তী—আড়াতেতালা।

তা হইলে আমিও হইতাম দাহন।
শ্রীমতী অনলে যদি ত্যজিত জীবন॥

চাতুরী করিয়া সখি কহিলে কেমনে,
বসবতী হইল নিধন।
যেমন আধারে সখি আধেয় রাখিলে সাজে,
তেমনি আগারে সে রাখিযাছে হৃদয় মাঝে,
এই তার নিদর্শন পুরীদাহ হ'লে, বাঁচে কি সে পুরবাসী জন॥
অন্তিবে অন্তব হয চিরদিনান্তর হ'লে,
অতএব দহিলে না যদি বল ইহা ব'লে,
তবে কেন সেইজন এই যে অন্তরে, করিতেছি সদা দরশন॥ ২১৫৮॥

রাধামোহন সেন।

ঠুংরি—আড়াতেতালা।

শ্যামের বিরাগ রাধা করিছ কেমনে।
গোপীর সমাজে বসি সহাস্য বদনে॥
শ্যামের প্রেম কাঞ্চন কলঙ্কে জ্বালিয়া,
সাধের সাঁচে ঢালিলে সোহাগে গালিয়া,
মোহনালঙ্কার করি পরিলে মননে।
মনোযন্ত্রী মর্ম্মরূপ যন্ত্র বাজাইয়া,
অনুরাগ আলাপনে মোহিত হইয়া,
শ্যাম গুণ গান করে মধুর ধ্বরণে॥ ২১৫৯॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

ঠুংরি—আড়াতেতালা।

গোপী মাঝে শ্যাম গুণ বল প্রকাশিতে।
তবে কি শ্যামেরে আর পাইব দেখিতে॥
আমার শ্যামের গুণ সৌরভ বাখান,
গোপিকাগণের মন পবন সমান,
এখনি হইবে লীন কহিতে কহিতে॥ ২১৬০॥

রাধামোহন সেন।

মল্লারী— আড়াতেতালা।

পাইয়া বিরহ ছল কে না বাদ সাধিছে, সই।
পিরীতির উদ্দীপন, ছিল যাহারা তখন,
এখন তারা দহিছে॥
শশী ক্ষরে খরকর, অনিল অনলতর,
কুসুম শূল হানিছে।
অলি কহে গুণ অগুণ, তাহে কোকিল দারুণ,
কত কুকথা কহিছে॥ ২১৬১॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

মল্লারী—আড়াতেতালা।

ক্ষীণের গৌরব ধনি, কোথাও নাহি কখন।
সদা অগৌরব সার, নিদর্শন শুন তার,
অনল আর সমীরণ॥
প্রবলানল যখন, দাহন করে কানন,
সখা হয় সমীরণ তখন।
হীনবল সে অনলে, নির্বাক্ষিয়া দীপছলে,
বিনাশে সেই পবন॥ ২১৬২॥

রাধামোহন সেন।

গৌড়মল্লার—একতালা।

বংশীবদনের মনে উপজে আনন্দ।
রাধা চন্দ্রাবলী করে শ্যাম লয়ে দ্বন্দ্ব॥
কহে শ্রীমতী সুন্দরী, নিতান্ত আমারি হরি,
তা নয় করিবে বুঝি, দেখি সেই ছন্দ।
কহিছেন চন্দ্রাবলী, হরি আমারি কেবলি,
তুমি কেন পাতিতেছ বিরোধের ফন্দ॥ ২১৬৩॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

গৌড়মল্লার—একতালা।

হরি কহিছেন হাসি, বাড়াইয়া রাগ।
যদি মোরে ভালবাস ত্যজ দোঁহে রাগ ॥
শ্রীরাধিকা প্রিয়তমা, চন্দ্রাবলী মনোরমা,
আমি জানি দোঁহে সমা, সমানানুরাগ।
কেন কর ও কলহ, দুজনে সমান লহ,
কামের করাতে তনু, করি দুই ভাগ ॥ ২১৬৪ ॥

রাধামোহন সেন ॥

জয়েত—আড়াঠেতালা।

তব নাথ আঁখি মুদিল তুমি আসিতে।
কেন বা আইলে হেন, ওগো সখি, দেখিতে দেখা দিতে ॥
নিতান্ত যে ত্যজিযাছে, কেন এলে তার কাছে,
বরঞ্চ নিরাশা ভাল, এমন আশা হইতে ॥ ২১৬৫ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

জয়েত—আড়াঠেতালা।

নাথের কমল আঁখিতো হবে মুদিত।
আর কি প্রকাশ থাকে, অগো সখি, আমি হইলে উদিত ॥
নাথ আমারে সজনি, বলিত বিধুবদনী,
সে কথা স্বরূপ বটে, আজু হ'লো বিদিত।
নহে নয়ন কেবল, মুদিল অধর দল,
হৃদি কমলের ভাব বদনে প্রকাশিত ॥ ২১৬৬ ॥

রাধামোহন সেন।

টোড়ী।

বুঝি বিনোদিনী ত্যজিয়াছে জীবন।
প্রাণহীনা হেরি যেন, ডাকিলে না শুনে কেন,
নাহি মিলে নয়ন॥
যদি মানিনী হইত, আমা পানে না চাহিত,
বরঞ্চ নাহি করিত আলাপন।
ইহাতো সে ভাব নহে, দেখ সখি নাহি বহে,
নাসিকায় পবন॥ ২১৬৭॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

টোড়ী।

তোমার শ্রীমতী ত্যজে নাই জীবন।
নাসা শ্রুতি আঁখি তার, রুদ্ধ করি তিন দ্বার,
করিতেছে সাধন॥
সুগন্ধি মারুত বহে, ঘ্রাণে বিরহিণী দহে,
অতএব নিশ্বাসের গতি নহে,
কোকিল কুহুস্বরে, আকুল পরাণ করে, বধির একারণ।
নয়নেতে যদি চায়, শরীরে দেখিতে পায়,
বিচ্ছেদ অনল হয় প্রবল তায়,
তোমারে ভাবিয়া মনে, লোমাঞ্চিত ক্ষণে ক্ষণে,
ওই কর লোকন॥ ২১৬৮॥

রাধামোহন সেন।

গৌড়—তেওট।

কোরোনা রোদন গমন কালীন।
কর সুবিধান বাধে যাহাতে পুনঃ হয় দরশন॥
মৃগ চিহ্ন যে মুখে সে মুখ ফিরাইয়া,

এ সময় রহিলে যে বিমুখী হইয়া,
দক্ষিণ দিকেতে আসি বসিয়া দেখাও চন্দ্রবদন ॥ ২১৬৯ ॥

রাধামোহন সেন।

উত্তর।

ভৈরবী—পোস্তা।

করি নাই রোদন তোমার গমনে।
করিয়াছি শুভাচার তোমার শুনিয়া দূর গমন ॥
নয়ন যুগল কুম্ভে সলিল পূরিয়া,
রাখিয়াছি পক্ষ্মণী পল্লব আরোপিয়া,
বিচ্ছেদ নিগম দ্বার দু দিকে কর্হে সুদর্শন ॥ ২১৭০ ॥

রাধামোহন সেন।

ভৈরবী—পোস্তা।

কি বিরাগে অনুরাগে রাগেতে রহিলে হে।
কেন দিলে মনে ব্যথা কথা না কহিলে হে ॥
দেখিতে তোমার রীতি, চঞ্চল হইল মতি,
মনে বুঝি রাতারাতি, ভূপতি হইলে হে ॥
একি ভাব দেখাইলে, কোন্ দেবে বর দিলে,
কালকেতু সম হ'লে, কি ধন পাইলে হে ॥
আমি ত তোমা বিহনে, জানিনা আর অন্য জনে,
মন যোগাই প্রাণপণে, কেমনে ভুলিলে হে ॥ ২১৭১ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

ভৈরবী—পোস্তা।

ভূপতি হয়েছি আমি তুমি কি জাননা লো।
ব্যঙ্গচ্ছলে বল, কিন্তু সত্য সে ঘটনা লো ॥
সরলা নারী যে ভাবে, যারে যে কথা কহিবে,
অবশ্য তাহা ফলিবে, বিফল হবেনা লো ॥

কমলে যুগখঞ্জন, যেবা করে দরশন,
নিশ্চয় হয় রাজন, তার কি ভাবনা লো॥
তুমি ত কমলমুখী, খঞ্জন যুগল আঁখি,
রাজা হয়েছি তা দেখি, অমান্য কোরোনা লো॥ ২১৭২॥

যদুনাথ ঘোষ।

গৌড় সারঙ্গ—অলদ্ তেতালা।

সাধে কিহে প্রাণসখা লয়েছি তোমার মনে।
ভয় কি ভাল করেছি রেখেছি অতি যতনে॥
আমার কি দোষ পেয়ে, কটাক্ষশর হানিয়ে,
অবলাপ্রাণ জ্বালায়ে, পলায়েছিলে গোপনে॥
নিজ দোষ না দেখিয়ে, পর দোষ প্রকাশিয়ে,
ধর্ম্মভয় না করিয়ে, কাঁদাও কত নারীগণে॥
যত দণ্ড কর মোরে, মনত দিবনা ফিরে,
হাতে পেয়েছি তোমারে, দেখ্‌ব জীবনে মরণে॥ ২১৭৩॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

গৌড় সারঙ্গ—অলদ্ তেতালা।

নিরাশা হয়েছি সখি যে দিনে লয়েছে চোরে।
বহুভাগ্যফলে কেহ হারাধন পায় ফিরে॥
লয়েছ আমার মনে, দুঃখ নাহি করি মনে,
পরিবর্ত্ত কর মনে, সুখ্যাতি রবে সংসারে॥
যা করেছ একবার, ওপথে যেওনা আর,
চোরের নাহি নিস্তার, বিপদে পড়িবে পরে॥
লোভে শাসন করিবে, পরধনে না চাহিবে,
অনায়াসে সুখে থাকিবে, যে ধন পেয়েছ করে॥ ২১৭৪॥

যদুনাথ ঘোষ।

মোহিনী— পোস্তা।

আমি তাই ভাবি দিবা বিভাবরী।
যে না ভাবে সে অভাবে কেন ভেবে মরি॥
ভুলাযে কত কৌশলে, কেমনে রহিল ভুলে,
কাঁদালে নাহি কাঁদিলে, কেন কেঁদে মরি॥
সাধনা ক'রে কাতরে, সাধিলে কত আদরে,
সাধ না পূরালে তারে, কেন সেধে মরি॥
বিষম বিরহানলে, এ দেহ দাহ করিলে,
এ জ্বালা সে না জানিলে, কেন জ্বলে মরি॥ ২১৭৫॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

মোহিনী—পোস্তা।

যখন ভাব করে মজেছো ভাবেতে।
এখন সে না ভাবে তোমায় হইবে ভাবিতে॥
ভুলাতে কত কেঁদেছ, ভুলাযে সে ভুলে আছে,
এখন ত তাই শোধিতেছ, হতেছে কাঁদিতে॥
পেয়েছ কত যাতনা, করেছ কত কামনা,
সিদ্ধ হযেছে সাধনা ক্ষতি কি সাধিতে॥
কিন্তু একথা নিশ্চয়, বিরহ একের নয়,
তাহাতে অবশ্য হয, উভযে জ্বলিতে॥ ২১৭৬॥

যদুনাথ ঘোষ।

যোগিয়া—পোস্তা।

কোথা আছ ওরে প্রাণ, কাল হরে আমার প্রাণ।
একবার দেখা দিয়ে প্রাণ, জুড়াও এসে তাপিত প্রাণ॥
নিশ্চয় হয়েছে এবে এ কুরবে র'বে নাবে প্রাণ।
অবশ ইন্দ্রিযগণ, স্বজনে করে রোদন,
রয়েছে দুটী নয়ন, করিবে বুঝি দরশন, আসার আশে প্রাণ॥

গমন করিবে প্রাণী, অন্য শোক নাহি মানি,
মনে এই অনুমানি, মম লাগি অনাথিনী, হতে হবে প্রাণ ॥
কি আর কহিব তোরে, এই ভিক্ষা দিবে মোরে,
প্রাণ বলে আর পরে, বিধুমুখী মধুস্বরে, ডেকনারে প্রাণ ॥ ২১৭৭ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

যোগিয়া—পোস্তা।

আমি এসেছিরে প্রাণ, চেয়ে দেখ আমার প্রাণ।
তোরে দেখে আমার প্রাণ, খেদে কাঁদে আমার প্রাণ ॥
কি কারণে এত ভীত, অভিভূত, বল আমার প্রাণ।
প্রেম সিন্ধু নীরে, অভিষেক করেছি তোরে,
যাবে না আর কালের করে,
অমরে সাধ্য কে মারে, ওরে আমার প্রাণ ॥
তবে মহা প্রলয়েতে, যদি হয় লয় হ'তে,
সেই কালে উভয়েতে, সেখানেতে যাব ওরে প্রাণ ॥
জীবনে কিম্বা মরণে, দোঁহে রব এক স্থানে
প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম প্রমাণে, এখন কি ভুলেছ মনে,
ওরে আমার প্রাণ ॥ ২১৭৮ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি গোপনে যদি রয়।
তা হতে আর এজগতে আছে কিবা সুখোদয় ॥
কালি দিয়ে শত্রুমুখে, তারা থাকে মনের সুখে,
পরম যতনে রাখে, না থাকে কলঙ্কভয় ॥
পরে নাহি ধরে ছল, জলেনা বিরহানল,
উভয়ে থাকে সরল, সফল সেই প্রণয় ॥

জ্বরেনা যন্ত্রণাজ্বরে, মরেনা গঞ্জনাশরে,
ডোবেনা লাঞ্ছনা নীরে, যারে বিধাতা সদয় ॥ ২১৭৯ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

সিন্ধু—টিমা তেতালা।

পিরীতি কি থাকে গোপনে।
কে দেখেছে কে করেছে এই ভুবনে ॥
গোপনে রাখিবার তরে, কেবা না যতন করে,
ব্যক্ত হয় বায়ুভরে, গুপ্ত রহিবে কেমনে ॥
পরের হাতে গেলে পরে, কোথা ভাল বলে পরে,
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, ভাল মন্দ সর্ব্ব জনে ॥
শরে জ্বরে কেনা মরে, কে কোথা ডোবেনা নীরে,
তেমতি পিরীতি ঘেরে, বিচ্ছেদ আছে সর্ব্বক্ষণ ॥ ২১৮০ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

সিন্ধু—টিমা তেতালা।

প্রেম অতি সাধনেরি ধন।
যতনে বা অযতনে কদাচ নহে গোপন ॥
উভয়ে চতুর হবে, কিছু দিন গোপনে র'বে,
প্রকাশ হইবে যবে, সাধ্য কে করে বারণ ॥
করিলে কলঙ্কভয়, পিরীতি নাহিক হয়,
দুকূল ত নাহি রয়, সেত অঘট ঘটন ॥
কলঙ্ক নাহি থাকিলে, পিরীতি কি সুখে মেলে,
দুঃখভোগ আছে বলে, সুখের এত যতন ॥ ২১৮১ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

সাহানা কানাড়া—পোস্তা।

মনে যারে ভাল বাসি সেত সদা মনে রয়।
তাহার বিচ্ছেদে আমার যাতনা কিছুনা হয় ॥

যদি থাকে মনে মনে, কাজ কি আর দরশনে,
কি ফল বল শ্রবণে, মন সকলের আশ্রয়॥
ধৈর্য্যগুণে বেঁধে মন, সুখে থাকি সর্ব্বক্ষণ,
মনেতে করি স্মরণ, না থাকে বিচ্ছেদের ভয়॥
দেখ কোন রূপ গুণে, বাধ্য হয় ইন্দ্রিয়গণে,
মন যদি নাহি জানে, তাহাতে কি ফলোদয়॥২১৮২॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

সাহানা কানাড়া—পোস্তা।

একি অসম্ভব কথা বলে ভুলালে আমারে।
বিচ্ছেদে নাহিক খেদ যাতে মর্ম্ম ভেদ করে॥
যত কর্ম্ম যোগাযোগ, মন বটে করে ভোগ,
বিনে ইন্দ্রিয় সংযোগ, মন কি পাইতে পারে॥
করিতে রাজপূজন, করে কত আয়োজন,
করে না কি আকিঞ্চন, প্রসাদ পাইবার তরে॥
প্রত্যক্ষ দেখে সকলে, এই অবনী মণ্ডলে,
প্রসাদ পাইবে বলে, দেব পূজা ঘরে ঘরে॥ ২১৮৩॥

যদুনাথ ঘোষ।

মোহিনী কানাড়া—ঢিমা তেতালা।

যেরূপে সে ভুলে গো আমায়, কর তার উপায়।
মনে বুঝি সে ভুলিলে আমিও ভুলিব তায়॥
আমি যেমন তার লাগি, সতত দুখের ভাগী,
সেও তেমনি অনুরাগী, মনে মনে জানা যায়॥
সুখ ত ফুরায়ে গেছে, দুঃখের শেষ হয়েছে,
তবে আর কেন মিছে, আশাতে প্রাণ জ্বলায়॥

সহেনা যন্ত্রণা আর, সদা করি হাহাকার,
ভাবিয়ে করেছি সার, ঘুচাইব প্রেমদায়॥
পাষাণ বাঁধিব বুকে, একাকী থাকিব সুখে,
কালি দিব শত্রুমুখে, ধৈর্য্যেরে ক'রে সহায়॥
কুটিল কুমতি লোকে, অসুখী পরের সুখে,
বিভূতি সে দগ্ধ মুখে, সাধে বিষাদ ঘটায়॥ ২১৮৪॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

সোহিনী কানাড়া—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি যে করে একবার,সেকি ভুলে আর।
কথাতে সকলে পারে, কাজেতে ত্যজিতে ভার॥
প্রেম অমূল্য রতন, সুজনেরি প্রাণধন,
ত্যজিলে হবে নিধন, দেহেতে কি কাজ তার॥
কুজনে কুতর্ক করে, ছাড়া কোথা এ সংসারে,
কলঙ্কে কি ভয় তারে,পিরীতি ব্যবসা যার॥
প্রথমে সহিতে হয়, শেষে কেবা কোথা রয়,
তখন প্রেমে সুখোদয়, কলঙ্ক হয় অঙ্গ ভার॥
আগে দুঃখ না সহিলে, শেষে কোথা সুখ মিলে,
সমুদ্রে না প্রবেশিলে, মেলে কোথা রত্ন হার॥
সুহৃদ্‌ভঙ্গ করে যারা,লঙ্কাপুরনিবাসী তারা,
মনের দোষে প্রাণে সারা, সুখ হয় কোথা কার॥ ২১৮৫॥

যদুনাথ ঘোষ।

প্রত্যুত্তর।

সোহিনী কানাড়া—ঢিমা তেতালা।

সাধে কি পিরীতি ছাড়্‌তে চাই, আর কাজ নাই।
প্রেম গেলে প্রাণ যাবে ঘুচিবে সব বালাই॥

জানি যত যতনে, পেয়েছি প্রেম রতনে,
কুজনের কুবচনে, সদা মনে ব্যথা পাই ॥
বোঝা গেছে ভাবের ভাব, ঘটেছে ভাবে অভাব,
থাকা যাওয়া সমভাব, সে ভাব আর ঘটিবে নাই ॥
তথাপি সহিতে পারি, সদা সঙ্গ হলে তারি,
সকল দুঃখ পরিহরি, সদা হরিগুণ গাই ॥
সেই জন্যে এত খেদ, অসহ্য তারি বিচ্ছেদ,
কিন্তু মাত্র দেহভেদ, মন আছে এক ঠাঁই ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হলে, সকল সুখ যাই ভুলে,
আবার একবার দেখা হলে, সকল দুঃখ ভুলে যাই ॥ ২১৮৬ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

মালকোষ—একতালা।

আজি কিবা শুভক্ষণে শুভনিশি পোহাইল।
প্রাণাধিক প্রিয়সখী প্রিয়জনে দেখাইল ॥
ক'ব কি কত যতনে, রেখেছি দুটি নয়নে,
দেখিয়ে বিধুবদনে, যত দুঃখ ফুরাইল ॥
তব বিরহ অনলে, চিরদিন মরি জ্ব'লে,
মিলন অমৃতজলে, সব জ্বালা নিবাইল ॥
নাশিল বিপক্ষবল, হাসিল স্বপক্ষদল,
প্রাণ হইল শীতল, যেন মহী জুড়াইল ॥ ২১৮৭ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

মালকোষ—একতালা।

তুমি ত সুখ সাগরে ভাসিতেছ শুভক্ষণে।
আমি ত প্রবল দুঃখ গণিতেছি মনে মনে ॥
জানাব কত কহিয়ে, বিরহানলে দহিয়ে,
চিরদিন দুঃখ সহিয়ে, পাষাণে বেঁধেছি প্রাণে ॥

মিলন অমিয় জলে, যেন জগত জুড়ালে,
পুনঃ বিচ্ছেদ হইলে, সে দুঃখ সহে কেমনে ॥
স্বপক্ষেরে হাসাইতে, বিপক্ষেরে কাঁদাইতে,
ক্ষণেক সুখ হইতে, দুঃখ ভাল চিরদিনে ॥ ২১৮৮ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

মালকোষ—জলদ্ তেতালা।

ধিক্ রে ইন্দ্রিয়গণ কি সুখে আছ দেহেতে।
কি ছিলি কি হলি তোরা, আর কি আছে ভাগ্যেতে ॥
নির্জ্জনে থাকি সতত, সকলেরি অনুগত,
ভাল মন্দ ভোগ যত, সকলি তোদের হাতে ॥
শুন শুন ওরে আঁখি, যে রূপ সদা নিরখি,
হইতে পরম সুখী, পলকরহিত হয়ে,
এবে সে রূপ না দেখে, নাজানি আছ কি সুখে,
উচিত অসহ্য দুঃখে, এখনি অন্ধ হইতে ॥
শ্রবণ ক'র শ্রবণ, যে গুণ ক'বে শ্রবণ,
শ্রুতিবচন শ্রবণ, করিতে না কোন কালে,
সে গুণ শ্রবণাভাবে, কেমনে আছ স্বভাবে,
ধীর যদি হও তবে, উচিত বধির হ'তে ॥
রসনা পড়েনা মনে, অধর অমৃত পানে,
অমর করেছ প্রাণে, তাইতে কি নিশ্চিন্ত আছ,
না পেয়ে সে সুধারস, কেমনে আছ সরস,
যদি চাহ সরল যশ, উচিত গরল খেতে ॥
কি কহিব নাসিকায়, পুষ্পগন্ধ যার কায়,
আমোদে রহিতে তায়, সৌরভে গৌরব ক'রে,
এবে সে সৌরভ বিনে, গৌরব কি আছে মনে,
উচিত হয় এইক্ষণে, হইতে প্রাণরহিত ॥

হস্ত কি পদস্থ ছিলে, সেই অঙ্গ সুকোমলে,
স্পর্শ ক'রে কুতূহলে, হর্ষ সলিলে ভাসিতে॥
সে অঙ্গসঙ্গ বিহনে, কি রঙ্গে আছ অঙ্গনে,
সুখ সাঙ্গ হ'ল জেনে, কেন আছ অবশেতে॥
দেখে তোদের এ দুর্দ্দশা, আমার ভাঙ্গিল বাসা,
ঘুচিল সব সুখের আশা, দুঃখনীরে ভাসা হল,
সহেনা যাতনা আর, হয়েছি শবের আকার,
আমারে কর সৎকার, তার বিচ্ছেদ অনলেতে॥
তার বিচ্ছেদ অনলে, আমি মনঃ পুড়ে ম'লে,
সুখী হইবে সকলে, ঘুচিবে যত যন্ত্রণা,
এবার যখন আস্‌ব ভবে, প্রতিজ্ঞা করিব সবে,
প্রেমের পথে কেউ না যাবে, র'বে সবে অবশেতে॥ ২১৮৯॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

সাহানা—জলদ্ তেতালা।

দেহ ব্রহ্মাণ্ড সমাজে মহারাজা তুমি মন।
দেহেতে যে বাস করে সবে তব পরিজন॥
আমরা ইন্দ্রিয়গণে, যাহার যে সাধ্য গুণে,
তব আজ্ঞা প্রয়োজনে, করি ভোগের আয়োজন॥
ইহকালে পরকালে, সুখ দুঃখ রাজার বলে,
রাজা অজ্ঞানী হইলে, কে রাখিবে রাজ্যধন॥
যে রাজ্যে রাজা দুর্ব্বল, সে রাজ্যে কোথায় কুশল,
তুমি হইলে সবল, সুখে থাকি সর্ব্বজন॥ ২১৯০॥

যদুনাথ ঘোষ।

হাম্বির—ঢিমা তেতালা।

কি কুক্ষণে তার সনে হল প্রেম আলাপন।
সে গেছে প্রেম ভুলেছে, মজে আছে মম মন॥

পেয়ে তারে পরস্পরে, সুখী হয়েছিলাম পরে,
রেখেছিলাম হৃদিপরে, পরে করিল হরণ॥
ভাল সেত ভুলে আছে, যেতে না হয় তার পাছে,
ঔষধি তাহারি কাছে তারে করাও সেবন॥
যদি হয় শিরশ্ছেদ, তাহে নহে এত খেদ,
অসহ্য তারি বিচ্ছেদ, আর রহেনা জীবন॥ ২১৯১॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

হাম্বির—টিমা তেতালা।

প্রেমালাপ হ'লে পরে হয় প্রলাপ যাতনা।
নিশ্চিন্ত এই ত ভাব জানিয়ে কেন ভাবনা॥
সুজন সঙ্গে যাইতে, সুখের নিধি পাইতে,
অমৃত খণ্ড খাইতে, কেবা না করে কামনা॥
সে যদি ভুলেছে তোরে, তুমি ভুলে যাও তারে,
এ ঔষধি অনুসারে, সফল হবে সাধনা॥
এত দুঃখ বারে বারে, অন্যে কে সহিতে পারে,
ভুলে যাও দেখে তারে, কিছুত মনে রাখনা॥ ২১৯২॥

যদুনাথ ঘোষ।

গৌড়সারঙ্গ—জলদ্‌তেতালা।

মম অন্তঃপুর হ'তে মন হারায়েছে সখি।
সেই অবধি নিরবধি দশদিক শূন্য দেখি॥
নয়নে কহি আভাষে, প্রাণান্তে নাহি প্রকাশে,
কভু কাঁদে কভু হাসে, কিন্তু সব জানে আঁখি॥
প্রাণের আধার মনে, চুরি করিল কেমনে,
কি প্রবোধে অবোধ প্রাণে, বুঝায়ে দেহেতে রাখি॥
জীবন হ'ল সংশয়, প্রকাশিতে করে ভয়,
তোমারে সন্দেহ হয়, সত্য বল বিধুমুখি॥ ২১৯৩॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

গৌড়সারঙ্গ—জলদ্‌তেতালা।

কে করিল মনচুরি চোর বলিছ হে কারে।
না জানিয়ে সাধু জনে চোর বল কি বিচারে॥
তুমি কি জাননা মনে, একথা সকলে জানে,
ঘটনা করে নয়নে, সেই ডেকে আনে চোরে॥
এই রীতি আছে চোরে, বসন ভূষণ হরে,
মনচুরি ক'রে পরে, কি লাভ হইতে পারে॥
নিদর্শন না দেখাবে, চোরে কেহ না ধরিবে,
শেষে নিজে দণ্ড পাবে, মদনরাজ বিচারে॥ ২১৯৪॥

যদুনাথ ঘোষ।

প্রত্যুত্তর।

গৌড়সারঙ্গ—জলদ্‌তেতালা।

শুন লো কমলমুখি চোর কি বাঁচে বচনে।
দুরন্ত কন্দর্প রাজা একান্ত দুষ্ট দমনে॥
যদি বল সে রাজারে, বাধিত করিব করে,
শেষে ধর্ম্ম রাজার দ্বারে, ত্রাণ পাইবে কেমনে?
ধনচোরের অপমান, প্রাণচোরের বধে প্রাণ,
মনচোরের পরিত্রাণ, নাহি জীবনে মরণে॥
শয়নে স্বপনে ধ্যানে, চোরে হেরি মরি প্রাণে,
কি আছে তোমার মনে, বলনা ধরি চরণে॥ ২১৯৫॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

গৌড়সারঙ্গ—জলদ্‌তেতালা।

অবলা সরলা আমি মিছে দোষী কর মোরে।
মনচুরি করিতে কি পারে হে সামান্য চোরে॥
আমিত অবীনা নারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
কেমনে যাইতে পারি, তব হৃদয় মন্দিরে॥

একি তব মন্দ দশা, কে করিল এ দুর্দ্দশা,
বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা, বাটপাড়ে লয়েছে হ'রে॥
চুরি করে কত মনে, কাঁদায়েছ কত জনে,
সেই ফল এত দিনে, পেয়েছ ধর্ম্ম বিচারে॥ ২১৯৬॥

যদুনাথ ঘোষ।

প্রত্যুত্তর।

গৌড়সারঙ্গ— জলদ্‌তেতালা।

ধরা পড়েছ লো ধনি আর কি থাকে গোপনে।
ভাল চাহ ফিরে দিবে থাকিবো লো মানে মানে॥
কাতর দেখিয়ে প্রাণে, ধ'রে দিয়েছে নয়নে,
আগুনে ঢাকি বসনে, রাখিবে বল কেমনে॥
বুঝিয়া ইহার মর্ম্ম, রক্ষা কর নিজ ধর্ম্ম,
মনের অগোচর কর্ম্ম, আছে বল কোন্‌খানে॥
বাঁধিয়ে বাহুযুগলে, রাখিয়ে হৃদি কমলে,
মদন ভূপতি বলে, দণ্ড করিবে বিধান॥ ২১৯৭॥

যদুনাথ ঘোষ।

পূরবী—পোস্তা।

তোমার অধীন হয়ে চিরদিন বিফলে গেল।
সুখসিন্ধু তীরে থেকে দুঃখ নীরে ভাসাইল॥
আঁখি মজালে জীবনে, আপনি ভাসে জীবনে,
কেমনে রাখি জীবনে, আশা জীবনে ডুবিল॥
সুখ দুঃখ সর্ব্বস্থানে, বিধাতা লেখে গোপনে,
আমার কপালের গুণে, লিখিতে কি ভুলেছিল॥
ঘরে পরে অপমান, দাঁড়াইতে নাহি স্থান,
ঐ খেদে কাঁদে প্রাণ, লাভে ত শত্রু হাসিল॥ ২১৯৮॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

পুরবী—পোস্তা।

ভাল সঙ্গ হলে বঁধু স্বভাব যাবে কোথায়।
তাহাকে অদৃষ্ট যোগ আক্ষেপ কর বৃথায়॥
সতত কমলবনে, বাস করে ভেকগণে,
ভৃঙ্গ মত্ত মধুপানে, ভেকে কখন না খায়॥
রাহু আসি রাগভরে, গ্রাস করে সুধাকরে,
কিন্তু রাখিয়ে উদরে, সুধাবিন্দু নাহি পায়॥
তব দশা দেখে তাই, মরমেতে ম'রে যাই,
আমার কি সাধ নাই, সুখী করিতে তোমারে॥ ২১৯৯॥

যদুনাথ ঘোষ।

খাম্বাজ—ছেপ্‌কা।

মানিনী মান গেল কেন প্রাণ গেল না।
তুমি তারে ভালবাস সেত তা বাসে না॥
বাড়াতে তাহারি মান, হারালে আপনার মান,
মিছে কর অভিমান, সেত তা মানে না॥
অভাব ঘটেছে ভাবে, তবে কি হইবে ভেবে,
তুমি মজেছ যে ভাবে, সেত তা ভাবে না॥
বাসনা তব মনেতে, সে রবে সদা সুখেতে,
বুঝাও তারে বিধিমতে, সেত তা বুঝে না॥ ২২০০॥

যদুনাথ ঘোষ।

উত্তর।

খাম্বাজ—ছেপ্‌কা।

সজনি প্রাণ আছে মিছে প্রেম বিহনে।
মরা বাঁচা সমজ্ঞানে রয়েছি বিমানে॥
ভুলেছে ভাল বাসেনা, আমার মনতো তা বুঝেনা,
ভুলিয়ে তারে ভুলেনা, শয়নে স্বপনে॥

যার জন্যে কুলমান, হ'ল সব সমধান,
তার কাছে অপমান, মানিব কেমনে ॥
এত দুঃখ সহ্য ক'রে, রয়েছি জীবন ধ'রে,
পুনঃ তারে পাব করে, আশা আছে মনে ॥ ২২০১ ॥

খাম্বাজ—খেমটা।

সই ঐ খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে।
না দেখে তাহার মুখ দুঃখে বুক ফাটে ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রাণ, মিলনে নয় অভিমান,
শাঁক কাটা করাতের সমান, আস্‌তে যেতে কাটে ॥
মনের দুঃখ মনে রয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
মনে যে বাসনা হয়, কাজে তা না ঘটে ॥
লাভ ত ভাল হইল, পুঁজি পাটা বিকাইল,
লাভে মূলে হারাইল, এসে প্রেমের হাটে ॥ ২২০২ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

খাম্বাজ—খেমটা।

সই কাঁদিলে কি হবে এখন আর গো।
শেষে এই ঘটে আগে না করে বিচার গো ॥
পিরীতি বিচ্ছেদে ঘেরা, যারা করে জানে তারা,
কেন হয়ে সকাতরা, কর হাহাকার গো ॥
সুখ দুঃখ সমাকারে, থাকে সকল আধারে,
আশা পূর্ণ এ সংসারে, হয় কোথা কার গো ॥
ব্যবসা করে সকলে, লাভালাভ দুই ফলে,
হয় বুদ্ধির কৌশলে, আশার সুসার গো ॥ ২২০৩ ॥

যদুনাথ ঘোষ।

দেশখাম্বাজ—একতালা।

কি কর কি কর, শ্যাম নটবর,
যাই সর নিজ কাজে।

চপল নয়ন, শর বরিষণ,
কোরোনা হৃদয়ে বাজে ॥
আমি গোকুলের কুল ললনা,
তুমি কি শ্যাম জেনেও জাননা,
ছলনা ছাড়না, ছুঁয়োনা ছুয়োনা,
মরি মরি হরি লাজে।
ওহে চতুর কাল ত্রিভঙ্গ,
কখনও করনি নারীর সঙ্গ,
সর সর লাগে অঙ্গে অঙ্গ,
তোমারে কেন কি সাজে ॥ ২২০৪ ॥

দয়ালচাঁদ মিত্র।

উত্তর।

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

কেমনে বা সরি, শুনলো কিশোরি, পড়েছি রূপের ফাঁদে।
অতি খরতর, নয়নেরি শর, তাহে শরীর করে জর জর,
তবে যে বলিছ সর সর সর, না জানি কি অপরাধে ॥
এপথে আসিয়ে, তোমারে হেরিয়ে, পড়েছি এ প্রমাদে।
কেমনে এখন, করিব গমন, চলিতে চরণ বাধে ॥
করিনে বটে নারীর সঙ্গ, সে স্বভাব তুমি করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ, এ রীতি কি রীতি রাধে ॥ ২২০৫ ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কেন হে নাগর রায়।
বাঁশরীটি ধ'রে, সুমধুর স্বরে, ডাকিছ শ্রীরাধায়।
কুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী, মরে গুরু গঞ্জনায় ॥ ২২০৬ ॥

হরিমোহন রায়।

উত্তর।
ঝিঁঝিট কাওয়ালি।

সখি! কি দোষ আমার।
রাধানামে সাধা বাঁশী বাজে অনিবার।
সখি! সদা মনে করি, বাজাবনা নাম ধরি,
এমন নিলাজ বাঁশি কোথায় আছে কার॥ ২২০৭॥

হরিমোহন রায়।

কৃষ্ণপ্রেম।

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি মরমে বেযাধি হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে, কি না করিব বিধানে॥
সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুলশীল, সকলি ডুবিল, ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে, ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন, অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে, উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল, তুবিতে ঝাপয়ে-তারে॥
কানুর পিরীতি, কালের বসতি, যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জানে সেই জনে, কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাসমন, বাশুলীচরণ, আদেশে বহুক নারী।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে, রহিবে একান্ত করি॥ ২২০৮॥

চণ্ডীদাস।

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥

নবীন পানীয় মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু প্রেম শেল ॥
নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর ॥ ২২০৯ ॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মূরতি হইল,
তবে কি পরাণে ফলে।
পরাণ পিরীতি, সমান হইল,
কে তারে জীয়ন্ত বলে ॥
যদি হাম শ্যাম, বঁধু লাগি পাঙ,
তবে সে এ দুখ টুটে।
আনমত গুণি, মনের আগুনি,
ঝলকে ঝলকে উঠে ॥
পরাণ রতন, পিরীতি পরশ,
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন, অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে ॥
জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি,
আর সতীচরচাতে।
তনু ধন জন, জীবন যৌবন,
নিছিনু কালার পিরীতে ॥
হিয়ায় রাখিব, কারে না কহিব,
পরাণে পরাণে যোড়া।
কি জানি কিক্ষণে, কি দিয়া কি কৈলে,
মরিলে না যায় ছাড়া ॥

তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে,
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস, মরমে রহল,
পিরীতি অমিঞা সিন্ধু ॥ ২২১০ ॥

চণ্ডীদাস।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

কারে ক'ব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে র'বে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুল ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যাম চাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোকের পাপমতি, না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥ ২২১১ ॥

ভারতচন্দ্র রায়।

মহড়া।

সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয় ॥
সুহৃৎ ভঞ্জনো, লোক গঞ্জনো,
কলঙ্ক ভাজনো হতে হয় ॥

চিতেন।

এমন পিরীতি করি যাতে তরি দুদিকো।
ঐহিকো আর পারত্রিকো ॥
শ্রীনন্দ নন্দন, দুঃখ-ভঞ্জন,
সদা রাখি মনো তাঁরি পায় ॥

অন্তরা।

অমিয় ত্যজে, গরলে মোজে, উপজে কি সুখো।
কলঙ্ক ঘোষণা জগতে মরণো হ'তে অধিকো॥

চিতেন।

হৃদয় মন্দিরো মাঝে, রসরাজে বসায়ে।
দেখিব আঁখি মুদিয়ে॥
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়।

অন্তরা।

মনেরে কোরে চাতক পাখী রাখিব বিশেষে।
জলং দেহি দেহি ডাকিব প্রেমেরো প্রয়াসে॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো পদ, সে নীরদ হইতে।
জাহ্নবী হ'লেন যাহাতে॥
সেই কৃপাজলে, মন ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয়॥

অন্তরা।

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে পাইলে কিরণো॥

চিতেন।

হৃদে আছে শতদল সে কমল ফুটিবে।
প্রেমপীযূষো ঘটিবে॥
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,
সেই নামামৃত সুধা খায়॥

অন্তরা।

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়া সাক্ষাতে।
নয়ন দিয়াছেন বিধাতা দেখিয়া ভক্ষিতে॥

চিতেন।

ত্যজিয়ে এ সুধারসো কেন বিষো ভক্ষিবো।
কলুষ কূপে ডুবিবো॥

থাকিতে নয়নো, অন্ধ সেই জনো,
পেয়ে প্রেম ধনো সে হারায় ॥ ২২১২ ॥

রাস্থনৃসিংহ।

মহড়া।

রাইকে ধোরে তোলো।
ওগো শ্যাম সাগরে, কালো নীরে, কিশোরী ডুবিলো ॥

চিতেন।

জুড়াইতে সখি, চন্দ্রমুখী, দিলে কালো জলে ঝাঁপ্।
পরিতাপ ঘুচাতে, পেলেন্ মনস্তাপ্ ॥
কিসে হবে পরিত্রাণ্।
রাই জানে না সে সবো সন্ধান্, ॥
কুলবতী হয়ে রাধে, অকুলে পড়িলো ॥ ২২১৩ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

ঐ কালো রূপে এত রমণী ভোলে।
না জানি কি হোতো আরো বাঁকা না হোলে ॥
হরি তোমার আশ্চর্য্য লীলে।
যারো কাছে যাও নারায়ণ।
পতিরূপে সে তোমায় করে আরাধন ॥
নারী নাহি পারে ধৈর্য্য হোতে, এই ব্রজ মণ্ডলে ॥

চিতেন।

কত রূপে হোলে তুমি কত অবতার।
না জানি তে মার লীলা অতি চমৎকার ॥
দ্বাপরেতে হোয়ে অবতার।
করিলেহে মন চুরি যত অবলার ॥
মোহন বাঁশীর গানে, বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা মজালে ॥ ২২১৪ ॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

পূরবী—ঢিমা তেতালা।

ঘন ঘন ঘনবরণ ধ্যানে মম মনের তম রহিল দূরেতে।
আর অন্যরূপে. মজিব কিরূপে, মজেছি স্বরূপে, সেই রূপেতে॥
দেখিতে বরণ কালো, অন্তর করয়ে আলো,
ঘুচাইয়ে ভ্রমে, কেহ ক্রমে ক্রমে, মজে তার প্রেমে,
পারে বুঝিতে॥ ২২১৫॥

নিধু বাবু।

পূরবী—ঢিমা তেতালা।

চল সখি যাই যমুনাতীরে ঘনবরণ ঘন উদয় মনেতে।
না দেখি নয়ন, করিছে রোদন, কি করে এখন, লোক লাজেতে॥
অজ্ঞান কলঙ্ক যার, দেখিলে কি থাকে তার,
লোক কলঙ্কেতে, কি করে তাহাতে, মন যে সঁপিলে সেই রূপেতে॥
॥ ২২১৬॥

নিধু বাবু।

গারা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কেন গো রসময় অসময় বাঁশী বাজালো,
অঘটন কি ঘটন, মন উচাটন করিলো।
কি আছে শ্যামের মনে, জানিব তাহা কেমনে,
এ পিরীতি সঙ্গোপনে, আর না রহিলো।
ক্রমে গুরু গঞ্জন, হল নয়ন অঞ্জন,
কৃষ্ণ মন রঞ্জন, এখন তাই লাগে ভালো।
কালিয়ে হৃদয়ে যার, মন কিসে বশ তার,
কালাকাল কি বিচার, কুঞ্জে যেতে হলো॥ ২২১৭॥

শিবচন্দ্র সরকার।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ননদিনী বোলো নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে॥
কাজ কি গোকুলে, কাজ কিগো কুলেরে।

ব্রজকুল সব, হোগ্ প্রতিকূল,
আমিত সঁপেছি গো কুল, অকূল কাণ্ডারীর করে॥
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে,
কাজ নাই আমার পীতবাসে,
যে যার হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥ ২২১৮॥
দাশরথী রায়।

আর আমায় সজনি বাধা দিওনা।
কালা বলে প্রাণ ত্যজিব, কালের ভয় আর র'বে না॥
কাল কালিন্দীর জলে, ডুবিব সেই কালা ব'লে,
মুক্ত হব ভব জালে, আর আসিতে হবে না॥
কালা ভেবে হ'লে কাল, ভাল হবে পরকাল,
বলেছেন এই মহাকাল, অন্যথা তা হবে না॥ ২২১৯॥
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ কাল রূপ সদা পড়ে মনে।
ভুলিতে যতন করি, যাতনাতে মরি প্রাণে॥
দেশেতে হয়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
তবু কাল ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে॥
ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহ কাযে মন রাখি,
কিছুতেত হইনে সুখী, উপায় দেখিনে॥
যার লাগি এত জালা, তারি রূপ জপমালা,
কিগুণ করেছে কালা, হেলা হ'লো কুলমানে॥ ২২২০॥
শ্রীধর কথক॥

ঝংলা খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সাধে কি গঞ্জনায় নাডরিহে মুরারি।
মিলনে জীবন পাই বিচ্ছেদেতে প্রাণে মরি॥

অপবাদ অপমান, অপকর্ম্ম অপজ্ঞান,
করেছি সব আভরণ, সদা ধ্যান করি হরি মুরারি ॥ ২২২১ ॥
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেহাগ—তেওট।

তবু হেরিতে তোমায়, মন প্রাণ চায়, কালাচাঁদ হে,
এত যে নিয়ত মরি লোকগঞ্জনায়।
লোকে করে কাণাকাণি, আমায় বলে কলঙ্কিনী হে,
সদা ছল ধরে ননদিনী, কথায় কথায় ॥
মনে যে অভিমান হয়, সে কথা ক'বার নয়,
তাতে লোকলাজ ভয়, এ যন্ত্রণা ক'ব কায়।
কহে দ্বিজ রমাপতি, এ দুর্নামে কিবা ক্ষতি,
লোকলাজে কিবা ভয়, যদি থাকেন কৃষ্ণ সহায় ॥ ২২২২ ॥
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

আর কি গোকুলে, আছি গো স্বকুলে, দিতেছি সকলে, কুলে বিসর্জ্জন।
বাড়াইতে কুল, গেল দুই কূল, অকূল সাগরে মরি গো এখন।
শুনেছি যে দিনে শ্যামের বাঁশরী, সেই দিন হ'তে কুল ত্যাগ করি
হ'য়েছি সকলে অধীন তাহারি, তার করে ক'রে প্রাণ সমর্পণ।
ত্যজি গৃহবাস, করি বনে বাস, স্বামী সহবাস, নাহি সে প্রয়াস,
অন্তরে নিবাস, করে শ্রীনিবাস, সদা তারি ধ্যানে মন মগন ॥ ২২২৩ ॥
ধীরাজ।

মনোহর সাহী—লোভা।

এই কাননে গো, এইত কাননে, সখিগো, এইত কাননে।
কানু চরাইত গো ধেনু, এইত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু,
বন্ধু মনের কতই বা সুখে।
বেণুরবে ধেনু চরাইত বন্ধু কতইবা সুখে।

আমি তোমা সবায় নিয়ে সনে,
(ও সখি) সদা আস্‌তেম শ্যাম দরশনে—
মনের কতইবা সুখে ।

খয়রা ।

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপকুলে,
চাঁদের হাট মিলাইত গো,—সে রূপ র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে গো।
সখি প্রিয় সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রী অঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াইত গো—বন্ধু কতই রঙ্গে !
কত সহচর দলে, ফুল ফলে দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো—
তখন সে মুরলীধরে সে মুরলী ধ'রে বাজাইত গো—
অভাগিনী রাধার, কলঙ্কিনী রাধার ।

দশকোশী ।

তখন শুনিয়ে মুরলীধ্বনি, আমি হ'তেম যেন পাগলিনী,
পথ বিপথ নাহি জানি—অমনি বাহির হ'তেম গো—
বন্ধুর লাগি সখি, চলিতে চরণ কত বিষধর বেড়িত,
মণিময় নূপুর মানি, ফিরে চাইতেম নাগো চরণ পানে।

লোভা।

আমি আসিতেম বাঁশীর তানে,
(সখি) তখন কেবা চাইত পথ পানে,—
সখি কতইবা সুখে ।

খয়রা ।

এক দিন চম্পকের ফুল, হেরিয়ে ব্যাকুল,
হইল গোকুলশশী গো।
(অমনি) কোথা রাধা ব'লে, পড়িলেন ভূতলে,
ধরিল সুবল আসি গো,—হায় কি হ'লো বলি ।
সে যে দেখে অচেতন, করিল যতন,
চেতন যদি না হ'লো গো,

তখন বন্ধুর সে বোল, শাইয়ে সুবল,
সকাতরে জানাইল গো—সুবল কেন্দে কেন্দে।

দশকোশী।

তখন শুনিয়ে বন্ধুর কথা, আমার মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে, হায় হায় কি করিব গো—বন্ধুর লাগি।
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
এলেম আমি সুবল হইয়ে, ধড়া চূড়া প'রে গো—সুবলের।

লোভা।

দেখি নীলগিরি ধরায় প'ড়ে, অমনি তুলে নিলেম ধূলো ঝেড়ে,
রাখিলেম শ্যাম হিয়ার মাঝারে—কত যতন ক'রে গো।
আমার পরশে চেতন পেয়ে, বসে আমার মুখ চেয়ে,
কোথা আমার পরাণ কিশোরী—সুবল বল্ বল্‌রে—কেন্দে বলে।

কহিলাম আমি তোমার সেই দাসী—
আমায় বুঝি চিন নাই হে নাথ!
অম্‌নি হৃদয়ে ধরিল হাসি—বন্ধু কতই বা সুখে॥ ২২২৪॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

সিন্ধু—রূপক।

মরি হায় গো সখি! এইত নিভৃত নিকুঞ্জে কতই সুখে
নিশি কাটাইতেম, দেখে মনে পড়্‌লো বন্ধুর গুণ যে।
সেই কুঞ্জ শূন্য রয়েছে, শ্যাম গেছে তার চিহ্ন আছে,
সখি দেখে কি পরাণ বাঁচে, আমার দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুন যে।

খয়রা।

বন্ধুর চরণ দুখানি, পসারি সজনি,
এই স্থানে এই খানে বসিত গো।
কত আদরে বিনোদ নাগর আমারে,—
আদর কেবা জানে, আমার বন্ধু বিনে—
এত আদর কেবা জ

উরু পরে ক'রে বসাইত গো।
করে করি করীদশন চিরুণী, আঁচড়ি চিকুর বানাইত বেণী,
সখি! সে বেণী সম্বরি, বান্ধিত কবরী,
মালতীর মালে বেড়াইত গো, কত সাজে সাজাইত,
মুখ পানে চেয়ে র'ত, বন্ধুর বিধুবদন ভেসে যেত,
দুটি নয়নের জলপুঞ্জে।
বন্ধু আপন শ্রীকরে, কুসুমনিকরে,
তুলিয়ে আনিত গো।
কত যতন কোরে, মনের মতন কোরে.
বন্ধু মনোমত শয্যা নিরমিত গো।
শয়ন করিয়ে সে কুসুম শেযে. হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে,
কতইবা কৌতুকে, মনের উৎসুকে,
সারা নিশি জেগে পোহাইত গো—
কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বন্ধু ছাড়া হোয়ে,
যায় নাই কেন বিদরিয়ে, এখন থাকিয়ে কি হ'লো গুণ যে ॥ ২২২৫ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ॥

খাম্বাজ মিশ্র—যৎ।

বাঁকা হয়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে,
প্রাণ মন কেন মজালে।
সাধে কি কাননে আসি,
কেনহে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ অকূল মাঝে ভাসালে ॥ ২২২৬ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমাতে কি আমি আছি সই।
কালার প্রেমে জর জর, আমি যেন আমি নই।
যে দিন দেখা কালার সনে,
মন ভুলেছে বাঁশীর গানে,
আর কিছু লাগেনা মনে, মরমেতে ম'রে রুই ॥ ২২২৭ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মন লয়ে যায় গো প্রাণ লয়ে যায়।
কে এমন ব্যথিত আছে কালারে ফিরায়॥
একেত শ্যাম চিকণ কালা,
গলেতে বনফুলের মালা,
মোহন চূড়া বামে হেলা,
বাঁশরী বাজায়॥
মনে করি ধরি কালা, ধরা নাহি যায়।
অন্তরে থাকিয়ে কালা, অন্তরে মিশায়॥ ২২২৮॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কৃষ্ণ প্রেম সাগরে ভাসিয়ে দেহ সই,
এখন কূল কিনারা পাইলো কই,
হরি ব'লে একটানাতে রই।
উঠ্‌ছে সদা আতঙ্ক তুফান, ডুবে গেছে কুল মান,
বুঝি যায়লো শেষে প্রাণ, পারের কে জানে সন্ধান
সেই অকূলের কাণ্ডারী হরি বই॥ ২২২৯॥

এই হ'লো হরি মরি হরিভজনে।
কুযশ ঘোষণা করে ব্রজের কুজনে।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মতি, হয় কিনা এই গতি,
সদন্ত লাঞ্ছনা অতি, গুরু গঞ্জনে॥ ২২৩০॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

মায়ূর।

আজু বিপিনে যাওত কান,
মূরতি মূরত কুসুমবাণ,

জনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গী নটবর মোহিনী।
ঈষৎ হসিত বয়ন চন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন ফন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলী,
ত্রিভুবন মনমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ,
চৌদিশে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ,
পিঞ্ছ নিচয় রচিত মুকুট,
মকর কুণ্ডল ডোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর,
সঘন ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ,
মোতিম হার দোলনী॥
কটি পীতপট কিঙ্কিনী রাজ,
মন্দ গতি অতি কুঞ্জর রাজ,
জানু লম্বিত কদম্ব মাল,
মত্ত মধুকর জোরনী।
অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ,
তরুণ তরণি কিরণ গুঞ্জ,
গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্জ,
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥ ২২৩১॥

গোবিন্দ দাস।

মহড়া।

ওহে এ কালো, উজ্জ্বলো, বরণো, তুমি কোথা পেলে।
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে॥
যে বলে সে বলে, বলুক্ কালো।
আমার নয়নে লেগেছ ভাল,

বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়,
পুজিতাম জবা বিল্বদলে।

চিতেন।

আরো তো আছেহে অনেকো কালো, একালো নহে তেমন।
জগতের মনোরঞ্জন্!
না মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা,
সাধে কি শবণো, লয়েছে রাধা,
জনমের মত ঐ কালো চরণে, বিকায়েছি যে বিনি মূলে।

অন্তরা।

ওহে শ্যাম কালো শব্দে কহে কুৎসিতো,
আমার এইত জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালত্ব গেলহে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কালো।
এখনো বুঝিলাম কালোবো বাড়া,
সুন্দরো নাহিক আর।
কালো রূপ জগতের সার।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
ও রূপে তুলনা কি দিব হরি।
কালো রূপে আলো করেছে সদা,
মোহিতো হয়েছে সকলে॥

অন্তরা।

একো কালো জানি কোকিলো,
আরো ভ্রমরার কালো বরণ।
আরো কালো আছে জলো কালিন্দীর,
কালোতো তমালো বন্।

চিতেন।

আরো কালো দেখো, নবীনো নীরদ,
ছিলহে দৃষ্টান্ত স্থল,

কালোতো নীল কমল।
সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে,
প্রেমোদয়, অশ্রু হয় কারে বা ভেবে।
তোমারো মতনো, চিকণো কালো,
না দেখি ভুবন মণ্ডলো॥ ২২৩২॥

রাম বসু।

বেহাগ—একতালা।

ওকি হেরি গো জলদ বরণ।
পীত বসনে সখি তড়িত মিলন॥
শ্যাম মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইছে বাঁশী,
কিবা নাচাইছে নয়ন খঞ্জন॥
কহে অকিঞ্চনে, শ্রীরাধা ভাব কেনে
তুমি শ্যামের, শ্যাম তোমার অঙ্গের ভূষণ॥
তুমি আর নটবর, নাহি ভেদ পরস্পর,
গোকুলে সকলে জানে নহে সে গোপন॥ ২২৩৩॥

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেনবা কালো বরণ।
আরে সখি বল দেখি ইহার কি বিবরণ॥
সরল বংশেরি অংশ, বংশী করে অবতংস,
কুল ধর্ম্ম করে ধ্বংস, সরলে শঠাচরণ।
অতনু সতনু করে, সতনুর তনু হরে,
শিখিপাখির পাখা শিরে, সে করে মন হরণ॥ ২২৩৪॥

জলে ঢেউ দিওনা সখি।

মহড়া।

ওগো চিনেছি চিনেছি, চরণ দেখে,
ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হয়ে।
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বলিয়ে।

চিতেন।

ভুবনো মোহনো, না দেখি এমনো, ঐ বই।
রূপ কি অপরূপ রসকূপ, আমরি সই॥
কুলে শীলে কালী দিয়াছি আমি,
কালো রূপ নয়নে হেরিয়ে॥ ২২৩৫॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

জলে জলে কিগো সখি।
অপরূপো রূপো দেখি॥
দেখ সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গী প্রায়,
মায়া কোরে ছায়া রূপে সে কালা এসেছে কি॥

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন যমুনার জল।
দেখ সখি কূলে থাকি কে করে কি ছল॥
তীরের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন।
হৃগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটি আঁখি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে। (ওগো ললিতে)
না দেখি এমন রূপো বারি মাঝেতে॥

চিতেন।

আজু সখি এ কি রূপ নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হইবে সখি পাতকী॥

অন্তরা।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বইত নই। (ওগো প্রাণ সই)
নিরখি নির্ম্মল জলে অনিমিষে রই॥

চিতেন।

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।
শশী কি ডুবিলো জলে রাহুরো ভয়ে॥
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদ বান্ধব।
হৃদয় কমল কেন তা দেখে হবে সুখী॥ ২২৩৬॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

জলে কি জলে, কি দোলে, দেখ গো সখি,
কি হেলে হিল্লোলেতে।
পারিনে স্থির নির্ণয় যে করিতে॥
শ্যামলো কমলো ফুটেছে বুঝি,
নির্ম্মল যমুনা জলেতে।

চিতেন।

নিতি নিতি লই এই যমুনার জল সখি।
জল মধ্যে কি, আজ একি দেখ দেখি॥
জলে কি এমনো, দেখেছ কখনো,
বল দেখি ওগো ললিতে॥

অন্তরা।

সখি দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা
হেরি জলো মাঝেতে।

প্রস্ফুটিত্ তমালো, বৃক্ষ যারো কালো,
ঐ ছায়া কি ইথে।

ঝিঁঝিট।

আরো সখি কালাচাদ কি আছে।
গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে॥
বল দেখি সখি, কালো চাঁদ কি,
উদয় হয় দিবসেতে॥ ২২৩৭॥

ভবানীচরণ বণিক।

ধীরে ধীরে নীরে আয়, সখী সকলে।
কালো রূপ হেরেছি জলে, অদৃশ্য হয় হিল্লোলে॥
অধোমুখে ব'সে আছি, নয়ন প্রহরী রেখেছি,
জীবনে জীবন পেয়েছি, কৃষ্ণধনকে গোকুলে॥ ২২৩৮॥

মূলতান—একতালা।

জলে ঢেউ দিওনা সখি, আমি ঘাটে ব'সে কৃষ্ণরূপ নিরখি।
ঢেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা, তোমরা হবে পাতকী।
কদম ডালে ব'সে কালা বাজায় মোহন বাঁশরী॥ ২২৩৯॥

রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ।

বরাড়ি।

ভুলে ভুলেরে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনক লতিকা বাই তমাল কোলে॥
বীজই বনে বনে ভ্রমই দুহু।
দোঁহার কাঁধে শোভে দুহাঁর বাহু॥

দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল মণি।
জলদে জড়াওল যেন সৌদামিনী ॥
কসিতে কসিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি দুহুঁার প্রেম ॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে।
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রসসুধা।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা ॥ ২২৪০ ॥

গোবিন্দদাস।

মল্লার।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি,
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল মণি, কেতকে জড়িত,
হিয়ার উপরে সাজে ॥
কুসুম শয়ানে, মিলিত নয়ানে,
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি,
চাঁদের উপরে চন্দ ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত,
তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন বাণ, দোঁহে অগেয়ান,
কে বিধি কৈল নিরমাণ ॥
মন্দ মলয়জ, পবন বহে মৃদু,
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন, দোঁহার দুজন,
কহয়ে রায় বসন্ত ॥ ২২৪১ ॥

রায় বসন্ত

সুহই।

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহুঁার রূপের নাহিক উপমা, প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ, আধ বরণ,
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ পরে বনমালা বিরাজিত,
আধ পরে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল,
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়,
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড,
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল, করে ঝলমল,
ফণী উগরয়ে মণি॥
মন্দ পবন, মলয় শীতল,
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে গাঁতার,
ডুবিল শেখর রায়॥ ২২৪২॥

রায় শেখর।

বিভাস।

মিটল চন্দন, টুটল আভরণ,
ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলী,
ধূসর দুহুঁ মুখ চন্দ।
হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর গোরি।
দুহুঁক পরশ রভসে দুহুঁ মুরছিত॥
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥

বাইক বাম জঘন পর নাগর,
ডাহিন চরণ পর আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোরে পঁহু,
ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি ॥
কিয়ে মদন শর ভীতহি সুন্দরী,
বৈঠলি পিয়া হিয়া মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব,
করব অমিয়া অবগাহ ॥ ২২৪৩ ॥

বলরাম দাস।

ললিত।

রাস জাগরণ, নিকুঞ্জ ভবনে,
আলুএগ আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
পরাণ নাথের কোরে ॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
চাঁদ বদনি, নিন্দ যায় ধনি,
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা ॥
নাগরের বাহু, করিয়া শিতান,
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে হলিছে, বেশর মুকুতা,
হাসি খানি তাহে মিশা ॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সোয়াথ না পায় মনে।
ধিরি করি বোল, না করিহ রোল,
দাস জগন্নাথ ভণে ॥ ২২৪৪ ॥

জগন্নাথ দাস।

গারা খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান শ্যামের বামে রাই কিশোরী,
চাঁদের ফাঁদে বাঁধে চাঁদে চাঁদে চাঁদে ধরা ধরি ;
আমরা যুগল ভালবাসি।
চখে চখে মেশামেশি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে,
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসি প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী, বয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি কি দেখি আপন পাসরি,
আমরা যুগল ভালবাসি ॥ ২২৪৫ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পিলু—জলদ্ একতালা।

চললো বেলা গেল লো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে,
দুকথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে।
বলব কি পড়ে মনে, ননি চুরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল, এমনি কি গুণ কৃষ্ণ নামে।
যুগলে দিব মালা, ভুল্‌বো সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন ছাঁদে, রূপের ফাঁদে, কাঁদ্‌বে পড়ি রতি কামে ॥ ২২৪৬ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

রাধাকৃষ্ণের বেশবিনিময়।

বেহাগ।

আজু কেগো মুরলী বাজায় ?
এ ত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বান্ধিয়া কেবা দিল ॥

তাহাব ইন্দ্রনীলকান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বনাইল হেন রূপখানি?
ইহাব বামে দেখি চিকণবরণী॥
নীল উজলি নীলমণি॥
হবে বুঝি ইহাব সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারী॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোহাঁর চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥ ২২৪৭॥

চণ্ডীদাস।

কামোদ।

বহু দিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন মুরলী॥
তুমি লহ মোর নীল শাড়ী।
তব পীতধড়া দেহ পরি॥
তুমি লহ মোর গজমতি।
মোরে দেহ তোমারি মালতী॥
ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া।
মোরে দেহ চূড়াটী বান্ধিয়া॥

তুমি লহ সিন্দূর কপালে।
তোমার চন্দন দেহ ভালে॥
তুমি লহ কঙ্কন কেওড়ি।
তোর তাড়বালা দেহ পরি॥
তুমি লহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমার ভূষণ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥ ২২৪৮॥

বৃন্দাবন দাস।

ভৈরবী—আড়া।

তোমার মোহন বাঁশী দেওহে আমায়।
ধরিব তোমার বেশ কেমন দেখায়॥
তুমি হে বাঁশীর গানে, ভুলাইলে গোপীগণে,
আমি সে মুরলী তানে, ভুলাব তোমায়॥
পরিব আজ পীতধড়া, বাঁধিব ঐ মোহন চূড়া,
মল্লিকা কলিকা বেড়া, দিবহে চূড়ায়॥
নাগর হবে নাগরী, পর দেখি নীল শাড়ী,
শিরেতে বাঁধ কবরী, পাতা পর পায়॥
দাঁড়াব ত্রিভঙ্গ হয়ে, অধরে মুরলী দিয়ে,
টেড়চ নয়নে চেয়ে, ভুলাব তোমায়॥
আমি হব বংশীধারী, তুমি বামেতে কিশোরী,
যদু প্রেমানন্দ করি, যুগল সাজায়॥ ২২৪৯॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী।

বিভাস—ঢিমাতেতালা।

মরি হায় হায়, শোভা ক'ব কায়,
প্রমদা হলেন হরি, প্রমদারি প্রেমদায়।
কি ভাব হেরি উৎকৃষ্ট, আনন্দে হয়ে আকৃষ্ট,
রাধারে সাজায়ে কৃষ্ণ, বিহরেন শ্যাম রায়।

সাজাইয়ে শ্রীরাধারে কহেন শ্রীহরি,
সুধাংশুবদনি ধর, অধরে বাঁশরী ।
শশী মুখে বাঁশী তব শুনিব কেমন,
ত্রিভঙ্গ হইয়ে রঙ্গে দাঁড়াও এখন ।
বনোয়ারীলাল ভণে যুগল মিলন,
লাজে রতি রতিপতি পড়িল যুগল পায় ॥ ২২৫০ ॥

বনোয়ারীলাল রায় ।

বেহাগ—ঝাঁপতাল ।

বঁধু হে পরাধীনী নারীর বেশ তোমারে ।
পরাতে পরাণ বঁধু পরাণ বিদরে (হে নাথ) ॥
পর পরাধীনীর দুঃখ জানাতাম তোমারে,
পরাতাম পরাণ বঁধু পর হলে পরে,
পর নয় পরম সখা তুমি হও পরে,
গোপীগণের পরম নিধি গণ্য পরাণ উপরে ।
রমণীরঞ্জন তুমি বঁধুহে,
তোমার রমণী সহ সুরমণি সাধ করে,
হরের রমণী তোমায় সাধেন সাদরে,
হতে চাও রমণী বঁধু, রমণী দাসীর তরে ॥ ২২৫১ ॥

শ্যামের মুরলী ।

পঠমঞ্জরী ।

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর ।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর ॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥

বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি, হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজ রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ, খসল নীবিবন্ধ।
কি কহিব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥ ২২৫২॥

বিদ্যাপতি।

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥ ২২৫৩॥

চণ্ডীদাস।

সিন্ধুড়া।

সখি কেমনে জীব গো আর।
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল, পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম গো সখি, কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিনু, এমতি হবে কে জানে?
সকল গোকুল, হইল আকুল, শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া, কি হৈল অন্তরে ব্যথা॥

স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো, বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি, মুখে না নিঃসরে বা॥
পিরীতি রতন, করিব যতন, পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার, নিদারুণ বাঁশী, পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন, পিরীতি কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে, আনন্দিত মনে, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২২৫৪॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই।
ক্ষণেক দাঁড়াও শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটী, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি লইল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ানি,
কেন বা এমত কৈল?
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
শরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডীদাস ভণে, এই সে কারণে,
কানু সরবস বাঁশী॥ ২২৫৫॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

কালা গরলের জালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারি।
অন্তরে মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি মরি॥

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধরে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মনে দিয়া ডুরি, টানয়ে বাঁশরী,
ছিঁড়িল কুলের পাশ।
মুরলীর রবে, কুলেতে কে রবে,
উচাটন চণ্ডীদাস॥ ২২৫৬॥

চণ্ডীদাস।

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কান্দি আমি হাসি লোক লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ ২২৫৭॥

চণ্ডীদাস।

তুড়ি।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতী গণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে॥

কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন, স্থগিত গমন,
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে ॥
কুলবতী কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে ॥ ২২৫৮ ॥

চণ্ডীদাস।

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখিরে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
যত কুলাঙ্গনাগণ, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
কাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিত্তে ধরি থেহ ॥
রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
অস্ত্র নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু,

শীতল করিয়া হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করি হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥ ২২৫৯॥

চণ্ডীদাস।

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিয়া যতনে
রমিতে বরজ ধনী॥
মধুর মুরলী, পূরে বনমালী,
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে যখন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখ রাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসম্রিত,
সকল করিল্‌ বাধে॥

রাঁয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করয়ে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
ব্রজ তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিলা শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখির সহিত,
করিতে রভস রঙ্গ॥
কেহবা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
তেজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছনে সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লৈয়া, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥
কেহবা আছিল, শয়ান করিয়া,
নয়ানে আছিল নিন্দ।
কেহবা আছিল, রন্ধন করিতে,
মানসে কাটিয়া সিন্দ॥
যেমন চোরাই, লইল হরিয়া,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥

সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজ নারীগণ, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, কবল বচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥ ২২৬০॥
চণ্ডীদাস।

ধানশী।

সখিহে শুন শুন বাঁশী কিবা বোলে।
আনন্দ আধার, কিযে সে নাগর,
আইলা কদম্ব তলে॥
বাঁশীর নিশান, শুনিতে পরাণ,
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল, ভেল কলেবর,
মন মুরছই তায়॥
নাস বেঢ়া জাল, থেয়াতি জগতে,
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু উপদেশে, কেবল কঠিন,
কামিনী মোহন ফাঁসি॥
কি দোষ কি গুণ, একই না গণে,
না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের, পহু বিনোদিয়া,
তাহে কি লোকের লাজ॥ ২২৬১॥
রায় বসন্ত।

কানাড়া।

শরত চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,

ফুল্ল মল্লিকা, মালতি যূথি,
মত্ত মধুকর ভোরণি ।
হেরত রাতি, ঐছন ভাতি,
শ্যামের মোহন মদনমাতি,
মুরলী গান, পঞ্চম তান,
কুলবতী চিত চোরণি ॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি,
মনহি মনহি আপনা সঁপি,
তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত,
মুরলীক কল বোলনি ।
বিছুরি গেহ, নিজহুঁ দেহ,
একু নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত, মঞ্জীর একু,
একু কুণ্ডল দোলনি ॥
পবনে শিথিল সীঁথির বন্ধ,
বেগে ধাযত যুবতী বৃন্দ,
খসত বসন, রসন চোলি,
গলিত বেণী লোলনি ।
ততহিঁ বেলি, সখিনী মেলি,
কেহ কাহুক পথ না হেরি,
ঐছন মিলল গোকুল চন্দ,
গোবিন্দদাস বোলনি ॥ ২২৬২ ॥

গোবিন্দদাস ।

ধানশী ।

কি শুনি সুধা মুরলী রব ।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব ॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন ॥

সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়োপানে শিশু সেও গোপী যায়॥
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সে রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা। ২২৬৩॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

গুরুজন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ জ্বালিয়া দিল শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কতনা সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশীয়া নাগিয়া সতীকুল॥
তোর স্বরে মুই অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওইসে বেভার॥২২৬৪॥

জ্ঞানদাস।

কানাড়া।

মুরলীকরাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটেছে প্রাণনাথ॥

কোন্ রন্ধ্রে, ষড়ঋতু হয় এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে, নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥
কোন রন্ধ্রে, কোকিল পঞ্চমস্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥ ২২৬৫॥

জ্ঞানদাস।

সুহিনী।

শ্রীরাধা মুরলীরে মিনতি করয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া, রাধা রাধা নাম লৈয়া,
তুমি যেনে না বাজিহ আর।
খলের বদনে থাক, নাম ধরি সদা ডাক,
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা, সে কি ছাড়ে খলপনা,
তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে, রহিতে নারিও ঘরে,
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে, কুলশীল গেল তবে,
অবশেষে আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলে সেই ভাল, ইথেই সকল গেল,
তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভণে, যে বংশীর গান শুনে,
সে জন তেজেই কুলভয়॥ ২২৬৬॥

উদ্ধব দাস।

ধানশী।

শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুরলি, করিলি সকল নাশ।
মোহর মিনতি, না শুনি আরতি, করহ বাজিতে আশ॥
শুন শুনহে ধরমনাশা।
দেব আরাধিয়া, ও মুখ বান্ধিব, ঘুচাব তোমার আশা॥

আমরা অবলা, সহজে অখলা, দেখিয়া তোহারি লোভ।
অলপে, অলপে, সকল খাইয়া, জীবন করহ ক্ষোভ ॥
এখনে আমরা, সতর হইনু, তেজহ এসব আশ।
যাহার যেমন, না ছাড়ে কারণ, কহে মনোহর দাস ॥ ২২৬৭ ॥

মনোহর দাস।

মহড়া।

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কাল বরণ,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, এ অধীনীর মনের মানস পুরাও।
সাধ মম বহুদিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটী বাজাও,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও।

চিতেন।

নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক্ জানুক্ গুরুজন,
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীর গুণ কত বিশেষ শুনাও।

অন্তরা।

শ্যাম শুন শুন যাও কেন রাখহে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ।

চিতেন।

কেন রন্ধ্রে পুরে ধ্বনি কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ।
কোন্ রন্ধ্রে পুরে ধ্বনি রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥ ২২৬৮ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

হয়েছি তোমার বাঁশীর দাসী তাই আসি বনে।
কুলবধূ বধ বঁধু সুমধুর তানে ॥

মুরলী স্বয়ং গায়কো।
মুরলী উত্তর সাধকো ॥
না মানে কুলকীলক গুরুভয় না গণে ॥

চিতেন।

রাধা রাধা রাধা বোলে বাঁশী করে রব।
বাঁশী আমার নাশিলেক সতীত্ব সৌরভ ॥
অমনি অরণ্যে আনে, মুরলী কি মন্ত্র জানে ॥ ২২৬৯ ॥

রাম বসু (কেহ কেহ বলেন রামসুন্দর রায়)।

মহড়া।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে ॥
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরষিলো শ্রবণে ॥

চিতেন।

বৃক্ষ ডালে বসি পক্ষী অগণিতো,
জড়বতো কোন কারণে।
যমুনারো জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে ॥

অন্তরা।

একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সবো গোধনে।
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায় তৃণো,
আছে যেন হীনো চেতনে ॥

চিতেন।

হায়, কিসের লাগিয়া, বিদরয়ে হিয়া,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাতো একি প্রেম উপজিলো,
সলিলো বহিছে নয়নে ॥

আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী,
বেজেছিল কাননে।
কুল লাজ ভয় হরিল তাহাতে,
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে ॥ ২২৭০ ॥
নিত্যানন্দ দাস।

মহড়া।

শ্যামের বাঁশী, ও তোর শ্যাম কোথায়,
বল্‌রে কেন একা তুই ব্রজেতে এলি।
তোরে অধরে ল'য়ে শ্যাম, করিতেন রাধার নাম,
আমরা সব যেতেম কুঞ্জধাম,
এখন সে মধুর ধ্বনি কি ভুলে গেলি।
কৃষ্ণের সঙ্গে পেয়ে তোরে, লোকে কয় মোহন মুরলী।
ও তুই যন্ত্র এলি হেথা, যন্ত্রী রইলেন কোথা,
মরি, বিনে হরি, তুই আর রাই বলে বাজিস্‌নে আর বাঁশরী।
ও তুই হলিনে সানুকূল, মজালি গোপীকুল,
অকূল পাথারে গোকুল ডুবালি।

চিতেন।

রেখে কৃষ্ণেরে কংসালয়ে, মুরলী লইয়ে,
শ্রীনন্দ এলেন নন্দালয়।
দেখে বাঁশরী, কেঁদে কিশোরী—
অতি বিনয়ে বংশীর প্রতি কয়।
ও তোর মধুর মধুর গানে, মধুর নিধুবনে, আসি—
ওরে বাঁশরী, আমি তোহ'তে হয়েছি কৃষ্ণের দাসী,
ও তুই বাজ্‌তিস্‌ সর্ব্বদা, জয়রাধা শ্রীরাধা,
সে মধুর ধ্বনি কি ভুলে গেলি ॥ ২২৭১ ॥
গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

অতি সরল বাঁশের মোহন বাঁশী আমার
এ রবে কে র'বে,

যাতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সবে হয় উচাটন,
সাবে কি মন ভোলে গোপিকার ॥

চিতেন ।

ব্রহ্মার সৃজন আমার এই মোহন বাঁশরী ।
আমি ক্ষীরোদে পেয়েছি শুন ও সহচরি ॥
এতো অন্য সামান্য বাঁশের বাঁশী নয় ।
শুনে এই বাঁশীর রব, সকলে হয় নীরব,
ভক্তের মনে হয় ভাবের উদয় ॥
এই মধুর বৃন্দাবনে, শ্রীরাধার কারণে,
বাঁশী হয়েছেন প্রেমের মূলাধার ॥ ২২৭২ ॥

মোহনচাঁদ বসু ।

সুঘরাই—আড়াতেতালা ।

মুরলীবদন, মুরলী পূরিল ।
গৃহ কায, লোক লাজ, সকলি ঘুরিল ॥
এসো বিনোদিনী রাই, চলগো নিকুঞ্জে যাই,
রহিতে না পারি আর, অধৈর্য্য উরিল ॥ ২২৭৩ ॥

রাধামোহন সেন ।

জঙ্গলা—একতালা ।

বাঁশী বাজা'য়োনা শ্যাম, যাবে অবলার প্রাণ ।
মুখ হেরি হবে প্রাণ, তাতে মুরলীর গান,
রূপ অনুপাম ॥ ২২৭৪ ॥

কালী মির্জা ।

ভৈরব—মধ্যমান ।

বিপিনে বাজে বাঁশরী ।
অবশ হইয়ে অঙ্গ শ্যামেরে ভাবে কিশোরী ॥
মোহন বেণুর স্বর, হৃদয়ে বিন্ধিল শর,
চিন্তিয়ে ব্রজকিশোর, পড়ে আপনা পাসরি ॥ ২২৭৫

কালী মির্জা

যোগিয়া—রূপক।

মুরলী কেন বাজাও বঁধু এ নিশিতে।
অবলাকুল নাশিতে, লাজ ভরম ধরম হয় চিতে,
উচিত সে সব ভাবিতে।
কাল ননদ প্রমাদ করযে তিলেতে,
কেবল হয় হে কাঁদিতে॥ ২২৭৬॥

আশুতোষ দেব।

ভাটিয়ার ললিত—আড়া।

করিলে বনবাসী।
কি ক্ষণে শ্রবণে আসি পশিল সে বাঁশী॥
বন সে ভবন হলো, প্রতিবেশী প্রতিকূলো,
আকুলো করিল আমায, গোকুলো নিবাসী॥ ২২৭৭॥

শিবচন্দ্র সরকার।

জঙ্গলা খাম্বাজ—ঠেকা।

গো, বাঁশী কি বিনাশিবে।
অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক প্রকাশিবে গো॥
ও যে কুবংশের বাঁশী, কিক্ষণে শ্রবণে আসি,
মন হরি নিলে সে তো, আর ফিরে না আসিবে॥ ২২৭৮॥

শিবচন্দ্র সরকার।

জঙ্গল ঝিঁঝিট—আড়া।

বাঁশীবটে রাধা রাধা সদা রটে,
সে কি শ্যামের বংশী বটে।
সে মধুর রবে, স্থির কে র'বে,
অবলা কি বলা যায় শিবের সমাধি ছুটে॥ ২২৭৯॥

শিবচন্দ্র রায়।

পিলু—যৎ।

বেণু কি-ধনু কানু করেতে ধরেছ হে।
যার স্বরে অবলার তনু অবশ করেছ হে॥

সরল বংশীর স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ কর,
নাগপাশ প্রেমশর, পাশেতে বেঁধেছ হে ।
কিশোর ! কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনেছ হে ॥
শ্রবণে মোহন বাঁশী, সেই ক্ষণে বনে আসি,
দাসী উদাসী করা, কি বাঁশী শিখেছ হে ।
বাঁশী ধরিতে বনবাসী হয়েছ হে ॥
যে তব বাঁশীর রব, কেমনে গোকুলে র'ব,
গৌরব সৌরভ গোপীর হরিয়ে লয়েছ হে ।
নারীধরা বন্ধনী সন্ধান সেধেছ হে ॥ ২২৮০ ॥

গোবিন্দ অধিকারী ।

বাঁরোয়া—ঠুংরি ।

আরে কেরে বিপিনে বৃন্দে বাজায় বিনোদ বাঁশী ।
কাননে বাজিল বাঁশী, বাজিল হৃদয়ে আসি ॥
মরি কি মোহিনী মন্ত্রে, মোহিল মুরলী যন্ত্রে,
কাটিয়ে কুলের তন্ত্রে, যেতে অভিলাষী ॥
মন দিয়ে শুন সই, বাজিল ঐ গো অই,
সাজিল বাসনা হ'তে ও চরণে দাসী ॥ ২২৮১ ॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক ।

ঝিঁঝিট—যৎ ।

বারণ করগো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজেনা বাজেনা ।
না বুঝিয়ে অনুরাগ, ননদিনী করে রাগ,
আর যেন প্রেম রাগ, শ্যাম ভাঁজেনা ভাঁজেনা ॥ ২২৮২ ॥

ঈশ্বর গুপ্ত ।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ।

কেন বাজরে শ্যামের বাঁশী শুনিতে ভালবাসি ।
তোমার মধুর রবে হ'য়েছি উদাসীর দাসী ॥
সদত অন্তরে বাজ, আসিয়ে অন্তরে বাজ,
ত্যজে গৃহ কাজ লাজ, পরেছি প্রেমের ফাঁসি ॥ ২২৮৩ ॥

শ্রীধর কথক ।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

আর গৃহে কি হবে সখি চল চল।
শ্রবণ নয়ন মন জীবন চঞ্চল।
বিস্তারিয়ে প্রেম ফাঁসি, প্রকাশিয়ে সুধারাশি,
মনচোরের মোহন বাঁশী ঐ বাজিল।
ওগো সখি, সকলে আকুল হয়ে দুকুল ত্যজিল।
রবে মাতিল শ্রবণ, দূরে লয়ে গেল মন,
মন যে কেমন হ'য়ে গেল।
এখন দেখিতে তারে নয়ন পাগল॥ ২২৮৪॥

শ্রীধর কথক।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ঠেকা।

বাজিছে বৃন্দাবনের বনে কোন জন নাহি জানে।
কুলরমণীর মনে বাঁধে মধুর তানে, কি সন্ধানে,
কি সাধনেরি সাধনে।
বন মাঝে প্রকাশিল, হৃদে আসি প্রবেশিল,
অকস্মাৎ একি হ'ল, উদাস করিল প্রাণে॥ ২২৮৫॥

শ্রীধর কথক।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

কালি কালি দিব কুলে (কত স'ব)।
মোহন মুরলী রবে কে র'বে গোকুলে কুলে॥
পরাণেরি পরিমাণ, নাহি হয় কুলমান,
মন না মানে বারণ, মজিল অকূলে।
কালী ঘুচাইবেন কালি, কালাচাঁদের অনুকূলে॥ ২২৮৬॥

শ্রীধর কথক।

অহং খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ঐ কাননে বাঁশী বাজিলো গো প্রাণ সই।
চঞ্চল হইল চিত আর কি প্রবোধে রই।

ব্রহ্মা আদি দেবতায়, যার রবে মোহ যায়,
সে বাঁশী ডাকে আমায়, সাধে কি কলঙ্কী হই ॥ ২২৮৭ ॥

দয়ালচাঁদ মিত্র ।

ভৈরবী—আড়া ।

আমায় সাধনের বাঁশী দেওহে ফিরে।
রাধা নামে সাধা বাঁশী দিবনা কারে ॥
বাঁশী নয় সামান্য ধন, করে রাধা উচ্চারণ,
যে করে রাধা স্মরণ, থাকে তার করে ॥
নাগরী নাগর হলে, মনসাধ পুরাইলে,
চূড়া বাঁশী লুকাইলে, কিসের তরে ॥
যদু কহে মিনতি করি, শুন ওগো রাধাপ্যারি,
শ্যাম বিনে এ বাঁশরী, কে ধরে অধরে ॥ ২২৮৮ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ।

গারা ভৈরবী—আড়া ।

তুমি তো নিদয় বঁধু করি নিবেদন।
অসময় বাজাও বাঁশী এ আর কেমন ॥
যখন থাকি রন্ধনে, হয় তোমার বাঁশী শুনে
নীরস কাষ্ঠ আগুনে, সরস তখন।
কৃশানু কৃশাঙ্গ হয়, কলসী উলটি রয়,
নয়নেতে ধারা বয়, না হ'লো রন্ধন ॥
গুরু জনে দেয় লাজ, এই কি তোমার কায,
যদু বলে রসরাজ, রসিক সুজন ॥ ২২৮৯ ॥

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ।

ধানী মুলতানী—কাওয়ালি ।

শুনিয়ে মোহন মুরলী গান, করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান।
প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে, ধৈরয মন না ধরে,
সাধ হয় শ্যামদরশনে, লাজ ভয় হ'ল অবসান।

নারি সহচরি রহিতে ভবনে, ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
ছিলে যে বঞ্চিত তুরিত মিলনে, না দেখি তাহার সুবিধান ॥ ২২৯০ ॥

মাইকেল।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

চল সখি দেখে আসি বাজে বাঁশী কোন্ বনে।
বাঁশীর স্বরে পাগল করে গৃহ কর্ম্ম না লয় মনে ॥
যত নারী বৃন্দাবনে, সে কি কালার নামটী জানে,
রাধা ব'লে বাজে বাঁশী রাত্রি দিনে ॥
আমার শ্যামকলঙ্কী নামটী হ'ল,
কেবল শ্যামের বাঁশীর গুণে ॥ ২২৯১ ॥

কৃষ্ণকান্ত পাঠক।

বেহাগ—একতালা।

সখি ওই শুন শ্যামের বাঁশরী।
বাড়িল কাঁচলি ডোর, খসিল কবরী।
মধুর বাঁশীর গান, কেড়ে লয় মন প্রাণ,
লাগিলরে প্রেম বাণ, উহু মরি মরি ॥ ২২৯২ ॥

হরিমোহন রায়।

খাম্বাজ মিশ্র—পোস্তা।

যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদম তলায়, দাঁড়িয়ে আমার তরে ॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথপানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায়,—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে,
চলে যাবে মান ভরে ॥ ॥ ২২৯৩ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মনোহরসাই—লোভা।

অতি দূরে বুঝি সই বাজে ঐ মুরলী—শ্রবণ পাতিয়ে শুন গো।
ঐ শুন নাম ধ'রে বাজে বাঁশী, সখি চল গো একবার দেখে আসি,
ধৈরয না মানে প্রাণে।

খয়রা।

বল কে কে যাবে, চল গো, যে যাবে, শশীমুখে বাঁশী কতই বাজাবে,
গেলে কুল যাবে, ব'লে, যেনা যাবে, না যাবে যাবে,
মোদের কি যাবে—কে যাবে না যাবে কোরে সময় যাবে,
বিলম্ব দেখিযে সে বসময যাবে।
যে যাবে সে যাবে, থাকুক যে না যাবে,
(এখন) না গেলে আমারই পরাণই যাবে।

জোড়া।

বুঝি এতদিন পরে বিধি (আমাব) মিলাইল হারানিধি।

খয়রা।

শুন গো নীরবে, বাজে ঐ কি রবে,
বল দেখি এরবে কে ঘরে র'বে—
শুনে যে এরবে, কুলের গৌরবে,
ঘরে র'বে তবে, র'বে ব'বে র'বে।
(সখিরে সখিরে সখিরে সখিরে)
ঐ শুন বাজে বাঁশী মধুর রবে—বঁধুর বাঁশী মধুর রবে—
গোকুল শশী ত্যজি যে রাখে দুকূল,
দুকূল দিয়ে বেন্ধে রাখুক সে দুকূল,
আমাদের দুকূল, কৃষ্ণ অনুকূল,
তা বিনে মোদের এ দুকূল কি র'বে।

জোড়া।

আমার বিলম্ব সহেনা প্রাণে, আমি বের হলেম শ্যাম দরশনে,
তোরা যাইস্ না যাইস্॥ ২২৯৪॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

খট।

বাঁশী কি বিষম যন্ত্র, ধ্বনি যার মহামন্ত্র,
স্বতন্ত্র করে কবল জাতি কুলে।
কাটিতে কুলেবি বাঁধ, মনবাসী পেতে ফাঁদ,
কালাচাঁদ বাঁশী কোথায় পেলে।

শত্রু ছিল কে কোন্ স্থানে, মজাতে অবলাগণে,
কুলমজানে বাঁশী এনে, মনচোরের করে দিলে।
একে কালরূপ হেরে, রয়েছি মরমে ম'রে,
মনে করি থাকি তারে ভুলে।
মজা'তে রমণীগণে, কালা কত ছলা জানে,
মোহন বাঁশীর মধুর গানে, দ্বিগুণ আগুন জ্বালাইলে ॥ ২২৯৫ ॥

ঝুম—ঠেকা।

বাঁশী কি গুণ জানে।
মজালে অবলার কুল মধুর তানে ॥
বাজায়ে মোহন বাঁশী, করিলে মন উদাসী,
মন হয় বনবাসী, কুলভয় নাহি মানে ॥ ২২৯৬॥

সিন্ধু।

বাজিল সখি ঐ শ্যামের বাঁশী।
মধুর স্বরে মন হরে, সংসারে করে উদাসী।
মোহন বাঁশীর রবে, কুলমান নাহি রবে,
লাভ মাত্র এই হ'বে, ঘুষিবে কলঙ্ক রাশি ॥ ২২৯৭ ॥

খাম্বাজ—যৎ।

মিনতি করিহে শ্যাম সুন্দর নটবর,
অসময়ে বাজা'ওনা বাঁশী।
আমরা অবলা সব, বিরহ অনলে শব,
কত স'ব ক'ব দুখ কায়,
ঘরে সদা ননদী জ্বালায়, তথাপি রহিতে নারি
মন হয় উদাসী।
ননদী বচন বিষে, হৃদিসে সদা হরি সে,
হরি সে কি জাননা তুমি?
তোমায় ভজে যত দুখ পায় এ দাসী ॥ ২২৯৮ ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

অমন করিয়ে বাঁশী বাজা'য়োনা শ্যাম।
ঐ বাঁশীর রবে গেছে কত গোপীর কুলমান।
যে ঘরেতে বাস করি, হরি বল্‌তে প্রাণে মরি,
শাশুড়ী ননদী অরি, পতি মোর বাম ॥ ২২৯৯ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ঐ কাননে বাজে বাঁশরী।
কি গুণে ভুলালে আমায়, কেমনে র'ব পাসরি ॥
গুরু জনারি গঞ্জনা, আঁখি কিছু তা মানে না,
বোঝালে বোধ মানে না, সঘনে ঝরিছে বারি।
কুল গেল, মান গেল, কালা মোর হলো কাল,
আগু সখি চল চল, ধৈরয ধরিতে নারি ॥ ২৩০০ ॥

বাজিছে মধুর স্বরে, প্রবেশি অন্তরে,
অনল রূপ ধ'রে, মন দাহন করে।
যে ধনী এ ধ্বনি শোনে, সদত প্রমাদ গণে,
থাকে অস্থির মনে, মনে গুমুরে মরে ॥ ২৩০১ ॥

বাজে ঐ বাঁশী বিপিনে, শুনি ধ্বনি শ্রবণে,
অলসে অবশ হইল অঙ্গ, অনঙ্গদহনে।
বংশীর শুনি রব, র'ব গৃহে কেমনে।
অলসে অবশ হইল অঙ্গ অনঙ্গদহনে ॥ ২৩০২ ॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

র'বে কি না র'বে কুলবালা।
বাঁশীতে মন উদাসী কুল মান করে হেলা ॥
শুনিয়ে বাঁশরী রব, বদনে না সরে রব,
কেমনে গৃহেতে র'ব, কে স'বে এ সব জ্বালা ॥ ২৩০৩ ॥

আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজেনা বাজেনা।
বাঁশীর কাতর রবে জীবন রহেনা॥
বাঁশী ডাকে রাধা ব'লে, গুরুজনা কতই বলে,
প্রাণের হরি পরিহরি প্রাণত রহেনা।
আমি কাঁদি যার তরে, সে কাঁদে ডাকিয়া মোরে,
রাধে বলি বনে ফিরে এ যাতনা সহেনা॥ ২৩০৪॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বাজে বাঁশী গোকুলে। (ঐ যে)
শুনে হয় প্রাণাকুল, যায় গো গোকুল,
বুঝি রইতে না দিলে কুলে।
কুলে দিব জলাঞ্জলি, যদি পাই সে বনমালী,
হয় হবে কুলে কালি, কি হবে ভাবিলে॥ ২৩০৫॥

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে ও বাজায় বাঁশরী নিবিড় কাননে।
এমন সুমধুর ধ্বনি কর্ণে কভু শুনিনে॥
ধ্বনি কর্ণে প্রবেশিয়ে, ওষ্ঠাগত হ'ল হিয়ে,
চল সবে ঐক্য হয়ে, যন্ত্রী আছেন যেখানে॥ ২৩০৬॥

আশাগৌরী—আড়াঠেকা।

বাশী বাজা'ওনা আর, ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে তিষ্ঠা হয় ভার।
যদি থাকি গৃহ কাজে, বাঁশী আনে বনে, ব্যথিত করিয়ে প্রাণে,
মানেনা বারণ, করে জ্বালাতন, কালসম সদা হয় গো রাধার।
একে কুলের ললনা, জানেনা ছলনা, কেন করহে লাঞ্ছনা,
মরমেতে মরি, গুরুজনে ত্রাসি, এ কেমন শ্যাম তব ব্যবহার॥২৩০৭॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

বাঁশী তুমি আর বেজনা আর বেজনা।
বাঁশীরে তোর পায়ে ধরি,
আর দিওনা দাগাদারি,

আমি যে নারী, সইতে নারি,
নারীর প্রাণে আর সহেনা ॥
গুরুজনের কাছে বসি, এখনি বাজহে বাঁশী,
সদাই বল রাধা রাধা, রাধা বই কি নাম জাননা ॥ ২৩০৮ ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালি ।

আমি কুল কেমনে রাখি ।
শুনে বাঁশীর গান সাধে আমি আপনারে পাসরি,
দিবা নিশি বাজে শ্যামের বাঁশরী,
বলে রাধা রাধা রাধা রাধা,
কেমনে গো কুলে গোকুলে থাকি ।
যত অনুকূল প্রতিকূল, দুকুলেরি প্রমাদ হ'ল সই,
দেখ নীরব গোকুল, বিষম ব্যাকুল, আকুল পশু পাখী ॥২৩০৯॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি ।

বাজে বাঁশী কিবা সুমধুর স্বরে ।
এতে কি অবলা পারে রহিতে ঘরে ॥
কে বাজায় এই বাঁশী, মন চাহে দেখে আসি,
বিনামূলে হইগে দাসী, লাজ ভয় কুলে শীলে বল কি করে ।
রসিক বলে কুলে শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে,
প্রেম কি সহজে মিলে,
সুখ মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে বংশীধারী ॥ ২২১০ ॥

বেহাগ—খাম্বাজ ।

বাঁশী কি গুণ জানে ।
মজালে অবলার কুল মধুর তানে ॥
পতি ছাড়ে পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে মাতা পিতা,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি একবার ঐ কাণে ॥ ২৩১১ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি বসমম, বাজাতে মোহন বাঁশী।
সদা গুরুজন নিকটেতে রই, বাঁশী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
প্রকাশি সে দুঃখ কাহারে বা কই, শুধু আঁখিনীরে ভাসি॥
কাননে আসিতে, তোমারে হেরিতে, নিরন্তর অভিলাষী—
কি করিব বলনা, হয়ে কুলাঙ্গনা, কিরূপে এরূপে আসি,—
না জানি ও বাঁশী কিবা গুণ ধরে,
বারেক বাজায়ে মন প্রাণ হরে,
না দেয় আমারে থাকিতে গো ঘরে,
প্রাণ হয় সদা উদাসী॥ ২৩১২॥

—◇◇✕◇◇—

রাইরাজার দ্বারী।

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

কি দেখি—কি দেখি— অপরূপ এ কি সই গো,
কুঞ্জ-দ্বারে, কে আজি দাঁড়ায়ে, দেখ দেখ ঐ গো,
রাই রাজার রাজত্ব আজি যে সফল,
উপযুক্ত দ্বারী—প্রহরী—জুটিল,
এমন চিকণ কালা ত্রিভঙ্গ কোটাল, জগতে আর আছে কৈ গো?
শিরে পাগ বাঁধা, ফেলে মোহন চূড়া;
আজানু লম্বিত অঙ্গে জামা জোড়া;
কটীতে বন্ধনী, প্যাঁচে প্যাঁচে বেড়া,
সেই রাখাল ধড়া আজ নাইগো।
ত্যজি মোহন বাঁশী, অসি আজি করে,
চিন্‌লেম কেবল সখি, বাঁকা আঁখি হেরে
যে বাঁকা নয়নে মন প্রাণ হরে,
ধৈর্য্যহারা মোরা হই গো।

চোরের দমন কারণ, দ্বারী রাখে দ্বারে,
এ নিলাজ দ্বারী নিজেই চুরি করে,
চল ধরে তারে হৃদি কারাগারে,
বেঁধে রেখে সুখে রই গো ॥ ২৩১৩ ॥

মনোমোহন বসু।

টোড়ী ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী।
প্রেমের দ্বারী আছে দ্বারে করে মোহন বাঁশরী ॥
বাঁশী বল্‌ছেরে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই,
ডাক্‌ছে দ্বারী আয় ভিখারী, জয় রাধা নাম গান করি
রাধা ব'লে নয়নজলে, ভাসে প্রেমের প্রহরী ॥ ২৩১৪ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
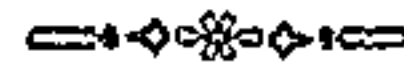
যোগীবেশে শ্যাম।

ভৈরবী—মধ্যমান।

দে গো বৃন্দে আমারে যোগী সাজা'য়ে।
সর্ব্বত্যাগী হ'ব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে ॥
এই লও গো গুঞ্জাহার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসী অঙ্গীকার, কাজ কি বাঁশী বাজা'য়ে ॥
এই লওগো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হ'য়ে ॥
ত্যজে বাজুবন্ধ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা, দেহ অস্থিমালা পরা'য়ে ॥
দেশে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালি বেশ
ধরিয়ে চাঁচর কেশ, দেও জটা বিনা'য়ে ॥

ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লওগো চূড়া বাঁশী, দেও যমুনায় ভাসা'য়ে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র দেও আনি, শিরে ধরি সুরধুনী,
চন্দন ঘুচা'যে ধনি, দেও বিভূতি মাখা'য়ে ॥
আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে,
রাইমান করিব ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজা'য়ে ॥২৩১৫ ॥

গোবিন্দ অধিকারী।

কীর্ত্তনাঙ্গ—চৌপদী।

যে চরণে কুচযুগ পরশ না হয়।
সে চরণে তীর্থ ভ্রমণ এ বড় সংশয় ॥
যে কটিতে শোভে পীতধটী পীতাম্বর।
সে কটিতে কেমনে পরাব বাঘাম্বর ॥
যে অঙ্গেতে অগুরু চন্দন সেবা করে।
সে অঙ্গেতে ভস্ম মাখাইব কেমন ক'রে ॥
যে করে ধারণ কর মুরলী মধুর।
সে করে কি শোভা করে শিঙ্গে ও ডম্বুর ॥
যে শশী চরণে আসি লুকায়েছে লাজে।
সে শশী ফিরায়ে কিহে ভালে ভাল সাজে ॥
যে পদ উদ্ভবা বারি নাম সুরধুনী।
সে ধনী ধরিলে শিরে কি হবে সুরধুনী ॥
যে গলেতে দেন রাধা বৈজয়ন্তী মালা।
সে গলে কেমনে আমি দিব অস্থিমালা ॥
যে শিরে মোহন চূড়া কুন্তলের ছটা।
সে শিরে কেমনে আমি বিনাইব জটা ॥
আমি বৃন্দে পদারবিন্দে করিহে বিনয়।
হে গোবিন্দ গোবিন্দদাসে হয়োনা নিদয় ॥ ২৩১৬

গোবিন্দ অধিকারী।

বিভাস—কাওয়ালি।

মরি হায় হায়, শুনে হাসি পায়।
যাবে কাশী, কালো শশী, ভস্মরাশি মেখে গায়॥
বঁধু হে যাবে কাশীতে, কি বোল্‌বে কাশীবাসীতে,
কাশীধামে প্রবেশিতে, কাশীনাথ পড়িবেন পায়॥
হে কৃষ্ণ, সে কষ্ট স'বে হে কেমনে,
কি বালাই, মাথ্‌বে ছাই, ও চাঁদ বদনে;
ত্যজে বাঁশী, ও শ্যাম শশী, ধোর্‌বে নাকি দণ্ড,
কাশী যাওয়া নয় কেবল গোপীর প্রাণদণ্ড,
ভাসাবে নয়ননীরে হাসাবে ব্রহ্মাণ্ড,
পীতাম্বর ত্যজে বাঘাম্বর কি শোভা পায়॥ ২৩১৭॥

গোবিন্দ অধিকারী।

কবির স্থর।

যোগীবেশে আজ কোথায় চলেছ, বল শ্যাম গুণধাম,
মনের রাগে, কি বিরাগে, কিবা কার সোহাগে,
বিরাগী গৃহত্যাগী হয়েছ? বিভূতি অঙ্গে মেখেছ।
যেতে যেতে শ্যাম কেন শঙ্কা পাও,
যেন কারে দেখে দাঁড়াও থেকে থেকে,
চন্দ্রাবলীর দিকে একবার ফিরে চাও;
কত স্থবাসে, স্থভাষে, সরসে সম্ভাষে,
বিলাসে কাল তারে তুষেছ॥ ২৩১৮॥

মনোমোহন বস্থ।

মঙ্গল মিশ্র—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে, তারে বড় ভালবাসি॥ ২৩১৯॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

দে গো বৃন্দে আমায় যোগী সাজাইযে।
সর্ব্বত্যাগী হ'তে হ'লো শ্রীরাধার মানের দায়ে॥
দে গো বৃন্দে ভস্ম মাখি, ভৃগুপদ চিহ্ন ঢাকি,
রাধে রাধে বলে ডাকি, কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইযে॥ ২৩২০॥

—
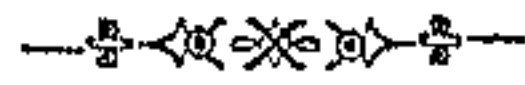
বিদেশিনী।

মহড়া।

কে গো তুই কাদের কুলের বউ, কুল ত্যজে ভ্রমিস্ গোকুলে।
তুই কি অনাথা, নাকি বিচ্ছেদ উন্মত্তা,
আয়, আয়, কাছে আয়, মনের কথা যা ব'লে।
হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্ধা বিরহানলে।
যেমন আমাদের রাইয়ের দশা কালিযে করেছে,
ওগো সেই দশা তোর কি, তাই সুধাই ও সখি,
হোক্ মেনে বল্ আমার কাছে।
হ'লি কি দুখে দুখিনী, ওগো সজনি,
চক্ষের জল মুছিস্ কেন অঞ্চলে।

চিতেন।

ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সর্জ্জা দেখে রঙ্গ দেবী ডেকে কয়।
তুই কি গোকুলের গোপিনী, কি উদাসিনী,
নিকুঞ্জের নিকটে উদয়।
একে সুরঙ্গ অঙ্গ, তাহে কুরঙ্গনয়নী,
অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই,
চলিস্ চলিস্ যেন গজগামিনী।
হ'য়ে কন্দর্পপীড়িতা, রাগস্খলিতা,
চলিতে বাজে চরণ কমলে।

অন্তরা।

একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য কাব্যরসে রসিকে।
মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে দাম্ভীর্য্য নাই,
আর আর বৌ যেমন ধাবা ব্যাপিকে।

পরচিত্তেন।

অধৈর্য্য হেবে তোরে সজনি,
ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
যদি সাধ্য হয় সেই কার্য্য, কর্ব সাহায্য,
বলি তাই বলে যা আমায়।

একে রমণীজাতীয় আমিও রমণী।
এমন ব্যথিত কোথায় পাবি, কোথায় প্রাণ জুড়াইবি,
বল্‌বি কায় দুখের কাহিনী।
আমায় বল্‌গো বল্ মনের ভাব, কি দুখে এ ভাব,
তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়নসলিলে ॥ ২৩২১ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

নবীন বিরহিণী বিদেশিনি কোথা যাস্ গো বল্।
কুঞ্জবনে ধীরে ধীরে কি জন্যে চাস্ ফিরে ফিরে,
নয়নেরি নীরে নীরে ভাসে নয়ন শতদল ॥
চঞ্চলা চপলার মত নিতান্ত চঞ্চল—
হরিভয়ে করী যেমন পলাইয়ে যায়।
সখি দেখি তোর তেমনি ধারা, ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা মেয়ের ধারা কভু ভাল নয় ॥
এলি কি ছলে এ বৃন্দাবনে, ভ্রমিতেছিস্ বনে বনে,
কি আছে তোর মনে মনে, মনের কথা খুলে বল্।

চিতেন।

দুর্জ্জয় মানেতে হ'য়ে হতমান,
কালাচাঁদ সেই মানের কর্ত্তে শেষ—
ব্রজরাজ, তেজে রাখালসাজ,
ধোল্লেন আজ, যুবতীর বেশ ॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু সহাস্য বদন,
তাহে সজল নয়ন পরে, কজ্জল উজ্জ্বল করে,
জলধরে শোভা করে বিজলি যেমন।
দেখে মনমোহিনী মনের সন্দে,
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখি বৃন্দাবন কি কোর্ত্তে এলি রসাতল।

অন্তরা।

কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতী গো,
গলায় গজমতি দুল্‌ছে।
কবরী আমরি কি শোভা পায়,
কনক চাঁপা তায় ঝুল্‌ছে ॥
অঙ্গে সোণা কাণে সোণা,
কিন্তু যে সোণা গোকুলের ধন,
প্যারী তায়, দুর্জ্জয় মানের দায়,
দেছে মান্ কুণ্ডে বিসর্জ্জন।

চিতেন।

সে অবধি কুঞ্জে কেহ সুখী নাই।
ভাসে শুক শারী নয়ন জলে,
কোকিল কাঁদে তমাল ডালে,
ভ্রমর কাঁদে শতদলে, কুঞ্জে কাঁদেন রাই।
কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা,
কেউ কারো কথা শোনেনা,
বিরহেতে প্রাণ বাঁচেনা, দুখে বহে চক্ষে জল ॥

অন্তরা।

দেখে তোর ভঙ্গী রঙ্গিনি গো,
যেন চেনো চেনো জ্ঞান করি।
সদা সন্দ মনে, তাইতে ব্যানে,
কিছু বলি বলি বল্‌তে নারি॥

চিতেন।

ক্ষীরোদমথনে যেমন নীরদবরণ।
দেবাসুরে করে ছলা, মনমোহিনী চিকণকালা,
ষোলকলা দেখে কালাব ভুলে গেল মন॥
অঙ্গে অম্বর সম্বর নাই, এলো থেলো দেখ্‌তে পাই,
চোলে যেতে রাজপথে ধূলাতে লুটায় অঞ্চল॥ ২৩২২॥

কে বিদেশিনী একাকিনী (প্রাণ সই)।
হেরিয়ে হরিল চিত এ কাল মনোমোহিনী॥
মোহন বীণার স্বরে, কে পারে রহিতে ঘরে,
মানা কর ধরি করে, কেন করে উন্মাদিনী।
মনে জ্ঞান হয় হেন, কোথায় দেখেছি যেন,
এ ভাবে আইল কেন, এত নহে মানবিনী॥ ২৩২৩॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কেগো বিদেশিনী লো সই।
অবয়ব ভাব সব শ্যাম গুণমণি॥
নারীর বেশ ত্যজে যদি সে রাখাল সাজে,
চিন্‌তে পারে ব্রজ মাঝে, যত আহিরিণী॥ ২৩২৪॥

সুবলবেশী রাই।

পরজ—একতালা।

নবীন রাখাল বেশে, কেগো কুঞ্জে এসে,
দাঁড়ালো ঐ হেসে রাখাল রাজার পাশে;

রূপে তমঃ নাশে, বিজলী প্রকাশে,
সুবল দাদার সাজ সেজেছে ?
কিন্তু এ গোকুলের্ রাখাল্ তো নয়্,
তা হলে কি হেন হেম কান্তি হয়্ ?
শিরে চূড়া ; আবার বেণী বিপর্য্যয়্,—
পীত বাসে পৃষ্ঠ ঢেকেছে !
বিলোল কুরঙ্গ নয়ন-যুগল,
বিলাসে আবেশে উল্লাসে চপল,
কজ্জলে উজ্জ্বল প্রেমে ছল ছল,
রসে ঢল ঢল খেলিছে !
সুবল্ হলে সখি এ ভ্রূভঙ্গী কেন—
অভিন্ন অনঙ্গ শরাসন যেন ?
গরল মাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন,
রাখালে কে কোথা দেখেছ ?
করী-অরি জিনি মাজা খানি সরু,
কি সুচারু উরু যেন রম্ভা তরু !
রাখালে সম্ভবে এ নিতম্ব গুরু ?
আবার পদ্মগন্ধ গায় ছুটিছে !
বৎস কোলে আছে, হৃদয় ঢাকা তায়্ ;
পীনোন্নত বুক্ তবু দেখা যায়—
মেঘের আবরণে মেরু কি লুকায়্ ?
ভঙ্গীতেই তো ধরা পড়েছে !
তাই বলি এ ছদ্ম-সুবল-বেশী রাই ;
নিত্যই নব লীলা লয়ে প্রাণ কানাই !
(আমরা) নূতন যুগল রূপ হেরে প্রাণ জুড়াই—
মরি কি মাধুরি হয়েছে ! ২৩২৬॥

মনোমোহন বসু।

অক্রূর-সংবাদ।

গান্ধার।
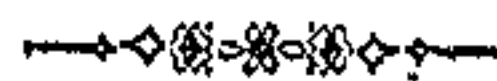
কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন্ দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ারে গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুঃখ গান।
রাজা শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥ ২৩২৭॥

বিদ্যাপতি

গান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর,
মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া, পিরীতে পূরিত হিয়া,
কাহে ভেল শিথিল স্নেহ॥
চল চল সহচরি, অক্রূর চরণে ধরি,
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণ ক্রন্দন, শুনইতে ঐছন,
জানি ফিরয়ে বরনাহ॥
পরিহরু গুরুজন, হসউ বা দুরজন,
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন, জলতহি অনুখণ
কো সহ এ হেন সন্তাপ॥

ও মুখ সমুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি,
পীবইতে জীউ করি সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ, সো বিহি নিকরুণ,
যো করু ইহ রস বাদ॥ ২৩২৮॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

অতমিত যামিনীকান্ত।
কি ফল ভেল মুরি মন্ত॥
উদয়াচল তরুণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপী অক্রূর।
হরি লই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোঙার॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনু মাথুর যাত॥
ব্রজপতি দম্পতি চিতে।
কোন্ কয়ল বিপরীতে॥
তে বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখ গাথা॥ ২৩২৯॥

গোবিন্দদাস।

গান্ধার।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন, জানহু মথুরা, যাওব সুন্দর শ্যাম॥
ও মুখচন্দ, হাস মধুরাধর, ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন, সুধারসে পূরিত, কৈছনে বিছুরব নারী॥
যাহ বিহু নিমিখ, আধ কত যুগ সম, সো অব আনত যাব।

কঠিন পরাণ অব, নাহি নিকশয়ে,
পুন কিয়ে দরশন পাব ॥
কহইতে গোরী, লোরে ভরু লোচন,
মুরছি পড়ল তঁহি ভোর।
হাহা প্রাণ রাই, ভেল অচেতন,
গোবিন্দদাস করু কোর ॥ ২৩৩০ ॥

গোবিন্দদাস।

স্থহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ান বয়ান করু হেট ॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানমু কানু চলব পরদেশ ॥
পুছইতে কহ গদগদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহুঁ মেলি।
আনহি ভাতি রভস রস কেলি ॥
যে উঁহু কপট কৈছে হিয় মাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই ॥ ২৩৩১ ॥

গোবিন্দদাস

ধানশী।

কাঁপল উতপল লোরে নয়ন।
কৈছে করত হিয়া কিছু নাহি জান ॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন দুহুঁ মাঝে দেওত সাখি ॥

তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয়॥
জানলুঁরে সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশিয়া চলব মোহে ছোড়॥
গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়।
পিযাক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥
সময় সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পিয়া পরদেশি কাহে রহুঁ প্রাণ॥ ২৩৩২॥

গোবিন্দদাস।

ধানশী।

হরি হরি নিরদয় রসময় দেহ।
কৈছনে তেজব নবীন সিনেহ॥
পাপ অক্রূর কিয়ে গুণ জান।
সব সুখ বারি লে চলু কান॥
যতিক্ষণে দ্বিজগণে মঙ্গল না পড়ই।
যতিক্ষণে পথপর কোই না চড়ই॥
এ সখি কাহুক জানি মুখ চাহ।
আঁচরে গোই বাহু রায়হ নাহ॥
যতিক্ষণে গোকুলে তিমির লাগি রহই।
করইত যতন দৈবে যব ফিরই॥
এতহুঁ বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত।
গোবিন্দদাস কহ লাজক অন্ত॥ ২৩৩৩॥

গোবিন্দদাস।

সুহই।

নামহি অক্রূর, ক্রূর নীচাশয়,
সোই আয়ল ব্রজ মাঝ।

ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল,
কালিনী কালিম সাজ ॥
সজনি রজনী পোহাইলে কালি ।
রচহ উপায়, যৈছে নহে প্রাতর,
মন্দিরে রহু বনমালী ॥
যোগিনী চরণ, স্মরণ করি সাধহ,
বাঁধহ যামিনীনাথ ।
নখতর চাঁদ, বেকত রহুঁ অম্বরে,
যৈছে নহে পরভাত ॥
কালিন্দী দেবী, সেবি তাহে ভাখব,
রাখব নিজ অনুগাতে ।
কিয়ে শমন আনি, ত্বরিতে মিলায়ব,
গোবিন্দদাস অনুমাতে ॥ ২৩৩৪ ॥

গোবিন্দদাস।

বরাড়ী ।

হরি নাকি যাবে মধুপুর ।
ছাড়িয়া গোকুলবাস, জীবনে কি আর আশ,
বধভাগী হইল অক্রূর ॥
ছাড়িবে গোকুল চন্দ, পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা ।
গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে,
সবার আগে মরিবেক রাধা ॥
আর না শুনিব বেণু, আর না দেখিব কানু
আর না করিব নানা বেশ ।
এমন ব্যথিত থাকে, কানুরে বুঝায়ে রাখে,
বিধি বিনে নাহি উপদেশ ॥
মথুরা নাগরী যত, তাঁহে কৈলে পয়োব্রত,
বরজ রমণী অনাথ ।

গোবিন্দদাস কহ, হৃদয়ে এ দুঃখ সহ,
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ ॥ ২৩৩৫ ॥

গোবিন্দ দাস।

বালা ধানশী।

না জানিয়ে কোন্ মথুরাসে আয়ল,
তাহে হেরি জীউ মোর কাঁপ।
তব ধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে,
লোরে নয়ন দুহুঁ ঝাঁপ ॥
সখিহে অব কুশল শত নাহি মানি।
বিপদহুঁ লাখ, তৃণ করি গণিয়ে,
কান বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥
কিয়ে ঘর বাহির, মতি না রহে থির,
জাগরে নিদ না ভায়।
গঢ়ল মনোরথ, তৈখনে টুটল,
কিয়ে সখি করব উপায় ॥
কুসুমিত কুঞ্জে, ভ্রমর নাহি গুঞ্জই,
সঘনে রোয়ে শুক শারী।
গোবিন্দদাস, আলি সখি পুছই,
কাহে এত বিখিনি বিথারি ॥ ২৩৩৬ ॥

গোবিন্দদাস।

শ্রীগান্ধার।

যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে, মন রঞ্জনু,
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী, বরত সমাপল,
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি জানন্থ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি, যাওব সো হরি,
শুনইতে নাহি বাহিরাণ ॥

যো মঝু সরস, সমাগম লালস,
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে, জাগি নিশি বাসর,
পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে, চরণে পড়ল ফণী,
মণি মঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ, কৈছন সো দিন,
বিছুরব ইহ অনুমানি॥ ২৩৩৭॥

গোবিন্দদাস।

আহিরী।

যাবৎ জীবন রঙ্গে, বঞ্চিব তোমার সঙ্গে,
লেহ কৈনু এই অভিলাষে।
দূরে গেও দূর আশে, পহিল যৌবন রসে,
অবহু ছিণ্ডিল মোহ পাশে॥
প্রাণনাথ স্বরূপে কি যাবে মধুপুরী।
ঘাটে বাটে এই ধ্বনি, লোক মুখে শুনি,
গোপিকার পিরীতি বিছারি॥
সোই যমুনা জলে, বসন হরণ কালে,
সব সখী আগে সত্য কৈলা।
সোই স্মৃতি যবে, তুহু সে হেরলি এবে,
গোপীর শতেক পুরী গেলা॥
গোপীর করুণা শুনি, প্রেম আঁখি যদুমণি,
না কহে বচন হেঁট মুখে।
দেখিয়া পতির মৌন, বুঝিয়া কাজের চিহ্ন,
মাধব কহে দুন দুঃখে॥ ২৩৩৮॥

মাধব।

বরাড়ী।

মথুরার পথে সখি কি দেখিয়ে আর।
দেখিতে দেখিতে তনু বিদরে আমার॥

সজনি পিয়া মোর যায় মধুপুর।
পথে লই চলে দারুণ অক্রূর॥
এরূপ যৌবন আমি আর কি করিব।
পিয়ার সংহতি আমি মধুপুর যাব॥
যে গতি পিয়ার মোর সে গতি হামার।
গোপালদাস কহে পিয়া সে তোমার॥ ২৩৩৯॥

গোপালদাস।

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজকুলনারী বধিলে।
বলনা কি বাদ সাধিলে।
নবীনো পিরীতো, না হইতে নাথো,
অঙ্কুরে আঘাতো করিলে।

চিতেন।

একি অকস্মাৎ, ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে।
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে॥
অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিলে।
রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে?

অন্তরা।

শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে, উদাসী।
নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব,
তোমার প্রেমের প্রয়াসী॥

চিতেন।

শ্যাম, নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে।

দিয়ে বিসর্জ্জন কুলশীলে,
এতেই হ'লাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি,
এই দোষে কিহে ত্যজিলে? ২৩৪০ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজপুরী,
ব্রজ নারী কোথা রেখে যাও।
জীবনো উপায় বোলে দাও।
হে মধুসূদনো, করি নিবেদনো,
বদনো তুলিয়ে কথা কও।

চিতেন।

শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজ গোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত শ্রীচরণ দুটী, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়েব ধন তুমি গোপিকার।
হৃদে বজ্র হানি চলিলে ॥ ২৩৪১ ॥

রাম বসু।

মহড়া।

গমনো সময়েতে কেন কেঁদে গেল মুরারি।
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বরী ॥
জনমেরো মত, রাধারে কাঁদালে, সই,
বুঝি ব্রজে আসিবে না হরি।

চিতেন।

হরি কি আসিবে ব্রজে আর, মনে সন্দেহ করি।
যদি মধুপুরী, হেসে যেতো হরি, পুনঃ আসিত বংশীধারী ॥

অন্তরা।

হায় দুটী করে ধরি যখনো আমায় যাই যাই বঁধু কয়।

তখন শ্যামেরো কমল বদনো, নয়ন জলে ভেসে যায়॥

চিতেন।

এতই মমতা শ্যামেরো যাইতে মধুপুরী।

সজলো নয়নে, উঠিলেন রথে,

বিধুমুখো মলিনো করি॥ ২৩৪২॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

কমলিনি কুঞ্জে কি কর।

তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিল, ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল।

মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ নন্দের ভেরী বাজিলো॥

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি ব্রজে প্রমাদ হইলো।

মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে, অক্রূর আইলো॥

অন্তরা।

যে শ্যাম চাঁদ সোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে।

সে শ্যাম সুন্দর মথুরা নগরে, যাবে নিশি প্রভাতে॥

চিতেন।

সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারি ত্যজে গোকুলো।

নিধুবনে রাধা রাধা বোলে কে বাঁশী বাজাবে বলো॥ ২৩৪৩॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

রথ রাখ বংশীবদন, হেরি চাঁদ বদন।

রথ রাখ, কথা রাখ, শুন ওহে বনমালি,

কৃতাঞ্জলি তোমায় করি, রাইকে দিয়ে জলাঞ্জলি,

মথুরায় কর গমন॥

চক্ষের জলে করিব কাদা, চলিবেনা রথের চাকা,

কেমন ক'রে চালাইবে শ্রীমধুসূদন।

রথ রাখ বংশীবদন, হেরি চাঁদ বদন॥ ২৩৪৪॥

মহড়া।

প্রাণ থাকিতে ওহে কালাচাঁদ মথুরায় যেতে দেবনা।
রথচক্র ধ'রে র'ব, ওহে কৃষ্ণ, আমরা যত ব্রজাঙ্গনা।
ব্রজের প্রাণ তুমি কাঁদিয়ে সোণা,
কৃষ্ণ তুমি মধুপুরে গেলে কে আর বাজাবে বাঁশী,
কাল শশী, কুঞ্জে রাধা রাধা ব'লে।
তোমার বিচ্ছেদে, এই বৃন্দাবনে,
ব্রজাঙ্গনা কেউ বাঁচ্‌বেনা।

চিতেন।

একি নিদারুণ কথা শুনি অকস্মাৎ।
তুমি কাল অক্রুরের রথে যাবে ব্রজনাথ।
যদি তুমি মধুপুরে যাবে,
সে যে জন্মদুখিনী, রাই কাঙ্গালিনী,
বলনা কি দশান্তর হবে।
মিছে ছল করে শ্যাম বিদায় চেয়ে,
ব্রজ গোপীর প্রাণ বোধোনা॥ ২৩৪৫॥

মহড়া।

জননী গো আজ্‌কের যামিনী যেন পোহায় না।
নিশি পোহালে ও মা দুর্গে,
শ্যাম যাবেন কংস-যজ্ঞে,
গেলে শ্যাম পুনঃ ব্রজে আস্‌বেননা।
প্রসন্নপালিনি যোগিনি যোগললনা।
তোমায় পূজে কৃষ্ণ পেয়েছি।
ওমা মজাইয়ে জাতিকুল, গোকুলে করেছি স্থূল,
কালো জলে সোণার অঙ্গ ঢেলেছি।
এখন সে কালা হ'লো বাম, কাল যাবে মা কংসধাম
গেলে শ্যাম রাধার প্রাণ আর বাঁচ্‌বেনা।•

চিতেন।

যাবেন মথুরায় কালাচাঁদ, শুনিয়ে সে সংবাদ,
উন্মত্তা হ'য়ে কিশোরী।
গিয়ে কাত্যায়নীর ঠাঁই, ভক্তিভাবে রাই,
বলে রক্ষা কর মা শঙ্করি।
দিয়ে বিল্বদল রাঙ্গা চরণে,
রাধা কৃতাঞ্জলি হ'য়ে কয়, আমি অতি নিরাশ্রয়,
ওমা আমার মত অনাথিনী দেখি নাই।
দেবি বিলম্বের সময় নয়, রজনী প্রভাত হয়,
প্রসন্না হওগো হর অঙ্গনা।

অন্তরা।

ওমা তুমি সকল জান, শ্রীকৃষ্ণ জীবন,
তিলেক না দেখিলে মরি।
আঁখির পলকে হারাই গো যাহাকে,
তারে কি বিদায় দিয়ে থাকতে পারি।

পরচিতেন।

তাহে বিপক্ষ দুর্জ্জন, সে কংস রাজন,
সমরে অতি বলবান্।
একবার পাঠায়ে পূতনা, করিয়ে ছলনা,
ওমা শ্রীকৃষ্ণের বধিতে পরাণ।
তাও কি জাননা, ওগো জননী।
হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষবল, তুমি শক্তি প্রবল,
সে বিপদে রক্ষা করলে আপনি।
এখন যদি মা দাসীকে, না বাঁচাও বিপাকে,
তবে আর দুর্গা নাম কেউ লবে না ॥ ২৩৩৬ ॥

মহড়া।

ঐ দেখ শ্যাম, কাঙ্গালিনীর প্রায়,
প্যারী রাজপথে দাঁড়াইয়ে।

কংসের যজ্ঞে যাবে কৃষ্ণ,
রাধার কাছে বলে যাওহে বিদায় হ'য়ে।
আছেন রাই তোমার শ্রীমুখ চেয়ে।
আর কি রাধাতে রাধাত্ব আছে।
হ'য়ে ঔদাস্য জ্ঞানে, সহাস্যহীনে,
চন্দ্রাস্য শুখা'য়ে গেছে।
ভেবে শ্যাম জলধর,
আছে রাধা তৃষিত চাতকিনী হ'য়ে।

চিতেন।

অক্রূরের রথে কৃষ্ণ করিছে গমন।
সজল নয়নে আসি কহে গোপীগণ।
ফের ফেরহে কালিয়ে সোণা।
তুমি মধুপুরী, যাবে হরি, একথা প্যারী জানেনা।
শুনে নন্দের ভেরী, রাই কিশোরী,
আকুল হ'য়ে এল ধেয়ে।

পরচিতেন।

জানত রাধা রঙ্গময়ী, শ্যাম প্রেম অনুরাগী।
রাজকন্যে, ব্রজে মান্যে, তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগী।
তুমিও রাধার, রাধাও তোমার, প্রাণের প্রাণ।
হয় যার তিলেক বিচ্ছেদে শতগুণ জ্ঞান।
তোমার সেই রাধার দেখ এই দশা।
হ'য়ে জ্ঞানশূন্য, চল্‌ছেন যেন ছিন্ন ভিন্ন, এলোকেশা।
হ'য়ে চঞ্চলা ঐ দাঁড়ায়ে রাই,
সখীর অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে॥ ২৩৪৭॥

আড়া ভৈরবী—পোস্তা।

কি করি ব্রজ ছাড়ি হরি যান মথুরায়,
মজায়ে বিরহে।

ব্রজাঙ্গনার সুখ সম্পদ এই সে ফুরায়;
প্রাণ রহে না রহে।
প্রেমার্থে স্বয়ং মজিলাম কুলে দিয়ে কালি,
সার করিয়া কালা।
সখি এখন যদি সে কালার সঙ্গে প্রাণ যায়,
তাহাও প্রাণে সহে।
লজ্জা অভিমান ধন যৌবন দেহ জীবন,
শ্যামে দিলাম ডালি।
এখন বল কার জন্যে কিবা সুখে কি মায়ায়,
প্রাণ রহে এ দেহে।
চিন্তা কি কর রাই সোহাগি বিধুমুখি,
হেদে গো সহচরি।
সফল হবে যদি যায় গো সমুদায় প্রেমের দায়,
রমাপতি কহে ॥ ২৩৪৮ ॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাথুর।

শ্রীরাগ।

বিরহকাতরা, বিনোদিনী রাই, পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়, কহিনু তোহারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ, আর না করিও দেরি ॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে, রাখিয়া রাইএর দেহ।
কোন সখীঅঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম, নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল. সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন; চৌদিশ নেহারে, দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥

যখন হইনু, যমুনা পার, দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, বাথে অন্তর্জলে, রাইদেহ হরি বলি॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব, ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাস, বিলম্ব হইলে, আর না দেখিবে রাই॥ ২৩৪৮॥

চণ্ডীদাস।

কানাড়া।

সখি! কহবি কানুর পায়।
সে সুখসায়ির দৈবে শুখায়ল, তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি! ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি, মাগিয়া লইবি বর॥
সখি! যতেক মনের সাধ।
শয়ন স্বপনে, করিনু ভাবনে, বিহি সে করিল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ সহন নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥ ২৩৪৯॥

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে, মনে যদি এত ছিল?
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস, নাহিক লেহের লেশ।
এক দেশে আলি, আনল জ্বালিয়া, জ্বালাইতে আর দেশ॥
অগাধ জলের মকর যেমন, না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স, চিনি পরিত্যজি, চিটাতে আদর এত॥
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে, কহিতে পরাণ ফাটে।
সোণার প্রতিমা ধুলায় গড়াগড়ি, কুবুজা বসেছে খাটে॥ ২৩৫০॥

চণ্ডীদাস।

সুহিনী।

হে কুবুজার বঁধু!
পাসরেছ রাই মুখ ইন্দু॥

হে পাগধারি!
পাসরিছ নবীন কিশোরী ॥
রাই পাঠালে মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে ॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে ॥ ২৩৫১ ॥

চণ্ডীদাস।

গান্ধার।

বুঝনু মরমক ভাব।
ইহ নব প্রেম ভূরি, সুখ সম্পদ ছোড়ি,
বরজ-পুর কাহে যাব?
সম্প্রতি পুরপতি, ভূপতি মহামতি,
কাঁহা সোই পশুপতি ভাণ?
তাঁহা গোদল শিঙ্গা, বংশী মুরলী রব,
ইহাঁ কত রাজনিশান ॥
কালিন্দীতট বট, নিকট ছায়ে বাস,
নিজ তনু হেরিতে সে নারে।
হিঁয়া অট্টালিকোপরি, রতন পরিযঙ্ক,
মুকুর জড়িত কত পুরে ॥
তাঁহা নব পল্লব, বীজই দুর্লভ,
গলে বনফুল মাল।
ইহাঁ কত চামর, দাসে ঢুলায়ত
ভূষিত মণিপরবাল ॥

আভীর নাগরী, নিরগুণ পরাধীনী,
যতনে কানন মেল।
ইহাঁ কত পুরনারী, স্বতন্তরী পথোপরি,
কুবুজা ভূরি সুখ নেল॥
ভালে ভালে তুহুঁ, দশ দিন গোঁয়ায়লি,
গোকুল গতি ইতি কহনা।
বসন্ত রায় গেহে, আগ দেই আয়লি,
তাপই নিরবধি দহনা॥ ২৩৫২॥
রায় বসন্ত।

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরি, মধুপুর নাগরী,
বেশ পসারলি অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুখবর, সময় গোঙায়লি,
নব নব রস পরসঙ্গে॥
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছুই অবধি দিন, গণি কত মাধব,
ব্রজবধূ জীবন শেল॥
কোই ধরণীতল, কোই যমুনা জল,
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এত দিনে বিরহ, মরণপথে পেখহু,
তোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল অম্বু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান॥ ২৩৫৩॥
গোবিন্দদাস।

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ, সিন্দুর বরণ,
নীল গগনে হেরি।

তোহারি ভরমে, তা সঞে রোথত,
মানিনী বদন ফেরি ॥
কান্থহে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে, তোবিনু সাজই,
আটহুঁ নায়িকা সাজ ॥
প্রাণ সহচরী, চরণে সাধই,
কানু মানায়বি তোহে।
আঁখি মুদি কহে, অবহুঁ মাধব,
কাহে না মিলল মোহে ॥
খঞ্জন ধ্বনি শুনি, উমতি ধাবই,
তোহারি নুপুর মানি।
হাসি অভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই,
শেজ মিছায়ই জানি ॥
নীল নিচোল, সঘনে মাগয়ে,
নিবিড় তিমির হেরি।
যুগল তো সঞে, কহই ঐছন,
বেশ বনায়ব ফেরি ॥
কোকিলের রবে, চমকি উঠয়ে,
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি তোহারি, গমন মধুপুরী,
মুরছি পড়ল গোরী ॥
নিঝরে নয়নে, সব সখীগণে,
খোজত বহে নিশ্বাস।
তোহারি চরণে, এতহুঁ কহিতে,
ধাওল গোবিন্দদাস ॥ ২৩৫৪ ॥

গোবিন্দদাস।

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহুঁ নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব নাগরী রস অবগাহ।

যো খণ মানইতে বিনু যুগলাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহ বিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুলি বলয় গলিত হুহুঁ পাণি॥
নয়ন নিকাজর, ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহরণ ভিগি গেও সাড়ী॥
ছট ফট শয়ন না রহ সখীঅঙ্ক।
নয়নপুতলি লুটায় মহীপঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥ ২৩৫৫॥

গোবিন্দদাস।

শ্রীরাগ।

শুন শুন শ্যাম চন্দ।
প্রেমক যৈছন ছন্দ॥
সো কহ তুয়া গুণগাম।
তুহুঁ বিছুরলি তছু নাম॥
নাগরীসনে হাসি তোয়।
সো সখীমুখ হেরি রোয়॥
তোহারি শয়ন পরিযঙ্কে।
সোই লুঠত মহীপঙ্কে॥
তুয়া হিয়ে মণিময় হার।
তছু নিজ জীবন ভার॥
তুহুঁ ঘন কুঙ্কুম নাই।
সো মৃগমদে মুরছাই॥
গোবিন্দদাস পরবন্ধ।
অতি রসে কো নহ অন্ধ॥ ২৩৫৬॥

গোবিন্দদাস।

পঠমঞ্জরী।

কে যাবে মথুরাপুরী, কার লাগি পাব।
এ দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥
হাত কলম করি, নয়ন করি দোত।
কলিজা কাজর করি লিখি চাঁদ মুখ॥
কেহত না কহেরে, আওব তোর পিয়া।
কতনা রাখিব চিত্ত নিবারণ দিয়া॥
দেখিলা যতেক দুখ কহিও বন্ধুরে।
পুছিও তাহারে, মোরে মনে নাকি করে॥
কহিবে দুখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া॥
কহিও কহিও সখি, মোর পিয়া পাশ।
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ॥
এত শুনি সে সখী, করল পয়ান।
আওল মধুপুরী বলরাম গান॥ ২৩৫৭॥

বলরাম দাস।

সুহই।

কতয়ে বেরি বেরি, রচব শেযই,
সরস সরসিজ পাতি।
শীতল বীজনে, সলিলসেচনে,
কতনা পোহায়ত রাতি॥
কতয়ে চন্দন, করব লেপন,
তবহুঁ না জুড়ায়ত অঙ্গ।
উঠয়ে পুন পুন, তবহুঁ দারুণ,
হৃদয় দহন তরঙ্গ॥
শুন শুন নিরদয় নিঠুর চিত।
তোসঞে প্রেম করি, থোয়ল সুন্দরী,
পরাণ দেহ পরাচিত॥

খেপেহি অঙ্গন, খেপেহি সঙ্গন,
খেপেহি সহচরীকোর।
ঘূয়ল কুন্তল, লুটহি সুন্দরী,
কতয়ে নদী বহে লোর॥
কতএ সখীগণ, করয়ে রোদন,
কি ভেল বলি উরে তারি।
কুন্তল তোরহি, বসন ফারহি,
বিহিকে দেহই গারি॥
ধরণী উপর, নিচল কলেবর,
পড়িয়া আছয়ে ভোরি।
কাহিনী না কহে, শ্বাস না বহে,
নিমিখ তেজল গোরি॥
কোই লুটই, কোই ছুটই,
প্রাণপ্রিয়া ভাখী।
কি কহু বলরাম, ধরল কারিম, রহল সাখী॥ ২৩৫৮॥

বলরাম দাস।

শ্রীরাগ।

কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে।
ভেটিব নাগর কানু সাধ আছে মনে॥
পরোক্ষে পরের মুখে শুনি কানুগুণ।
শুনিয়া আমার চিত্তে বিন্ধিলেক ঘুণ॥
নিতি নিতি অনুরাগে হারাব আপনা।
যে হকু সে হকু দেখিব কেলে সোণা॥
অলখে দেখিব কানুরে না দিব পরিচয়।
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাব গুরুকুলের ভয়॥
না পরিব আভরণ না করিব বাস।
তনু আচ্ছাদিয়া লব নিজ নীল বাস॥

যদি বা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর।
রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর॥
তোমরা যতেক সখি মোরে রাখিহ গোপেতে।
রাধা বলি কানু যেন না পারে লখিতে॥
যদুনাথ দাস বলে একি মনে লয়।
পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয়॥ ২৩৫৯॥

যদুনাথ দাস।

কামোদ।

কি ছার পিরীতি কৈলা, জীয়ন্তে বধিয়া আইলা,
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন্দু, যোগাইব কত দিন্দু,
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি, জালি আইলা যুগবাতি,
সে কেমনে রহে অযোগানে।
শুন মোর নিবেদন, শীঘ্র কর আগমন,
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥
বুঝিলাম উদ্দেশে, সাক্ষাতে পিরীতি তোষে,
স্থানছাড়া বন্ধু বৈরি হয়।
তার সাক্ষী হয় ভানু, জলছাড়া তার তনু,
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাড়াইলা, তত দুঃখে পোড়াইলা,
করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে, দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে,
নিদানে হইল কুহুরাতি॥ ২৩৬০॥

মুরারি গুপ্ত।

মহড়া।

ইহাই ভাবিছে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে॥

কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে,
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে ॥

চিতেন।

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে ॥

অন্তরা।

শ্যাম রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুবুজা বিহারি,
কি সুখে হয়েছ নাগরো।

চিতেন।

শ্যাম রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর,
মজেছ যাহারো কারণে।
ওহে, লক্ষ কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥

অন্তরা।

শ্যাম, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,
আগমে যাহারো প্রমাণো।
যার গুণ গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধর বংশী বদনো ॥

চিতেন।

শ্যাম যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,
সনাতনো গেল কাননে।
ওহে এ বড় বেদনা, ত্যজিয়ে সে ধনো,
অধনে রেখেছ যতনে ॥

অন্তরা।

শ্যাম আপনার অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ,
কালিয় ভুজঙ্গ কুটীলে।
কুবুজারো অঙ্গ, রসের তরঙ্গ,
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥

চিতেন।

শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধা কৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন্ কুঁজী কৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে॥

অন্তরা।

শ্যাম ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিল।
ভুজঙ্গমাণিকো, হোরে নিল ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিল॥

চিতেন।

শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশ পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে, গোখুরেরো জলো, জগত ব্যাপিলো,
সাগরো শুকালো তপনে॥ ২৩৬১॥

রাম্ নৃসিংহ।

মহড়া।

কেহ নাহি আর।
হরি তোমা বিনে দুখিনী রাধার॥
ইথে যে উচিত্ত তোমার।
কর হে মুরারি, অধীনী তোমারি, সকলি তোমারে লাগে ভার॥

চিতেন।

আগেতে বাড়ায়ে গৌরবো, সে সবো, পুন করিলে সংহার।
জগতেরো পতি, তোমারো কি ক্ষতি, যে দুখ হোলো সে অবলার॥

অন্তরা।

ওহে শ্যাম্ ভাব দেখি একোবার, গোকুলেরো সে লীলে।
কিরূপো ব্যাভারো, হোতো নিরন্তরো, সকলি বিস্মরিলে॥

চিতেন।

হোতেম্ যখন্ মানিনী, আপনি করিতে যে ব্যবহার।
সে সবো এখনো, হইল স্বপনো, স্মরণার্থে রয়েছে আমার॥

অন্তরা।

ব্রজনাথ্! এক্ষণে, ব্রজভূমেরো, হোয়েছে হে যে দশা।
উদ্ধবো সকলি, দেখেছে বিশেষো, কি কহিব সহসা॥

চিতেন।

আগমন কালে মাধবো, আসিবো কয়েছিলে এই সার।
কেবল মাত্র আশা, ব্রজেরো ভরসা, নতুবা সকলি আঁধার্॥

অন্তরা।

কেবল্ এই হেতু প্রাণো আছে গোপিকার শরীরে।
ত্রিভঙ্গ মুরারি, রাধা বনমালী, জাগিতেছে অন্তরে॥

চিতেন।

দিবানিশি এই ধ্যানো, বাহ্যজ্ঞানো হারা হোয়ে অনিবার।
কখনো চেতনো পেয়ে, ডাকি প্রাণো কৃষ্ণ কোথায় দুখে কর পার॥

অন্তরা।

আর কি, হবেহে এমন দিন, পুন যাবে ব্রজেতে।
আর কিহে হরি, হইবে কাণ্ডারী, যমুনা পার হোতে॥

চিতেন।

আর কি কদম্বতলে, কৌশলে লবে দান পশরা।
কহে রঘুনাথো, হবে মনোনীতো, সকল ব্রজবাসী জনার॥ ২৩৬২॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

এখন সময়গুণে এই দশা হয়েছে।
ছিল দাসী যে, হোলো রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।
শরমে মরমে মরি, ক'ব কার কাছে,
যে জন আঁখি আড় হোতোনা,
তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা।
আমরা পথে বসে কাঁদি আজ,
এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে॥

চিতেন।

কপাল মন্দ দ্বারিহে, কৃষ্ণের নিন্দা করা উচিত নয়।
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কয়,
রাধার চরণে যার লেখা নাম,
এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম।
ভাব্‌তে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে,
এমন অভিমান কত বার ভিক্ষে লয়েছে।

অন্তরা।

কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে, অঙ্গ ভেসে যায়।
রাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
কাঁদিতেছে দরজায়
এমন নিষ্ঠুর ভূপতি আমাদের শ্রীমতী, কভু নয়।
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়,
আমরা দয়াল্‌ রাজ্যে বাস করি,
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি।
মনে কর্‌তে বল্‌ তোদের রাজাকে,
বুঝি আপনার সে দিন এখন ভুলে গিয়েছে॥ ২৩৬৩॥

রাম বসু।

মহড়া।

দেখ্‌ব কেমন্ সুন্দরী কুবুজা।

তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে,

নূতন রাণী যে, হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥ ২৩৬৪॥

রাম বসু।

মহড়া।

ওহে কৃষ্ণ রাই কেন কৃষ্ণবর্ণ ব্রজে হোলো।

কুবুজা কুৎসিতা নারী, হোলো সুন্দরী,

হেমাঙ্গিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ কালো॥

চিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী বিনয় বাক্যেতে কয়।

কালাচাঁদ, কিছু ব্রজের সংবাদ, শুন দয়াময়॥

রাধারো রূপেরো গৌরব কত ছিল শ্যাম।

সেইরূপে, প্রাণ সোঁপে, তোমার প্রেমে বৃন্দাবনধাম॥

গমনো কালেতে, কংসেরো রাজ্যেতে,

রাহু যেন আসি শশী ঘেরিল॥

অন্তরা।

তাই জান্‌তে এসেছি, বল্‌তে এসেছি, বল্‌তে হবে তোমারে।

কিসে এমন হোলো, কিসে সে রূপ গেল শ্যাম,

হায় হায় কি কালো দংশিলো রাধারে॥

চিতেন।

যে দিন হইতে মথুরাতে করিলে পদার্পণ।

সেই হ'তে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন॥

তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হোলো।

কুলে কালী মানে কালী, ছিল রূপ তাও কালী হোলো।

সে যে তেজে তাম্বূল বেণী, ওহে চিন্তামণি,

শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ভূমে মিশালো॥ ২৩৬৫॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

কেহে সে জন, দ্বারী দ্বারে করিছে রোদন।
কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন॥
আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী।
সুধাইলে শুধুই বলে বসতি শ্রীবৃন্দাবন॥

চিতেন।

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়,
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদি তোমায়।
দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার,
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন॥ ২৩৬৬॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

সখি এই বুঝি সেই রাধার মনোচোর, নটবর বংশীধারী।
তেজে সেই বৃন্দাবন, শ্যাম এলেন এখন মধুপুরী।
আমা সবা পানে কটাক্ষে চেয়ে, কোরে নিল চিতো চুরি।

চিতেন।

মথুরানাগরী কহিছে সবে, কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি।
অক্রূর সহিতে, কে এলো ঐ রথে, কালো রূপে আলো করি।

অন্তরা।

শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম সই, দেখিলাম আজ নয়নে।
আঁখি মনেরো বিবাদ আমার ঘুচে গেল এত দিনে।

চিতেন।

এত গুণো রূপো না হোলে সখি,
গুণময় হয় কি হরি।
এমন মাধুরী, কভু নাহি হেরি,
আহা মরি মরি মরি॥ ২৩৬৭॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

রাখাবো বঁধু তুমি হে, আমি চিনেছি তোমায় শ্যাম রায়।
রাজার বেশ ধোরেছ হে মথুরায়॥
রাখালেরো বেশো লুকায়েছ বঁধু,
বাঁকা নয়ন্ লুকাবে কোথায়।

চিতেন।

এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন, দরশন পেলেম্ ভাগ্যোদয়।
পাঠালেন্ কিশোরী, ওহে বংশীধারি,
প্রতারণা কোরোনা আমায়।

অন্তরা।

এত যে মুরারি, জামা যোড়া পরি,
বার্ দিলে গজ পরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমো, রূপোঠামো শ্যামো,
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে। ২৩৬৮॥

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

মহড়া।

বোঝা গেলনা হরি তোমার কেমন করুণা।
জানা গেল—নাহি নারীবধের ভাবনা।
ত্যজে ব্রজেতে কিশোরী, এলে মধুপুরী,
পুরাতে কুবুজার মনোবাসনা।

চিতেন।

সকলি বিস্মৃতো, ব্রজনাথো, হোলে কি একো কালে।
তোমার দোষ নাই, গোপীর ছিল কপালে।
ভেবে দেখহে গোকুলে, করিলে কি লীলে,
তা কি তোমার মনে পড়ে না।

অন্তরা।

শ্যাম, নন্দ উপনন্দ, সুনন্দ আরো, রাণী যশোমতী।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণোকৃষ্ণ, বোলে লোটায় ক্ষিতি।

চিতেন।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি, ব্রজেরো সমাচার।
কি কব মাধব, সে অতি চমৎকার।
ব্রজ গোপিকা সকলের, নয়নের জলে, কেবলো প্রবলো
হেরি যমুনা ॥ ২৩৬৯ ॥

ভবানীচরণ বণিক।

মহড়া।

সখি কও শুনি সমাচার, আসিবেন সে হরি পুন কি ব্রজে আর,
হবে কি আমার হেন কপাল আবার।
মথুরা নগরে মাধবেরো দেখে এলে কিরূপ ব্যবহার?

চিতেন।

না হেরে নবীন জলধর রূপ, আকুল চাতকী জ্ঞান।
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান।
জীবন যৌবন ধন প্রাণ, হরি বিনে সকলি আঁধার।

অন্তরা।

হায় ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুর সুখ বিলাসী,
স্বরূপ কহনা সেখানে রাজার কোন্ মহিষী?

পরচিতেন।

ব্রজের চূড়া ধড়া নাকি ত্যজেছেন শ্যাম রায়।
কুবুজা নাকি বামে শোভা পায়?
ব্রজের দুখের কথা শুনে হরি কি দিলেন উত্তর তার? ২৩৭০ ॥

ভবানীচরণ বণিক।

মহড়া।

তোমার কমলিনী কাল মেঘ দেখে
কৃষ্ণ বলে ধরতে যায়।
আমরা তাই বলি করে ধরি, ও রাই,
ধোরোনাগো ও নয় শ্রীহরি।

তখন কই কৃষ্ণ বলে প্যারী মূর্চ্ছা যায়।
একি ভ্রান্তি হ'লো শ্রীরাধার, কৈ শ্যাম রায়।
দেখে বিদ্যুৎ-লতা, কাল মেঘের সঙ্গে, রাধানাথ হে,
বলে ঐযে সই পীত বসন শ্যামের অঙ্গে।
যখন গরজে জলধর, রাই বলে ধর্ গো ধর্,
আমার কালাচাঁদ মোহন মুরলী বাজায়।

চিমেতেতালা।

রাধার নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে,
সত্বরে আসি কংসধাম,
শ্রীগোবিন্দে, কহে বৃন্দে,
পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম।
ব্রজে শ্যাম বিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে,
রাধানাথ হে, তোমার রাই বলে,
হৃদ্‌পদ্মের নীল পদ্ম আজ নিলে কে?
কেন এমন হ'ল প্যারী, নারী বুঝ্‌তে নারি,
ও তাই সমাচার দিতে এলেম মথুরায়॥ ২৩৭১॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া॥

কি ধন দিয়ে শ্যাম, কুব্জা কিনেছে তোমায়।
আমরা ভক্তিধন, প্রেমধন, দিয়ে সব গোপীগণ,
শ্যাম, লয়েছি শরণ,
তবু রাধানাথ, স্থান দিলেনা রাঙা পায়।
এমন ধন, কওহে পেলে সে কোথায়।
আমরাত ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে জন্মের মতন,
তোমার রাঙ্গা চরণে আছি বিকায়ে।
তুমি হ'লে সানুকূল, মজালে গোপীকুল,
হরি এখন অকূল পাথারে গোকুল ডুবে যায়॥

চিতেন।

এসে মাধবের মধু ধাম, কৃষ্ণ পদে প্রণাম,
করিয়ে দূতী কয়।
বংশীধর, বহু দিনের পর,
ও চাঁদ বদন দেখ্‌লাম দয়াময়।
ফিরে চাও, চাও চাও হে কাল শশী,
সংগোপনে দুটো মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।
তুমি ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্ব ধন হরি—
শুনি বিক্রীত হয়েছ এই মথুরায়।

অন্তরা।

আমরা আহিরিণী, মর্ম্ম জানি সার,
শ্যাম ধনের তুল্য মূল্য ত্রিজগতে নাই হে,
তোমার তুল্য তুমি অমূল্য নিধি,
মূল্য দিতে সাধ্য কার।

পরচিতেন।

তবে কি জানি কি অর্থ, কি গূঢ় পদার্থ,
আছে হে কুব্জার ঠাঁই।
সেই ধন, দুর্লভ রতন,
পেয়ে কৃষ্ণ মোহিত হ'লেন তাই।
এমন ধন আর কি হে কারো আছে,
দ্রব্যগুণে, তোমার শ্রীঅঙ্গ, কুব্জার অঙ্গে মিশেছে।
তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন,
সেই ধন, এখন কাঁদালে ব্রজের ব্রজগোপিকায়॥ ২৩৭২॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুব্জার মনের বাসনা।
জা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান,

তাই বামে দিলে স্থান,
কিন্তু রাধার বই কুব্জার শ্যাম, কেউ বল্‌বে না।
বোঝা ভার, শ্যাম হে তোমার, করুণা।
যথা রও, তার হওহে দেখ বুঝে,
অগ্রে রাধা, রাধা নামের পর,
তোমার কৃষ্ণ নাম সাজে।
আছে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম, বিখ্যাত যুগল নাম,
হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতেত পার্‌বে না।

চিতেন।

তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়,
হয়েছ একবার।
কৃষ্ণধন, রাধার কেনা ধনি,
সে ধনে অন্যের নাহি অধিকার।
শুনি কও কও, হে চিন্তামণি,
মরি খেদে, কৃষ্ণধন থাক্‌তে রাই কাঙ্গালিনী।
ক'রে রাইপক্ষে পক্ষপাত, হলেহে কুব্জার নাথ,
হরি মোলো দুঃখে রাই, একবার চক্ষে দেখ্‌লে না ॥

অন্তরা।

'ষোলশ' গোপিনী শ্রীবৃন্দারণ্যে,
তার মধ্যে রাধা গোপী প্রধানা, ধন্য মান্য রাজ কন্যে।

পরচিতেন।

সবে দাস্য ক্রিয়া ক'রে, পেলাম না তোমারে,
কুব্জার ফল্‌লো ফল।
স্বপনে তাওত জানিনে, ওহে চন্দন দানের এত ফল
আমরাও ফুল তুলসী দিতাম সখা,
ওহে হরি, ভাল তাতেওত ছিল হে চন্দন মাখা;
বুঝি কৃষ্ণ সাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে ফলে ফল,
সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফল্‌লো না।

অন্তরা।

নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই,
বিহারিতে রঙ্গে বিনোদ বিহারী,
বামে বিনোদিনী রাই।

পরচিতেন।

লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর শ্রীহস্তে,
দিলেহে কুঞ্জেতে দয়াময়, তা'ত মনে হয়,
তা'তে সাক্ষী আছেন ললিতে।
তোমার সেই দাসখত এই লওহে হরি, খাতক গেল,
মিছে খত রেখে কি করিবেন রাইকিশোরী।
নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,
তোমার দোষ কিছু নাই হে—হরি,
কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ কল্লে ধর্ম্মে সবে না॥ ২৩৭৩॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

শ্যামের কি ভাব উদয় বসন্ত কালে।
থেকে থেকে বলে, কই আমার শ্রীরাধিকে,
আবার স্বপনে কেঁদে উঠে রাই বোলে।
বুঝ্‌তে না পারি এ কেমন কৃষ্ণের লীলে।
হরি, রাজকর্ম্ম পরিহরি, সখিগো—
বলে কোথায় সে বৃন্দাবন, কোথা সে নিকুঞ্জবন,
কোথা সে ব্রজের ব্রজকিশোরী।
এখন কি করি বল সই, কোথায় যাই কারে কই,
চল সই ধ'রে বুঝাই সকলে।

চিতেন।

মাধবে মাধব ব্যাকুল কি হ'ল,
কুব্জা সকাতরে কয়।

দেখে ঐ শ্যামচাঁদের ভঙ্গী সই,
আজ আমি হ'য়েছি বিস্ময় ।
একি অকস্মাৎ গো, সজনি দেখগো,
শ্যামের শুখাল চন্দ্রানন, সজল সুনয়ন,
যেন শ্যাম মণিহারা ফণী ।
দেখ দেখগো একি রঙ্গ, পড়িয়ে ত্রিভঙ্গ,
শ্রীঅঙ্গ লুটায়ে ভূতলে ॥ ২৩৭৪ ॥

মহড়া ।

দুই রাজ্যে দুজন হ'লেন রাজা, প্রজা হ'ব কার ।
তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা—
কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন্ রাজার ।
জান্‌তে এলাম তাই শ্যামহে যমুনার পার ।
থাকি ব্রজে, একবার মনে করি,
তা কি পারি, শ্যাম, তোমায় না দেখে প্রাণে মরি,
এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়,
প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার ।

চিতেন ।

ললিতে বিশাখা, বৃন্দে চিত্ররেখা, আসি মধুধাম,
রাজ সভায়, রাজ সম্বোধনে কয়—
রাজা কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম ।
শুন শুন ওহে বনমালি, বলি বলি—
সব মনের দুঃখের কথা তোমায় বলি ।
আমরা কোথায় যাই, ব্রজে রইলেন রাই,
তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার ।

অন্তরা ।

যখন কুঞ্জে ছিলে হৃষীকেশ,—
প্রেম রাজ্যের কথা হয়েছে শ্রীরাধার দেশে ।

পরচিতেন।

ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়,

নাহি ছিল দুঃখের লেশ।

পরম সুখেতে, গোপিকাগণহে, করিত সুখে বাস

উঠ্‌ত নিত্য নূতন রসের লহরী।

রাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস।

এখন কৃষ্ণ, হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই কোথা,

কোন্ রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচ্‌বে মনের ব্যথা।

একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন,

যাতায়াত পরিশ্রম, সহেনা আর ॥ ২৩৭৫ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মুহড়া।

যত বল সখি কেবল কাণে শুনি,

অবোধ মন, কথায় প্রবোধ মানে না।

যখন যাবার বেলা, কেঁদে গেছে কালা,

তখন আর গো, পাওয়া ভার গো,

রাধার প্রাণ থাক্‌তে কৃষ্ণ ব্রজে আস্‌বে না।

চিতেন।

বচনে আশ্বাসিয়ে, রাধারে বুঝাইয়ে,

রাখিবো কত বার।

কৃষ্ণ পাবে, প্রাণ জুড়াবে,

ও কথায় ভোলেনা রাই আর।

যখন চূড়া বাঁশী ল'য়ে নন্দরায় ফিরে এসেছে,

জেনেছে, কপাল ভেঙেছে,

কৃষ্ণ রাধার প্রেম যমুনায় ভাসিয়েছে।

এখন রাধারে বোল্‌বো কি, ওগো প্রাণসখি,

খেদে প্রাণ বাঁচে কি,

শুধু কথাতে কত কর্‌বো সান্ত্বনা ॥ ২৩৭৬ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

কৃষ্ণ আজহে, বোলে কৃষ্ণচোর,
আমায় ধ'রেছে সব ব্রজনাগরী।
পড়ে গোপী চক্রে, দাসীর প্রাণ যায়,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে—
এখন বিপদে রক্ষা কর শ্রীহরি।
কি হবে উপায় বল কি করি।
শুনে ভয় হয়, বলে যে সব কথা,
কৃষ্ণ তোমায় কয় মনচোর, আমায় কয় কৃষ্ণচোর,
এখন দুই চোরে লুকাইব কোথা।
বলে দুই চোরে বাঁধিয়ে, যাব ব্রজে ল'য়ে,
আজ্ঞা দিয়াছেন শ্রীরাধাপ্যারী।

চিতেন।

সাজা'যে অষ্ট সখীর মণ্ডলী,
বৃন্দে গে মথুরায় উদয়।
সজলনয়নে, বিরসবদনে,
কুব্জা কৃষ্ণের প্রতি কয়।
রাধার প্রাণধন তুমি কাল শশী,
আমি প্রেয়সীর যোগ্য নই, শ্রীপদের দাসী হই,
হে কৃষ্ণ দাসীরে ক'ল্লে রাজমহিষী।
বুঝি সেই রাগে হ'ল রাগ, বাড়ায়ে নব রাগ,
বৃন্দেকে পাঠায়েছেন কিশোরী।

অন্তরা।

বড় ব্যাপিকে গোপিকে দেখি,
হে ত্রিভঙ্গ, করে কতই রঙ্গ,
কি জানি কি হয়, প্রাণে পেয়ে ভয়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকি।

পরচিতেন।

কৌশলে কত ছলে কথা কয়,
কে পাবে সে ভাবের অন্ত।
আমি কি জানি, তুমি আপনি,
মনেতে বুঝ শ্রীকান্ত।
ইহার ভাব কি ওহে বনমালি।
বলে আমাদের রাই রাজা, শ্যাম রাজা তার প্রজা,
ব্রজে চিরকাল ক'রেছিল কোটালী।
এখন যাহাতে থাকে মান, কর তার সুবিধান,
তুমি হে বিপদ কালের কাণ্ডারী ॥ ২৩৭৭ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

ওহে বনমালি, আমি সেই কথা সুধাই,
তোমার শ্রীপদে।—
যখন দুই আঁখি মুদে থাকি,
হৃদ্‌পদ্মে তোমায় দেখি,
মাধব হে, বাঁকা মাধব হে—
তবে প্রাণ যায় কেন কৃষ্ণবিচ্ছেদে।
মরি হে মনের বিষাদে।
তুমি মথুরায় যাত্রাকালে, শ্রীমুখে বলে ছিলে,
কুঞ্জছাড়া আমি নই।
দয়াময় হে, মিছে নয় হে, শ্যাম—
আমরা নিশিতে বংশীধ্বনি শুন্‌তে পাই।
শুনে সেই মধুর বেণুরব,
কুঞ্জে যাই গোপী সব, গোপীনাথ,
তোমার চাঁদ মুখ না দেখিয়ে প্রাণ কাঁদে।

চিতেন।

কংস ধামে, কুব্জা লয়ে বামে,
কৃষ্ণ আনন্দে করেন কালযাপন।

রাধাসঙ্গিনী, বৃন্দে রঙ্গিনী,
আসি রঙ্গে কয় বিবরণ।
আমি গোকুলের বৃন্দে দূতী,
দুঃখিনী দাসীর প্রতি, চাও হে বাঁকা নয়নে।
সদয় হও হে, কথা কও হে, শ্যাম,
কর আশীর্ব্বাদ, প্রণাম করি চরণে।
তুমি গোপিকার জীবনধন,
ব্রজের সর্ব্বস্বধন, ব্রজনাথ,
বল কে করবে রক্ষা এই বিপদে'।

অন্তরা।

কও হে ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তোমার,
ডাকি তাই হে শ্যাম—
নটবর বেশ ধ'রে, বিরাজ হে অন্তরে,
যখন ধ্যানে দেখি, তখন বিচ্ছেদ থাকে না হে,
যেমন দুটী আঁখি চেয়ে দেখি, সকল শূন্যাকার।
ব্যাকুল হ'য়ে, অতি বেগে ধেয়ে,
সবে অরণ্যে করিহে গমন।
বন উপবন, মধুর নিধুবন,
করি ভ্রমণ সব সখীগণ।
আবার গেলে যমুনার জলে, কালরূপ কাল জলে,
জলে এমনি জ্ঞান হয়।
দয়াময় হে, মিছে নয় হে শ্যাম,
জলে ঢেউ দিতে পারি নাহে বিচ্ছেদভয়।
তখন কেউ বলে ঘরে চল, কেউ বলে জলে চল,
চল্‌গো চল্, আমরা ধোর্‌বো জলে ঐ কালাচাঁদে ॥ ২৩৭৮ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

আমি তাই জান্‌তে এসেছি এবার—
(কেমন আছ তাই)

যেমন শ্যাম বিচ্ছেদে শ্রীরাধার,—
নিশি দিন হাহাকার,
রাই বিচ্ছেদ তেম্নি কিহে শ্যাম তোমার।
ব্যবহারে বুঝ্‌বো হে ব্যবহার।
যেমন দেখে এলাম সে গোকুলে,
কমলিনী, রাজনন্দিনী, কাঁদেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
ভাল তুমি কি তেম্নি শ্যাম, রাই ব'লে অবিশ্রাম,
কাঁদ কি বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার।

চিতেন।

শ্রীমতীর বিচ্ছেদ জ্বালা হেরিয়ে,
মনেতে হইয়ে সংশয়,
মথুরায় ধায়, পাগলিনী প্রায়,
গিয়ে কৃষ্ণে সম্বোধিয়ে কয়।
একবার ফিরে চাও হে কাল শশী,
ব্রজ হ'তে এসেছিহে—আমি বৃন্দে,
তোমার দাসীর দাসী।
অপার বিচ্ছেদ সাগরে, ভাসায়ে রাধারে
ভালত আছহে নন্দকুমার।

অন্তরা।

কও কুশল কও,—শ্যাম,
প্যারীর অভাবে, আছ কি ভাবে হে
রাধার মতন তুমি কিহে রাধানাথ,
অচৈতন্য হও।

পরচিতেন।

যেমন শ্রীমতীর দশা,
তেম্নি তো তোমার হে, জানি তা মনে।
কিন্তু শ্যাম, না এলে মধুধাম,
স্পষ্টবেশে থাকিতে পারিনে।

সদাই মনে করি আসি আসি,
একা ব্রজে—শূন্য কুঞ্জে,
রাইকে কেমন কোরে রেখে আসি।
আমরা তাই হে গোবিন্দ, হব হে নিঃসন্দ,
যাবহে কুশল জেনে মথুরায় ॥ ২৩৭৯ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

খয়রা।

তোদের মধুপুরে আছে—
শ্রীরাধার প্রাণের ঐরি কোন্ নারী?
কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো,
একবার দেখি গো, শুনেছি শুনেছি গো তারি প্রেমে,
বিক্রীত হয়েছেন সেই শ্রীহরি।
বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি।
তারে দেখি নাই গো, লোকের মুখে এলাম শুনি।
সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণ ধন, রাধার সর্ব্বস্ব ধন,
সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী।
বড় রসিকা সেই ধনী, রসিকমনমোহিনী,
প্রেমের ফাঁদে পড়েছেন, রসিকচাঁদ বংশীধারী।

টিমেতেতালা।

যত মথুরানাগরী, মধুর রাজ্য হেরি,
বৃন্দে কয় বিনয় বচন।
দাঁড়া গো একবার দাঁড়া গো,
তোরা দুঃখিনীর দুটো কথা শোন্।
বড় বিপদে প'ড়ে, তোদের রাজ্যে —এ—এ
আমার আসা।
আমরা গোকুলের গোপিনী, শ্যামতাপের তাপিনী,
গোবিন্দ করেছেন এই দশা।

এই মথুরা নগরে, কুব্জা নাম কে ধরে,
এখন তারে করেছেন কৃষ্ণ নূতন স্বন্দরী।

অন্তরা।

তোমরা মধুপুরের কুলাঙ্গনা,
আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা,
দেখা হওয়া ভার, কথা কইগো সার—ওগো,
ভাগ্যক্রমে আজ এখন, পেলাম যদি দরশন,
স্বধাই সমাচার।
তোরা যাস্‌নে গো, যাস্‌নে গো, বোস্ গো একবার।

পরিচিতেন।

দেখে গোপিকায় সামান্যে, করিস্‌নে অমান্যে,
যে জন্যে এলাম বলি শোন্।
পরধন, নাহি প্রয়োজন, সদা নিজধন, করি অন্বেষণ।
এক জন তোদের দেশে ছিল আগে—এ—এ,
কংসের দাসী।
এখন কংসের আর রাজ্য নাই, দাসীর দাসীত্ব নাই,
সেই দাসী হ'ল রাজমহিষী।
তোমরা জান কিগো তারে, যে এই মধুপুরে,
রাধার গলার নীলকান্তমণি ক'রেছে চুরি॥ ২৩৮০॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

ওগো কুব্জাগো, আমায় ব'লে দেগো,
মনচোরের বাসা কার ঘরে।
ব্রজগোপীর মন চুরি করে, এসেছেন মধুপুরে,
সেই চোর এই চোর, ব্রজের মাখনচোর,
এমন চোরের মন চুরি ক'রেছে কোন চোরে।
হরে মন আছে কে এমন, বল বল বল গো আমারে।

তাই ভাবি গো—ও ভাবি মনে,
কুব্জা গো—ও—ও—ও, যার রূপে জগৎ ভোলে,
কার রূপে সে জন ভোলে,—বলগো,
সে কি মনচুরির মন্ত্র কিছু জানে।
তারে দেখ্‌বো গো একবার,
কি আকার, কি প্রকার,
কি গুণে বেধেছে শ্যাম, প্রেম ডোরে।

চিতেন।

এই ব্রজের ব্রজনাথ, বলিয়ে ধ'রে হাত,
বৃন্দের আনন্দ হৃদয়।
ঈষৎ ভঙ্গীছলে, কথার কৌশলে,
গিয়ে দূতী, কুব্জার প্রতি কয়।
ওকি কবগো রাজমহিষী, বেরোগো,
আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেম কাঙালিনী,
ব্রজে আমার, বৃন্দে নাম, কমলিনীর দাসী।
তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী, আমরা ব্রজনারী,
এনেছি তোমার কাছে চোর ধ'রে।

অন্তরা।

ব্রজনারী, বুঝাতে নারি, কুব্জা গো—ও—ও।
মনচোরের মন করে মোহন,
এমন মোহিনীবিদ্যাসিদ্ধ কোন্ নারী।

পরচিতেন।

শুনেছি পুরাণে, সমুদ্র মন্থনে,
সুধা করিলেন বিতরণ।
গিয়ে মনমোহিনীর বেশে নারায়ণ,
ভুলাইলেন মহাদেবের মন।
ও কার আছে গো এমন সাধ্য,
যে না হয় জগৎ বাধ্য, জগতের দুরারাধ্য ধন গো,

এমন কে আছে তারে করে বাধ্য।
ও সে কি মন্ত্র পেয়েছে,
কোথায় কি জেনেছে,
কিসে ভুলালে নটবরে ॥২৩৮১॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

প্যারী আয়গো আয়, ধীরে ধীরে আয়,
মধুপুর নিকট হয়েছে।
রাধে, রাধে, মরিগো রাধে,
পথশ্রমে শ্রীমুখ তোমার ঘেমেছে।

চিতেন।

কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী রাধার মথুরায় গমন।
হেরে বৃন্দে, শ্রীরাধার পদারবিন্দে, করে নিবেদন।
রাজতনয়া রাই তুমি ব্রজে।
প্যারী গো অলক্তযুক্ত পদে, কুশাঙ্কুর যদি বিঁধে,
বিপদ ঘটিবে পথ মাঝে।
ব্রজের কঠিন মাটিতে, বাটিতে হাঁটিতে,
কটিতে কঠিন ব্যথা হয় পাছে ॥ ২৩৮২ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

প্যারীর রাজত্ব সুখেতে আর কাজ নাই,
বাঁচ্‌লে প্রাণেতে বাচি।
বিচ্ছেদ জ্বালা রাই জুড়াত,
যমুনায় ঝাঁপ দিত,
কেবল আমরা তাঁয় প্রবোধ দিয়ে রেখেছি।
কব কি যে সুখে গোকুলে আছি।
রাধার দাসী যত সেই ব্রজাঙ্গনা,
রাধার চরণ বই জানে না, রাই মন্ত্র করে উপাসনা,

কৃষ্ণ তোমারে হারায়ে, রাধার পানে চেয়ে,
আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি।

চিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী, যা বল সকলি সম্ভব।
হে মাধব, রাধার সে গৌরব, গিয়াছে তোমা হ'তে সব।
ছিলেন ব্রজেশ্বরী, রাই কিশোরী।
হরি রাজত্ব তুমি তার, করেছ রাজ-পথের ভিখারী।
আমরা কথায়ত ভুল্‌বনা, শ্রীরাধার যন্ত্রণা,
এই মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি॥ ২৩৮৩॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

বৃন্দে নামে কে এক রমণী রাজসভাতে এসেছে।
আমি দেখ্‌লাম স্বচক্ষে, আমাদের রাজাকে,
রাই রাজার প্রজা ব'লে বেঁধেছে।

চিতেন।

শুন গো সখি, আজ আশ্চর্য্য রাজসভার বিবরণ।
রুষ্ট হয়ে ব্রজের নারী এক, কৃষ্ণে কহিছে গর্ব্বিত বচন।
সে যে মুখরা প্রখরা নব যুবতী।
হান্‌চে বাক্যবাণ, কুপিত দুনয়ান, তাহে শ্যাম কাতর অতি।
তোরা ঘর থেকে বেরুস্‌নে, কেউ কিছুই জানিস্‌নে,
এ মধুপুরে কি হতেছে॥ ২৩৮৪॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখ্‌ব তাই।
আমায় জান্‌তে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই।

চিতেন।

বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন,—কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম।
এলাম বৃন্দাবন ধাম হ'তে, রাধার সঙ্গিনী আমি—শ্যাম।

দেখিলাম তব রাজ্যের শিক্ষা।
আমি আজি তাই কর্‌ব হে পরীক্ষা।
তুমি রাজ্য কর ভাল, শুনহে ভূপাল,
সুখ্যাতি শুনি তোমার সর্ব্ব ঠাঁই।
শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই।
ধন প্রাণ মন সঁপে হে যে যায়,
পুনরায় ফিরে পায় কিহে নাহি পায়।
দেখ্‌ব রাখালের রাজ বিচার,
ন্যায্য কি অবিচার,
কর্‌লে সুবিচার, সুযশ করিব কানাই॥ ২৩৮৫॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

দ্বারী একবার্ বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে।
গোপিনী, কৃষ্ণ তাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বলে,
আছে ব'সে রাজ পথে।
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে।
তোদের রাজা নাকি বড় দয়াময়,
দুখিনীর দুখ্ দেখ্‌লে, দেখ্‌বো কেমন দয়া হয়।
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হো'য়ে গোপীর পক্ষেতে।

চিতেন।

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা,
রাজ্ দ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।
মধুরাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইত এলাম্ কংসালয়।
মনে অন্য অভিলাষো নাই।
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই।

কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
বিনতি করি ধরি করেতে।

অন্তরা।

তাই এতো তোষ বিনয় কোরে বলি।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী।
তাই এতো তোষ বিনয় কোরে বলি।
দংশিয়ে পলা'য়েছে কালিয়ে কালোবরণ ফণী,
আমরা সেই জালায় জলি।

চিতেন।

বিষে না মানে জলসার, হয়েছে যে রাধার,
আবত না দেখি উপায়।
ফণিগঞ্জন, তোদের রাজা দ্বারী,
তাই যে এলেম মথুধাম
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,
রাজার দৃষ্টি মাত্রে যে বিষো নির্ব্বিষো হয়,
কৃষ্ণ প্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিষে,
ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধ নাই জুড়াতে ॥ ২৩৮৬ ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

কও কথা বদন তোল, হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্য্যে, এলাম অপার্য্যে,
তোমার কংসরাজ্যের অংশ ল'তে আসি নাই।
অধোবদনে মদনমোহন রও যদি কুবুজার দোহাই।
তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য,
কেন মাধব আজ দাসীর প্রতি ঔদাস্য,
চারু চন্দ্রাস্য, নহে প্রকাশ্য,
যেন সর্ব্বস্ব ল'তে এলাম ভাব্‌ছ তাই।

চিতেন।

রঙ্গিনী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা,
বাক্য ছলে কৃষ্ণে কয়।
ছিলে ব্রজের রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল,
সভ্য এখন কংসালয়।
আমার এখন এই দশা, আমি সেই বৃন্দে।
আছি বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।
পার চিন্‌তে, কেন সচিন্তে,
চিন্তা কি চিন্তামণির চিন্তা নাই।

অন্তরা।

অন্য মনে কেন রইলে, কথা কইলে,
ক্ষতি কি তোমার।
যেতে হবেনা পুনঃ বৃন্দাবন,
ল'তে হবেনা রাধার ভার।

পরচিতেন।

রাজত্ব হোযেছে, প্রভুত্ব বেড়েছে,
তত্ত্ব কর্‌তে হয় একবার।
অতি শত্রু এসে যদি শরণ লয়,
সম্ভাষণা কর্‌তে হয়।
তাতে মহতের আরো বাড়ে মহত্ত্ব,
লঘু তরালে হয়না লঘুত্ব।
তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম,
জান্‌তে সেই মর্ম্ম, পাঠায়েছেন ব্রজের রাই ॥ ২৩৮৭ ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

কৃষ্ণ হে যেওনা আজ রাজসভায়।
এল ব্রজের কে গোপিকে, ধর্‌তে তোমাকে,
ধর্‌লে রাখ্‌তে পার্‌বেনা কেউ মথুরায়।

শুনেছি তাদের তুমি বাঁধা শ্যাম রায় ।
কত পুণ্য ফলে পেয়েছি তোমায়, দয়াময়,
দেখো যেন দাসী বলে, ত্যজোনা আমায়॥
কৃষ্ণ কি কব অধিক আর,
জানিনা তুমি কখন কার,
পাছে গোপিকার কথায় ত্যজে যাও আমায়॥

চিতেন ।

কাতর অন্তরে, কৃষ্ণপদে ধরে,
কুবুজা করে নিবেদন ।
শুন শ্যাম, ওহে গুণধাম,
তুমি ব্রজগোপীর প্রাণ মন ।
দেখো দেখো কৃষ্ণ হয়ো সাবধান, কাঁদে প্রাণ,
হারাই হারাই কৃষ্ণ হারাই হয় হেন জ্ঞান ।
কে এক এসেছে অবলা,
সে নাকি অতি প্রবলা,
হরি না জানি আজি কি দ্বন্দ্ব ঘটায় ॥ ২৩৮৮ ॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য ।

মহড়া ।

মধুপুরে কৃষ্ণ আনতে যাই,
কোকিল কৃষ্ণ বলে ডাক্‌রে এই সময় ।

চিতেন ।

শ্রীরাধায় আশ্বাসিয়ে, রঙ্গদেবী ধেয়ে,
মথুরায় করিছে গমন ।
কোকিলে, ব'সে তমালে, স্বরহীন সজল নয়ন ।
দেখে খেদে কয়, ওরে কোকিল পাখি,
কেন এ মধুর মাধবে, রয়েছ নীরবে,
ওই মুদে দুটি আঁখি ।

আমার গমন সময়ে, বিষাদ হইয়ে,
অমঙ্গল করা তোমার উচিত নয়।
নাহি অবলার অন্য বল,
কৃষ্ণনাম পথেরি সম্বল;
যেন এই যাত্রায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়॥ ২৩৮৯॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্যস্য

মহড়া।

বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্গালিনী দেখালে।
সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি,
কি দুখের দুঃখী,
কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত রাই ব'লে।
বৃন্দাবনবাসিনী আজ কি প্রমাদ ঘটালে।
শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার,
দিলে কোন্ ক্ষণে, পত্র দৃষ্ট মাত্র চিত্ত চমৎকার।
যেন ছিন্নমূল বৃক্ষ প্রায়,
পড়্লেন এই রাজ সভায়, হরি,
যেন শক্তিশেল বিঁধ্লো হৃদি কমলে।

চিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ,
উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়।
ওহে কৃষ্ণসখা,
দেখ দেখহে কৃষ্ণের কি ভাব উদয়।
যেন কি ধন হয়েছেন হারা,
কি মনের দুঃখে, চক্ষের বারি বক্ষে, বহিছে ধারা।
হ'য়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত,
হরি ত্যজে রত্নাসন, কালবরণ ভূতলে।

অন্তরা।

দুখী তাপী কত দেখ্‌তে পাই,
এই মধুরাজ্যধামে এসে যায় হে।
এমন কাঙ্গালিনী, শ্যাম মনমোহিনী,
কখনত দেখি নাই।

পরচিতেন।

কাঙ্গালিনী বুঝি নয় সে,
নারীর বুঝ্‌তে নারি কি লীলে, সে কোন্ মনমোহিনী;
দিয়ে মোহিনী, দিলে কৃষ্ণের মন মোহিয়ে।
মায়া করে এসে মথুরায়, কাঙ্গালিনীর বেশে,
কাঙ্গালের ধন কৃষ্ণ পাছে লয়ে যায়।
নারী মায়াবী জানে ছল, নয়নে বহে অশ্রু জল,
আগে আপনি কেঁদে শ্যামকে কাঁদালে॥ ২৩৯০॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

আছে খত্‌ নে পথে বসে, কে রমণী সে?
শ্যাম কি ধার কিছু তার?
হ'য়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যদুপতি,
কোটালী করেছিলে কোন্ রাজার?
প্রেমধার ধার তুমি কার?
খতে লেখা আছে ওহে শ্রীহরি,
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন ব্রজকিশোরী,
মনে আতঙ্গ করি ওই, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই ঢেরা সই আর হবে কার!

চিতেন।

কুবুজা কহিছে তুমি রাজা এই মধু ভুবনে,
রাজার উপরে রাজা আছে আগে জানিনে।

ওহে গোবিন্দ বড় সন্দ হতেছে,
করেছ প্রেমধার তুমি কোন্ রমণীর কাছে?
তুমি ক'রে কার দাসত্ব, পেয়েছ রাজত্ব,
সে তত্ত্ব জান্‌তে এসেছে তোমার ॥ ২৩৯১ ॥

মহড়া।

ভঙ্গি বাঁকা যার, সেই কি বাঁকা শ্যামে পায়।
আমরা সোজা মন্ পেয়ে সই, কৃষ্ণের মন পেলেম কই,
মিল্‌লো সেই বাঁকার বাঁকা কুবুজায় ॥ ২৩৯২ ॥

মূলতানী—আড়া।

আগে বুঝিও শ্যামেরি মন,
আমায় আছে কি নাহি যতন।
দাঁড়াইবে পাশে, যদি সে সম্ভাষে,
তবে ক'বে বিবরণ ॥
করযোড় ক'রে, ধ'রে ত্বটি করে, করিও নিবেদন।
তোমার বিরহে, রহে কিনা রহে, ভাবিয়ে কালীবরণ ॥ ২৩৯৩ ॥

কালী মির্জা।

বাগেশ্রী—আড়া।

যাওগো বিন্দে, আনিতে গোবিন্দে, বৃন্দাবন শূন্য আছে।
এ সব কেশব বিনে, সবে শব হয়ে আছে ॥
শ্রীমতী যশোদা নন্দ, সকলেতে নিরানন্দ,
নয়ন থাকিতে অন্ধ, স্পন্দহীন হয়ে আছে।
ব্রজের লোক বালক, বুঝি হয় পরলোক,
হেন কেহ নাহি লোক, কহে লোকনাথ কাছে ॥ ২৩৯৪ ॥

কালী মির্জা।

ভৈরবী—যৎ।

কি হবে সখি বলনা।
আর সহেনা শ্রীহরিবিচ্ছেদযাতনা ॥

শুন গো সজনি, দিবসরজনী,
ঝরিছে নয়নবারি নিবারণ হয় না ।
প্রাণহরি প্রাণ হরি, গেছে মধুপুরী,
কিসে তারে আশু হেরি, উপায় করনা ॥ ২৩৯৫ ॥

আশুতোষ দেব ॥

মানে মানে যদি তুমি থাকিতে চাও মানে ।
রাখাল সঙ্গে নেচে নেচে চল বৃন্দাবনে ॥
নইলে তোরে বেঁধে জোরে, লয়ে যাব যে ব্রজপুরে,
আর ভাবনা কারে, যদি মন থাকে তোর চরণে ॥
আমরা কি ভাই তোরে ডরাই, নিধুবনের রাজার দোহাই,
দিয়ে আমরা বেড়াই সবাই, অকুতোভয়ে ॥
চোরেতে পেয়ে রাজত্ব, রাজভোগে হয়ে মত্ত,
ভুলে গেলে রাধার তত্ত্ব, দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে ॥২৩৯৬ ॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ।

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে দূতি ।
গেলে কথা ক'বেনা সে নব ভূপতি ॥
কথা না কয় তোদের সনে, আমি শুনে মর্‌বো প্রাণে,
শ্যামের কি ক্ষতি ।
দয়ামায়াহীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট,
যাওয়া আসা মিছে কষ্ট, কেন পাবে সই ।
যদি যাস্ সে মথুরাপুরে, আমার কথা কহিস্‌নে তারে,
বৃন্দে তোমার করে ধরি রাখ মিনতি ॥ ২৩৯৭ ॥

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ।

যাবনা যাবনা ব্রজে ওকথা বোলোনা ।
জীবন থাকিতে তোরে ছাড়িয়ে যাবনা ॥
তুমি তরু আমি লতা, কেনা জানে এ সব কথা,
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা, প্রাণে ব্যথা দিওনা ॥

যা বল্লে তা বলেছ ভাই, আর ওকথা বোলোনা ভাই,
ওকথা শুনিয়ে সবাই, প্রাণে ব্যথা পাই ॥
দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে, শুন শুন রাখালগণে,
পেয়েছ সাধনের ধনে, ধোরে ছেড়ে দিওনা ॥ ২৩৯৮ ॥
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

চোরের বিচার রাজা করে জানিরে অন্তরে।
রাজা হয়ে চুরি করে—তার বিচার কে করে ॥
তুমি তো ভাই রাখাল রাজা, ব্রজ বালক তোমার প্রজা,
মধুপুরে হলে রাজা, ব্রজবাসীর মন হ'রে ॥
ঘরে ঘরে মাখনচুরি, যমুনাতে বসনচুরি,
বাঁশীর গানে মনচুরি, করেছ তুমি ॥ ২৩৯৯ ॥
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

তোরে সাধিতে সাধিতে গেল দিন।
কি আছে ভাই তোমার মনে কেনরে এত কঠিন ॥
তু' বসিলি সিংহাসনে, না গেলি শ্রীবৃন্দাবনে,
ভাব দেখি ভাই ভাবি মনে, না যোগী না উদাসীন ॥
সুধাতে না হোতো তোকে, মনের কথা বল্‌তে ডেকে,
এখন কেন আমায় দেখে হ'লো বদন ভারি ॥
দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে, এ অপমান অকারণে,
ব্যথা দে শ্রীদামের মনে, সুখেতে কি যাবে দিন ॥ ২৪০০ ॥
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

ধররে ধররে বংশী ধর।
অধরে বাঁশী ধ'রে রাধা বল বংশীধর ॥
রাজবেশ পরিহর, চূড়া বেঁধে ধড়া পর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, এই বার গিরিধর ॥
চরণে চরণ দিয়ে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে,
হলধরে সঙ্গে লয়ে, চল ভাই ব্রজে ॥ ২৪০১ ॥
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

আজু বেঁচে আছেন সেই কিশোরী।
ওহে শ্যাম মথুরায় এসেছ যার প্রাণ হরি।
দিবানিশি প্রাণপণে, যে রাধারি আরাধনে,
বৃন্দাবনের বনে বনে, বাজাতে বাঁশরী।
প্রেমে অভিষেক ক'রে, সিংহাসনে রেখে যারে,
আপনি ছিলে দ্বারে, হ'য়ে প্রহরী।
ভেসে দুটি নয়ন জলে, প'ড়ে যাব পদতলে,
যোগীবেশ সেজেছিলে, যার মানে ভিখারী ॥ ২৪০২ ॥

শ্রীধর কথক।

অহং—একতালা।

এ যমুনা পারে, কে আনিহত পারে,
আমরা কুলের কুলবালা।
কেবল তুমিই বাদ সেধেছ, অবলায় বধেছ,
কপালে লিখেছ বিচ্ছেদজ্বালা।
তোমারি লিখনমাত্র, কারু শিরে স্বর্ণছত্র,
কারু শিরে বজ্র দাওহে কালা।
ঘটে যা রেখেছ লিখে, কারু ভাগ্যে অট্টালিকে,
কারু পক্ষে নাথ বৃক্ষের তলা।
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ, তাইত রসভঙ্গ,
সাঙ্গ হ'ল তোমার সঙ্গে খেলা।
তোমার খেলায় আসি, তোমার বামে বসি,
কুব্জা কংসের দাসী, হয় প্রবলা।
রাজকন্যা কমলিনী, সেই হয় কাঙ্গালিনী,
নীলরত্ন ছিলে যার কণ্ঠমালা ॥ ২৪০৩ ॥

দাশরথী রায়।

দেখিবে জোর রাই রাজারি করিব যখন ডিক্রীজারি,
মহারাজার ভাঙ্গিব জারি, ভাঙ্গিব কপাল কুবজারি। •

হেথায় সবাই বলে রাজা, তাইতে আমরা বলি রাজা,
সকল রাজার উপর রাজা রাইকিশোরী ॥ ২৪০৪ ॥

দাশরথী রায়।

খাম্বাজ মিশ্র।

চল চল সখি চল ত্বরা করি,
চল মধুপুরী চিতচোরে ধরি,
যাব আর তায় আন্‌বো বেঁধে।
সেতো নয়তো কারু রাইয়ের কালা,
ধর্‌তো পায়ে কেঁদে কেঁদে ॥
প্রেমপণে রাধা নেছে কিনে,
সেতো জানেনা সজনি রাধা বিনে,
দেছে খত লিখে সই'যে দিনে ;—
শ্যাম্ আর কার,—শ্যাম গোপিকার,
রাধার কোটালি করেছে সেধে ॥ ২৪০৫ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

খাম্বাজ—একতালা।

ধুলায় লুটায় সোণার কিশোরী।
ভুলে আছ ভাল আছ,
দেখিতে হ'লোনা হরি ॥
কমলিনী সরল প্রাণে,
কৃষ্ণ বিনে রাই জানে না,
চতুরে সরল প্রাণে,
প্রাণ সঁপেছে আহা মরি।
যদি শ্যামে না হেরিত,
প্যারী কি প্রাণে মরিত ;
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা,
না বাজিলে বাঁশরী ॥ ২৪০৬ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মনোহরসাই—লোভা।

তুই যে মোদের রাই গরবিনী,
ব্রজের রমণী মাঝে রাই ধনি!
তোর যে গরব শ্যামগরবে,
কিন্তু মোদের গরব তোর গরবে,
ধনি তুই কেন মথুরা যাবি।
আমরা মরি নাই মরি নাই গো রাই,
বেঁচে আছি কমলিনি!
যেযে সবায় গরব ঘুচাবি।
মোরা তোর হয়ে মথুরায় যায,
ও তোর প্রাণনাথকে এনে দিব—
ভাবিস্‌না গো রাজনন্দিনি! বিনোদিনি!
আবার পায়ে ধ'রে লোটাবে এসে।
তেম্নি তেম্নি তেম্নি কোরে—
রাই রাধ রাই রাধ বোলে॥ ২৪০৭॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

বেহাড়—একতালা।

তবে যাই রাই যাই রাই মথুরা নগরে।
আন্‌তে তব বিনোদ নাগরে।
যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেখ্‌ব অন্বেষণ কোরে।
যেখানেতে পাব, লম্পট মাধব, রাধে—
যেয়ে এনে যে দিব,—বলি বলি এনে যে দিব,
আমি চল্লেম এ প্রতিজ্ঞা কোরে।—এখনি আমি ধনি!
তবে তোর আর ভাবনা কিসে,—রাধে প্রেমময়ি!
ভাবনা কিসে বোসে আছে তোর চরণ ধোরে।—
রাই রাধ রাধ রাধ বোলে।

একবার হেসে কথা কও গো রাই,—
অনেক দিন যে ও তোর শশিমুখের হাসি দেখি নাই,
বলি বলি যাত্রা কালে ও তোর হাসি বদন খানি
দেখে যাই পুরে ॥ ২৪০৮ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

বল্‌বো আগে রীতিমত, তাতে যদি না হয় রত,
দেখাইয়ে দাসখত, বাঁধ্‌বো আপন জোরে।
লোকে যদি সুধায় মোরে, কেন বাঁধ রাজার করে,
তখন বল্‌বো গরব কোরে,
বল্‌বো আমাদের আমাদের আমাদের রাজার,
রাজার খতের খাতক নিলাম ধোরে।
তারে মোদের ভয় কি—রাজা হউকনা কেন—
সে মথুরায় রাজা হউকনা কেন,
সেত আমাদের প্রাণবল্লভ বটে,—হউকনা কেন—
সে মথুরায় রাজা হউকনা কেন—
বল্‌বো খতের খাতক নিলাম ধোরে ॥ ২৪০৯ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যাবে মথুরা
আনিতে মোর পরাণবল্লভে।
আমার শপথ লাগে, বলি তব সখা আগে,
মোর এই কথাটি রাখিবে ॥
বেঁধোনা তার কমল করে, ভৎর্সনা কোরোনা তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুখ।
যখন তারে মন্দ ক'বে চন্দ্রমুখ মলিন হবে,
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক ॥ ২৪১০ ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

আর তো ব্রজে যাবনা ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মথুরায়।
বাপ পেয়েছি মা পেয়েছি,
ছেলেখেলা ভুলে গেছি,
তোমরা কয়জন মা ব'লে ভাই ভুলিয়ে রেখো যশোদায়।
ননী খেয়ো, গোঠে যেয়ো, প্রেম বিলায়ো গোপিকায়।
আমার মতন বাঁকা হোয়ে,
দাঁড়িও রে ভাই কদমতলায়
বাজিও বাঁশী, বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়াইও ॥ ২৪১১ ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

সাধের গোকুলময় শীর্ণ এবে সমুদয়
পশুতে না করে তৃণাহার;
নীরব কোকিল যত শিখিকুল পূর্ব্বমত
প্রেমে নৃত্য নাহি করে আর;
তোমার বিরহানলে হা কৃষ্ণ! হেরি সকলে
দীন হীন অতি ক্ষীণ কায়,
কেবল যমুনা মাত্র বাড়িতেছে অহোরাত্র
হরিণাক্ষী-নয়ন-ধারায় ॥ ২৪১২ ॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

গৌড় মিশ্র—একতালা।

এ কি তব রীতি আরেরে নিদয়।
নাহি কি মাধব নারীবধভয়।
তোমা বিনে হরি, হের ব্রজেশ্বরী,
কনক নলিনী ধূলাতে লুটায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ঝরে দুনয়ন,
প্রাণকৃষ্ণ বিনে শূন্য প্রাণ মন,
না জানি কেমন তব আচরণ,

দয়াময় বলে কি গুণে তোমায়।
ব্রজে আর নাহি বিনে হাহা রব,
পিক শুক সারি সকলে নীরব,
শূন্যপ্রাণে ধেনু শূন্য পানে চায়,
হাম্বারবে ডাকে আঁখি ভেসে যায়।
ভেদিয়া গগন, উঠিছে রোদন,
গোপ গোপী বহে প্রাণশূন্য কায়।
পাগলের প্রায়, কৃষ্ণ ব'লে ধায়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে পড়ে হে ধরায়,
বলে দেখ দেখ প্রাণ রাখ,
এ সময় কৃষ্ণ রহিলে কোথায় ॥ ২৪১৩ ॥

কার ভাবে ভুলে রয়েছেন শ্রীহরি।
এমন মনচোরার মন, কোন রমণী কোরেছে চুরি।
জগতের মন কৃষ্ণ হরে, সে ভুলালে শ্রীকৃষ্ণেরে,
না জানি সে কেমন ধনী কত সুন্দরী।
সে ধনী জানে মনমোহিনী, ধন্যা সে নারী ॥ ২৪১৪ ॥

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

তোমার কি এই ছিল হে কপালে লিখন, শ্রীমধুসূদন।
বিপত্তিভঞ্জন নামে বিপদ্ হ'লো ঘটন ?
স্বর্ণ সরোজিনী, প্রেমময়ী প্রেমার্থিনী,
তারে ত্যজে চিন্তামণি, কুবুজারে হইল মন ?
অলি যেমন পদ্ম ছেড়ে, কেয়া ফুলে বসে উড়ে,
শেষ তার পাখা ছিঁড়ে, ভাগ্যে ভাগ্যে রয় জীবন।
ব্রহ্মা ধরেন তোমার পদে, ভুল্‌লে তুচ্ছ রাজ্যপদে,
ধ'রে কুব্জা দাসীর পদে, করিতে তার মানহরণ ॥ ২৪১৫ ॥

মনচোরা কার ঘরে বলে দেরে ও যাপ দ্বারি।
অনেক দিন দেখিনি তারে, দেখিব দুটী নয়ন ভরি॥
চুরি করি শ্রীরাধার মন, চোর এসেছে মধুসূদন,
করিতে তারি অন্বেষণ, এলেম দ্বারি॥ ২৪১৬॥

বাঁচাতে পারহে তব দাসী। (কাল শশী)
রাধা রাধা বলে, বৃন্দাবন ধামে, বাজাও তব মোহন বাঁশী।
অথবা যদি কৃপা, করহে ত্রিভঙ্গ!
ও করকমলে, তার স্পর্শ কর অঙ্গ,
সব দুঃখ দূরে যাবে, মৃত দেহে প্রাণ পাবে,
এত দুঃখে চাঁদ মুখে হবে হাসি॥ ২৪১৭॥

কীর্ত্তন।

বাঁশী তো মথুরার নয়, দে দে দে বাঁশী দে,
রাধানামের সাধা বাঁশী, বাঁশীতো মথুরার নয়।
তুই থাক্‌না কেন শ্যাম, বাঁশী দে।
বাঁশী দে, চূড়া দে, তোর মা বলেছে, পীতধড়া দে।
(যে ধড়ায় ননী বেঁধে দিত রে)
তোর মা নন্দরাণী, এখন তোবিনে পথের কাঙ্গালিনী,
(তোর মা বলেছে) দে দে, রে'যের গাঁথা চিকণ মালা দে;
তোর পিরীতি ফিরায়ে নে॥ ২৪১৮॥

টোড়ী ভৈরবী মিশ্র—যৎ।

আমি মত্ত থাকি মধুপানে, মনের কথা বলি তাই,
আর তো ফিরে আস্‌বেনা কানাই।
আমি বুঝালেম যত, রইল নীরব সে তত,
নিষ্ঠুর কে আর আছে তার মত,
কে কেমন আছে ব্রজের এলাম যদি দেখে যাই।

কি ভাবে আছে কানাই ক'ব কেমনে,
মনের কথা রাখে গোপনে,
কেবল দেখি ধারা নয়নে,
কানু 'রা' বলে আর ধরায় পড়ে,
তেমন কানু আর তো নাই॥ ২৪১৯॥

হাম্বির—যৎ।

হয়েছ কি শ্রীপতি শ্রীমতী বিস্মরণ,
জিজ্ঞাসিতে এলাম তাই, তোমারে মদনমোহন।
আসি বলে এলে চলে, পুনঃ নাহি ব্রজে গেলে,
রাধা ভাসে নয়নজলে, ধরাতে করি শয়ন।
একে রাই স্বর্ণলতা, তাতে প্রাণ কৃষ্ণগতা,
ভেবে হল বিবর্ণতা, সদা অচেতন।
দেখ কৃষ্ণ এত দিনে, আছে কি না আছে প্রাণে,
নিদান সঙ্কট জেনে, বলিতে আসা বিবরণ।
মানস তার এই হরি, শ্রীপদ নয়নে হেরি,
প্রাণ ত্যজিবেন ব্রজেশ্বরী, করিতে প্রেম উদ্‌যাপন॥ ২৪২০॥

মল্লার—আড়খেম্‌টা।

শুন শুন শ্যাম রায়।
ব্রজ গোপীর নয়ন জলে গোকুল ভেসে যায়॥
ইন্দ্রবরিষণে হরি, বাম হাতে ধরি গিরি,
বাঁচাইলে ব্রজপুরী, এখন কে বাঁচায়? ২৪২১॥

বাহার—কাওয়ালি।

এমন কংসরাজ্য কি কবে।
যদি সেই নিকুঞ্জবনে, কমলিনী তোমা বিনে,
হৃদয় কমলের অলি, প্যারী যদি মরে॥
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি, বাঁচাইলে ব্রজপুরী,
কি দোষে নিদয় হরি, হলে শ্রীরাধারের॥ ২৪২২॥

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরি।

আমরা যাব সবে শ্যাম দরশনে,
যদি সে ধনে হবে মনোবাঞ্ছা পূরণ।
সে যে রাজা হয়েছে মথুরা ধামে,
কুব্জা দাসী রাণী বসে তার বামে,
দেখি দেখি মান রেখে যদি করে সম্ভাষণ,
ব্রজের দুঃখেরি কথা বল্‌বো তখন।
কেঁদে অন্ধ হ'ল নন্দরাণী,
রাধা আছে কি না আছে অনুমানি,
শুনি আর সব দুঃখ বিবরণ,
দেখি করে কি না করে প্রত্যাগমন।
সব সখী মেলি, বেঁধে আন্‌ব তারে,
বাধা দিয়ে কেবা তারে রাখ্‌তে পারে,
এমন পলাতকের শাসন কারণ,
রাই রাজ দরবারে করিব অর্পণ।
যদি প্রিয় ভাষে না আসে সেই বংশীধারী,
তবে করিব তখন সবে আইনজারী,
রীতিমত দাসখত লেখা দেখায়ে সমন,
সেই জোরে মনচোরে করিব বন্ধন ॥ ২৪২৩ ॥

উদ্ধব-সম্বাদ।

মহড়া।

ওহে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরেনা।
মনো সে প্রেম পাসরেনা।
যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী,
উপজয়ে কত ভাবনা।

চিতেন।

আমার মনে যে কি ভাবো, উদয় উদ্ধবো,
তাতো তুমি বুঝনা।
আমার এ মনোমন্দিরো, সদা শূন্যাকারো,
বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা॥ ২৪২৪ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

বল উদ্ধব তোমার মনে আবার কি আছে।
একবার এসে অক্রূর মুনি, করলে কৃষ্ণকাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্তমণি, হ'রে ল'য়ে গিয়েছে।
সাধু হও যদ্যপি তথাপি মন্দ হতেছে।
যেমন সেই অক্রূর, দেখতে সুধার্ম্মিক,
তোমায় ততোধিক, দেখছি সৎ অধিক,
সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সদ্‌জ্ঞানী, সাত্ত্বিক।
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয়,
ধর্ম্মরহিত তাদের চরিত ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে।

*　　*　　*　　*

চিতেন।

উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে।
বৃন্দে তায় গিয়ে খেদ জানায়, পথমধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব, কও, কিমর্থ আগমন,
আসা সুলক্ষণ, কিহে বৈলক্ষণ,
কোন্ ছলে গোকুলে আসি করলে পদার্পণ।
দেখে মথুরানিবাসী ভয় হয়।
একজন এসে, ছদ্মবেশে,
প্রেম ভেঙ্গে বাদ সেধেছে॥ ২৪২৫ ॥

সাতু রায়।

মহড়া।

ক্ষের উদ্ধব, শূন্য ব্রজে প্রবেশ কোরোনা।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য,
নগর শূন্য, কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য,
সকল শূন্য দেখনা।
করি কৃতাঞ্জলি বলিহে কথা ঠেলনা।
দেখ্‌লেত উদ্ধব, ব্রজের দুঃখ সব,
আমরা গোপী সব, জীবন থাকৃতে শব,
সবার দশা সমান দশা করেছেন কেশব।
ঘুচ্‌বে এ সব জ্বালা এলে সেই শ্যাম।
নইলে বেঁচে কি সুখ আছে,
ম'লেই ঘোচে যন্ত্রণা।

চিতেন।

কৃষ্ণের কথায় আজু হেথা আগমন তোমায়।
গোপিকার, বিরহ বিকার, কররে প্রতীকার।
কৃষ্ণ প্রেমানল, মদানলময়, সে কি নির্ব্বাণ হয়,
দেখ গোকুলময়, হতেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নিবৃষ্টি প্রায়।
দিলে প্রবোধবারি কি হইবে তায়।
দাবানলে, যে বন জ্বলে, জল দিলে তা নিবে না ॥ ২৪২৬॥

সাতু রায়।

মহড়া।

দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই, শুধু রাই কমল ধুলায় পড়ে র'য়েছে।
বনের কথা মনের কথা কই তোমার কাছে।
ফুলে মূলে জলে স্থলে, সকলেতে সমান্ জ্বলে,
নয়ন জলে ভাসে অনিবার।

হাহাকার সবাকার, গোপিকার প্রেমবিকার,
না হয় প্রতীকার।
তোমা বিহনে গোপিকার, হয়েছে অতি শীর্ণাকার,
দুঃখের অলঙ্কার অঙ্গে সবাই পরেছে।

চিতেন।

বসন্তকালে ব্রজে আসিয়া হেরিয়া দুঃখ সমুদায়,
পুনরায় মথুরায় রাজসভায় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়।।
শুন ওহে বনমালি, বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি,
পত্রাবলী করে এনেছি।
ভাণ্ডীরবন তমালবন, মধুবন আর নিধুবন,
ভ্রমণ করেছি।
কর্‌তে গোচারণ যে বনে, সে বন বন হয়েছে এক্ষণে,
তোমা বিহনে বনের শোভা গিয়াছে।

অন্তরা।

সুখশূন্য সবে শোকাকুল, তোমা বিহনে বনমালি হে,
যেমন শ্রীরাম বিহনে, অযোধ্যাভবনে,
ব্রজের গোপীগণ তৎপ্রায় সকলি হে।
সানন্দ উপনন্দ শ্রীনন্দ কহিছে মনের বিষাদে।
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ কোথারে আছিস্ দেখা দে।।
যশোদা রোহিণী আদি, রোদন করে নিরবধি,
বলে বিধি কি করিলি হায়,
মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, আয় গোপাল কোলে আয়,
আয়রে গোপাল আয়।
সেথা ছিলে ব্রজের রাখাল, এখন হেথা হয়েছ ভূপাল,
ব্রজের রাখাল সব গোপাল বলে কাঁদিছে॥ ২৪২৭॥

সাতু রায়।

মহড়া।

কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ প্রেমের এই কি ফল?
পেয়ে মথুরার রাজ্য ধাম, মত্ত হ'য়ে আছ শ্যাম,
বিচ্ছেদনীরে ডুব্‌লো রাধা সোণার শতদল।
বোঝা ভার শ্যাম তোমার ভঙ্গী কত শত ছল।
অকূলে ডুব্‌লো সে গোকুল, নাহি কূল,
কৃষ্ণপ্রেমে ক্লিষ্ট, সবাই শোকাকুল।
তারা কৃষ্ণপ্রাণা, কৃষ্ণ বই আর জানেনা,
তাদের ব্রহ্মাণ্ডে দাঁড়াবার আর নাহি স্থল।

চিতেন।

ব্রজের দশা দেখে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে,
কাতরে কহিছে উদ্ধব।
স্বচক্ষে দেখ্‌লাম প্রত্যক্ষে,
তোমার বৃন্দাবনের লীলা সব।
বৃন্দাবন যেন নয় সে বৃন্দাবন,
তরুগণ ছিন্ন ভিন্ন, শীর্ণ সমস্ত কানন।
যত ব্রজগোপীর নয়নজলে, মাধব হে,
কেবল যমুনা নদী হয়েছে প্রবল।

অন্তরা।

তুমি আপনি বলেছ শ্রীমুখে,
আমি স্বকর্ণে শুনেছি হে শ্যাম,
আমার এই বৃন্দাবন, আমারি গোপীগণ,
শ্রীরূপা শ্রীমতী রাধিকে।

পরচিতেন।

পুরিল মনসাধ, চক্ষুকর্ণের বিবাদ,
হেরিযে হ'ল হে ভঞ্জন।
যা ব'লে ব্রজে পাঠালে নাহি তার নিদর্শন।

সেই যে তোমার কুঞ্জবন রাসস্থান,
হয় জ্ঞান সব যেন কৃষ্ণ শ্মশান সমান।
যত সরস কানন শুখায়ে নীরস হ'য়েছে,
ব্রজে উঠ্‌ছে কৃষ্ণ প্রেমের দাবানল ॥ ২৪২৮ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

আমরা কার কাছে প্রাণ জুড়াব।
ছিল জীবনের জীবন, সেই বংশীবদন,
হারালাম তারে হে উদ্ধব।

চিতেন।

উদ্ধবে হেরিয়ে যত ব্রজাঙ্গনা কয়।
আমরা এত দিনে, কৃষ্ণ বিনে, হ'লাম নিরাশ্রয়।
এ সুখ বসন্তকালে, শ্যামকে কোথায় রেখে এলে,
গাঁথিয়ে মালতীর হার কার গলাতে পরাব॥ ২৪২৯ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

বোলো বোলো উদ্ধব তারে তারে।
ও তার এত সাধের বৃন্দাবন দিয়ে গেল কারেরে।
প্রলয়ের বরিষণে, রেখেছিল বৃন্দাবনে,
অবহেলে গিরিবর সে করে ধ'রেছিল।
এখন তার বিরহানলে সকলেতে পুড়ে মরে ॥ ২৪৩০ ॥

শ্রীধর কথক।

পুন আনি দিব তব চিন্তামণি ধন,
এই আশালতা হৃদে করিলে রোপণ;
সে লতা নয়নজলে সিঞ্চিনু সঘনে,
পল্লবিত কুসুমিত করিনু যতনে;
তোমারে আসিতে দেখি মনে এই নিল,
এত দিনে আশালতা বুঝি বা ফলিল;

ওরে রে উদ্ধব! তোর একি ব্যবহার,
একেবারে তার মূলে হানিলি কুঠার;
মৃতপ্রায় প্রাণপাখী সে লতা বিহনে
নিরাশ্রয় হৈল আর বাঁচিবে কেমনে॥ ২৪৩১॥

তারাকুমার কবিরত্ন।

ওহে উদ্ধব, দেখ শব গোপী সকলে।
প্রাণে মাত্র বেঁচে আছে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অনলে॥
শুখাল সুখপল্লব, বিনা সে রাধাবল্লভ,
যমুনা হল অর্ণব, গোপীর নয়ন সলিলে॥ ২৪৩২॥

ঊর্দ্ধমুখে ছিল গোপীগণ ক'রে উদ্ধবে নিরীক্ষণ।
বলে তৃষ্ণায় একা দেখা দিলি কই সে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
বিনে শ্যাম নব ঘন তৃষিত চাতকী।
ঊর্দ্ধমুখে ছিল রাধা পদ্মমুখী॥
সজল জলধর, সে বাঁকা বংশীধর,
হ'লো কি বিষধর, কিশোরীর পক্ষে।
ও রে উদ্ধব এলি ব্রজের দুর্দ্দশা দেখ স্বচক্ষে॥ ২৪৩৩॥

বারোঁয়া।

তারে ত ভুল্‌লেও ভোলা না যায়।
মুনি ঋষি অহর্নিশি ধ্যানে যায় ধেয়ায়॥
মরে আছি হয়ে শব, আমরা গোপিকা সব,
তোমায় কি কব উদ্ধব, কাজ কি সে কথায়॥
কি লেগেছে প্রেমডুরি, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি,
পলক ছাড়া হ'লে মরি, করি কি উপায়॥
নিরখি তায় জলে স্থলে, কভু হেরি হৃদ্‌কমলে,
ভাবি ভুল্‌ব ঘুমাইলে, স্বপনে দেখি তায়॥
বাজায়ে মোহন বাঁশী, অন্তরে পশিল আসি,
কে পরালে প্রেম ফাঁসি, দাসী গোপিকায়॥ ২৪৩৪॥

প্রভাস।

মহড়া।

হরি, ব্রজনারী চেননা এখন, রাধার প্রাণধন।
প্রভাস তীর্থে দরশন পাইয়া কৃষ্ণেরে, অভিমানভরে,
কহে করে ধ'রে, গোপীগণ।

চিতেন।

নাহি পীতধটি, মুরলী গোচারণের সে ভূষণ।
ধরোনা রাধার পায় এখন।
এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি, দ্বারকাপতি,
সোণার ভবন।

অন্তরা।

যদুনাথ আর কেন দুখিনীগণে স্মরণ হবে।
গিয়াছে সে সব ব্রজের ভাব, মজেছ হে নবভাবে।

চিতেন।

রুক্মিণী আদি রাজদুহিতা সবে সেবে ও চরণ
ভুলেছ সে গোপীগণ।
রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী, বনবাসিনী,
কি তারে লাগে মন।

অন্তরা।

ওহে, শুনেছি দ্বারকাতে তব সে সুখো বিলাস।
মহিষীগণেরো, বিবিধ প্রকারো,
পূরাতেছ অভিলাষ।

চিতেন।

সত্যভামার মানো রাখিলে, রোপিলে পারিজাতেরো কানন।
তাহে আছ বাঁধা, সাধ প্রিয় সাধা,
ভুলেছ রাধার প্রেমধন।

অন্তরা।

তোমারে অকিঞ্চনজনোনাথো, কৃষ্ণ, জগজ্জনে কয়।
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো,
ও পদে আশ্রয় লয়।

চিতেন।

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, ত্যজিলে যখন শ্রীবৃন্দাবন।
আর ও চরণো, না ল'বে শরণো,
দুখে গেলে প্রাণো দুখি জন।

অন্তরা।

শুনহে বহুকালান্তরে প্রাণবঁধু পেয়েছি দেখা।
জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে,
আর নাহিক সখা।

চিতেন।

সুখো দুখো কৃষ্ণ তব হাত, রঘুনাথ করয়ে নিবেদন।
চলহে নিলাজো, গোপিকাসমাজো,
ব্রজরাজো নন্দেরো নন্দন ॥ ২৪৩৫ ॥

হরু ঠাকুর।

মহড়া।

দেখ কৃষ্ণ হে, এলেন কৃষ্ণকাঙালিনী রাই,
সেই গেলে, আর না এলে গোকুলে,
রাইকে সঙ্গে করে লয়ে এলাম তাই।
জানত' পদ আশ্রিত, গোপিকা সবাই।
রাধানাথ হে, যা হবার তা হ'ল,
এনে দিলাম হে, তোমার রাই, তোমার ঠাঁই,
আমাদের ব্রজের খেলা ফুরাল।
দেহ যৌবন মন প্রাণ কুল মান,
প্যারী সব সঁপেছেন, কৃষ্ণ তোমার ঠাঁই।

চিতেন।

শ্যাম এলেন সমন্তপঞ্চকে, নারদমুখে,
শুনিয়া সংবাদ।
সহচরীগণ সঙ্গে করি, এলেন প্যারী,
দেখ্‌তে কালাচাঁদ।
কেঁদে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে,
দুটি নয়ন ছল ছল, অশ্রুজল,
বহিছে ধারা বদনকমলে।
কেঁদে ললিতে কৃষ্ণে কয়, দয়াময়,
পার চিন্‌তে, বহুদিন আজ দেখা নাই

অন্তরা।

প্রণাম করি নাথ—
আমরা ব্রজের আহিরিণী নারী সব,
দিলাম হে পরিচয়, মনে হয় কি না হয়,
শ্যাম হে, দুঃখিনীদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।

পরচিতেন।

শ্রীবৃন্দাবনে যে সব লীলে, ক'রেছিলে,
আছেত মনে?
সে গুণ যত, মুখে ক'ব কত, শেলের মত,
র'য়েছে প্রাণে।
দেখ সেই, এই বৃকভানুসুতা—
তোমার কালরূপ ভাবিয়ে, কালিয়ে,
কালী হ'য়েছেন রাই স্বর্ণলতা।
একবার বঙ্কিম নয়নে, রাইপানে, ফিরে চাওহে,
দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥ ২৪৩৬ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

মহড়া।

কথায় ভুল বোনা, কৃষ্ণ আমরা কথার কাঙ্গাল নই।
রাধারে বসাও বামে, তীর্থধামে,
দেখে ঐ চরণে, সবাই তৃপ্ত হই।
শুন শ্যাম এই করি নিবেদন।
রাধানাথ হে, তব দরশনে—
ছিল শ্রীদামের অভিশাপ, মনস্তাপ—
বুঝিহে ঘুচিল এত দিনে।
ভাগ্যে এসেছেন আপনি রাই, দেখা তাই,
নইলে রাইকে তোমার মনে ছিল কই।

চিতেন।

করিতে রাধার মনরক্ষে, বিনয়বাক্যে,
কল্লে সম্ভাষণ।
মরি মরি, ও বাক্যমাধুরী, শুনে হরি,
জুড়াল জীবন।
দেখে রাইকে ভাবের উদয় হ'ল—
ভাল বল দেখি মাধব এ গৌরব,
এ প্রেম এতদিন কোথায় ছিল।
অনেক যাতনা পেয়েছে, জেনেছে,
গোপীর নাই হে গতি কৃষ্ণ তোমা বই—

অন্তরা।

পুরাই মনসাধ, একবার যদি ঐ শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই।
যেখানে রাধাশ্যাম, সেইখানে ব্রজধাম,
ভাবগ্রাহী আপনি তুমি জনার্দ্দন—

পরচিতেন।

এই খানে সাজাই বৃন্দাবন, নিধুবন, নিকুঞ্জকানন,
সেই কিশোরী, সেই তুমি শ্রীহরি, সেই সব নারী,

আমরা গোপীগণ।
বসায়ে হে রত্নসিংহাসনে—
কৃষ্ণ তুমি নীলরত্ন, রাইরত্ন,
দুই রত্ন হেরি দুটি নয়নে।
আমরা গেঁথে মালতীর হার,
দুজনার অঙ্গে পরিয়ে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রই ॥ ২৪৩৭ ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

পাহাড়ী—খং।

এসরে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরেরে রাখাল দেখনা দেখনা।
আয়রে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনে আর কিছুত জানেনা।
চারি দিকে ঘেরি, দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালি,
ল'য়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাবনা।
হাম্বারবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায়,
তৃণ না পরশে, আঁখিজলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝনা বুঝনা ॥ ২৪৩৮ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

টৌড়ী ভৈরবী—খং।

প্রভাসে তোর রাখাল মরে কোথা রাখাল রাজা ভাই।
আয়রে তোরে দেখে মরি এসরে এসরে কানাই।
ব্যাকুল হলে এস ধেয়ে, ব্যাকুল রাখাল দেখ চেয়ে,
এসরে এসরে কানু বারেক তোরে দেখে যাই।
হের গোধন তোমারি তরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
আছে পথ চেয়ে আকুল হ'য়ে, হাম্বারবে ডাকে তাই ॥ ২৪৩৯ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

—০প্রভাস০—

হোরি।

ঝিঁঝিট—আড়া।

ও সই কেমনে আনিব জল কি ধুম মাচায়।
হাতে লয়ে পিচকারি, আবির খেলায়।
মত্ত গজ জিনি গতি আসে শ্যাম রায়॥
হৃদয় কাঁপিছে পদ ধরণ না যায়।
মোর রূপ মোরে হ'লো জঞ্জালের প্রায়॥
আনন্দ ঘন উহায় পরশিতে চায়।
ছড়াইছে কুঙ্কুম আবির খেলায়॥ ২৪৪০॥

শিবচন্দ্র সরকার।

সুরট—আড়া।

হোরিরসপানে মত্ত কিশোর কুঞ্জর,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম গমন মন্থর।
সুললিত করীকরে, পিচকারি ধরি করে,
হরিষে বরিষে রঙ্গ নব জলধর॥
ঘন ঘন জয়ধ্বনি, সখীগণ নিনাদিনী,
শিখিগণ আনন্দে বিহরে।
মনেতে আনন্দ মানি, রাই শ্যামসোহাগিনী,
কাদম্বিনীকোলে খেলে দামিনী সুন্দর॥
সুরস কেলি হিল্লোলে, প্রেমসিন্ধু উথলে,
ভাসে দোঁহে আনন্দ তরঙ্গে।
পদে পদে পদ্মোদ্ভবে, মন অলি ধায় লোভে,
সে পীযূষ করে আশ দাস নিরন্তর॥ ২৪৪১॥

শিবচন্দ্র সরকার।

খাম্বাজ—যৎ।

আরত খেলবোনা হোরি, হরি তোমার সঙ্গে।
ভিজালে পিচকারি দিয়ে, রাঙ্গায়েছ রঙ্গে।

বল দেখি কি কারণে, ভাবিলে না কিছু মনে,
ভাসিবে গোপিনীগণে, কলঙ্কতরঙ্গে।
শুন শ্যাম নিবদয়, নাহি গুরুজনভয়,
এমন ক'রে কি দিতে হয়, আবির সর্ব্বাঙ্গে।
দেখিলে আমাদের আকার, মনে সন্দেহ না হয় কার,
গৃহে যাওয়া হ'লো ভার, মরিহে আতঙ্গে ॥ ২৪৪২ ॥

রাস।
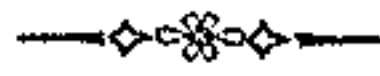
বিহাগড়া।

মধু ঋতু মধুকরপাতি।
মধুর কুসুম মধুমাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতীগণসঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটরঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ২৪৪৩ ॥

বিদ্যাপতি।

কেদার।

রাস মণ্ডল, মাঝে বিলসই,
সঙ্গে শত শত রঙ্গিনী।
রসিক নাগর, সঙ্গে ৭।৮৩

রণিত নূপুর কিঙ্কিণী॥
চিত্র পদগতি, চারু চাহনী,
অঙ্গভঙ্গী কর-চালনী।
ক্বণিত কঙ্কণ, তরল বলয়া,
গণ্ডে কুণ্ডল দোলনী॥
উরজমণ্ডল, হার চঞ্চল,
বয়নে শ্রমজল শোহনী।
মুরলী বীণা যন্ত্র, সুমধুর মুরজ,
থই থই থই বোলনী।
অলসে ঢুলু ঢুলু মেলি, অঙ্গ হেলাহেলি,
বিহসি হেরই আননে।
গহনে চুম্বন, প্রেম আলিঙ্গন,
রায় বসন্ত পহু কাননে॥ ২৪৪৪॥

রায় বসন্ত।

বেহাগ।

মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন, কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদনরাজ, নবসমাজ, ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
দেখহি সখি শ্যামচন্দ, ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, সখিনীবৃন্দ, গাওত রাগ মালিকা॥
তরল তাল, গতি দুলাল, নাচে নটিনী নটন শূর।
প্রাণনাথ, করত হাত, রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গ অঙ্গ পরশ ভোর, কেহু রহত কাহু কোর।
জ্ঞানদাস, কহত রাস, ঐছনি জলদ বিজুরি জোর॥ ২৪৪৫॥

জ্ঞানদাস।

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলিকদম্বমূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আরে সে শরদ যামিনী।

ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব,
পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলনী,
বিবিধ রাগ গায়নী ॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মুরছি পড়ত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিয়ল বসন দামিনী।
সাঙল ধবল কালিম গোরি,
বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গাওত রসে বিভোরি,
সবই বরজকামিনী ॥
বীণা কপিনাস পিনাক ভাল,
সপ্তস্বর বাজত তাল,
এ স্বরমণ্ডল মন্দিরা ডম্বু,
কেলি কতহুঁ গায়নী।
নূপুর ঘুজ্ঘুর মধুর বোল,
ঝনন ননন নটন লোল,
হাসি হাসি কেহু করত কোল,
ভালি ভালি বোলনী ॥
বলরাম দাস করত তাল,
সঙ্গীত মধুর অতি রসাল,
শুনত ভুলত জগত উমত,
হৃদয় পুতলি দোলনী ॥ ২৪৪৬ ॥

বলরাম দাস

কামোদ।

কদম্ব তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।

পরিমলে ভরল, সকল বিবিঁদাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কান্থ বিলসই রঙ্গে।
কিযে দুহুঁ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাই'র দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্রকরে সুশীতল,
মণিময় বেদির উপরে।
রাই কানু কর জোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলক তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ,
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী লহু বাজে॥
কুসুমিত বৃন্দাবন, কলপতরুগণ,
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন,
নরোত্তম মনোরথ পুর॥ ২৪৪৭॥

নরোত্তম দাস।

মোহিনী—আড়া।

যেমন মোহন শ্যাম তেমনি মোহিনী।
গলে গলে যুগলে কি ঘন পাশ সৌদামিনী॥
করে করে করধরা, রাস রসে নৃত্যপরা,
শিব সংগোপিয়ে কায় যায় তায় মোহিনী॥ ২৪৪৮॥

শিবচন্দ্র সরকার।

ঝুলন।

জয়জয়ন্তী।

কানন দেবতি, বৃন্দা সখী তহি
রাইযের সরসি কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা, করিযা রচনা,
সুখদ বকুল মূলে॥
ঝুলনা উপরি, নাগর নাগরী,
আসিযা বসিলা রঙ্গে।
ঝুলায় ঝুলনা, সকল ললনা,
মদগদ ভরে অঙ্গে।
ঝুলনা ঝমকে, রাধিকা চমকে,
তা দেখি নাগর ডরে।
হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিযা,
ধনীরে করল কোরে॥
রসবতী লৈয়া, কোরে আগোরিয়া,
ঝুলযে রসিকরায।
সহচরীগণ, ঝুলায় দ্বিগুণ,
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
ঝুলনা ধরিয়া, মধুর করিয়া,
কহয়ে শেখর রায়।
দেবতা পূজিতে, যাইবে তুরিতে,
দিবস বহিয়া যায়॥ ২৪৪৯॥

রায শেখর।

পরজ—ঢিমা তেতালা।

দেখ ঝুলিছে কিশোর কিশোরী।
নিকুঞ্জবনে চারি দিকে ঘেরি সহচরী॥

নবীন নীরদ শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম,
তাহে রূপ অনুপাম, তড়িত জিনিয়া প্যারী।
অধরে মুরলী গরজিছে গভীর, বরষিছে সুধাবারি॥
শ্রীমতী অতি উল্লাস, শ্রীমুখে হাস্য প্রকাশ,
করে পূর্ণ অভিলাষ, চতুর চতুরী॥ ২৪৫০॥

আশুতোষ দেব।

গরজ—ঢিমা তেতালা।

শ্রীরাধে চল নিকুঞ্জ বনে সাজগো ত্বরা করি।
শ্যামাঙ্গে বামাঙ্গে আজি ঝুলাবো ঝুলনে।
মিলন হবে অনুপ, মদন মোহন ভুপ,
হেরিব যুগল রূপ, যুগল নয়নে॥
যামিনী গভীর হ'লো, বিলম্বে কি ফল বলো,
অবিলম্ব কৃষ্ণ দরশনে।
বিপক্ষ জাগিলে রাধা, গমনে হইবে বাধা
শুনগো কৃষ্ণপ্রেমদা, নিবেদি চরণে॥ ২৪৫১॥

আশুতোষ দেব।

সুরট মল্লার।

কুঞ্জবনে আজু কি শোভারে সখি।
শ্যাম সুন্দর সঙ্গে ঝুলে চন্দ্রমুখী॥
উভয়েরি অঙ্গ অঙ্গে, মিলিত ললিত রঙ্গে,
মোহিত করে অনঙ্গে, অপাঙ্গে নিরখি॥
ত্যজি সব কুললাজ, সাজিল ঝুলনসাজ,
আইল কাননমাঝ, গৃহকাজ রাখি।
দোঁহে হেরি ব্রজবালা, মেঘে যেন চাঁদমালা,
সকলে হ'লো বিভোলা, আনন্দে সজল আঁখি॥ ২৪৫২॥

আশুতোষ দেব।

দোল।

সরফরদা—আড়া।

নবীন নাগর নবীনা নাগরী, দোঁহে মিলি,
হিণ্ডোলে নবনীপবরমূলে,
নব নব সখী সঙ্গে, নব নব রস রঙ্গে,
নব বেশ নব ফুলে।
পদ নব রবি আভা, নব পীত ধটী শোভা,
নব শিখি পুচ্ছ চূড়া, নব গুঞ্জা ছড়া বেড়া,
অধরে নবীন বাঁশী, নব ঘন রূপরাশি,
শ্রীমতী শ্রীমুখ শশী, উদয় যমুনা কূলে ॥ ২৪৫৩ ॥

আশুতোষ দেব।

শাওয়ান বাহার—একতালা।

কোন্ গগনে ছিলরে দুটি চাঁদ এল ধরাতলে।
চাঁদে মিলে কত খেলে ॥
আধ হাসেরে চাঁদ, আধ ভাসেরে চাঁদ,
ভাসে নয়ন জলে।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবেরে, পিয়ে সুধা প্রাণ দোলে ॥
ভাল ক'রে দেখরে দোলা, ঢুলতে বড় ভাল বাসি।
ছুটো ছুটি সকল খেলা, সবার চেয়ে ভাল দোলা,
দোলার তলে মন পাগলা, তাইত মোরা হেথা আসি ॥২৪৫৪ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

—⋄⋄※⋄⋄—

গৌরাঙ্গ।

গান্ধার।

তেজি কালবরণ, করিব ধারণ, তোমার অঙ্গের কান্তি।
তুয়া নাম লয়ে, আকুল হইয়ে, অশ্রুজলে হব শান্তি ॥

মেলি ভক্তগণ, করিব কীর্ত্তন, রাধা রাধা ধ্বনি করি।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইবে যখন, অচেতনে র'ব পড়ি॥
যবে ভেবে তব ভাব, হবে প্রেমভাব, স্বভাব ছাড়িবে দেহ,
তেজি বংশীধর, হব দণ্ডীধর, রাখিতে নারিবে কেহ॥
অমূল্য রতন, তব প্রেমধন, অযাচকে দিব আনি।
বীরচন্দ্রে কয় তবে সে খালাস পাইবে প্রেমের ঋণী॥ ২৪৫৫॥

বীরচন্দ্র।

বিভাস—কাওয়ালি।

রাই কাল ভাল বাসে না।
কাল দেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না।
রূপের বড় গরব করে রাই।
দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই।
এবার গৌর হয়ে ধর্‌বো পায়ে, আরতো কাল র'বনা।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ত্যজে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরেত মন বসে না॥ ২৪৫৬॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মিশ্র ভৈরবী—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইত আমি এলাম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥২৪৫৭॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কাফি বারোঁয়া মিশ্র—একতালা।

সইলো কার ভেঙ্গেছে কপাল, কেমন ক'রে প্রাণ বাঁধে।
আহা কোন্ অভাগী বিদায় দেছে এ সোণার চাঁদে॥
মরি শূন্য ঘরে কেমন ক'রে রয়,
না জানিগো অভাগিনীর প্রাণে কত সয়,

দিয়ে বিধি নেছে নিধি, এমন কি কার হয়?
কার সাধে সই বিষাদ উঠে দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে,
দেখ্‌লো চেয়ে মত্ত গোরা ঢলে ঢলে যায়,
হরি ব'লে পড়ে ঢ'লে, ধুলায় ধূসর কায়,
অরুণ নয়ন শতধারা ধায়।
পায় পায় পদ্ম ফোটে ভ্রমর জোটে তায়।
পাগল পারা দিশে হারা বলে রাধ শ্রীরাধে ॥ ২৪৫৮ ॥

তারে দিয়ে প্রাণ কুল মান চরণ পেলাম না সজনি।
আমি হ'লেম গউর প্রেমের ভিখারিণী ॥
নয়ন দিলাম রূপ দরশনে, কর্ণ দিলাম নাম শুনি।
মন দিলাম অঙ্গেরি ভূষণ, প্রাণ দিলাম তার নিছনি ॥
চাতকিনীর মত হ'য়ে, আছি দিবা রজনী।
সইগো পরে কি গো পরেরি বেদন জানে ও প্রাণ সজনি ॥
গৌররূপে মনগো হরে, আমি কিগো তাই জানি।
গোঁসাই সনাতনে বলে যাস্‌নে গো সুরধুনী ॥ ২৪৫৯ ॥

তোরা সবে যা আমি যাবনা সজনি ঘরে যাবনা।
ও তোরা বলিস্ বলিস্ (সজনি গো) ও গুরুজনার কাছে
ও যার দাসী তার সঙ্গে গেছে।
আমি কিক্ষণে জল, ও জল ভর্‌তে এলাম,
গউর রূপ দেখিয়া ভুলিয়া র'লাম।
যাব না সজনি ঘরে যাব না।
কত ক'য়ে ব'য়ে (সজনি গো) ঘরের বাহির করে আমার
নিজ কুলে কালি দিয়ে ॥ ২৪৬০ ॥

হরগৌরীর প্রেম ।

পরজ কালাংড়া—অলদ্ তেতালা ।

বারে বারে কহ রাণী গৌরী আনিবারে ।
জানত জামাতার রীত বিশেষ প্রকারে ॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি, ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী,
ততোধিক শূলপাণি, ভাবে উমা মারে ।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি পরে,
সে কেন পাঠাবে তারে, সরল অন্তরে ॥
রাখি অমরের মান, হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে ।
উমার অঙ্গের ছায়া, শীতল শঙ্করকায়া,
সে অবধি শিবজায়া, বিচ্ছেদ না করে ॥
অবলা অল্পমতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে ।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ,
তার মা বটে গনাযে যদি আনিবারে পাবে ॥ ২৪৬১ ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ।
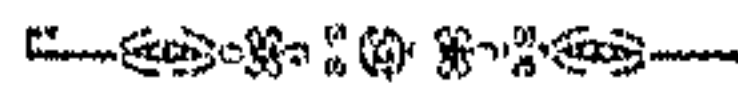
সতীর ভূষণ ।

কি কথা শুনালি কুবের, বলিতে কি আর জীবন বাঁচে ।
পতির অপমানে সতীর, অঙ্গের ভূষণ সকল গেছে ॥
পতি পাগল ভূষণ ফণী, আমিত সেই পাগলিনী ।
কি আভরণ দিবে তুমি, ভস্ম ভূষণ গায়ে আছে ॥ ২৪৬২ ॥

ভগবৎপ্রেম।

সিন্ধু—খেমটা।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে।
আবার সে যায় পাছে আমার,
বল্‌তে হয় না জোর করে॥
যখন সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে কতই বাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলাম তাই, কে বলেরে আপন রতন নাই,
সত্য মিথ্যে দেখ্‌না চেয়ে, ক'চ্চে কথা সোহাগ ভরে॥ ২৪৬৩॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কানাড়া মিশ্র—একতালা।

সাধে কি গো শ্মশানবাসী?
পাগলে করেছে পাগল তাইতে ঘরে থাকিনি।
সে কোথায় একলা বসে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে,
আমা হারা দিশে হারা, কাঁদ্‌ছে কত না জানি।
ওই যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌ছি মুখ্‌খানি তার,
ঘোরা যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি॥২৪৬৪॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়।
বহিছে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়॥
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি, প্রেমে প্রাণ মত্ত করে,
প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়, রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ ২৪৬৫॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

এক বাঁধনে বাঁধা আছি, এম্নি আমার মনে লাগে।
নামটী শুনে আমার মনে, রূপটী গো তার কেন জাগে॥
ধর্‌বো তারে খুঁজে খুঁজে, রাখ্‌বো ধরে মরম মাঝে,
পূজ্‌বো তারে, ভজ্‌বো তারে, মজ্‌বো তারি অনুরাগে॥ ২৪৬৬॥

রাজকৃষ্ণ রায়।

ভৈরবী—আড়খেম্‌টা।

'র পাই যদি দেখিতে।
এক 'নে নয়নে রাখিব, থাকিব একমনে একচিত্তে।
..তপ চরণ, করব ধারণ, জীবন জুড়াইতে।
পেলে, গাঁথিয়ে রাখিব রতন হৃদয়ের সহিতে।
প্রয়োজন যায়, তাই দিয়ে যায়, নাহি হয়, চাহিতে,—
দিতে কখন আসে কখন যায় গো, না পারি জানিতে।
করচিহ্ন চরণচিহ্ন পাই যে নিরখিতে—
আমার, তাই দেখে প্রাণ সদাই ব্যাকুল না পারি ভুলিতে।
কাতর প্রাণে ডাকি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে—
সাড়া পাই যেন কার, ওগো আমার, অন্তর নিভৃতে।
না দেখে যে রইতে নারি, না পারি সহিতে—
ওগো আমাতে কি আমি আছি, মজেছি প্রীতিতে॥ ২৪৬৭ ॥

কোথা সেই পাখিটী উড়ে পালাল।
যদি তারে কেউ দেখে থাক তবে পায়ে ধরি বল।
ঘোর নিশিতে বউটী যখন, ছিল ঘুমেতে হয়ে অচেতন,
হায়রে তখন ডালে বসে "বউ কথা কও" বলে পাখী ডেকেছিল।
বউ থাকে পাঁচ জনার মাঝে,
সখায় সাড়া দিতে নার্‌লে লাজে হায়রে,
ও তানা বুঝে সেই নিঠুর পাখী, অভিমানে ফিরে গেল।
যদি দেখা দেওয়ার মন না ছিল, তবে কেন পাখী সারাদিন হায়রে।
মিছে ডেকে কেন চেতন ক'রে, দেখা না দিয়ে লুকাল।
সখার কথা শুনে কাণে, বউযে অধীরা হয়েছে প্রাণে,
এখন লাজ ভয় ত্যজিয়ে, কেবল বল্‌ছে সখা কোথা গেল।
ডেকে সখা ফিরে গেল, কেঁদে গোপাচাঁদ ফকীর আকুল হায়রে!
এখন বউএর দশা কি হইবে, গেয়ে কেঁদে পাগল হ'ল। ২৪৬৮॥

পরিশিষ্ট।

৭৬০ সংখ্যক গানের শেষ ভাগ।

কি যে হ'ল জ্বালা, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা, কি হবে উপায়!
সহেনা যাতনা কহ লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায়॥

১১৩৬ সংখ্যক গানের পূর্ব্ব ভাগ।

মহড়া।

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।
বুঝিয়াছি তোমারো যে মনের আশয়॥
তুমিতো আমারি আছ গিয়াছ কোথায়॥

চিতেন।

সুখে থাকো মনে রাখো এখন এই চাই।
তব গুণ গাই, কোথাও না যাই॥
তুমি যত ভালবাসো ভাবে বুঝা যায়॥

অন্তরা।

ওহে তোমারো ও গুণো, প্রাণো, থাকুকো তোমায়।
ও বাতাসো যেন হে, না লাগে কারো গায়॥

চিতেন। *

তব সম প্রিয়তম কোথা পাব আর।
হেন অসাধারণ গুণ আছে কার॥
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায়॥

অন্তরা।

যদি নারী হ'যে করে কেউ প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন রসিক পেলে পূরে তারো আশ॥

১৪১১ সংখ্যক গানের শেষ ভাগ।

ধন জন যৌবন সোদর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহত না বোলেরে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূর পিয়া মোর করে পরবাস।
সম্বাদ লেই চলু বলরাম দাস॥

১৪১৮ সংখ্যক গানের শেষ ভাগ।

চিত্তেন।

হায়, ঘটায়ে প্রমাদো, গিয়াছে বিনোদো,
এই খেদ সম্বরি রহি কেমনে।
হে যদুনন্দনো, বিপদভঞ্জনো,
দিয়ে দরশনো, বাঁচাও প্রাণে॥

১৭৭৫ সংখ্যক গানের শেষ ভাগ।

আমার সাধনা তব চরণে ধরিয়া,
তুমি আছ মানের পদসার করিয়া॥
সাধনীয়া হবে কোথা মম সাধনে,
তা না হ'য়ে হ'লে রাধে সাধিকার সমান।

২৭০, ৬৭৯, ৭৪৬, ১১২৫, ১৫৫৬ ও ১৭১৫ সংখ্যক গান ১৫০৬, ৮১৮, ১৬৯৯, ১১৬০, ১৬৫০ ও ২০১৮ সংখ্যক গান বলিয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫০৬ সংখ্যক গানের পরিবর্ত্তে এই গানটি বসিবে:—

পাহাড়ী ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা।

এত দিনে মনবশ হইল নয়ন।
তার সে রূপ হৃদয়ে করেছে ধ্যান॥
বাহে অদর্শনে দুঃখী নহে কদাচন।
সদা মনোযোগে তারে করি দরশন॥ ১৫০৬॥

নিধু বাবু।

৮১৮ সংখ্যক গানের পরিবর্ত্তে এই গানটি বসিবে :—

সুহই।

সোই পিরীতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছনি দেই পরাণে।
মো যদি সিনানে আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয়॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকেরে দেয়।
মোর নামের আধা আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিনে থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥ ৮১৮॥

রায় শেখর।

৭৪৬ সংখ্যক গানের পরিবর্ত্তে এই গানটি বসিবেঃ—

ভৈরবী—জলদ্ তেতালা।

মন কোথা আছয়ে হে বল অন্যমন। প্রাণ।
যা আছে তোমার কাছে তুমি কি না জান॥
তব ধ্যান দিবানিশি, করি এই অভিলাষী,
ইহা বিনা প্রিয় আর, না জানি কখন॥ ৭৪৬॥

নিধুবাবু।

১১৬০ সংখ্যক গানের পরিবর্ত্তে এই গানটি বসিবেঃ—

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা ।

শিখেছি মন দিতে, না জানি মন হরিতে,
জানিলে কি এত দুঃখ সে পারে আমায় দিতে ।
প্রেমে বাঁধিয়ে আমায়, পাগল করেছে প্রায়,
না দেখি আর উপায়, নিজ মন ফিরে নিতে ।
সে যদি ভাবে আপন, দেয় মোরে নিজ মন,
উভয়ে হ'লে সমান, সুখলাভ হয় তাতে ॥ ১১৬০ ॥

১৬৫০ সংখ্যক গানের পরিবর্ত্তে এই গানটি বসিবেঃ—

খাম্বাজ—কাওয়ালি ।

ভেবনা ভেবনা ধনি! প্রাণনাথ আসিবে ।
বিচ্ছেদযাতনা যাবে, মনসাধ পূরিবে ॥
তোমার বঁধু তোমার হ'বে, মনদুঃখ নাহি র'বে ।
আবার তুমি মান করিলে পায়ে ধ'রে সাধিবে ॥ ১৬৫০ ॥

১৭১৫ সংখ্যক গানের পরিবর্ত্তে এই গানটি বসিবে ।

সাহানা—আড়া ।

কি সুখের দিন—সব সাধ পূরিবে ।
মন আজি সুখসাগরে ভাসিবে ॥
সব সখীগণ মেলি গাও সুমঙ্গল,
এত দিনে বিধি অনুকূল হইবে, নয়ন জুড়াবে ॥ ১৭১৫ ॥

নিম্নলিখিত "ক" যুক্ত সংখ্যক গানগুলি সেই সেই সংখ্যক গানের পরে বসিবে ।

গৌরী—যৎ।

কেন সখি বল মোরে নিষ্ঠুর বচন।
ভালবাসা দুঃখ বই সুখ অল্পক্ষণ॥
ইহাতে কি মন বুঝে? না কোরো বারণ।
যে যার অন্তরে থাকে, কেমনে ভুলিবে তাকে,
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখে, অধৈর্য্য যেমন॥ ১৩৮ ক॥

কালিদাস গাঙ্গুলি।

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া,
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে,
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সেজন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে, পিরীতি করয়ে,
কি জানি কি তার হয়॥
সহজে রসের, আকার সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন, উড়িতে আপন,
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি, ও গিম দোলনি,
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া-পিরীতি
মরমে পশিল তোর॥ ৫৪৪ ক॥

জ্ঞানদাস।

হাম্বির—কাওয়ালি।

দেখ্‌লে তারে আপনহারা হই,
গেলে পরে আর তো
ফিরে আস্‌বো না লো সই।
প্রাণে সই পাষাণ বেঁধে,
এসেছি কাঁদিয়ে কেঁদে,—
বলবো কত মনের খেদে,—
কি বলে বল্ আস্‌বো চলে,
জানেনা সে আমা বই ॥ ৮৮৯ ক ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

মহড়া।

এই খেদ্ তারে দেখে মর্‌তে পেলেম্‌না।
আমায় চাক্ বা না চাক্, সদা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে একবার্ ফিরে গেলনা ॥

চিতেন।

জীবনো থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।
শুদ্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে ॥
আমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।
সিঞ্চিলাম সই, কই হ'লো সুখফল ॥
তরু সমূলে শুকালো, শেষে এই হ'লো সই,
কালো কোকিলেরি রবে প্রাণো বাঁচেনা ॥ ১৪২৫ ক ॥

রাম বসু।

কেদারা—একতালা।

আমি নারী হর নহি শুন হে মদন,
বিনা অপরাধে বধ রাধার জীবন।
পরাজয় ঋণ যদি চাহ শুধিবারে,
যাহ তবে হরের সদন॥
হারে কি বুঝিলে ফণী বেণী জটাজূট?
নীলমণি আভা কণ্ঠে নহে কালকূট।
ললাটে চন্দনবিন্দু সিন্দূর দেখিয়া,
মানিলে কি চন্দ্র হুতাশন?
বিরহ সন্তাপে করি ধরায় শয়ন,
ধূলিধূসরিত অঙ্গ তাহারি কারণ।
তাহা না বুঝিয়া তুমি রাগের প্রভাবে,
ভাবিয়াছ বিভূতিভূষণ॥ ১৫৮৭ ক॥

রাধামোহন সেন।

মহড়া।

আমারে সখি ধরো ধরো।
ব্যথারো ব্যথিতো কে আছে আমারো॥
পথশ্রান্তে নহি গো কাতরো।
হৃদে নবঘনো, দলিতাঞ্জনো বরণো,
উদয়ে অবশ শরীরো॥

চিতেন।

অঙ্গ থরো থরো, কাঁপিছে আমারো,
আরো না চলে চরণ।
সেই শ্যামো প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বরা যোভারো অম্বরে॥

অন্তরা।

হায়, সে যে কটাক্ষেরো, অপাঙ্গভঙ্গিমো,
বয়ানো ক'রে তা কি ক'বো।
লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুঝেছে ভাবো॥

চিতেন।

কুলো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ো,
না রাখে জীবন আশ্।
তারো জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা,
সন্দেহ নাহি মরিবারো ॥ ১৯১৯ ক ॥

হরু ঠাকুর।

বেহাগ—আড়া মধ্যমান।

যাও গো গোকুল কুণ্ডলশ্রবণী, কুরঙ্গনয়নী রাধে !
কালো রাত্রি ভালো বটে অভিসারে বিনোদিনি !
ষটচক্র ছেদ করি, গুরুগঞ্জনে পাসরি,
চল গো ব্রজসুন্দরী ! অপ্রচুর রজনী ॥
কৃষ্ণ কুঞ্জে বসি জাগে, মনের অতি অনুরাগে,
উপহার করি আগে, চিন্তা করে চিন্তামণি।
নয়নে গলিত ধার, তব নাম মূলাধার,
শিব স্মরি এসো কুঞ্জে কুঞ্জরগমনি ॥ ১৯৬৪ ক ॥

শিবচন্দ্র সরকার।

আমায় দেগো মোহন চূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি,
দাঁড়াব চরণ ছেঁদে।
(আমায় দেগো··· ... ...)
হ'য়ে কৃষ্ণ তারে রাধিকা সাজাব,
এমনি ক'রে একদিন মথুরাতে যাব,
জানেনা জানেনা জানাব জানাব,
কি যন্ত্রণা শ্যাম বিচ্ছেদে।
(আমায় দেগো... ... ...)
রাধার ভাব যেদিন ধরিবেন হরি,
কেঁদে কেঁদে দিবেন ধূলায় গড়াগড়ি,
দিবা বিভাবরী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি,
বেড়াবেন কেঁদে কেঁদে।

(আমায় দেগো... ... ...)
তেম্‌নি ক'রে একদিন লুকাব গোপনে,
ভুলেও তো দেখা দিবনা স্বপনে,
আমার বিহনে, মদনমোহনে,
বিচ্ছেদশর যেন বেঁধে।
(আমায় দেগো... ... ...)
মানের ঘোরে যে দিন ঘটিবে প্রমাদ,
বসনে ঝাঁপিয়ে রাখ্‌বেন বদনচাঁদ,
নীলকণ্ঠ বলে এবার মেগে অপরাধ,
ধরিব যুগল পদে।
(আমায় দেগো... ... ...) ॥ ২০৯৩ ক ॥

নীলকণ্ঠ অধিকারী।

সোহিনী—আড়া।

কিসের কারণে আজি হেরি যোগীবেশ।
স্বরূপ করিয়ে কহ ওহে হৃষীকেশ ॥
ত্যজি অগুরু চন্দন, বিভূতি অঙ্গে লেপন,
রুণ্ডমালা বিভূষণ, নীলকণ্ঠে শেষ ॥
ত্রিশূল ডম্বরু করে, সুধাংশু শোভে শেখরে,
সুরধুনী ধ্বনি করে, জটাবদ্ধ কেশ।
অনুমানে বুঝা গেছে, মানে হেন সাজায়েছে,
সকলি হয়েছে আছে, নয়নে বিশেষ ॥ ২৩১৭ ক ॥

আশুতোষ দেব।
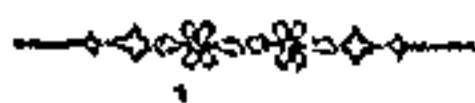
শুদ্ধিপত্র।

বিশেষ যত্ন স্বীকার করিয়াও এই বৃহৎ সংগ্রহখানি সম্পূর্ণ রূপে ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য করিতে পারি নাই। তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যে সকল ভ্রম পাঠমাত্রেই সম্যক্ উপলব্ধ না হইতে পারে তৎসমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

৬ পৃষ্ঠা ১০ গান শেষ পঙক্তির শেষে একটি "কমা" বসিবে এবং উহার নীচে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তি বসিবে।

২২ " ৬৩ " "প্রেম-বৈচিত্র" শীর্ষকের প্রথম গান হইবে।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	৬৮	৬	তরে	ডরে
৪০	১১৮	৭	ভুলার	তুলার
৬৪	১৯৮	৩	সকলেতে	সকলেত
৭২	২২৫	শেষ	জ্বালায়	জ্বলয়ে
৮৩	২৫৬	২	দিয়েছি	দিয়েছে
৯০	২৭৮	১	নিবারিত	নিবারিত হ'ত

৯১ ২৮৪ "প্রণয়ের রাজত্ব" শীর্ষকের প্রথম গান হইবে।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৯	৩৩২	৭	সেথায়	সেথাই
১১২	৩৪৫	১	যারে	তারে
১১৫	৩৫৫	৫	হরি	অগুণ হরি
১৪১	৪৩০	৩	বাসি	রাশি
১৪২	৪৩২	৭	পদ্ম	পদ্মে
"	৪৩৪	২	পলক	পলক পড়ে
১৪৬	৪৪২	২	তুমি	হের তুমি
"	"	৩	শূন্যপারে	'শূন্য'পরে
১৫০	৪৫১	শেষ	কি জানি	কে জানে

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫১	৪৫৬	৩	হয়	নহে
১৫৪	৪৬৯	১	দুঃখেত কহিতে	দুঃখেতে কহিত
১৬১	৪৯৯	১	গুণ	কেমন গুণ
১৬৬	৫১৬	৭	বিশীর্ণা	বিশীর্ণ হায়া
১৬৯	৫২৩	৫	ললিত	লুলিত
”	”	৬	তাহা উহু	আহা উহু
”	”	”	আর	পার
১৭৫	৫৩৫	৫	কোথা	কো
১৭৭	৫৩৬	৪	চল	চলই
১৮১	৫৪২	১	জপে	জাগ
১৮৩	৫৪৭	১২	মন্থু	মন্থু মন্থ
১৮৪	৫৪৮	৮	ঢুলি ঢুলি	ঢুলু ঢুলু
১৮৭	৫৫২	৯	কাল	কালা

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৮	৫৫৫	৩	জিতে	জীতে
১৮৯	৫৫৬	১৪	দিঠি	দিঠি ভরি
১৯০	৫৫৭	৮	যেমন	যেন
১৯১	”	৪	মদমত্ত	মদমাতা
১৯৬	৫৬৯	৬	মরমেতে	শরমেতে
১৯৮	৫৭৮	৪	ধন	ধ্যান

২০০ ৫৮৩ শেষ দুই পঙক্তির পূর্ব্বে এই দুই পঙক্তি বসিবে:—

কত করি ভুলিবারে, মন তাতো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০০	৫৮৫	৭	যদি	য দিন
২১৫	৬৩২	২	ফিরে দিলে	দিলে ফিরে

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৮	৬৪২	২	দেখিলে	থাকিলে
”	৬৪৩	”	নয়হে	লয়হে
২২৫	৬৬৪	৬	মন	মনে
২৩০	৬৭৪	১১	মনোরম	মনোরথ
২৩৩	৬৮২	২	হয়	রয়
২৩৫	৬৮৭	৯	জানি	জাতি
২৩৬	৬৮৮	৭	ভোর ভেল	ভেল ভোর
”	৬৯০	৪	কোট	কোটি
২৪৫	৭০৯	১	করি যে	করিরে
”	”	২	কেমন মন	কেমন
”	৭১২	৩	প্রিয়ে	প্রাণ
”	৭১৩	১	কমলিনী	কমলিনীর
”	”	২	তাই	নহিলেহে কেনে,
”	”	”	দরশন, জ্বালাও	দরশনে, জ্বলয়
২৪৮	৭২১	৩	অন্তর	অন্তরে

২৪৯ ৭২৭ প্রথম ও দ্বিতীয় পঙক্তির মধ্যে এই পঙক্তিটি বসিবে :—
দিবে নিশি থাকি আমি তোমার ধিয়ানে,

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫০	৭৩০	১	কি	কি কথন
”	৭৩২	”	প্রাণ	ওরে প্রাণ

২৬৫ ৭৯০ শেষ ভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৩	৮১০	১০	ভরে	ভয়ে
২৭৪	৮১১	৪	চন্দনে	চন্দন
২৭৬	৮১৬	৬	রাখিতে	রাখিবে
২৮১	৮২৬	৯	এখানে	এখনে

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮৫	৮৩২	শেষ	কুণ্ডক	কুন্তল
২৯৪	৮৫৭	৩	বুঝিলাম	না বুঝিলাম
২৯৭	৮৬৮	৪	বোলব কি	বোল্‌বো বা কি
„	„	শেষ	হইবে	হইব
২৯৮	৮৭১	একাদশ পঙক্তি নবম পঙক্তির নীচে বসিবে।		
পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৩	৮৭৯	৪	জাগি	ভাগি
„	„	১৪	অতত্র	অতএ
৩০৮	৮৯০	১	সই	সেই
„	„	৩	তাহারি সেই	সেই
৩০৯	৮৯৩	৪	পরবো	পড়্‌বো
৩১৫	৯০৮	দ্বাদশ পঙক্তি নবম পঙক্তির নীচে বসিবে।		
পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৪	৯২২	১	বুঝিবে	বুঝে
„	„	২	বলয়ে	বাসয়ে
৩২৫	৯২৪	শেষ	ফুরায়	যুয়ায়
৩৩৭	৯৪৮	১	সাধিলে	সাধি লো
৩৩৯	৯৫৬	১	প্রণয়ে	পিরীতে
৩৪৩	৯৬৯	৩	ততো বিষাদ	ততো বিসাধ
„	৯৭২	২	বিষাদ	বিসাধ
৩৫১	৯৯৭	১৫	যাব	যাবে
৩৫৪	১০০৪	১	যমুনারি জলে মোর	যমুনার জলে মোরে
৩৫৮	১০১৬	৭	কলেবর	কলেবরভার
৩৬১	১০৫৭	শেষ	লাভ	লাভত
„	১০৫৮	„	সাধ	সাধ ইথে
৩৭৩	১০৬৫	১	চিত্ত বিচ্ছেদের	প্রাণ বিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭৩	১০৬৫	২	ঝরে আঁখি, মরি আমি	ঝুরে আঁখি মম,
৩৭৪	,,	শেষ	বিধিকে, বুঝাইব	বিধি, বুঝা
৩৭৬	১০৭৬	,,	যথা	যেথা সেথা
৩৮০	১০৮৮	১	মোর	মোয়
,,	,,	৫	গোঁয়াল্ল	গোঁয়ায়ল্ল
৩৯৪	১১২৯	শেষ	রয়	বয়
৩৯৭	১১৩৬	পূর্ব্বভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ।০		
৪০৩	১১৪৪	১	বাক্য	ঝাক্য
৪০৫	১১৪৮	১	পদ্মে	পথো
৪০৮	১১৫৬	৪	হয় লো	হয় তো
৪১০	১১৬৪	তৃতীয় পঙক্তির নীচে এই পঙক্তি বসিবেঃ—		

নহিলে সদয় তুমি হইতে আমারে,

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১২	১১৭৪	২	বারি	করি
৪২৭	১২২৯	শেষ	যন্ত্রণা	মন্ত্রণা
৪৩২	১২৪৭	১	কিসে	কি সে
৪৩৪	১২৫৪	৩	বিভোর প্রাণ	বিভোরে আঁখি
,,	,,	শেষ	প্রাণ দাওনা	পদে নাওনা
৪৫২	১৩১৯	১	সহিবে	সহিব
৪৫৭	১৩৩১	১৩	তারে	ডরে
,,	১৩৩২	শেষ	হবে	পাবে
৪৫৯	১৩৩৪	পঞ্চম পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবেঃ—		

রেখে লজ্জার সম্মান,

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬০	১৩৩৭	৩	গমণে করে	গমনে করা
,,	১৩৩৯	৩	নিরখিয়া,	নিরখিয়া ত্যজিতে জীবন।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬১	১৩৪১	৪	সারা	সারা দিবা
৪৬৭	১৩৬২	১	আসিয়াছি দু দণ্ডেরি	এসেছি দু দণ্ডের
”	১৩৬৪	পঞ্চম পক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবে :—		

বলি বলি করি কই, পারিনা যে বলিতে।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
”	”	শেষ দুই পঙক্তির পরিবর্ত্তে এই দুই পঙক্তি বসিবেঃ—		

কর দুটি ধ'রে কই, ভুলনা আমারে সই,
এবে গো বিদায় হই, পতি সনে যাইতে ॥

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬৯	১৩৬৯	দশম পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবেঃ—		

রূপে গুণে অনুপমা, সেই সতী তিলোত্তমা,

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৭০	১৩৭১	শেষ	নাথ	সাথে
৪৭৮	১৩৯৬	১৩	যতেক	কতেক
৪৭৯	১৩৯৭	২	চল তুঁহি	চলতুঁহি
”	”	৯	সোহি মকর	সো হিমকর
”	”	১৩	আশ কি	আশকি
৪৮২	১৪০৩	শেষ পঙক্তিব নীচে এই দুই পঙক্তি বসিবে :—		

গোবিন্দদাস চলু, শ্যাম সমুঝাইতে,
বাঢ়ল বিরহ বিষাদ ॥

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮৩	১৪০৪	২	কবরি	করবি
”	”	১২	আশাতরী	আশা তব
৪৮৭	১৪১১	শেষ ভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।		
৪৯১	১৪১৮	শেষভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।		

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯১	১৪২১	২	রসাভাস	রসাভাসে
৪৯২	”	শেষ	সার	হোলো সার
৪৯৭	১৪৩১	৬	অধৈর্য্য	অধৈর্য্যে

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৯৭	১৪৩১	৬	অকুল	অকূলে
৪৯৮	১৪৩৩	১	তার	আর
,,	,,	৭	দোষ	দোষতো
,,	১৪৩৫	৪	দুঃখ	দহিব দুঃখ।
৪৯৯	১৪৩৬	শেষ	ভাসি	সেই
৫০০	১৪৪১	১	প্রাণনাথ	প্রাণ নাথ
৫০২	১৪৫০	১	আসিবে	আসিবে র'বে
৫০৬	১ ৪৬৪	৩	দিতো দরশন ॥	দেখিবে মরণ
,,	,,	তৃতীয় পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবেঃ—		

তা হইলে হাসি হাসি, তবেতো এখনি আসি, দিতো দরশন ॥

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১১	১৪৮৬	শেষ	কি	জীবনে কি
৫১২	১৪৮৯	২	অনুরূপ	অপরূপ
৫১৬	১৫০৪	৪	পিকবর	পিকরব
৫১৭	১৫০৭	২	গেল	গেল যে
,,	১৫০৮	শেষ	ক্ষীণা কায়া	ক্ষীণাকারা
৫১৯	১৫১৪	৪	সহিবে	বাঁচিবে
৫২০	১৫১৮	৩	দ্বিগন্তে	দ্বিগুণে
,,	১৫১৯	২	নয়ন নীরে	নয়নধারে
৫২১	,,	১	করেছে	করেছি
৫২২	১৫২৩	৫	জীবন জীবন	জীবন যদি
৫২৩	১৫২৯	৬	র'ব	রই
৫২৬	১৫৪০	,,	কাল	কাল কি
৫২৭	১৫৪১	১	হৃদয়	হৃদয়ে
৫২৯	১৫৫৩	২	অর্দ্ধ	অল্প
৫৩০	১৫৫৬	শেষ	ভাসাতে	জ্বালাতে
৫৩১	১৫৫৮	১	যরি	মরি

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৩৪	১৫৭০	১	ছিনু	ছিলে
৫৩৫	১৫৭১	২	হেরিয়ে বধিয়ে	হেরিয়াবধি যে
"	১৫৭৩	৫	স্বর হেরি	শরমেরি
৫৩৬	১৫৭৫	তৃতীয় পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবে :—		

সেইত যমুনাজলে ভাসিছে তরণী ;

"	"	চতুর্থ পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবে ;—		

হায় হায়! তাঁহা বিনা সকলি আঁধার।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৪০	১৫৮৬	১	কর্ণে	কণ্ঠে
৫৫২	১৬১৩	২	পদে	শ্রীপদে
"	"	৫	ঋতুর	ঋতুর মধ্যে
৫৫৪	১৬১৪	শেষ	কৃষ্ণপায়	কৃষ্ণের পায়
৫৫৮	১৬১৮	১৫	দেখ্‌লি	দেখ্‌লিত
৫৫৯	১৬২০	৩	তোমার	আমার
৫৬০	১৬২১	২	সুমধুর	সুমধুর স্বর
৫৬১	১৬২৬	তৃতীয় পঙক্তি দ্বিতীয় পঙক্তির উপরে বসিবে।		

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬২	১৬৩০	৪	পদ্ম	পদ্মে
৫৬৩	১৬৩২	২	অপমান	অভিমান
"	"	৩	কোকিলে	কোকিল
"	"	"	কুহু কুহু	কুহু
"	"	শেষ পঙক্তির নীচে এই দুই পঙক্তি বসিবে :—		

আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরাণ বঁধু

চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে, মান করে থাকা আর কি সাজে?

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬৪	১৬৩৬	৭	রবে	রঙ্গে

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬৮	১৬৪২	৫	করিতে জনু	করি তেজনু

,, ১৬৪৩ দ্বিতীয় পঙক্তির পরিবর্ত্তে এই কয়েক পঙক্তি বসিবে ঃ—

আজি কালি করি, দিবস গোঁয়াইতে, জীবন ভেল অতি ভার ॥
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল, দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল, বরিখে বরিখ কত ভেল ॥

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬৮	১৬৪৩	শেষ	গোঙযব	গোঙায়ব
৫৬৯	১৬৪৫	,,	কাল	কালি
৫৭১	১৬৫২	৯	অচঞ্চল	চঞ্চল
৫৭৫	১৬৬১	৯	বোধয়ে	রোধয়ে
৫৭৬	১৬৬৩	৫	লইযা	হইয়া
,,	১৬৬৪	২	শ্যাম	লাগ
৫৭৭	,,	৫	মনের	মরণের
৫৮২	১৬৮১	শেষ	এই মনে	এক্ষণে
৫৮৩	১৬৮২	,,	সজল নয়ন	নয়ন সজল
৫৮৬	১৬৯৬	১	দরশনে	তব দরশনে
৫৮৮	১৭০০	১	সর্ব্ব	সর্ব্বত্র
৫৯৪	১৭১৪	,,	কে	ঐ কে
৬০১	১৭৩৫	১০	হিয়াপরি	হিয়াপর
৬০৪	১৭৩৮	৮	দিযেছে	দিয়েছ
৬১৩	১৭৪৯	১২	অলি	অলির
৬১৮	১৭৬৩	শেষ	যাতনা	এত যাতনা
৬১৯	১৭৬৭	২	তখন	তখনি
৬২১	১৭৭৫	৪	মান	মানশশী
,,	,,	৫	মুখে	ফুলে
,,	,,	৬	বসন	বসনা

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২১	১৭৭৫	শেষ	তাহা	তার
,,	,,	শেষ ভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।		

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২৩	১৭৮৩	৩	কেশর	রূপের
৬২৪	১৭৮৫	৪	যাসে	বাসে
৬২৬	১৭৯১	শেষ	প্রলয়ের	প্রণয়ের
৬২৯	১৮০৬	১	মম মন আর	মন আমার
৬৩৯	১৮৩৫	৮	আছে	আছ
৬৪৮	১৮৬২	৭	মান কি	মানকি
৬৫৩	১৮৬৯	৬	সন্দেহা,	সন্দেহ।
,,	১৮৭০	৪	হরে	হয়ে
৬৫৭	১৮৭৮	শেষ	মন	নয়ন মন
৬৭২	১৯১৩	২	কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ	কৃষ্ণপক্ষ
৬৮৯	১৯৫৪	১১	ছলই	দলই
৬৯০	১৯৫৫	২	নিটোল	নি চোল
৬৯৭	১৯৭২	১	যথা	হায়
৭০১	১৯৮০	৩	গেল	সে গেল
৭০২	১৯৮৩	শেষ পঙক্তি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে :—		

সোহি পঙ্কজ কাঁহা মেরে, কাঁহা মৃণাল হামারি ॥

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭১১	২০০৮	১	ওই যে	ওইরে
৭২১	২০৩৬	পঞ্চম পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবে :—		

বৃথা অভিলায, বাড়িবে পিয়াস।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২২	২০৪০	৪	তব	তবু
৭২৪	২০৪৫	২	স্রোতের মুখে	ভেসেছিত

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩৯	২০৬৩	,,	নাচিব	নাচিবি
,,	,,	,,	গাহিব	গাহিবি
৭৪০	২০৮৫	৩	ধরেনা	ঝরেনা
৭৪২	২০৯১	৪	দহিব	মথিব
৭৫৩	২১১৮	৫	কি ভাব	এ কি ভাব
৭৫৪	২১১৯	৪	করেছি	করিয়ে
৭৫৫	২১২১	২	অন্তরে পুরাও	অন্তরের পুরাও
৭৫৭	২১২৩	১৩	শ্যামের	শ্যামের এখন
৭৫৯	২১২৫	৩	মনে	মর্ম্মে
৭৬০	২১২৬	৫	পঞ্চস্বর	পঞ্চশর
৭৬৫	২১৩৯	,,	করিতে	করিলে
৭৬৭	২১৪৫	১	কেন	কেবল কেন
৭৬৯	২১৫০	,,	হয়ে	হবে
৭৭৮	২১৭৬	৩	কেঁদেছ	কেঁদেছে
,,	,,	৫	পেয়েছ	পেয়েছে
,,	,,	,,	করেছ	করেছে
,,	২১৭৭	৫	করিবে বুঝি দরশন, আশার	বুঝি তব দরশন, আশার
৭৮০	২১৮১	৭	পিরীতি কি সুখে	পিরীতে কি সুখ
৭৮৫	২১৯১	২	সে গেছে প্রেম ভুলেছে	প্রেম গেছে সে ভুলেছে

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৮৮	২১৯৭	২	থাকিবো	থাকিবে
,,	২১৯৮	২	ভাসাইল	ভাসতে হ'ল
৭৯১	২২০৪	দ্বিতীয় পঙক্তির নীচে এই দুইটি পঙক্তি বসিবে :—		

মিনতি করি, করে ধরি হরি,
ক্ষমা কর পথ মাঝে।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৯২	২২০৮	১০	জানে	জারে
৮০৪	২২৩১	৪	তরণী	তরুণী
”	২২৩২	”	লেগেছ	লেগেছে
৮১১	২২৪২	১৩	ছলমল	ঝলমল
”	”	১৪	উগরয়ে	উগারয়ে
৮১৪	২২৪৭	৭	রূপখানি	রূপখনি
৮১৫	২২৪৯	৩	হে	যে
৮২৪	২২৬২	১৩	যাহে	বাঁহে
৮২৫	২২৬৩	২	শিশু	শিশু ছাড়ি
৮২৭	২২৬৭	২	জীবন	জীবনে
৮২৮	২২৬৯	১	মুরলী	মুরারি
৮৩৭	২২৯৭	১	বাঁশী	মোহন বাঁশী
৮৩৯	২৩০৫	২	গোকুল	কুল
৮৬৯	২৩৫৮	৪	পোহায়ত	পোহায়ব
৮৮৯	২৩৭৯	৩	বিচ্ছেদ	বিচ্ছেদে
৮৯৪	২৩৮৫	মহড়ার প্রথম দুই পঙক্তির নীচে ৮৯৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এই গানের শেষ ছয় পঙক্তি বসিবে।		

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯০২	২৩৯৮	৩	আমি	আমরা
৯০৩	২৪০১	২	বাঁশী	বাঁশরী
৯৩৩	২৪৫৮	শেষ পঙক্তির নীচে এই পঙক্তিটি বসিবে:—		

এ পাগল কে রে পাগল করে, প্রাণ পড়ে বিকায় সাধে॥

পৃষ্ঠা	গান	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৩৫	২৪৬৩	৪	যখন	মুখখানি
”	২৪৬৪	১	শ্মশানবাসী	শ্মশানবাসিনী

৩৯০, ৪৬৭, ১০৭৫, ১১৬৬, ১১৮৬, ১৪৫২, ১৬৭০ ও ১৮৭৫ সংখ্যক গান নিধু বাবুর মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

১৮২২ সংখ্যক গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নহে।

১০০ ও ১১২৫ সংখ্যক গান নিধু বাবুর রচিত।

৫০৮, ১৬২৬ ও ১৯৮০ সংখ্যক গান রাধামোহন সেনের রচিত।

১৯৫০ সংখ্যক গান কালী মির্জার রচিত।

১৫৩৯ সংখ্যক গান আশুতোষ দেবের রচিত।

১৯৬ ও ৩১৭ সংখ্যক গান শ্রীধর কথকের রচিত।

৫৯৮ সংখ্যক গান দাশরথী রায়ের রচিত।

২৯৬ সংখ্যক গান যদুনাথ ঘোষের রচিত।

১০ ও ১২৮২ সংখ্যক গান বনোয়ারী লাল রায়ের রচিত।

৬০০, ৭৬৩, ১০৩০ ও ১৮৫১ সংখ্যক গান চারুচন্দ্র ঘোষের রচিত।

৩৩৯, ৬০১, ১০৫১, ১৯৪২, ১৯৭৬, ২৪১৩, ও ২৪৫৮ সংখ্যক গান গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচিত।

৫৩ সংখ্যক গান হরিমোহন রায়ের রচিত।

[illegible] সংখ্যক গান [illegible] দত্তের রচিত [illegible] রচিত নহে। [illegible] ও [illegible] সংখ্যক গান [illegible] রচিত। [illegible] সংখ্যক গান [illegible] রচিত, [illegible] রচিত [illegible]।

[illegible] সংখ্যক গান সনাতন গোস্বামীর রচিত।